তুষার

ওরহান পামুক

অনুবাদ। শওকত হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক মহান, প্রায় অপ্রতিরোধ্য প্রতারণাময়... ঔপন্যাসিক... [তুষার] সম্মোহনী শক্তির মিশেলে সমৃদ্ধ: নিষ্ঠুরতা ও প্রহসন, কবিতা ও সহিংসতা; এবং এমন এক কণ্ঠস্বর যার আওতা গল্পকথকের পরিহাস থেকে শুরু করে দিশাহারা পর্যটকের গভীর বেদনা পর্যন্ত বিস্তৃত।'

–*দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*

'একটি প্রধান রচনা...বিবেক-বিদ্ধ এবং সযত্নে রচিত; আওতা, অকপটতা ও রসবোধে সুরময়...প্রতিটি বাঁকে সাসপেন্স... [তুরস্কের] পামুক নোবেল পুরস্কারের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখক।'

–জন আপডাইক, *দ্য নিউ ইয়র্কার*

'নিখাঁদ জাদু...তুষার অসাধারণ।'

–*স্যান ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকলস*

ISBN 984 70117 0123 3

9 847011 701233

www.amarboi.com

তুষার ওরহান পামুক

অনুবাদ শওকত হোসেন

রোদেলা

এক হও! ~ www.am

তুরস্কে ফিরে বিষণ্ন নগরী কার্সে বেড়াতে এসেছে ফ্রান্সে নির্বাসিত কবি কা। ওর ব্যক্ত উদ্দেশ্য, হিযাব নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় আত্মহত্যার জোয়ারে যোগ দেওয়া একদল ধর্মপ্রাণ মেয়েকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ; কিন্তু সম্প্রতি তালাক প্রাপ্তা প্রাণবন্ত আইপেকের স্মৃতিও তাড়া করছে ওকে।

অবিরাম ঝরে চলা তুষার আর সর্বজনীন সন্দেহের ভেতর কা আবিষ্কার করল আইপেকের সাবেক স্বামী মুহতার থেকে শুরু করে এক ক্যারিশম্যাটিক সন্ত্রাসী পর্যন্ত সবাই ধাওয়া করে ফিরছে ওকে। হারানো এক উপহার পুলকভরা আকস্মিকতায় ফিরে এল। এক নাট্য-সন্ধ্যা পরিণত হলো হত্যাযজ্ঞে। কা অবিষ্কার করল আল্লাহই হয়তো সব কিছু হারানোর উসিলা। সংবেদনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক সাসপেন্সে অনুরণিত তুষার আমাদের বর্তমান সময়ের এক ব্যাপক প্রাসঙ্গিক কাহিনী।

প্রচ্ছদ চিত্রণ : মাহবুব কামরান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৬ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী **ওরহান পামুক** *দ্য হোয়াইট ক্যাসল* ও *দ্য নিউ লাইফ*সহ অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। ২০০৩ সালে তিনি *মাই নেইম ইজ রেড*-এর জন্যে আন্তর্জাতিক *ইম্প্যাক* পুরস্কারে ভূষিত হন ও ২০০৪ সালে ফেবার তাঁর *স্নো* [তুষার] উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশ করে, মার্গারেট অ্যাটউড যাকে 'আমাদের সময়ের অবশ্য পাঠ্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওরহান পামুক ইস্তাম্বুলে বাস করেন।

অনুবাদক: **শওকত হোসেনের** আদি নিবাস চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর গ্রামে। বাবার বিচার বিভাগীয় চাকরির সুবাদে বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে দেশের বিভিন্ন শহরে। বই পড়ার অদম্য নেশা পেয়েছেন বই-প্রেমী মায়ের কাছ থেকে। বলতে গেলে *রানওয়ে জিরো-এইট* অনুবাদের মাধ্যমে হঠাৎ করেই লেখালেখির শুরু। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন শওকত হোসেন, বর্তমানে একটি বেসরকারী ব্যাংকে কর্মরত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাফিক্স : আব্বাস খান

নোবেল বিজয়ী

ওরহান পামুক

তুষার

অনুবাদ: শওকত হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের উৎসর্গ:
রিয়াকে

অনুবাদকের উৎসর্গ:
আমার ভাই-বোনদের :
নাঈমা পারভীন
ফজলে হোসেন
সালমা শাহীন
সায়েমা শারমিন
ও
ফারহানা তুহিন
অফুরন্ত ভালোবাসায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুর বিপজ্জনক প্রান্তে আমাদের কৌতূহল।
সৎ তস্কর, দরদী ঘাতক,
কুসংস্কারে বিশ্বাসী নাস্তিক।

–রবার্ট ব্রাউনিং, 'বিশপ ব্লুগ্রাম'স এপোলজি

সাহিত্য কর্মে রাজনীতি কোনও কনসার্টের ঠিক মাঝখানে পিস্তলের গুলির মতো, বিশ্রী ব্যাপার হলেও উপেক্ষা করার মতো নয়। আমরা বড়ই কুৎসিত বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি।

–স্টেনথাল, *দ্য চার্টার হাউস অভ পারমা*
রিচার্ড হাওয়ার্ডের অনুবাদ।

তো, তাহলে জনগণকে বাদ দাও, নিষিদ্ধ করো, ওদের নীরব হতে বাধ্য করো। কারণ ইউরোপিয় আলোকন জনগণের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

–দস্তয়েভস্কি, *দ্য ব্রাদার কারামাযোভ*-এর নোটবুক

আমার ভেতরের পশ্চিমা সত্তা হতাশ হয়েছে।
–জোসেফ কনরাড, *আন্ডার ওয়েস্টার্ন আইজ*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

কার্সে যাত্রা	১১
বাইরের এলাকা	১৭
দারিদ্র্য ও ইতিহাস	২৬
নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে আইপেকের সাথে কা'র সাক্ষাৎ	৪০
ঘাতক ও শিকারের প্রথম ও শেষ কথোপকথন	৪৮
প্রেম, ধর্ম ও দারিদ্র্যঃ মুহতারের বিষাদ কাহিনী	৬০
দলীয় হেডকোয়ার্টার, পুলিস হেডকোয়ার্টার এবং আবার রাস্তায়	৭০
ব্লু ও রুস্তেম	৮১
আত্মহত্যায় নারাজ নাস্তিক	৯৩
তুষার ও সুখ	১০১
শেখ এফেন্দির সাথে কা	১০৯
নেসিপ ও হিকরানের বিষাদ কাহিনী	১১৬
কাদিফের সাথে তুষারে পথচলা	১২৫
ডিনারের কথোপকথন প্রেম, হিযাব ও আত্মহত্যা প্রসঙ্গে বাঁক নিল	১৩২
ন্যাশনাল থিয়েটারে	১৪৬
নেসিপের ল্যান্ডস্কেপ বর্ণনা; কা'র কবিতা আবৃত্তি	১৫৬
হিযাব পোড়ানো এক মেয়েকে নিয়ে নাটক	১৬৩
মঞ্চে বিপ্লব	১৭০
বিপ্লবের রাত	১৭৯
কা যখন ঘুমাল ও পরদিন সকালে জেগে উঠল	১৮৬
ত্রাসের শীতল ঘরে কা	১৯৫
সুনেয় যেইমের সামরিক ও অভিনয় জীবন	২০৪
সুনেয়র সাথে সামরিক হেডকোয়ার্টারে	২১৮
ছয়কোণা তুষার কণা	২৩১
হোটেলের রুমে কাদিফের সাথে কা	২৪০
পশ্চিমের উদ্দেশে ব্লুর বিবৃতি	২৪৭
বিবৃতিতে সই করার জন্যে তুরগাত বে-কে কা-র অনুরোধ	২৬০
হোটেলের কামরায় আইপেকের সাথে কা	২৬৯
ফ্রাংকফুর্টে	২৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের ক্ষণকাল	২৮৭
হোটেল এশিয়ায় গোপন বৈঠক	২৯১
প্রেম, তাৎপর্যহীনতা এবং বুর নিরুদ্দেশ প্রসঙ্গ	৩০৯
গুলিবিদ্ধ হওয়ার আতঙ্ক	৩২০
মধ্যস্থতাকারী	৩৩৩
হাজতে বুর সাথে কা	৩৪৬
জীবন ও নাটক এবং শিল্প ও রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক	৩৫৮
সব নাটকের অবসান ঘটানো নাটকের প্রস্তুতি	৩৭১
আরোপিত সাক্ষাৎ	৩৮৩
হোটেলে কা ও আইপেকের সাক্ষাৎ	৩৯২
পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ	৪০৫
নিখোঁজ সবুজ নোটবুক	৪০৯
আইপেকের দৃষ্টিকোণ থেকে	৪১৬
শেষ দৃশ্য	৪২৫
চার বছর পরে, কার্সে	৪৪০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

তুষারের নৈঃশব্দ্য

কার্সে যাত্রা

তুষারের নৈঃশব্দ্য, ড্রাইভারের ঠিক পেছনের আসনে বসা লোকটা ভাবল। এটা কোনও কবিতার শুরু হলে মনের ভেতর যে অনুভূতি চলছে তার নাম দিত এ তুষারের নৈঃশব্দ্য। মাত্র কয়েক সেকেন্ড হাতে থাকতে এরযারুম-কার্সের এই বাসে চেপেছে ও। ইস্তাম্বুল থেকে সবে স্টেশনে এসে পৌঁছেছিল ও–দুদিনের ঝড়ো তুষার-ঢাকা যাত্রা–জুৎসই বাসের খোঁজে বরফ ঢাকা নোংরা করিডরে ব্যাগ টেনে টেনে ছুটে বেড়াচ্ছিল ও, এমন সময় কেউ একজন ওকে বলেছে কার্সগামী বাসটা শিগগিরই ছেড়ে যাচ্ছে।

অবশেষে বাসটার দেখা পেয়েছে ও, একটা সেকেলে মাগিরুস, কিন্তু কন্ডাক্টর আগেই ওটার ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল; 'তাড়াহুড়োয়' থাকায় ফের খুলতে রাজি হয়নি সে। সেজন্যে ব্যাগসহই বাসে উঠেছে পর্যটক, গাঢ় লাল ব্যালি ব্যাগটা এখন ওর দুপায়ের মাঝখানে রাখা। জানালার ধারে বসেছে ও, পরনে চারকোল ব্ল্যাক কোট, পাঁচ বছর আগে ফ্রাংকফুর্টের *কফহফে* কিনেছিল ওটা। আমাদের আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার যে নরম পালকে ঢাকা এই চমৎকার কোটটাই কার্সে অবস্থান করার সময় ওর জন্যে গ্লানি বয়ে আনবে আবার সেই সাথে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধেরও যোগান দেবে।

বাসটা যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে আমাদের এই পর্যটক পাশের জানালার সাথে চোখ আটকে ফেলেছে, সম্ভবত নতুন কিছু দেখতে পাবার প্রত্যাশায় এরযারুমের উপকণ্ঠের শহরতলীর রাস্তার দুপাশের সার বাঁধা জরাজীর্ণ দোকানপাট, ব্যাংক আর ভূমিসাৎ কফিশপগুলোর দিকে তাকাল, ঠিক এমনি সময় অঝোরে ঝরতে শুরু করল তুষার। ইস্তাম্বুল আর এরযারুমের মাঝখানে প্রত্যক্ষ করা তুষারপাতের চেয়ে ঢের প্রবল এই তুষার। এতটা ক্লান্ত না হলে আকাশের বুক থেকে পাখির পালকের মতো ঝরে পড়া তুষারকণার দিকে আরেকটু ভালো করে নজর দিলেই বুঝতে পারত সোজা তুষারঝড়ের দিকে ধেয়ে চলেছে ও। নিমেষেই উপলব্ধি করতে পারত এমন এক যাত্রায় নেমেছে যা চিরদিনের জন্যে ওর জীবনটাকে বদলে দেবে; তখন ফিরতি পথ ধরত ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এমন কোনও চিন্তা ওর কল্পনাতেও ঠাঁই পেল না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আকাশে ঝুলে থাকা আলোর অবশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলল ও। আগের চেয়ে ঢের প্রবলভাবে নাচতে থাকা তুষার কণার মাঝে আসন্ন তুষার ঝড়ের কোনও আলামত দেখাতো দূরে থাক, বরং ফের সুখ আর পবিত্রতায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতিই যেন দেখতে পাচ্ছিল ও, সেই ছোটবেলায় যার সাথে পরিচয় ছিল ওর। আমাদের এই পর্যটক ওর ছেলেবেলা আর সুখের দিনগুলো কাটিয়েছে ইস্তাম্বুলে, বার বছর পর প্রথম বারের মতো মায়ের দাফনে অংশ নিতে ফিরে এসেছে। ওখানে চারদিন থাকার পর কার্সে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেক বছর পরেও সেরাতের তুষারপাতের অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা মনে করতে পারবে ও, এর সাথে আগত সুখ ছিল ইস্তাম্বুলে ওর জানা যেকোনও সুখের চেয়ে অনেক বেশি। ও একজন কবি–তুরস্কের পাঠকদের কাছে তেমন পরিচিতি পায়নি গোড়ার দিকে লেখা এমন একটা কবিতায়–নিজেই যেমন একবার লিখেছিল: আমাদের স্বপ্নে কেবল তুষারই চলমান।

জানালার ওপাশে স্বপ্নের মতো ধীর গতির তুষারপাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বপ্ন কল্পনায় হারিয়ে গেল পর্যটক; সারল্য আর ছেলেবেলার স্মৃতিতে পবিত্র হয়ে আশাবাদের কাছে পরাস্ত হলো, এভাবে এই পৃথিবীতে নিজেকে স্বচ্ছন্দ ভাবার সাহস পেল। খানিক বাদেই ভিন্ন এক ধরনের অনুভূতি হলো ওর, দীর্ঘদিন যার সাথে পরিচিত নয় ও, নিজের আসনে ঘুমে ঢলে পড়ল অবশেষে।

AMARBOI.COM

আসুন নীরবতার এই সুযোগটুকু আমরা ফিসফিস করে জীবনী সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা দেওয়ার কাজে লাগাই। গত বারটি বছর জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকলেও আমাদের পর্যটক কখনওই রাজনীতিতে তেমন একটা জড়িত ছিল না। তার একমাত্র প্যাশন, একমাত্র চিন্তা ছিল কবিতা। বেয়াল্লিশ বছর বয়স ওর, একা, কখনও বিয়ের পিঁড়িতে বসেনি। নিজের আসনে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকায় বোঝা মুশকিল হলেও সাধারণ তুর্কিদের তুলনায় বেশ লম্বা ও। মাথার চুল বাদামী, গায়ের রঙ বেশ মলিন, যাত্রা পথে আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এখন। লাজুক মানুষ ও, একাকী থাকতেই ভালোবাসে। ঘুমে ঢলে পড়ারই পরপর কী ঘটতে যাচ্ছে জানা থাকলে–বাসের দুলুনির ফলে ওর মাথাটা প্রথমে সহযাত্রীর কাঁধের উপর এসে পড়বে, তারপর নেমে আসবে বুকের কাছে–যারপরনাই লজ্জা পেত। কারণ আমরা যে পর্যটককে সহযাত্রীর গায়ে ঠেস দিয়ে থাকতে দেখছি সে আসলে নেহাতই ভদ্রলোক, নিস্পৃহ, অনেকটা চেকভের সেইসব ভালোমনুষিতে ভরা চরিত্রগুলোর মতো যারা জীবনে সাফল্যের মুখ দেখেনি। নিস্পৃহতা সম্পর্কে পরে আমাদের আরও অনেক কিছু বলার থাকবে। কিন্তু এমনি বিশ্রী ভঙ্গিতে যেহেতু খুব বেশি সময় ঘুমিয়ে থাকবে না ও, আপাতত এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পর্যটকের নাম কেরিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাকাসুগলু, এ নামটা ওর পছন্দ নয়, বরং *কা* হিসাবে পরিচিত হতেই পছন্দ করে (নামের অদ্যাক্ষর-এর কারণে); এই বইতে ঠিক সেটাই করব আমি। এমনকি সেই স্কুলে পড়ার সময়ই আমাদের নায়ক হোমওঅর্ক আর পরীক্ষা খাতায় নিজের নাম *কা* লেখার উপর জোর দিত; ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ফর্মে *কা* হিসাবেই স্বাক্ষর দিয়েছে ও, টিচার আর সরকারী কর্মচারীদের সাথে বিরোধ দেখা দিলেও এমনটা করার অধিকারের পক্ষে কথা বলার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। ওর মা, পরিবার আর বন্ধুবান্ধবরা *কা* বলেই ডাকে ওকে। এই নামে কয়েকটা কবিতা সংকলন বের করার পর তুরস্ক আর জার্মানির তুর্কি মহলে মোটামুটি হেঁয়ালিময় খ্যাতিও পেয়েছে।

আপাতত এইটুকু বলার মতোই সময় ছিল আমাদের হাতে। এরযারুম স্টেশন থেকে বের হয়ে আসার সময় আমাদের ড্রাইভার যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা আশা করেছিল বলেই আমাকে কেবল এই কথাগুলো বলার সুযোগ দিন: 'তোমার পথ খোলা থাকুক, কা।' কিন্তু আমি আপনাদের প্রতারণা করতে চাই না। আমি কা'র পুরোনো বন্ধু, কার্সে ও থাকার সময় যা ঘটবে তার সবই জানা আছে বলেই এই কাহিনী শুরু করতে যাচ্ছি।

হোরাসান থেকে বের হয়ে আসার পর সোজা কার্সের উদ্দেশে উত্তরে বাঁক নিয়েছে বাসটা। আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওটা উঠে যাবার সময় চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটা বাঁকে আচমকা উদয় হওয়া ঘোড়া আর ঠেলাগাড়ির সাথে টক্কর এড়াতে ব্রেক চেপে ধরল ড্রাইভার, ফলে জেগে উঠল কা। আতঙ্ক ইতিমধ্যেই সহযাত্রীদের ভেতর সহানুভূতির বোধ জাগিয়ে তুলেছে, অচিরেই কা'র মনেও একই অনুভূতি হলো। ওদের সাথে একাত্ম বোধ করল ও। বাস ড্রাইভারের ঠিক পেছনে বসলেও অচিরেই আরও পেছনের যাত্রীদের মতোই আচরণ করতে লাগল কা। বাসটা যখনই রাস্তার কোনও বাঁক ঘুরতে বা ক্লিফের কিনার থেকে উড়ে যাওয়া ঠেকাতে গতি কমাচ্ছে, ভালো করে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছে ও; ড্রাইভারকে সাহায্য করতে মরিয়া উৎসাহী যাত্রীটি যখন উইন্ডস্ক্রিন থেকে জমাট ধোঁয়াশা মুছতে গিয়ে কোনও একটা কোণ বাদ দিয়ে যাচ্ছে, তখন তর্জনী উঁচিয়ে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে (এই সাহায্য অবশ্য পাত্তা পাচ্ছে না); তুষার ঝড় যখন এতটাই প্রবল হয়ে উঠল যে উইন্ডশিল্ডে জমাট বাঁধা তুষার আর মোছার উপায় রইল না, কা তখন রাস্তার অবস্থান বুঝতে সাহায্য করার জন্যে ড্রাইভারের সাথে যোগ দিল।

তুষারে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় রোড সাইনগুলো পড়ার জো নেই। তুষার ঝড় তাণ্ডবলীলা শুরু করার পর বাস ড্রাইভার ব্রাইটস নিভিয়ে দিয়ে আধো অন্ধকারে রাস্তার একটা আভাস পাওয়ার আশায় বাসের ভেতরের বাতিগুলো ডিম করে দিল। বাইরের দুর্গত গ্রামের তুষার ঢাকা পথঘাট, ম্লান আলোকিত জরাজীর্ণ একতলা বাড়িঘর, আগেই রুদ্ধ হয়ে যাওয়া আরও দূরের গ্রামের দিকে চলে যাওয়া রাস্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর রাস্তার বাতির ওধারের কোনওমতে চোখে পড়া রেভাইনগুলোর দিকে চোখ রেখে ভীতিকর এক নীরবতায় ডুবে গেল যাত্রীরা। কথা বললেও ফিসফিস করে বলছে সেটা।

তো কা'র সহযাত্রীটি–খানিক আগে যার বুকের উপর ঢলে পড়েছিল ও–একেবারেই নিচু গলায় কার্স যাবার কারণ জিজ্ঞেস করল ওকে। কা স্থানীয় নয়, বোঝা খুবই সহজ।

'আমি একজন সাংবাদিক,' ফিসফিস করে জবাব দিল কা। 'মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে আগ্রহী আমি–আর যে মেয়েটি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে তার ব্যাপারেও আগ্রহী।' কথাটা সত্যি।

'কার্সের মেয়র খুন হওয়ার পর ইস্তাম্বুলের সব কাগজেই এই কাহিনী ছাপা হয়েছে,' জবাব দিল কা'র পড়শী। 'আত্মহত্যা করতে যাওয়া মেয়েটার বেলায়ও একই অবস্থা।' লোকটার কণ্ঠে গর্ব নাকি গ্লানির সুর, ঠিক ধরতে পারল না কা। তিনদিন পর অশ্রুসজল চোখে হালিত পাশা অ্যাভিনিউর তুষারে দাঁড়িয়ে আবার এই ছিপছিপে সুদর্শন গ্রামবসাসীকে দেখতে পাবে ও।

বাকি পথটুকুতে বিচ্ছিন্ন আলাপচারিতা থেকে কা জানতে পেল এই লোকটা কার্সের হাসপাতাল বিশেষ সুবিধার নয় বলে মাত্র ওর মাকে এরযারুমের হাসপাতালে রেখে এসেছে। গবাদিপশুর ব্যবসা করে সে, কার্সের আশপাশের গ্রামগুলোয় গরু সরবরাহ করে থাকে, খুব একটা কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে গেলেও বিদ্রোহীতে পরিণত হয়নি সে। কা-কে না বলা রহস্যজনক কোনও কারণে নিজের জন্যে মোটেও খারাপ লাগে না ওর, বরং দেশের জন্যেই বেশি খারাপ লাগে তার; এছাড়া কা'র মতো একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে ইস্তাম্বুল থেকে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে তার শহরের সমস্যা সম্পর্কে জানতে কষ্ট করতে দেখে খুশি হয়েছে সে। কথাবার্তার সহজ ভঙ্গিতে এক ধরনের ভদ্রতাবোধ আর হাবভাবে এক ধরনের গর্ব থাকায় লোকটার প্রতি সমীহ বোধ করল কা।

মানুষটার উপস্থিতিই প্রীতিকর। জার্মানিতে দীর্ঘ বার বছর অবস্থান করার পুরো সময়টায় একবারের জন্যেও মনে এমন প্রশান্তি অনুভব করেনি কা। অনেক দিন পরে এই প্রথমবারের মতো ওর চেয়ে দুর্বল কারও সাথে সহানুভূতি প্রকাশের চকিত আমোদ লাভ করেছে। ভালোবাসা আর সহানুভূতিপ্রবণ এক লোকের চোখ দিয়ে জগৎ দেখার প্রয়াসের কথা মনে পড়ল ওর। এবারও সেই একই কাজ করতে গিয়ে তুষার-ঝড়কে আর আগের মতো ভীতিকর মনে হলো না ওর। ওর জানা আছে ক্লিফের কিনারা থেকে উল্টে পড়ে যাবার নিয়তি নিয়ে আসেনি ওরা। বাস পৌঁছতে দেরি করবে, তবে ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে ও।

রাত দশটায় নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পরে বাসটা যখন কার্সের তুষার ঢাকা রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল শহরটাকে চিনতেই পরল না কা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি রেইল রোড স্টেশনটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না; বিশ বছর আগে স্টিম এঞ্জিনে চেপে এখানে এসেছিল ও; এমনকি ড্রাইভার ওকে সেদিন যে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল (গোটা শহরটা একবার চক্কর দেওয়ার পর) সেটার কোনও সাইনবোর্ডও চোখে পড়ল না: হোটেল রিপাবলিক, 'প্রত্যেক রুমে একটা করে টেলিফোন।' যেন সবকিছু মুছে ফেলা হয়েছে, হারিয়ে গেছে তুষারের নিচে। এখানে-সেখানে গ্যারাজে অপেক্ষমান ঘোড়ায় টানা গাড়ির মাঝে আগের আমলের খানিকটা আভাস পেল ও; কিন্তু খোদ শহরটাকে ওর স্মৃতির চেয়ে ঢের বেশি দরিদ্র এবং বিষণ্ন দেখাচ্ছে। বাসের তুষারজমা জানালা দিয়ে গত দশ বছরে গোটা তুরস্কে গজিয়ে ওঠা সেই একই রকম কংক্রিটের অ্যাপার্টমেন্টের সারি আর সেই একই প্লেক্সিগ্লাস প্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছে কা; প্রত্যেক রাস্তার মাথার উপর প্রচারণার শ্লোগান সমৃদ্ধ ব্যানারও চোখে পড়ছে।

বাস থেকে নেমে এল ও। তুষারের কোমল গালিচায় পা দেবে গেল ওর, ঠিক একই সময়ে একটা দমকা শীতল হাওয়া ওর ট্রাউজারের পায়া ছুঁয়ে গেল। স্নো প্যালেস হোটেলে রুম ভাড়া করে রেখেছিল ও। কন্ডাক্টরকে হোটেলটার অবস্থান জিজ্ঞেস করতে গিয়েই মালপত্রের জন্যে অপেক্ষারত পর্যটকদের মাঝে দুজনের চেহারা পরিচিত ঠেকছে বলে মনে হলো ওর। কিন্তু দ্রুত গভীর হয়ে তুষারপাত হওয়ায় ওরা কারা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

হোটেলে গুছিয়ে নেওয়ার পর গ্রিন প্যাস্টারে এসে আবার ওদের দেখা পেল ও: একজন ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন, কিন্তু তবুও সুদর্শন ও আকর্ষণীয় একজন পুরুষ আর অন্যজন স্থূলাঙ্গীনি প্রাণবন্ত এক মহিলা যাকে তার জীবনসঙ্গী বলেই মনে হয়। সত্তরের দশকে ইস্তাম্বুলে ওদের অভিনয় করতে দেখেছে কা, তখন বিপ্লবী থিয়েটার জগতে ওরা ছিল প্রধান আলো। লোকটার নাম সুনেয় যেইম। দম্পতির দিকে নজর রাখার সময় মনটাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিল ও এবং অবশেষে বুঝতে পারল মহিলা ওকে প্রাইমারি স্কুলের এক সহপাঠীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আরও কিছু লোক যার যার টেবিলে বসে আছে; ওদের চেহারায় মঞ্চের জীবনের কথা বলার ভীষণ ছাপ রয়েছে; ফেব্রুয়ারি মাসের এমনি এক তুষার ঝরা রাতে বিস্মৃত এই শহরে ক্ষুদে থিয়েটার কোম্পানিটা কী করছে? ভাবল ও। বিশ বছর আগে কোট-টাই পরা সরকারী অফিসারে ভর্তি ছিল এটা, রেস্তরাঁ থেকে বের হয়ে আসার পূর্বমুহূর্তে কা'র মনে হলো সত্তরের জঙ্গী বামপন্থী এক নায়ককে আরেকটা টেবিলে বসে থাকতে দেখেছে ও। কিন্তু ঠিক রেস্তরাঁ আর খোদ দুর্বল, মুমূর্ষু শহরের উপর থিতু হওয়া তুষারের মতো এই লোকটার স্মৃতির উপরও যেন তুষারের চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাস্তাঘাট কি তুষারের কারণেই খাখা করছে নাকি জমাট বাঁধা পেভমেন্টগুলো সব সময়ই এমনি খালি পড়ে থাকে? এগোনার ফাঁকে ভালো করে দেয়াল-লিখনগুলো পড়ল ও। নির্বাচনী পোস্টার, স্কুল আর রেস্তরাঁর বিজ্ঞাপন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যার মহামারী ঠেকানোর আশায় শহরের কর্মকর্তাদের লাগানো নতুন পোস্টার: **মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি; আত্মহত্যা মহাপাপ**। একটা আধা ফাঁকা টি-হাউসের জানালা দিয়ে একটা টেলিভিশন সেটের সামনে জড়ো হয়ে থাকা একদল লোককে দেখতে পেল কা। ওর স্মৃতিতে কার্সকে বিশেষ স্থান হিসাবে তুলে রাখা পুরোনো আমলের সেই রাশান হাউস এখনও খাড়া আছে দেখে একটু ভালো লাগল ওর।

স্নো প্যালেস হোটেলটা জাঁকাল বাল্টিক বিল্ডিংগুলোর একটা। উঠোন আর রাস্তার দিকে খোলা দীর্ঘ সংকীর্ণ জানালা আর খিলানঅলা দোতলা দালান। খিলানটা ১১০ বছরের পুরোনো। ঘোড়ায় টানা গাড়ি অনায়াসে ওটার ভেতর দিয়ে যেতে পারে, উচ্চতা এমন। ওটার নিচ দিয়ে যাবার সময় উত্তেজনাকর শিহরণ অনুভব করল কা, কিন্তু নিদারুণ ক্লান্তির ফলে কারণটা ভাবতে পারল না। আসুন, স্রেফ বলা যাক-এর সাথে কা'র কার্সে আসার কারণগুলোর সম্পর্ক আছে।

তিনদিন আগে তানের নামে ছেলেবেলার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে *রিপাবলিকানের* ইস্তাম্বুল অফিসে গিয়েছিল কা। এই বন্ধুটিই ওকে আসন্ন মিউনিপ্যাল ইলেকশন আর–ঠিক বাতমান শহরের মতো–কার্সের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেয়ের আত্মহত্যার মহামারীতে প্রাণ হারানোর কথা বলেছিল ওকে। তানের বলেছে কা যদি এই বিষয়ে লিখতে চায় এবং বার বছরের অনুপস্থিতির পর তুরস্কের আসল চেহারা দেখার ইচ্ছে থাকে, তো কার্সে যাওয়ার কথা ভাবা উচিত ওর। আর কাউকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, কা-কে বৈধ প্রেস কার্ড দিতে পারবে সে; এছাড়াও, বলেছে সে, কা হয়তো এখন কার্সের বাসিন্দা ওদের পুরোনো ক্লাসমেট আইপেকদের বাড়িতে থাকতে চাইতে পারে। স্বামী মুহতারের সাথে ছাড়াছাড়ির পর শহরেই রয়ে গেছে ও, বাবা আর বোনের সাথে স্নো প্যালেস হোটেলে থাকে। *রিপাবলিকানের* রাজনৈতিক ভাষ্যকার তানেরের কথা শুনতে গিয়ে আইপেকের অসাধারন সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওর।

উঁচু ছাদঅলা লবিতে বসে টেলিভিশন দেখছিল হোটেল ক্লার্ক সেভিত। কা-কে ওর চাবি তুলে দিল সে। তিন তলায় রুম নাম্বার ২০৩-এ উঠে এল কা। দরজাটা পেছনে বন্ধ করার পর কিছুটা শান্ত বোধ করল। নিজেকে খতিয়ে বিচার করার পর উপসংহারে পৌঁছুল যে যাত্রা পথে ওকে গ্রাস করে নেওয়া ভীতির কথা বাদ দিলে আইপেক এই হোটেল থাকতে পারে, এই সম্ভাবনা ওর মন বা ভাবনাকে এতটুকু উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারেনি। ভালোবাসার প্রতিটি অভিজ্ঞতা গ্লানি ও দুর্ভোগের ছোঁয়া লাভ করার এক জীবনের অভিজ্ঞতার পর প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা কা-কে এখন প্রবল প্রায় সহজাত ভীতিতে ভরিয়ে তুলল।

মাঝরাতে শুতে যাবার আগে পাজামা পরে নিজের ঘরে পা টিপে টিপে আগে বেড়ে পর্দা সরিয়ে অন্তহীন ঝরে চলা পুরু ভারি তুষার কণাগুলার দিকে তাকিয়ে রইল কা।

www.amarboi.com

দুই

আমাদের শহর শান্তিময়

বাইরের এলাকা

ধুলো যেভাবে কাদা আর অন্ধকারকে ঢেকে রেখেছে ঠিক সেভাবে কা-কে পবিত্রতার কথাও মনে করিয়ে দেবে তুষার, কিন্তু কার্সে ওর প্রথম দিনের পর আর সারল্যের প্রতিশ্রুতি বইবে না তা। এখানকার তুষার ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর, ভীতি জাগানিয়া। সারা রাত তুষারপাত হলো। সারা সকালও অব্যহত রইল তা। এই সময়টায় অসমসাহসী সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করে গেল কা–বেকার কুর্দ ভরা কফি হাউসগুলোয় ঢুঁ মারল, ভোটারদের সাক্ষাৎকার নিল, টুকটাক নোট লিখে রাখল– তারপরও যখন খাড়া জমাট রাস্তা ধরে সাবেক মেয়র ও গভর্নরের সহকারী আত্মঘাতী মেয়েদের বাবা মায়ের সাক্ষাৎকার নিতে এগিয়ে গেল তখনও ঝরে চলল তুষার। কিন্তু সেটা আর কখনওই ওকে ওর ছেলেবেলার শাদায় ছাওয়া রাস্তায় নিয়ে গেল না: ছেলেবেলায় নিসান্তাসের মজবুত বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে যেমনটা ভাবত: রূপকথার গল্প থেকে তাকিয়ে আছে ও, সেটা আর ভাবতে পারল না, ভাবতে পারল না যে এমন এক জায়গায় ফিরে এসেছে যেখানে মধ্যবিত্ত জীবন কাটাতে পারবে, যে জীবন অনেক বেশি করে মনে পড়ত ওর, এমনকি স্বপ্নেও তা কল্পনা করত। উল্টো তুষার ওকে অসহায়ত্ব আর দুর্ভোগের কথা বলল।

সেদিন বেশ সকালে, গোটা শহর জেগে ওঠার আগে, তুষার ওর সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলার আগে, আতাতুর্ক বুলেভার্দের ভাটিতে শ্যান্টি টাউনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কালিলু নামে পরিচিত কার্সের সবচেয়ে হতদরিদ্র এলাকায় চলে গিয়েছিল ও। বরফ ঢাকা প্লেন গাছ আর ওলিন্ডারের আড়ালে আড়ালে এগোনোর সময় যেসব দৃশ্য দেখেছে ও–প্রত্যেকটা জানালা গলে বের হয়ে আসা স্টোভ পাইপঅলা প্রাচীন জরাজীর্ণ রাশান দালানকোঠা, কাঠের ডিপো ও ইলেট্রিক জেনারেটরের মাথার উপর দাঁড়ানো হাজার বছরের পুরোনো প্রাচীন আর্মেনিয় চার্চ, পাঁচশো বছরের পুরোনো সেতুর উপর দাঁড়িয়ে প্রতিটি পথিকের উদ্দেশে চিৎকার করে চলা কুকুরের পাল, ওদের ডাকের সাথে সাথে নিচের জমাট বাঁধা নদীর কালো জলে তুষার ঝরে পড়ছে, তুষারের আড়ালে নির্জীব পড়ে থাকা কালিলুর ক্ষুদে জরাজীর্ণ বাড়িগুলোর মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার রেখা–ওকে এতটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষণ্ন করে তুলেছিল যে চোখে অশ্রু বাধ মানতে চাইছিল না। নদীর উল্টোদিকে দুটি বাচ্চা ছিল, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, সকাল সকাল রুটি কেনার জন্যে পাঠানো হয়েছিল ওদের। পরস্পরের কাছে রুটি ছোঁড়াছুঁড়ি করে বা সেটাকে বুকে চেপে ধরে নাচার সময় ওদের এত সুখি মনে হয়েছিল যে না হেসে পারেনি ও। দারিদ্র্য বা অসহায়ত্ব অস্থির করে তোলেনি ওকে: এই জিনিসটাই আগামী দিনগুলোতে বারবার দেখতে হবে ওকে–ফটোগ্রাফি দোকানের ফাঁকা জানালায়, শহরের বেকারের দলের তাস খেলে সময় কাটানোর জায়গা জনাকীর্ণ কফিহাউসের জমাট বাঁধা জানালায় আর শহরের ফাঁকা তুষার ঢাকা বিভিন্ন চত্বরে। এইসব দৃশ্য অদ্ভুত আর প্রবল নৈঃসঙ্গের কথা বলে। যেন এমন এক জায়গায় এসে পড়েছে ও গোটা পৃথিবী যার কথা বিস্মৃত হয়েছে, এমনভাবে তুষার ঝরছে যেন প্রলয় এসে পড়েছে।

সারা সকাল ভাগ্য সহায় রইল কা'র। লোকে পরিচয় জানতে চাওয়ার পর হাত মেলাতে চাইল ওর সাথে; ওর সাথে ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত কোনও সাংবাদিকের মতো আচরণ করল সবাই, গভর্নরের সহকারী থেকে শুরু করে হতদরিদ্র লোকটি পর্যন্ত দরজা খুলে কথা বলল ওর সাথে। *বর্ডার সিটি নিউজ*'র প্রকাশক (প্রচার সংখ্যা তিনশো বিশ) সরদার বে অনেক সময় ইস্তাম্বুলে *রিপাবলিকানে* স্থানীয় সংবাদ পাঠিয়ে থাকে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেসব তথ্য ছাপায় না), ওকে শহরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কা-কে বলে দেওয়া হয়েছিল হোটেল ছেড়ে যাবার সাথে সাথে যেন যত দ্রুত সম্ভব আমাদের 'স্থানীয় সংবাদদাতার' সাথে দেখা করে; এই সাংবাদিককে তার অফিসের নিরাপত্তার আবিষ্কার করার পরপরই ও বুঝতে পারল এই লোকটা কার্সে যা কিছু জানার তার সবই জানে। এই সরদার বে-ই সবার আগে প্রশ্নটা করেছিল ওকে যেটা ওর তিনদিনের অবস্থানের সময় আরও শতবার শুনতে হবে।

'আমাদের সীমান্ত শহরে স্বাগতম, স্যার। কিন্তু, কী উদ্দেশ্যে এখানে আগমন তোমার?'

মিউনিপ্যাল ইলেকশন কাভার করতেই এখানে আসার কথা খুলে বলেছে কা, এছাড়া সম্ভব হলে আত্মঘাতী মেয়েদের উপরও একটা কিছু লিখবে।

'বাতমানের মতোই মেয়েদের আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে,' জানিয়েছে সাংবাদিক। 'চলো, পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ কাসিম বে'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তোমার আসার কথা ওদের জানা উচিত–বলা যায় না।'

সাংবাদিকসহ প্রত্যেক নবাগতের পুলিসের সাথে দেখা করে আসাটা সেই চল্লিশের দশক থেকেই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও যেহেতু রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ছিল, অনেক বছরের অনুপস্থিতির পর ফিরে এসে কেউ না বললেও শহরে কুর্দিশ গেরিলা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (পিকেকে) উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেছে বলে কোনও আপত্তি করেনি কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ফলের বাজার হয়ে তুষার ঝড়ের ভেতরেই আগে বাড়ল ওরা, কাযাম কারাবকির অ্যাভেনিউর স্পেয়ার পার্টস ও হার্ডওয়্যারের দোকানের পাশ ঘেঁষে আগে বেড়ে টি-হাউসগুলোকে পাশ কাটাল, ওখানে বেকার বিষণ্ন লোকজন টেলিভিশন আর তুষারের দিকে চেয়ে আছে; বিরাট বিরাট হলদে পনিরের চাক সাজিয়ে রাখা দোকান পেছনে ফেলে এল, শহরের উপর দিয়ে একটা কর্ণের আদলে এগিয়ে যেতে মিনিট পনের লেগে গেল।

যাবার পথে কা-কে বৃদ্ধ মেয়রের হত্যাকাণ্ডের স্থান দেখাতে থামল সরদার বে। গুজব মোতাবেক সামান্য একটা বেআইনি বেলকনির উচ্ছেদ নিয়ে বিতর্কের জের ধরে গুলি করে মারা হয়েছে তাঁকে। ঘটনার তিন পর এক গ্রামে আটক করা হয় ঘাতককে, ওখানে পালিয়ে গিয়েছিল সে, একটা গোলাঘরে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় খুঁজে পাবার সময়ও অস্ত্রটা ছিল তার কাছে। কিন্তু তার আটকের আগের তিনদিন ব্যাপারটা নিয়ে এতবেশি গুজব রটেছিল যে কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি এই লোকই আসল অপরাধী: উদ্দেশ্যের সারল্য ছিল হতাশাব্যঞ্জক।

ফাক বে অ্যাভেনিউর একটা তিনতলা দালানে কার্সের পুলিস হেডকোয়ার্টার, এখানকার প্রাচীন পাথুরে বাড়িগুলো এককালে ধনী রাশান ও আর্মেনিয়দের মালিকানায় ছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখন সরকারী অফিসের দখলে। পুলিস চিফের অপেক্ষায় থাকার সময় উঁচু সিলিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করে সরদার বে জানাল যে, ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১৮ সালের ভেতর শহর রাশিয়ার দখলে থাকার সময় চল্লিশ রুমের এই ম্যানশনটা এক ধনী আর্মেনিয়র আর পরে রাশান হাসপাতাল ছিল।

AMARBOI.COM

ভল্লুকের মতো পেটঅলা সহকারী পুলিস চিফ কাযাম বে করিডরে এসে ওদের নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে পা রাখার সাথে সাথে কা বুঝতে পারল ও এমন এক লোকের কাছে এসেছে যে কিনা বামপন্থী ভেবে *রিপাবলিকানের* মতো পত্রিকা পড়ে না, স্রেফ কবি হওয়ার কারণে সরদার বে কারও তারিফ করছে, এটা তার বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না, তবে ওকে সে নেতৃস্থানীয় পত্রিকার মালিক হিসাবে ভয় ও সমীহ করছে। সরদার বে কথা শেষ করার পর কা'র দিকে ফিরল পুলিস চিফ। 'তুমি প্রটেকশন চাও?'

'বুঝলাম না?'

'আমি স্রেফ শাদা পোশাকের পুলিসের কথা বোঝাচ্ছি। তোমার মনে যেন কোনও সংশয় না থাকে।'

'আসলেই কি তার দরকার আছে?' এমন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল কা যেন ডাক্তার ওকে এইমাত্র ছড়ি হাতে হাঁটার পরামর্শ দিয়েছে।

'আমাদের শহরটা শান্তিপূর্ণ। আমাদের বিচ্ছিন্ন করে চলা সন্ত্রাসীদের আটক করেছি আমরা। তারপরেও বলব প্রটেকশন নিতে, বিপদের কথা তো বলা যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কার্স শান্তিপূর্ণ এলাকা হলে আমার প্রটেকশন লাগবে না,' বলল কা। মনে মনে আশা করল অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস চিফ এই সুযোগে কার্সকে আবার শান্তিপূর্ণ এলাকা বলে নিশ্চিত করবে, কিন্তু কাযেম বে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল না।

উত্তরে দরিদ্রতম মহল্লা কালিলু আর বাইরাম পাশার দিকে এগোল ওরা। এখানকার বাড়িঘর পাথর, ইট আর করোগেটেড অ্যালুমিনিয়ামের সাইডিংঅলা বস্তি মাত্র। অরিরাম ঝরে চলা তুষারের ভেতর দিয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে গেল ওরা: কোনও এক বাড়ির দরজায় টোকা মারছে সরদার বে; কোনও মহিলা দরজা খুলে দিলে বাড়ির কর্তার সাথে দেখা করতে চাইছে সে, লোকটাকে চিনতে পারলেই উৎসাহ জাগানো কণ্ঠে বলছে ওর বন্ধু বিখ্যাত সাংবাদিক ইলেকশন নিয়ে রিপোর্ট আর সেই সাথে শহর সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্যে সেই ইস্তাম্বুল থেকে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে কার্সে এসেছে–যেমন কেন এত বেশি সংখ্যায় মেয়েরা আত্মহত্যা করছে, সে বিষয়ে লিখবে–ওরা ওদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারলে সেটা কার্সের জন্যে এক বিরাট অবদান হবে। অল্প কয়েকজনকে বেশ বন্ধুভাবাপন্ন মনে হলো, সম্ভবত কা আর সরদার বে-কে ওরা সানফ্লাওয়ার তেলের টিন বা সাবানের বাক্স বা কুকি আর পেস্তার বাক্সঅলা প্রার্থী ভেবেছে। ওদের দুজনকে কেউ ভদ্রতা বা আতিথেয়তার কারণে ভেতরে ঢুকতে দিলে সবার আগে কুকুরকে ভয় না পাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে কা-কে। অনেকে এত বছরের পুলিসি আতঙ্কের পর তেমনি আরেক দফা তল্লাশি হতে যাচ্ছে ভেবে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলছে। একবার তো এই লোকগুলো রাষ্ট্রের তরফ থেকে আসেনি বোঝার পর নীরবতা বজায় রেখেছে ওরা। আর আত্মঘাতী মেয়েদের পরিবারের বেলায় (অল্প সময়ের ভেতর কা ছয়টা ঘটনার কথা শুনেছে), প্রত্যেকেই জোরের সাথে বলেছে যে ওদের মেয়ে কোনও আভাসই দেয়নি, যা ঘটে গেছে তাতে করে হতভম্ব, শোকার্ত হয়ে পড়েছে ওরা।

মেশিনে বোনা কার্পেটে ঢাকা মাটির মেঝেঅলা বরফ শীতল ঘরে ডিভান আর দোমড়ানো চেয়ারে বসেছে ওরা। যখনই এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে গেছে, বাসিন্দার সংখ্যা যেন বহুগুনে বেড়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। যখনই বাইরে পা রেখেছে, রাস্তার উপর প্লাস্টিকের গাড়ি, একহাতঅলা পুতুল বা খালি বোতল বা চা আর ওষুধের বাক্স নিয়ে লাথি মেরে খেলতে থাকা বাচ্চাদের পাশ কাটিয়ে আসতে হয়েছে। চুলো, অবিরাম নাড়াচাড়া না করলে কোনও উত্তাপই বিলোচ্ছে না ওগুলো, অবৈধ পাওয়ার লাইনে চলা ইলেট্রিক হিটার আর কেউ বন্ধ করার প্রয়োজন মনে করে না এমন বোবা টেলিভিশন সেটের পাশে বসে কার্সের অনন্ত দুর্দশার কথা শুনে গেছে ওরা।

কান্নায় ভেঙে পড়া মায়েদের কথা শুনেছে ওরা, কারণ ওদের ছেলেরা কাজে গেছে কিংবা জেলে রয়েছে। বাথ হাউস অ্যাটেনডেন্টদের কথা শুনল, *হাম্মামে* বার ঘণ্টার শিফটে কাজ করেও আটজনের পরিবার চালানোর মতো যথেষ্ট আয় করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না ওরা; শুনল বেকার লোকদের কথা যারা আর এক গ্লাস চায়ের অগ্নিমূল্যের কারণে এখন আর টি-হাউসে যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। এইসব লোক বেকারত্বের হার, দুর্ভাগ্য, সিটি কাউন্সিল ও সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ করে চলল, প্রতিটি সমস্যাকে জাতি রাষ্ট্রের সাথে গুলিয়ে ফেলল। এইসব দুর্দশার কথা শুনতে শুনতে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এমন একটা সময় এল যখন জানালা গলে ঢুকে পড়া শাদা আলো সত্ত্বেও কা'র মনে হলো বুঝি এক ছায়াটে দুনিয়ায় এসে পড়েছে ও। রুমগুলো এত অন্ধকার যে কোনওমতে আসবাপত্রগুলো দেখা যায়, তো যখন বাইরের তুষারের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ও, অন্ধ করে দিল ওকে–যেন এক টুকরো জালি কাপড় নেমে এসেছে ওর চোখের সামনে, যেন দুঃখদুর্দশা আর দারিদ্র্যের কাহিনী থেকে তুষারের নৈঃশব্দ্যে পালিয়ে এসেছে ও।

সেদিন শোনা আত্মহত্যার গল্পগুলোই ছিল সবচেয়ে খারাপ; বাকি জীবন ওকে সেগুলো তাড়া করে ফিরবে। কেবল দারিদ্র্য বা অসহায়ত্বের উপাদানগুলোই কা'র কাছে এতটা হতবুদ্ধিকর মনে হয়নি। মেয়েগুলো যে অবিরাম প্রহারের শিকার হয়েছে বা ওদের বাবাদের অনুভূতিহীনতাও নয়, যারা ওদের একবারের জন্যেও ঘরের বাইরে আসতে দেয়নি বা ওদের ঈর্ষাপরায়ণ স্বামীদের অবিরাম নজরদারিও নয়। কা-কে যেটা বিহ্বল আর শঙ্কিত করে ফেলল সেটা হলো এই মেয়েগুলোর অকস্মাৎ সত্যিকার অর্থে কোনও আভাস ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনের নৈমিত্তিক রুটিনের ভেতরই নিজেদের প্রাণ সংহারের ব্যাপারটা।

যেমন ষোলো বছরের একটা মেয়ের ঘটনা রয়েছে। এক বয়স্ক টি-হাউস মালিকের সাথে জোর করে বাগ্দান দেওয়া হয়েছিল ওর। রোজকার মতো মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদীর সাথে সন্ধ্যার খাবার খেয়েছে ও; বোনদের সাথে যথারীতি হাসিঠাট্টা আর খুনসুটি করে টেবিলের থালাবাসন পরিষ্কার করেছে, তারপর রান্নাঘর থেকে বাগানে গেছে ডেজার্ট আনতে। ওখান থেকে বারান্দা দিয়ে বাবা-মায়ের শোবার ঘরে উঠে এসেছে ও, তারপর শিকারের রাইফেল দিয়ে গুলি করেছে নিজেকে। গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে বাবার গরে রক্তের সাগরে পড়ে থাকতে দেখে দাদী; অথচ তখন তার রান্না ঘরে থাকার কথা ছিল। এই মহিলা বুঝতেই পারেনি মেয়েটি কী করে রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে গেল, আত্মহত্যার কারণ তো আরও দূরের কথা। আরেকটা ষোল বছরের মেয়ের ঘটনা রয়েছে, যথারীতি টেলিভিশনে কী দেখা হবে, কার হাতে রিমোট কন্ট্রোল থাকবে, এসব নিয়ে ছোট দুভাইবোনের সাথে ঝগড়া শেষে বাবা এসে ওকে দুটো চড় কষে ব্যাপারটার ফয়সালা করার পর সোজা নিজের ঘরে চলে গেছে সে, তারপর পশুর ওষুধ মর্টালিনের একটা বিরাট বোতল বের করে সোডার বোতলের মতো সাবাড় করেছে। আরেকটা মেয়ে, পনের বছর বয়সে সুখি বিয়ে করেছিল সে, ছয়মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে একটা বাচ্চাও হয়েছে তার, এখন হতাশ আর বেকার স্বামীর পিটুনির কারণে ত্রস্ত হয়ে রোজকার ঝগড়ার পর রান্নাঘরে নিজেকে বন্দী করেছে। সে কী করতে যাচ্ছে টের পেয়ে গিয়েছিল স্বামী, কিন্তু আগেই ছাদের সাথে দড়ির ফাঁস লাগানো হয়ে গিয়েছিল তার, ফলে লোকটা দরজা ভেঙে ঢোকার আগেই গলায় ফাঁসি দিয়েছে সে।

মেয়েগুলোর জীবন থেকে মৃত্যুতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মরিয়া গতি কা-কে অভিভূত করে ফেলেছে। ওরা যেমন কষ্ট করেছে—ছাদে হুক আঁকানো, গুলি ভরা রাইফেল, প্যান্ট্রি থেকে শোবার ঘরে নিয়ে আসা ওষুধের শিশি—বোঝায় অনেক দিন ধরেই মনে মনে আত্মহত্যার চিন্তা বয়ে বেড়াচ্ছিল ওরা।

কার্স থেকে একশো কিলোমিটার দূরের শহর বাতমানে এমনি আত্মহত্যার প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল। সারা দুনিয়ায় মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা তিন বা চার গুন বেশি সংখ্যায় আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু আংকারায় ন্যাশনাল অফিস অভ দ্য স্ট্যাটিস্টিকস-এর এক তরুণ সরকারী কর্মকর্তা প্রথমবারের মতো লক্ষ করে যে বাতমানে মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় তিনগুন বেশি এবং সারা পৃথিবীর মেয়েদের গড় হিসাবের তুলনায় চার গুন। কিন্তু ওর এক সাংবাদিক বন্ধু খবরটা 'সংক্ষিপ্ত-সংবাদ' হিসাবে *রিপাবলিকানে* ছাপার পর তুরস্কের কেউই তেমন একটা আমল দেয়নি। তবে বেশ কিছু জার্মান ও ফরাসি পত্রিকার সাংবাদিকরা খবরটা তুলে নিয়েছিল; ইউরোপিয় কাগজে খবরটা ছাপার পরেই কেবল তুরস্কের পত্রিকাঅলারা ওখানে যাতায়াত শুরু করেছিল।

সরকারী কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী পত্রিকার খবর মেয়েদের আরও বেশি করে আত্মহত্যার দিকেই *ঠেলে* দিয়েছে। ঝোপের মতো গোঁফঅলা খরগোশ-চেহারার কার্সের ডেপুটি গভর্নর কা-কে বলেছেন এখানকার আত্মহত্যার হার বাতমানের পর্যায়ে পৌঁছেনি; ওদের পরিবারের সাথে কা'র কথা বলার বেলায় 'এখন' তার কোনও আপত্তি নেই, তবে কা-কে তিনি বলেছেন এইসব লোকের সাথে আলাপ করার সময় যেন খুব বেশি করে *আত্মহত্যা* কথাটা উচ্চারণ থেকে বিরত থাকে ও, *রিপাবলিকানে* লেখার সময় এইসব কাহিনীতে অতিরঞ্জন না ঘটায়। আত্মহত্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের একটা কমিটি—মনোবিজ্ঞানী, পুলিস অফিসার, বিচারক ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ—ইতিমধ্যে বাতমান থেকে কার্সে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে; প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গোটা শহর **আত্মহত্যা মহাপাপ** লেখা পোস্টারে ছেয়ে ফেলেছে; গভর্নরের অফিস শ্লোগানটিকে শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করে প্যামফ্লেট বিলি করতে যাচ্ছে। তারপরেও ডেপুটি গভর্নর এই ভেবে উদ্বিগ্ন যে এইসব ব্যবস্থা যেমনটা ভাবা হয়েছে তার উল্টো ফলাফল দিয়ে বসতে পারে—কেবল অন্য মেয়েদের আত্মহত্যার খবর শোনার কারণে নয়, বরং অল্প কিছু স্বামী, বাবা, মৌলভি ও সরকারের অবিরাম বক্তৃতা শুনতে গিয়ে হতাশ হয়েও মেয়েরা কাজটা করে বসতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা ব্যাপার নিশ্চিত, দারুণভাবে অসুখী ছিল বলেই এই মেয়েরা আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়েছে। এনিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই,' কা-কে বলেছেন ডেপুটি গভর্নর। 'তবে অসুখী থাকাটা আত্মহত্যার সঠিক কারণ হলে তুরস্কের অর্ধেক মেয়েই নিজেদের প্রাণ কেড়ে নেবে।' পুরুষদের কণ্ঠে বারবার 'আত্মহত্যা করো না!' শুনতে বাধ্য হলে এই মেয়েগুলো নিজেদের অপমানিত মনে করতে পারে। এই কারণেই, কা-কে গর্বের সাথে বলেছেন তিনি, আংকারায় চিঠি লিখে আত্মহত্যা বিরোধী কমিটিতে অন্তত একজন নারী অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

একটি মেয়ে সেই বাতমান থেকে কেবল আত্মহত্যা করতে কার্সে হাজির হওয়ার পর প্লেগের মতো আত্মহত্যাও সংক্রামক ব্যধির মতো ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনার কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল। ওর পরিবার এখন কা ও সরদার বে-কে ঘরে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তবে মেয়েটার মামা ওদের সাথে বাইরে আলাপ করতে রাজি হয়েছে। আতাতুর্ক এলাকার তুষার ছাওয়া বাগানের একটা অলিভার গাছের নিচে বসে সিগারেট খেতে খেতে কাহিনীটা বলল সে। দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছিল ওর ভাগ্নির। সেই ভোর থেকে রাত অবধি খেটে মরতে বাধ্য হয়েছে সে। সেই সাথে বাচ্চা জন্ম দিতে না পারায় শাশুড়ির অন্তহীন বকাবাদ্যিও হজম করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কেবল এটাই ওকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। এটা পরিষ্কার বাতমানের অন্য আত্মঘাতী মেয়েদের কাছ থেকে বুদ্ধিটা পেয়েছে সে। এখানে কার্সে পরিবারের কাছে বেড়াতে আসার পর আদরের মেয়েটাকে নিঃসন্দেহে অসুখি মনে হয়েছে, তো ওরা যখন–ঠিক সেদিন সকালেই ওর বাতমানে ফিরে যাওয়া কথা ছিল–মেয়েটির দুই বাক্স ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কথা লেখা চিরকুটটা হাতে পেল, অনেক বেশি দুঃখজনক ছিল সেটা।

আত্মহত্যার ধারণাটা কার্সকে সংক্রমিত করে তোলার এক মাস পরে যেমনটা হয়েছিল আরকি, এই মেয়েটির ষোল বছর বয়সী খালাত বোনটিও ঠিক একইভাবে আত্মহত্যা করে। মামার তোষামোদ আর কা পুরো কাহিনী ওর রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর মেয়েটির বাবা-মা জানাল যে কুমারী নয় বলে টিচার ওকে দোষারোপ করার পরই মেয়েটি আত্মহত্যার দিকে চালিত হয়েছিল। গোটা কার্সে গুজবটা ছড়িয়ে পড়ার পর মেয়েটির ফিঁয়াসে বাগদান ভেঙে দেয়; আর অন্য তরুণ পাণিপ্রার্থীরা–বাগদান হয়ে যাওয়ার পরেও মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্যে ওর ঝাড়িতে আসা-যাওয়া করছিল ওরা–যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। এই অবস্থায় মেয়েটির নানা বলতে শুরু করেছিল, 'আচ্ছা, বেশ, মনে হচ্ছে তোমার কপালে আর স্বামী জুটবে না।' তারপর একদিন সন্ধ্যায়, গোটা পরিবার যখন টেলিভিশনে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখছিল, ওর বাবা তখন মাতাল থাকায় কাঁদছিল; মেয়েটি ওর দাদীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমের ওষুধ চুরি করে সবগুলো একসাথে গিলে ঘুমাতে চলে যায় (কেবল আত্মহত্যার বুদ্ধিই নয়, বরং এর কায়দাও যেন সংক্রামক বলে প্রমাণিত হয়েছে)। অটোপসিতে যখন দেখা গেল মেয়েটি আসলেই কুমারী ছিল, ওর বাবা কেবল টিচারকেই মিথ্যা রটনার জন্যে দুষেনি, বরং বাতমান থেকে আত্মহত্যা করার জন্যে আসা আত্মীয় মেয়েটিকেও দায়ী করেছে। তো নিজের মেয়ে সম্পর্কে ভিত্তিহীন গুজব নাকচ করার উদ্দেশ্যে ও বৈরী মিথ্যাচার শুরু করার জন্যে দায়ী টিচারের মুখোশ খুলে দিতে কা-কে পুরো কাহিনী খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওর পরিবার।

আত্মঘাতী মেয়েগুলোকে নিজেদের প্রাণ সংহার করতে গিয়ে একান্ত সময় খুঁজে বের করার সংগ্রাম করার ব্যাপারটা কেমন যেন হতাশাজনক মনে হলো কা'র। এমনকি ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পরেও, নীরবে মৃত্যু বরণ করার সময়ও অন্যদের সাথে থাকবার ঘর ভাগাভাগি করতে বাধ্য হয়েছে ওরা। নিসান্তাসে পশ্চিমা সাহিত্য পড়ে বেড়ে উঠেছে কা। আত্মহত্যা সম্পর্কে ওর নিজস্ব ভাবনায় কল্পনায় সব সময় প্রচুর সময় আর জায়গা পাওয়ার ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক ভেবে এসেছে। তোমার অন্তত পক্ষে এমন একটা ঘর দরকার যেখানে তুমি কোনও রকম কড়া নাড়া ছাড়া কয়েকদিন থাকতে পারবে। ওর কল্পনায় আত্মহত্যা হচ্ছে ঘুমের ওষুধ আর হুইস্কি দিয়ে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের নাম, একান্তে অভিনীত চূড়ান্ত দৃশ্য, কারও নিজস্ব ইচ্ছা। আসলে যখনই নিজের বেলায় এমন কিছু করার কথা ভেবেছে ও, অনিবার্য নিঃসঙ্গতাই ওকে একাজ থেকে বিরত রেখেছে।

একমাত্র যে আত্মহননের ঘটনা ওকে আবার সেই নিঃসঙ্গতার দিকে ঠেলে দিয়েছে সেটা হলো প্রায় ছয় সপ্তাহ আগের আত্মঘাতী সেই আবৃত মেয়েটি। এটি বিখ্যাত 'হিযাব পড়া মেয়েদের' অন্যতম। কর্তৃপক্ষ সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিযাব নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর অনেক মেয়েই সেটা মানতে অস্বীকার করে। কার্সে যারা এই নির্দেশ মানতে রাজি হয়নি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপর আংকারার এক বিধান বলে গোটা ক্যাম্পাসেই তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কা যেসব পরিবারের সাথে দেখা করেছে, হিযাব পরা মেয়েটিই ছিল ওদের ভেতর সবচেয়ে স্বচ্ছল। হতবিহ্বল বাবার একটা মুদী দোকান রয়েছে। দোকানের রেফ্রিজারেটর থেকে কা-কে একটা কোকাকোলা বাড়িয়ে দিয়ে সে জানাল যে তার মেয়েটি পরিবার আর বন্ধুবান্ধব সবার সাথেই ওর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছে। হিযাবের বেলায়, ওর হিযাব পরা মাই উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল—গোটা পরিবারের আশীর্বাদ ছিল তাতে—আসল চাপটা এসেছিল ওর স্কুলের বন্ধুদের তরফ থেকে যারা প্রতিষ্ঠান থেকে বোরখা পরা মেয়েদের নিষিদ্ধ করার আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল। নিঃসন্দেহে ওরাই 'হিযাব'-কে 'রাজনৈতিক ইসলামের' প্রতীক ভাবতে শিখিয়েছিল তাকে। বাবা-মা প্রকাশ্যে ওকে হিযাব ছেড়ে দিতে বলা সত্ত্বেও মেয়েটি অস্বীকার করেছে; এভাবে পুলিসের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকবার ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশন থেকে নিজেরই বহিস্কৃত হওয়া নিশ্চিত করেছে। বন্ধুদের কাউকে কাউকে যখন হিযাব ছেড়ে মাথা খোলা রাখতে দেখল ও, অন্যরা হিযাব ছেড়ে উইগ পরতে শুরু করেছে, মেয়েটি ওর বাবা মা আর বন্ধুবান্ধবকে বলতে শুরু করেছিল যে জীবনের আর কোনও মূল্য নেই, তার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলাম পন্থীরা এখন হাতে হাত মিলিয়ে আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে নিন্দা জানাতে শুরু করায় এবং সারা কার্স একই সত্যি প্রচার করা পোস্টার আর প্যামফ্লেটে ছেয়ে যাওয়ায় কেউই এমন ধার্মিক মেয়ে নিজের প্রাণ সংহার করে বসবে বলে ভাবেনি। মনে হচ্ছে তেসলিমা নামের এই মেয়েটি তার শেষ সন্ধ্যা *মারিয়ামা* নামে একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে কাটিয়েছে। চা বানিয়ে বাবা-মাকে পরিবেশন করার পর হাত-মুখ-পা ধুয়ে নামাজের জন্যে তৈরি হয়েছে ও। ওজু শেষ করে জায়নামাজে সেজদায় নত হয়েছে, তারপর ল্যাম্পহুকে স্কার্ফ আটকে আত্মহত্যা করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

আল্লাহর দলকে ভোট দাও

দারিদ্র্য ও ইতিহাস

ইস্তাম্বুলে নিসান্তাসের মধ্যবিত্ত আয়েসে বেড়ে ওঠা কা'র–আইনবিদ বাবা, গৃহিণী মা, আদরের বোন, নিবেদিতা আয়া, আসবাবে ভর্তি সব কামরা, রেডিও, পর্দা–দারিদ্র্য সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। এটা বাড়ির বাইরের কোনও কিছু, ভিন্ন কোনও জগত। বিপজ্জনক ও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা ভিন্ন এই জগতটি কা'র ছোটবেলার কল্পনায় এক ধরনের অতিপ্রাকৃত রূপ নিয়েছিল। তাই এটা বোঝা কঠিন মনে হতে পারে যে হুট করে কা'র কার্সে আসার সিদ্ধান্ত অন্তত অংশত হলেও ছেলেবেলায় ফিরে যাবার ইচ্ছা থেকে অনুপ্রাণিত।

বার বছর ফ্রাংকফুর্টে কাটিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করে, ছেলেবেলায় ওদের সাথে কাটানো সেই সিনেমা, পথঘাট ও দোকানপাট ঘুরে ফিরে দেখে ওর কাছে কোনও কিছুই চেনা ঠেকেনি; ভেঙে ফেলা না হলেও ওগুলো তাদের প্রাণ হারিয়েছে। কার্সের বেলায়, অনেক দিন ধরে বাইরে থাকলেও এখনও একে তুরস্কের এক কোণে পড়ে থাকা সবচেয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত এলাকা হিসাবে মনে করতে পারে ও। এ কারণেই হয়ত ছেলেবেলা আর পবিত্রতার খোঁজে আরও দূরে সন্ধানে আগ্রহী হয়ে থাকতে পারে। ইস্তাম্বুলে পরিচিত জগত আর না মিললে, ওর কার্সে আগমনকে মধ্যবিত্ত ছেলেবেলার সীমানার বাইরে পা রাখার একটা প্রয়াস হিসাবে ভাবা যেতে পারে। অবশেষে সেই বাইরের জগতে প্রবেশের প্রচেষ্টা। আসলে কার্সের দোকানের জানালা ছেলেবেলাকার সব জিনিসপত্রে সাজানো দেখতে পেয়েছিল ও, এখন আর যেসব ইস্তাম্বুলে দেখবে না তুমি–গিসলাভ জিম শু, ভেসুভ স্টোভ আর (কার্স সম্পর্কে ছোট বাচ্চারা যে জিনিসটা সবার আগে জানে) শহরের বিখ্যাত ছয় ভাগে ভাগ করা প্রসেস করা পনিরের গোলাকার বাক্স, আত্মঘাতী মেয়েদের কথা ভুলে যাবার মতোই খুশি হয়ে উঠেছিল ও। কার্স ওকে এককালের পরিচিত সেই শান্তি এনে দিয়েছে।

দুপুরের দিকে সরদার বে'র কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর পিপল'স এনকোয়ারি পার্টি ও আযেরিদের মুখপাত্রের সাথে দেখা করল ও। এইসব সাক্ষাৎকার শেষে সারা শহরে একাকী ঘুরে বেড়াবে বলে ফের তুষারের দমকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণিতে বের হয়ে এল—কী বিশাল তুষার কণা! আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর চিৎকাররত কুকুরগুলোকে পাশ কাটিয়ে বিষণ্ন লক্ষ্য নিয়ে নীরবতার মাঝে শহরের সবচেয়ে দরিদ্র মহল্লাগুলোর দিকে এগিয়ে চলল ও, কেবল কুকুরের তর্জন-গর্জনেই ভাঙছে নীরবতাটুকু। দূরে, এখন চোখের আড়ালে চলে যাওয়া খাড়া পাহাড়গুলোকে তুষার ঢেকে ফেলছে, ঢেকে ফেলছে সেলজুক প্রাসাদ আর ওটার ধ্বংসাবশেষের পায়ের কাছে ছড়ানো বস্তিগুলোকে, মনে হচ্ছে যেন সমস্ত কিছুই ভিন্ন কোনও জগতে, সময়ের ওধারের কোনও জগতে উড়িয়ে নিতে চাইছে; সম্ভবত কেবল ও-ই এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে মনে হতেই চোখজোড়া জলে ভরে উঠল ওর। ভেঙে ফেলা সুইং আর ভাঙা স্লাইডে ভর্তি একটা পার্কে ইউসুফ পাশাকে পাশ কাটাল ও, ওটার পাশেই একটা ফাঁকা জায়গায় টিনেজ বয়সী ছেলেরা ফুটবল খেলছে। কয়লার ডিপোর উঁচু ল্যাম্পপোস্টগুলো প্রয়োজনীয় আলো বিলোচ্ছে ওদের। খানিকক্ষণ ওদের খেলা দেখল কা। তুষারে পিছলা খেয়ে পড়ে ওদের চেঁচামেচি আর শোরগোল শুনতে শুনতে চকচকে আকাশের দিকে তাকানোর সময় রাস্তার বাতির ম্লান আভায় জায়গাটার নির্জনতা আর দূরত্ব এমন প্রবলভাবে আঘাত করল ওকে মনে হলো যেন নিজের ভেতর খোদাকে অনুভব করতে পারছে।

এই পর্যায়ে এটা কোনও ফিকে ছবির চেয়েও অনিশ্চিত, যেন কোনও জাদুঘরের গ্যালারিতে চট করে ঘুরে আসার পর বিশেষ কোনও একটা ছবি মনে করার আপ্রাণ চেষ্টার মতো। তুমি ছবিটা মনের পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করো বটে, কিন্তু সেটা হারিয়ে যায়। এমনি অনুভূতি এবারই কা-য়ের জন্যে প্রথম নয়।

সেক্যুলার রিপাবলিকান পরিবারে বেড়ে উঠেছে কা, স্কুলের বাইরে ধর্মীয় কোনও শিক্ষা পায়নি। গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত দিব্যদর্শন লাভ করেছে, কিন্তু তাতে করে ওর মনে কোনও উদ্বেগ দেখা দেয়নি; কোনও কাব্যিক অনুপ্রেরণাও সৃষ্টি করেনি তা। বড়জোর জগতটা যে দর্শনীয় চমৎকার একটা জায়গা তাতেই আনন্দ বোধ করেছে।

খানিকটা উষ্ণতা আর বিশ্রামের আশায় নিজের হোটেল রুমে ফিরে আসার পর ইস্তাম্বুল থেকে সাথে করে আনা কার্সের ইতিহাসের উপর লেখা বইগুলোর পাতায় খুশি মনে চোখ বোলাল ও, কী পড়ছে তার সাথে সারা দিন ধরে শোনা কাহিনী আর বইয়ের কারণে মনে পড়ে যাওয়া ছেলেবেলার গল্পগুলোর ভেতর ধন্দ লেগে গেল।

এককালে কার্সে এর বিরাট সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, কা'র নিজস্ব জগত থেকে অনেক দূরবর্তী হলেও ওই ম্যানশনগুলোয় বিরাট বল নাচের আয়োজন করা হত, দিনের পর দিন চলত অনুষ্ঠান। জর্জিয়া, তাব্রিজ ও ককেসাসে বাণিজ্যপথের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ছিল কার্স, অধুনালুপ্ত অটোমান ও রাশান, এই দুই সাম্রাজ্যের সীমান্তে এর অবস্থান থাকায় পাহাড়ী শহরটা উভয় শক্তিরই মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা পেত, পালা করে এদের কার্সে পাঠাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা। অটোমান শাসনামলে নানা জাতি কার্সকে তাদের আবাসে পরিণত করেছে। এখানে একটা বিরাট আর্মেনিয় কলোনি ছিল; এখন আর তা নেই, তবে তাদের হাজার বছরের চার্চ এখনও সমস্ত আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মোগুল এবং তারপর ইরানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে পলায়মান বহু পারসিয় বছরের পরিক্রমায় কার্সে বসতি গড়েছিল, এরপর বাইযান্টাইন ও পন্টিয়াস আমলে শেকড় প্রোথিত গ্রিকরা এসেছে;, বিভিন্ন গোত্রের জর্জিয়, কুর্দ ও সারকাসিয়রা এসেছে তারপর। ১৮৭৮ সালে রাশিয়ান সেনারা শহরের পাঁচশো বছর পুরোনো দুর্গ দখল করে নিলে মুসলিমদের অনেকে বিতাড়িত হয়েছিল, এরপর পাশা'র প্রাসাদ ও *হাম্মাম* আর দুর্গের ঢালের অটোমান ভবনগুলো ভেঙে পড়তে শুরু করে। সিজারের স্থপতিরা কার্স নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর কাজ শুরু করার সময়ও কার্স সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় শহর ছিল। অচিরেই তারা পাঁচটা নিখুঁতভাবে সমান্তরাল অ্যাভিনিউ দিয়ে চিহ্নিত এক নতুন সমৃদ্ধশালী শহর নির্মাণ করেছিল, এই অ্যাভিনিউগুলোকে আটটি জায়গায় সমকোণে ছেদকারী রাস্তাও ছিল। পুবে এমন কিছু এর আগে আর কখনওই দেখা যায়নি। পরে শিকারের খোঁজে এসেছিলেন সিজার আলেকজান্দার– গোপনে মিস্ট্রেসের সাথে দেখা করার জন্যে। রাশানদের কাছে কার্স ছিল দক্ষিণ ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় প্রবেশ পথ; এইসব এলাকার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষমতা থাকায় তারা নাগরিক প্রকল্পে প্রচুর বিনিয়োগ করেছিল। বিশ বছর আগে এখানে থাকার সময় এই বিষয়গুলোই কা-কে বেশি মুগ্ধ করেছিল। রাস্তা আর নুড়ি বিছানো বিশাল পেভমেন্ট, তুর্কি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর লাগানো প্লেন ট্রি ও অলিভার গাছ–এগুলো অটোমান শহরে অচেনা এক ধরনের বিষণ্ন ভাব এনে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও গোত্রীয় বিবাদের সময় এখানকার কাঠের বাড়িগুলো ভস্মিভূত হয়ে গেছে।

অন্তহীন যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যাযজ্ঞ আর নৃশংসতা শেষে শহরটা বিভিন্ন সময় আর্মেনিয় ও রাশানদের দখলে চলে গিয়েছিল, এমনকি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে ব্রিটিশরাও দখল করে নিয়েছিল একে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর রাশান ও অটোমান সেনাবহিনী শহর ছেড়ে চলে যাবার পর সাময়িকভাবে স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল কার্স, ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে তুর্কি বাহিনী কাযিম কারাবাকিরের নেতৃত্বে এখানে প্রবেশ করে; এখন স্টেশন স্কয়ারে দাঁড়িয়ে আছে এই জেনারেলের মূর্তি। তুর্কিদের এই নতুন প্রজন্মটি তেতাল্লিশ বছর আগে সিজারের স্থপতিদের সূচিত মহা পরিকল্পনার বেশির ভাগই বাস্তবায়ন করে। রাশানদের কার্সে নিয়ে আসা সংস্কৃতি এখন রিপাবলিকের পাশ্চাত্যকরণ প্রকল্পের সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু যখনই পাঁচটি বিরাট রাশান অ্যাভিনিউর নতুন করে নামকরণের প্রশ্ন এল, তখন আর ওরা শহরের ইতিহাসের পাতায় যথেষ্ট সংখ্যক বিখ্যাত মানুষের নাম খুঁজে পেল না যারা সৈনিক ছিল না, ফলে তারা পাঁচজন মহান পাশাকে স্মরণীয় করে রাখল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ছিল শহরের পাশ্চাত্যকরণের সময়। যুগপত গর্ব আর ক্রোধের সাথে জানিয়েছেন পিপলস' পার্টির সাবেক মেয়র মুযাফ্ফর বে। সিভিক সেন্টারে আয়োজিত বিরাট বল নাচের কথা বলেছেন তিনি, বলেছেন সকালে হাঁটার সময় কা'র পেরুনো এখন মর্চে ধরা ভেঙে পড়া সেতুর নিচে অনুষ্ঠিত স্কেটিং প্রতিযোগিতার কথাও। আংকারা থেকে থিয়েটার কোম্পানি *অদিপাস রেক্স* অভিনয় করতে এলে কার্সের বুর্জোয়া সমাজ তাদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে স্বাগত জানিয়েছিল। যদিও গ্রিকদের সাথে যুদ্ধের পর তখনও বিশ বছরও পার হয়নি। প্রবীন ধনীরা গোলাপ আর টাসেলে সাজানো আন্তরিক হাঙেরিয় ঘোড়ায় টানা স্লেজে করে ফারের কলারঅলা কোট পরে বেড়াতে বের হত। ন্যাশনাল গার্ডেনে ফুটবল দলকে সাহায্য করার লক্ষ্যে বাবলা গাছের নিচে বল নাচের আয়োজন করা হত, কার্সের লোকজন খোলা মাঠে পিয়ানো, অ্যাকোর্ডিয়ান ও ক্লারিনেটের তালে তালে কার্সের একেবারে হাল আমলের নাচ নাচত। গ্রীষ্মকালে মেয়েরা কোনও রকম বিরক্তির শিকার না হয়েই শহরের ভেতর খাট হাতার জামা পরে সাইকেল চালাতে পারত। অনেক লাইসি ছাত্র আইস স্কেটে করে ভেসে ভেসে স্কুলে যাবার সময় বো টাই পরে তাদের দেশপ্রেম প্রকাশ করত। তরুণ বয়সে মুযাফ্ফর বে ছিলেস তাদেরই একজন; আইনবিদ হিসাবে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে সাগ্রহে ফিরে আসার পর আবার বো-টাই পরতেও শুরু করেছিলেন। দলীয় সহকর্মীরা তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলে দিয়েছিল এই ফ্যাশনে ভোট খোয়াতে হবে। তাকে সবচেয়ে খারাপ মুনাফিক ধরে নিতে প্ররোচিত করবে লোকজনকে, কিন্তু মুযাফ্ফর বে তাতে কান দেননি।

এখন তারা পরাস্ত হয়েছে। অন্তহীন সেইসব শীতকাল। মুযাফ্ফর বের কথা শুনতে গিয়ে মনে হলো যেন শহরের ধ্বংসের দিকে ঝাপিয়ে পড়া, হতাশা আর পচনেরই ব্যাখ্যা যোগাচ্ছে তা। সেই সব শীতকালের কাহিনী বলার পর-বিশেষ করে সেই আংকারা থেকে গ্রিক নাটকের অভিনয় করার জন্যে আগত অর্ধ নগ্ন অভিনেতাদের পাউডার চর্চিত চেহারার বর্ণনা দিয়ে-প্রবীন মেয়র বলে চললেন কীভাবে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে তিনি নিজে সিভিক সেন্টারে বিপ্লবী নাটকের অভিনয় করার জন্যে এক তরুণ নাট্যদলকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। 'এই নাটকে সারা জীবন কালো হিযাবের আড়ালে কাটানো এক মেয়ের জেগে ওঠার কহিনী বলা হয়েছে,' বলেছেন তিনি। 'শেষমেষ হিযাব খুলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে সে।' চল্লিশের দশকের শেষের দিকে নাটকে ব্যবহার করার জন্যে একটা কালো হিযাবের খোঁজে গোটা শহর চষে ফেলতে হয়েছিল ওদের, শেষ পর্যন্ত এরযারুমে ফোন করে একজনকে সেটা পাঠাতে অনুরোধ করতে হয়েছিল। 'এখন কার্সের রাস্তাঘাট না না রঙের হিযাবঅলা মেয়েতে ভর্তি,' বললেন মুযাফ্ফর বে। 'রাজনৈতিক ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রতীক নিয়ে ভড়ং করার দায়ে ওদের ক্লাস থেকে বহিষ্কার করায় আত্মহত্যা করতে শুরু করেছে।'

প্রশ্ন করা থেকে বিরত ছিল কা, কার্সে অবস্থানের বাকি সময়টুকু যখনই কেউ রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান বা হিযাবের প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবে তাই করবে ও। এটাও জানতে চায়নি যে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে গোটা কার্স শহরে আদৌ কোনও হিযাব না পাওয়া গিয়ে থাকলে তুর্কি তরুণের একটা দল মেয়েদের মুখ না ঢাকার আহবান জানিয়ে বিপ্লবী নাটকের অভিনয় করার তাগিদ বোধ করতে গিয়েছিল কেন। সেদিন শহরের পথে পথে দীর্ঘ সময় চলার সময় চোখে পড়া হিযাবের দিকে তেমন একটা খেয়াল করেনি কা; বিভিন্ন ধরন থেকে রাজনৈতিক ধরনকে আলাদা করারও প্রয়াস পায়নি। মাত্র কয়েক দিন আগে দেশে ফিরে আসায় রাস্তাঘাটে মুখ ঢাকা কোনও মেয়েকে দেখেই রাজনৈতিক মতলব আবিষ্কার করে ফেলার মতো সেক্যুলার আঁতেলেকচুয়াল বুদ্ধিও আয়ত্ত করতে পারেনি। তবে এটাও সত্যি যে সেই ছোটবেলা থেকেই হিযাব পরা মেয়েদের দিকে তাকানোর অভ্যাস ছিল না ওর। তরুণ কা'র ইস্তাম্বুলের পাশ্চত্যকৃত মধ্যবিত্ত সমাজে হিযাব পরা মেয়ের মানে ছিল শহরের উপকণ্ঠ থেকে—ধরা যাক কার্তাল আঙুর বাগান থেকে—আঙুর বিক্রি করতে আসা কেউ। কিংবা কোনও গোয়ালার স্ত্রী বা নিচু শ্রেণীর কেউ।

যথা সময়ে আমাকে স্নো প্যালেস হোটেলের সাবেক মালিকদের সম্পর্কে নানা কাহিনী শুনতে হবে, যেখানে এখন কা থাকছে। একটা গল্প এক পাশ্চাত্য-ঘেঁষা প্রফেসরকে নিয়েঃ সিজার তাঁকে কার্সে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন (সাইবেরিয়ার তুলনায় কোমল প্রচ্ছন্দ); আরেকজন ছিল গবাদিপশু ব্যবসায়ী এক আর্মেনিয়; এর পরপরই একটা গ্রিক এতিমখানা ছিল এখানে। প্রথম মালিক ১১০ বছরের পুরোনো কাঠামোটিকে এক ধরনের হিটিং সিস্টেমে সজ্জিত করেছিল যা সেই সময়ে নির্মিত কার্সের বেশিরভাগ দালানেরই বৈশিষ্ট্য ছিলঃ দেয়ালের আড়ালে বসানো একটা স্টোভ আশপাশের চারটি রুমে তাপ বিলোবে। দালানটা তুর্কি প্রজাতন্ত্রের অংশ পরিণত হয়ে প্রথম তুর্কি মালিকানা পাওয়ার পর একে হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়, কিন্তু রাশান হিটিং সিস্টেম চালানোর কায়দা জানা না থাকায় কোর্টইয়ার্ডের প্রবেশ পথের পাশে বিরাট আকারের তামার স্টোভ বসিয়েছিল মালিক। অনেক পরেই কেবল সে সেন্ট্রাল হিটিং-এর সুবিধায় রুপান্তরিত হয়েছিল।

কোট পরেই বিছানায় শুয়ে আছে কা, দিবাস্বপ্নে বিভোর। এমন সময় দরজায় করাঘাত হলো। দরজা খুলতে লাফিয়ে উঠে পড়ল ও। স্টোভের পাশে বসে সারা দিন টেলিভিশন দেখে কাটানো হোটেল ক্লার্ক সেভিত। কা আসার সময় বলতে ভুলে গিয়েছিল এমন একটা কথা বলতে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। *বর্ডার সিটি গেযেটের* মালিক সরদার বে এখুনি তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

নিচে এসে লবি থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল কা, এমন সময় জায়গায় জমে গেল ও। রিসিপশন ডেস্কের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে আসছে আইপেক। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সে যে কত সুন্দর ছিল ভুলেই গিয়েছিল। এখন হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়ায় ওর উপস্থিতিতে খানিকটা নার্ভাস বোধ করল ও। হ্যাঁ, ঠিক–এমনি সুন্দরী ছিল ও। প্রথমে ইস্তাম্বুলের বুর্জোয়া পশ্চিমা কায়দায় হাত মেলালো ওরা, কিন্তু খানিক ইতস্তত করে পরস্পরের মাথা সামনে বাড়িয়ে দিল, তবে শরীর স্পর্শ না করে পরস্পরের গালে চুমু খেল।

'তোমার আসার কথা জানতাম আমি,' পিছিয়ে যাবার সময় বলল আইপেক। ওকে এভাবে খোলামেলা কথা বলতে দেখে অবাক হলো কা। 'তেনার ফোনে বলেছে আমাকে,' কথাটা বলার সময় সরাসরি কা'র চোখের দিকে তাকাল সে।

'মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন আর মেয়েদের আত্মহত্যার উপর নিউজ করতে এসেছি আমি।'

'কতদিন থাকছ?' জানতে চাইল আইপেক। 'এই মুহূর্তে বাবাকে নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছি। তবে হোটেল এশিয়ার ঠিক পাশেই নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপ নামে একটা দোকান আছে। দেড়টা সময় ওখানে চলে এসো। তখন আলাপ করা যাবে।'

ইস্তাম্বুলে ওদের দেখা হলে–যেমন ধরা যাক বিয়াগলুর মতো কোথাও–স্বাভাবিক কথোপথন হয়ে দাঁড়াত এটা। কিন্তু ব্যাপারটা কার্সে ঘটছে বলেই এমন অদ্ভুত অনভূতি হচ্ছে কা'র। ওর অস্বস্তি বোধ করার সাথে আইপেকের সৌন্দর্য কতখানি জড়িত ঠিক বুঝতে পারল না। বেশ কিছু সময় তুষারের ভেতর হাঁটাহাঁটির পর কা আবিষ্কার করল সে ভাবছে, ভাগ্যিশ এই কোটটা কিনেছিলাম!

পত্রিকা অফিসে যাবার পথে এমন দুএকটা জিনিস ওর হৃদয় তুলে ধরল যেগুলো মেনে নিতে চাইল না ওর মন। প্রথমত, বার বছরের ভেতর প্রথমবারের মতো ফ্রাংকফুর্ট থেকে ইস্কাম্বুলে ফিরে আসার পেছনে মায়ের দাফনে যোগ দেওয়াই কা'র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, বরং স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে একজন তুর্কি মেয়ের সন্ধানেরও ইচ্ছা ছিল; দ্বিতীয়ত, মনে মনে সেই মেয়েটা আইপেক হবে বলে আশা করেই ইস্তাম্বুল থেকে কার্সে এসেছে ও।

ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু এই দ্বিতীয় ভাবনাটার কথা বললে কা কোনওদিনই তাকে ক্ষমা করতে পারত না; এর সত্যতা কা'র বাকি জীবনের জন্যে গ্লানি ও অপরাধবোধের কারণ হয়ে থাকত। বুঝতেই পারছেন কা হচ্ছে সেই সব নীতিবাগিশদের মতো যারা মনে করে ব্যাক্তিগত সুখের জন্যে কখনও কিছু না করেই সত্যিকারের সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এর উপর রয়েছে একজন শিক্ষিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যকৃত, সাহিত্যমনা লোকের পক্ষে ঠিকমতো চেনে না এমন কারও কাছে বিয়ের কথা বলতে যাওয়াটা মানানসই নয় বলেই মনে করে ও। তা সত্ত্বেও, *বর্ডার সিটি গেযেটে* আসার পর বেশ সন্তোষ বোধ করল ও। আইপেকের স্যাথে ওর প্রথম সাক্ষাৎই তার কারণ–ইস্তাম্বুলে বাস থেকে নেমে আসার মুহূর্ত থেকেই এই স্বপ্ন দেখে আসছিল ও–যেমনটা আশা করতে পারে তার চেয়ে ঢের ভালোভাবে শেষ হয়েছে।

ফাকবে অ্যাভিনিউতে পড়েছে *বর্ডার সিটি গেযেটের* অফিস, কা'র হোটেলের ভাটিতে এক রাস্তা দূরে। অফিস ও ছাপাখানা কা'র হোটেল রুমের চেয়ে খানিকটা বেশি জায়গা দখল করেছে। কাঠের পার্টিশন দেওয়া দুই রুমের মামলা। দেয়ালে আতাতুর্কের ছবি, ক্যালেন্ডার, বিজনেস কার্ড আর বিয়ের দাওয়াতের (প্রিন্টিং সাইডলাইন) কার্ডের নমুনা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী আমলা আর কার্সে বেড়াতে আসা অন্যান্য বিখ্যাত তুর্কিদের সাথে তোলা মালিকের ফটোগ্রাফ সাঁটা রয়েছে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বেরুনো পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বাঁধানো একটা কপিও রয়েছে। পটভূমিতে ছাপাখানার চলমান রিডলের আশ্বস্তকারী আওয়াজ শোনা যাচ্ছে: ১১০ বছর আগের, হামবার্গের প্রথম মালিকের জন্যে বঅম্যান কোম্পানি লিপযিগে বানিয়েছিল এটা। পোয়া শত বছর কাজ করার পর ইস্তাম্বুলের এক পত্রিকার কাছে ওটা বিক্রি করে দেয় তারা (এটা দ্বিতীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী স্বাধীন সংবাদপত্রের আমল ১৯১০ সালের কথা)। ১৯৫৫ সালে–ঠিক বাজে মাল হিসাবে বিক্রি হয়ে যাবার মুহূর্তে–সরদার বে'র প্রাণপ্রিয় বেহেশবাসী বাবা প্রেসটা কিনে কার্সে চালান করে।

সরদার বে'র বিশ বছর বয়সী ছেলেটাকে জিভ দিয়ে আঙুল ভেজাচ্ছে, এমন একটা অবস্থায় আবিষ্কার করল কা; ডান হাতে দক্ষতার সাথে মেশিনে নতুন কাগজ তুলে দিয়ে একই সময়ে বাম হাতে ছাপা হয়ে যাওয়া কাগজটা বের করে নিচ্ছে সে। এগার বছর আগে ছোট ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে কালেকশন ট্রে-টা ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু এমন একটা জটিল কাজ করলেও কা'র উদ্দেশে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল সে। সরদার বে'র দ্বিতীয় ছেলেটি একটা জেট ব্ল্যাক টেবিলের সামনে বসে আছে। অসংখ্য ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করা টেবিলের উপরের অংশটুকু সীসার হরফ, ছাঁচ আর প্লেটে ঘেরাও করা। বড় ছেলেটির সাথে বাবার মিল আছে, কিন্তু ছোটটির দিকে চোখ ফেরাতেই কা দেখল ছেলেটি ট্যারা চোখের, চেহারা চাঁদের মতো, খাট, মোটাসোটা। চলতি সংখ্যার হাতে বানানো বিজ্ঞাপন তিন দিন আগেই বের হয়েছে, ছেলেটি ক্যালিগ্রাফারের মতো কষ্টকর ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে, নিজের শিল্পকর্মের জন্যে বাইরের দুনিয়াকে অস্বীকার করেছে সে।

'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ইস্টার্ন আনাতোলিয়ান প্রেসে আমাদের কীভাবে কাজ করতে হয়,' বলল সরদার বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এই সময় ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেল। নীরবতায় ডুবে গেল ছাপাখানা, মোহনীয় অন্ধকারে হারিয়ে গেল গোটা দোকান। বাইরে ঝরে চলা তুষারের অসাধারণ শাদাত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল ও।

'কয় কপি ছাপা হলো?' জানতে চাইল সরদার বে। মোমবাতি জ্বেলে ফ্রন্ট অফিসের একটা চেয়ারে কা-কে বসতে দিল সে।

'একশো ষাট কপি ছাপাতে পেরেছি, বাবা।'

'ইলেক্ট্রিসিটি এলে তিনশো চল্লিশ কপি ছেপে ফেলবে। থিয়েটার কোম্পানি আসায় আমাদের বিক্রি বাড়বেই।

ন্যাশনাল থিয়েটারের ঠিক উল্টোদিকে একটা মাত্র আউটলেটে বিক্রি হয় *বর্ডার সিটি গেযেট*। প্রতিটি সংস্করণের গড়ে বিশ কপি চালাতে পারে দোকানটা; গ্রাহক সংখ্যাসহ পত্রিকার সার্কুলেশনই ৩২০ কপি, ব্যাপারটা সরদার বে'র মনে এতটুকু গর্বও সৃষ্টি করে না। এর ভেতর ২৪০ কপি সরকারী অফিস-আদালত আর বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যায়। অনেক সময়ই ওদের বিজ্ঞাপনের কারণে রিপোর্ট করতে বাধ্য হয় সরদার বে। বাকি ৮০ কপি 'সৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী লোকজনের' কাছে পাঠানো হয়, যারা ইস্তাম্বুলে পাড়ি জমালেও এখনও এই শহরের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছে।

ইলেক্ট্রিসিটি ফিরে আসার পর কা লক্ষ করল সরদার বে'র কপালের একপাশের শিরা রাগে তিরতির করে কাঁপছে।

'আমাদের এখান থেকে চলে যাবার পর ভুল লোকজনের সাথে আলাপ করেছ তুমি; এইসব লোক আমাদের সীমান্ত শহর সম্পর্কে ভুল কথা বলেছে তোমাকে,' বলল সরদার বে।

'আমি কোথায় ছিলাম সেটা তুমি কী করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল কা।

'স্বাভাবিকভাবেই পুলিস তোমার পিছু নিয়েছিল,' বলল পত্রিকার মালিক। 'পেশাগত কারণেই আমরা ট্রান্সমিটার রেডিওতে পুলিসের আলাপ-আলোচনা শুনি। নব্বই ভাগ খবরই আসে গভর্নরের অফিস আর কার্সের পুলিস হেডকোয়ার্টারস থেকে। সবাই জানে তুমি যাকে তাকে কার্স কেন এত পিছিয়ে আছে, এত গরীব কেন আর এত বেশি মেয়ে কেন আত্মহত্যা করছে, এসব প্রশ্ন করে চলেছ।'

কার্সের এতটা পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে বেশ কিছু ব্যাখ্যা শুনেছে কা। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যের পতন ঘটেছিল, বলেছে কেউ। সীমান্ত এলাকার কাস্টমস স্টেশনগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৭০-এর দশকে যেসব কমিউনিস্ট গেরিলা শহরে আস্তানা গেড়েছিল তারা এখান থেকে টাকা ভাগিয়ে দিয়েছে। ধনীরা যে যেমন টাকা পয়সা যোগাড় করতে পেরেছে তাই নিয়ে ইস্তাম্বুল আর আংকারায় পাড়ি জমিয়েছে। গোটা জাতি কার্সের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহও। তাছাড়া সীমান্তের আর্মেনিয়দের সাথে তুরস্কের অন্তহীন বিরোধের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে আসল কাহিনী বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি,' বলল সরদার বে।

পরিষ্কার মন আর বহু বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো অনুভূত আশাবাদ নিয়ে কা বুঝতে পারল গোটা বিষয়টার মূলে রয়েছে গ্লানি। জার্মানিতে থাকার সময় ওর বেলায়ও ব্যাপারটা তাই ছিল, কিন্তু নিজের কাছ থেকে গ্লানিটুকু আড়াল করে রেখেছিল ও। কেবল এখনই সুখের আশা জেগে ওঠায় নিজেকে সত্যি স্বীকার করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হচ্ছে।

'আগের দিনে আমরা ছিলাম ভাইয়ের মতো,' বলল সরদার বে। যেন কোনও গোপন তথ্য ফাঁস করছে এমন সুরে কথা বলছে সে। 'কিন্তু গত কয়েক বছরে সবাই বলতে শুরু করেছে আমি আযেরি, আমি কুর্দ, আমি তেরেকেমিয়। নিঃসন্দেহে এখানে নানা জাতির লোক বাস করছি আমরা। তেরেকেমিয়দের আমরা কারাকালপাক ডাকি, ওরা আযেরিদের ভাই। কুর্দদের আমরা অনেকটা গোত্র ভাবতে চাই। আগের দিনে নিজেদের কুর্দ পরিচয়ই জানা ছিল না ওদের। গোটা অটোমান আমল জুড়েই ব্যাপারটা এমন ছিল। এখানে যারা বসতি করেছে তারা কেউই কোনও সময় বুক চাপড়ে "আমরা অটোমান!" বলে চিৎকার জুড়ে দেয়নি। তুর্কমান, পসোফ লাস, সিজারের হাতে এখানে নির্বাসনে পাঠানো জার্মান–সবাই ছিল আমাদের সাথে, কিন্তু কেউই নিজেদের ভিন্ন জাহির করায় গর্ব বোধ করেনি। কমিউনিস্ট আর তাদের তিফলিস রেডিও গোত্রীয় অহংকার ছড়িয়েছে; কাজটা করেছে তুরস্ককে বিভক্ত আর ধ্বংস করতে চায় বলে। এখন সবাই আগের চেয়ে অনেক গর্বিত–আর গরীব।'

কা তার যুক্তি ধরতে পেরেছে ধরে নিয়ে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে গেল সরদার বে।

'আর ইসলামিস্টদের কথা বলতে গেলে, এরা দল বেঁধে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাবে, ভেতরে ঢুকবে তারপর মেয়েদের থালাবাসন, কমলার রস বের করার মেশিন, সাবানের বাক্স, পেষা গম আর ডিটারজেন্ট বিলোবে। গরীব পড়শীদের নিশানা করে ওরা, মেয়েদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, শয়তানের কবল থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে সুতো পরানো সুই বের করে বাচ্চাদের কাঁধে সোনার সুতো সেলাই করে দেয়। বলে "প্রসপারিটি পার্টিকে ভোট দাও, এটা আল্লাহর দল। আল্লাহর পথ থেকে সরে যাবার কারণেই আমাদের উপর গযব নাযেল হয়েছে।" পুরুষরা পুরুষের সাথে মেয়েরা মেয়েদের সাথে কথা বলে। ওরা ক্ষুব্ধ আর অপমানিত বেকারদের আস্থা লাভে করে। ওদের স্ত্রীদের সাথে বসে ওরা যাদের জানা নেই আগামী বেলার খাবারে ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে। ওদের আশা দেয়, আরও উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়; তার বদলে ওদের কাছে ভোটের কথা আদায় করে। আমরা একেবারে হতদরিদ্রদের কথা বলছি না। যাদের কাজ আছে–এমনকি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত–ওদের সমীহ করে, কারণ এই ইসলামপন্থীরা অন্য যেকারও চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী, অনেক সৎ, ঢের ভদ্র।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ডার সিটি গেযেটের মালিক আরও জানাল যে ইদানীংকালে নিহত মেয়র সবার কাছেই যাপরনাই নিন্দিত ছিলেন। সেটা তিনি শহরের ঘোড়া আর ঠেলাগাড়িগুলো অনেক দিনের পুরোনো হওয়ার ছুতোয় পাল্টানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে নয়। (দেখা গেছে তাতে কোনও লাভ হয়নি। তিনি মারা যাবার সাথে সাথে পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে)। না, জোরের সাথে বলল সরদার বে, কার্সের বাসিন্দারা মেয়রকে ঘৃণা করত কারণ তিনি ঘুস খেতেন; তার মাঝে নেতৃত্বের ঘাটতি ছিল। কিন্তু ডানপন্থী ও বামপন্থী দুই পক্ষের রিপাবলিকান পার্টি এর ফায়দা তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা তারা রক্ত বিবাদ, জাতিগত বিভেদ আর অন্যান্য বিধ্বংসী বৈরিতার কারণে বিভক্ত হয়ে আছে। তারা নিজস্ব একজন উপযুক্ত প্রার্থী দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে। 'একমাত্র গড'স পার্টি চালাচ্ছে যে লোকটি জনগণ কেবল তার উপরই আস্থা রাখতে পেরেছে,' বলল সরদার বে। 'সেই প্রার্থীটি হচ্ছে মুহতার বে। আইপেক হুসেনের সাবেক স্বামী। তোমার হোটেলের মালিক তুর্গাত বে তার বাবা। মুহতার বে দারুণ মেধাবী, কিন্তু সে কুর্দ। কুর্দরা আমাদের জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ। গড'স পার্টির লোকই নতুন মেয়র হতে যাচ্ছে।'

বাইরে আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে পুরু ও দ্রুত হারে তুষার পড়ে চলেছে, স্রেফ দৃশ্যটাই কা-কে নিঃসঙ্গ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো ছেলেবেলার পরিচিত পশ্চিমা সমাজের অবসান ঘটতে যাচ্ছে ভেবেও উদ্বিগ্ন বোধ করছে ও। ইস্তাম্বুলে থাকতে ছেলেবেলার পথে ফিরে গিয়েছিল ও, বন্ধুদের আবাস জাঁকাল দালানকোঠার খোঁজ করেছে, সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নির্মিত হয়েছিল এইসব দালানকোঠা, তবে তার অনেকগুলোই ভেঙে ফেলা হয়েছে। ওর ছেলেবেলার গাছপালা হয় মরে গেছে বা কেটে ফেলা হয়েছে। দশ বছর ধরে বন্ধ পড়ে থাকা সিনেমাগুলো এখনও জায়গামতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওগুলোর চারপাশে সারি সারি অন্ধকার সংকীর্ণ কাপড়ের দোকান। কেবল ছেলেবেলার জগতেরই মরণ ঘটছিল না, বরং কোনও একদিন আবার তুরুস্কে ফিরে আসার স্বপ্নও মরে যাচ্ছিল। তুরস্ক মৌলবাধীদের হাতে চলে গেলে, এখন ভাবল ও, ওর বোনটিও হিযাব ছাড়া ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারবে না।

বাইরের অন্ধকারে *বর্ডার সিটি গেযেটের* নিয়ন সাইন আলোর একটা পকেট সৃষ্টি করেছে; আলোর আভার ভেতর দিয়ে ঝরে চলা বড় বড় তুষারকণাগুলো যেন রূপকথার কিছু। ওগুলোর পতন লক্ষ করার সময় ফ্রাংকফুর্টে নিজেকে যেন আইপেকের সাথে দেখতে পেল। এখন গায়ে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা এই চারকোল গ্রে কোটটা কেনার সময় একই *কফহফে* ছিল ওরা। দ্বিতীয় তলায় মেয়েদের জুতোর সেকশনে একসাথে কেনাকাটা করছিল।

'এটা আন্তর্জাতিক ইসলামপন্থীদের কাজ, তুরস্ককে আরেকটা ইরান বানাতে চায় ওরা,' বলল সরদার বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আত্মঘাতী মেয়েদের বেলায়ও কি একই কথা খাটে?' জানালা থেকে সরে এসে জানতে চাইল কা।

'এখন যারা এই মেয়েগুলোকে কী বিশ্রীভাবে প্রতারিত করা হয়েছে বলেছে তাদের কাছ থেকে দলিল যোগাড় করছি আমরা, কিন্তু অন্য মেয়েদের উপর চাপ সৃষ্টি করে ওদের আরও বেশি করে আত্মহত্যার দিকে চালিত করতে চাই না বলে এখন পর্যন্ত কোনও বিবৃতিই ছাপাইনি। ওরা বলছে বোরখা পরা–আত্মঘাতীদেরও–মেয়েদের পরামর্শ দেওয়ার জন্যে কুখ্যাত ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ব্লু আমাদের শহরে হাজির হয়েছে।'

'ইসলামিস্টরা আত্মহত্যার বিরোধী না?'

এই প্রশ্নের জবাব দিল না সরদার বে। প্রিন্টিং প্রেস থেমে গেল, এক ধরনের নীরবতা নেমে এল গোটা ঘরে। অলৌকিক তুষারের দিকে চোখ ফেরাল কা। অচিরেই আবার আইপেকের সাথে দেখা করবে জানে বলে নার্ভাস বোধ করছে। কার্সের সমস্যাগুলো মন ফেরানোর ভালো অজুহাত ছিল। কিন্তু এখন কেবল আইপেকের কথাই ভাবতে চাইছে ও, প্যাস্ট্রি শপে দেখা করার জন্যে তৈরি থাকতে চাইছে। একটা বেজে বিশ মিনিট হয়ে গেছে।

মূল্যবান কোনও উপহার হাতে তুলে দেওয়ার মতো করে সরদার বে তার বিশালদেহী বড় ছেলের সবে ছাপানো পত্রিকার প্রথম পাতাটি কা'র হাতে তুলে দিল। সাহিত্য জার্নালে নিজের নাম খুঁজে বের করায় অভ্যস্ত কা'র চোখ চট করে এককোণে খবরটা পেয়ে গেল:

আমাদের জনপ্রিয় কবি কা কার্সে এসেছেন

জনপ্রিয় কবি কা, যার খ্যাতি এখন গোটা তুরস্কে ছড়িয়ে পড়েছে, কার্স শহরে বেড়াতে এসেছেন। তিনি দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশের ভেতর দিয়ে প্রথম সকলের প্রশংসা লাভ করেছিলেন: *অ্যাশেজ অ্যান্ড টাংগ্রিমিজ* ও *দ্য ইভনিং পেপারস*। বেহচেত নেসাতিজিল পুরস্কার অর্জনকারী আমাদের এই তরুণ কবি *রিপাবলিকান* পত্রিকার পক্ষে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন কাভার করার লক্ষ্যে কার্সে এসেছেন। অনেক বছর ধরে ফ্রাংকফুর্টে পাশ্চাত্য কাব্য নিয়ে পড়াশোনা করছেন কা।

'আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে,' বলল কা। '"এ" হরফটা ছোট হাতের হওয়া উচিত ছিল।' কথাটা বলেই প্রমাদ গুনল ও। 'অবশ্য দেখতে মন্দ লাগছে না,' যেন নিজের অভব্যতা ঢাকার জন্যেই আবার যোগ করল।

'প্রিয় স্যার আমার, এর কারণ আমরা তোমার নাম সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না, তোমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি,' বলল সরদার বে। 'এই যে বাবা, আমাদের কবির নাম ভুল ছেপেছ তুমি।' কিন্তু ছেলেকে ভর্ৎসনা করলেও তার কণ্ঠে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই। কা ধরে নিল ওর নাম ভুল ছাপা হওয়ার ব্যাপারটা কেবল ওই আগে লক্ষ করেনি। 'এখুনি শুদ্ধ করে নাও।'

'কোনও দরকার নেই,' বলল কা। নতুন লিড আইটেমে শেষ প্যারাগ্রাফে ওর নাম শুদ্ধ করেই লেখা হয়েছে লক্ষ করল কা।

ন্যাশনাল থিয়েটারে সুনেয় যেইম অভিনয় শিল্পীদের বিজয়ের রাত

আতাতুর্ক, প্রজাতন্ত্র এবং আলোকনের প্রতি সমীহ দেখানোর লক্ষ্যে সমগ্র তুরস্কে সুপরিচিত নাট্যদল গতকাল সন্ধ্যায় এক উল্লসিত এবং উদ্দীপিত দর্শককুলের সামনে অভিনয় প্রদর্শন করে। মেয়র পদপ্রার্থী ডেপুটি গভর্নর ও কার্সের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অভিনীত মধ্যরাত অবধি অব্যহত থাকা এই নাটকটি ক্ষণে ক্ষণে প্রবল উল্লাস আর প্রশংসাধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়েছে। বহুদিন ধরে এমনি একটি শিল্প উৎসবের অপেক্ষায় থাকা কার্সের জনগণ কেবল জনাকীর্ণ অডিটোরিয়াম থেকেই নয় বরং আশপাশের বাড়িঘর থেকেও উপভোগ করেছে। কার্স বর্ডার টেলিভিশন তার দু'বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সরাসরি সম্প্রচারের জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে কার্সের সবার পক্ষে এই অসাধারণ নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব করে তোলে। প্রতিষ্ঠানটির এখনও সরাসরি সম্প্রচারের মতো কোনও নিজস্ব ট্রান্সমিশন ভেহিকল না থাকলেও কার্স বর্ডার টেলিভিশন হালিত পাশার প্রধান কার্যালয় থেকে দুই রাস্তা দূরে ন্যাশনাল থিয়েটারে স্থাপিত ক্যামেরা পর্যন্ত ক্যাবল টানতে সক্ষম হয়েছে। কার্সের সাধারণ মানুষের সদিচ্ছার মাত্রা এমনই ছিল যে কেউ কেউ এমনকি তুষারের কারণে যেকোনও রকম ক্ষতি থেকে বাঁচাতে তাদের বাড়ির ভেতর দিয়ে স্বেচ্ছায় তার টানার অনুমতি দিয়েছে। (যেমন, আমাদের নিজস্ব দাঁতের ডাক্তার ফাদিল বে ও তাঁর পরিবার সামনের বেলকনির দিকের জানালা দিয়ে তার টেনে পেছনের বাগানে বের করে আনাতে দিয়েছেন)। কার্সের জনগণ এখন এই ধরনের ব্যাপক সফল প্রচারণা দেখতে আগ্রহী।

কার্স বর্ডার টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে প্রথম সরাসরি সম্প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে কার্সের সকল সংস্থা অনুগ্রহ করে বিজ্ঞাপন প্রচারে সম্মত হয়েছে।

আমাদের শহরের সকল জনগণের প্রত্যক্ষ করা অনুষ্ঠানটি রিপাবলিকান চরিতালেখ, পাশ্চাত্য আলোকনের সেরা শিল্পকর্ম হতে সেরা সব দৃশ্য, আমাদের সংস্কৃতির অবক্ষয়ের লক্ষ্যে যেসব বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়ে থাকে সেগুলোর সমালোচনা করে অভিনয় নকশা, জনপ্রিয় গোলকীপার ভুরালের অ্যাডভেঞ্চার এবং আতাতুর্ক ও জাতির মহিমা কীর্তন করে রচিত কবিতা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেছে। বর্তমানে আমাদের শহর সফররত জনপ্রিয় কবি কা তাঁর 'তুষার' শিরোনামের আনকোরা কবিতা পাঠ করেছেন। সন্ধ্যার সেরা অংশ ছিল *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই স্কার্ফ*এর অভিনয়, প্রজাতন্ত্রের গোড়ার দিকে রচিত আলোকিত অসাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা, এক নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে যার নাম রাখা হয়েছে *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই হেডস্কার্ফ।*

'"তুষার" নামে তো আমার কোনও কবিতা নেই। তাছাড়া আজ সন্ধ্যায় থিয়েটারেও যাচ্ছি না আমি। তোমার পত্রিকা পড়ে মনে হবে ভুল করেছ তুমি।'

'অতটা নিশ্চিত হয়ো না। ঘটনার আগেই খবর ছাপি বলে অনেকেই আমাদের উপর খাপ্পা। আমরা সাংবাদিক বলেই আমাদের ভয় করে না ওরা, বরং ভয় পাবার কারণ আমরা ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারি। আমরা যেভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবেই ঘটণা ঘটতে দেখে ওদের হতবাক হয়ে যাবার ব্যাপারটা যদি দেখতে। স্রেফ আমরা লিখেছি বলেই বেশ কয়েকটা ব্যাপার ঘটেছে। আসলে এটাই আধুনিক সাংবাদিকতা। আমি জানি আমাদের আধুনিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না তুমি–আমাদের মন ভেঙে দিতে চাইবে না–তো সেজন্যেই আমি নিশ্চিত, "তুষার" নামে একটা কবিতা লেখার কথা ভাববে তুমি, তারপর থিয়েটারে এসে আবৃত্তি করবে।'

বাকি পত্রিকাটুকু উল্টেপাল্টে দেখে–নানান প্রচারণা মিছিলের ঘোষণা, শহরের ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করা এরযারুম থেকে আনা টিকার খবর, কীভাবে শহরের সব অধিবাসীদের তাদের পানির বিল মেটানোর জন্যে আরও দুমাস সময় দেওয়া হবে তার উপর একটা নিরস নিবন্ধ–শেষে এতক্ষণ খেয়াল করেনি এমন একটা খবর চোখে পড়ল কা'র।

কার্সমুখী সব রাস্তা বন্ধ

দুদিন ধরে অবিরাম তুষারপাতের ফলে এখন বাইরের জগতের সাথে কার্সের সকল যোগাযোগ রুদ্ধ হয়ে গেছে। গতকাল সকালে আরদাহান সড়ক বন্ধ হয়ে যায়; বিকেল নাগাদ সারকামস-এর পথ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার অত্যধিক তুষার ও জমাট বরফের কারণে পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় ইলমায কোম্পানির মালিকানাধীন একটি বাস আবার কার্সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সাইবেরিয়া থেকে সরাসরি ধেয়ে আসছে এই ঠাণ্ডা। আগামী আরও তিন দিন তুষারপাত অব্যাহত থাকবে। এই তিন দিন কার্সের লোকদের পুরোনো আমলে শীতকালে তারা যা করত তাই করতে হবে–নিজেদের ঘামে নিজেদের ভুগতে হবে। এটা আমাদের আবার ঘর গুছিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ করে দেবে।

কা বের হয়ে আসার জন্যে উঠে দাঁড়াতে যাবে, নিজের আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সরদার বে। দরজা আটকে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে তার কথাগুলো কা শুনেছে সেটা নিশ্চিত হতে পারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুরগাত বে আর তার মেয়েটা তোমাকে কী বলবে কে জানে?' বলল সে। 'সন্ধ্যায় আমার মতো লোকজনের মেলামেশা করার মতো শিক্ষিত মানুষ ওরা। তবে একথা ভুলে যেয়ো না যে আইপেক হানুমের সাবেক স্বামী মুহতার বে পার্টি অভ গর্ডের পক্ষ থেকে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ওর বাবা তুরগাত বে আদি কমিউনিস্ট। শোনা যায় এখানে লেখাপড়া শেষ করতে আসা তার বোনই হিযাব পরা মেয়েদের নেতা। চিন্তা করো! কার্সের কেউই জানে না কেন চার বছর আগে কার্সের সবচেয়ে খারাপ সময়ে এই শহরে এসে হাজির হয়েছিল ওরা।'

অস্বস্তিকর খবরটা শুনে কা'র মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দিল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

তুমি কি সত্যিই নির্বাচন আর আত্মহত্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন করবে বলেই এসেছ?

নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে আইপেকের সাথে কা'র সাক্ষাৎ

এইমাত্র একটা দুঃসংবাদ শোনার পরেও তুষারের ভেতর দিয়ে ফাক বে অ্যাভিনিউ থেকে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে যাবার পথে কা'র মুখে ক্ষীণ হাসির ছোঁয়া লেগে আছে কেন? কে যেন পেপিনো ডি ক্যাপ্রি'র ষাটের দশকের মেলোড্রামাটিক পপ গান 'রবার্তো' বাজাচ্ছে; ফলে নিজেকে তুর্গেনিভের কোনও উপন্যাসের বিষণ্ন নায়কের মতো মনে হতে লাগল ওর, যে মেয়েটি বছরের পর বছর ওর স্বপ্নে হানা দিয়ে আসছিল, অবশেষে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। আসুন সত্যি কথাটাই বলা যাক, কা তুর্গেনিভ ও তাঁর জাঁকাল উপন্যাস ভালোবাসে; রাশিয়ান এই লেখকের মতো কা'ও স্বদেশের অন্তহীন সমস্যা দেখতে দেখতে ক্লান্ত, দেশের পশ্চাদপদতা ওর অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ইউরোপে পাড়ি জমানোর পর ভালোবাসা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে বলে আবিষ্কার করেছে ও। আইপেকের ছবি কা-কে তাড়া করে ফেরেনি, কিন্তু ওর মনে অনেকটা ওর মতোই একটা মেয়ের ছবি আঁকা হয়েছিল। সময়ে সময়ে আইপেক হয়ত ওর ভাবনায় জায়গা করে নিয়েছে, কিন্তু কেবল ওর বিচ্ছেদের খবর শোনার পরেই ওর কথা ভাবতে শুরু করে ও। আসলে আইপেকের কথা সেভাবে ভাবেনি বলেই এখন গান আর তুর্গেনিভের রোমান্টিসিজমে নিজের অনুভূতিকে দোলা দিতে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছে ও।

কিন্তু প্যাস্ট্রি শপে ঢুকে আইপেকের টেবিলে ওর সাথে যোগ দেওয়ার পর সব রোমান্টিসিজম হাওয়ায় উবে গেল; কারণ হোটেলের চেয়ে আইপেককে এখন আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর লাগছে; ইউনিভার্সিটিতে থাকতে যেমন ছিল তার চয়ে অনেক কমনীয় লাগছে। ওর সৌন্দর্যের আসল মাত্রা—কড়া রঙ দেওয়া ঠোঁট, ফ্যাকাশে গায়ের রঙ, চকচকে চোখ, ওর খোলা আন্তরিক দৃষ্টি—কা-কে টলিয়ে দিল। এমন একটা মেয়ে যাকে এতটাই আন্তরিক লাগছে যেন মনে হচ্ছে জোর করে বানানো চেহারা ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে (বাজে কবিতা লেখার পর এটাই ওর সবচেয়ে বড় ভয়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে আসার পথে ওঅর্কম্যানদের বর্ডার সিটি টেলিভিশন থেকে একেবারে ন্যাশনাল থিয়েটার পর্যন্ত একটা লাইভ ট্রান্সমিশন কেবল নিয়ে যেতে দেখলাম। কাপড় শুকোনোর দড়ির মতো টানা দিচ্ছিল ওটা,' বিব্রতকর নীরবতা ভাঙার আশায় বলল ও। তবে প্রাদেশিক জীবনযাত্রার ঘাটতি নিয়ে যাতে সমালোচনা করছে বলে মনে না হয় সেজন্যে সতর্কভাবে হাসা থেকে বিরত রইল।

কথাবার্তা চালাতে বেশ চেষ্টা করতে হলো ওদের, তবে দুজনই সমীহ জাগানোর মতো দৃঢ়তা দেখাল। তুষার এমন একটা প্রসঙ্গ যেটা নিয়ে আলাপ চালিয়ে যেতে সমস্যা হলো না ওদের। তুষার প্রসঙ্গে আলাপ শেষ হয়ে গেলে কার্সের দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলতে শুরু করল ওরা। এরপর এল কা'র কোটের প্রসঙ্গ। তারপর সাধারণ একটা স্বীকারোক্তি: ওরা একে অন্যকে তেমন একটা বদলে যেতে দেখেনি, ওদের কেউই সিগারেট ছাড়তে পারেনি। দূরের বন্ধুরা এরপরের প্রসঙ্গ। ওদের অনেকের সাথেই ইস্তাম্বুলে কা'র দেখা হয়েছে। কিন্তু দুজনের মা-ই মারা গেছে এবং ওদের ইস্তাম্বুলের ফেরিকয় গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে জানার পরেই কেবল এতক্ষণ ধরে খুঁজে ফেরা আন্তরিকতার দেখা মিলল। এবং ততক্ষণে একটা সাধারণ রাশিচক্র পেয়ে গেল: টেলিভিশন–তুলনামূলক বা যাই হোক–এমন একটা ফিউশন তৈরি করল যা আরও কাছাকাছি নিয়ে এল ওদের।

স্বস্তি বোধ করছে বলে এবার ওরা ওদের মা (সংক্ষিপ্ত হলেও) ও কার্সের পুরোনো রেল স্টেশন ভেঙে ফেলা নিয়ে (বিস্তারিতভাবে) আলাপ করতে পারছিল। অচিরেই আলোচনা প্যাস্ট্রি শপের প্রসঙ্গে বাঁক নিল: ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত অর্থোডক্স চার্চ ছিল এটা, এরপর ওটার দরজার পাল্লা খুলে জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই একই জাদুঘরের একটা অংশ আর্মেনিয় হত্যাযজ্ঞের স্মৃতি ধারণ করছে (স্বাভাবিকভাবেই, বলল আইপেক, অনেক পর্যটকই তুর্কিদের হাতে আর্মেনিয়দের হত্যাযজ্ঞের অবশেষ দেখতে আসে, কিন্তু সব সময় এই জাদুঘরে কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্নরকম জানার পর হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়)। এরপরের প্রসঙ্গ হলো প্যাস্ট্রি শপের একমাত্র ওয়েইটার: আধা কালা, আধা ভূত। তারপর কফির দাম, যা আপাতদৃষ্টিতে শহরের টি হাউসগুলোতে বেকার লোকদের সামর্থের বাইরে বলে এখন আর বিক্রি হয় না। এরপর কা-কে শহর ঘুরিয়ে দেখানো পত্রিকাঅলার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলাপ করল ওরা, শহরের নানা স্থানীয় পত্রিকা (সবাই সেনাবাহিনী ও বর্তমান সরকারের সমর্থক) ও *বর্ডার সিটি গেযেটের* আগামী কালের সংখ্যাটি নিয়েও কথা বলল ওরা। পকেট থেকে ওটা বের করেছে কা।

কাগজের পাতায় চোখ বোলানোর সময় আইপেকের দিকে নজর রাখতে গিয়ে ইস্তাম্বুলের পুরোনো বন্ধুদের মতো আইপেক ও তুরস্কের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নিয়ে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়ল যে সে হয়ত জার্মানিতে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার কথা ভাবতে পারবে না ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল কা। অনেকক্ষণ আইপেকের ছোট ছোট হাতজোড়ার দিকে চেয়ে রইল ও; ওর অভিজাত চেহারা ও অপার সৌন্দর্য এখনও হতবিহ্বল করে তোলে ওকে।

'কোন লেখাটার জন্যে শাস্তি দিয়েছিল ওরা? কতদিনে ছিল সাজার মেয়াদ?'

ওকে বলল কা। সত্তর দশকের শেষের দিকে ছোটখাট রাজনৈতিক পত্রিকাগুলোয় উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতার চল ছিল, পেনাল কোড যতটা স্বীকার যেত তার চেয়ে ঢের বেশি। রাষ্ট্রকে অপমানিত করার দায়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তাতে কেউই তেমন একটা গর্ব বোধ করত না। তবে কাউকে জেলেও যেতে হত না। কারণ পুলিসরা সম্পাদক, লেখক বা অনুবাকদের সব সময় বদলে যাওয়া ঠিকানায় তেমন একটা খোঁজাখুঁজি করতে যেত না। কিন্তু ১৯৮০ সালেও সেনা অভ্যুত্থানের পর কর্তৃপক্ষ আস্তে আস্তে আগে যারা স্রেফ ঠিকানা বদলেই জেলখানার গরাদ এড়াতে পেরেছিল তাদের পাত্তা লাগাতে শুরু করে। এই সময় ও লিখেনি এমন একটা তাড়াহুড়ো করে লেখা রাজনৈতিক নিবন্ধের দায়ে কা'র বিচার করা হয়, তখন জার্মানিতে পালিয়ে যায় ও।

'জার্মানিতে থাকা তোমার জন্যে কষ্টকর ছিল?' জানতে চাইল আইপেক।

'জার্মান না শেখাটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে,' বলল কা। 'আমার শরীর ভাষাটা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আমার শুদ্ধতা আর আত্মাকে বাঁচাতে পেরেছি।'

হঠাৎ করে বোকার মতো কথা বলছে বলে মনে হলো ওর, কিন্তু আইপেককে শ্রোতা হিসাবে পাওয়ার আনন্দে এর আগে কখনও কাউকে বলেনি এমন একটা কাহিনী বলতে শুরু করল ও—ওর ভেতরে চাপা দেওয়া নীরবতার কথা, যে নীরবতা গত চার চারটি বছর ওকে কবিতা লেখা থেকেও বিরত রেখেছে।

'ট্রেইন স্টেশনের পাশেই ছোটখাট একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম আমি। ফ্রাংকফুর্টের বাড়িঘরের ছাদ দেখা যেত ওটার জানালা দিয়ে। সন্ধ্যায় সারাদিনের কথা ভাবার সময় দেখতাম আমার স্মৃতিগুলো এক ধরনের নীরবতার চাদরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রথম প্রথম নীরবতার ভেতর দিয়ে কবিতা সৃষ্টি হত। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে তুরস্কে কবি হিসাবে কিছুটা স্বীকৃতি পাই আমি। এখন বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে দাওয়াত পাই। টার্কিশ ইমিগ্র্যান্ট, সিটি কাউন্সিল, লাইব্রেরি আর তুর্কি শ্রোতা টানার আশায় তৃতীয় শ্রেণীর স্কুলগুলো আমার কাছে আসতে শুরু করেছিল। তুর্কিরাও, এরা তুর্কি ভাষায় লেখালেখি করে এমন একজন কবির সাথে তাদের বাচ্চাদের আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছে।'

তো, দাওয়াত পেলেই ওর খুবই পছন্দের সুবিন্যস্ত ও সময় মেপে চলা জার্মান ট্রেইনে উঠে বসত কা। ওগুলোর মেঘলা জানালা দিয়ে দূর গ্রামের মাথার উপর উঁচু হয়ে থাকা চার্চের সূক্ষ্ম চূড়াগুলোর দিকে চেয়ে থাকত ও। গহীন অন্ধকারের খোঁজে বীচ বনের দিকে তাকিয়ে থাকত। রাকস্যাক বয়ে শক্ত সমর্থ বাচ্চাদের বাড়ি ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে দেখত ও। সেই একই নীরবতা নেমে আসত ওর উপর। কারণ ওদের ভাষা বুঝত না। নিজেকে নিরাপদ আর স্বস্তিকর মনে হত ওর, যেন নিজের ঘরে বসে আছে; এই সময়ই নিজের কবিতাগুলো লিখেছে ও।

যেসব দিনে বেড়াতে যেত না, সকাল আটটায় ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেত ও; কায়জারস্ট্রাসের গোটা দৈর্ঘ্য হেঁটে যিলের সিটি লাইব্রেরিতে চলে যেত, বই পড়ত। 'ওখানে আমার বিশ জনম কেটে যাবার মতো ইংরেজি বই আছে।' এখানে উনবিংশ শতাব্দীর অসাধারণ সব উপন্যাস, ইংলিশ রোমান্টিক কবিতা, এঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস আর জাদুঘরের ক্যাটালগ পড়েছে–যা মনে চেয়েছে তাই পড়েছে ও, সবই পড়েছে শিশুর মতো আনন্দ নিয়ে–যে কিনা জানে মৃত্যু এখনও কল্পনার চেয়ে অনেক দূরে। লাইব্রেরিতে বসে একের পর এক পাতা ওল্টানোর সময়, মাঝে-সাঝে পুরোনো এনসাইক্লোপিডিয়ার ছবি দেখার জন্যে থামত ও, তুর্গেনিভের উপন্যাস আবার নতুন করে আগাপাছতলা পড়ে শহরের শোরগোল ঠেকাতে পেরেছিল ও। নীরবতায় ঘেরাও হয়েছিল। ঠিক ট্রেইনে যেমন থাকত। এমনকি রাত নামার পরেও জুইশ মিউজিয়ামের সামনে ও মেইন নদীর বিস্তার বারবর দিয়ে ভিন্ন পথে যাবার সময়, এমনকি উইকএন্ডেও শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হেঁটে যাবার সময়ও নীরবতা টেকে রাখত ওকে।

'চার বছর আগে এই নীরবতা আমার গোটা জীবনকে দখল করে নিয়েছিল। আমার শব্দের প্রয়োজন ছিল–কেবল শব্দ থেকে দুরে থেকেই আমি কবিতা লিখতে পেরেছি,' বলল কা। 'কিন্তু এখন পূর্ণ নীরবতায় আমার বাস। এখন আর কোনও জার্মানের সাথে কথা বলি না; আবার তুর্কিদের সাথেও আমার সম্পর্ক তেমন একটা ভালো না–ওরা আমাকে আধা পাগল, বিলুপ্ত বুদ্ধিজীবী হিসাবে নাকচ করে দেয়। কারও সাথে দেখা করি না। কারও সাথে কথা বলি না। আর কবিতাও লিখছি না।'

'কিন্তু পত্রিকায় তো আজ রাতে তোমার আনকোরা নতুন কবিতা পড়ার খবর লিখেছে।'

'আমার কাছে কোনও নতুন কবিতা নেই। তো কেমন করে পড়ব?'

প্যাস্ট্রি শপের আর মাত্র দুজন খদ্দের রয়েছে। রুমের অন্য দিকে, জানালার পাশের কোণের একটা টেবিলে বসেছে ওরা। একজন ছোটখাট তরুণ, বয়স্ক, কৃশকায় ও ক্লান্তদর্শন সঙ্গীটি ধৈর্য ধরে তাকে কিছু বোঝানো প্রয়াস পাচ্ছে। ওদের পেছনে প্লেট গ্লাস জানালার ওধারে অন্ধকারে বড় বড় তুষার কণাগুলো ঝরে চলেছে। প্যাস্ট্রি শপের নিয়নের আলো ওগুলোকে গোলাপি আভা দিচ্ছে। এই পটভূমিতে বসে প্যাস্ট্রি শপের প্রথম কোণের লোক দুটি নিবিড় আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছে, দেখে কোনও আবছা শাদাকালো ছবির চরিত্র বলে মনে হচ্ছে।

'আমার বোন কাদিফে ইস্তাম্বুলের ইউনিভার্সিটিতে পড়ত,' বলল আইপেক, 'কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায় ফেল করে এখানে কার্সে ইন্সটিটিউশন অভ এডুকেশনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলি হয়ে আসে ও। ওই যে দূরে আমার পেছনে বসা হ্যাংলা লোকটা হচ্ছে ইন্সটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর ইলমায। একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মা মারা যাবার পর বাবা ওকে আদর করত বলে চায়নি ও একা থাকুক, তাই আমাদের সাথে থাকবে বলে ওকে নিয়ে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু বাবা এখানে আসার পরপরই–তিন বছর আগের কথা এটা–মুহতারের সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তো এখন আমরা তিনজন একসাথে থাকছি। কয়েক জন আত্মীয়ের সাথে এই হোটেলের মালিক আমরা। ভূত আর অত্যাচারিত আত্মায় ভরা এটা। তিনটা রুম নিয়েছি আমরা।'

ছাত্র জীবনের সময়গুলোতে আইপেকের সাথে তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না কা'র। সতের বছর বয়সে প্রথমবারের মতো লিটারেচার ডিপার্টমেন্টের উঁচু ছাদের করিডরে পা রাখার পর চট করে আইপেককে চিনতে পারেনি–আরও অনেক সুন্দরী মেয়ে ছিল–পরের বছর যখন ওদের পরিচয় হয়, ততদিনে মুহতারের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে ওর। মুহতার ছিল কা-র কবি বন্ধু, আইপেকের মতো একই রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল সে। আইপেকের মতো কার্সের লোক ছিল সেও।

'মুহতার ওর বাবার আর্সেলিক অ্যান্ড আয়গায অ্যাপ্লায়েন্স ডিস্ট্রিবিউটারশিপের মালিকানা পেয়েছে,' বলল আইপেক। 'আমরা এখানে বসতি করার পর বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই যখন হলো না, আমাকে এরযারুম আর ইস্তাম্বুলের ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যাবার কথা বলতে শুরু করেছিল ও। তারপরও বাচ্চা না হওয়ায় আলাদা হয়ে গেছি আমরা। কিন্তু আবার বিয়ে করার বদলে নিজেকে ধর্মের হাতে তুলে দিয়েছে মুহতার।'

'হঠাৎ করে এত বেশি বেশি মানুষ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে কেন?' জানতে চাইল কা।

জবাব দিল না আইপেক। কিছুক্ষণ স্রেফ দেয়ালে লাগানো শাদাকালো টেলিভিশন দেখতে লাগল ওরা।

'শহরের সবাই আত্মহত্যা করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল কা।

'সবাই আত্মহত্যা করছে না। শুধু মেয়ে আর মহিলারা,' বলল আইপেক। 'পুরুষরা ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে আর মেয়েরা আত্মঘাতী হচ্ছে।'

'কেন?'

ওর দিকে এমনভাবে তাকাল আইপেক যার মানে এভাবে ওর কাছে থেকে দ্রুত উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না ওর। কা-র মনে হলো অনধিকার চর্চা করে ফেলেছে। খানিকক্ষণ চুপ রইল ওরা।

'ইলেকশন কাভারেজের অংশ হিসাবে মুহতারের সাথে কথা বলতে হবে,' বলল কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল আইপেক, ক্যাশ কাউন্টারের কাছে গিয়ে ফোন করল। 'পাঁচটা পর্যন্ত দলের ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্সে আছে ও,' ফিরে এসে বলল। 'তখন তোমার সাথে কথা বলতে পারবে।'

আবার নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে। শঙ্কিত বোধ করল কা। রাস্তাঘাট বন্ধ না হলে কার্স ছেড়ে যাওয়া পরের বাসেই উঠে পড়ত ও। নাজুক শহর আর এর বিস্মৃত মানুষগুলোর জন্যে এক ধরনের হাতাশার অনুভূতি হচ্ছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানালার দিকে চোখ চলে গেল ওর। কিছুক্ষণ নিষ্প্রাণ চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। যেন মহাবিশ্বের সব সময় রয়েছে ওদের হাতে, এই জগতে ওদের কোনও উদ্বেগ নেই। নিজেকে অসহায় মনে হলো কা-র।

'তুমি কি সত্যিই ইলেকশন আর আত্মহত্যার খবর কাভার করতেই এখানে এসেছ?' অবশেষে জানতে চাইল আইপেক।

'না,' বলল কা। 'ইস্তাম্বুলে মুহতারের সাথে তোমার ছাড়াছাড়ির খবর পাই আমি। তোমাকে বিয়ে করব বলেই এখানে এসেছি।'

যেন এইমাত্র চমৎকার একটা চুটকি বলেছে কা, এমনভাবে হাসল আইপেক। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা। এরপরে দীর্ঘ নীরবতায় আইপেকের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল ওগুলো ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে। তাহলে আমাকে বোঝার সময়টুকুও নাওনি?—ওকে বলছে ওর দুই চোখ। এমনকি আমার সাথে কিছুটা সময় খুনসুটি করে কাটানোরও প্রয়োজন মনে করোনি। এতটাই অধৈর্য হয়ে পড়েছ যে নিজের মনের কথা লুকোতে পারলে না। আমাকে সব সময় ভালোবাসতে বলেই, আমার কথা কিছুতেই ভুলতে পারোনি, তাই এখানে আসার ভান করতে যেয়ো না। আমার তালাক হয়ে গেছে জেনেই তুমি এসেছ, আমার সৌন্দর্যের কথা তোমার মনে পড়ে গেছে, তুমি ভেবেছ এখন কার্সে আটকা পড়ে গেছি বলে আমাকে প্রস্তাব দেওয়া অনেক সহজ হবে।

ততক্ষণে সুখী হওয়ার ইচ্ছা হওয়ায় লজ্জা বোধ করতে শুরু করেছে কা; নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে শাস্তি দিতে এতটাই প্রতিজ্ঞ ছিল যে ওর মনে হলো আইপেক নিষ্ঠুরতম সত্যি উচ্চারণ করছে। আমাদের যে জিনিসটা কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল সেটা হলো আমরা দুজনই জীবনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কমিয়ে নিয়েছিলাম। তবে কথা বলার সময় ও যেমনটা ভেবেছিল তারচেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বলল আইপেক।

'তোমার ভেতর একজন ভালো কবি বাস করে, এটা সব সময়ই জানা ছিল,' বলল ও। 'তোমার লেখার জন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

শহরের আর সব টি-হাউস, রেস্তরাঁ ও হোটেল লবির দেয়ালের মতোই প্যাস্ট্রি শপের দেয়ালগুলো মাউন্টেন ভিস্তার ছবি দিয়ে সাজানো—কার্সের চমৎকার পাহাড়ের ছবি নয়, আসলে সুইটযারল্যান্ডের পাহাড়। ডিসপ্লে কর্নারের ট্রেগুলোয় চকলেট ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রেইডেড কেক রাখা; ম্লান আলোয় ওগুলোর চূড়ার ক্রিম আর মোড়ক ঝিলিক মারছে। এইমাত্র ওদের চা পরিবেশন করে যাওয়া বুড়ো ওয়েইটার এখন কা আর আইপেকের টেবিলের দিকে মুখ করে টিলের পাশে গিয়ে বসেছে। অন্য খদ্দেরদের দিকে পেছন ফিরে আরাম করে দেয়ালের টেলিভিশন দেখছে সে। ঠিক মতো শোনার জন্যে যতটা সম্ভব ভলিয়্যুম বাড়িয়ে দিয়েছে। টেলিভিশনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল আইপেকের নজর এড়িয়ে যেতে উদগ্রীব কা। বালির উপর দিয়ে এক সোনালী চুল বিকিনি সুন্দরী ছুটে বেড়াচ্ছে আর চওড়া গোঁফঅলা এক লোক তাড়া করছে তাকে। ঠিক এই সময় প্যাস্ট্রি শপের অন্য কোণে অন্ধকার টেবিলে বসা ক্ষুদে মানুষটা ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের দিকে পিস্তল তাক করে উঠে দাঁড়াল। কি যেন বলল সে বুঝতে পারল না কা। ডিরেক্টর পাল্টা জবাব দিতেই গর্জে উঠল অস্ত্রটা–তবে সেটা পরে বুঝতে পেরেছিল কা। বন্দুকটা বলতে গেলে কোনও আওয়াজই করেনি। ডিরেক্টরকে প্রবলভাবে কেঁপে উঠে চেয়ার থেকে উল্টে পড়তে দেখেই কা বুঝতে পেরেছিল যে লোকটার বুকে গুলি করা হয়েছে।

কা-র চোখে ভয় দেখে কী হয়েছে দেখতে চোখ ফিরিয়ে তাকাল আইপেক।

এক মুহূর্ত আগে যেখানটায় বুড়ো ওয়েইটার বসেছিল সেদিকে তাকাল কা, কিন্তু এখন নেই হয়ে গেছে সে। সেই একই জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদে লোকটা, সোজা ডিরেক্টরের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে সে। মাটিতে নিথর পড়ে আছে মানুষটা। তাকে একটা কিছু বলার চেষ্টা করছে ডিরেক্টর, কিন্তু টিভির চড়া ভলিয়্যুমের কারণে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শিকারের শরীরে আরও তিনটা গুলি পাঠাল ক্ষুদে লোকটা, তারপর পেছনের দরজার দিকে পা বাড়াল, পরক্ষণে উধাও হয়ে গেল। তার চেহারা দেখতে পায়নি কা।

'চলো যাই,' বলল আইপেক। 'এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

'বাঁচাও!' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল কা। তারপর আবার যোগ করল, 'পুলিস ডেকে পাঠাই।'

কিন্তু একটা পেশিও নাড়াতে পারল না ও। কয়েক মুহূর্ত বাদে আইপেকের পেছনে ছুটতে দেখা গেল ওকে। প্যাস্ট্রি শপের ডাবল ডোর গলে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামার সময় মানুষের চিহ্নও চোখে পড়ল না।

তুষারে ঢাকা পেভমেন্টে আসার পর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। আমাদের বের হতে দেখেনি কেউ, আপনমনে বলল কা, এতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল ও, কারণ এখন নিজেই খুনটা করেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। আইপেকের কাছে হুট করে বিয়ের কথা পাড়ায় এটাই পেয়েছে ও–আবিষ্কার করেছে–এটাই প্রাপ্য ছিল ওর। এই সামান্য স্মৃতিটুকুই গ্লানিতে ভরে তুলল ওকে। কারও চোখে আর দিকে তাকাতে পারছে না।

কাযাম কারাবকির অ্যাভিনিউতে পৌঁছানোর পরেও কা-র মনের ভয় দূর হলো না, যদিও গুলি বর্ষণের ঘটনাটা ওদের ভাগাভাগি করে নেওয়ার মতো একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ের যোগান দিয়েছে; ওর এমনি নীরব নিবিড়তার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু হালিত পাশা আর্কেডের বাইরের কমলা ও আপেলের ক্রেটের জ্বলজ্বলে আলো এবং পাশের নাপিতের দোকানের নগ্ন বাতির প্রতিফলনে আইপেকের চোখে অশ্রু দেখে সতর্ক হয়ে উঠল কা।

'ইন্সস্টিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টর হিযাব পরা মেয়েদের ক্লাসরুমে ঢুকতে দিচ্ছিল না,' ব্যাখ্যা করল আইপেক। 'এজন্যেই বেচারাকে খুন করা হয়েছে।'

'চলো পুলিসে খবর দিই,' বলল কা, কিন্তু মনে পড়ে গেল এককালে বামপন্থী ছাত্র থাকার সময় এমন কিছু ছিল কল্পনাতীত।

'কোনও দরকার নেই। এমনিতেই জানতে পারবে ওরা। হয়ত জেনে গেছেও। প্রসপারিটি পার্টির ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার ওখানে তিনতলায়।' বাজারের প্রবেশ পথের দিকে ইঙ্গিত করল আইপেক। 'কী দেখেছ, মুহতারকে বলো, তাহলে এমআইটি ওকে পাকড়াও করার পর অবাক হবে না। তোমাকে আরেকটা কথা বলার আছে আমার। মুহতার আবার আমাকে বিয়ে করতে চাইছে, তো ভেবেচিন্তে কথা বলো।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

আশা করি আপনার বেশি সময় নষ্ট করছি না

ঘাতক ও শিকারের প্রথম ও শেষ কথোপকথন

নিউ লাইফ প্যাস্ট্রিশপে ক্ষুদে লোকটা আইপেক আর কা-র চোখের সামনে বুক আর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করার মুহূর্তে ইন্সস্টিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের সাথে একটা লুকানো টেপরেকর্ডার ছিল। যন্ত্রটা-আমদানি করা গ্রান্ডিগ-জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এমআইটি-র স্থানীয় কার্স শাখার ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টরা তার বুকে ডাক্ট রোপ দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। ক্লাসরুম থেকে হিযাব পরা মেয়েদের বের করে দেওয়ার পর বেশ কয়েকবারই হুমকি পেয়েছিলেন ডিরেক্টর। মৌলবাদীদের খোঁজখবর রাখা সিভিল সিকিউরিটি এজেন্টরা এই হুমকিগুলো সিরিয়াস বলে নিশ্চিত করার পর কার্স শাখা সম্ভাব্য শিকারের জন্যে কিছুটা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার সময় হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছে। কিন্তু এজেন্টরা পেছন পেছন ভালুকের মতো ঘুরে বেড়াক, এটা চাননি ডিরেক্টর। নিজেকে সেক্যুলার রাজনৈতিক শিবিরের অংশ হিসাবে তুলে ধরলেও অন্য যেকোনও ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের মতোই নিয়তিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। মরণ হুমকিগুলোকে তিনি পরে অপরাধীদের পাকড়াও করার লক্ষ্যে নথিবদ্ধ করাতেন। ঝোঁকের বশে খুবই প্রিয় ওয়ালনাট বসানো কেক খাবেন বলে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে এসেছিলেন তিনি। আগন্তুককে এগিয়ে আসাতে দেখার পর টেপরেকর্ডারের সুইচ অন করে দিয়েছিলেন তিনি। সব রকম পরিস্থিতিতে এটাই তার অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। দুটো বুলেটের ঘা লেগেছে যন্ত্রটায়-তার জীবন বাঁচানোর জন্যে যথেষ্ট নয়-তবে টেপটা সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। অনেক বছর পরে ডিরেক্টরের বিধবা স্ত্রী-তখনও তার চোখের পানি শুকোয়নি-ও তাঁর মেয়ে-ততদিনে বিখ্যাত মডেলে পরিণত হয়েছে সে-কাছ থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমি।

-হ্যালো স্যার, চিনতে পারছেন আমাকে?

-না, বোধ হয়।

-আপনি এমন কিছুই বলবেন ধরে নিয়েছিলাম, স্যার। কারণ আমাদের কখনও দেখাই হয়নি। গতকাল রাতে একবার তারপর আজ সকালে আরেকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছি বটে। গতকাল পুলিস আমাকে স্কুলের দরজা থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজ সকালে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম, কিন্তু আপনার সেক্রেটারি বলল ক্লাসে যাবার আগেই নাকি আপনার নাগাল পেতে হবে। তখনই আমাকে দেখেছিলেন আপনি। এবার কি চিনতে পেরেছেন?

–না, পারিনি।

–তার মানে কি আমার কথা আপনার মনে নেই, নাকি আমাকে দেখার কথা মনে করতে পারছেন না?

–আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছ কেন?

–সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সাত দিন ধরে দুনিয়ার সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। আপনি একজন বিখ্যাত আলোকিত, শিক্ষিত মানুষ। দুঃখজনকভাবে নিজের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারিনি আমি। তবে একটা ব্যাপার আগাপাছতলা জানা আছে আমার। এই বিষয়েই আপনার সাথে কথা বলতে চাই। দুঃখিত, স্যার, আশা করি আপনার বেশি সময় নষ্ট করছি না আমি।

–মোটেই না।

–মাফ করবেন, স্যার, বসতে পারি? অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করার রয়েছে আমাদের।

–দয়া করে বসো। বি মাই গেস্ট।

(কারও চেয়ার টানার শব্দ)

–ওয়ালনাট দেওয়া কেক খাচ্ছেন দেখছি। তোকাতে অনেক ওয়ালনাট গাছ আছে আমাদের। কখনও তোকাতে গেছেন?

–দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, না।

–শুনে খারাপ লাগল, স্যার। কখনও যদি বেড়াতে যান, আমার ওখানে থাকবেন। সারা জীবন তোকাতে কাটিয়েছি আমি। পুরো তিরিশ বছর। খুবই সুন্দর জায়গা তোকাত। তবে লজ্জার কথা যে আমরা আমাদের নিজ দেশ সম্পর্কে বলতে গেলে কিছু জানি না। নিজেদের দেশকে যে ভালোবাসতে হয়, সেটাই বুঝি না। তার বদলে যারা আমাদের দেশের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় তাদেরই সমীহ করে চলি। দেশের মানুষের সাথে বেঈমানি করি। আশা করি আপনাকে একটা প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনি নিশ্চয়ই নাস্তিক নন, তাই না?

–না, আমি নাস্তিক নই।

–কিন্তু লোকে আপনাকে তাই বলে, স্যার। তবে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি যে আপনার মতো একজন শিক্ষিত লোক–খোদা মাফ করুন–আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারে। তবে আপনি নিশ্চয়ই ইহুদিও নন, তাই না?

–না, তা নই।

AMARBOI.COM

—আপনি মুসলিম?

—হ্যাঁ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি মুসলিম।

—আপানি হাসছেন, স্যার। আমি চাই আপনি আমার প্রশ্নটা সিরিয়াসভাবে নিয়ে সেভাবে উত্তর দিন। কারণ স্রেফ আপনার জবাব শুনতেই সেই তোকাত থেকে এমন প্রবল শীতে এতদূর পথ ভেঙে এসেছি।

—তোকাতে আমার কথা কীভাবে জানলে?

—ইস্তাম্বুলের পত্রপত্রিকায় আপনি যে স্কুলের মেয়েদের তাদের ধর্ম আর পবিত্র কোরানে নির্দেশিত হিযাব পরা নিষিদ্ধ করেছেন তার কোনও খবরই ঠাঁই পায়নি। ওই পত্রিকা স্রেফ ফ্যাশন মডেলদের কেলেঙ্কারী নিয়ে মেতে থাকে। কিন্তু অপূর্ব তোকাতে নিশান নামে একটা মুসলিম রেডিও স্টেশন আছে আমাদের। ওটাই দেশের সব জায়গায় বিশ্বাসীদের উপর চালানো জুলুম সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল রাখে।

—আমি কখনও কোনও ঈমানদারের উপর জুলুম করতে পারব না। আমিও আল্লাহকে ভয় করি।

—এখানে আসতে আমার দুই দিন লেগেছে, স্যার। তুষারে ঢাকা ঝড়ো পথ ধরে এসেছি। বাসে বসে থাকার সময় আপনি ছাড়া আর কারও কথা মাথায় ছিল না আমার। বিশ্বাস করুন, আগাগোড়া জানতাম, আপনি আল্লাহকে ভয় করার কথা বলবেন। এবার যে প্রশ্নটা আপনাকে জিজ্ঞেস করার কথা ভেবে এসেছি, সেটাই করছি, স্যার। সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে, প্রফেসর নুরি ইলমায, আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকেন, যদি মেনে থাকেন যে পবিত্র কোরান আল্লাহর বাণী, তাহলে আসুন আপনার মুখ থেকেই সূরা নূরের অপূর্ব একত্রিশ নম্বর আয়াত সম্পর্কে আপনার মতামত শোনা যাক।

—হ্যাঁ, ঠিক। এই আয়াতটা খুবই পরিষ্কারভাবে যে মেয়েদের মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখার কথা বলেছে।

—অভিনন্দন, স্যার! সোজাসাপ্টা জবাব। এবার, অনুমতি দিলে ভিন্ন কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে। আল্লাহর হুকুমের সাথে ক্লাসরুমে হিযাব পরা মেয়েদের নিষিদ্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটিকে কীভাবে মেলাচ্ছেন আপনি?

—আমরা একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে বাস করি। সেক্যুলার রাষ্ট্রই হিযাব পরা মেয়েদের স্কুল ও ক্লাসরুম থেকে নিষিদ্ধ করেছে।

—মাফ করবেন, স্যার, একটা প্রশ্ন করতে পারি? রাষ্ট্রের আরোপ করা কোনও আইন কি আল্লাহর বিধান বাতিল করতে পারে?

—বেশ ভালো প্রশ্ন। কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রে দুটো ব্যাপার আলাদা।

—এটাই বেশ সরাসরি জবাব, স্যার। আপনার হাতে কি একটু চুমু খেতে পারি? প্লিজ, স্যার, ভয় পাবেন না। আপনার হাতখানা দিন। হাতটা দিয়ে দেখুন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত ভালোবেসে চুমু খাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ। দেখলেন তো আপনার প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা। আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি, স্যার?'

—বেশ, কোনও সমস্যা নেই।

—আমার প্রশ্ন হলো, স্যার, *সেক্যুলার* মানে কি *খোদাহীনতা?*

—না।

—তাহলে রাষ্ট্র যে এত এত মেয়েকে সেক্যুলারিজমের নামে ক্লাসরুম থেকে বের করে দিচ্ছে সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, যেখানে ওরা স্রেফ ধর্মের বিধানই অনুসরণ করছে?

—সত্যি বলছি, বাছা আমার, এসব নিয়ে তর্ক করে আসলে আমাদের কোনও ফায়দা হবে না। ইস্তাম্বুলে টেলিভিশনে রাত দিন তর্ক করছে ওরা, কিন্তু তাতে কী লাভ হয়েছে? মেয়েরা এখনও হিযাব খুলতে অস্বীকার যাচ্ছে; সরকারও এখনও ওদের ক্লাসরুম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

—তাহলে, স্যার আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি? আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু যখনই এই পরিশ্রমী মেয়েগুলোর কথা ভাবি, যাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যারা কিনা খুই ভদ্র, আর খোদাই জানেন কত হাজার আইনের কাছে মাথা নত করেছে—তখন আমি একথা জিজ্ঞেস না করে পারি না—এইসব কীভাবে আমাদের সংবিধানের শিক্ষা আর ধর্মীয় স্বাধীনতার যে কথা বলা হয়েছে তার সাথে মেলে? স্যার, দয়া করে আমাকে বলুন, আপনার বিবেক কি আপনাকে জ্বালাচ্ছে না?

—মেয়েরা তুমি যেমন বলছ তেমন বাধ্য হয়ে থাকলে তো হিযাব পরা বাদ দিত। তোমার নামটা যেন কী, বাবা? কোথায় থাক? কী কাজ করো?

—তোকাতের বিখ্যাত মথলাইট হামামের ঠিক পাশেই হ্যাপি ফ্রেন্ডস টি-হাউসে কাজ করি আমি। চায়ের কেতলি আর চুল্লীর দায়িত্বে। আমার নামটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সারাদিনই নিশান রেডিও শুনি আমি। সব সময় সত্যিই ঈমানদের উপর জুলুমের খবর শুনে রীতিমতো বিষণ্ন হয়ে পড়ি। আমি দূরে থাকি বলে, যা ইচ্ছে করতে পারার মতো স্বাধীন মানুষ বলে অনেক সময় বাসে চেপে জালুমবাজকে খুঁজে বের করার জন্যে তুরস্কের অন্যান্য জায়গায় যেতে পারি—সে যেই হোক না কেন, তারপর তার মুখোমুখি বসি। তো দয়া করে, স্যার, আমার প্রশের জবাব দিন। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা, আংকারার নির্দেশ নাকি আল্লাহর বিধান?

—এই আলোচনায় কোনও লাভ হচ্ছে না। কোন হোটেলে উঠেছ তুমি?

—কি, আমাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবছেন? আমাকে ভয় পাবেন না, স্যার। আমি কোনও ধর্মীয় দলের লোক নই। সন্ত্রাসবাদ আমি ঘৃণা করি। আমি আল্লাহর প্রেম আর মতবিনিময়ে বিশ্বাস করি। তবে রগচটা মানুষ হলেও কখনওই কাউকে আঘাত করে আলোচনা শেষ করি না। আমি কেবল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার কাছ থেকে এই প্রশ্নটার জবাবটা চাইছি। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু যখনই ইন্সটিটিউটের সামনে মেয়েদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণের কথা মনে পড়ে–যখন মনে পড়ে বেচারি মেয়েগুলো পবিত্র কোরানের আল-আহযাব আর সুরা নূর-এ পরিষ্কার বলে দেওয়া আল্লাহর আইন পালন করছিল–তখন কি আপনার বিবেক আপনাকে এতটুকু বিচলিত করে না?

–বাবা, কোরানে একথাও বলা হয়েছে যে চোরদের হাত কেটে ফেলতে হবে, কিন্তু রাষ্ট্র তা করে না। তার বিরোধিতা করছ না কেন?

–এটা বেশ ভালো জবাব দিয়েছেন, স্যার। আপনার হাত চুম্বন করার সুযোগ দিন। কিন্তু চোরের হাতের সাথে কী করে আপনি আমাদের মেয়েদের সম্মানকে এক করে দেখতে পারলেন? আমেরিকান ব্ল্যাক মুসলিম প্রফেসর মারভিন কিংয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী যেসব ইসলামি দেশের মেয়েরা হিযাব পরে সেসব দেশে নারী ধর্ষণের হার এত কম যে নাইই বলা চলে আর হয়রানির কথা তো শোনাই যায় না। তার কারণ যে মেয়েটি নিজেকে ঢেকে রাখছে সে একটা ঘোষণা দিচ্ছে। পোশাক বেছে নেওয়ার ভেতর দিয়ে সে বলছে আমাকে উত্যক্ত করো না। তো স্যার, অনুমতি দিলে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি আমাদের মেয়েদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের সমাজের প্রান্তে ঠেলে দিতে চান? আমরা হিযাব ফেলে দেওয়া মেয়েদের পুজা অব্যহত রাখলে (আর অন্যান্য ব্যাপারেও তাই করি) তবে কি ইউরোপের যৌন বিপ্লবের ফলে যেমন অসংখ্য নারী অসম্মানিত হয়েছে সেভাবেই আমাদের মেয়েদেরও সেদিকে ঠেলে দেব না? মেয়েদের অমর্যাদা করতে গিয়ে সফল হলে তাতে করে কি আমরা–আমার ভাষা প্রয়োগ ক্ষমা করবেন–নিজেদেরও বেশ্যার দালালে পরিণত করার ঝুঁকি নিচ্ছি না?

–আমার পার্টি শেষ হয়ে গেছে, বাবা। আমাকে এবার যেতে হচ্ছে।

–নিজের সিটেই বসে থাকুন, স্যার। বসে থাকুন, তাহলে আর আমাকে এটা কাজে লাগাতে হবে না। জিনিসটা কি দেখতে পাচ্ছেন, স্যার?

–হ্যাঁ, ওটা একটা বন্দুক।

–ঠিক, স্যার। আশা করি আপনি কিছু মনে করেননি। আপনার সাথে দেখা করতে অনেক লম্বা পথ পার হয়ে এসেছি আমি। সেজন্যেই সাবধানতা অবলম্বন করেছি।

–তোমার নাম কী, বাবা?

–বাহিত সুযমে। সেলিম ফেসমেকান। সত্যি, স্যার, কী আসে যায়? আমি সেক্যুলার বস্তুবাদের নিগড়ে বন্দী এক সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস ধরে রাখতে গিয়ে অবর্ণনীয় জুলুম সহ্য করে যাওয়া অসংখ্য বীরের এক নামহীন রক্ষক। আমি কোনও সংগঠনের সদস্য নই, আমি মানবাধিকারে প্রতি সম্মান দেখাই। আমি সহিংসতার বিপক্ষে। সেজন্যেই বন্দুকটা পকেটে রাখছি। সেজন্যেই আপনার কাছ থেকে কেবল একটা প্রশ্নের জবাব জানতে চাইছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–বেশ।

–তাহলে আসুন আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাক, স্যার। আসুন আমরা সেই মেয়েদের কথা মনে করি যাদের বড় করে তোলার পেছনে অনেক বছরের আদরযত্নের প্রয়োজন হয়েছে। বাবামায়ের চোখের মণি ছিল ওরা। অনেক মেধাবী ছিল ওরা। কঠোর পড়াশোনা করত ওরা। ক্লাসের সেরা ছিল ওরা। আংকারা থেকে যখন নির্দেশ এসে পৌঁছুল, আপনি তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রস্তুতি নিলেন। ওদের কেউ অ্যাটেনডেন্স শিটে নাম লিখলে আপনি সেটা কেটে দিয়েছেন–স্রেফ সে হিযাব পরে বলে। সাত জন ছাত্রী একসাথে টিচারের সাথে বসলে আপনি ভাব করেছেন হিযাব পরা মেয়েটি নেই ওখানে, ছয়জনের চায়ের ফরমাশ দিয়েছেন। জানেন, এই মেয়েগুলোর কী ক্ষতি আপনি করেছেন? ওদের কাঁদিয়েছেন। কিন্তু তাতেই থেমে থাকেনি ব্যাপারটা। অচিরেই আংকারা থেকে নতুন করে হুকুম এসেছে। তখন ওদের ক্লাসরুমে ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আপনি। করিডরে, রাস্তার বের করে দিয়েছেন ওদের। তারপর ওই মেয়েগুলোর কয়েকজন তাদের উদ্বেগের কথা জানাতে স্কুলের গেইটের সামনে জড়ো হলে আপনি ফোন করে পুলিসে খবর দিয়েছেন।

–খালি আমরাই পুলিসে খবর দিইনি।

–জানি আপনি আমার পকেটের অস্ত্রটাকে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু, স্যার, দয়া করে মিথ্যা বলবেন না। আপনি যে রাতে মেয়েগুলোকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে দিলেন সে রাতে কি বিবেক আপনাকে শান্তিতে ঘুমাতে দিয়েছে? আমার প্রশ্ন এটাই।

–হিযাবকে রাজনৈতিক প্রতীকে পরিণত করে, আমাদের মেয়েদের রাজনৈতিক খেলায় ব্যবহার করে ওদের কতখানি দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছি আসল প্রশ্ন সেটাই।

–কী করে একে আপনি খেলা বলছেন, স্যার? একটা মেয়েকে যখন মর্যাদা আর শিক্ষার ভেতর যেকোনও একটাকে বেছে নিতে হচ্ছে–কী দুঃখজনক–তারপর হতাশায় ডুবে আত্মহত্যা করছে, এটা কি খেলা?

-তোমাকে বিচলিত দেখাচ্ছে, বাবা। কিন্তু তোমার মনে কি কখনওই একথা জাগেনি যে এসবের পেছনে বিদেশী শক্তি জড়িত থাকতে পারে? দেখতে পাচ্ছ না কীভাবে ওরা হিযাবকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেছে যাতে তুরস্ককে দুর্বল আর বিভক্ত জাতিকে পরিণত করতে পারে?

–আপনি ওই মেয়েদের স্কুলে ঢুকতে দিলে হিযাবের ব্যাপারটা আর থাকত না, স্যার।

–এটা কি সত্যিই আমার সিদ্ধান্ত ছিল? এইসব নির্দেশ আংকারা থেকে এসেছে। আমার স্ত্রীও হিযাব পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমাকে তোয়াজ করতে হবে না। প্রশ্নের জবাব দিন।

—প্রশ্নটা কি ছিল?

—বিবেকের তাড়না বোধ করছেন কিনা?

—বাবা, আমিও বাবা। অবশ্যই মেয়েগুলোর জন্যে আমার খারাপ লেগেছে।

—দেখুন। আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারি। কিন্তু একবার মেজাজ খিঁচড়ে গেলে সব শেষ হয়ে যায়। আমি জেলে থাকতে একবার হাই তোলার সময় স্রেফ মুখ ঢাকতে ভুলে গেছে বলে একলোককে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ওখানে নানা কিসিমের লোকজনের সাথে পরিচয় হয়েছিল। ওখানকার প্রত্যেকটা লোকের বদ অভ্যাস ছাড়িয়েছি। এমনকি ওদের নামাজও ধরিয়েছি। তো, পিছলে বের হয়ে যাবার চেষ্টা বাদ দিন। কী যেন বলছিলাম?

—কী *বলেছ*, বাবা? বন্দুকটা নামাও।

—আপনার মেয়ে আছে কিনা জানতে চাইনি, আপনি দুঃখিত কিনা সেটাই জানতে চেয়েছি।

—কিছু মনে করো না, বাবা, তোমার প্রশ্নটা কি ছিল?

—স্রেফ বন্দুকের ভয়ে আমাকে তোয়াজ করার কোনও দরকার নেই। শুধু কী জিজ্ঞেস করেছি সেটা মনে করুন। *(নীরবতা)*

—কী জিজ্ঞেস করেছিলে?

—আরে কাফের, জিজ্ঞেস করেছি বিবেকের তাড়না বোধ করছেন কিনা!

—নিশ্চয়ই করছি।

—তাহলে কেন জোর করছেন? তার কারণ কি আপনার কোনও লাজলজ্জা নেই?

—বাবা, আমি একজন শিক্ষক। তোমার বাবার বয়সী। কোরানে কি একথা বলেছে যে তুমি মুরুব্বীদের দিকে অস্ত্র তাক করে তাদের অপমান করতে পারবে?

—আপনার মুখে *কোরানের* আয়াত আওড়ানোর সাহস দেখাতে যাবেন না। শুনতে পাচ্ছেন? আর ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকানো বাদ দিন, যেন সাহায্য চাইছেন। সাহায্য চেয়ে চেঁচালে আমি এতটুকু দ্বিধা করব না। গুলি করব। পরিষ্কার?

—হ্যাঁ, পরিষ্কার।

—তাহলে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মেয়েরা মাথার ঘোমটা খুলে ফেললে দেশের কী উপকার হবে? একটা ভালো কারণ দেখান। মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন এমন কিছু বলুন। যেমন বলতে পারেন, নিজেদের উন্মুক্ত করে ওরা ইউরোপিয়দের কাছ থেকে মানুষের মতো আচরণ শিখতে শুরু করবে। অন্তত তাহলে বুঝব আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী, তাহলে আর গুলি করব না। আপনাকে ছেড়ে দেব।

—বাবা আমার, আমার নিজেরই একটা মেয়ে আছে। ও হিযাব পরে না। আমি ওর সিদ্ধান্তে নাক গলাতে যাই না। ঠিক যেমন স্ত্রীর হিযাব পরার সিদ্ধান্তেও নাক গলাতে যাইনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আপনার মেয়ে কেন নিজেকে উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? ফিল্মস্টার হতে চায় নাকি?

—এমন কিছু কোনওদিন বলেনি ও। আংকারায় পাবলিক রিলেশনস-এ পড়াশোনা করছে। তবে হিযাব ইস্যুতে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে দারুণভাবে আমার পক্ষে কাজ করেছে ও। যখনই লোকের কথাবার্তায় বিচলিত বোধ করেছি, যখনই আমাকে নিন্দা করা হয়েছে বা হুমকি পেয়েছি, যখনই আমার শত্রুদের হুমকির মোকাবিলা করতে হয়েছে–কিংবা তোমার মতো কারও, যাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে–আংকারা থেকে ফোন করে ও, তারপর–

—আর বলে দাঁত কিড়মিড় করো, বাবা, আমি ফিল্মস্টার হতে যাচ্ছি।

—না, বাবা, ওসব বলে না ও। ও বলে, বাবা, আমাকে হিযাব পরা মেয়ে ভর্তি ক্লাস রুমে যেতে হলে তখন আর হিযাব খোলার সাহস করব না। ইচ্ছে না করলেও হিযাব পরব আমি।

—তো নিজেকে না ঢাকতে চাইলে কী ক্ষতি হতে পারে ওর?

—সত্যি, তোমাকে বলতে পারব না আমি। তুমি একটা কারণ বলতে বলেছ।

—তাহলে বলুন, নির্লজ্জ শয়তান। আপনি কি বলতে চাইছেন আল্লাহর হুকুমে যারা মুখ ঢেকেছে সেই ধার্মিক মেয়েদের পেটাতে পুলিস ডাকার সময় আপনার মনে এই চিন্তাই ছিল? আপনি বলতে চাইছেন নিজের মেয়েকে খুশি করতেই ওদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছেন?

—তুরস্কে অনেক মেয়েই আছে যারা আমার মেয়ের মতো চিন্তাভাবনা করে।

—দেশের নব্বই ভাগ মেয়েই যেখানে হিযাব পরে সেখানে এই ফিল্মস্টাররা কাদের হয়ে কথা বলে বোঝা কঠিন। আপনি হয়ত নিজের মেয়েকে বেপর্দা হতে দেখে গর্ব বোধ করতে পারেন, নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারী আপনি। কিন্তু এই কথাটা ভালো করে মাথায় গেঁথে নিন। আমি প্রফেসর না হতে পারি, কিন্তু এ বিষয়ে আপনার চেয়ে অনেক বেশি জানি।

—ভদ্রমহোদয়, দয়া করে তোমার বন্দুকটা আমার দিকে তাক করে রেখ না। তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো। হুট করে গুলি বেরিয়ে গেলে শেষে পস্তাবে।

—কেন পস্তাব? একজন কাফেরকে শেষ করতে না পারলে কেন ভয়ঙ্কর তুষার ভেঙে এখানে আসতে গেছি আমি। পবিত্র কোরানে যেমন বলা হয়েছে, মুমীনের সাথে দুর্ব্যবহারকারী যেকোনও স্বেচ্ছাচারীকে হত্যা করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু আপনার জন্যে আমার করুণা হচ্ছে বলে শেষবারের মতো একটা সুযোগ দিতে যাচ্ছি। আমাকে একটা ভালো কারণ দেখান কেন আপনি পর্দানশীন মেয়েদের বেপর্দা হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সময় বিবেকের তাড়নায় ভোগেননি। কসম খেয়ে বলছি, আমি আপনাকে গুলি করব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–একজন মেয়ে যখন হিযাব খুলে ফেলে তখন সে সমাজে আরও বেশি জায়গা ও সম্মান পায়।

–এটা আপনার ফিল্মস্টার মেয়ের ভাবনা হতে পারে। কিন্তু উল্টোটাই সত্যি। হিযাব মেয়েদের হয়রানি, ধর্ষণ আর অসম্মানের হাত থেকে বাঁচায়। হিযাবই মেয়েদের সম্মান আর সমাজে স্বস্তিকর একটা জায়গা দেয়। আমরা জীবনের শেষের দিকে পর্দা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মেয়েদের কাছে এমন অনেক শুনেছি। যেমন সাবেক বেলি ড্যান্সার মালাহাত সান্দ্রার মতো যারা। পর্দা মেয়েদের রাস্তাঘাটে পুরুষের পাশবিক প্রবৃত্তির হাত থেকে বাঁচায়। এটা তাদের অন্য মেয়েদের স্যাথে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখে। ওদের যৌন উপকরণ হিসাবে জীবন যাপন করতে হয় না। সারাদিন মেকাপ মেখে থাকতে হয় না। আমেরিকান ব্ল্যাক মুসলিম প্রফেসর মারভিন কিং আগেই যেমন বলেছিলেন, জনপ্রিয় ফিল্মস্টার এলিযাবেথ টেলর শেষ বিশ বছর পর্দা করলে আর মুটিয়ে যাওয়া নিয়ে এত বেশি চিন্তা করতে হতো না। তাকে পাগলা গারদে যেতে হতো না। কিছুটা হলেও সুখের দেখা পেত। মাফ করবেন, স্যার, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? আপনি হাসছেন কেন, স্যার? আপনার কি ধারণা আমি ঠাট্টা করতে চাইছি? *(নীরবতা)* এবার তাহলে বল, নির্লজ্জ নাস্তিক কোথাকার, হাসছিস কেন?'

–বাছা আমার, বিশ্বাস করো! হাসছি না! আর হেসে থাকলেও ভয়েই হাসছি।

–না, তা নয়। তুমি ঈমান নিয়েই হাসছ!

–দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করো। এই মানুষের জন্যে কেবল সহানুভূতিই বোধে করি আমি–তোমার মতো, হিযাব পরা ওই মেয়েদের মতো–যারা এই কারণে ভুগছে।

–আমাকে তোষামোদ করে কোনওই ফায়দা হবে না। আমি কোনওই কষ্ট পোহাচ্ছি না। কিন্তু এখন আত্মঘাতী ওই মেয়েদের নিয়ে হাসার কারণে আপনাকেই ভুগতে হবে। একবার যখন ওদের নিয়ে হেসেছেন, এখন আর আপনার দুঃখ প্রকাশের কোনওই সুযোগ নেই। তাহলে শুনুন এখনকার অবস্থা কী। বেশ আগেই ইসলামি ইনসাফ-এর মুক্তি সেনারা আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। পাঁচ দিন আগে তোকাতে রায় দিয়েছে ওরা। আমাকে পাঠিয়েছে সেই রায় বাস্তবায়ন করার জন্যে। আপনি না হাসলে হয়ত আমি দয়া করে আপনাকে মাফ করে দিতে পারতাম। এই কাগজটা ধরুন। আপনার মুখেই আপনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনা যাক। *(নীরবতা)* মেয়েমানুষের মতো কাঁদবেন না। ঠিক মতো পড়ুন ওটা। জলদি, নির্লজ্জ হাবা কোথাকার! জলদি, নইলে গুলি করব কিন্তু।

–'আমি প্রফেসর নুরি ইলমায একজন নাস্তিক'–বাবা আমার, আমি নাস্তিক নই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–পড়ে যান।

–বাবা আমার, আমি এটা পড়ার সময় আমাকে গুলি করবে তুমি, তাই না?

–না পড়লে আমি কিন্তু এখনই গুলি করব।

–'আমি সেক্যুলার টার্কিশ রিপাবলিকের মুসলিমদের ধর্ম ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাদের পশ্চিমের দাসে পরিণত করার এক গোপন পরিকল্পনার ঘুঁটি হিসাবে কাজ করছি। যে মেয়েগুলো হিযাব খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ ওরা কোরানে যা লেখা আছে তার প্রতি নিবেদিত ও অনুগত ছিল, ওদের সাথে আমি এমনই দুর্ব্যবহার করেছি যে একটা মেয়ে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে...' বাবা আমার, তোমার অনুমতি নিয়ে বলছি, এখানে আমি একটু আপত্তি জানাতে চাই। তোমাকে যে কমান্ডার পাঠিয়েছে তাকে সেটা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। ক্লাসরুম থেকে বের করে দেওয়ার কারণে মেয়েটি আত্মহত্যা করেনি। ওর বাবার চাপের কারণেও না। এমআইটি ইতিমধ্যে আমাদের জানিয়েছে বিষণ্নতায় ভুগছিল ও।

–কিন্তু আত্মহত্যার আগে লেখা চিরকুটে একথা বলেনি সে।

–দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, বাবা, আমার মনে হয় তোমার জানা উচিত–দয়া করে বন্দুকটা নামাও–এমনকি বিয়ের আগেও এই মেয়েটি তার চেয়ে পঁচিশ বছরের বড় এক পুলিসের কাছে নিজেকে তুলে দেওয়ার মতো আনাড়িপনা দেখিয়েছিল। আর–ব্যাপারটা দারুণ দুঃখজনক–কিন্তু লোকটা নিজেকে বিবাহিত দাবী করে ওকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা নেই বলার পরেই–

–চোপ রাও, বেহায়া কোথাকার! এমন কাজ তোমার বেশ্যা মেয়েটার পক্ষেই সম্ভব।

–একাজ করো না, বাবা আমার, একাজ করো না। আমাকে গুলি করলে নিজের ভবিষ্যতই নষ্ট করবে।

–বলুন আপনি দুঃখিত।

–আমি দুঃখিত। গুলি করো না।

–মুখ হাঁ করুন। আমি বন্দুকটা ভেতরে ঢোকাতে চাই। এবার আমার আঙুলের উপর হাত রেখে ট্রিগার টানুন। আপনি কাফেরই থেকে যাবেন, কিন্তু অন্তত খানিকটা সম্মানের সাথে মরতে পারবেন। *(নীরবতা)*

–বাবা আমার, আমার অবস্থাটা একবার দেখো। এই বয়সে আমি কাঁদছি। তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। আমাকে একটু দয়া করো। তোমার বয়স এখনও অনেক কম। খুনী হয়ে যাবে তুমি।

–তাহলে নিজের হাতেই ট্রিগার টানুন। দেখুন আত্মহত্যা কত কষ্টের।

–বাবা আমার, আমি মুসলিম। আমি আত্মহত্যার বিরুদ্ধে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মুখ খুলুন। *(নীরবতা)* ওভাবে কাঁদবেন না। আপনি যা করেছেন একদিন তার মাশুল দিতে হতে পারে এ কথা কি একবারও আপনার মাথোয় আসেনি। কান্না থমান, নইলে গুলি করব।

(দূরে বুড়ো ওয়েইটারের কণ্ঠস্বর)

—আপনার কফি টেবিলে এনে দেব, স্যার?

—না, ধন্যবাদ। আমি চলে যাচ্ছি।

—ওয়েইটারের দিকে তাকাবেন না। নিজের মৃত্যুদণ্ড পড়তে থাকুন।

—বাবা আমার, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো।

—বলছি পড়ুন।

—'আমি যা যা করেছি তার জন্যে লজ্জিত। জানি মৃত্যুই আমার প্রাপ্য। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাকে ক্ষমা করতে পারেন এই আশাই করতে পারি...'

—পড়ে যান।

—বাবা আমার, এই বুড়ো মানুষটাকে একটু কাঁদতে দাও। শেষবারের মতো স্ত্রী আর মেয়ের কথা ভাবতে দাও।

—যে মেয়েগুলোর জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন তাঁদের কথা ভাবুন। থার্ড ইয়ারে পড়া অবস্থায় তিনটা মেয়েকে বের করে দেওয়া হয়েছে। একজন আত্মহত্যা করেছে। যারা আপনার স্কুলের দরজায় কম্পিত শরীরে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবারই জর হয়েছে, শয্যাশায়ী হয়েছে ওরা। ওদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে।

—আমি যারপরনাই দুঃখিত, বাছা আমার। কিন্তু আমাকে গুলি করলে কী ফায়দা হবে, নিজেকে খুনীতে পরিণত করে? এটা একটু ভেবে দেখো।

—ঠিকাছে, ভাবছি *(নীরবতা)*। ভেবে দেখলাম, স্যার। কী ভেবেছি, শুনুন।

—কী?

—দুদিন ধরে কার্সের ভীষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি। কোনও ফায়দা হচ্ছিল না। তখন ভাবলাম নিশ্চয়ই এটাই আমার কপাল, তাই তেকাতে ফিরে যাবার টিকেট কিনেছিলাম। শেষবারের মতো এক গ্লাস চা খাচ্ছিলাম আমি, এমন সময়—

—বাবা আমার,আমাকে খুন করে কার্স থেকে ছেড়ে যাওয়া শেষ বাসে চেপে পালিয়ে যেতে পারবে ভেবে থাকো যদি, তাহলে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুষারপাতের কারণে সব পথঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। ছয়টার বাস বাতিল হয়ে গেছে। অনুশোচনা করার জন্যে বেঁচে থেক না।

—ঠিক যখন ফিরে যাচ্ছি, আল্লাহ আপনাকে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যদি আপনাকে মাফ না করেন, আমি কেন করতে পাব? আপনার শেষ কথাটা বলে ফেলুন। বলুন 'আল্লাহু আকবার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বসো, বাবা। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—আমাদের এই দেশ তোমাদের সবকটাকে পাকড়াও করবে—তারপর ঝোলাবে।

—বলুন, 'আল্লাহু আকবার।'

—শান্ত হও, বাবা আমার। থাম। বসো। আরও একবার ভেবে দেখো। ট্রিগার টেনো না। থাম। *(তারপর বন্দুকের শব্দ। চেয়ার টানার আওয়াজ।)* না, বাবা আমার! *(আরও গুলির আওয়াজ। নীরবতা। গোঙানি। টেলিভিশনের আওয়াজ। আরও একবার গুলির শব্দ। নীরবতা।)*

AMARBOI.COM

ছয়

আমার হাতে চুমু খেলেন তিনি

প্রেম, ধর্ম ও কবিতা:
মুহতারের বিষাদ-কাহিনী

আইপেক ওকে হালিত পাশা আর্কেডের প্রবেশ পথে রেখে হোটেলে ফিরে যাবার পর সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার প্রসপারিটি পার্টির অফিসের ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে যাবার আগে অপেক্ষা করল কা। নিচ তলার করিডরে ঘুরঘুর করতে থাকা শিক্ষনবীশ, বেকার আর অলস হতদরিদ্রদের সাথে মিশে গিয়ে খানিকটা সময় কাটাল। মানস চক্ষে কেবলই মেঝেয় পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকা ডিরেক্টর অভ এডুকেশনকে দেখতে পাচ্ছে; বিষাদ আর অপরাধবোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে আপন মনে ও বলল, ওর উচিত ছিল সকালে যাদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে: পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ বা কিংবা *রিপাবলিকানের* নিউজ অফিসে বা পরিচিত অন্য কাউকে ফোন করা। কিন্তু দালানটা টি-হাউস আর নাপিতের দোকানে গিজগিজ করলেও টেলিফোন আছে এমন একটা জায়গাও খুঁজে পেল না।

খুঁজতে খুঁজতে দরজায় **সোসায়েটি অভ এনিমেল এনথুয়াজিস্ট** লেখা একটা অফিসে ঢুকে পড়ল ও। এখানে একটা টেলিফোন আছে, কিন্তু একজন কথা বলছে তাতে। কিন্তু এখন আর ফোন করতে ইচ্ছে করছে বলে নিশ্চিত হতে পারল না ও। আধখোলা দরজা দিয়ে ঢুকে ফ্রন্ট অফিসের উল্টোদিকে এসে দেয়ালে দৈত্যদানবের ছবিঅলা একটা হলে চলে এল ও। হলের মাঝখানে একটা ছোট ফাইটিং রিং। সহসা কা বুঝতে পারল আইপেকের প্রেমে পড়েছে ও। এই প্রেম ওর বাকি জীবন স্থির করে দিতে পারে বুঝতে পেরে আতঙ্কে ভরে উঠল ওর মন।

সেদিন কীভাবে হলে ঢুকেছিল ও, দর্শকদের এলাকায় একটা খালি বেঞ্চে বসে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল, সেটা মোরগ লড়াইয়ে উৎসাহী পশুপ্রেমীদের একজন খুব ভালো করে মনে রেখেছে। দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা খেলার নিয়ম কানুন পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিল ও:

মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনও মোরগ ধরাা যাবে না।

কোনও মোরগ পর পর তিনবার পড়ে গেলে আর ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর না মারলে সেটাকে পরাজিত ঘোষণা করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিকরা সর্বোচ্চ তিন মিনিট কোনও আহত প্রতিযোগির চিকিৎসা করতে পারবেন; ভাঙা নখ ব্যান্ডেজ করার জন্যে ১ মিনিট সময় পাবেন।

কোনও মোরাগ পড়ে যাবার পর প্রতিযোগি মোরগটি সেটার উপর উঠে দাঁড়ালে পড়ে যাওয়া মোরগটাকে আবার দাঁড় করানো হবে, তারপর ফের লড়াই চলবে।

বিদ্যুৎ চলে গেলে পনের মিনিটের জন্যে বিরতি দেওয়া হবে: এই সময়ের মধ্যে–যদি বিদ্যুৎ না আসে–খেলা বাতিল হয়ে যাবে।

পৌনে দুটোর দিকে সোসায়েটি অভ এনিমেল এনথুয়াজিস্ট থেকে বের হয়ে আসার পর মনে মনে আইপেককে কীভাবে ওর সাথে কার্স থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে রাজি করাতে পারবে সেটাই ভাবছিল কা। বুড়ো আইনবিদ মুযাফ্ফর বে'র পিপলস' পার্টির অফিসের বাতি নিভে গেছে, কা লক্ষ করল ওটা মুহতারের প্রসপারিটি পার্টির অফিস থেকে মাত্র তিন দরজা দূরে–ফ্রেন্ডস টেলিফোন ও গ্রিন টেইলরের কারণে আলাদা। সেদিন সকালে আইনবিদের সাথে দেখা করার পর এত কিছু ঘটে গেছে যে এমনকি প্রসপারিটি পার্টির ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার পা রাখার সময়ও আবার সেই একই ফ্লোরে ফিরে এসেছে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

গত বার বছরের ভেতর মুহতারের সাথে দেখা হয়নি কা-র। ওর সাথে কোলাকুলি আর হাতে চুমু খাওয়ার পর কা লক্ষ করল এখন বিশাল একটা ভূঁড়ি জুটেছে ওর, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, পাক ধরেছে সেখানে। তবে মোটামুটি এমনটাই আশা করেছিল কা। এমনকি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ও মুহতারের এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। তখনকার মতোই এখনও ওর ঠোঁটের কোণে একনাগাড়ে টেনে চলা সিগারেটগুলোর একটা ঝুলতে দেখা যাচ্ছে।

'ওরা ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরকে মেরে ফেলেছে,' বলল কা।

'মারা যাননি তিনি। রেডিওতে এইমাত্র বলল সেটা,' বলল মুহতার। 'তুমি জানলে কীভাবে?'

'আইপেক তোমাকে যেখান থেকে ফোন করেছিল সেখানেই আরেক পাশে বসেছিলেন তিনি,' বলল কা। 'দ্য নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপ।' ওরা যা যা দেখেছে মুহতারকে সব বলল ও।

'পুলিসে খবর দিয়েছ?' জানতে চাইল মুহতার। 'তারপর কী করেছ তুমি?'

আইপেক হোটেলে চলে যাবার পর সোজা এখানে চলে আসার কথা বলল কা।

'ইলেকশনের আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। সবাই জানে আমরা জিততে যাচ্ছি। তাই সরকার আমাদের মাথার উপর বসানোর জন্যে একটা মোজা বুনতে লেগে গেছে। আমাদের পরাস্ত করতে যাচ্ছেতাই বলতে তৈরি আছে ওরা,' বলল মুহতার। 'সারা তুরস্কে হিযাব পরা মেয়েদের প্রতি আমাদের সমর্থনই আমাদের রাজনৈতিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনের মূল অভিব্যক্তি। এখন কেউ একজন এই মেয়েদের ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের দরজার চৌকাঠ ডিঙাতে দিতে অস্বীকৃতি জানানো এক হতভাগাকে খুন করতে চেয়েছে, আরেকজন অকুস্থলে থেকেও পুলিসকে খবর দেওয়ার দরকার মনে না করে সোজা আমাদের পার্টি হেডকোয়ার্টারে ছুটে এসেছে।' নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্যে থামল একটু মুহতার, তারপর আবার যোগ করল, 'তুমি এখুনি পুলিসে খবর দিলে আমি খুশি হব। দয়া করে ওদের সব খুলে বলো।' গর্বিত কোনও মেজবানের খাবার এগিয়ে দেওয়ার কায়দায় রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল সে। কা ওটা হাতে নেওয়ার পর মুখ তুলে তাকিয়ে নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করল মুহতার।

'এরই মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অভ পুলিসের সাথে দেখা করেছি আমি। তার নাম কাসিম বে।'

'ওর সাথে তোমার কোথায় পরিচয় হলো?' সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল মুহতার। বিরক্তি বোধ করল কা।

'সকালে ওর কাছেই সবার আগে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল পত্রিকা প্রকাশক সরদার বে,' বলল কা। কিন্তু আর কথা বাড়ানোর আগেই সুইচবোর্ডে মেয়েটি অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অভ পুলিসের সাথে লাইন দিয়ে দিল। নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে যা যা দেখেছে হুবহু বলে গেল কা। ওর দিকে ছুটে এল মুহতার, খানিকটা বিনয়ী ঢঙে কা-র কানের পাশে কান চেপে ধরে শোনার চেষ্টা করল। ওকে ভালো করে শুনতে সাহায্য করতে রিসিভারটা মুহতারের কানের কাছে ধরল কা। এখন ওরা এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে মুখের উপর পরস্পরের নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পাচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অভ পুলিসের সাথে ওর কাথাবার্তার ব্যাপারে মুহতারের এত আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণ স্পষ্ট না হলেও সহজাত প্রবৃত্তি ওকে কথা চালিয়ে যেতে বলল। আততায়ীর চেহারা দেখতে পায়নি জানিয়ে তাকে ছোটখাট মানুষ হিসাবে বর্ণনা করল ও। বর্ণনা দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করল।

'আমরা চাই তুমি এখুনি এখানে চলে এসো যাতে আমরা তোমার বিবৃতি নিতে পারি,' বন্ধুসুলভ কণ্ঠে বলল পুলিস চিফ।

'আমি এখন প্রসপারিটি পার্টির হেডকোয়ার্টারে আছি,' বলল কা। 'তোমার কাছে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

লাইনের অপর প্রান্তে নীরবতা নেমে এল।

'এক মিনিট,' বলল পুলিস চিফ।

কা আর মুহতার টের পেল রিসিভার ঢেকে সহকর্মীদের সাথে কথা বলছে সে।

'আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, তোমার জন্যে প্যাট্রল পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলল পুলিস চিফ। 'তুষার থামার কোনও লক্ষণই নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে তোমাকে তুলে আনতে গাড়ি পাঠাচ্ছি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওদের এখানে থাকার কথা বলে ভালো করেছ,' কা ফোন তুলে রাখার পর বলল মুহতার। 'এমনিতেই ওদের জানা আছে। সব জায়গায় নজরদারি করার লোক আছে ওদের। আমি চাই না, এইমাত্র তোমাকে যেসব সন্দেহজনক জিনিসের কথা বলেছি সেসব নিয়ে ওরা কোনও ভুল ধারণা করুক।'

রাগে ভরে উঠল কা-র গোটা শরীর। নিসান্তাসে ওর বুর্জোয়া জীবনের দিনগুলোতে প্রথম রাজনৈতিক বিরোধের সাথে এর সম্পর্ক আছে। ও লাইসির ছাত্র থাকার সময় এই ধরনের লোকরা নিতম্বে চিমটি কেটে লোকজনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করত, ওদের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস পেত। পরে ব্যাপারটা একটা খেলায় পরিণত হয়েছিল; উদ্দেশ্য ছিল লোকে যাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিসের ইনফর্মার হিসাবে অভিযোগ আনে। পুলিসের গাড়ির ভয় আর তথ্য দিতে বাধ্য হওয়ার মতো একটা অবস্থায় ধরা পড়ার ভয়–কোন বাড়িতে হানা দিতে দিতে হবে সেটা পুলিসকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হওয়া–কা-কে চিরকালের জন্যে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এখন এখানে–দশ বছর আগেই যাকে ঘৃণিত বলে জেনে এসেছে ইসলামি মোলবাদী টিকেটে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে–মুহতার আর কা এটা এবং আরও নানা বিষয়ে অজুহাত তৈরি করে যাচ্ছে।

ফোন বেজে উঠল। এবার এক ধরনের মর্যাদার ভাব নিয়ে কার্স বর্ডার টেলিভিশনের কারও সাথে পারিবারিক যন্ত্রপাতির ব্যবসার বিজ্ঞাপনের হার নিয়ে দরকষাকষি শুরু করল মুহতার। সন্ধ্যায় সরাসরি সম্প্রচারের সময় প্রচারিত হওয়ার কথা সেটার।

সে ফোন তুলে রাখার পর নীরবে বসে রইল ওরা। যেন বিরক্ত দুটি কিশোর, যাদের পরস্পরকে বলার মতো কিছু নেই। এভাবে বসে থাকার সময় মনে মনে বার বছর আগে ওদের শেষ দেখার পর থেকে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে বলে কল্পনা করতে লাগল কা।

প্রথমে ভাবল যার যার মনের কথা খুলে বলছে ওরা। আমরা দুজনই যখন নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছি, আর তেমন কিছু করতে পারিনি বা কোনও কাজে সফল হইনি, বা এমনকি সুখের সন্ধানও পাইনি, অন্তত একটা ব্যাপারে একমত হতে পারি যে জীবন বড় কঠিন! কেবল কবি হলেই হয় না...সেকারণেই এখনও রাজনীতি আমাদের জীবনের উপর ছায়া ফেলে চলেছে। কিন্তু একথা বললেও ওরা কেউই নিজের কাছে স্বীকার করবে না এমন কিছু যোগ করতে পারল না: এর কারণ রাজনীতির ছায়ায় আমরা যে সুখের আকাঙ্ক্ষা করি সেটা কবিতার মাঝে খুঁজে পাই না।

এর আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি করে মুহতারকে ঘৃণা করছে কা, কিন্তু তারপরই নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও, মুহতার হয়ত নিজেকে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনের জয়ের উপান্তে আবিষ্কার করে কিছুটা হলেও সুখের দেখা পেয়েছে; যেমন ও, কা, কবি হিসাবে সামান্য খ্যাতি পেয়ে সুখের ছোঁয়া পেয়েছে—একেবারে কোনও রকম নাম ডাক না হওয়ার চেয়ে। কিন্তু যেহেতু ওদের কেউই এসব ব্যাপারে সুখের কথা স্বীকার করবে না, ওদের মাঝখানে বিরাজ করা তিক্ত সত্যি প্রসঙ্গটাকে তুলে আনতে পারবে না। দুজনই পরাজয়ে আর জীবনের করুণাহীন অনাচারে নিজেদের কলঙ্কিত করেছে। কা-র ভয় হচ্ছে ওদের দুজনই মনের পরাস্ত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে আইপেককে একটা প্রতীক হিসাবে দেখতে চাইছে।

'শুনলাম আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে তুমি নাকি তোমার নতুন কবিতা পড়তে যাচ্ছ,' বোঝা যায় কি যায় না এমনি একটা হাসি নিয়ে জানতে চাইল মুহতার।

কয়েক মিনিট হিংস্র দৃষ্টিতে এককালে আইপেককে বিয়ে করেছিল যে লোকটি তার অসাধারণ সুন্দর একটা হ্যাজেল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল কা। ওখানে হাসির কোনও আভাসই দেখতে পেল না।

'ইস্তাম্বুলে থাকতে ফাহিরের সাথে দেখা হয়েছিল?' এবার দেঁতো হাসির কাছাকাছি একটা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মুহতার।

এবার তার সাথে হাসতে পারল কা, তবে সেটা ভান নয়; মুহতার লোকটা এমন একজনের নাম বলেছে যার উপর ওর খানিকটা শ্রদ্ধা ছিল: ফাহির ওদের সমসাময়িক ছিল, বিশ বছর ধরে পাশ্চাত্য কবিতার অটল সমর্থক। ফ্রেঞ্চ লাইসি সেইন্ট জোসেফের ছাত্র ছিল সে; বছরে একবার তার পাগল ধনী দাদার উত্তরাধিকারে ডুব দিত—শোনা গেছে রাজপ্রাসাদ থেকে এসেছে সে—প্যারিসে চলে যেত, ওখানে সেইন্ট জর্মেইনের সমস্ত বই বিক্রেতার কাছ থেকে কবিতার সংগ্রহ কিনে স্যুটকেস বোঝাই করে নিত। ইস্তাম্বুলে ফিরে সেগুলোকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করত নিজের প্রকাশিত ম্যাগাজিনে ছাপার জন্যে, নয়ত কবিতা গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করানোর জন্যে বিভিন্ন নেতিয়ে পড়া প্রকাশনা সংস্থায় পাঠাত। এভাবে সে নিজের ও অন্যান্য কয়েকজন তুর্কি কবির নাম কবিতার আধুনিক শিবিরে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু সবাই এই প্রয়াসের সুবাদে তাকে সমীহ করলেও ফাহিরের নিজের কবিতা—যেগুলো তার ক্ষতিগ্রস্ত 'খাঁটি তুর্কি' ভাষায় অনূদিত কবিতার প্রভাবে রচিত ছিল—সাধারণভাবে অনুপ্রেরণাহীন বলে আবিস্কৃত হয়েছিল এবং সবচেয়ে খারাপ কথা, দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুহতারকে কা জানাল ইস্তাম্বুলে ফাহিরকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে ও।

'একটা সময় ছিল যখন সত্যিই আমি চেয়েছিলাম ফাহির আমার কবিতা পছন্দ করুক,' বলল মুহতার। 'দুঃখজনকভাবে আমার মতো কবিদের অপছন্দ করত ও, আমরা যারা খাঁটি কবিতা নয় বরং ফোকলোর আর আমাদের দেশের সৌন্দর্যে আগ্রহী ছিলাম। অনেক বছর পার হয়ে গেছে, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে, আমাদের সবাইকে জেলে ঢোকানো হয়েছে; বাকি সবার মতো আমাদের ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার পর নির্বোধের মতো ভেসে বেড়িয়েছি আমি। এক সময় যাদের অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম, তারা বদলে গেছে; এক সময় যাদের সায় আশা করেছি তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার কোনও স্বপ্নই পূরণ হয়নি, কবিতায় বা জীবনে, কোথাওই না। ইস্তাম্বুলে কপর্দকহীন শোচনীয় উন্মাদনায় থাকার চেয়ে কার্সে ফিরে বাবার দোকানের দায়িত্ব হাতে নিয়েছি, এককালে যেটা আমার জন্যে দারুণ গ্লানির কারণ ছিল। কিন্তু এতসব পরিবর্তন সত্ত্বেও সুখি হতে পারিনি। এখানকার লোকজনকে সিরিয়ারভাবে নিতে পারিনি। ফাহির আমার কবিতা দেখার পর যেমন করত আমিও ওদের দেখার পর তাই করতে শুরু করেছিলাম। আমি নাক সিঁটকাতাম। কার্স শহর আর এখানকার লোকজন–যেন ওরা সত্যিকারের ছিল না। সবাই যেন মরতে বা মরতে চায় বা চলে যেতে চায়। কিন্তু আমার যাবার মতো কোনও জায়গা ছিল না। যেন ইতিহাসের পাতা থেকে আমার নাম কেটে ফেলা হয়েছে, সভ্যতা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সভ্য জগতকে অনেক দূরের মনে হচ্ছিল। আমি এর অনুকরণ করতে পারিনি। আমি যেসব কাজ করিনি আল্লাহও সেসব করার মতো আমাকে একটা বাচ্চা দেয়নি যে আমাকে আধুনিক পশ্চিমা আত্মবিশ্বাসী মানুষ হয়ে দুর্দশা থেকে বাঁচাতে পারবে। আমি যার স্বপ্ন দেখেছি।'

অনেক সময় ওকে যেভাবে ভেঙচাত মুহতার তাতে অবাক হত কা। ওর ক্ষীণ হাসি যেন ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বলে মনে হত।

'সন্ধ্যায় আমি ড্রিঙ্ক করতাম আর আমার সুন্দরী আইপেকের সাথে ঝগড়া এড়াতে দেরি করে বাড়ি ফিরতাম। একবার, অনেক রাতে, কার্সের এমনকি পাখিগুলো পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যায়, এমন এক রাতে, আমিই সবার পরে গ্রিন প্যাশ্চার কাফে থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। আমি অ্যাভিনিউর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। আইপেক আর আমি ওখানে থাকতাম, দশ মিনিটের চেয়ে বেশি হাঁটা পথ না হলেও কার্সের বিচারে বেশ লম্বা রাস্তা। মাথায় উঠে গিয়েছিল রাকি। দুই ব্লকও এগোতে পারিনি, তার আগেই পথ হারিয়ে ফেললাম। রাস্তায় জনমনিষ্যি বলতে কেউ ছিল না। কার্স যেন এক পরিত্যক্ত শহর বলে মনে হচ্ছিল। এমনি শীতের রাতে সব সময়ই তাই মনে হত। এমনকি যখন একটা দরজায় টোকা দিলাম তখনও কোনও জবাব মিলল না। হয়ত সেটা আশি বছর ধরে কেউ বাস করে না এমনি কোনও আর্মেনিয়দের বাড়ি ছিল, অথবা ভেতরের লোকজন অসংখ্য কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচিছল, শীত নিদ্রায় মগ্ন পশুর মতো, গর্তের উষ্ণ পরিবেশ ছেড়ে বের হয়ে আসার ইচ্ছে ছিল না কারও।

'এক অর্থে গোটা শহরকে পরিত্যক্ত আর জনমানবহীন দেখে খুশিই হয়েছিলাম। অচিরেই মিষ্টি একটা ঝিমুনি ভাব আমার শরীরে ছাড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। মদ আর শীতের জন্যেই হচ্ছিল এমন। তো আমি এ জীবন ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর আরও চার বা পাঁচ কদম আগে বেড়ে একটা গাছের নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়ে ঘুম বা মরণ এসে আমাকে নিয়ে যাবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাতাল অবস্থায় জমে মারা যাবার আগে চার বা পাঁচ মিনিট অমন ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারবে তুমি। আমার সারা শরীরে কোমল ঝিমুনি ছড়িয়ে পড়ার সময় চোখের সামনে জীবনে কখনও দেখিনি যে বাচ্চাটিকে তাকেই দেখতে পেলাম। এই বাচ্চাটাকে দেখা যে কী আনন্দের ব্যাপার ছিল! এরই মধ্যে বেড়ে ওঠা একটা ছেলে, গলায় টাই পরেছে, ওর আচরণের সাথে আমাদের টাই পরা আমলাদের কোনও মিল নেই–না, আমার এই ছেলেটি একেবারে খাঁটি ইউরোপিয়। ঠিক আমাকে যখন একটা কিছু বলতে যাবে, তার আগেই থেমে এক বয়স্ক লোকের হাতে চুমু খেল ও। সহৃদয় বয়স্ক লোকটার শরীর থেকে চারদিকে আলো ছড়াচ্ছিল। ঠিক একই সময়ে আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম আলোর একটা ঝলক ধাঁধিয়ে দিল সেটাকে, চোখে ধাঁধা লেগে গেল। সোজা আমার শরীরের ভেতরে ঢুকে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল।

'একাধারে গ্লানি আর আশার অনুভূতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। সামনে তাকাতেই ঠিক আমার সামনেই একটা খোলা দরজা গলে বেরিয়ে আসা আলো দেখতে পেলাম, লোকজন ওটা দিয়ে যাওয়া আসা করছিল। আমার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ওদের অনুসরণ করতে বলল। সমাগতরা আমাকে ওদের ভেতর গ্রহণ করে নিল, উজ্জ্বল উষ্ণ ছোট বাড়িটার ভেতর নিয়ে গেল আমাকে। কার্সের অসহায় হতদরিদ্র লোকজনের মতো ছিল না ওরা, সুখী মানুষ ছিল, কর্সের বাসিন্দাদের চেয়ে ঢের বেশি বিস্ময়কর। সবাই কার্সেরই লোক ছিল। ওদের কয়েকজনকে এমনকি আমি চিনতামও। বুঝতে পারলাম হুজুর সাদেত্তিন এফেন্দির গোপন বাড়ি ওটা। এই কুর্দিশ শেখ সম্পর্কে অনেক গুজব শুনেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল সরকারী কর্মচারী আর ধনীদের ভেতর তার অনেক শিষ্য আছে। রোজই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের অনুরোধেই পাহাড়ী গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন তিনি শহরের দরিদ্র, বেকার ও বিক্ষুব্ধ লোকজনের সামনে আচার পালন করার জন্যে, কিন্তু পুলিস কোনও দিনই এমন রিপাবলিকান বিরোধী অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেবে না জানা থাকায় সেই সব গুজবে কান দিইনি।

'এখন সেখানেই এসেছি আমি, একের পর ধাপ সিঁড়ি বেয়ে শেখের বাড়িতে উঠছি। অনেক দিন ধরেই মনে মনে যে জিনিসটার ভয় করে আসছিলাম তেমন কিছুই ঘটছিল, আমার নাস্তিক জীবনে যাকে দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতা বলে উড়িয়ে দিতাম। আমি ইসলামে ফিরে আসছিলাম। লম্বা জোব্বা আর গোল করে ছাঁটা দাড়িঅলা শেখদের মাঝে যে ক্যারিকেচার দেখতে পাও তুমি–সত্যি কথা হলো আমার কাছে তা ভীতিকর মনে হত, তো নিজের ইচ্ছাতেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়ও কাঁদছিলাম। অবশ্য এটা বলতে চাইছি না যে প্রতিবিপ্লবী শেখ আর তাঁর শিষ্যদের মাঝে হাজির হতে যাচ্ছিলাম বলে কাঁদছিলাম। যাহোক, আমার মুখ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিমনি গলে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার মতো রাকির গন্ধ বেরিয়ে আসছিল বলে লজ্জা লাগছিল খুব। তো বললাম আমার চাবি হারিয়ে ফেলেছি। আমি যেখানে মারা যাব বলে শুয়ে পড়েছিলাম সেখানেই চাবির রিংটা পড়ে গিয়েছিল বলেই হয়ত কথাটা আমার মাথায় আসে। আমার ঘোষণায় তাঁর গোড়া ভক্তদের ভেতর *চাবির* আধ্যাত্মিক অর্থ নিয়ে বিরাট আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অচিরেই তাদের সবাইকে আসল চাবির খোঁজে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন শেখ। আমরা একা হয়ে যাবার পর মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। বুঝতে পারলাম ইনিই আমার স্বপ্নের সেই সহৃদয় মানুষটি। স্বস্তি বোধ করলাম।

'এমন সাধুসুলভ অভিব্যক্তির মহান মানুষটার সামনে এমনই বিস্ময় বোধ করছিলাম যে তার হাতে চুমু খেলাম। তারপর তিনি এমন একটা কাজ করলেন যে আমাকে সম্পূর্ণ টলিয়ে দিয়েছিল। তিনিও আমার হাতে চুমু খেলেন। শান্তির একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল আমার ভেতর। অনেক বছর এমন মনে হয়নি আমার। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম, এর সাথে যেকোনও বিষয়ে কথা বলা যায়। ওকে আমার জীবন সম্পর্কে বললে তিনি মনের গভীরে বরাবর যে পথে বিশ্বাস করে এসেছি, এমনকি নাস্তিক হিসাবেও, আবার সেই পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাস্তা। মুক্তির এই সামান্য প্রত্যাশাতেই খুশি হয়ে উঠেছিলাম আমি। এদিকে আমার চাবিটা খুঁজে পেয়েছিল ওরা।

'বাড়ি ফিরে ঘুমালাম আমি। সকালে কী ঘটেছে মনে পড়ার পর লজ্জা লাগল। আমার স্মৃতি ঝাপসা ছিল, তবে সেটা আমি মনে করতে চাইনি বলে নয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনওদিন শেখের বাড়িতে যাব না। কিন্তু আমাকে ওখানে দেখেছে ভক্তদের এমন কারও সামনে পড়ে গেলে কী হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। তারপর এক রাতে আবার গ্রিন প্যাশ্চার কাফে থেকে ফেরার পথে আমার পা আবার আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। আমার রাতের গ্লানির সংকট সত্ত্বেও ব্যাপারটা ঘটেই যেতে লাগল। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা। আমার দুঃখের কথা শোনার জন্যে আমার পাশে এসে বসতেন শেখ, আল্লাহর ভালোবাসার কথায় আমার মন ভরে তুলতেন তিনি। আমি কেঁদে চলতাম, তাতে শান্তি লাগত। দিনের বেলায় তুরস্কের সবচেয়ে সেক্যুলার পত্রিকা *রিপাবলিকান* বয়ে বেরিয়ে আর রিপাবলিকের শত্রুর মতো দেশটাকে দখল করে নিতে চলা ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদীদের বিরুদ্ধে মিছিল করে ব্যাপারটা গোপন রাখতাম আমি। জানতে চাইতাম কেন আতাতুর্ক থট অ্যাসোসিয়েশন এখন আর এখানে মিটিং করছে না।

'একরাতে আইপেক আমাকে অন্য কোনও মেয়ের অস্তিত্ব আছে কিনা জিজ্ঞেস করার আগে পর্যন্ত চলল আমার গোপন দ্বৈত জীবন। কান্নায় ভেঙে পড়ে সব কিছু ওকে খুলে বললাম। ও-ও কাঁদল। "তুমি ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছ বলে এবার কি আমার মাথায় একটা পর্দা জড়িয়ে দেবে?" আমি এমন কোনও দাবী না করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াদা করলাম ওর কাছে। অর্থনৈতিক কারণে আমার পরিবর্তন ঘটেছে বলে ভাবতে পারে ও, এটা ভেবে উদ্বিগ্ন থাকায় ওকে চট করে আশ্বস্ত করে বললাম দোকানের কাজকর্ম ভালোই চলছে; সবকিছু সত্ত্বেও নতুন আর্সেলিক স্টোভের বেচাবিক্রি বেশ ভালো। ওকে শান্ত করতেই এসব বললাম আমি। সত্যি কথা বলতে কি এখন বাড়িতে নামাজ পড়া যাবে আর বইয়ের দোকান থেকে নামাজ শিক্ষার বই নিয়ে আসা যাবে বলে খুশিই হয়েছিলাম আমি। আমার সামনে এক নতুন জীবন খুলে গিয়েছিল।

'নিজেকে পুরোপুরি সামলে নেওয়ার পর এক রাতে এক ধরনের অনুপ্রেরণা এল আমার কাছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লিখে ফেললাম। এই কবিতায় আমার গোটা সঙ্কট: আমার গ্লানি, আমার ভেতরে বেড়ে ওঠা আল্লাহর প্রতি প্রেম, শান্তি, প্রথমবারের মতো শেখের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, এমনকি চাবির আসল ও আধ্যাত্মিক অর্থ; সব বর্ণনা করেছি। কবিতা হিসাবে ওটা ছিল নিখুঁত। কসম খোদার ওটা ফাহিরের তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা ফ্যাশনেবল পশ্চিমা কবিতার মতোই উন্নত মানের ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখে কবিতাটা ওর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম আমি। ছয় মাস অপেক্ষা করলাম, কিন্তু কবিতাটা আর ওর তখনকার ম্যাগাজিন *অ্যাচিলিস ইঙ্ক*-এ আর ছাপা হয়নি। এরই মধ্যে আরও তিনটা কবিতা লিখে ফেলেছি আমি। দু মাস পর পর একটা করে কবিতা পাঠাতাম ওর কাছে। বছর খানেক অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে গেলাম। কিন্তু একটা কবিতাও বের করল না ও।

'আমার তখনকার অসুখের সাথে আমাদের সন্তানহীন থাকা বা আইপেকের ক্রমাগত ইসলামি শিক্ষাকে প্রতিরোধ করে যাওয়া বা এমনকি আমার ধর্মের পথে ফিরে আসা নিয়ে পুরোনো সেক্যুলার বন্ধুদের টিটকারীরও কোনও সম্পর্ক ছিল না। সমান উদ্দীপনা নিয়ে এত বেশি লোক ধর্মে ফিরে আসছিল যে আমার দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়ার সময় ওদের ছিল না। না, সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ছিল ইস্তাম্বুলে পাঠানো আমার কবিতাগুলো ছাপ না হওয়া। প্রতি মাসের শুরুতে *অ্যাচিলিস ইঙ্ক*-এর নতুন সংখ্যা বের হওয়ামাত্র সময় থমকে যেত। প্রতিবার নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম অবশেষে এ মাসে একটা কবিতা ছাপা হবে। এইসব কবিতার সত্যিগুলো পাশ্চাত্য কবিতার সত্যির পাশে দাঁড়ানোর মতো ছিল। আমার দৃষ্টিতে তুরস্কে একমাত্র যে মানুষটি এই ব্যাপারটি ঘটাতে পারত সে হলো ফাহির।

'এই অবিরাম নির্লিপ্ততা আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে লাগল, ইসলামের মাঝে যে শান্তির দেখা পেয়েছিলাম সেটাকে বিষাক্ত করে তুলতে লাগল। এমন দাঁড়াল যে মসজিদে নামাজ পড়ার সময়ও দেখা যেত ফাহিরের কথা ভবছি। আবারও বিশ্রি অবস্থা দাঁড়াল আমার। এক রাতে আমার দুঃখের কথা শেখকে জানাব বলে স্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম। কিন্তু আধুনিক কবিতা সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না তাঁর। রেনে চাত, ভাঙা বাক্য, মালার্মে, হুবারি, শূন্য পঙক্তির নীরবতা।

'ফলে শেখের উপর আমার আস্থা টলে উঠল। হাজার হোক, কিছুদিন ধরে নতুন কিছুই আর দিতে পারছিলেন না তিনি। কেবল, *তোমার মনটাকে পরিষ্কার রাখ, তাহলেই আল্লাহর বিধান তোমাকে যে কোনও রকম জুলুমের হাত থেকে বাঁচাবে* আর এধরনের দশ বা এগারটা লাইন। আমি অন্যায় করতে চাই না, তিনি সহজ মানুষ ছিলেন না, বরং সাধারণ শিক্ষা ছিল তাঁর। এমন একটা সময়ে অন্তরের কোনও শয়তান–আধা ইউটিলারিয়ান আধা র‍্যাশনালিস্ট, আমার নাস্তিক জীবনের অবশেষ–আমাকে খোঁচাতে শুরু করল। আমার মতো লোকেরা কেবল সমমনা লোকদের সাথে কোনও রাজনৈতিক দলে আদর্শের জন্যে লড়াই করেই শান্তি পায়। সেকারণেই আমি প্রসপারিটি পার্টি করেছি। আমি জানতাম ওই বাড়ির লোকজনের সাথে যতটা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান মিলবে এটা থেকে। হাজার হোক এটা একটা ধর্মীয় রাজনৈতিক দল, যে দলটি আধ্যাত্মিক দিকটিকে মূল্য দেয়। মার্কিস্ট আমলে রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম সেটা অনেক কাজে এসেছে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল কা।

বাতি নিভে গেল। দীর্ঘ নীরবতা।

'ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেল,' অবশেষে রহস্যময় কণ্ঠে বলল মুহতার।

ওর কথার জবাব দিল না কা; অন্ধকারে বসে রইল ও, অটল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

রাজনৈতিক ইসলাম পশ্চিমা ও সেক্যুলারদের দেওয়া একটা নামমাত্র

দলীয় হেডকোয়ার্টার, পুলিস হেডকোয়ার্টার এবং আবার রাস্তায়

অন্ধকারে নিরেট নৈঃশব্দ্যে বসে থাকার ব্যাপারটা ভূতুড়ে, কিন্তু চমৎকারভাবে আলোকিত কোনও ঘরে বসে মুহতারের মতো কোনও পুরোনো বন্ধুর সাথে কথা বলার চেয়ে এটাই কা-র পছন্দ। এখন ওদের ভেতর কেবল আইপেককে নিয়েই যা মিল; কা-র মনের একটা অংশ ওকে নিয়ে আলাপ করার জন্যে বেশ উৎসুক হলেও আরেকটা অংশ একইভাবে সেই অনুভূতিটুকু আড়াল করতে চাইছে। মুহতার হয়ত নিজের আরও কাহিনী বলে নিজেকে আরও বোকা হিসাবে তুলে ধরতে পারে ভেবেও ভয় পাচ্ছে ও। সেক্ষেত্রে আইপেক কীভাবে এত বছর এই লোকটার সাথে সংসার করতে পারল সেটাই ভাবতে বাধ্য হবে কা। ওকে আইপেকের প্রেমের অযোগ্য আবিষ্কার করার কোনও ইচ্ছেই নেই ওর।

তাই মুহতার নিজের কাহিনীতে আগ্রহ হারিয়ে বামপন্থী পুরোনো বন্ধুবান্ধব আর জার্মানিতে পালিয়ে যাওয়া নির্বাসিতদের প্রসঙ্গ ওঠালে হেসে মালয় থেকে আসা ওদের কোঁকড়া চুল বন্ধু তুফান সম্পর্কে যতটুকু জানে ওকে বলল কা। এক সময় তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সাময়িকীতে লেখালেখি করত সে। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হত। স্টুটগার্টের সেন্ট্রাল স্টেশনে শেষবারের মতো ওকে দেখেছে কা, এক প্রান্তে কাপড় লাগানো একটা খুটি ছিল তার হাতে, মেঝে মুছতে মুছতে বারবার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুটে যাচ্ছিল। কাজের ভেতরই শিস বাজাচ্ছিল। এরপর মাহমুত সম্পর্কে জানতে চাইল মুহতার। শব্দ নিয়ে কোনওদিনই খেলা করত না সে। একবার বিরাট ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কা ব্যাখ্যা করে বলল কীভাবে মাহমুত হায়রুল্লাহ এফেন্দির মৌলবাদী দলে যোগ দিয়ে এখন বামপন্থী থাকতে যেভাবে তর্কবিতর্ক করত ঠিক সেভাবেই সেটার অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে, তবে এখন তার ইস্যুঃ কে কোন মসজিদ নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রিয় সুলাইমানের প্রসঙ্গ উঠতেই কা হেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাল কীভাবে সে অগুনতি রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দানারী খুদে শহর ট্রস্টেইনের গির্জার দানের পয়সায় জীবন চালাতে গিয়ে একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে আবার তুরস্কে ফিরে এসেছে, যদিও জানত এখানে ফিরে আসা মাত্রই ওকে জেলে পুরে দেওয়া হবে।

বার্লিনে শোফারের কাজ করার সময় রহস্যজনকভাবে প্রাণ হারানো হিকমেতের কথাও বলল কা। এক নাৎসি অফিসারের বয়স্কা স্ত্রীকে বিয়ে করে এখন তাকে নিয়ে ছোটখাট একটা হোটেল চালাচ্ছে। ফাদিল ও তাত্ত্বিক তারিক হামবার্গে তুর্কি মাফিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে এখন বেশ মোটা টাকার মালিক হয়েছে। আর সালিক, এককালে কা, মুহতার, আইপেক ও তানেরের সাথে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রেস থেকে সদ্য বের হয়ে আসা সাময়িকী ভাঁজ করত সে, কিন্তু এখন আল্পসের উপর দিয়ে জার্মানিতে অবৈধ অভিবাসীদের চালানের কাজে নিয়োজিত ছোটখাট একটা গ্যাং চালাচ্ছে। বিখ্যাত গোমড়ামুখো মুহাররেম ঠাণ্ডা যুদ্ধ আর প্রাচীরের সময় পরিত্যক্ত ভূতুড়ে স্টেশনগুলোর অন্যতম বার্লিন মেট্রোতে পরিবারের সাথে সুখী আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন যাপন করছে। ক্রেইযবার্গ ও আলেকজান্দারপ্লাসতের ভেতর সবেগে ট্রেইন আসাযাওয়া করার সময় ওটার আরোহী সাবেক এই তুর্কি সমাজতন্ত্রী ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক যেভাবে ইস্তাম্বুলের পুরোনো বোম্বেটেরা আর্নাভোতকয় দিয়ে যাতায়াতকারী যে কাউকেই সালাম জানাত; ঘূর্ণি খাওয়া পানির দিকে চেয়ে থাকত তারা; ওখানে এক কিংবদন্তীর গ্যাংস্টারকে তীর থেকে ফেলে দেওয়ায় মারা গিয়েছিল সে। পরস্পরকে চিনতে না পারলেও রাজনৈতিক নির্বাসিতরা গাড়িতে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আশেপাশে আড়চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সতীর্থ যাত্রীদের আর কেউ তাদের গোপন আদর্শের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী বীরের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে কিনা। এমন একটা মেট্রো কারেই রুহির সাথে দেখা হয়েছিল কা-র। এক সময় সমাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত হতে অস্বীকৃতি জানানো বামপন্থী বন্ধুদের ব্যাপারে খুবই সমালোচনামুখর ছিল সে। কা জানতে পেরেছে, রুহি এখন অল্প আয়ের তুর্কি শ্রমিকদের জন্যে বাজারজাতকরা এক নতুন ধরনের ল্যাম্ব পস্ত্রামি পিৎসার বিজ্ঞাপনী প্রচারণার কার্যকারিতা যাচাইয়ের গবেষণার বিষয় হিসাবে কাজ করছে।

জার্মানিতে যেসব রাজনৈতিক আশ্রিতদের সাথে কা-র দেখা হয়েছিল তাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি সুখী ছিল ফরহাত। পিকেকে-তে যোগ দিয়েছে সে; এখন বিপ্লবী উন্মাদনা নিয়ে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন অফিসে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে; তুর্কি কনস্যুলেট লক্ষ্য করে মলোটভ ককটেল ছোঁড়ার সময় সিএনএন-এও দেখা গেছে তাকে। দৃশ্যত এখন কুর্দি ভাষা শিখছে সে এবং কুর্দি কবি হিসাবে দ্বিতীয় পেশা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। কণ্ঠে অদ্ভুত উদ্বেগের ছোঁয়া নিয়ে আরও কয়েক জন সম্পর্কে জানতে চাইল মুহতার, ওদের কথা অনেক আগেই ভুলে গিয়েছিল কা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কেবল এটাই অনুমান করতে পারল যে বাকি সবার মতো একই পথে গেছে ওরাও, ছোটখাট দলে যোগ দিয়েছে, সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষে কাজ করেছে বা কালোবাজারের কোনও একটা অংশের জন্যে কাজ করেছে নইলে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ কেউ নিঃসন্দেহে সহিংস কোনও উপায়ে কোনও খালের তলায় স্থান পেয়েছে।

এতক্ষণে একটা দেশলাই জ্বেলেছে ওর পুরোনো বন্ধু, ফলে ব্রাঞ্চ পার্টি হেডকোয়ার্টারের ভৌতিক আসবাবপত্রের কাঠামোগুলো দেখতে পাচ্ছে কা। পুরোনো কফি টেবিল আর স্টোভটা শনাক্ত করার পর ওগুলোর ধীর, শাদা সম্পূর্ণতায় স্বস্তিকর একটা অভিজাত্যের ছোঁয়া পেল ও, শহরের অজানা কোনও এক অংশ থেকে নীলাভ একটা আলো ওগুলোর ভেতর দিয়ে চলে যাবার সময় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছেলেবেলার তুষার ভরা সন্ধ্যায় ফিরে গেল ওর মন, যখন ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎ চলে যেতেই বাড়িময় হিংস্র ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পেত কা–'আল্লাহ্ গরীবদের বাঁচাও!–ওর ছেলেমানুষী হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত বেগে কম্পিত হত। তখন একটা পরিবার থাকায় খুশি লাগত ওর। বিষণ্ন চোখে তুষারের ভেতর একটা ঘোড়া গাড়ির কষ্টেসৃষ্টে চলে যাওয়া দেখল ও। অন্ধকারে ভারবাহী পশুটার কেবল মাথাটা দেখতে পাচ্ছে, এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে।

'মুহতার, এখনও তেমার শেখের কাছে যাও নাকি?'

'হুজুর সাদেত্তিন এফেন্দির কথা বলছো?' জিজ্ঞেস করল মুহতার। 'হ্যাঁ, যাই তো। কিছুদিন পরপরই। কেন জানতে চাইছ?'

'তোমাকে দেওয়ার মতো কি আছে ওই লোকটার?'

'খানিকটা সঙ্গ আর তেমন টেকসই না হলেও কিছুটা সাহনুভূতি। বেশ ওয়াকিবহাল মানুষ তিনি।'

ওর কণ্ঠে প্রশান্তি নয় বরং ভ্রান্তি নিরসনের সুর শুনল যেন কা। 'জার্মানিতে খুবই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি আমি, ' বলল কা, জোর করে কথোপকথন বজায় রাখছে। 'মাঝরাতে ফ্রাংকফুর্টের ছাদের উপর দিয়ে যখন তাকাই, মনে হয় গোটা দুনিয়া আর আমার জীবন উদ্দেশ্যবিহীন কিছু নয়। আমার ভেতরে আওয়াজ শুনতে পাই।'

'কী ধরনের আওয়াজ?'

'হয়ত এটা স্রেফ আমার বুড়িয়ে যাওয়া আর মৃত্যু-ভয় থেকেই হতে পারে,' বিব্রত সুরে বলল কা। 'আমি লেখক আর কা কোনও বইয়ের চরিত্র হলে বলতাম, "তুষার কা-কে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে!" কিন্তু সেটা ঠিক হবে বলে নিশ্চিত নই আমি। আসলে তুষারের নৈঃশব্দ্য আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে এসেছে আমাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধর্মীয় ডানপন্থী, দেশের মুসলিম রক্ষণশীলরা,'– দ্রুত কথা বলছে মুহতার, যেন নিজেকে মিথ্যা আশায় ভেসে দিতে চায়–'বামপন্থী নাস্তিক হিসাবে অনেক বছরের জীবন কাটানোর পর এই মানুষগুলো আমার জন্যে বিরাট স্বস্তি হয়ে দেখা দিয়েছিল। ওদের সাথে তোমার দেখা করা উচিত। আমি নিশ্চিত ওদের সাথেও মিশতে পারবে তুমি।'

'তোমার সত্যিই তাই মনে হয়?'

'বেশ, একটা ব্যাপার ঠিক, ধর্মীয় এই লোকগুলো ভদ্র, শোভন, বুঝদার। পাশ্চাত্যকৃত তুর্কিদের বিপরীতে সাধারণ লোকজনকে এরা হুট করে ঘৃণা করে না। এরা সহানুভতিপূর্ণ আর নিজেরাই আহত। তোমাকে চিনতে পারলে ওরা তোমাকে পছন্দ করবে। কোনও রকম কর্কশ কথাবার্তা হবে না।'

গোড়া থেকেই কা জানে পৃথিবীর এই অংশে আল্লাহয় বিশ্বাস সূক্ষ্ম ভাবনা থেকে ও কারও সৃজনশীল ক্ষমতাকে তার শেষ সীমায় টেনে নিয়ে অর্জন করা কোনও ব্যাপার নয়, তেমনি একাকীত্বের কোনও কিছুও নয়। সবার উপরে এর মানে একটা মসজিদে যোগ দেওয়া, সম্প্রদায়ের অংশে পরিণত হওয়া। তা সত্ত্বেও মুহতার এখন পর্যন্ত একবারের জন্যে আল্লাহর নামে বা নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা উল্লেখ ছাড়াই এত কথা বলে যেতে পারছে দেখে হতাশ হলো কা। সেজন্যে মুহতারের উপর রাগ লাগল। কিন্তু জানালার উপর মাথা ঠেকিয়ে এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলল ও।

'মুহতার, আমি আল্লাহয় বিশ্বাস করতে শুরু করলে হতাশ হবে তুমি। মনে হয় আমাকে তুমি ঘৃণা করবে।'

'কেন?'

'একজন পাশ্চাত্যকৃত মানুষের খোদায় বিশ্বাস একেবারে ব্যক্তিগত বিষয়, এই ধারণা তোমার কাছে হুমকির মতো। সমাজে বাস করা একজন নাস্তিককে বিশ্বাস করা কোনও নিঃসঙ্গ আস্তিককে বিশ্বাস করার চেয়ে তোমার পক্ষে অনেক সহজ। তোমার কাছে নাস্তিকের চেয়ে নিঃসঙ্গ মানুষ অনেক বেশি দুর্ভাগা আর পাপী।'

'আমিও নিঃসঙ্গ মানুষ,' বলল মুহতার।

এমন আন্তরিকতা আর বিশ্বাস নিয়ে তাকে কথাগুলো বলতে দেখে ঘৃণা ও করুণা বোধ করল কা। ওর মনে হলো অন্ধকার ওদের দুজনকেই এক ধরনের মাতাল আত্মবিশ্বাসের যোগান দিচ্ছে। 'জানি আমি আস্তিক হচ্ছি না, তবে বলতে পারো দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ার মতো বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলাম আমি। ওরা কেন তোমাকে বিরক্ত করতে যাবে? সম্ভবত আমাদের মতো খোদাহীন সেক্যুলারিস্টরা সরকারের কর্মকাণ্ড দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেই তোমরা তোমাদের ধর্ম ও সমাজকে আলিঙ্গন করতে পারবে। পশ্চিম আর অন্যান্য জাগতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারস্যাপার সামাল দিতে দক্ষ নাস্তিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করা না গেলে এদেশে কেউই প্রাণ ভরে ইবাদত করতে পারবে না।'

'কিন্তু তুমি তো খোদাহীন ব্যবসায়ীদের কেউ নও। যখনই চাইবে তোমাকে হুজুর শেখের কাছে নিয়ে যেতে পারি আমি।'

'মনে হয় আমাদের বন্ধু পুলিস ভদ্রলোক এসে গেছে!' বলল কা।

তুষার ঢাকা জানালার ঠিক নিচে আর্কেডের প্রবেশ পথে দাঁড় করানো একটা গাড়ি থেকে কষ্টেসৃষ্টে বের হয়ে আসা দুজন পুলিসকে দেখতে পেল ওরা।

'এখন একটা উপকার চাইব আমি,' বলল মুহতার। 'খানিকক্ষণের ভেতর ওই লোকগুলো এখানে এসে আমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবে। তোমাকে অ্যারেস্ট করবে না, স্রেফ জবানবন্দী নিয়ে ছেড়ে দেবে। তুমি তোমার হোটেলে ফিরে যেতে পারবে, তারপর সন্ধ্যায় তুরগাত বে তোমাকে ডিনারে দাওয়াত করবে, ওর সাথে ওর টেবিলে যোগ দেবে। অবশ্যই তার নিবেদিতপ্রাণ মেয়েটি থাকবে ওখানে। তো আমি চাইব তুমি আইপেককে এই কথাগুলো বলবে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আইপেককে বলবে, ওকে আবার বিয়ে করতে চাই আমি। ইসলামি আইন মোতাবেক ওকে পর্দা করতে বলাটা আমার ভুল ছিল। ওকে বলো, আমি ঈর্ষাতুর গ্রাম্য স্বামীর মতো আচরণ ছেড়ে দিয়েছি, বিবাহিত জীবনে ওর উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে আমি লজ্জিত, দুঃখিত।'

'এসব কথা কি এরই মধ্যে ওকে বলোনি?'

'বলেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। হয়ত হতে পারে আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি, যেহেতু আমি প্রসপারিটি পার্টির ডিস্ট্রিক্ট হেড। কিন্তু তুমি অন্য ধরনের মানুষ, সেই ইস্তাম্বুল থেকে, জার্মানি থেকে এতদূর এসেছ। তুমি বললে বিশ্বাস করবে।'

'তোমার স্ত্রী হিযাব না পরলে প্রসপারিটি পার্টির ডিস্ট্রিক্ট হেড হিসাবে তাতে কি তোমার জন্যে রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে না?

'ইনশাআল্লাহ, আগামী চারদিনের মধ্যেই ইলেকশনে জিতে মেয়র হতে যাচ্ছি আমি,' বলল মুহতার। 'কিন্তু আইপেককে আমি কতটা দুঃখিত বলাটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হয়ত এখনও আমি গরাদখানায়ই থাকতাম। ভাই আমার, আমার জন্যে কাজটা করবে?'

মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল কা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, করব।'

ওকে আলিঙ্গন করে দুগালেই চুমু খেল মুহতার। করুণা আর বিতৃষ্ণার মিশ্র অনুভূতি হলো কা-র। মুহতারের মতো খাঁটি আর খোলা মনের হতে পারছে না বলে নিজের প্রতিই ঘৃণা বোধ করছে।

'তুমি এই কবিতাটা ইস্তাম্বুলে ফাহিরের হাতে পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব,' বলল মুহতার। 'এইমাত্র তোমাকে এ কবিতাটার কথাই বলেছিলাম। এটার নাম, "সিঁড়িঘর"।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা কবিতাটা পকেটে রাখার মুহূর্তেই তিনজন শাদা পোশাকের পুলিস পা রাখল অন্ধকার ঘরে। দুজনের হাতে বিশাল আকারের ফ্ল্যাশলাইট। দক্ষ এবং যোগ্য ওরা, ওদের হাবভাব থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মুহতারের সাথে কা এখানে কী করছে ভালো করেই জানা আছে ওদের; কা-র কাছে এটা পরিষ্কার যে ওরা এমআইটি থেকে এসেছে। তারপরেও কা-কে ওর পরিচয় জানাতে জোর করল ওরা, পেশা জানতে চাইল। আরও একবার *রিপাবলিকানের* জন্যে মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শন ও আত্মঘাতী মেয়েদের ঘটনা কাভার করতে আসার কথা বলল কা।

'আসলে আপনাদের মতো লোকেরা ইস্তাম্বুলের কাগজে ওদের কথা লিখছেন বলেই আত্মহত্যা করছে ওরা,' পুলিসদের একজন বলল।

'না, মোটেই তা নয়,' গোঁয়ারের মতো বলল কা।

'তাহলে আপনার ব্যাখ্যা কী?'

'অসুখী বলেই আত্মহত্যা করছে ওরা।'

'আমরাও অসুখী, কিন্তু আমরা তো আত্মহত্যা করছি না।'

আলাপ চলার অবসরে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার তল্লাশি করতে লাগল ওরা: কেবিনেট খুলে ড্রয়ার বের করে ভেতরের জিনিসিপত্র ফেলে অস্ত্রের খোঁজ করছে। পেছনে নজর চালানোর জন্যে একটা বিরাট আকারের ফাইলিং কেবিনেট সরিয়ে ফেলল। মুহতারের চেয়ে কা-র সাথে বেশি ভালো ব্যবহার করল ওরা।

'ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টরকে গুলি খেতে দেখার পর পুলিসের কাছে যাবার বদলে এখানে এসেছেন কেন?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।'

'কেন?'

'আমরা ইউনিভার্সিটি আমলের বন্ধু,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল মুহতার। 'আর ও যেখানে থাকছে সেই স্নো প্যালেস হোটেলের মালিক আমার স্ত্রী। ঘটনার ঠিক আগেই ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ওরা। এখানে পার্টি হেডকোয়ার্টারে আমাদের ফোন ট্যাপ করা হয়, তো ব্যাপারটার সত্যিমিথ্যা যাচাই করা তোমাদের জন্যে কঠিন হবে না।'

'ফোন ট্যাপ করার ব্যাপারে কী জানেন আপনি?'

'মাফ করবে,' একটুও বিরক্ত না হয়ে বলল মুহতার। 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না—স্রেফ আন্দাজ করছিলাম। আমার ভুলও হতে পারে।'

কা-র মনে মুহতারের জন্যে খানিকটা সমীহ জাগল। ওর সাথে কর্কশ ব্যবহারকারী পুলিসের সাথে খাতির জমাচ্ছে সে। মনের আনন্দে ঠেলাঠেলির কাজ করে যাচ্ছে ওরা। বিদ্যুৎ বিভ্রাট আর পথঘাটের ভীষণ কর্দমাক্ততাকে নাকচ করে দেওয়া কার্সের বাকি সবার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেডকোয়ার্টারের প্রত্যেকটা কোণ তল্লাশি শেষে, প্রত্যেকটা ড্রয়ার উল্টে ফেলে, প্রত্যেকটা ফাইল ফোল্ডার খালি করে, কয়েকটা জিনিস একসাথে একটা রশি দিয়ে বেঁধে নিল পুলিসরা। বান্ডিলটাকে একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে কা ও মুহতারকে প্যাট্রল কারে নিয়ে গেল। গাড়ির পেছনের সিটে পাশাপাশি একজোড়া মা ও দুই গোলগাল ছেলের মতো বসার পর মুহতারের হাঁটুর উপর দুটো বিশাল কুকুরের মতো ফেলে রাখা ফর্শা হাতে আনুগত্য ফিরে আসতে দেখল কা।

অন্ধকার তুষার ঢাকা রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করল প্যাট্রল কারটা। অসহায়ের মতো প্রাচীন আর্মেনিয় ম্যানশনের আধা টানানো পর্দা গলে বেরিয়ে আসা মরা কমলা রঙের আলোর দিকে তাকাচ্ছে ওরা। প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে ধীর পায়ে তুষার ঢাকা পেভমেন্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রবীন লোকটাকে দেখছে। ভূতের মতো নিঃসঙ্গ অন্ধকার পুরোনো ফাঁকা বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ন্যাশনাল থিয়েটারের সামনের বিলবোর্ডে পোস্টার সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিচ্ছে। শ্রমিকরা এখনও বাইরে সরাসরি সম্প্রচারের জন্যে কেবল বসানোর কাজে ব্যস্ত। রাস্তাঘাট এখনও বন্ধ থাকায় বাস স্টেশনের লোকজনকে যেকোনও সময়ের চেয়ে ঢের বেশি অধৈর্য মনে হচ্ছে।

তুষার কণাগুলোকে এখন *বোলস দে নিজের* মতো বিরাট দেখাচ্ছে; ছোটবেলায় ওগুলো খেলত কা। প্যাট্রল কারটা তুষারের উপর দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যাবার সময় ওর মনে হলো যেন কোনও রূপকথার ভেতর এসে পড়েছে ও, কারণ ড্রাইভার দারুণ যত্নের সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। এমনকি এমন একটা সংক্ষিপ্ত যাত্রাতেও সাত/আট মিনিট সময় লেগে গেল। কিন্তু পুরো সময়টায় মাত্র একবার মুহতারের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করেছে ও; বন্ধুর অসহায় হালছাড়া অবস্থা থেকে বুঝতে পারছিল পুলিস হেডকোয়ার্টারে পৌঁছার পর পিটুনির শিকার হবে মুহতার, কিন্তু ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বন্ধুর তাকানোর ভঙ্গিতে অন্য কিছু টের পেল ও। অনেক বছর এটা মনে থাকবে ওর। চারদিনের ভেতর ইলেক্‌শনে জেতার নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ওর হাবভাবে এমন একটা কিছু ছিল যেন এখনও ঘটেনি এমন কোনও ঘটনার শঙ্কায় এতটুকু হয়ে গেছে। যেন ও ভাবছে কেবল এই হতচ্ছাড়া শহরে বসতি করার জন্যেই নয় বরং আরও একবার ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাস্ত হওয়ার কারণেই এই পিটুনি পাওনা হয়েছে। আমার চেতনা নষ্ট করতে দেব না ওদের। কিন্তু তারপরেও সব কিছু জানার কারণে আমি নিজেকে ঘৃণা করছি, ফলে তোমার চেয়ে নিজেকে নিচ মনে হচ্ছে। দয়া করে আমার দিকে সরাসরি তাকানোর সময় আমার গ্লানি ফের আমার দিকে চালান করে দিয়ো না।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের ভেতরের কোর্টইয়ার্ডে প্যাট্রল কার থামানোর পর শাদা পোশাকের পুলিসরা কা ও মুহতারকে আলাদা না করায় ওদের দুজনের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণের বেলায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি হলো। কা ইস্তাম্বুল থেকে আসা বিখ্যাত সাংবাদিক, ও সমালোচনামুলক কিছু লিখলে ওদের বিরাট ঝামেলা হতে পারে; তাই ওর সাথে এমন আচরণ করল যেন তদন্তের কাজে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার মতো কোনও সাক্ষী ও। কিন্তু মুহতারের বেলায় ভাবখানা যেন, আবার তুমি! তো ওরা আবার কা-র কাছে ফিরে আসার পর যেন বলতে চাইল: আপনার মতো মানুষ ওই লোকের সাথে কী করছে? নিরীহভাবে কা ধরে নিল মুহতারের কাচুমাচু ভাবই ওদের ওকে এক দিকে নির্বোধ (তুমি কি সত্যিই ভেবেছ যে তোমাকে আমরা দেশটার দখল বুঝে নিতে দেব?) আর অন্যদিকে বিভ্রান্ত (শুধু যদি নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারতে তুমি) ভাবতে প্ররোচিত করেছে। কেবল অনেক পরেই কা বেদনাদায়কভাবে আবিষ্কার করেছিল যে পুলিসরা আসলে একেবারেই ভিন্ন লাইন ধরে এগোচ্ছিল।

ডিরেক্টর অভ এডুকেশনের ঘাতক ক্ষুদে মানুষটাকে শনাক্ত করতে পারবে ভেবে কা-কে পাশের ঘরে নিয়ে এল ওরা, তারপর প্রায় শখানেক শাদা-কালো ছবির একটা অ্যালবামে চোখ বোলাতে দিল। একবারের জন্যে হলেও পুলিসের হাতে আটক হয়েছে কার্স ও এর আশপাশের এলাকার এমন প্রত্যেক ইসলামি অ্যাক্টিভিস্টের ছবি রয়েছে এখানে। বেশিরভাগই তরুণ কুর্দ, গ্রাম থেকে আসা বা বেকার, তবে রাস্তার ফেরিঅলা, মাদ্রাসা বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক ও সুন্নী তুর্কিদের মাগ ছবিও আছে। একের পর এক করুণ চেহারার তরুণদের অসহায়ভাবে পুলিস ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তোলা ছবিগুলো দেখতে গিয়ে দিনের গোড়ার দিকে শহরে হেঁটে বেড়ানোর সময় দেখা দুজন টিনএজার তরুণকে চিনতে পারলেও হত্যাকাণ্ড ঘটানো সেই ছোটখাট, বয়স্ক ঠেকা লোকটার চেহারার সাথে মেলে এমন কাউকে দেখতে পেল না কা।

ফিরে এসে মুহতারকে সেই একই স্টুলে বসে থাকতে দেখল কা, তবে ওর নাক থেকে রক্ত ঝরছে, একটা চোখ লাল হয়ে আছে। বার দুই লজ্জাভরা ভঙ্গি করে রুমালের আড়ালে মুখ লুকাল মুহতার। নীরবতায় কা ধরে নিল প্রহারের ভেতর দিয়ে নিস্কৃতি লাভ করেছে মুহতার। নিজের দেশের দুর্দশা আর নির্বুদ্ধিতার কারণে ওর অনুভূত আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা আর অপরাধবোধের হাত থেকে হয়ত উদ্ধার লাভ করতে পেরেছে ও। দুই দিন পরে জীবনের সবচেয়ে দুঃসংবাদটা পাওয়ার ঠিক আগে–এবং ততদিনে মুহতারের মতো একই রকম অবস্থার শিকার হয়ে–নির্বোধ কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে কা।

কয়েক মুহূর্ত বাদে জবানবন্দী নেওয়ার জন্যে কা-কে পাশের রুমে নিয়ে এল ওরা। সেই একই পুরোনো রেমিংটন টাইপরাইটার ব্যবহারকারী এক তরুণের সামনে বসে বাবার কথা মনে পড়ে গেল কা-র; অফিসের কাজ বাড়িতে নিয়ে আসলে রাতে টাইপরাইটারে কাজ করতেন তিনি। ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিরেক্টরের হত্যাকণ্ডের বর্ণনা দিল ও, কথা বলার সময় ওর মনে হলো যে ওকে ভয় দেখানোর জন্যেই মুহতারকে দেখিয়েছে ওরা।

এর পরপরই ছেড়ে দেওয়া হলো ওকে, কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে মুহতারের চেহারা ভেসে রইল ওর চোখের সামনে। পুরোনো দিনে প্রাদেশিক পুলিসরা ধর্মীয় রক্ষণশীলদের গায়ে হাত তোলার বেলায় এতখানি তৎপর ছিল না। তবে মুহতার আবার সেন্টার রাইট পার্টি থেকে আসেনি, রেডিক্যাল ইসলামের প্রবক্তা সে। এই অবস্থানের সাথে মুহতারের ব্যক্তিত্বের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা আরও একবার বোঝার প্রয়াস পেল কা। অনেকক্ষণ তুষারের ভেতর হাঁটল ও। আর্মি অ্যাভিনিউর শেষ মাথায় একটা দেয়ালে বসে সিগারেট খেল। এই ফাঁকে একদল বাচ্চাকে দেখতে লাগল: ল্যাম্পলাইটের আলোয় সাইডস্ট্রিটে পিছলা খাচ্ছে ওরা। সেদিন প্রত্যক্ষ করা সহিংসতা ও দারিদ্র্য ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। কিন্তু আইপেকের ভালোবাসায় আবার এক নতুন জীবন শুরু করতে পারবে আশা করে সোজা হয়ে বসল ও।

পরে ফের তুষারের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় নিজেকে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপের উল্টোদিকের রাস্তার পেভমেন্টে আবিষ্কার করল ও। জানালাটা ভেঙে গেছে। সামনে পার্ক করা পুলিসের প্যাট্রল কারের ছাদে বসানো নেভি ব্লু লাইট ঝিলিক মারছে। দোকানের কর্মচারী ও গাড়ির চারপাশে জমায়েত হওয়া বাচ্চাদের উপর এক ধরনের প্রায় আধ্যাত্মিক আভা বিলোচ্ছে সেটা। ঝরে পড়া তুষারের উপর এক ধরনের স্বর্গীয় ধৈর্যের ছাপ ফেলেছে। কা যখন জমায়েতে যোগ দিল, পুলিস তখনও বুড়ো ওয়েইটারকে জেরা করছিল।

কেউ একজন আলতো করে কা-র কাঁধে টোকা দিল। 'আপনি কবি কা না?' বড়বড় খোলা সবুজ চোখ ও সুবোধ ছেলেমানুষি চেহারার আঠার উনিশ বছর বয়সী একটা ছেলে। 'আমার নাম নেসিপ। আমি জানি ইলেকশন ও আত্মঘাতী মেয়েদের উপর *রিপাবলিকানের* জন্যে রিপোর্ট করতে কার্সে এসেছেন। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা দলের সাথে আপনার সাক্ষাৎও হয়েছে। কিন্তু কার্সে আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক রয়েছেন যার সাথে আপনার দেখা করা উচিত।'

'কে?'

'একটু সরে আসবেন?'

তরুণের রহস্যময় হাবাভাব কা-র পছন্দ হলো। মডার্ন বুফের সামনে চলে এল ওরা। 'শরবত আর সালেপের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত।'

'আমাকে বলা হয়েছে আগে আপনি তাঁর সাথে দেখা করতে রাজি না হলে আপনাকে তাঁর নাম বলতে পারব না।'

'নামা না জেনে কী করে কারও সাথে দেখা করতে রাজি হবো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিকই বলেছেন,' বলল নেসিপ। 'কিন্তু তিনি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। তবে আপনি তাঁর সাথে দেখা করতে রাজি না হলে কার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বা কেন সেটা বলতে পারব না।'

'ঠিকাছে, আমি রাজি,' বলল কা। হুবহু অ্যাডভেঞ্চার ছবির মতো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আবার যোগ করল, 'আশা করি এটা কোনও ফাঁদ নয়।'

'মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে না পারলে জীবনে কোথাও যেতে পারবেন না,' বলল নেসিপ। সেও সরাসরি অ্যাডভেঞ্চার কমিকের ভঙ্গি নকল করে দাঁড়াল।

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি,' বলল কা। 'কার সাথে দেখা করা উচিত আমার?'

'নাম জানার পর আপনি ঠিকই তাঁর সাথে দেখা করবেন। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই তার আত্মগোপনের জায়গাটা গোপন রাখতে হবে। এবার আরও একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। আমি কি আপনাকে তাঁর পরিচয় জানাব?'

'হ্যাঁ,' বলল কা। 'আমার উপরও তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে।'

'তাঁর নাম ব্লু,' ভয় মেশানো কণ্ঠে বলল নেসিপ। কা কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় হতাশ হলো সে। 'জার্মানিতে থাকতে কি কখনওই আপনি তাঁর কথা শোনেননি? তুরস্কে বিখ্যাত।'

'জানি,' আশ্বস্ত করার স্বরে বলল কা। 'আমি ওর সাথে দেখা করতে তৈরি।'

'কিন্তু তিনি কোথায় আছে আমি জানি না,' বলল নেসিপ। 'তারচেয়ে বড় কথা, জীবনে কখনও তাঁকে দেখিনি আমি।'

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সন্দেহের হাসি দিল ওরা।

'অন্য কেউ আপনাকে ব্লুর কাছে নিয়ে যাবে। আমার কাজ হচ্ছে সেই মানুষটার সাথে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিতে সাহায্য করা।'

পোস্টার আর প্রচারণার ব্যানারের ভেতর লিটল কাযামবে অ্যাভিনিউ ধরে একসাথে আগে বাড়ল ওরা। নেসিপের কৃশ শরীর আর ছেলেমানুষি আচরণের ভেতর এমন কিছু রয়েছে যা কা-কে একই বয়সে নিজের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাই ছেলেটার সাথে ভাব জমাল ও। এক মুহূর্তের জন্যে আবিষ্কার করল ওই সবুজ চোখজোড়া দিয়ে জগতটাকে কেমন লাগছে কল্পনা করার চেষ্টা করছে ও।

'জার্মানিতে ব্লু সম্পর্কে কী শুনেছেন?' জানতে চাইল নেসিপ।

'তুর্কি পত্রিকায় পড়েছি, জঙ্গী ইসলামি রাজনীতিক সে,' বলল কা। 'তার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু পড়েছি বটে।'

চট করে ওকে বাধা দিল নেসিপ। 'রাজনৈতিক ইসলামিস্ট হলো আমরা যারা আমাদের ধর্মের জন্যে লড়াই করতে প্রস্তুত তাদের পশ্চিম আর গির্জার দেওয়া একটা নাম মাত্র,' বলল সে। 'আপনি একজন সেক্যুলারিস্ট, কিন্তু দয়া করে সেক্যুলার পত্রিকায় ব্লু সম্পর্কে লেখা মিথ্যাচারের ফাঁদে ধরা দেবেন না। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে হত্যা করেননি। এমনকি বসনিয়াতেও না, ওখানে তিনি মুসলিম ভাইদের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন; কিংবা গ্রযনিতে, যেখানে রাশিয়ান বোমা তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে।'

একটা মোড়ে এসে কা-কে থামাল সে।

'রাস্তার উল্টোদিকে কমিউনিকেশন বুকস্টোর নামে দোকানটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা অনুসারীদের। তবে কার্সের সব ইসলামিস্টই এটাকে জমায়েতের জায়গা হিসাবে কাজে লাগায়। পুলিস যেমন জানে, তেমনি জানে অন্যরাও। সেলস ক্লার্কদের কেউ কেউ ওদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে থাকে। আমি মাদ্রাসার ছাত্র। আমার ওখানে যাওয়া নিষেধ। গেলে আমাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু ভেতরের লোকদের আপনার আসার কথা জানাতে হবে। তিন মিনিটের ভেতর দেখবেন লাল টুপি পরা একলোক ওই দরজা দিয়ে বের হয়ে আসছে। তাকে অনুসরণ করবেন। আপনারা দুটি রাস্তা পার হওয়ার পর আপনার কাছে আসবে সে, তারপর আপনাকে যেখানে যাবার কথা সেখানে নিয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।'

কথাটা বলেই তুষারের মেঘে অদৃশ্য হয়ে গেল নেসিপ। ওর দিকে ছুটে গেল কা-র হৃদয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

আত্মহত্যা মহাপাপ

ব্লু ও রুস্তেম

কমিউনিকেশন বুকস্টোরের উল্টোদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কা। এখন আরও দ্রুত পড়ছে তুষার। ইতিমধ্যে মাথা, কোট আর জুতো থেকে তুষার ঝাড়তে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। হোটেলে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, এমন সময় রাস্তার উল্টোদিকে চোখ ফেরাতেই স্ট্রিটল্যাম্পের ম্লান আলোয় লম্বা দাড়িঅলা অল্পবয়সী এক লোককে দেখতে পেল, ওপাশের পেভমেন্টে বরাবর হাঁটছে। তুষারে তরুণের লাল কিস্তিটুপি শাদা হয়ে গেছে বোঝার পর কা-র বুকটা ধুকপুক করতে শুরু করল। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ও।

কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউর গোটা বিস্তার বরাবর এগোনোর পর–ইস্তাম্বুলের দেখাদেখি মাদারল্যান্ড পার্টির মেয়র পদপ্রার্থী এই রাস্তাটাকে পথচারীদের প্রিসিঙ্কটে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন–ওরা ফাকবে অ্যাভিনিউতে বাঁক নিল, তারপর আবার ডানে বাঁক নিয়ে স্টেশন স্কয়ারে চলে এল। জেনারেল কাযামবাকিরের মূর্তিটা আগে স্কয়ারের মাঝখানে দেখেছে বলে মনে করতে পারে কা, এখন তুষারে ঢাকা পড়ে গিয়ে এক বিশাল কোন আইসক্রিমের মতো দেখাচ্ছে ওটাকে। অন্ধকারেও দাড়িঅলা তরুণকে স্টেশনে ঢুকতে দেখল কা। দ্রুত তার পিছু নিল। ওয়েইটিং হলে কউকে না দেখে ভাবল ওর গাইড নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে চলে গেছে। তো কা-ও সেদিকে গেল। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে কেউ একজনকে নড়াচড়া করতে দেখল ও। তো, ট্র্যাকে উঠে এল কা। ঠিক কা যখন ভাবছিল এখানেই গুলি করে মেরে ফেলা হবে ওকে, তারপর বসন্ত কাল পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকবে ওর লাশ, ঠিক তখনই মুখোমুখি হলো দাড়িঅলা তরুণের।

'কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না,' বলল সে। 'যদিও আপনি এখনও মত বদল করতে পারেন, কিন্তু আগে বাড়ার সিদ্ধান্ত নিলে এখান থেকেই আপনাকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে। ওখানে কীভাবে গেছেন কাউকেই বলতে পারবেন না। বেঈমানির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

হুমকিতে মোটেই ভয় পেল না কা। কেবল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বলেই শুনতে কেমন যেন হাস্যকর শোনাল। ট্র্যাক বরাবর এগাতে লাগল ওরা; সাইলো

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার হয়ে মিলিটারি ব্যারাকের ঠিক পাশেই স্টিউ স্ট্রিটে বাঁক নিল। এখানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করল দাড়িঅলা, কোন বেলটা টিপতে হবে বলে দিল ওকে।

'হুজুরের সাথে বেয়াদবী করবেন না,' বলল সে। 'তাঁকে বাধা দেবেন না। কথাবার্তা শেষ হলে ঘুরঘুর না করে সোজা নিজের পথ ধরবেন।'

এভাবেই কা জানতে পারল যে ভক্তদের মাঝে ব্লু হুজুর নামেও পরিচিত। কিন্তু কিছুটা কুখ্যাতিসহ তাঁর রাজনৈতিক ইসলামিস্ট পরিচয়ের বাইরে ব্লু সম্পর্কে একমাত্র একথাটাই জানা ছিল কা-র। জার্মানিতে মাঝে সাঝে চোখে পড়া তুর্কি কাগজে অনেক বছর আগে ব্লুর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কথা পড়েছিল বলে মনে পড়ল। এখনও বহু রাজনৈতিক ইসলামিস্ট খুন হয়, কিন্তু তাদের কেউই বিখ্যাত নয়। গুনার বেনার নামে এক নারীসুলভ প্রদর্শনবাদী ও টেলিভিশন উপস্থাপককে খুনের ঘটনা কুখ্যাত করে তোলে ব্লুকে। ছোটখাট টিভি চ্যানেলে প্রচারিত বেনারের এক কুইয শোতে অংশগ্রহণকারীরা পুরস্কার পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। জমকালো পোশাক পরত বেনার; অশোভন মন্তব্যের প্রতি ঝোঁক ছিল তার; 'অশিক্ষিত'দের নিয়ে কৌতুক করতে পছন্দ করত। একদিন এক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান চলার সময় [illegible]তার দাগঅলা বিদ্রুপের ওস্তাদ এক দরিদ্রতর ও আনাড়ি প্রতিযোগিকে নিয়ে মশকরা করছিল। এই সময় মুখ ফসকে পয়গম্বর মুহাম্মদ সম্পর্কে একটা আলগা মন্তব্য করে বসে সে।

খুব সম্ভব বয়স্ক হাতে গোনা কিছু লোক টিভি সেটের সামনে বসে ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল; হয়ত শোনার পরপরই চুটকিটার কথা ভুলেও গিয়েছিল, কিন্তু ইস্তাম্বুলের পত্রিকায় পরের শোতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর কখনও এই ধরনের কৌতুক না করার প্রতিজ্ঞা না করলে উপস্থাপককে হত্যা করার হুমকি দিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠায় ব্লু। ইস্তাম্বুলের পত্রপত্রিকাগুলো সব সময়ই এ জাতীয় হুমকি পেয়ে থাকে; ওরা হয়ত এটার দিকে তেমন একটা নজর দিত না। কিন্তু টেলিভিশন স্টেশন তার উস্কানিমূলক সেক্যুলার লাইনের প্রতি এতটাই অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল ম্যানেজার এই সব ইসলামি রাজনীতিকরা কতখানি বিষাক্ত সেটা প্রমাণ করার জন্যে খোদ ব্লুকেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে। আরও ভয়ঙ্কর হুমকি দেওয়ার জন্যে এই সুযোগটাকে কাজে লাগায় সে। 'বুনো চোখ সিমিটারধারী ইসলামিস্ট' হিসাবে রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে যায় সে; ফলে অন্যান্য চ্যানেলেও অনুষ্ঠান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাকে।

মোটামুটি এই সময়ে পাবলিক প্রসিকিউটার প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি প্রদানের দায়েয ব্লুকে গ্রেপ্তারের জন্যে সমন জারি করেন, আত্মগোপনে গিয়ে জনপ্রিয়তায় প্রথম- ছেদ টানে ব্লু। ওদিকে তার ভূমিকার কারণে ইতিমধ্যে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল গুনার বেনার, টিভি শো-এ উপস্থিত হয়ে অপ্রত্যাশিত জোরের সাথে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করে বসল যে 'আতাতুর্ককে ঘৃণাকারী বিকৃত রিপাবলিকান বিরোধীদের সে ভয় পায় না'; পরদিন শোর সময় যে বিলাসবহুল হোটেলে ছিল সে সেই হোটেল রুমেই অনুষ্ঠান চলার সময় পরে থাকা সেই একই বীচবলে সাজানো উৎকট রঙের টাইতে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করে ওরা।

অ্যালিবাই ছিল ব্লুর-মানিসায় হিযাব পরা মেয়েদের এক কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিল-কিন্তু তবু পত্রপত্রিকাকে এড়াতে গা ঢাকা দেয় সে। পত্রপত্রিকাগুলো ততক্ষণে সারাদেশকে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তাতে ব্লুর ভূমিকা রাষ্ট্র করে দিয়েছিল। কিছু কিছু ইসলামি পত্রিকা সেক্যুলার পত্রপত্রিকার মতোই সমালোচনামুখর ছিল; ব্লুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ইসলামের 'হাতকে রক্তাক্ত করার', নিজেকে সেক্যুলারিস্ট প্রেসের ক্রীড়নকে পরিণত করার, মুসলিমের পক্ষে বেমানান প্রচার মাধ্যমের খ্যাতি উপভোগ করার ও সিআইয়ের হয়ে কাজ করার অভিযোগ আনে তারা। এখানে ব্লুর আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করার একটা ব্যাখ্যা মিলতে পারে। এই আত্মগোপনের সময়ই গুজব রটে যে সে সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বসনিয়ায় গেছে সে; গ্রযনিতে রাশানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বীরের মতো আহত হয়েছে। তবে এইসব যে একেবারে ডাহা মিথ্যা, তেমন কথা বলার মতো লোকও রয়েছে।

(এইসব ব্যাপারে যারা ব্লুর নিজস্ব ভাষ্য জানে তারা হয়ত তার 'আমার মৃত্যুদণ্ড' শিরোনামে রচিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী পর্যালোচনা করে থাকবে, যা এই বইয়ের 'হাজতে ব্লুর সাথে কা' এবং '**আমি কারও এজেন্ট নই**,' উপশিরোনামের পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়ের পঞ্চম পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে; যদিও আমি জানি না এখানে ব্লু যা বলেছে তার সবই সত্যি কিনা।)

এটা ঠিক যে ব্লু সম্পর্কে অনেক মিথ্যা রটনা হয়েছে। আসল কথা হলো সেগুলোর কোনও কোনওটা তার কিংবদন্তীকে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে নিজের রহস্যজনক খ্যাতিতে পুষ্টি পেয়েছে ব্লু। এও বলা হয়েছে যে পরবর্তীকালের নীরবতার ভেতর দিয়ে ব্লু আভাসে কিছু কিছু ইসলামি বলয়ে তার আগেরবারের ঘোষণা সম্পর্কে আকর্ষণ করা সমস্ত তীর্যক মন্তব্য মেনে নিয়েছে; অনেকে এমনকি এমনও বলেছে যে সেক্যুলারিস্ট, যায়োনিস্ট ও বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমে অনেক বেশি হারে উপস্থিত হওয়া মুসলিম হিসাবে উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে তার। আসলে আমাদের গল্প যেমন দেখাবে, ব্লু আসলেই প্রচার মাধ্যমের সাথে কথা বলতে পছন্দ করত।

কার্সে অবস্থানের ব্যাপারে, ছোট এলাকার গুজবের বেলায় যেমন হয়ে থাকে, কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বটে কিন্তু ঠিক মতো খাপ খায়নি। কেউ বলেছে সরকার দিয়ারবাকির ভিত্তিক জাতীয় কর্মকাণ্ড দমন করেছে বলে এক কুর্দি ইসলামি সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে চাঙা করতে এসেছে সে। বলা হয়েছে যে 'সংগঠনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপনীয়তা নিশ্চিত করার' লক্ষ্যে কার্সে পাঠানো হয়েছে ব্লুকে। অন্যরা এই গল্প উড়িয়ে দিয়েছে, কারণ কার্সে কয়েকজন ক্ষ্যাপা উন্মাদ ছাড়া ওই কথিত সংগঠনের কোনও সদস্যই নেই। কেউ বলেছে ব্লু মার্ক্সবাদী বিপ্লবী কুর্দ ও ইসলামি কুর্দদের মধ্যে সম্পর্ক ঝালাই করতে এসেছে–পুবের শহরগুলোতে এদের ভেতর বিরোধ ক্রমে বেড়ে উঠছে–এই কাহিনী অনুসারে তাদের শান্তিপ্রিয় সুবোধ জঙ্গীদের মতো আচরণ করার চেষ্টা করার আবেদন জানাতে এসেছে সে। মার্ক্সবাদী কুর্দ বিপ্লবী ও ইসলামি কুর্দদের ভেতর টানাপোড়েন প্রবল বিতর্ক, পারস্পরিক অপমান ও মারপিট এবং রাস্তার যুদ্ধের ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল। অনেক শহরে পরিস্থিতি ছুরি মারামারি ও চাপাতি নিয়ে আক্রমণ শানানোয় পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় পার্টিসানরা পরস্পরকে হত্যা করছে, নিপীড়নের মাধ্যমে একে অন্যকে জেরা করছে (উভয় পক্ষই বন্দীর ত্বকে গলিত প্লাস্টিক ঢালা কিংবা অণ্ডকোষ চিপে ধরার মতো পরিচিত কৌশল কাজে লাগাচ্ছে), হামেশা গলা টিপে হত্যা করার অভিযোগও শোনা যায়। বলা হয়েছে যে মধ্যস্ততাকারীদের একটি গোপন দল গড়ে উঠেছে যাদের ধারণা এই যুদ্ধ স্রেফ 'রাষ্ট্রের হাতে নিজেকে খেলার সামগ্রিতে পরিণত করা'; তারা এর অবসান দেখতে চেয়েছে; এই দলটিই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শহরগুলোতে সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে ব্লুকে পাঠিয়েছে; কিন্তু প্রতিপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী ব্লুর কালো অতীত ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স তাকে এই ধরনের মিশনের অনুপযুক্ত করে তুলেছে। তরুণ ইসলামিস্টদের ছড়ানো অন্য গুজবও রয়েছে: হাকান ওর্গেকে 'শিক্ষা দিতে' কার্সে এসেছে সে; কার্স বর্ডার টেলিভিশনের চকচকে স্যুট পরা তরুণ মেয়েলী স্বভাবের উপস্থাপক ও ডিস্ক জকি সে। ইদানীং আমাদের মহান ইসলাম সম্পর্কে বাজে কৌতুক ও অপমানজনক মন্তব্য করছে সে; ক্রমাগত তার অনুষ্ঠানে আল্লাহ ও নামাজের সময় উল্লেখ করছে। আবার অন্যরা মনে করছে ব্লু এক আন্তর্জাতিক ইসলামি সন্ত্রাসী চক্রের ভেতর যোগাযোগ রক্ষা করছে। বলা হয়েছে যে এমনকি কার্স ইন্টেলিজেন্স ও নিরাপত্তা ইউনিটগুলো বেশ্যার কাজের জন্যে রাশিয়া থেকে অবিরাম আসতে থাকা হাজার হাজার মহিলার কয়েকজনকে হত্যা করে আতঙ্কিত করে তোলার পরিকল্পনাকারী সৌদি সমর্থিত এই চক্রের কথা শুনেছে। এইসব গুজব অস্বীকার করার বেলায় কিছুই করেনি ব্লু, ঠিক যেমন ওর সম্পর্কে হিযাব পরা আর আত্মঘাতী মেয়েদের সম্পর্কে বা সে মিউনিপ্যাল ইলেকশন পর্যবেক্ষণ করতে আসার গুববের বেলায় কিছু করেনি। তার সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলোর প্রতি সাড়া দেওয়ার ব্যর্থতা আত্মগোপনের স্থান থেকে বের হয়ে আসতে অস্বীকৃতির সাথে মিলে তাকে এক ধরনের রহস্যময়তা দিয়েছে যা মাদ্রাসার ছাত্র ও সাধারণ তরুণ জনগোষ্ঠীর কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছে। সে কেবল পুলিসের কাছ থেকেই আত্মগোপন করেনি, নিজের কিংবদন্তী টিকিয়ে রাখার উপায় হিসাবে রাস্তা থেকে দূরে সরে আছে। শেষ পর্যন্ত সে আদৌ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে আছে কিনা সে ব্যাপারেই শহরবাসীদেরর জল্পনাকল্পনায় ব্যস্ত রাখার বেলায় কাজে এসেছে সেটা।

কিস্তিটুপি পরা দাড়িঅলা তরুণের দেখিয়ে দেওয়া দরজার বেল বাজাল কা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল ওকে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে স্বাগত জানানো এই ছোটখাট মানুষটিই ঘণ্টা দেড়েক আগে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরকে খুন করেছে। কা-র হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল।

'আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না,' হাত শূন্যে তুলে বলল লোকটা, অতিথিকেও একই রকম করার ইঙ্গিত এটা। 'গত দুই বছরে বসকে তিনবার হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে ওরা; তাই আপনাকে তল্লাশি করব আমি।'

তল্লাশি করার সুযোগ করে দিতে হাত মেলে দিল কা–ঘটনাটা ইউনিভার্সিটির দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ওকে। লোকটা ছোট ছোট হাত সাবধানে ওর শার্টের উপর দিয়ে বোলানোর সময় কা-র ভয় হলো সে হয়ত ওর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত গতি টের পেয়ে যাবে। কিন্তু তল্লাশি শেষ হয়ে গেলে অনেকটা শান্ত বোধ করল ও। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে এল। না, আসলে এই লোক ডিরেক্টরের ঘাতক নয়। এই মধ্যবয়সী আমুদে লোকটার সাথে বরং এডওয়ার্ড জি. রবিনসনের মিল আছে, কাউকে গুলি করার মতো চরম বা যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হচ্ছে না।

একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আর তাকে শান্ত করার জন্যে মায়ের কোমল মায়াভরা কণ্ঠস্বর কানে এল কা-র।

'জুতো খুলতে হবে?' জবাবের অপেক্ষা না করেই ওগুলো খুলে ফেলল ও।

'আমরা এখানে মেহমান,' বলে উঠল দ্বিতীয় একটা কণ্ঠস্বর। 'আমরা তোমার মেজবানের জন্যে ভার হতে চাই না।'

ছোট এন্ট্রি হলে আরও কেউ থাকার ব্যাপারে সহসা সচেতন হয়ে উঠল কা। নিমেষেই ওটা যে ব্লু বুঝলেও ওর মনের একটা অংশ সন্দেহ প্রকাশ করল তাতে; সম্ভবত আরও সাবধানতার সাথে এই সাক্ষাতের আয়োজন হবে বলে ভেবেছিল ও। ব্লুর পিছন পিছন মোটামুটিভাবে আসবাবপত্রে সাজানো একটা রূমে এল ও। একটা শাদা কালো টেলিভিশন সেট চলছে এখানে। ছোট একটা বাচ্চা মুখে আঙুল দিয়ে পুলকিত আর গভীরভাবে সিরিয়াস চোখে মায়ের দিকে চেয়ে আছে। মা কাপড় পাল্টে দিয়ে মিষ্টি করে কুর্দি ভাষায় ফিসফিস করে তার সাথে কথা বলছে। ওরা ঘরে পা রাখার সময় প্রথমে ব্লুর দিকে তারপর কা-র দিকে স্থির হলো তার চোখ। সব প্রাচীন রাশিয়ান বাড়ির মতো একটা হলওয়ে আছে এখানে। ওরা দুজন সামনে বেড়ে দ্বিতীয় রূমে ঢুকল।

ব্লুর দিকে কা-র মনোযোগ। একটা বিছানা চোখে পড়ল ওর, এতই পরিপাটি করে বিছানো যে মিলিটারি পরীক্ষায়ও উৎরে যাবে ওটা; বালিশের পাশে একটা ডোরাকাটা পায়জামা চমৎকারভাবে ভাঁজ করে রাখা। বিছানার উপর **এরসিন**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলেট্রিক লেখা একটা অ্যাশট্রে রাখা। দেয়ালে ভেনিসের ছবিঅলা ক্যালেন্ডার; একটা বিরাট জানালা রয়েছে, ওটার শাটার খোলা, তুষার ঢাকা শহরের বিষণ্ন বাতির দিকে চেয়ে আছে। জানালা বন্ধ করে কা-র দিকে ফিরল ব্লু।

চোখজোড়া গাঢ় নীল তার—প্রায় মাঝরাতের মতো নীল—তুর্কীদের ভেতর এই রঙ কখনওই দেখবে না তুমি। তার মাথার চুল বাদামী, মুখে দাড়ি নেই; কা যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক কম বয়সী। টিকালো নাক আর অবিশ্বাষ্য রকম ম্লান গায়ের রঙ। অসম্ভব সুদর্শন সে, কিন্তু তার জাঁকটা এসেছে আত্মবিশ্বাস থেকে। হাবভাব, অভিব্যক্তি ও চেহারায় কোনও রকম অস্বচ্ছতা, ঘৃণা, সেক্যুলারিস্ট প্রেসের ফুটিয়ে তোলা একহাতে অস্ত্র আর অন্যহাতে তজবী ধরা স্থানীয় মৌলবাদীর চিহ্ন নেই।

'দয়া করে ঘরটা যথেষ্ট উষ্ণ না হওয়া পর্যন্ত গা থেকে কোট খুলো না...কোটটা বেশ সুন্দর। কোত্থেকে কিনেছ?'

'ফ্রাংকফুর্টে।'

'ফ্রাংকফুর্ট...ফ্রাংকফুর্ট,' বিড়বিড় করে বলল সে; ছাদের দিকে চোখ তুলে তাকাল। নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেল। তারপর ব্যাখ্যা করল, 'কিছু দিন আগে' ধর্মীয় নীতিমালার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র স্থাপনের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার দায়ে ১৬৩ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর জার্মানিতে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

খানিক নীরবতা বিরাজ করল। কা জানে ওদের দুজনের ভেতর একটা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এই সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত, কিন্তু ওর মনে কোনও কথাই না আসায় শঙ্কিত বোধ করল। বুঝতে পারল নিজেকে শান্ত রাখতে কথা বলছে ব্লু।

'জার্মানিতে থাকতে যখনই কোনও শহরে কোনও মুসলিম সংগঠনে যেতাম—সেটা ফ্রাংকফুর্ট হতে পারত বা হতে পারত কোলন; ক্যাথেড্রাল আর স্টেশনের মাঝামাঝি কোথাও বা হামবুর্গের কোনও ধনী মহল্লায়—যেখানেই হাঁটতাম না কেন সব সময়ই একজন জার্মান আমার জন্যে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ছিল। আমি ওর সম্পর্কে কী ভাবছি সেটা নয় বরং সে আমার সম্পর্কে কী ভাবছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজেকে ওর চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম, বুঝতে চাইতাম আমার চেহারা, পোশাক, চলাফেরা, আমার ইতিহাস, আমি এইমাত্র কোথায় ছিলাম, কোথায় যাচ্ছি, এসব নিয়ে কী ভাবছে সে। ব্যাপারটা আমাকে রীতিমতো টলিয়ে দিত, তবে আবার অভ্যাসেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেটা। নিজেকে ছোট ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম; বুঝতে পেরেছিলাম আমার ভাইদের মনের অবস্থা কেমন...বেশির ভাগ সময় ইউরোপিয়রা আমাদের অপমানিত করত না। আসলে আমরা ওদের চোখের দিকে যখন তাকাতাম তখন নিজেদেরই ছোট করে বসতাম। আমরা যখন তীর্থযাত্রা করেছিলাম সেটা কেবল স্বৈরাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, বরং আমাদের আত্মার গভীরে পৌঁছানোর জন্যেও। এখন সময় এসেছে, অপরাধীদের ফিরে আসতে হবে যারা পালানোর সাহস করে উঠতে পারেনি তাদের উদ্ধার করার জন্যে। তুমি ফিরে এসেছ কেন?'

চুপ করে রইল কা। রঙহীন দেয়াল, খসে পড়া পলেস্তারা নিয়ে খাখা ঘরটা বা ছাদে ঝোলানো চোখে ধাঁধানো নগ্ন বাল্বটাও আস্থা সৃষ্টি করছে না।

'প্রশ্ন করে তোমাকে ক্লান্ত করে তুলতে চাই না,' বলল ব্লু। 'সুপ্রিয় মোল্লাহ মরহুম কাসিম এনসারি টাইগ্রিস নদীর তীরের তাঁর শিবিরে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানানোর সময় বরাবর এই কথাটাই বলতেন: "তোমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি, স্যার, এবার কি বলবে কার হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছ?"'

'আমি *রিপাবলিকানের* গোয়েন্দাগিরি করছি,' বলল কা।

'এটুকু আমি জানি। কিন্তু তারপরেও জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কার্সে কার ব্যাপারে ওরা একটা আগ্রহী যে এতদূরে একজনকে পাঠানোর কষ্ট স্বীকার করতে গেছে?'

'নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি আমি। আমি শুনেছি আমার পুরোনো বন্ধু মুহতার ও ওর স্ত্রী এখানে থাকে।'

'কিন্তু ওরা আলাদা হয়ে গেছে—শোননি?' ওকে শুধরে দিল ব্লু। সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল।

'শুনেছি,' বলল কা। লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা। ব্লু সবকিছু লক্ষ্য করছে ভেবে তাকে ঘৃণা করল ও।

'পুলিস স্টেশনে মুহতারকে পিটিয়েছে ওরা?'

'হ্যাঁ, পিটিয়েছে।'

'ওর কি পিটুনি পাওনা ছিল?' অদ্ভুত প্রায় তীর্যক কণ্ঠে জানতে চাইল ব্লু।

'না, অবশ্যই না,' রাগের সাথে জবাব দিল কা।

'তা তোমাকে মারেনি কেন? নিজেকে নিয়ে খুশি তুমি?'

'আমাকে কেন মারেনি তার কোনও ধারণাই নেই আমার।'

'অবশ্যই জান তুমি। তুমি ইস্তাম্বুলের বুর্জোয়ার অংশ; যেকেউ তোমার গায়ের রঙের দিকে তাকিয়ে, তোমার চলাফেরা দেখেই বলে দিতে পারবে। নিশ্চয়ই উঁচু মহলে বন্ধুবান্ধব আছে তার—পরস্পরকে একথাই বলে ওরা, এনিয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। আর মুহতারের বেলায় এক নজর দেখেই বলে দিতে পারবে ওর কোনও কানেকশন নেই। নেই কোনও রকম গুরুত্ব। আসলে মুহতারের রজিনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রধান কারণই ছিল যাতে তোমার মতো করে ওইসব লোকের মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু সে ইলেকশনে জিতলেও দায়িত্ব নেওয়ার আগে তাকে প্রমাণ করতে হবে রাষ্ট্রের তরফ থেকে আঘাত পাওয়ার মতো লোক সে। সম্ভবত একারণেই পিটুনি খেয়ে খুশি হয়েছে সে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসছে না ব্লু, বরং তার অভিব্যক্তিতে বিষাদের ছোঁয়া।

'মার খেয়ে কেউই খুশি হতে পারে না,' ব্লুর পাশে নিজেকে একেবারে সাধারণ ও উপরিতলের ভেবে বলল কা।

ব্লুর চেহারা বলছে, এবার যে কথা বলতে এখানে এক হয়েছি সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। 'আত্মঘাতী মেয়েদের পরিবারের সাথে আলাপ করেছ তুমি,' বলল সে। 'ওদের সাথে কেন কথা বলতে চাইছ?'

'আত্মহত্যা নিয়ে গবেষণা করার জন্যে।'

'পশ্চিমা পত্রিকার জন্যে?'

'হ্যাঁ, পশ্চিমের খবরকাগজের জন্যে,' বিশেষ গর্বের সাথে বলল কা, যদিও জার্মানির কোনও পত্রিকার সাথে ওর সম্পর্ক নেই। 'আর তুরস্কেও, *রিপাবলিকানের* জন্যে,' বিব্রত সুরে আবার বলল ও।

'কেবল পশ্চিমা পত্রিকাগুলো আগে আগ্রহ দেখালেই তুর্কি পত্রিকাগুলো আগ্রহ দেখায়,' বলল ব্লু। 'নইলে দারিদ্র্য আর আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করা আক্রমণাত্মক। এসব নিয়ে ওরা এমনভাবে কথা বলে যেন সভ্য জগতের বাইরে কোথাও ঘটছে। যার মানে তোমাকেও জোর করে ইউরোপে নিবন্ধ প্রকাশ করতে বাধ্য করা হবে। সেজন্যেই তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছি, তুমি আত্মঘাতী মেয়েদের নিয়ে লিখতে পারবে না, সেটা তুর্কি পত্রিকার জন্যেই হোক বা ইউরোপেরই হোক! আত্মহত্যা মহাপাপ। যত বেশি নজর দেবে তত বেড়ে ওঠে এই অসুখ। বিশেষ করে ইদানীংকার ঘটনাগুলো। কোনও মুসলিম মেয়ের হিযাব সম্পর্কে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার কথা লিখলে বিষের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে সেটা।'

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি,' বলল কা। 'আত্মহত্যার আগে মেয়েটি যথারীতি ওজু করেছে, নামাজ পড়েছে। আমার ধারণা কাজটা করার কারণে হিযাব পরা মেয়েরা ওকে অনেক সম্মান করে।'

'যারা আতামহত্যা করেছে তারা তো মুসলিমই নয়!' বলল ব্লু। 'তাছাড়া ওরা হিযাবের ব্যাপারে একটা অবস্থান নিচ্ছে বলাটাও ভুল। এসব মিথ্যা ছড়ালে তাতে হিযাব পরা মেয়েদের ভেতরের বিবাদ, পরচুলা পরতে শুরু করা অসহায় মেয়েদের, বাবা-মা ও পুলিসের অবিরাম চাপের কারণে ওদের ধ্বংস হয়ে যাবার ব্যাপারে গুজবই আরও বেড়ে উঠতে দেবে তুমি। তুমি কি সেজন্যেই এসেছ, আরও অসহায় মেয়েকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে? এই মেয়েরা তাদের আল্লাহ-প্রেম আর পরিবারের প্রতি ভালোবাসার ভেতরে টানাপোড়েনে বাধা পড়ে এমন এক অসহায় অবস্থায় পড়েছে যে আত্মহত্যা করে শহীদি পথ ধরা ছাড়া কোনও উপায় দেখছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডেপুটি গভর্নর বলেছেন, কার্সের আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়েছে।'

'ডেপুটি গভর্নরের সাথে দেখা করতে গেছ কেন?'

'ঠিক যে কারণে পুলিসের কাছে গেছি: যাতে ওরা সারাদিন আমাকে অনুসরণ না করে।'

'হিযাব পরা মেয়েদের স্কুল থেকে বের করে দিতে দেখে বেশ আমোদ পেয়েছিল ওরা!' বলল ব্লু।

'যেভাবে দেখছি সেভাবেই সব লিখব আমি.' বলল কা।

'তোমার কটুক্তি কেবল রাষ্ট্র আর ডেপুটি গভর্নরের দিকেই চালিত হচ্ছে না, আমার দিকেও আসছে। তুমি যখন বোঝাতে চাইবে যে সেক্যুলার সরকার বা রাজনৈতিক ইসলামিস্টদের কেউই চাইছে না আত্মঘাতী মেয়েদের নিয়ে কিছু লেখা হোক, তখন আমাকে উস্কে দিতে চাইছ বলে বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'স্কুল থেকে বের করে দেওয়ায় মেয়েটা আত্মহত্যা করোনি, প্রেমের কারণে আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু তুমি হিযাব পরা একটা মেয়ে নিজেকে হত্যা করেছে– ভগ্ন হৃদয়ের কারণে আল্লাহর বিরুদ্ধে পাপ করেছে, লিখলে মাদ্রসার ছেলেরা ক্ষেপে উঠবে। কার্স ছোট জায়গা।'

'আমি ওই মেয়েদের সাথেই এসব আলাপ করার কথা ভাবছিলাম।'

'ঠিক,' বলল ব্লু। 'ওই মেয়েদেরই জিজ্ঞেস করো না কেন ওরা আসলেই ওদের সেই বোনদের কথা জার্মানির কোনও কাগজে বের হোক চায় কিনা যারা হিযাবের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়ায় এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে পাপের পথ ধরে এই পৃথিবী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।'

'ওদের জিজ্ঞেস করতে পারলে যারপর নাই খুশিই হবো!' গোঁয়ারের মতো বলল কা। যদিও ভয় লাগতে শুরু করেছে ওর।

'তোমাকে এখানে আনানোর আরও একটা কারণ আছে,' বলল ব্লু। 'এই মাত্র ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ড দেখে এসেছ তুমি। আমাদের পর্দানশীন মেয়েদের উপর রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া জুলুমের এটা একটা প্রত্যক্ষ ফল। তবে গোটা ব্যাপারটাই আসলে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র। প্রথমে ডিরেক্টর বেচারাকে তাদের নিষ্ঠুর নিয়ম চালু করার কাজে লাগিয়েছে, তারপর কোনও উন্মাদকে লেলিয়ে দিয়েছে তাকে হত্যা করানোর জন্যে যাতে মুসলিমদের উপর দায় চাপানো যায়।'

'তুমি দায় স্বীকার করছ নাকি ঘটনার নিন্দা করছ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল কা, যেন সত্যিই সাংবাদিক ও।

'রাজনৈতিক কারণে কার্সে আসিনি আমি,' বলল ব্লু। 'সম্ভবত এই আত্মহত্যার মহামারী ঠেকাতে এসেছি।' সহসা কা-র কাঁধে হাত রাখল সে। ওকে কাছে টেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিল। তারপর দুগালেই চুমু খেল। 'তুমি আধুনিক কালের দরবেশ। নিজেকে কবিতার কাছে সমর্পিত করার জন্যে জগতের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ। যারা নিরীহ মুসলিমদের অপমানিত করতে চায় তাদের ঘুটি হতে চাওয়াটা তোমার পক্ষে কখনওই ঠিক হয়নি। আমি যেমন তোমার উপর বিশ্বাস রাখব বলে ঠিক করেছি, তুমিও তেমনি আমার উপর বিশ্বাস রাখবে বলে ঠিক করেছ। আমাদের যাতে দেখা হয় সেজন্যে তুষার ভেঙে এত দূর এসেছ তুমি। এখন আমার ধন্যবাদ প্রকাশের জন্যে তোমাকে একটা নীতিকথা শোনাব।' আবার কা-র চোখে সরাসরি তাকাল সে। 'গল্পটা বলব?'

'বলো।'

'অনেক অনেক দিন আগের কথা, ইরানে এক অসম সাহসী ক্লান্তিহীন বীর ছিল। ওকে যারা চিনত তারা প্রত্যেকেই তাকে ভালোবাসত। ওকে রুস্তেম নামে ডাকত ওরা। একদিন শিকারে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলল সে। তারপর সেই রাতে তাঁবুতে ঘুমানোর সময় ঘোড়াটাও খোয়া গেল তার। রাকশ নামের ঘোড়াটার খোঁজ করতে গিয়ে তুরান নামে এক শত্রুদেশে চলে এল রুস্তেম। কিন্তু ওর নামের আগে ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে ওর সাথে সদ্ব্যবহার করল ওরা। তুরানের শাহ অতিথি হিসাবে স্বাগত জানালেন ওকে, তার সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করলেন। ভোজ শেষে শাহর মেয়ে ভালোবাসা প্রকাশের জন্যে তার ঘরে এল। তাকে বলল একটা সন্তান চায় সে। সৌন্দর্য আর চমৎকার কথায় তাকে ভুলিয়ে দিল। অচিরেই প্রেমে মেতে উঠল ওরা।

AMARBOI.COM

'পরদিন সকালে নিজের দেশে ফিরে এল রুস্তেম। কিন্তু একটা চিহ্ন রেখে এল ও–একটা বাজুবন্ধ–আগামী সন্তানের জন্যে। বাচ্চাটার যখন জন্ম হলো, মা ওকে জানাল স্বনামখ্যাত বীর রুস্তেমই তার বাবা। "আমি ইরানে যাচ্ছি," বলল ছেলেটা, "দুষ্ট শাহ বেলিভাসকে গদিচ্যুত করে বাবাকে সিংহাসনে বসাব...তারপর তুরানে ফিরে শাহ এফরাসিয়াহরও একই দশা করে নিজেকে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে আসীন করব। তারপর বাবা রুস্তেম আর আমি ইরান-তুরান শাসন করব–তার মানে গোটা পৃথিবীই আমাদের হাতে এসে যাবে!"

'একথা বলার সময় নিষ্পাপ, সহৃদয় সোহরাবের জানা ছিল না, শত্রপক্ষ ওর চেয়ে ঢের বেশি ধূর্ত আর চতুর। কারণ তুরানের শাহ এফরাসিয়াহ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর্থন দিলেও সোহরাব যাতে বাবাকে চিনতে না পারে সেই জন্যে শত্রুদের মাঝে নিজস্ব গোয়েন্দাদের রোপন করলেন।

'অনেক ছলচাতুরি আর নিষ্ঠুর নিয়তির ঘূর্ণী ও নানা কাকাতালীয় ঘটনার পর সবার জন্যে মহান সর্বশক্তিমানের নির্ধারিত বলে জানা সেই দিনটি এল যখন সোহরাব আর ওর বাবা রুস্তেম যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রত্যেকের পেছনে তার সেনাদল। কেউই অপরের চেহারা দেখতে পাচ্ছিল না। অবশ্য তাতে কিছু যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে না। দুজনই বর্ম পরে ছিল, বলা বাহুল্য ওরা কেউই একে অন্যকে চিনতে পারেনি। রুস্তেম অবশ্যই বর্মের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে, নইলে ওর সামনে দাঁড়ানো এই বীর বিশেষ করে তার সমস্ত শক্তি ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বসবে। আর ওদিকে সোহরাবের ছেলেমানুষী হৃদয়ে কেবল একটা ভাবনাই চলছিল। ইরানের সিংহাসনে বাবাকে দেখতে পাওয়া। তো সামনের শত্রুটি কে হতে পারে মুহূর্তের জন্যেও সেটা ভাবতে গেল না সে। তারপর এমন একটা সময় এল যখন যার যার সতর্ক বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহান হৃদয়ের বীর সামনে এগিয়ে তলোয়ার বের করে আনল।'

কা-র চোখের দিকে তাকানোর আগে একটু থামল ব্লু। ছেলেমানুষী কণ্ঠে যোগ করল, 'একশো বার এই গল্পটা পড়লেও এই জায়গাটায় এলেই গা শিউরে ওঠে, বুকটা ধকধক শুরু করে। কেন জানা নেই। কিন্তু কেন যেন নিজেকে নিজের বাবাকে হত্যা করতে উদ্যত সোহরাবের সাথে মিলিয়ে ফেলি। নিজের বাবাকে হত্যা করতে চাইবে কে? এমন একটা অপরাধের যে যন্ত্রণা সেটা শোনার মতো মন আছে কার? কে এই পাপের বোঝা বহন করতে পারে? বিশেষ করে নিষ্পাপ হৃদয়ের আমার নিজস্ব সোহরাব! এই সময়ে একমাত্র আশা ছিল পরিচয় না জেনেই শত্রুকে সোহরাব হত্যা করবে।

'আমার মনে যখন এসব ভাবনা চলে তখন দুই যোদ্ধা লড়াই শুরু করে দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকা সেই লড়াইতে কেউই অন্যজনকে হারাতে পারল না। ঘামে ভিজে, ক্লান্ত শরীরে তলোয়ার থামাতে লাগল ওরা। আমরা যখন প্রথম দিনের সন্ধ্যায় পৌঁছালাম, সোহরাবের জন্যে যেমন তেমনি বাবার কথা ভেবেও অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম আমি। গল্পটা বলে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছে যেন প্রথমবারের মতো পড়ছি; আমি জোর করে ভাবতে চাইছি যে বাবা আর ছেলে একে অন্যকে মারতে পারবে না, নিজেদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার একটা উপায় খুঁজে পাবে।

'দ্বিতীয় দিন আরও একবার সার বেঁধে দাঁড়াল দুই সেনাদল। আরও একবার বাপবেটা বর্ম পরে মুখোমুখি হলো নিষ্ঠুর সংঘাতে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সোহরাবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল–কিন্তু একে কি আমরা ভাগ্য বলতে পারি?–রুস্তেমকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে মাটিতে চেপে ধরল ও। ড্যাগার বের করে যখন বাবার গলায় নামনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, ওকে বলা হলো "ইরানে প্রথম দফাতেই শত্রুপক্ষের বীরদের মাথা কেটে ফেলার রেওয়াজ নেই। ওকে হত্যা করো না। নিষ্ঠুর কাজ হবে সেটা।" তো সোহরাব ওর বাবাকে হত্যা করল না।

'এই অংশ পড়তে গিয়ে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি আমি। সোহরাবের জন্যে ভালোবাসায় মনটা ভরে ওঠে। বাবা আর ছেলের জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত এই নিয়তির কী মানে? লড়াইয়ের তৃতীয় দিনের বেলায়, যেদিনটার জন্যে আমি অস্থিরভাবে অপেক্ষা করেছিলাম–আমার সকল প্রত্যাশার বাইরে, মুহূর্তের মধ্যে সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ হয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে সোহরাবকে ফেলে দিয়ে সামনে ঝাপিয়ে পড়ে ওর বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে তাকে মেরে ফেলল রুস্তেম। ঘটনার গতি ভয়ঙ্কর। দুঃখজনক। বাজুবন্ধটা দেখার পর রুস্তেম বুঝতে পারল আপন ছেলেকে মেরেছে ও, তখন ছেলের রক্তাক্ত লাশ কোলে তুলে নিল ও। কাঁদতে লাগল।

'এই পর্যায়ে আমি সব সময়ই কাঁদি, সেটা কেবল রুস্তেমের দুঃখটুকু বুঝতে পারি বলে নয়, বরং সোহরাবের মৃত্যুর কারণটা বুঝতে পারি বলেও। বাবার জন্যে সোহরাবের ভালোবাসাই ওকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন আমি প্রিয় বাবার প্রতি সোহরাবের ছেলেমানুষী, নিষ্পাপ ভালেবাসার উর্ধ্বে উঠে এসেছি, তাই এখন আরও প্রবল আর গভীরভাবে বাবার নিজের আর ছেলের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সংগ্রাম আর যে নিয়ম তাকে বেঁধে রেখেছে তার যন্ত্রণাটুকু বুঝতে পারি। সারা গল্প জুড়ে আমার সহানুভূতি যেখানে বিদ্রোহী আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সোহরাবের দিকে ছিল সেটা রুস্তেমের দিকে চলে যায়, শক্তিশালী দায়িত্বশীল বাবা, নিজের মতো একজন মানুষ।'

মুহূর্তের জন্যে থামল ব্লু। এমন দৃঢ়তার সাথে গল্প বলায়–কিংবা সত্যি বলতে যে কোনও গল্প–তার এমনি নৈপূন্যে ঈর্ষা বোধ করল কা।

'কিন্তু আমার কাছে এর কী মানে বা নিজেকে কীভাবে এই গল্পের সাথে সম্পর্কিত করি সেটা বোঝাতে গল্পটা বলিনি তোমাকে। বলেছি এটা বোঝাতে যে এই গল্পটার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে,' বলল ব্লু। 'হাজার বছরের পুরোনো এই গল্পটা এসেছে ফেরদৌসির *শাহনামা* থেকে। এককালে লক্ষ লক্ষ লোকের ঠোঁটস্থ ছিল–তাব্রিয থেকে ইস্তাম্বুল, বসনিয়া থেকে ত্রাবজোন পর্যন্ত–গল্পটা বলার সময় জীবনের অর্থ খুঁজে পেত ওরা। গল্পটা ওদের কাছে সেইভাবে কথা বলত ঠিক যেভাবে ঈদিপাসের বাবাকে হত্যা করা বা ম্যাকবেথের ক্ষমতা নিয়ে বিকারের গল্প সারা পশ্চিমা জগতের মানুষের কাছে কথা বলে থাকে। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যের ঘোরের ভেতর আটকা পড়ে যাওয়ায় আমরা নিজেদের গল্পকথা ভুলে গেছি। আমাদের বাচ্চাদের গল্পের বই থেকে প্রাচীন সব কাহিনী মুছে ফেলেছে ওরা। আজকাল আমরা আর *শাহনামা* রাখে ইস্তাম্বুলে এমন একটা বইয়ের দোকান খুঁজে পাই না। এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

দুজনই চুপ করে রইল।

'তুমি কী ভাবছ আন্দাজ করতে দাও,' বলল ব্লু। 'এই গল্পটা কি এতই সুন্দর যে এর জন্যে কেউ খুন করতে পারে? এটাই তো ভাবছ, তাই না?'

'জানি না।'

'তাহলে ভাব,' বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল ব্লু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

আপনি কি নাস্তিক?

আত্মহত্যায় নারাজ নাস্তিক

ব্লু ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পর কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কা। প্রথমে ভাবল ওর মনে কী 'ভাবনা' চলছে জিজ্ঞেস করতে ব্লু হয়ত আবার ফিরে আসবে। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল তাকে বুঝতে ভুল করেছে ও। নিজস্ব হাবভাব আর তোষামুদে উপায়ে ওকে একটা বার্তা দিচ্ছিল ব্লু। নাকি হুমকি ছিল সেটা?

যাই হোক, বিপদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কা বরং এখানে ওর কোনও অবস্থান না থাকার ব্যাপারটাই ভাবিত করছে। যে ঘরে মা আর বাচ্চাটাকে দেখেছিল সেটা এখন খালি। তেমনি প্রবেশ পথটাও খাখা করছে। পেছনে মূল দরজাটা বন্ধ করার সময় অনেক কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে দৌড় নামার ইচ্ছেটা দমন করল ও।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কা-র মনে প্রথমেই ভাবনা জাগল: তুষার কণারগুলো আর নড়ছে না। শূন্যে ওগুলোকে ঝুলে থাকতে দেখতে দেখতে মনে হলো যেন খোদ সময়ই বুঝি থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে হলো অনেক কিছুই বদলে গেছে; ও ভেতরে থাকার অবসরে বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু ব্লুর সাথে মাত্র বিশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল কা-র সাক্ষাৎ।

রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলল ও। মাথার উপর বিশাল মেঘখণ্ডের মতো ঝুলে থাকা তুষার ঢাকা সাইলো পার হয়ে এল। অচিরেই স্টেশনে পৌঁছে গেল। ফাঁকা নোংরা দালানের ভিতর দিয়ে এগোনোর সময় একটা কুকুরকে বন্ধুসুলভ কায়দায় লোমশ লেজ নাচাতে নাচাতে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। ওটার কপালে একটা শাদা গোল ছোপ। নোংরা ওয়েটিং রুমের দিকে তাকিয়ে তিনটা টিনএজ বয়সী ছেলেকে দেখতে পেল কা, সিসেম রোল দিয়ে কুকুরটাকে ইশারা করছিল ওরা। ওদের একজন নেসিপ, বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে কা-র দিকে এগিয়ে এল সে।

'আপনার এদিকে আসার কথা আমি কীভাবে জানলাম আমার বন্ধুদের কিছুতেই বলা চলবে না,' বলল সে। 'আমার সেরা বন্ধু ফাযিল আপনাকে জরুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা প্রশ্ন করতে চায়। আপনি যদি দয়া করে ওকে একটু সময় দিতেন, খুব খুশি হত ও।'

'ঠিকাছে,' বলল কা। তারপর অন্য ছেলেগুলো যেখানে বসে আছে সেই বেঞ্চটার দিকে এগিয়ে গেল।

ওদের পেছনে একটা পোস্টার যাত্রীদের আতাতুর্কের কাছে রেলরোডের গুরুত্বের বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছে, আরেকটা আত্মহত্যার কথা ভাবছে এমন কোনও মেয়ের মনে ভীতি জাগানোর প্রয়াস পাচ্ছে। কা-র হাত ধরতে দেয়াল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ছেলেগুলো। কিন্তু দারুণ সংকোচে ভুগছে ওরা।

'ফাযিল প্রশ্ন করার আগে মেসুর আপনাকে ওর শোনা একটা গল্প বলতে চায়,' বলল নেসিপ।

'না, আমি নিজে বলতে পারব না,' বলল মেসুর, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না বললেই চলে। 'দয়া করে আমার হয়ে গল্পটা একটু বলবে?'

নেসিপ গল্প বলার সময় কালো কুকুরটাকে লক্ষ করতে লাগল কা, নোংরা আধোঅন্ধকার স্টেশনে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে ওটা।

'ইস্তাম্বুল খিংবা শহরের প্রান্তের কোনও এক মাদ্রাসার ঘটনা এটা,' শুরু করল নেসিপ। 'শহরের সীমান্তে উপকণ্ঠে একটা সাধারণ বেপরোয়া জায়গা। টেলিভিশনে দেখা বড় বড় দালানগুলোর একটায় শহরের এক কর্তাব্যক্তির সাথে স্কুলের ডিরেক্টরের মিটিং হবার কথা ছিল। বিল্ডিংটে এলিভেটরে উঠে উপরে উঠতে শুরু করেছিলেন তিনি। এলিভেটরে আরও একজন লোক ছিল। তার চেয়ে বয়সে বড়। এই লোকটা ডিরেক্টরকে তার হাতে ধরা এটা বই দেখাচ্ছিল। বইটার কয়েকটা পাতা জোড়া লাগানো থাকায় মাদার অভ পার্ল-এর হাতলঅলা একটা ছুরি বের করে আনে সে, ঠিক একই সময় কোরানের কয়েকটা আয়াত তেলাওয়াত করে। এলিভেটরটা উনিশ তলায় থামার পর বের হয়ে আসেন ডিরেক্টর।

'পরের কয়েকদিন ধরে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেন তিনি। মৃত্যু নিয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোনও কাজেই আর মন বসাতে পারছিলেন না। এলিভেটরে দেখা লোকটার কথাও ভুলতে পারছিলেন না। পরহেজগার মানুষ ছিলেন স্কুল ডিরেক্টর। তো সান্ত্বনা আর পথ নির্দেশ পাবার আশায় এক সেরাহি দরবেশের সাথে দেখা করতে গেলেন তিনি। সকাল অবধি ওখানে বসে থেকে সব কষ্টের কথা খুলে বললেন, কাজটা শেষ হবার পর জনপ্রিয় দরবেশ তার রোগ নির্ণয় করলেন এইভাবে :

'"মনে হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ তুমি", বললেন তিনি। "সবচেয়ে খারাপ কথা, সেটা তুমি জানই না। আর যেন এটাই যথেষ্ট না, না জানার কারণে এমনকি তুমি গর্বও বোধ করছ! এলিভেটরের লোকটার কাছ থেকে এই রোগ পেয়েছ তুমি। তোমাকে নাস্তিক বানিয়ে দিয়েছে সে।" কাঁদতে কাঁদতে উঠে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ালেন ডিরেক্টর, মহান শেখের কথা অস্বীকার গেলেন তিনি, কিন্তু তখনও তাঁর মনের একটা অংশ খাঁটি আর নিষ্পাপ ছিল এবং এই অংশটাই তাকে নিশ্চিত করল যে সত্যি কথাই বলেছেন শেখ।

'নাস্তিক্যের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার পর ডিরেক্টর সাহেব তার সুন্দর সুন্দর ছোট ছাত্রদের উপর যুক্তিহীন চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাদের মায়েদের সাথে সময় কাটাতে শুরু করলেন তিনি। তিনি ঈর্ষা করতেন এমন টিচারের টাকা চুরি করলেন। সবচেয়ে খারাপ কথা, এইসব পাপ করার কারণে গর্বিত বোধ করতে লাগলেন তিনি। গোটা স্কুলকে একসাথে সমবেত করে তাদের বিরুদ্ধে অন্ধবিশ্বাসের অভিযোগ করতেন, বলতেন ওদের ঐতিহ্যের কোনওই অর্থ নেই, কেন ওরা তার মতো স্বাধীন হতে পারছে না। ফরাসী ছাড়া কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না তিনি। হাল ফ্যাশনের ইউরোপিয় পোশাক আশাকের পেছনে চুরি করা টাকা পয়সা খরচ করছিলেন। যেখানেই যেতেন সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন যে "পশ্চাদপদ" হওয়ায় ওদের তিনি কতটা ঘৃণা করেন।

'অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলটা অরাজকতার শিকার হয়ে পড়ল। ছাত্রদের একটা দল এক সুন্দরী সহপাঠীকে ধর্ষণ করল, আরেক দল এক বয়স্ক কোরান শিক্ষককে মারল। পুরো জায়গাটা বিদ্রোহের মতো একটা অবস্থায় এসে দাঁড়াল। আত্মহত্যা করার কথা ভেবে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যেতেন ডিরেক্টর, সাহসে কুলোত না বলে মনে মনে ভাবতেন আর কেউ তার হয়ে কাজটা করে দেবে। সেটা যাতে ঘটে–আল্লাহ মাফ করুন–সেজন্যে খুবই খোদাভীরু এক ছাত্রের সামনে মহামান্য পয়গম্বর মুহাম্মদকে গালাগালি করলেন। কিন্তু তার মাথা বিগড়ে গেছে জানা থাকায় তার ছাত্রটি তাকে স্পর্শও করল না। তিনি রাস্তায় নেমে চিৎকার করে বলে উঠলেন–আল্লাহ মাফ করুন–আল্লাহর কোনও অস্তিত্ব নেই, মসজিদগুলোকে ডিস্কো থেক-ও রূপান্তরিত করা উচিত; কেবল ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা নিলেই আমরা পশ্চিমের লোকজনের মতো ধনী হতে পারব। কিন্তু এবার তরুণ ইসলামিস্টরা তাকে খুন করতে চাইতে শুরু করায় সাহস হারিয়ে আত্মগোপনে চলে গেলেন তিনি।

'অসহায় অবস্থায় নিজের মরণ ইচ্ছে বাস্তবায়ন করার কোনও উপায় না পেয়ে আবার ইস্তাম্বুলের সেই দুর্ভাগ্যময় স্কাইস্ক্র্যাপারে ফিরে এলেন ডিরেক্টর। সেই একই এলিভেটর কারে উঠে তাকে প্রথমবারের মতো নাস্তিক্যের কাছে উন্মোচিত করা লোকটার দেখা পেলেন। লোকটা এমনভাবে হাসল যেন বোঝাতে চাইল তার পুরো কাহিনী তার জানা আছে। এবার আগের মতো করেই বইটা বাড়িয়ে দিল সে–নাস্তিক্যবাদের প্রতিষেধকও ওতেই মিলবে। ডিরেক্টর কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিলে লোকটা মাদার অভ পার্লের হাতলঅলা সেই ছুরিটা বের করে আনল, যেন পৃষ্ঠা কাটতে যাচ্ছে। কিন্তু এলিভেটরটা চলন্ত অবস্থাতেই সেটা ডিরেক্টরেরর গলায় সেঁধিয়ে দিল সে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেসিপ গল্প শেষ করার পর কা বুঝতে পারল আগেও জার্মানিতে ইসলামিস্ট তুর্কিদের কাছে এই গল্প শুনেছে ও। নেসিপের ভাষ্যে গল্পের শেষে রহস্যময় বইটা নামহীন রয়ে গেছে। কিন্তু মেসুর এবার নাস্তিক্যবাদের এজেন্ট হিসাবে পরিচিত দুএকজন ইহুদি লেখকের নাম বলল, সেই সাথে বেশ কয়েক জন কলামিস্টের নামও যারা রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমের প্রচারণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন–এদের একজন তিন বছর পরে আততায়ীর হাতে নিহত হবেন।

'ডিরেক্টর একাই ভুগছিলেন না–আমাদের মাঝে বহু নাস্তিক আছে। শয়তানের হাতে প্রতারিত হয়ে এখন আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা, শান্তি ও সুখের জন্যে মরিয়া,' বলল মেসুর। 'আপনি কি একথা মানেন?'

'জানি না।'

'কী বলতে চান, জানেন না মানে?' কিছুটা বিরক্তির সাথেই জানতে চাইল মেসুর।

'জানি না,' বলল কা।

'তাহলে একটা কথা বলুন। আপনি একথা মানেন কিনা যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই মহাবিশ্ব ও এর মাথে যা কিছু আছে–এমনকি আকাশ থেকে ঝরে পড়া ওই তুষারও সৃষ্টি করেছেন?'

'তুষার আমাকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়,' বলল কা।

'ঠিক, কিন্তু আল্লাহই এই তুষার সৃষ্টি করেছেন, এটা বিশ্বাস করেন?' জানতে চাইল মেসুর।

খানিক নীরবতা বজায় রইল। চাঁদের আলোর ম্লান আভায় তুষারে মজা করতে কালো কুকুরটাকে প্ল্যাটফর্মের দরজা গলে দৌড়ে বের হয়ে যেতে দেখল ও।

'আপনি জবাব দিচ্ছেন না,' বলল মেসুর। 'কেউ আল্লাহকে জানলে, ভালোবাসলে কোনওদিনই আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ করবে না। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না, কারণ আপনি নিজের নাস্তিক্য স্বীকার করার মতো সাহস রাখেন না। তবে আমরা সেটা আগে থেকেই জানি। সেজন্যেই আমি বন্ধু ফাযিলের পক্ষে প্রশ্নটা করতে চেয়েছি। আপনি কি গল্পের হতভাগ্য নাস্তিকের মতো একই রকম ভয়ঙ্কর খোঁচা বোধ করেন? আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে আপনার?'

'আমি যত দুঃখ কষ্টেই থাকি না কেন, আত্মহত্যাকে সব সময়ই ভীতিকর মনে হয়,' বলল কা।

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল ফাযল। 'বেআইনী বলে? কিন্তু রাষ্ট্র মানুষের জীবনের পবিত্রতার কথা বলাতে গিয়ে সব সময় ভূল করে। কেন আপনি আত্মহত্যা করতে ভয় পান? বোঝান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দয়া করে আমার বন্ধুর জেদের জন্যে কিছু মনে করবেন না,' বলল নেসিপ। 'বিশেষ একটা কারণে ফাযিল প্রশ্নটা করেছে–খুবই বিশেষ কারণে।'

'আমি যেটা জানতে চাই,' বলল ফাযিল, 'সেটা হলোঃ আপনি কি আত্মহত্যা করতে চাওয়ার মতো অসুখী, সমস্যাক্রান্ত নন?'

'না,' বলল কা। বিরক্তি বোধ করতে শুরু করেছে ও।

'দয়া করে আমাদের কাছে কিছু লুকোনোর চেষ্টা করবেন না,' বলল মেসুর। 'স্রেফ আপনি নাস্তিক বলেই আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে যাব না।'

উত্তেজনাকর নীরবতা নেমে এল। উঠে দাঁড়াল কা। নিজের মনের ভাব ওদের বুঝতে দেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। হাঁটতে শুরু করল ও।

'কোথায় যাচ্ছেন? দয়া করে যাবেন না,' বলল ফাযল। থমকে দাঁড়াল কা, কিন্তু কিছু বলল না।

'আমারই বোধ হয় কথা বলা উচিত,' বলল নেসিপ। 'আমরা তিনজনই ঈমানের খাতিরে সব কিছু ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া মেয়েগুলোর প্রেমে পড়েছি। সেক্যুলার কবিরা ওদের বলে *অবগুণ্ঠিত মেয়ে*। আমাদের কাছে ওরা স্রেফ মুসলিম মেয়ে। বিশ্বাস বাঁচাতে ওরা যা করছে সব মুসলিম মেয়েরই সেটা করা জরুরি।'

'পুরুষদেরও,' বলল ফাযিল।

'অবশ্যই,' বলল নেসিপ। 'আমি হিকরানের প্রেমে পড়েছি। মেসুর প্রেমে পড়েছে হান্দের। ফাযিল তেসলিমের প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু এখন আর সে বেঁচে নেই। কিংবা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাসই করতে পারছি না বিশ্বাসের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত কোনও মুসলিম মেয়ে আত্মহত্যা করে বসতে পারে।'

AMARBOI.COM

'হয়ত যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না ও,' মন্তব্য করল কা। 'শত হোক, তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল ও, ওর পরিবার হিযাব খুলে ফেলার জন্যে চাপ দিচ্ছিল।'

'কোনও জুলুমই একজন ঈমানদারের এই গুনাহকে জায়েজ করে না,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল নেসিপ। 'আমরা এমনকি ফজরের নামাজ পড়তে ভুলে গেলে বা বাদ পড়ে গেলেও আমাদের মনের এমন একটা অবস্থা হয় যে রাতে আমরা ঘুমাতে পারি না বললেই চলে। এমন একটা ব্যাপার যত বেশি ঘটে আমরা তত আগে ভাগে মসজিদের দিকে ছুটি। কারও ঈমান যখন এতখানি মজবুত হয়, সে তখন এমনি গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সবই করবে–এমনকি জুলুমে ভরা জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ পর্যন্ত।'

'আমরা জানি আপনি তেসলিমের পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন,' বলল ফাযিল। 'ওরা কি মনে করে সে আত্মহত্যা করেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, তাই মনে করে ওরা। বাবা মার সাথে টিভিতে *মারিয়ামা* দেখেছে সে, তারপর গোসল করে নামাজ পড়েছে।'

'তেসলিমে কোনওদিনই সোপ অপেরা দেখেনি,' কোমল কণ্ঠে বলল ফাযল।

'ওকে কতখানি ভালো করে চিনতে?' জিজ্ঞেস করল কা।

'ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না, আসলে আমাদের কোনওদিন আলাপও হয়নি,' কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল ফাযিল, 'একবার অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম ওকে, বেশ ভালোভাবেই পর্দা করা ছিল ও। তবে অবশ্যই আত্মার আত্মীয় হিসাবে খুব ভালো করে জানতাম ওকে। আপনি যখন অন্যদের চেয়ে ভিন্ন কাউকে দেখেন তখন তার সম্পর্কে সবকিছু জানা হয়ে যায়। আমার চেনা তেসলিমে কোনওদিনই আত্মহত্যা করতে পারে না।'

'হয়ত ওকে ভালো করে চিনতে পারোনি।'

'আবার হতে পারে পশ্চিমারা তেসলিমের খুনের ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্যে পাঠিয়েছে আপনাকে,' কম্পিত কণ্ঠে বলল মেসুর।

'না, না, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি,' বলল নেসিপ। 'আমাদের নেতারা বলেছেন আপনি একজন দরবেশ কবি। আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই আমাদের দারুণ বিষণ্ন করে তোলা একটা ব্যাপারে আপনার সাথে আলাপ করতে চেয়েছি। এইমাত্র মেসুরের কথার জন্যে ফাযিল আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে।'

'মাফ চাইছি,' বলল ফাযিল। একদম লাল হয়ে আছে ওর চেহারা। চোখে জল জমে উঠতে শুরু করেছে।

শান্তি ফিরে আসার অবসরে চুপ রইল মেসুর।

'ফাযিল আর আমি রক্তের ভাই,' বলল নেসিপ। 'বেশির ভাগ সময়ই আমরা একই কথা ভবি, পরস্পরের মনের ভাব বুঝতে পারি। আমার মতো ফাযিলের আবার রাজনীতিতে কোনও আগ্রহ নেই। এখন বলুন আমাদের দুজনের একটা উপকার করতে পারবেন কিনা। ব্যাপারটা হলো, আমরা দুজনই বাবা মা আর রাষ্ট্রের দিক থেকে আরোপ করা চাপের কারণে তেসলিমে আত্মহত্যার মতো একটা গুনাহর কাজ করতে বাধ্য হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু তেসলিমে যদি গল্পের নাস্তিকের মতো গোপনে নাস্তিক থেকে থাকে, যদি নিজেদের অজান্তেই নাস্তিক হয়ে যাওয়া সেইসব দুর্ভাগাদের মতো হয়ে থাকে সে, বা যদি নাস্তিক থাকায়ই আত্মহত্যা করে থাকে, তাহলে ফাযিলের পক্ষে সেটা হবে প্রলয়ঙ্কর। এর মানে হবে একজন নাস্তিকের সাথে বাস করা।

'একমাত্র আপনিই আমাদের এভাবে কষ্ট দিয়ে চলা সন্দেহ দূর করতে পারেন। একমাত্র আপানিই ফাযিলকে স্বস্তি দিতে পারেন। আপনি কি আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি কি নাস্তিক?' অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে জানতে চাইল ফাযিল। 'যদি নাস্তিক হয়ে থাকেন, তবে কি আপনি আত্মহত্যায় প্ররোচিত হন?'

'নিজেকে নিশ্চিতভাবেই নাস্তিক বলে জানার সময়ও আত্মহত্যা করার কোনও তাগিদ বোধ করিনি,' বলল কা।

'আমাদের প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ,' বলল ফাযিল। এখন বেশ শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'আপনার হৃদয় খুবই মায়া ভরা, কিন্তু আপনি আল্লাহয় বিশ্বাস করতে ভয় পান।'

মেসুরকে এখনও ওর দিকে চোখ রাঙিয়ে চেয়ে থাকতে দেখে ওদের সাথে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদ বোধ করল কা। এরই মধ্যে দূরে সরে গেছে ওর মন। মনের ভেতরে একটা ইচ্ছার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা টের পেল। কিন্তু আবার একই সময়ে ওর চারপাশের কর্মকাণ্ডের কারণে নিজেকে ওই স্বপ্নের কাছে সমর্পণ করতে পারছে না। পরে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারবে যখন, তখন বুঝতে পারবে ওই স্বপ্নটার উদয় হয়েছিল আইপেকের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, ওর মৃত্যু ভয় ও আল্লাহয় বিশ্বাস করার ব্যর্থতা থেকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ভিন্ন একটা কিছু জানতে চাইল মেসুর।

'দয়া করে আমাদের ভুল বুঝবেন না,' বলল নেসিপ। 'কেউ নাস্তিক হলে তাতে আমাদের আপত্তি নেই। মুসলিম সমাজে সব সময়ই নাস্তিকদের স্থান রয়েছে।'

'তবে কবরস্থান আলাদা রাখতে হবে,' বলল মেসুর। 'ঈমানদের সাথে বেঈমানদের কবর দিলে ঈমানদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি হবে। মানুষ যখন তাদের অবিশ্বাস লুকিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তখন তারা কেবল জীবীতদের দেশের জন্যেই নয়, বরং গোরস্থানেও অশান্তি ডেকে আনে। এটা কেবল হাশরের দিন পর্যন্ত বেঈমানদের সাথে বাস করার কষ্ট নয়, সবচেয়ে ভয়ের কথা হচ্ছে শেষ বিচারের দিনে কোনও দুর্ভাগা নাস্তিকের সাথে আবার বেঁচে ওঠা...কবি মহোদয়, কা বে, আপনি এককালে নাস্তিক থাকার কথা লুকোননি। হয়ত এখনও তাই আছেন। তো আমাদের বলুন, আকাশ থেকে কে তুষার ঝরান? তুষারের রহস্য কী?'

মুহূর্তের জন্যে ফাঁকা ট্র্যাকের উপর অঝোরে ঝরে চলা তুষার দেখার জন্যে বাইরে তাকাল সবাই।

এখানে কী করছি আমি? নিজেকে জিজ্ঞেস করল কা। এখান থেকে তুষারের কণাগুলোকে কেমন ভয়ঙ্কর লাগছে। আমার জীবনটা কী জঘন্য। মানুষ জীবন যাপন করে, তারপর হঠাৎ সব কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কা-র মনে হলো ওর অর্ধেকটা আত্মা এই মাত্র ওকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু বাকি অর্ধেক এখনও রয়ে গেছে। তুষার কণার মতো নিয়তির লিখন হিসাবে ঝরে পড়বে ও। ওর জীবনটা যে বিষণ্ন পথে রয়েছে সে পথেই নিজেকে আপাদমস্তক গ্রাস করে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবে ও। শেভ করার পর ওর বাবার গা থেকে একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যত। এখন সেই গন্ধটাই ফিরে এসেছে ওর কাছে। মাকে মনে পড়ল ওর, নাশতা বানাচ্ছে; ঠাণ্ডা কিচেনে স্লিপারে রাখা ওর পাজোড়া ব্যথায় টনটন করছে। একটা চিরুণী দেখতে পেল ও মনের ভেতর। রাতে কাশতে কাশতে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মা ওকে চিনির মতো গোলাপি স্যুপ ঢেলে দিচ্ছে, মনে পড়ল। মুখে চামচের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। সমস্ত মন দিয়ে জীবনকে নির্মাণ করা ছোটছোট জিনিসগুলোর কথা ভাবতে শুরু করার পরই বুঝতে পারল সেগুলো কেমন করে একটি পূর্ণাঙ্গ সমগ্র গড়ে তোলে, তখন তুষারের কণা দেখতে পেল ও...

তো মনের গভীর গহন থেকে আহ্বান শুনতে পেল কা: ওর শোনা আহ্বান কেবল মুহূর্তের অনুপ্রেরণামাত্র, একমাত্র যে শব্দটা ওকে সুখী করে তুলতে পারে, নিজের ভাবনার শব্দ। চার বছরের ভেতর এই প্রথম ওর মাঝে একটা কবিতা আসছে; যদিও এখনও কথাগুলো শুনতে পায়নি, কিন্তু জানে এরই মধ্যে লেখা হয়ে গেছে সেটা। এমনকি লুকনোর জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও শক্তি আর নিয়তির সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত করছে সেটা। কা-র মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তিন তরুণকে বলল ওকে এবার যেতে হবে, তারপর তুষারের ভেতর দিয়ে দ্রুত পায়ে আগে বাড়ল, সারাক্ষণ হোটেলে ফিরে যে কবিতাটা লিখবে সেটার কথা ভাবছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

এই কবিতাটা কেন এত সুন্দর?

তুষার ও সুখ

কামে পা রেখেই গা থেকে কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলল কা, ফ্রাংকফুর্ট থেকে নিয়ে আসা সবুজ নোট বই খুলে মনে আসতে থাকা কবিতটা হুবহু লিখে ফেলল। যেন আর কেউ ওর কানে কানে বলে দিচ্ছে এমন কোনও কবিতা কপি করার মতো: কিন্তু তারপরেও কাগজের বুকের শব্দগুলোর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছে ও, কারণ এর আগে কোনওদিনই এমন কবিতা লিখেনি; অনুপ্রেরণার একটা ঝলকের ভেতর দিয়ে, একবারও না থেমে; ওর মনের এক কোণে এর মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে ও। কিন্তু একের পর এক লাইন লেখা হয়ে যাবার সাথে সাথে ওর মনে হতে লাগল যে কবিতাটা সব দিক থেকেই নিখুঁত হয়েছে, ফলে ওর প্রফুল্ল মন আরও প্রবল বেগে কাঁপতে শুরু করল। এভাবে লিখতে গেলে একবারের জন্যেও না থেমে এখানে সেখানে ঠিক মতো শুনতে পায়নি এমন কিছু শব্দের জন্যে জায়গা খালি রেখে দ্রুত লিখে যেতে লাগল ও, এভাবে চৌত্রিশ লাইন লিখে ফেলল।

খানিক আগে ওর মনে জেগে ওঠা ভাবনার অনেকখানিই এই কবিতাটা গড়ে তুলেছে: তুষারপাত, গোরস্থান, স্টেশন বিল্ডিংয়ের আশপাশে খুশি মনে ঘুরে বেড়ানো কালো কুকুর, ছেলেবেলার স্মৃতির একটা সমাবেশ আর ওকে হোটেলে টেনে আনা ইমেজ: আইপেক। স্রেফ ওর চেহারার কথা ভাবলেই ওর মনটা সীমাহীন সুখে ভরে ওঠে–কতটা ভীত করে তোলে! কবিতাটার নাম রাখল ও "তুষার"।

অনেক পরে কেমন করে এই কবিতাটা লিখেছে ভাবতে গিয়ে ওর মনের পর্দায় তুষারকণার দৃশ্য ফুটে উঠেছিল, এই তুষার কণা, স্থির করেছে ও, ওর জীবনেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ; যে কবিতা ওর জীবনের অর্থ তুলে ধরেছে; এখন নিজেকে তার কেন্দ্রে বসে থাকতে দেখেছে ও। কিন্তু–ঠিক এই কবিতাটা যেমন সহজ ব্যাখ্যা অস্বীকার করে–এটা বলা কঠিন যে ঠিক ওই মুহূর্তে ও কতখানি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর ওর জীবনের কতটা এই বইয়ের উন্মোচনের প্রয়াসের লক্ষ্য গোপন সমরূপতা দিয়ে স্থির হয়েছিল।

কবিতাটা শেষ করার আগে নীরবে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দৃশ্যের দিকে তাকাল কা: বড় বড় তুষারকণাগুলো হাওয়ায় এমন রাজকীয়ভাবে ভাসছে, ওর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো কেবল তুষারপাতের দিকে তাকিয়ে থেকেই কবিতাটাকে পূর্ব নির্ধারিত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

দরজায় টোকা পড়ল। কবাটটা খোলার মুহূর্তে শেষ দুটো লাইন মাথায় এল ওর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো হারিয়ে ফেলল—কা-র কার্সে অবস্থানের পুরো সময়টাই নিখোঁজই থাকবে ওগুলো।

আইপেক এসেছে। 'তোমার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি,' চিঠিটা ওর হাতে দিতে দিতে বলল ও।

চিঠিটা হাতে নিয়ে না দেখেই একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল কা। 'আমি এখন এত সুখী' বলল ও।

একমাত্র অশ্লীল লোকরাই এজাতীয় কথা বলে ভেবে এসেছে ও। 'আমি যে কত খুশি,' কিন্তু এখন নিজে বলতে গিয়ে কোনও লজ্জা লাগল না।

'ভেতরে এসো,' আইপেককে বলল ও। 'খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে!'

বিষণ্ন চেহারায় ভেতরে ঢুকল আইপেক। যেন নিজের ঘরের মতোই এই রুমটা চেনা ওর। কা-র মনে হলো বিচ্ছিন্ন থাকার সময়টা ওদের ঘনিষ্ঠতাই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কীভাবে ঘটেছে বলতে পারব না,' বলল কা। 'কিন্তু এই কবিতাটার আমার ভেতর আসাটা সম্ভব হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ।'

'ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের অবস্থার অবনতি ঘটেছে,' বলল আইপেক।

'তিনি আগেই মারা গেছেন বলেই তো ধরে নিয়েছিলাম আমরা, সেদিক থেকে দেখলে একে সুসংবাদই বলতে হবে।'

'পুলিসরা ওদের জাল বড় করছে। ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিগুলোতে হানা দিয়েছে ওরা; এখন হোটেলে হোটেলে তল্লাশি করছে। এখানে এসে আমাদের বইগুলো দেখেছে ওরা। আমাদের সব অতিথি সম্পর্কে জেরা করেছে।'

'আমার সম্পর্কে কি বলেছে তুমি? আমরা যে বিয়ে করতে যাচ্ছি, বলেছ ওদের?'

'আমাদের মনের অনেক মিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে ভিন্ন চিন্তা চলছে। এইমাত্র শুনলাম মুহতারকে ধরে নিয়ে মেরেছে ওরা। অবশ্য পরে ওকে ছেড়ে দিয়েছে বলেই মনে হয়।'

'আমাকে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে বলেছিল ও। তোমাকে আবার বিয়ে করতে যেকোনও কিছু করতে রাজি আছে। জোর করে তোমাকে হিযাব পরাতে চেয়েছিল বলে হাজার বার ক্ষমা চেয়েছে।'

'কথাটা আগেই আমাকে বলেছে মুহতার। রোজই বলে,' বলল আইপেক। 'পুলিস তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার পর কী করেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শহরে ঘুরে বেরিয়েছি,' বলল কা। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও।

'আরে, আমাকে বলো!'

'ব্লুর সাথে দেখা করানোর জন্যে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। কাউকে বলতে নিষেধ করেছে।'

'তাহলে বলতে যেয়ো না,' বলল আইপেক। 'ব্লুকেও আমাদের বা বাবার কথা বলতে যেয়ো না যেন।'

'ওর সাথে তোমার কখনও দেখা হয়েছে?'

'কিছুদিন মুহতারের সাথে বেশ ভালো খাতির ছিল তার, তো বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল সে। কিন্তু মুহতার ইসলামের আরও মধ্যপন্থী ও গণতান্ত্রিক ধরন বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ওদের মাঝে দূরত্ব বেড়ে ওঠে।'

'আত্মঘাতী মেয়েদের কারণে এখানে আসার কথা বলছে সে।'

'এসব শুনে আবার কারও সাথে আলাপ জমানোর সাহস করতে যেয়ো না,' বলল আইপেক। 'খুবই সম্ভাবনা আছে যে আত্মগোপনের জায়গাটায় পুলিস আড়ি পেতে রেখেছে।'

'তাহলে ওকে ধরতে পারছে না কেন?'

'সুবিধাজনক মনে হলেই ধরবে।'

'আমি আর তুমি এখুনি এই শহর ছেড়ে চলে যাই না কেন?' জিজ্ঞেস করল কা।

ওর ভেতর অবর্ণনীয় সুখের সময় বরাবরই কিশোর বা তরুণ হিসাবে ওর মানের মাঝে জেগে ওঠা সেই অনুভূতিটুকু জেগে উঠছে: আসন্ন দুর্দশা আর অসহায়ত্বের আশঙ্কা।

আতঙ্কিত হয়ে সুখের মুহূর্তটুকুর সমাপ্তি টানার প্রয়াস পেল ও: আশা করল তাতে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য দুর্ভোগের মাত্রাটুকু কিছুটা হলেও কমানো যাবে। নিজেকে শান্ত করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায়, আপনমনে বলল ও, স্রেফ অনিবার্যকে মেনে নেওয়া: আইপেকের প্রতি ওর অনুভূত ভালোবাসা–ওর উদ্বেগের উৎস–হবে ওর সর্বনাশ; ওর সাথে উপভোগ করতে যাওয়া যে কোনও ঘনিষ্ঠতাই লবণ যেভাবে বরফ গলিয়ে দেয় সেভাবেই ওকে গলিয়ে দেবে; এই সুখের যোগ্য নয় ও, বরং নিশ্চিতভাবে দেখা দেওয়া অসম্মান আর অপমানই প্রাপ্য। নিজেকে সেজন্যে প্রস্তুত করে নিল ও।

কিন্তু সেটা ঘটল না। তার বদলে ওকে জড়িয়ে ধরল আইপেক। প্রথমে স্রেফ একে অন্যকে জড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর ওদের বন্ধুসুলভ আলিঙ্গন আবেগের দিকে বাঁক নিল; চুমু খেতে শুরু করল ওরা। অচিরেই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। ওর যৌন উত্তেজনার সাথে নৈরাশ্যবোধ খাপ খায় না। অচিরেই এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমাহীন কামনার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিল ও। অচিরেই স্বপ্ন দেখতে লাগল ওরা-একে অপরের পোশাক খুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেম করে চলেছে।

কিন্তু উঠে দাঁড়াল আইপেক। 'তোমাকে আমার খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। আমিও মিলিত হতে চাই, কিন্তু গত তিন বছর কারও সাথে শুইনি, তাছাড়া এই মুহূর্তে আমি তৈরিও নই,' বলল ও।

গত চার বছর আমিও কারও সাথে শুইনি, আপন মনে বলল কা। আইপেক ওর চেহারায় কথাগুলো লেখা আছে দেখতে পাচ্ছে, নিশ্চিত হয়ে গেল ও।

'আর তৈরি থাকলেও,' বলল আইপেক, 'বাবা এত কাছে, একই বাড়িতে থাকতে আমি কোনওভাবেই প্রেম করতে পারতাম না।'

'আমার সাথে তোমাকে নগ্ন শুতে হলে তোমার বাবাকে বাড়ির বাইরে যেতেই হবে?' জিজ্ঞেস করল কা।

'হ্যাঁ। কিন্তু বলতে গেলে হোটেলের বাইরে ও যায়ই না। কার্সের বরফ ঢাকা রাস্তাঘাট তেমন একটা পছন্দ নয় ওর।'

'ঠিকাছে তাহলে, এখন আর ভালোবাসার প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটা লম্বা চুমু তো খাওয়া যায়,' বলল কা।

'ঠিকাছে।'

খাটের কিনারে বসে থাকা কা-র দিকে ঝুঁকে পড়ল আইপেক। ওর কাছে যাবার আগে ওকে একটা দীর্ঘ সিরিয়াস চুমু খাওয়ার সুযোগ করে দিল।

'তোমাকে আমার কবিতা পড়ে শোনাই,' চুমু খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে বলল কা। 'কেমন হয়েছে জানতে চাও না?'

'আগে চিঠিটা পড়ো। এক তরুণ দরজায় রেখে গেছে।'

চিঠিটা খুলে জোরে জোরে পড়ল কা।

'আমার প্রিয় ছেলে কা,

'তোমাকে ছেলে বলে ডাকি, এটা না চাইলে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। গতরাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। আমার স্বপ্নে তুষারপাত হচ্ছিল, মাটিতে নেমে আসা প্রতিটি তুষারকণা বেহেশতি জেল্লায় চকচক করছিল। এটা কোনও নিদর্শন কিনা বোঝার চেষ্টা করেছি। তারপর আজ বাইরে স্বপ্নে দেখা সেই একই তুষার দেখতে পেয়েছি আমি। ঠিক আমার জানালার সামনে ঝরে পড়ছিল। তুমি আমাদের ১৮ বেতারহানে স্ট্রিটের গরীবি বাড়ির সামনের দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। আমাদের সম্মনিত বন্ধু মুহতার, যাকে আল্লাহ এক কঠিন পরীক্ষার ফেলেছেন, আমাকে তুষারের যে অর্থ তুমি বের করেছ সেটা বলেছে। আমরা একই পথের যাত্রী। আমি তোমার অপেক্ষা করছি, জনাব।

'স্বাক্ষর:

সাদেত্তিন চেভহার'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেখ সাদেত্তিন,' বলল আইপেক। 'এখুনি চলে যাও ওর কাছে। ফিরে এসে সন্ধ্যায় বাবার সাথে ডিনার করতে পারবে।'

'কার্সের সবকটা উন্মাদের সাথেই কি দেখা করতে হবে?'

'তোমাকে বুকে ভয় পেতে বলেছি; একেও চট করে পাগল বলে নাকচ করতে যেয়ো না। এই শেখও ধূর্ত, মোটেই বেকুব না।'

'ওদের সবার কথা ভুলে যেতে চাই আমি। এবার কি কবিতাটা পড়ব?'

'পড়।'

ছোট টেবিলে বসে উত্তেজিতভবে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করেও থেমে গেল কা। 'ওখানে যাও,' আইপেককে বলল ও। 'পড়ার সময় তোমার চেহারা দেখতে চাই।' চোখের কোণ দিয়ে আইপেককে দেখতে পাচ্ছে নিশ্চিত হওয়ার পর আবার আবৃত্তি শুরু করল ও। 'সুন্দর না?' কয়েক মুহূর্ত পর জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, সুন্দর!' বলল আইপেক।

জোরে জোরে আরও কয়েক ছত্র পড়ে শোনাল কা, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল: 'সুন্দর না?'

'সুন্দর,' জবাব দিল আইপেক।

কবিতা পড়া শেষ হলে ও জানতে চাইল, 'এবার, বলো দেখি কবিতাটা কেন এত সুন্দর?'

'জানি না,' জবাব দিল আইপেক। 'তবে আমার কাছে খুবই সুন্দর লেগেছে।'

'মুহতার কখনও তোমাকে এমন কোনও কবিতা পড়ে শুনিয়েছে?'

'কোনওদিনই না,' বলল আইপেক।

এবার আবার জোরে জোরে কবিতাটা পড়তে শুরু করল কা, ক্রমশ বেড়ে উঠল শক্তি। কিন্তু ফের একই জয়েগায় এসে থামল ও, জানতে চাইল, 'সুন্দর কিনা?' এছাড়াও বেশ কয়েক জায়গায় পড়া থামিয়ে জানতে চাইল, 'কবিতাটা আসলেই অনেক সুন্দর, তাই না?'

'হ্যাঁ, আসলেই অনেক সুন্দর,' জবাব দিল আইপেক।

এত খুশি লাগল কা-র, এর আগে মাত্র একবারই এমন খুশি হয়েছিল ও, একটা বাচ্চার জন্যে কবিতা লিখে; যেন এক অদ্ভুত আর অপূর্ব আলো গ্রাস করে নিচ্ছিল ওকে, এই আলোর একটা রশ্মির ভেতর আইপেকের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে আরও বেশি খুশি লাগছে ওর। একে সব নিয়ম কানুন বাতিল হয়ে যাবার একটা লক্ষণ ধরে নিয়ে আইপেককে আলিঙ্গন করল ও। কিন্তু এবার আস্তে করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল ও।

'শোন, এখুনি আমাদের সম্মানিত শেখের কাছে চলে যাও। এখানে তার অনেক দাম। তুমি ধারণাও করতে পারবে না কতখানি। এই শহরের অনেক লোকই তার সাথে দেখা করতে যায়। এমনকি যারা নিজেদের সেক্যুলার ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারাও, অনেক আর্মি অফিসার। এমনও বলা হয় যে গর্ভনরের স্ত্রীও যায় ওখানে। এছাড়াও আরও অনেকে। অনেক সৈনিক। রাষ্ট্রের পক্ষে তিনি। তিনি হিযাব পরা মেয়েদের হিযাব খুলে ফেলা উচিত বলার পর প্রসপারিটি পার্টি টুঁ শব্দটিও করেনি। কার্সের মতো জায়গায় এমন শক্তিশালী একজন মানুষ যখন তোমাকে আমন্ত্রণ করে তখন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।'

'তুমিই মুহতারকে ওর সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলে?'

'তিনি তোমার মনের ভেতর আল্লাহকে ভয় করা অংশটাকে চিনে ফেলবেন বলে ভয় পাচ্ছ? তোমাকে তিনি ভীত করে ফেরত পাঠাবেন ভাবছ?'

'ঠিক এই মুহূর্তে অনেক সুখি আমি। ধর্মের কোনও প্রয়োজন নেই আমার,' বলল কা। 'তবে যাই হোক, আমার তুরস্কে ফিরে আসার কারণ সেটা নয়। একটা মাত্র জিনিসই আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারত: তোমার ভালোবাসা...আমরা কি বিয়ে করছি?'

খাটের কিনারে বসে পড়ল আইপেক। 'কই, যাও,' বলল ও। কা-র উদ্দেশে উষ্ণ মাদকতাময় হাসি দিল ও। 'তবে সাবধানে থেক কিন্তু, মনের দুর্বল অবস্থা বোঝার মতো এমন পাকা লোক আর হয় না। জিনের মতো তিনি তোমার মনের ভেতর ঢুকে পড়বেন।'

'আমাকে কি করবেন তিনি?'

'তোমার সাথে কথা বলবেন, তারপর হঠাৎ মেঝেতে লুটিয়ে পড়বেন। তোমার কয়েকটা সাধারণ মামুলি কথাকেই বেছে নিয়ে বলবেন দারুণ সব কথা বলেছ তুমি, তোমাকে সাচ্চা মানুষ বলে জোর করতে থাকবেন। এই পর্যায়ে তিনি মজা করছেন বলেও অনেকে ভেবেছে। কিন্তু এটাই মহামান্যের বিশেষত্ব। এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে কাজটা করেন তিনি যে শেষ পর্যন্ত তুমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে আসলেই তোমার কথাগুলো জ্ঞানের কথাই বটে। তিনি তোমার মতোই মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করেন। তিনি এমন ভাব করবেন যেন তোমার ভেতর মহৎ কিছু রয়েছে। খানিক বাদে তুমিও অন্তরের এই সৌন্দর্য দেখতে শুরু করবে। আর যেহেতু নিজের ভেতর কখনওই সৌন্দর্য দেখনি তুমি, তোমার মনে হবে নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর সত্তা। ফলে খুশি হয়ে উঠবে তুমি। অন্য কথায়, এই মানুষটার কাছে থাকার সময় এই পৃথিবীটা এক সুখময় জায়গা হয়ে ওঠে। সারাটা ক্ষণ তোমার ভেতরে ফিসফিস করে অন্য একটা কণ্ঠস্বর বলে চলে এসবই শেখের একটা খেলা, তুমি একটা বোকার হদ্দ। কিন্তু মুহতারের কথা থেকে যতদূর বুঝতে পেরেছি, তোমার মনে হবে তেমন হদ্দ বোকা হওয়ার মতো শক্তি আর তোমার ভেতর অবশিষ্ট নেই। এবার এমন ভয়াবহভাবে বিষণ্ন হয়ে উঠবে যে তোমার মনে হবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে পারবেন না। এবার তোমার মন–তোমার আত্মার ইচ্ছার কথা কিছুই যার জানা নেই–কিছুটা আপত্তি তুললেও সেটা যথেষ্ট

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়; তুমি শেখের তৈরি করা পথে চলতে শুরু করো, কারণ এটাই দুনিয়ার একমাত্র পথ যে পথে চললে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। শেখের বিশাল উপহার হচ্ছে তার সামনে বসে থাকা হতভাগ্যকে বিশেষ কিছু ভাবতে সক্ষম করে তোলা, খোদ মহামান্যের চেয়েও মহাবিশ্বের সাথে একাত্ম মনে হয় নিজেকে। কার্সের বেশির ভাগ লোকের কাছেই এই অনুভূতিটুকু অলৌকিক মনে হয়। কারণ ওরা জানে কার্সে ওদের মতো হতভাগ্য, বেচারা এবং ব্যর্থ আর নেই। তো তুমি বিশ্বাস করতে শুরু করো। প্রথমে শেখের উপর, তারপর ইসলামি বিশ্বাসের দীর্ঘদিন আগে ভূলে যাওয়ায় শিক্ষায়। জার্মানিতে ওদের ধারণা সেক্যুলরিস্ট ইন্টেলেকচুয়ালদের ঘোষণার বিপরীতে এটা খারাপ কিছু না। তুমি বাকি সবার মতো হয়ে উঠতে পারো। তুমি জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারো। একেবারেই সামান্য সময়ের জন্যে হলেও দুঃখ থেকে উদ্ধার পেতে পারো।'

'আমি অসুখী নই,' বলল কা।

'আসলে যে অসুখী সে আসলে অসুখী নয়। এমনকি সবচেয়ে দুঃখী মানুষটিরও গোপন সান্ত্বনা আর আশা রয়েছে, যাকে তারা গোপনে আলিঙ্গন করে। এটা ইস্তাম্বুলের মতো নয়, এখানে কোনও মেকি নাস্তিক নেই। এখানে সব কিছু সহজ সাধারণ।'

'এখন যাচ্ছি, কিন্তু সেটা কেবল তুমি বলছ বলে। বেতারহেন স্ট্রিটটা কোথায়? ওখানে কতক্ষণ থাকতে হবে আমাকে?'

'তোমার আত্মা খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া পর্যন্ত থেকো,' বলল আইপেক। 'আর বিশ্বাস করতে গিয়ে ভয় পেয়ো না।' কা-কে কোট পরতে সাহায্য করল ও। 'ইসলাম সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কি টাটকা আছে?' জিজ্ঞেস করল আইপেক। 'প্রাইমারি স্কুলে শেখা দোয়াগুলো মনে আছে? নিজেকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিতে পারো তুমি।'

'ছোট বেলায় আমাদের বুয়া আমাকে তেসভিকিয়ে মসজিদে নিয়ে যেত,' বলল কা। 'নামাজ পড়ার চেয়ে অন্য যারা আয়ার কাজ করত তাদের সাথে দেখার করার এটা একটা সুযোগ ছিল। নামাজ শুরুর আগে অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করত ওরা। আর আমি অন্য বাচ্চাদের সাথে কার্পেটে গড়াগড়ি খেতাম। স্কুলে টিচারের সাথে খাতির জমানোর জন্যে সমস্ত দোয়া মুখস্ত করেছিলাম। মেরে আমাদের ফাতিহা শিখতে সাহায্য করেছিল সে। আমাদের চুল ধরে জোরে টান লাগাত সে, ডেস্কের ডালার নিচে হাত চেপে ধরে রাখত, সেখানে 'ধর্মীয় বই' খোলা অবস্থায় রাখা থাকত। ইসলাম সম্পর্কে ওদের শেখানো সবই শিখেছি। তারপর ভুলে গেছি। এখন এমন হয়েছে যে ইসলাম সম্পর্কে আমার সব শিক্ষাই *দ্য মেসেজ* থেকে পাওয়া–সেই যে অ্যান্টনি কুইনের অভিনয় করা সেই ছবিটা।' হাসল কা। 'জার্মানির তুর্কি চ্যানেলে অল্প দিন আগেই দেখিয়েছে ওটা–তবে বিচিত্র কোনও কারণে জার্মান ভাষায়। আজ সন্ধ্যায় এখানেই থাকছ তো?'

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

'কারণ তোমাকে আবার আমার কবিতাটা পড়ে শোনাতে চাই,' নোট বই পকেটে রাখতে রাখতে বলল কা। 'তোমার কি মনে হয় এটা সুন্দর?'

'হ্যাঁ, আসলেই সুন্দর।'

'কোন জিসিনটা সুন্দর?'

'জানি না। সুন্দর, ব্যস,' বলল আইপেক। চলে যাবার জন্যে দরজা খুলল ও। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে চুমু খেল কা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগার

ইউরোপে ওদের খোদা কি আলাদা?

শেখ এফেন্দির সাথে কা

দ্রুত পায়ে হোটেল থেকে বের হয়ে এলো কা। পরে অনেকেই ওকে তুষারের ভেতর প্রপাগান্ডা ব্যানারের নিচে দিয়ে বেতারহেন স্ট্রিটের দিকে যেতে দেখার কথা জানিয়েছে আমাকে। ও এত খুশি ছিল যে, ঠিক ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রফুল্ল মানসিক অবস্থার মতো, ওর কল্পনার সিনেমায় যুগপৎ দুটি ফিল্ম বারবার ভেসে চলছিল। প্রথমটিতে জার্মানির কোথাও ছিল ও–যদিও ওর ফ্রাংকফুর্টের বাড়িতে নয়–আইপেকের সাথে মিলিত হচ্ছে। এই ফিল্মটা একটা ল্যুপে চলছে। অনেক সময় ওদের মিলিত হবার জায়গাটা ওর হোটেল রুম। দ্বিতীয় কাল্পনিক পর্দায় ওর "তুষার" কবিতার শেষ দুটি লাইনের সাথে সম্পর্কিত কথা আর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

পথের দিশা জানতে প্রথমে গ্রিন প্যাশচার কাফের সামনে থামল ও। এখানে আতাতুর্কের ছবি আর সুইস দৃশ্যের পাশে একটা শেল্ফে রাখা দুই সারি বোতল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল–তাড়াহুড়োয় থাকা কারও মতো স্থির মন নিয়ে–একটা ডাবল রাকি আর এক প্লেট শাদা পনির ও রোস্ট করা চিক-পীর ফরমাশ দিল। টেলিভিশনের ঘোষণা মোতাবেক ভারি তুষারপাত সত্ত্বেও কার্সের সর্ব প্রথম সরাসরি সম্প্রচারের সব রকম প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরপর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খবরের একটা সারসংক্ষেপ দেওয়া হলো। মনে হচ্ছে যেন শান্তির স্বার্থে ও ডেপুটি গভর্নরের জন্যে আর কোনও ঝামেলা এড়াতে কর্তৃপক্ষ ফোন করে ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর আর উল্লেখ করতে নিষেধ করে দিয়েছে ওদের। এইসব খবর শুনতে শুনতে ডাবল রাকিটুকু এক গ্লাস পানির মতো শেষ করে ফেলল কা।

তিন নম্বর রাকি শেষ করে শেখের বাড়ির পথ ধরল ও, চার মিনিট পরে, দোতলা থেকে ওকে স্বাগত জানাতে লাগল ওরা। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় এখনও পকেটে করে মুহতারের "সিঁড়িঘর" কবিতাটা বয়ে বেড়ানার কথা মনে পড়ে গেল ওর। এখানে সব কিছু ভালোয় ভালোয় চুকে যাবে ভেবে নিশ্চিত বোধ করছে ও। কিন্তু তারপরেও শিরদাঁড়ার কাছে কেমন যেন একটা শিরশিরে অনুভূতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগছে, ইঞ্জেকশন নিতে হবে না জানা থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারের কাছে যাবার সময় ছোট ছেলেদের যেমন হয়। সিঁড়ির একেবারে মাথায় আসার পর এখানে এসেছে বলে খারাপ লাগল ওর।

কা বুঝতে পারছে ও এসে পৌঁছানোমাত্রই শেখ ওর মনের ধুকপুকানি ধরে ফেলেছেন। কিন্তু শেখের মাঝে এমন কিছু আছে যার ফলে লজ্জিত বোধ করতে পারল না কা। ল্যান্ডিংয়ের দেয়ালে খোদাই করা ওয়ালনাট ফ্রেমে বাঁধানো একটা আয়না রয়েছে। আয়নাতেই শেখ এফেন্দির চেহারা প্রথম দেখতে পেল ও। বাড়িটা লোকের ভিড়ে এমন গিজগিজ করছে যে মানুষের নিঃশ্বাস আর শরীরের তাপে গোটা ঘরটা গরম হয়ে আছে। এক মুহূর্ত যেতে না যেতেই আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে বা ঘরে আর কারা আছে জানতে নজর বোলানোর আগেই কা আবিষ্কার করল শেখের হাতে চুমু খোচ্ছে ও।

প্রতি মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সহজ একটা মাহফিলে যোগ দিতে জনাবিশেক লোক এসেছে এখানে, শেখের বয়ান শুনতে ও মনের ভার কমাতে এসেছে ওরা। পাঁচ বা ছয়জন রয়েছে বণিক বা টি-হাউস কিংবা ডেইরির মালিক। এরা শেখের সাথে সময় কাটানোর প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগায়। এতে আনন্দ পায় ওরা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক তরুণও আছে, এক ট্যারা চোখ বাস কোম্পানির ম্যানেজার, বাস ম্যানেজারের বন্ধু এক বয়স্ক লোক, ইলেক্ট্রিসি বোর্ডের এক পাহারাদার, চল্লিশ বছর ধরে কার্সের হাসপাতালের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এক লোক; এবং আরও কয়েক জন।

কা-র চোখে-মুখে বিভ্রান্তি লক্ষ করে ওর হাতে চুমু খেতে সামনে ঝুঁকলেন শেখ। ভঙ্গিটার ভেতর প্রায় ছেলেমানুষি একটা ব্যাপার রয়েছেঃ যেন শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন তিনি। ঠিক এমন কিছুই করবেন বলে আশা করে থাকলেও পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল ও। ঘরের প্রত্যেকটা লোক ওদের লক্ষ করছে জেনেই আলাপ শুরু করলেন ওরা।

'আমার দাওয়াত কবুল করার জন্যে আল্লাহ তোমাকে রহম করুন,' বললেন শেখ। 'তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি আমি। তুষার ঝরছিল তখন।'

'হুজুর, আপনাকেও আমি স্বপ্নে দেখেছি,' বলল কা। 'এখানে সুখের দেখা পেতে এসেছি আমি।'

'এখানে, এই কার্সে তোমার সুখের জন্ম হয়েছে জেনে ভালো লাগছে,' বললেন শেখ।

'এই জায়গাটা, এই শহর, এই বাড়ি...আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়,' বলল কা। 'কারণ আপনারা সবাই আমার চোখে আগন্তুক, কারণ আমি সব সময় এসব জিনিস থেকে দূরে ছিলাম। আমি কখনও কারও হাতে চুম খেতে চাইনি–বা কেউ আমার হাতে চুমু খাক তাও চাইনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে হচ্ছে তুমি আমাদের ভাই মুহতারের কাছে একেবারে খোলা মনে তোমার অন্তরের সৌন্দর্যের কথা খুলে বলেছ,' বললেন শেখ। 'তো এখন আমাদের বলো, এই নিয়ামতের তুষারপাত তোমাকে কীসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে?'

শেখ যে ডিভানে বসে ছিলেন সেটার অন্য প্রান্তে জানালার একপাশে এবার মুহতারকে বসে থাকতে দেখল ও। ওর কপাল আর নাকে কয়েকটা ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে। চোখের চারপাশের পিঙ্গল ক্ষতগুলো আড়াল করতে গুটি বসন্তে অন্ধ বুড়ো মানুষের মতো বড় চশমা পরেছে ও।

'তুষার আমাকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে,' বলল কা। 'তুষার আমাকে সৃষ্টির রহস্য ও সৌন্দর্যের কথা, এই জীবনের অপরিহার্য আনন্দের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইল ও। জনাকীর্ণ ঘরের প্রতিটি চোখ ওর উপর স্থির হয়ে আছে। শেখকে বরাবরের মতো নির্লিপ্ত থাকতে দেখে বিরক্ত বোধ করল কা।

'আমাকে এখানে তলব করেছেন কেন?' জানতে চাইল ও।

'দয়া করে এমন কথা বলো না,' বলে উঠলেন শেখ। 'মুহতার বে ওদের তুমি কী বলেছ জানানোর পর মনে হলো তুমি হয়ত আমাদের সাথে মন খুলে কথা বলতে চাইবে। আমাদের সাথে কথা বলে বন্ধুর দেখা পাবে।'

'ঠিকাছে, আসুন কথা বলা যাক,' বলল কা। 'এখানে আসার আগে তিন গ্লাস রাকি খেয়েছি আমি।'

'কিন্তু আমাদের এত ভয় পাচ্ছ কেন?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলেন শেখ। যেন অবাক হয়েছেন তিনি। স্রেফ একজন ভালো স্থূলদেহী মানুষ তিনি। ওর চারপাশে সবার মুখে একই রকম আন্তরিক হাসি। 'আমাদের এত ভয় পাবার কারণটা বলবে?'

'বলব, তবে আমি চাই না আপনারা তাতে অপমানিত বোধ করেন।'

'আমরা অপমানিত বোধ করব না,' বললেন শেখ। 'দয়া করে এদিকে এসো, আমার পাশে বসো। আমাদের ভয় পাবার কারণ বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

শেখের হাবভাব অর্ধেক সিরিয়াস, অর্ধেক কৌতুক প্রবণ, এক মুহূর্তের নোটিসে শিষ্যদের হাসিতে ভেঙে পড়তে দিতে প্রস্তুত। তার ভঙ্গি কা-র পছন্দ হলো; শেখের পাশে অবস্থান গ্রহণ করার পরপরই তাকে অনুকরণে অনুপ্রাণিত হলো।

'আমি সব সময়ই চেয়েছি এই এলাকাটা সমৃদ্ধ, আধুনিক হয়ে উঠুক... এখানকার মানুষের মুক্তি চেয়েছি আমি,' বলল কা। 'কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমাদের ধর্ম সব সময় এসবের বিরোধী। হয়ত আমার ভুল হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। হয়ত অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি বলেই এসব স্বীকার করছি আমি।'

'দয়া করে এমন কথা বলো না!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইস্তাম্বুলে নিসান্তাসে সোসায়েটি পিপলের মাঝে বড় হয়েছি আমি। ইউরোপিয়দের মতো হতে চেয়েছি। মেয়েদের পর্দায় ঢেকে রাখতে চান এমন একজন খোদার সাথে ইউরোপিয় হয়ে কীভাবে খাপ খাওয়াব বুঝতে পারিনি। তাই ধর্মকে জীবনের বাইরে রেখেছি। কিন্তু ইউরোপে চলে গেলেও বুঝতে পেরেছিলাম গ্রাম্য দাড়িঅলা প্রতিক্রিয়াশীলদের আল্লাহ ছাড়াও অন্য একজন আল্লাহ থাকতে পারেন।'

'ইউরোপে ওদের খোদা কি ভিন্ন?' কৌতুক করে জানতে চাইলেন শেখ। কা-র পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি।

'আমি এমন একজন আল্লাহকে চেয়েছিলাম যিনি তার সামনে যেতে জুতো খোলার নির্দেশ দেন না ও অন্যের হাতে চুমু খেতে নতজানু হতে বাধ্য করেন না। আমি এমন এক আল্লাহকে চেয়েছি যিনি আমার একাকীত্বের প্রয়োজন বোঝেন।'

'আল্লাহ একজনই,' বললেন শেখ। 'তিনি সবই দেখেন, সবাইকে বোঝেন–এমনকি তোমার একাকীত্বের প্রয়োজনও। তুমি তাঁকে বিশ্বাস করলে, তোমার যদি জানা থাকে যে তিনি তোমার নৈঃসঙ্গের প্রয়োজন বোঝেন, তাহলে নিজেকে আর এত একা ভাববে না '

'একেবারেই খাঁটি কথা, হুজুর,' বলল কা। ঘরের সবার সাথেই কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে ওর। 'আমি নিঃসঙ্গ বলেই আল্লাহয় বিশ্বাস করতে পারি না। আর আল্লাহয় বিশ্বাস করতে পারি না বলেই নৈঃসঙ্গ্য থেকে বাঁচতে পারি না। আমার কি করা উচিত?'

মাতাল অবস্থায় সত্যিকারের শেখের সাথে এমনি সাহসী কথাবার্তা বলতে পেরে অপ্রত্যাশিতভাবে খুশি লাগলেও ওর মনের একটা অংশ এখনও জানে যে বিপজ্জনক এলাকায় পা রাখতে যাচ্ছে ও; তো শেখ চুপ করামাত্র ভীত হয়ে উঠল ও।

'তুমি সত্যিই আমার পরামর্শ চাও?' জানতে চাইলেন শেখ। 'আমরাও তোমার এইমাত্র উল্লেখ করা গ্রাম্য দাড়িঅলা প্রতিক্রিয়াশীলদের অংশ। এমনকি দাড়ি কেটে ফেললেও গ্রাম্যতার কোনও চিকিৎসা নেই।'

'আমিও গ্রাম্য, কিন্তু, আরও গ্রাম্য হতে চাই। তুষারের চাদরের নিচে দুনিয়ার সবচেয়ে অচেনা জায়গায় হারিয়ে যেতে চাই,' বলল কা।

আবার শেখের হাতে চুমু খেল ও। কাজটা কত সহজে করতে পারছে দেখে নিজের উপর খুশি হয়ে উঠল ও। কিন্তু ওর মনের একটা অংশ এখনও পশ্চিমা কায়দায় কাজ করে চলেছে। নিজের প্রতি ঘৃণা বোধ করছে ও।

'আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে আসার আগে একটা চিন্তা ছিল আমার মাথায়,' আবার বলল। 'আমি সারা জীবন অশিক্ষিতদের–চাদরে মাথা ঢেকে রাখা খালা আর তজবীহদানা হাতে দাড়িঅলা মামাদের মতো একই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে এসেছি বলে অপরাধ বোধ করেছি। আল্লাহয় বিশ্বাস না করার বেলায় আমার ভেতর এক ধরনের অহংকার কাজ করেছে। কিন্তু এখন আমি আকাশ থেকে অসাধারণ সুন্দর তুষারপাত ঘটাচ্ছেন যে আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস করতে চাইছি। জগতের গুপ্ত সামঞ্জস্যতার দিকে নজর রাখেন, আমাদের সবাইকে আরও সভ্য আর পরিমার্জিত করে তুলবেন এমন এক জন আল্লাহ।'

'অবশ্যই তিনি আছেন, বাবা আমার,' বললেন শেখ।

'কিন্তু সেই আল্লাহ আপনাদের মাঝে নেই। বাইরে আছেন তিনি। শূন্য রাতে, অন্ধকারে, অস্পৃস্যদের হৃদয়ে ঝরে চলা তুষারে আছেন তিনি।'

'নিজেই আল্লাহর সন্ধান করতে চাইলে চেষ্টা করে দেখো—অন্ধকারে নেমে পড়ো, তুষারে গড়াগাড়ি যাও, আল্লাহর ভালোবাসায় নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে কাজে লাগাও একে। তোমাকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের। কিন্তু এটা ভুলে যেয়ো না যে কেবল নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত উদ্ধত লোকেরা শেষ পর্যন্ত নৈঃসঙ্গেই পর্যবসিত হয়। আল্লাহ অহঙ্কার সহ্য করেন না। অহঙ্কারের কারণেই শয়তান বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।'

আরও একবার পরে আবার গ্লানিকর বলে মনে হবে এমন এক ভয়ে আক্রান্ত হলো কা। ও এখান থেকে চলে যাবার পর ওকে নিয়ে এরা যেসব কথা বলবে সেগুলো জানে বলেও ভীত বোধ করল। 'তাহলে আমি কী করব, হুজুর?' জানতে চাইল ও। আবার শেখের হাতে চুমু খেতে গিয়েও মত পাল্টাল। ও যে কতখানি বিভ্রান্ত হয়ে আছে সেটা ওর চারপাশের সবাই বুঝতে পারছে, জানে ও। ওর মাতাল দশাও অজানা নেই কারও। সেজন্যে খাট করে দেখছে ওকে। 'আপনি যে আল্লাহয় বিশ্বাস করেন তাঁকেই বিশ্বাস করতে চাই আমি, কিন্তু আমার ভেতর এক পশ্চিমা বাস করে বলে আমার মন বিভ্রান্ত।'

'তোমার মন এমন আন্তরিক হয়ে থাকলে সেটাকে তো ভালো লক্ষণই বলতে হবে,' বললেন শেখ। 'সবার আগে তোমাকে বিনয় শিখতে হবে।'

'সেটা কীভাবে শিখব?' জানতে চাইল কা। আরও একবার নিজের ভেতর ভেঙচানো শয়তানের অস্তিত্ব টের পেল।

'সন্ধ্যার খাবারের পর আমার সাথে যারা কথা বলতে চায় তারা সবাই এখানে এসে আমার সাথে যোগ দেয়। এখন তুমি যেখানে বসে আছ, এই ডিভানে,' বললেন শেখ। 'এখানে সবাই ভাই।'

এতক্ষণে কা বুঝতে পারল ওর চারপাশে ভীড় করে চেয়ার বা কুশনে বসে থাকা লোকগুলো আসলে ডিভানের এই কোণে বসার জন্যে লাইন দিয়েছে। ওর মনে হলো শেখ ওর কাছে আসলে কাল্পনিক লাইনের জন্যে ওর সমীহ পেতে চাইছেন, সুতরাং ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপায় হবে উঠে গিয়ে কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপয়ির মতো পেছনে অপেক্ষা করা। একথা ভেবে উঠে দাঁড়াল ও। আরও একবার শেখের হাতে চুমু খেয়ে দূরের এক কোণে একটা কুশনে গিয়ে বসল।

ওর ঠিক পাশেই বসে আছে ছোটখাট আকারের সোনার দাঁতঅলা দয়ালু একজন মানুষ; ইনোনু অ্যাভিনিউর এক টি-হাউসে কাজ করে সে। মানুষটা এত খাট আর কা এতটাই বিভ্রান্ত ছিল যে ওর মনে প্রশ্ন জাগল লোকটা বামন রোগের কোনও উপশমের জন্যেই এসেছে কিনা। নিসান্তাসে ওর ছোটবেলায় বেশ জাঁকাল এক বামন ছিল, রোজ সন্ধ্যায় স্কয়ারে জিপসিদের কাছে ভায়োলেটের একটা বুকে আর একটা কারনেশন কিনত সে। খাট মানুষটা ওকে বলল সেদিন খানিক আগে ওকে টি-হাউসের সামনে দিয়ে যেতে দেখেছে সে। কা ভেতরে ঢোকেনি বলে খারাপ লেগেছে তার। কা আগামীকাল ওর ওখানে গেলে যারপরনাই খুশি হবে সে। এই সময় ট্যারা চোখ বাস কোম্পানি ম্যানেজার ও তার বয়স্ক বন্ধুটি ফিসফিস করে কথা বলে উঠল। একটা মেয়ের কারণে খুব খারাপ একটা অবস্থার ভেতর দিয়ে যাবার কথা জানাল সে কা-কে–মদ খেতে শুরু করেছিল সে, আল্লাহর উপর সব বিশ্বাস হারানোর মতো বিদ্রোহী একটা অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কা তাকে মেয়েটাকে সে বিয়ে করতে পেরেছিল কিনা জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই কোম্পানি ম্যানেজার আবার বলে উঠল, 'আমরা জানতে পারলাম এই মেয়েটা আমাদের উপযুক্ত না।'

এবার আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কিছু নসিহত করলেন শেখ। খুব কাছে যারা বসেছিল তারা নীরবে মন দিয়ে শুনে গেল, কেউ কেউ এমনি প্রাজ্ঞ কথা শুনে মাথা দোলাল। এদিকে কোণের ওরা তিনজন কথা বলে চলল।

'আরও কিছু আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে,' বলল খাট লোকটা। 'কিন্তু সরকার আমাদের না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঠিক যেকারণে তাপমাত্রা কমার বিষয়টা আমাদের না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা–আমাদের মন ভেঙে দিতে চায় না। কিন্তু মহামারীর আসল কারণটা হলো ওরা মেয়েগুলোকে বয়স্ক লোকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে, যাদের ওরা ভালোবাসে না।'

কোম্পানি ম্যানেজার আপত্তি জানাল। 'আমার সাথে আমার স্ত্রীর যখন প্রথম দেখা হয়,' বলল সে, ' আমাকেও ভালোবাসত না সে।' মহামারীর বহু কারণ আছে বলে ঘোষণা করল সে। যেমনঃ বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য, অনৈতিকতা, ঈমানের কমজোরি। ওদের দুজনের কথাতেই একমত পোষণ করে বলে নিজেকে বরং দুমুখো বলে মনে হতে লাগল কা-র। বয়স্ক সঙ্গীটি ঝিমুতে শুরু করলে ট্যারা চোখ ম্যানেজার তাকে জাগাল।

দীর্ঘ নীরবতা বজায় রইল। কা-র মনে ভেতর শান্তির একটা অনুভূতি জেগে উঠল। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে ওরা, কেউই এত দূরে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। বাইরের আকাশে স্থির ঝুলে আছে বলে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া তুষারের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল ও। মধ্যাকর্ষণবিহীন কোনও জগতে এসে পড়েছে কিনা মনে মনে সেটাই বোঝার প্রয়াস পেল।

সবার মনোযোগ যখন ওর দিক থেকে সরে গেল, আরেকটা কবিতা হাজির হলো কা-র কাছে। নোট বইটা সাথেই ছিল, প্রথম কবিতাটির মতো এবারও ওর মনের ভেতর জেগে ওঠা কণ্ঠস্বরের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল ও। কিন্তু এবার পুরো ছত্রিশটি পঙক্তি একটানেই লিখে ফেলল ও। ড্রিঙ্কের কারণে এখনও ওর মনটা ঝাপসা হয়ে থাকায় কবিতাটা যে ভালো হয়েছে বুঝতে পারছে না সেটা। কিন্তু অনুপ্রেরণার একটা নতুন জোয়ার ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেই শেখের কাছে ক্ষমা চেয়ে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হয়ে এল। কী লিখেছে পড়তে সিড়িতে বসার পর দেখা গেল প্রথমটির মতো এটাও নিখুঁত হয়েছে।

সবে পার হয়ে আসা ঘটনাবলী আর প্রত্যক্ষ করা বিষয়গুলোই স্থান পেয়েছে কবিতায়। প্রথম কয়েকটি পঙক্তিতে শেখের সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কথোপকথনের ইঙ্গিত রয়েছে, অশিক্ষিত মানুষের আল্লাহর প্রসঙ্গ তোলার পর কা-র লজ্জাপূর্ণ চেহারার উল্লেখও আছে, আত্মহত্যা সম্পর্কে কয়েকটা প্রস্তাব, জগতের গোপন সামঞ্জস্যতা ও জীবনের সৃষ্টি; সোনার দাঁতঅলা এক লোক ও ট্যারা চোখা একজন ও কারনেশন হাতে ভদ্র বামন, সবাই ওর সাথে দাঁড়িয়ে আছে। যার যার জীবনের কথা বলছে।

নিজের কথার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না কা, এসবের আসলে মানে কী? অন্য কারও লেখা একটা কবিতা বলে মনে হচ্ছে একে–সেকারণেই, ভাবল ও, ওর সৌন্দর্য বুঝতে পারছে। কিন্তু বিষয়বস্তু বিবেচনায়, ওর নিজের জীবন বিবেচনায় এটাকে সুন্দর বলে আবিষ্কার করাটাও একটা ধাক্কা। এই কবিতার সৌন্দর্য কীভাবে বোঝা যাবে?

সিঁড়িঘরের লাইট টাইমারটা বন্ধ হয়ে যেতেই অন্ধকারে ঝাপিয়ে পড়ল ও। বোতাম খুঁজে পেয়ে আবার যখন বাতিটা জ্বালাল ও, চট করে নোট বইটার দিকে তাকাল একবার, সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটার নাম মাথায় খেলে গেল ওর: 'গুপ্ত সামঞ্জস্য'। পরে এসব ঘটনার দ্রুত গতিকে সে এই কবিতা ও এরপরে লেখা সব কবিতাই যে–খোদ এই জগতের মতো–ওর নিজস্ব সৃষ্টি নয় বলে দাবীর পেছনে প্রমাণে হিসাবে তুলে ধরবে। মনের এই ভাবনা নিয়ে এটাকে যুক্তি অক্ষের প্রথম কবিতার সারিতে নিয়ে যাবে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার

আল্লাহ যদি নাই থাকবেন, তাহলে গরীবের এই ভোগান্তি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

নেসিপ ও হিকরানের বিষাদ কাহিনী

হুজুরের বাড়ি ছেড়ে হোটেলের পথ ধরল কা। তুষারের ভেতর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে আগে বাড়ার সময় আইপেকের কথা ফিরে এল ওর মনে। আর বেশিক্ষণ নয়, বুঝতে পারছে ও, আবার ওর সাথে দেখা হবে। হালিত পাশা অ্যাভিনিউ ধরে এগোনোর সময় পিপলস পার্টির প্রচারকদের প্রথম দলটাকে অতিক্রম করল ও, তারপর পরীক্ষা শেষে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে আসা ছাত্রদের একটা জটলা পার হলো। ছাত্ররা আজ রাতে টেলিভিশনে কী দেখাবে, কেমিস্ট্রি টিচারকে বোকা বানানো কত সহজ সেসব নিয়ে আলাপ করছে। আমি আর কা ওদের সমান থাকতে যেভাবে একে অন্যকে খোঁচা মারতাম ঠিক সেভাবেই একে অপরকে খোঁচা মারছে।

এক মা আর বাবাকে বাচ্চার হাত ধরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আসতে দেখল কা, এইমাত্র দালানের দোতলায় দাঁতের ডাক্তারের সাথে দেখা করে এসেছে ওরা। ওদের পোশাক-আশাক দেখেই বোঝা যায়, আয় রোজগার তেমন সুবিধার নয়, কিন্তু তারপরেও আদরের ছেলেকে সরকারী ডিসপেন্সারিতে নেওয়ার বদলে প্রাইভেট ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানে চিকিৎসা অনেক কম বেদনাদায়ক হবে বলে ভেবেছে ওরা। মেয়েদের স্টকিং, থান কাপড়, রঙিন পেন্সিল, ব্যাটারি ও ক্যাসেট বিক্রেতা একটা দোকানের খোলা দরজা পথে আবারও পেপিনো ডি ক্যাপ্রির 'রোবার্তা' বাজতে শুনতে পেল ও, মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় চাচার সাথে বসফরাসে বেড়াতে গিয়ে রেডিওতে গানটা শুনেছিল।

ওর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠতেই কা-র মনে হলো আরেকটা কবিতা আসছে বুঝি ওর কাছে, তাই চোখে পড়া প্রথম টি-হাউসেই থেমে চোখে পড়া প্রথম টেবিলেই বসে পড়ল; তারপর পেন্সিল আর নোট বই বের করে নিল।

অনেকক্ষণ ধরে ভেজা চোখে ফাঁকা পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিজের পূর্বাভাস শুধরে নিল ও। আসলে, ওর কাছে কোনও কবিতা আসছিল না, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে ওর প্রাণশক্তি এতটুকু কসল না। বেকার লোকজন আর ছাত্রে গিজগিজ করছে টি-হাউস। চারপাশের দেয়ালগুলো কেবল সুইটযারল্যান্ডের বিভিন্ন ছবি দিয়েই নয় বরং নানান নাটকের পোস্টার, নিউজপেপার কার্টুন, নানা রকম ক্লিপিং, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার শর্তাবলীর একটা ঘোষণা আর এ বছর কার্সস্পোরের সকার ম্যাচের শিডিউল দিয়েও ঢাকা। আগের খেলাগুলোর ফল—বেশিরভাগই পরাজয়ের—বিভিন্ন হাতে পেন্সিলে দাগ দিয়ে রাখা, এরযামসপোরের সাথে ৬-১ গোলে হারার খবরের পাশে কেউ একজন এমন একটা কথা লিখেছে যেটা কা আগামীকাল লাকি ব্রাদার্স টি-হাউসে বসে লেখা 'মানবতা ও নক্ষত্র' কবিতায় কাজে লাগাবে:

এমনকি তোমার মা তোমাকে কোলে তুলে নিতে বেহেশত থেকে নেমে এলেও,
এমনকি তোমার দুষ্ট বাবাও একটা রাত তোমার গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত থাকলেও,
কপর্দকহীনই থাকবে তুমি, জমে যাবে তোমার আত্মা,
ম্লান হয়ে যাবে, এখানে আশা বলে কিছু নেই!
এই কার্সে তুমি যথেষ্ট হতভাগা হলে বরং নিজেকে টয়লেটে ফ্লাশ করে দিলেই ভালো করবে।

AMARBOI.COM

খুশি মনে মুচকি হেসে পঙক্তিগুলো নোট বইতে টোকার সময় অচিরেই নেসিপ এসে যোগ দিল ওর সাথে। পেছনের একটা টেবিলে বসে ছিল সে। ওর অভিব্যক্তি থেকে এটা পরিষ্কার যে এমন একটা জায়গায় কা-কে দেখে সে অবাক হয়েছে। আবার খুশিও হয়েছে।

'আপনি এখানে আসায় দারুণ খুশি হয়েছি,' বলল নেসিপ। 'কবিতা লিখছেন নাকি? আমার বন্ধুদের ব্যবহারের জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, বিশেষ করে আপনাকে যে নাস্তিক বলেছে তার জন্যে। জীবনে প্রথমবারের মতো একজন নাস্তিকের মুখোমুখি হয়েছিল ওরা। কিন্তু আমার মনে হয়েছে আপনি এত ভালো মানুষ যে নাস্তিক হতে পারেন না।' আগেই স্থির করে রাখা এমন কিছু কথা বলে গেল সে। সেদিন সন্ধ্যায় থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হতে চলা শো-টা দেখার জন্যে বন্ধুদের সাথে স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিল সে; কিন্তু আবার ফিরতি পথ ধরতে হয়েছে ওদের, কারণ টিভিতে সরাসরি প্রচারের সময় স্কুল ডিরেক্টর ওদের দেখে ফেলুক, চায়নি ওরা। স্কুল পালাতে পেরে ও ন্যাশনাল থিয়েটারে বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে পারবে ভেবে দারুণ খুশি হয়েছিল নেসিপ। ওখানে কা-র কবিতা পড়তে যাবার কথা জানা ছিল ওদের সবার। কার্সের সবাইই কবিতা লিখে। কিন্তু কা-ই নেসিপের দেখা প্রথম মানুষ যার কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। সে কি কা-কে এক গ্লাস চা খাওয়াতে পারবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা বলল ওর হাতে সময় কম।

'তাহলে, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, শেষ একটা প্রশ্ন,' বলল নেসিপ। 'আমি আমার বন্ধুদের মতো নই, আমি আপনাকে অপমান করব না। আমি স্রেফ দারুণ কৌতূহলী।'

'বেশ।'

কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল নেসিপ। 'আল্লাহ যদি না থাকেন, তার মানে বেহেশতেরও কোনও অস্তিত্ব নেই। তাহলে তার মানে হবে দুনিয়ার গরীব, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা দারিদ্র্য আর জুলুমের ভেতর বেঁচে আছে তারা কোনওদিনই বেহেশতে যাবে না। যদি তাই হয়, তাহলে কীভাবে গরীবের এত ভোগান্তির ব্যাখ্যা করবেন? আমরা এখানে কেন, অর্থহীনই যদি হবে তাহলে আমরা কেন এত বেশি দুঃখের মোকাবিলা করি?'

'আল্লাহ আছেন, তাই বেহেশতও আছে।'

'না, স্রেফ আমাকে সান্ত্বনা দিতে এটা বলছেন, কারণ আমাদের জন্যে করুণা বোধ করছেন আপনি। আবার জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই ভাবতে শুরু করবেন, ঠিক আগে যেমন করেছেন।'

'অনেক বছরের ভেতর এই প্রথম আমার খুব ভালো লাগছে,' বলল কা। 'কেন তোমার মতো একই জিনিসে বিশ্বাস করব না?'

'কারণ আপনি বুদ্ধিজীবীদের দলে,' বলল নেসিপ। 'বুদ্ধিজীবীরা কখনওই আল্লাহ মানে না। ইউরোপিয়রা যা করে তাতে বিশ্বাস করে তারা। নিজেদের সাধারণ লোকদের চেয়ে উন্নত ভাবে।'

'তুরস্কে আমি বুদ্ধিজীবীদের কাতারে থাকতে পারি,' বলল কা। 'কিন্তু জার্মানিতে আমি একেবারেই কিছু না। ওখানে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি।'

নেসিপের সুন্দর চোখজোড়া কুঁচকে গেল। কা বুঝতে পারল তরুণ নিজের কথা ভাবছে। নিজেকে কা-র জায়গায় বসানোর প্রয়াস পাচ্ছে। 'তাহলে কেন দেশের উপর রাগ করে জার্মানিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন?' জানতে চাইল সে। তারপর কা-র মুখ নিচু হয়ে যেতে দেখে বলল, 'কিছু মনে করবেন না! যাহোক, আমি ধনী হলে নিজের অবস্থা নিয়ে এতটাই লজ্জিত বোধ করতাম যে আরও বেশি করে আল্লাহয় বিশ্বাস করতাম।'

'আল্লাহ চাহে তো কোনও একদিন আমরা সবাই ধনী হয়ে উঠব,' বলল কা।

'আপনি যেভাবে বলছেন কোনও কিছুই তেমন সহজ নয়–আমি তাই মনে করি। আমি এতটা সহজও নই। আমি ধনীও হতে চাই না। আমি চাই লেখক হতে। একটা সায়েন্স ফিকশান নভেল লিখছি আমি। সেটা বের হতেও পারে–কার্সের একটা পত্রিকায়, ওটার নাম *ল্যান্স*–কিন্তু আমি চাই না ওটা পত্রিকায় বের হয়ে মাত্র পঁচাত্তর কপি বিক্রি হোক, আমি চাই ইস্তাম্বুলের কোনও কাগজে বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে হাজার হাজার কপি বিক্রি হোক। আমার কাছে উপন্যাসটার একটা সিনোপসিস আছে। ইস্তাম্বুলের কোন পত্রিকা এটা বের করতে রাজি হতে পারে বলতে পারবেন?'

ঘড়ি দেখল কা।

'খুবই ছোট উপন্যাস!' বলল নেসিপ।

ইলেক্ট্রিসি চলে গেল। গোটা কার্স ডুবে গেল অন্ধকারে। টি-হাউসের স্টোভ থেকেই আসছে একমাত্র আলোটা। কাউন্টারে ছুটে গিয়ে একটা মোম যোগাড় করে আনল নেসিপ। ওটা জ্বেলে একটা প্লেটের উপর কয়েক ফোঁটা গলন্ত মোম ফেলে জ্বলন্ত মোমটাকে প্লেটের উপর বসানোর আঠা তৈরি করল। পকেট থেকে কয়েকটা দোমড়ানো কাগজ বের করে দ্বিধা মেশানো কণ্ঠে পড়তে শুরু করল সে, মাঝে মাঝে উত্তেজনায় ঢোক গেলার সময় থামছে।

'৩৫৭০ সালে আমরা এখনও আবিষ্কার করিনি এমন একটা লাল গ্রহের অস্তিত্ব ছিল। ওটার নাম গাযালি, এখানকার বাসিন্দারা ছিল ধনী। আজকের দিনে আমাদের জীবনাযাত্রার তুলনায় অনেক সহজ ছিল ওদের জীবনযাত্রা। কিন্তু বস্তুবাদীরা যেমনটা অনুমান করতে পারে তার বিপরীতে সহজ ও ধনী জীবন গ্রহের বাসিন্দাদের জন্যে কোনও রকম আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টি এনে দিতে পারেনি। তার বদলে প্রত্যেকেই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, মানুষ ও মহাবিশ্ব এবং আল্লাহ ও তার সৃষ্টির ব্যাপারে ছিল নিদারুণ উদ্বিগ্ন।

'তো এর ফলে গাযালিয়দের বেশ কিছু লোক তাদের গ্রহের একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্তে পাড়ি জমাল বিজ্ঞান গবেষণা ও বক্তৃতার জন্যে ইসলামিক লাইসি প্রতিষ্ঠা করবে বলে। কেবল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছাত্রদেরই এখানে ভর্তি করা হত।

'দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু লাইসিতে ভর্তি হলো। ১৬০০ বছর আগে লেখা বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একে অন্যকে নেসিপ আর ফাযিল বলে ডাকত ওরা। এই বইগুলো এত চমৎকারভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমস্যা তুলে ধরেছে যেন মনে হয় গতকালই লেখা হয়েছে। একসাথে ওরা ওদের শ্রদ্ধেয় গুরুর অসাধারণ গ্রন্থ *দ্য গ্রেট ইস্ট* বারবার পড়ে চলল। সন্ধ্যায় ফাযিলের উপরের বাঙ্কের বিছানায় গোপনে মিলিত হত ওরা। ওখানে কম্বলের নিচে শুয়ে একসাথে মাথার উপরের কাঁচের ছাদে তুষার কণার ঝরে পড়া দেখত। ঠিক গ্রহের মতোই ওগুলোকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখত। এখানে ওরা ফিসফিস করে জীবনের মানে ও বড় হয়ে কী কী কাজ করবে বলে আশা করে তা নিয়ে আলাপ করত।

'দুষ্ট লোকেরা বৈরী আর ঈর্ষাভরা কৌতুক বলে ওদের খাঁটি বন্ধুত্ব নষ্ট করার অনেক ব্যর্থ প্রয়াস চালাল। কিন্তু একদিন ওরা দুজন একটা মেঘের আড়ালে চাপা পড়ে গেল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে যুগপৎ হিকরান নামে এক কুমারীর প্রেমে পড়ে গেল ওরা। এমনকি হিকরানের বাবা নাস্তিক জানার পরেও নিজেদের অর্থহীন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্ক্ষা থেকে সরিয়ে আনতে পারল না। বরং তার বদলে ওদের ভালোবাসা আরও প্রবল হয়ে উঠল।

'এভাবে ওরা এক সময় উপলব্ধি করল যে গোটা গাযালিতে ওদের একসাথে থাকার মতো আর জায়গা নেই। অন্তর থেকে বুঝতে পারল যে ওদের যেকোনও একজনকে মরতে হবে। কিন্তু ওরা এই শপথ নিল। পাশের পৃথিবীতে কিছুদিন কাটিয়ে, তা ওটা যত আলোক বর্ষ দূরেই হোক না কেন, যে আগে মারা যাবে সেই এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে জীবিত বন্ধুর সাথে দেখা করে তাকে ওর সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নের জবাব দেবে–মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে।

'কে কাকে মারবে ও ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে সে ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারল ন ওরা। বিশেষ করে ওরা দুজনই জানত একমাত্র অন্যের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করার ভেতর দিয়েই সত্যিকারের সুখ আসতে পারে। তো, ধরা যাক, ওদের একজন যদি–ধরা যাক সেটা ফাযিল–বলল, 'চলো আমরা দুজনই একসাথে আমাদের নগ্ন হাত সকেটে ঢুকিয়ে একসাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাই।' নেসিপ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে বেশ জালিয়াতি আছে এতে। ফাযিল বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণ কোরনানি দেওয়ার একটা কৌশল বের করে নিয়েছে। (স্পষ্টতই নেসিপের সকেটটা যাতে বিকল থাকে সেই ব্যবস্থা করে রাখবে ফাযিল)। অনেক মাস জুড়ে গুনগুন আর হাই তোলার পর, এই সমস্যাটা ওদের দুজনের জন্যেই দারুণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়াল, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রশ্নটার ফায়সালা হয়ে গেল। একরাতে সান্ধ্য পাঠ থেকে ফিরে এসে নেসিপ দেখল প্রিয় বন্ধুটি বিছানায় মরে পড়ে আছে। সারা গায়ে বুলেটের ক্ষত।

'পরের বছর হিকরানকে বিয়ে করল নেসিপ। বিয়ের রাতে সে মেয়েটিকে বন্ধুর সাথে ওর রফার কথা জানাল, ফাযিল একদিন আত্মার জগত থেকে কীভাবে ফিরে আসবে। হিকরান ওকে বলল আসলে সে ফাযিলকেই ভালোবেসেছিল; ওর মৃত্যুর পর অনেক দিন কান্নাকাটি করেছে সে। এত কেঁদেছে যে ওর চোখে দিয়ে রক্ত বের হয়ে এসেছে। স্রেফ ফাযিলের বন্ধু ও ওর সাথে কিছুটা মিল আছে বলেই নেসিপকে বিয়ে করেছে। ওরা বিয়েকে পূর্ণতা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, ফাযিল পরজগত থেকে না ফেরা পর্যন্ত ভালোবাসার উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে বলে স্থির করল।

'কিন্তু বছর পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে পরস্পরের জন্যে কামনা বোধ করতে লাগল ওরা। প্রথম দিকে ওদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আধ্যাত্মিক, কিন্তু পরে সেটা জৈবিক হয়ে দাঁড়াল। একরাতে এক আন্তঃগ্রহ অনুসন্ধানের সময় পৃথিবীর কার্স নামের এক শহরের উপর আলো ফেলার সময় নিজেদের আর সামলাতে পারল না ওরা। পরস্পরের উপর ঝাপিয়ে পড়ল, আবেগময় সঙ্গমে মিলিত হলো দুজনে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এতে করে ফাযিলের কথা ভুলে গেছে ওরা, যার স্মৃতি দাঁতের ব্যথার মতো দীর্ঘদিন ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু ওর কথা আসলে ভুলে যায়নি ওরা। প্রতিদিনই মনের ভেতর বেড়ে ওঠা গ্লানি ওদের শঙ্কিত করে তুলতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক রাতে হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠল ওরা। দুজনই বুঝতে পারছিল ভয় আর অন্যান্য আবেগের এই ভীতির মিশেল ওদের শেষ করে দিতে চলেছে। ঠিক সেই একই মুহূর্তে আপনা থেকেই সচল হয়ে উঠল কামরার অন্যপ্রান্তে রাখা টেলিভিশনটা। এবং ওখানে উজ্জ্বলভাবে চকচক করতে থাকা ফাযিলের অবয়বটা পূর্ণতা পেল। কপালের ভীষণ ক্ষত চিহ্নটা এখনও টাটকা, ওর নিচের ঠোঁট আর অন্য ক্ষতগুলো থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

'"আমি যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি," বলল ফাযিল। "পরজগতের এমন কোনও জায়গা বাকি নেই যেখানে পা রাখিনি আমি।" [আমি এইসব ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গায্‌য়ালির ভিক্টরিজ অভ মেক্কা ব্যবহার করে আর আরাবিকে আমার অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে ব্যবহার করে লিখব, বলল নেসিপ] 'আল্লাহর ফেরেশতাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ তারিফ পেয়েছি আমি, বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান হিসাবে কথিত জায়গাটিতেও গেছি। ক্লান্ত নাস্তিক ও উদ্ধত উনিবেশবাদী পজিটিভিস্টদের দোযখে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছি, যারা সাধারণ লোকদের ঈমান নিয়ে পরিহাস করত–কিন্তু সব জায়গাতেই সুখ এড়িয়ে গেছে আমাকে। কারণ আমার মনটা ছিল এখানে তোমাদের সাথে।"

'বিষণ্ন প্রেতাত্মার কথা শুনতে শুনতে স্বামী-স্ত্রী ভীতিময় সমীহে প্রবল হয়ে উঠল।

'"এতগুলো বছর আমাকে যে জিনিসটা এত অসুখী করে তুলেছে সেটা কোনও একদিন তোমাদের দুজনকে আজকের রাতে যেমন একসাথে পাশাপাশি খুশি মনে বসে থাকতে দেখছি সেভাবে বসে থাকতে দেখতে পাওয়ার ভাবনা নয়। নিজের সুখের চেয়ে আমি নেসিপের সুখের কথা বেশি ভেবেছি। আমাদের দুজনের ভেতরের গভীর সম্পর্কের কারণে আমরা নিজেদের বা নিজেকে হত্যা করার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যেন আমরা দুজনই আত্মরক্ষামূলক বর্ম পরে থাকায় অমর হয়ে গিয়েছিলাম। তাতে যে কী খুশি হয়েছিলাম আমি! কিন্তু আমার মৃত্যু প্রমাণ করেছে যে এই অনুভূতিতে বিশ্বাস করাটা ছিল ভুল।"

'"না!," চিৎকার করে উঠল নেসিপ। "আমি কোনওদিনই তোমার জীবনের চেয়ে নিজের জীবনকে বেশি মূল্য দিইনি!"

'"তাই যদি হতো, তাহলে আমি কোনওদিনই মারা যেতাম না," বলল ফাযিলের প্রেতাত্মা, "আর তুমিও কেনওদিন সুন্দরী হিকরানকে বিয়ে করতে না। তুমি একটা গোপন ইচ্ছে পোষণ করতে বলেই আমি মারা গেছি–ইচ্ছেটা এতই গোপন যে নিজের কাছ থেকেও সেটা আড়াল করে রেখেছিলে–আমাকে মৃত দেখার ইচ্ছা।"

'জোরের সাথে এই অভিযোগের প্রতিবাদ করল নেসিপ। কিন্তু শুনতে অস্বীকার করল প্রেতাত্মা।

'"তুমি যে আমার মরণ চেয়েছ, এটা কেবল সন্দেহ মাত্র নয় যা আমাকে পরকালে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে," বলল প্রেতাত্মা। "বরং আমার মৃত্যুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার হাতও ছিল, কারণ তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় আমার মাথায় আর এখানে সেখানে গুলি করেছিলে। আর এখানে আরেকটা ভয়ও ছিল–তুমি পবিত্র কোরানের শত্রুপক্ষের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছ।" ততক্ষণে প্রতিবাদ বাদ দিয়ে চুপ করে গেছে নেসিপ।

"'আমাকে আমার কষ্ট থেকে উদ্ধার করে আবার বেহেশতে পাঠানোর একটা উপায়ই খোলা আছে তোমার সামনে, একমাত্র এই পথ অনুসরণ করেই নিজেকে এই জঘন্য অপরাধের সন্দেহ থেকে বের করে আনতে পারো," বলল প্রেতাত্মা। "আমার ঘাতককে খুঁজে বের করো, সে যেই হয়ে থাকুক। সাত বছর সাত মাসে ওরা একজন সন্দেহভাজনকেও পায়নি। আমাকে যে হত্যা করেছে বা আমার মৃত্যু চেয়েছে তাকে খুঁজে বের করার পর আমি চাই এই অপরাধের বদলা নেওয়া হোক। চোখের বদলে চোখ। যতদিন ওই ভিলেইন শাস্তি না পাচ্ছে ততদিন এই জীবনে আমার জন্যে শান্তি নেই; আর তোমাদের জন্যে এই ক্ষণস্থায়ী বলয়ে যাকে তোমরা 'বাস্তব জগত' হিসাবে আখ্যায়িত করতে চাও, শান্তি পাবে না।"'

'কী বলতে হবে কিছুই বুঝতে পারল না নেসিপ বা হিকরান। পর্দা থেকে প্রেতাত্মার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখল ওরা অশ্রুসজল চোখে।'

AMARBOI.COM

'তারপর কী হলো? এর পর কী হলো?' জানতে চাইল কা।

'এখনও ঠিক করিনি,' বলল নেসিপ। 'তবে পুরো গল্পটা যদি লিখি, বিক্রি হবে মনে করেন?' কা-কে ইতস্তত করতে দেখে সে আবার যোগ করল, 'শুনুন, আমার লেখা প্রতিটি লাইন একেবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে এসেছে। আমার গভীর বিশ্বাসকেই তুলে ধরছে এগুলো। আপনার কাছে এই গল্পের কী মানে? আপনাকে পড়ে শোনানোর সময় কী মনে হচ্ছিল আপনার?'

'আমার অন্তর কাঁপিয়ে দিয়েছে এটা, কারণ তুমি তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করো যে এই পৃথিবীটা আসলে পরকালের প্রস্তুতির এটা জায়গা ছাড়া আর কিছুই না।'

'হ্যাঁ, অমি সেটাই বিশ্বিাস করি,' উত্তেজিতভাবে বলল নেসিপ। 'তবে এটাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ চান আমরা যেন এই দুনিয়াতেও সুখী হই। কিন্তু সেটাই সবচেয়ে কঠিন।'

খানিক বাদে বিদ্যুৎ ফিরে এল। কিন্তু টি-হাউসের লোকগুলো অন্ধকারে যেমন ছিল তেমনি চুপ করে রইল। টেলিভিশন পর্দাটাও এখনও অন্ধকার হয়ে আছে। ওটার মালিক ঘুসি মারতে শুরু করল।

'বিশ মিনিট হয় এখানে একসাথে বসে আছি আমরা,' বলল নেসিপ। 'আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই কৌতূহলে মরে যাচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কারা তোমার বন্ধু?' জানতে চাইল কা। 'ওদের একজন কি ফাযিল? এগুলো কি তোমাদের আসল নাম?'

'না, অবশ্যই না। ঠিক গল্পের নেসিপের মতো আমিও বানোয়াট নাম ব্যবহার করছি। অপনি তো পুলিসের লোক নন, আমকে আর জেরা করবেন না! ফাযিল এই ধরনের জায়গায় আসতে অস্বীকার করেছে।' ওকে বলল নেসিপ। হঠাৎ করে বেশ রহস্যময় হয়ে উঠল সে। 'আমাদের দলের সবচেয়ে ধার্মিক ছেলে ফাযিল, ওকে এই পৃথিবীর যেকারও চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে ওর নামে একটা পুলিস ফাইল খোলা হবে, ওকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে ভয় পাচ্ছে ও। জার্মানিতে ওর এক মামা আছে, ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন তিনি, কিন্তু গল্পের ওই দুটো ছেলের মতোই আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি, তো কেউ আমাকে মেরে ফেললে আমি নিশ্চিত ও তার বদলা নেবে। আসলে ঠিক গল্পের মতোই–আমরা এত ঘনিষ্ঠ যে যত দূরেই থাকি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কে কী করছে সব সময়ই বুঝতে পারব আমরা।'

'তা ফাযিল এখন কী করছে?'

'হুম,' একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল নেসিপ। 'ডরমিটরিতে পড়ছে।'

'হিকরান কে?'

'এটাও আসল নাম না। তবে এই নামটা ও নিজে রাখেনি। আমরা ওকে দিয়েছি এই নামটা। আমাদের অনেকেই ওকে লাগাতার চিঠি বা কবিতা লিখি। কিন্তু ওকে সেগুলো পাঠানোর সাহস হয় না। আমার মেয়ে হলে আমি চাইব সে ওর মতোই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও সাহসী হোক। হিযাব পরা মেয়েদের নেতা সে। কোনও কিছুকেই ভয় পায় না। নিজের ইচ্ছেমতো চলে।

'সত্যি কথা বলতে গোড়ার দিকে অবিশ্বাসী ছিল সে–কারণ নাস্তিক বাবার প্রভাবে ছিল। ইস্তাম্বুলে মডেলিং করতে। টেলিভিশনে নিতম্ব নগ্ন করে পা দেখাত ও। টেলিভিশনের জন্যে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন করবে বলে এখানে এসেছিল। এখানে আলমার মুহতার দ্য কনক্যুয়েরার অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে যাবার কথা ছিল ওর–কার্সের সবচেয়ে খারাপ ও নোংরা রাস্তা, কিন্তু আবার সবচেয়ে সুন্দরও। তারপর ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল পতাকার মতো করে দুলিয়ে বলবে: "এমনকি সুন্দর শহর কার্সের আবর্জনার মাঝেও আমার চুল পরিষ্কার ঝিলমিলে–ব্লেন্ডাক্সকে ধন্যবাদ।" বিজ্ঞাপনটা সব জায়গায় দেখানোর কথা ছিল; সারা দুনিয়া আমাদের নিয়ে হাসত।

'ঠিক সেই সময় ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনে হিযাবের ব্যাপারটা সবে ঘনিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। মেয়েদের দুজন হিকরানকে টেলিভিশনে দেখে ওকে গসিপ ম্যাগাজিনের ছবি থেকে শনাক্ত করতে পেরেছিল, সেখানে ইস্তাম্বুলের ধনীর ছেলেদের সাথে তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয়েছিল। মেয়েরা গোপনে ওকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তি করত। তো ওকে চায়ের দাওয়াত করল ওরা। দাওয়াত কবুল করল হিকরান, যদিও ওর কাছে এটা ছিল বিরাট রসিকতা। মেয়েদের নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। আপনি জানেন সে কী বলেছিল? "আমাদের ধর্ম যদি-না, *আমাদের* ধর্ম বলেনি সে, বলেছে *তোমাদের* ধর্ম–"তোমাদের ধর্ম যদি চুল লুকাতে বলে আর রাষ্ট্র হিযাব পরা নিষিদ্ধ করে দেয়, তাহলে তোমরা অমুকের মতো হও না কেন"–এখানে সে এক বিদেশী রক স্টারের নাম বলেছে–"স্রেফ মাথার চুল কামিয়ে ফেলে নাক ফুল পরো না কেন? তাহলেই সারা দুনিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা খেয়াল করবে!"

'আমাদের অসহায় মেয়েগুলো এধরনের অপমানকর কথা শুনে এমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওরা ওর সাথে না হেসে পারেনি! ফলে হিকরান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সে বলেছে: "এই হিযাব তোমাদের মধ্যযুগে ফেরত পাঠাচ্ছে। তোমরা এসব খুলে ফেলে নিজেদের রূপ দেখাও না কেন?"

'হিকরান যেই ওদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যকর মেয়েটার মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে নিতে যাবে, তার হাত জমে গেল। সহসা হাস্যকর মেয়েটার পায়ে লুটিয়ে পড়ল হিকরান–মেয়েটার ভাই আমাদের ক্লাসমেট–সে এতই নির্বোধ যে স্রেফ হাবারাও ওকে হাবা ডাকে–মেয়েটার কাছে মাফ চাইল। পরদিন ফিরে এল হিকরান, তারপর দিনও, এবং শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে যাবার বদলে ওদের সাথে যোগ দিল সে। সে-ই হিযাবকে আনাতোলিয়ার নিপীড়িত মুসলিম মেয়েদের পতাকায় রূপান্তরিত করার যারা সাহায্য করেছে সেই সাধুদের একজন–আমরা কথা খেয়াল করে শুনুন!'

'তাহলে তোমার গল্পে ওকে একজন কুমারী ছাড়া আর কিছু বলোনি কেন?' জানতে চাইল কা। 'নেসিপ ও ফাযিল কেন ওর কারণে নিজেদের প্রাণ সংহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ওর সাথে পারমর্শ করল না?'

টানটান নীরবতা বিরাজ করল, এই সময়ে সুন্দর চোখজোড়া তুলে তাকাল নেসিপ। আগামী দুই ঘণ্টা তিন মিনিটের মধ্যেই বুলেটের ঘায়ে ছিনভিন্ন হয়ে যাবে ওগুলোর একটা। অন্ধকার রাস্তায় কবিতার মতো ধীর লয়ে ঝরে চলা তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আরে ওই তো সে! ওই তো!'

'কে?'

'হিকরান! রাস্তায় রয়েছে ও!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

তের

কোনও নাস্তিকের সাথে আমার বিশ্বাস নিয়ে কথা বলব না

কাদিফের সাথে তুষারে পথ চলা

একটা পিঙ্গল রেইনকোট তার পরনে, ফিউচারিস্টিক গাঢ় গ্লাসের আড়ালে চোখজোড়া বিস্ফারিত; ওর মাথায় কা-র ছেলেবেলা থেকে হাজার হাজার মেয়েকে পরতে দেখা সাধারণ হিযাব–এখন যেটা রাজনৈতিক ইসলামের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তরুণীকে টি-হাউসে ঢুকে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কা, যেন এইমাত্র কোনও শিক্ষক ক্লাস রুমে পা রেখেছেন।

'আমি আইপেকের বোন কাদিফে,' ম্লান হেসে বলল মহিলা। 'সবাই ডিনারের জন্যে আপনার খোঁজ করছে। বাবা খবর দিতে পাঠিয়েছে আমাকে।'

'আমি যে এখানে আছি, কী করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল কা।

'কার্সে কোথায় কি ঘটছে সবাই তার খবর রাখে,' বলল কাদিফে। এখন আর মোটেও হাসছে না। 'অবশ্য আদৌ কার্সে কিছু ঘটে থাকলে।'

ওর কথায় খানিকটা বেদনা টের পেল কা, তবে সেটার উৎস সম্পর্কে কোনও ধারণা করতে পারল না। নেসিপ পরিচয় করিয়ে দিল। 'আমার কবি-ঔপন্যাসিক বন্ধুর সাথে পরিচিত হও!' বলল সে। পরস্পরের দিকে তাকালেও হাত মেলাল না ওরা। একে উত্তেজনার একটা লক্ষণ ধরে নিল কা। অনেক পরে এইসব ঘটনার কথা ভাবতে গিয়ে ও বুঝতে পারবে যে ভুলটা ছিল ইসলামি রেওয়াজের প্রতি সমীহ। কাদিফের দিকে তাকিয়ে ভূতের মতো শাদা হয়ে গেল নেসিপ, যেন বা মহাশূন্য থেকে হাজির হওয়া কোনও হিকরানকে দেখছে, কিন্তু কাদিফের আচরণ এমন কাঠখোট্টা রয়ে গেল যে জনাকীর্ণ টি-হাউসের একটা লোকও ওর দিকে ফিরে তাকাল না। বোনের মতো অত সুন্দরীও নয় ও।

কিন্তু ওর সাথে বের হয়ে এসে আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ হয়ে হাঁটতে গিয়ে খুশি লাগল কা-র। একটা স্কার্ফে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে সে। বোনের তুলনায় সরল হলেও ওর চেহারা বেশ আমুদে ও পরিচ্ছন্ন। মেয়েটার আইপেকের মতোই আবছা চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে অনেক সহজভাবে ওর সাথে কথা বলতে পারছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা ওকে আকর্ষণীয় করে তুলল ওর কাছে। এতটাই যে ওর মনে হতে লাগল ওর বড় বোনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বুঝি।

কা-কে বিস্মিত করে প্রথমে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করল ওরা। এ বিষয়ে জানার মতো সবই জানা আছে কাদিফের: সারাদিন রেডিওর সামনে বসে থাকা ছাড়া কোনও কাজ নেই যাদের সেইসব লোকের মতো বিস্তারিত বলে যেতে গেল। বলল, সাইবেরিয়া থেকে আসা নিম্নচাপ আরও দুদিন স্থায়ী হবে। এভাবে তুষারপাত অব্যাহত থাকলে রাস্তাঘাটও আরও দুইদিন বন্ধ থাকবে। সারকামস-এ ১০০ সেন্টিমিটার তুষারপাত হয়েছে। কার্সের বাসিন্দারা এখন আর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আমল দিচ্ছে না। আসলে, বলল ও, এখন সবাই বলাবলি করছে রাষ্ট্র কীভাবে জনগণকে উদ্বেগ থেকে বাঁচাতে রুটিনের মতো আসল তাপমাত্রার চেয়ে পাঁচ বা ছয় ডিগ্রি বেশি করে প্রচার করে যাচ্ছে। (কা-কে একথা বলেনি কেউ)। সে আরও বলল ইস্তাম্বুলে ছেলেবেলায় আইপেক আর ও কীভাবে সব সময় চাইত তুষারপাত চলতে থাকুক। তুষারপাত জীবন যে কত সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী; কীভাবে সকল বৈরিতা সত্ত্বেও অনন্তের বিচারে ও সৃষ্টির বিশালতার তুলনায় মানুষের মাঝে কত মিল আর ওদের বসবাসের এই জগতটা খুবই সংকীর্ণ সেটাই মনে করিয়ে দেয়। এই কারণেই তুষার মানুষকে কাছে টানে। তুষার যেন ঘৃণা, লোভ ও ক্রোধের উপর একটা পর্দা টেনে দিয়েছে; প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছাকছি ভাবতে সাহায্য করছে।

খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল ওরা। সেহিত কংগিয তিপেল স্ট্রিটের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও মানুষের চিহ্ন চোখে পড়ছে না। তুষারে কাদিফের সাথে হাঁটতে গিয়ে আনন্দের পাশাপাশি সমান উদ্বেগও জন্ম দিল। রাস্তার একেবারে শেষ মাথার একটা দোকানের জানালার আলোর দিকে তাকাল ও, যেন ভয় পাচ্ছে, কাদিফের মুখের দিকে তাকালেই ওর প্রেমে পড়ে যাবে। ও কি আসলেই ওর বড় বোনের প্রেমে পড়েছে? পাগলের মতো প্রেমে পড়ার ইচ্ছার একটা যুক্তি ছিল, এইটুকু অন্তত জানা ছিল ওর। রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছার পর জয়াস বিয়র হলের জানালার সাইনবোর্ডের দিকে তাকানোর জন্যে থামল ও। এক টুকরো খবরের কাগজের উপর লেখা হয়েছে:

> আজরাতের থিয়েট্রিকাল ইভেন্টের কারণে মাননীয় যিহনি সেভিক ফ্রি পিপল পার্টির প্রার্থী আজকের সন্ধ্যার সভা বাতিল ঘোষণা করেছেন।

জয়াস বিয়র হলের ছোট সংকীর্ণ জানালা দিয়ে সুনেয় যেইমকে দেখতে পেল ও। দলবল নিয়ে টেবিলের মাথায় বসে আছে। অনুষ্ঠান শুরু হতে মাত্র বিশ মিনিট বাকি থাকলেও তৃষ্ণার্তের মতো মদ গিলছে ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়র হলের দেয়ালে সাঁটা প্রচারণা পোস্টারগুলোর উপর নজর বোলানোর সময় একটা হলদে পোস্টারে চোখ আটকে গেল ওর, তাতে লেখা: **'মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি; আত্মহত্যা মহাপাপ।'** ওটা দেখেই তেসলিমের আত্মহত্যা সম্পর্কে কাদিফের মতামত কী জানতে ইচ্ছে করল কা-র।

'আমি নিশ্চিত জার্মানির বন্ধুদের জন্যে তেসলিমেকে দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক গল্প হিসাবে চালানোর মতো অনেক মালমশলা পেয়ে গেছেন–ইস্তাম্বুলের পত্রিকাগুলোর কথা তো বাদই দিলাম।' খানিকটা বিরক্ত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'কার্সে নতুন এসেছি আমি,' বলল কা। 'এমনকি এখানকার রীতিনীতি মোটামুটি বুঝতে শুরু করলেও এটাও বুঝে গেছি যে বাইরের কারও কাছে এসব কোনওদিনই পরিষ্কার করে তুলতে পারব না। মানুষের নাজুক জীবীকা ও নাহক দুর্দশা দেখে আমার মন ভেঙে যাচ্ছে।'

'একমাত্র নাস্তিকরাই নাহক দুর্দশা নিয়ে উদ্বেগ বোধ করে; যারা কোনওদিনই কোনও কষ্ট পায়নি,' বলল কাদিফে। 'কারণ শত হোক, নাস্তিকদের জন্যে বিশ্বাস ছাড়া জীবন কাটানো সম্ভব নয় স্থির করার জন্যে তুচ্ছ কষ্টের প্রয়োজন পড়ে এবং তার পরই দেখা যায় বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে তারা।'

'কিন্তু তেসলিমের কষ্ট এতই প্রকট ছিল যে সে দলছাড়া হয়ে আত্মহত্যা করেছে,' বলল কা। ড্রিংক বেপরোয়া করে তুলেছে ওকে।

'বেশ, তেসলিমে আদৌ আত্মঘাতী হয়ে থাকলে, মহাপাপই করেছে বলা যেতে পারে। আপনি পবিত্র কোরানের সুরা নিসার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে ফিরে গেলে দেখবেন আত্মহত্যাকে স্পষ্ট হারাম করা হয়েছে। কিন্তু সে আত্মহত্যা করে গুনাহ করেছে এমন ভাবনার চেয়ে বরং ওর প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা তার কোনও সীমাপরিসীমা নেই। আমাদের মনে এখনও একটা জায়গা রয়েছে যেখানে গভীর ভালোবাসা ও দরদের সাথে ওকে মনে করি।'

'তাহলে বলতে চাইছো অসহায় মেয়েগুলো আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক একটা আঘাত দিলেও ওদের এখনও ভালোবাসি আমরা,' বলল কা, কাদিফের মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা। 'এখন আর কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে বিশ্বাস করি না আমরা, এখন আর তার দরকার নেই, কারণ এখন পশ্চিমের মতো যুক্তি-তর্ক দিয়ে আমাদের ধর্মকে নিশ্চিত করে থাকি।'

'পবিত্র কোরান আল্লাহর বাণী আর আল্লাহ যখন সুস্পষ্ট ও বিশেষভাবে কোনও হুকুম দেন, সেটা আর সাধারণ মরণশীলের প্রশ্ন তোলার মতো ব্যাপার থাকে না,' বলল কাদিফে। বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো তাকে। 'কিন্তু তাই বলে এটা ভাবতে যাবেন্ না যে ধর্মে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই। আমি শুধু এটুকু বলব, কোনও নাস্তিক কিংবা এমনকি সেক্যুলারিস্টের সাথে আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে আলাপ করতে রাজি নই, আমাকে মাফ করবেন।'

'ঠিকই বলেছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর যারা ইসলামকে সেক্যুলার ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে বেড়ায় তাদের মতো ইসলামি চাটুকারও নই আমি,' বলল কাদিফে।

'আবার ঠিক বলেছ,' বলল কা।

'এই নিয়ে দুবার বললেন আমি ঠিক বলেছি,' মৃদু হেসে বলল কাদিফে। 'কিন্তু মনে হয় না কথাটা মন থেকে বলেছেন।'

'না, আবার ঠিক বলেছ,' বলল কা, তবে হাসছে না ও।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা। এমন কি হতে পারে যে ওর বোনের বদলে কাদিফেরই প্রেমে পড়ে যাবে ও? এটা জানা আছে কা-র যে কোনওদিনই হিযাব পরা কোনও মেয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করবে না ও। কিন্তু তারপরেও গোপন ভাবনাটা নিয়ে খুনসুটি না করে থাকতে পারল না।

ওরা কারাদাগ অ্যাভিনিউর জটলায় যোগ দেওয়ার পর নিজের কবিতা প্রসঙ্গ তুলল ও। তারপর খানিকটা বিব্রতভাবে জানাল, নেসিপও কবি, তারপর জানতে চাইল মাদ্রাসায় ওকে হিকরান নামে ডাকে এমন বেশ কয়েকজন ভক্ত থাকার কথা ওর জানা আছে কিনা।

'কী নামে?'

হিকরান সম্পর্কে শোনা অন্য কয়েকটা কাহিনী জানাল ওকে কা।

'এসব গল্পের একটাও সত্যি না,' বলল কাদিফে। 'মাদ্রাসায়র আমার চেনা কোনও ছাত্র এসব বলেছে, এমন শুনিনি।' আরও কয়েক কদম আগে বাড়ল, তারপর আবার বলল, 'তবে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের কথাটাও আগেও শুনেছি।' হাসল ও। আসলে ও নয়, ইস্তাম্বুলের এক ঘৃণিত সাংবাদিকই প্রথম হিযাব পরা মেয়েদের মাথা মুড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিল। কেবল পশ্চিমের প্রচারমাধ্যমের নজর কাড়তেই বলা হয়েছিল কথাটা, যাতে মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যায়। 'এইসব গল্পে একটা জিনিসই সত্যি। প্রথমবার পরিহাস করতেই হিযাব পরা মেয়েদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। কথাটা এভাবে বলতে পারেন, শয়তানি কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

'তখন কী হয়েছিল?'

'ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশন আমাকে ভর্তি করবে বলেই কার্সে এসেছিলাম আমি। এছাড়া, আমার বোনও ছিল এখানে। তো শেষমেষ এই মেয়েগুলো আমার ক্লাসমেট হয়ে গিয়েছিল। আপনি এখনও আমার কথা বিশ্বাস না করলে দাওয়াত পেলে ওদের বাড়িতে যাবেন। বাবা-মা ওদের ওভাবেই বড় করে তুলেছিল। সরকারী পড়াশোনার সময় অমন ধর্মীয় শিক্ষাই পেয়েছিল ওরা। তারপর সারা জীবন মাথা ঢেকে রাখার শিক্ষা লাভের পর হঠাৎ করেই ওদের বলা হলো "সরকার চায় তোমরা পর্দা খুলে ফেল।"

'আমার কথা বলতে পারি, একটা রাজনৈতিক বিবৃতি দিতে সেদিনই হিযাব পরেছিলাম আমি। স্রেফ তামাশা করতে করেছিলাম কাজটা। তবে ভয়ও লাগছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কারণ, হতে পারে আমি হয়ত এমন একজনের মেয়ে বলে ভয় পাচ্ছিলাম যে কিনা আদ্যিকাল থেকে রাষ্ট্রের শত্রু। আমি নিশ্চিত ছিলাম কেবল একদিনের জন্যেই ওটা পরতে চেয়েছিলাম। এটা ছিল সেই সব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের একটি যেগুলো নিয়ে অনেক বছর পরে রাজনীতি করার সময়কার সোনলি দিনের কথা মনে করে আপনি হাসিতে ভেঙে পড়েন। কিন্তু সরকার, পুলিস আর স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলো এমনভাবে আমার উপর হামলে পড়ল যে এটাকে আর কৌতুক ভাবতে পারলাম না–নিজেকে নিজেই কোণঠাসা করে ফেলেছিলাম, বের হতে পারছিলাম না। আমাদের বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে বিক্ষোভ করার অভিযোগ তুলে গ্রেপ্তার করল ওরা। কিন্তু পরদিন আমাদের ছেড়ে দেওয়ার সময় যদি বলতাম, "হিযাবের কথা ভুলে যাও, আমি মন থেকে কাজটা করিনি," তাহলে গোটা কার্সের লোকজন আমার মুখের উপর থুতু ফেলত। এখন বুঝতে পারি আল্লাহ আমাকে এতসব কষ্টের ভেতর ফেলেছেন যাতে আমি সত্যের পথ খুঁজে পেতে পারি। এককালে আপনার মতোই নাস্তিক ছিলাম আমি। আমার দিকে এভাবে তাকাবেন না, এমনভাবে তাকচ্ছেন, যেন আমাকে করুণা করছেন।'

'আমি মোটেই সেভাবে তাকাচ্ছি না।'

'না, তাকাচ্ছেন। আমার অবস্থা আপনার চেয়ে হাস্যকর মনে করি না। নিজেকে আপনার চেয়ে বড়ও ভাবি না–এই কথাটাও আপনাকে জানাতে চাই।'

'তোমার বাবা এসব নিয়ে কি বলেছেন?'

'এখন পর্যন্ত মানিয়ে নিচ্ছি, তবে অবস্থা যেদিকে এগোচ্ছে, আর কতাদিন পারা যাবে তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে–এটা আমাদের ভীত করে তুলছে, কারণ আমরা একে অপরকে অনেক ভালোবাসি। গোড়ার দিকে আমাকে নিয়ে বাবার অনেক গর্ব ছিল। যেদিন প্রথম হিযাব পরে স্কুলে গিয়েছিলাম, বাবা এমন ভাব করেছিল যেন আমি বিদ্রোহের নতুন কোনও ধরনের দেখা পেয়েছি। আমি স্কার্ফ পরার চেষ্টা করার সময় আমার মায়ের পুরোনো ব্রাস ফ্রেমের আয়নার সামনে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল ও; আমরা আয়নার সামনে থাকতেই আমাকে চুমু খেয়েছিল। যদিও এসব নিয়ে তেমন একটা কথাবার্তা বলিনি, তবে এটুকু পরিষ্কার ছিল: আমি যা করছিলাম সেটা ইসলাম রক্ষার জন্যে নয় বরং সরকার রক্ষার জন্যে। বাবা যেন বলতে চেয়েছিল, আমার মেয়েকে দারুণ লাগছে; কিন্তু মনের গভীরে শঙ্কিত ছিল ও। ঠিক আমার মতোই।

'আমাদের যখন জেলে পুরে দেওয়া হলো, জানতাম ভয় পেয়েছিল ও; জানতাম নিজেকে অপরাধী ভেবেছে। বাবা জোরের সাথে বলেছে যে রাজনৈতিক পুলিস আমার পরোয়া করে না, বরং এখনও তাকে নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে। আগের দিনে এমআইটি বামপন্থী ও গণতন্ত্রীদের উপর ফাইল চালু রাখত, কিন্তু এখন ইসলামিস্টদের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। তারপরেও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এখন ওর মেয়ের দিকে সেই একই পুরোনো অস্ত্র বাগানো হয়েছে ভেবেছিল ও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি আরও সিরিয়াসভাবে অবস্থান নেওয়ার সময় অবস্থা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমাকে সমর্থন দেওয়ার জন্যে নিজের পথ ছেড়ে সরে এল বাবা। কিন্তু তারপরেও ব্যাপারটা ওর পক্ষে কঠিন ছিল। প্রবীনদের বেলায় এসব কেমন হয়' জানেন নিশ্চয়ই। বাড়িতে যত শোরগোলই হোক না কেন, চুলোর আগুন যতই আওয়াজ করুক, ঘরের বউ যত জোরেই এটা সেটা নিয়ে চেঁচামেচি করুক, দরজার কজা যতই ক্যাঁচকোঁচ করুক, ওদের কানে যাই পৌঁছুক না কেন, মনে হবে যেন ওরা কিছুই শুনতে পায়নি–বেশ, হিযাবের প্রশ্ন যখন আসে আমার বাবার অবস্থাও ঠিক তাই দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় মেয়েদের কেউ আমাদের বাসায় এলে বাবা দুষ্ট নাস্তিকের মতো ভাব করত, কিন্তু অচিরেই আবার ওদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে উৎসাহিত করত। এই মেয়েগুলোকে যেহেতু ওর মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট সাবালক দেখেছি, তাই বাড়িতেই মিটিং করতাম আমি। ওদের একজন আজ রাতে আমাদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে। ওর নাম হান্দে।

'তেসলিমে আত্মহত্যা করার পর হান্দের বাবা মা হিযাব খুলে ফেলার জন্যে জোর করেছে ওকে, তাই করেছে ও, কিন্তু তাতে স্বস্তি পায়নি। বাবা বলেছে এই ঘটনায় ওর কমিউনিস্ট থাকার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেছে। দুই ধরনের কমিউনিস্ট আছে। একদল হচ্ছে উদ্ধত ধরনের, এরা জনগণকে মানুষ করে তোলা আর অসহায়দের প্রগতির পথে নিয়ে যাবার আশায় এই পথে পা বাড়ায়। এরা সাম্য আর ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে বলেই জড়িয়ে পড়ে। উদ্ধতরা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন থাকে। মনে করে সবার কথা ভাবছে। আর তাতে কেবল খারাপটাই ঘটতে পারে। কিন্তু নিরীহরা? ওরা কেবল নিজেদেরই ক্ষতিই করতে পারে। কিন্তু গোড়া থেকেই এটাই চায় ওরা। এরা গরীবের দুর্দশা নিয়ে এত বেশি গ্লানির ভেতর থাকে যে ইচ্ছে করেই নিজেদের জীবনকে অসহনীয় করে তোলে।

'বাবা শিক্ষক ছিল, কিন্তু ওকে ছাঁটাই করে দিয়েছিল ওরা। একবার নির্যাতনের সময় বাবার আঙুলের নখ উপড়ে ফেলে ওরা, আরেকবার জেলে পুরে দেয় ওকে। এখনও যতদূর সম্ভব কাজ করে ও। অনেক বছর ধরে বাবা আর মা একটা স্টেশনারি দোকান চালিয়েছে, ফটোকপি করেছে ওরা, এমনকি ফ্রেঞ্চ থেকে বেশ কয়েকটা উপন্যাস তুর্কিতে অনুবাদও করেছে। অনেক সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইন্সটলমেন্ট পরিকল্পনার উপর এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি করেছে। গরীবি যখন আর সহ্য করা যেত না তখন আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদত বাবা। আমাদের ভাগ্যে খুবই খারাপ কিছু ঘটে যাবে ভেবে সব সময় ভয় পেত। তো ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টর গুলি খাওয়ার পর পুলিস আমাদের বাসায় এলে খুবই ভয় পেয়ে গেল ও–যদিও ওদের উদ্দেশ্যে বকাবাদ্যি করেছে। শুনেছি আপনি ব্লুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দয়া করে বাবাকে সেটা বলতে যাবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা বলব না,' বলল কা। কোটের উপর থেকে তুষার ঝাড়তে থামল ও। 'আমরা এই পথে যাচ্ছি না–সোজা হোটেলে?'

'এই দিকে দিয়েও যেতে পারেন। তুষার পড়া থামেনি। তেমনি আমাদের আলোচনার বিষয়ও শেষ হবে না। তাছাড়া, আপনাকে বুচার স্ট্রিট দেখাতে চাই আমি...ব্লু আপনার কাছে কী চায়?'

'কিছু না।'

'আমাদের কথা কিছু বলেছে সে–বাবা বা আমার বোন সম্পর্কে?'

কাদিফের মুখে সিরিয়াস একটা ভাব দেখতে পেল কা। 'মনে পড়ছে না,' বলল ও।

'সবাই ওকে ভয় পায়। আমরাও...এগুলো শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত কসাইখানা।'

'তোমার বাবা এখন সময় কাটায় কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল কা। 'বাড়ি–হোটেল–ছেড়ে আদৌ বের হয়?'

'হোটেলটা বাবাই চালায়। হাউসকীপার, মেথর, ধোপা ও বাসবয়দের বাবাই হুকুম দেয়। আমার বোন আর আমি সাহায্য করি ওকে। তবে বাবা বলতে গেলে বেরই হয় না। আপনার রাশি কী?'

'মিথুন,' বলল কা। 'মিথুন রাশির জাতকরা নাকি অনেক মিথ্যা বলে, কিন্তু আমি খুব একটা নিশ্চিত নই।'

'বলতে চাচ্ছেন যে মিথুন রাশির জাতকরা মিথ্যা বলে কিনা তাতে আপনি নিশ্চিত নন, নাকি *নিজের* বেলায় নিশ্চিত না থাকার কথা বোঝাচ্ছেন?'

'তুমি রাশিচক্রে বিশ্বাস করলে আজকের দিনটা আমার কাছে কেন একটা বিশেষ দিন সেটাও তোমার বোঝার কথা।'

'হ্যাঁ, আমার বোন বলেছে আজ আপনি একটা কবিতা লিখেছেন।'

'তোমার বোন তোমাকে সব বলে?'

'এখানে আমাদের দুই রকম বিনোদন আছে। আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা ঘটনা বলি আমরা আর টেলিভিশন দেখি। এমনকি টেলিভিশন দেখার সময়ও কথা বলি। কথা বলতে বলতে টেলিভিশন দেখি। আমার বোনটা খুবই সুন্দরী, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুবই সুন্দরী ও,' সমীহের সাথে বলল কা। 'তবে তুমিও সুন্দর,' ভদ্রভাবে যোগ করল। 'একথাটাও ওকে বলে দেবে নাকি?'

'না। বলব না। আমাদের নিজস্ব একটা গোপন কথা থাকুক না। বন্ধুত্ব শুরু করার এটাই সেরা উপায়।' লম্বা পিঙ্গল রেইনকোটে জমে ওঠা তুষার ঝেড়ে ফেলল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ

আপনি কীভাবে কবিতা লিখেন?

ডিনারের টেবিলের কথোপকথন প্রেম, হিযাব ও আত্মহত্যার প্রসঙ্গে বাঁক নিল

ন্যাশনাল থিয়েটারের সামনে একটা জটলা দেখতে পেল ওরা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে শো। অবিরাম তুষারপাত কাউকে বিরত করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না; কিংবা তুষারই হয়ত লোকজনকে সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে যে এত কিছু যেখানে উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, সেখানে সন্ধ্যাটা বাইরে কাটানোর এমন সুযোগ অনায়াসে লুফে নিতে পারে ওরা। ১১০ বছরের পুরোনো দালানটার সামনের পেভমেন্টে ভিড় করে থাকা অনেকেই এসেছে বেকারদের ভেতর থেকে; তরুণরাও আছে এখানে যারা শার্ট আর টাই পরে বাড়ি ও ডরমিটরি ছেড়ে হাজির হয়েছে; বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলেরাও আছে। অনেকেই ছেলেপুলেদের নিয়ে এসেছে। কার্সে আসার পর প্রথমবারের মতো একটা খোলা কালো ছাতা দেখতে পেল কা। কার্সের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা কাদিফের জানা ছিল। কবিতা পড়বে ও। কিন্তু কা যখন বলল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই ওর নেই, হাতে সময়ও নেই, ওকে রাজি করানোর একটা প্রয়াস পেল সে।

আরেকটা কবিতার তৈরি হওয়া টের পাচ্ছিল ও। কথা বাদ রেখে যত দ্রুত সম্ভব হোটেলে ফিরে এল। নিজেকে গোছানোর জন্যে রুমে ঢোকার কথা বলে ক্ষমা চেয়ে নিল ও। ঘরে ঢুকেই গায়ের কোটটা খুলে ছুড়ে ফেলল। ছোট টেবিলে বসে ভীষণ জোরে লিখতে শুরু করল। কবিতার মূল কথা হচ্ছে বন্ধুত্ব ও গোপনীয়তা। তুষার কণা আর তারার কথাও এসেছে, তেমনি সুখের দিনের কথা বোঝাতে আরও বেশ কয়েকটা মোটিফ।

লাইনের পর লাইন লিখতে গিয়ে কাদিফের বেশ কয়েকটা কথাকে হুবহু সরাসরি কবিতায় স্থান করে দিয়েছে ও। একজন শিল্পী যেভাবে ইজেলে ফুটে ওঠা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি পুলক ও উত্তেজনার সাথে কাগজটা নিরীখ করল কা। বুঝতে পারছে কাদিফের সাথে কথোপকথনের ভেতর একটা সুপ্ত যুক্তি ছিল; 'নক্ষত্র ও তাদের বন্ধুরা" নামের ওর কবিতায় প্রত্যেক মানুষের একটা নক্ষত্র ও প্রতিটি নক্ষত্রের একজন বন্ধু থাকার সূত্র নিয়ে বিতর্ক করেছে। আর নক্ষত্র বয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলা প্রতিটি মানুষের জন্যে এমন কেউ আছে যে তাতে প্রতিফলিত হয়। এবং সবাই এই প্রতিফলনকে হৃদয়ে গোপন বিশ্বাস হিসাবে বয়ে চলে। মাথার ভেতর কবিতার সঙ্গীত শুনে এর পূর্ণতায় বিমোহিত হলেও এখানে ওখানে ওকে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া এক আধটা শব্দকে বাদ দিয়ে যেতে হয়েছে। কয়েকটা পঙক্তিও গরহাজির রয়ে গেছে। পরে ও বলবে আইপেকের সাথে ব্যস্ততা ও ডিনার না করায় আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে সুখী ছিল বলেই এমনটা হয়েছে।

কবিতা শেষ করেই ফের লবিতে এসে মালিকের প্রাইভেট কোয়ার্টারে ঢুকল। একটা বিরাট উঁচু ছাদের কামরায় দুপাশে দুই মেয়ে আইপেক ও কাদিফেকে নিয়ে খাবার ভর্তি টেবিলের মাথায় বসে আছে তুরগাত বে। এক পাশে অন্য একটা একটা মেয়েও আছে। স্টাইলিশ পিঙ্গল স্কার্ফ পরে আছে সে। সঙ্গে সঙ্গে কা বুঝে গেল ওটা কাদিফের বন্ধু হান্দে ছাড়া আর কেউ না। ওর ঠিক উল্টোদিকে বসেছে পত্রিকামালিক সরদার বে। এখানে বেশ ঘরোয়া লাগছে তাকে। টেবিলে সাজানো খাবার–কী অদ্ভুত ও চমৎকার বিশৃংখলা–আর জাঁকের সাথে বারবার পেছনের রান্নাঘর থেকে যাওয়া আসা করতে থাকা কুর্দিশ আয়া যাহিদেকে জরিপ করার সময় ওর মনে হলো তুরগাত বে ও তার মেয়েরা এই টেবিলে দীর্ঘ সময় পার করে অভ্যস্ত।

'সারাদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমাকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম,' বলল তুরগাত বে। 'দেরি হলো কেন?' উঠে দাঁড়িয়ে কা-কে আলিঙ্গন করতে এমনভাবে সামনে ঝুঁকে এল সে যেন কেঁদে ফেলবে। 'যেকোনও সময় ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যেতে পারে,' করুণ সুরে বলল সে।

তুরগাত বের ইশারায় ঠিক তার উল্টোদিকে দেখানো চেয়ারে বসল ও। এক বাটি ডাল পরিবেশন করল আয়া। বুভুক্ষের মতো খেল ও। বাকি দুজন যার যার রাকিতে মন দিল। বারবার ওর পেছনের টেলিভিশনের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে ওদের। বাকি সবাইকে এই কাজ করতে দেখে অনেক দিন ধরে করবে বলে ভেবে আসা কাজটা করল কা। আইপেকের অসাধারণ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরে নিজের লেখায় খুবই স্পষ্ট করে ওর পুলকের কথা লিখবে বলে ঠিক ওই মুহূর্তে ওর মনের অবস্থা কেমন ছিল সেটা ভালো করেই জানি–প্রফুল্ল কোনও শিশুর মতো দুই হাত বা পাজোড়া স্থির রাখতে পারছিল না ও। আইপেক আর ওকে আবার ফ্রাংকফুর্টে নিয়ে যাবার ট্রেইন ধরার জন্যে ছুটে চললেও এতখানি অস্থির ও উত্তেজনা বোধ করত না। তুরগাত বে-র কাজের টেবিলের দিকে তাকাল ও–বই, পত্রিকা, রিসিট, হোটেলের রিসিট বই স্তূপ হয়ে আছে–ল্যাম্পের শেডের নিচের বলয়ের দিকে দৃষ্টি দিতেই ওর ছোট অফিসে নিজের লেখার টেবিলের উপরের আলোর আরেকটা বলয়ের ছবি ফুটে উঠল ওর মনে। ফ্রাংকফুর্টে যাবার পর যেখানে আইপেকের সাথে সুখে জীবন কাটাবে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এই সময় খেয়াল হলো কাদিফের চোখজোড়া ওর উপর স্থির হয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই কা-র মনে হলো ওর চেহারায় ঈর্ষার একটা ঝলক খেলে যেতে দেখেছে ও। বোনের মতো অতটা সুন্দর নয় ওর চেহারা, কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক হাসি দিয়ে সেটা আড়াল করল সে।

টেলিভিশন সেটের কাছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে ওর খাবারের সাথীরা, আলাপে মগ্ন থাকলেও বারবার চোখের কোণ দিয়ে ওটার দিকে তাকাচ্ছে। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়ে গেছে। স্টেজের উপর এপাশ ওপাশ দোল খেতে থাকা হ্যাংলা, লম্বা উপস্থাপকটি আগের দিন সন্ধ্যায় বাস থেকে নামার সময় দেখা অভিনয় শিল্পীদেরই একজন। বেশিক্ষণ তাকে দেখছিল না ওরা, এমন সময় রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে চ্যানেল বদলে দিল তুরগাত বে। অনেকক্ষণ শাদা ফুটকিতে ভরা আবছা ছবির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। কী দেখছে তার কোনও ধারণাই নেই ওদের। তবে সেটা শাদা-কালো কিছু বলেই মনে হচ্ছে।

'বাবা,' বলল আইপেক, 'কী দেখছো?'

'তুষারপাত,' বলল ওর বাবা। 'আর কিছু না হোক, এটাই এখানকার আবহাওয়ার নির্ভুল বর্ণনা। সত্যিকারের খবর ধরা যায়। যাহোক, তুমি জানো একই চ্যানেল অনেকক্ষণ ধরে দেখলে নিজেকে আমার অপমানিত মনে হয়।'

'তাহলে, বাবা, টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলেই হয়? এখানে ভিন্ন কিছু ঘটছে যা আমাদের সবার সম্মান কেড়ে নিচ্ছে।'

'বেশ, কী ঘটেছে আমাদের অতিথিকে সেটা বলো,' বলল ওর বাবা। চেহারা দেখে লজ্জিত মনে হচ্ছে তাকে। 'ও জানে না বলে অস্থির লাগছে।'

'আমারও একই অবস্থা,' বলল হান্দে। ওর সুন্দর কালো চোখে ক্রোধ। খানিক ক্ষণ চুপ করে রইল সবাই।

'তোমার গল্পটা বলছ না কেন, হান্দে?' বলল কাদিফে। 'এখানে লজ্জার কিছু নেই।'

'উঁহু, কথাটা ঠিক না। এখানে লজ্জার অনেক কারণ আছে, সেজন্যেই এনিয়ে কথা বলতে চাই আমি,' বলল হান্দে। ওর ডাগর চোখদুটো অদ্ভুত খুশিতে ভরে উঠল। যেন সুখের কোনও মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেছে, এভাবে হাসল সে, তারপর বলল, 'আমাদের বন্ধু তেসলিমে আত্মহত্যা করার পর ঠিক চল্লিশ দিন পার হয়েছে। আমাদের দলের মেয়েদের ভেতর তেসলিমেই ধর্ম ও আল্লাহর ওহীর পক্ষে সংগ্রামে সবচেয়ে নিবেদিত প্রাণ ছিল। ওর কাছে হিযাব কেবল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই প্রতীক ছিল না, ওর বিশ্বাসের ঘোষণাও দিয়েছে, ওর ইজ্জাত বাঁচিয়েছে। ও যে আত্মঘাতী হতে পারে এটা আমাদের কারও চিন্তায়ই আসেনি। হিযাব খোলার জন্যে বাড়ি ও স্কুলের যুগপৎ চাপ সত্ত্বেও—ওর বাবা ও শিক্ষকরা ছিল ক্লান্তিহীন—নিজের অবস্থান বজায় রেখেছিল ও। পড়াশোনার তৃতীয় বছরে ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্র্যাচুয়েশনের মুহূর্তে ওকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। এমন একটা দিনে পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ওর বাবার কাছে কিছু লোক আসে। ওরা পরিষ্কার বলে দেয় মেয়েকে হিযাব ছাড়া স্কুলে না পাঠালে ওরা মুদি দোকান বন্ধ করে দেবে, ওকে কার্স থেকে বের করে দেবে।

'বাবা তখন তেসলিমেকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখাল। এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে বিপত্নীক পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী ধূসর-চোখ এক পুলিসের সাথে ওর বিয়ে দেওয়ার কথাবার্তা শুরু করল সে। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছিল যে পুলিসের লোকটা ফুল হাতে দোকানে যাতায়াত শুরু করেছিল। তেসলিমে ধূসর-চোখ বিপত্নীকের উপর এতটাই খ্যাপা ছিল যে, হিযাব খুলে ফেলার কথা ভাবার কথাও বলেছিল আমাদের–তাতে যদি বিয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারেনি।

'আমাদের ভেতর কেউ কেউ ধূসর-চোখ বিপত্নীকের সাথে বিয়ে এড়াতে হিযাব খোলার ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম, আর কেউ কেউ বলেছে, "তোমার বাবাকে আত্মহত্যার ভয় দেখাও না কেন?" এতে যারা জোরাল সমর্থন দিয়েছিল তাদের ভেতর আমিও ছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি চাইনি তেসলিমে হিযাব খুলুক, চাইনি আমি। কতবার যে এই কথাটা বলেছি তার হিসাব নেই, "তেসলিমে পর্দা খোলার চেয়ে বরং আত্মহত্যা করা ঢের ভালো।" কিন্তু সেটা ছিল স্রেফ কথার কথা। কাগজের কথা আমরা বিশ্বাস করেছিলাম–আত্মঘাতী মেয়েরা অন্তরে ঈমান না থাকায়ই আত্মহত্যা করেছে, কারণ ওরা ছিল বস্তুবাদের দাস, ভালোবাসার বেলায় দুর্ভাগ্য ছিল ওদের। আমি শুধু তেসলিমের বাবাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। ধর্মপ্রাণ মেয়ে ছিল তেসলিমে। তাই ধরে নিয়েছিলাম কখনওই সিরিয়াসভাবে আত্মহত্যার কথা ভাববে না ও। কিন্তু ও গলায় দড়ি দিয়েছে শোনার পর কিন্তু সবার আগে আমিই সেটা বিশ্বাস করেছি। আরও বড় কথা, ব্যাপারটা আমার জানা ছিল, আমি ওর-মতোই ছিলাম। ওই একই কাজ করতাম আমিও।'

কাঁদতে শুরু করল হান্দে। পাশে গিয়ে ওকে চুমু খেল আইপেক, গায়ে হাত বোলাতে লাগল। ওদের সাথে যোগ দিল কাদিফে। মেয়ে তিনটে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে থাকায় রিমোট কন্ট্রোল দোলাচ্ছিল তুরগাত বে। অচিরেই হান্দেকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করল সে। অল্প সময় বাদেই ওকে কান্না থেকে বিরত রাখতে কৌতুক বলতে লাগল। যেন কাঁদতে থাকা কোনও বাচ্চার মন ভোলাতে চাইছে। পর্দার জিরাফের দিকে ইঙ্গিত করল তুরগাত বে। তারপর শিশুর মতো পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে না জেনেই অশ্রুভেজা চোখে পর্দার দিকে তাকাল হান্দে। দূর কোনও দেশে, হয়ত আফ্রিকার মধ্যখানে কোথাও, পর্দায় একজোড়া জিরাফকে ঘন গাছপালায় ছাওয়া মাঠে স্লো মোশনে চলাফেরা করতে দেখতে গিয়ে কিছু সময়ের জন্যে নিজেদের বিস্মৃত হলো মেয়ে তিনটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তেসলিমের আত্মহত্যার পর হিযাব খুলে স্কুলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হান্দে। বাবা-মার জন্যে আর বিপদ ডেকে আনতে চায়নি ও,' ব্যাখ্যা করল কাদিফে। 'অনেক কিছু কোরবানী দিয়েছে ওরা, অনেক কিছু ছাড়াই জীবন কাটিয়েছে ওকে ঠিক মানুষ করে তুলতে; বেশির ভাগ বাবা-মাই কেবল ছেলেদের জন্যে যেসব করে ওরা সেটা ওর জন্যে করেছে। ওর বাবা-মা সব সময়ই ভেবেছে কোনও একদিন হান্দে ওদের দেখাশোনা করবে। কারণ ও বেশ বুদ্ধি রাখে।'

নরম, প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে কিন্তু তারপরেও যথেষ্ট জোরেই কথা বলছিল সে। ঘরের বাকি সবার মতো হান্দেও শুনছিল, এমনকি ওর অশ্রুসজল চোখজোড়া তখনও টেলিভিশন পর্দার উপর স্থির ছিল।

'প্রথমে আমরা ওর হিযাব খোলার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যখন বুঝলাম আত্মহত্যার চেয়ে বরং পর্দা খোলা ঢের ভালো, তখন ওর সিদ্ধান্তে সায় দিলাম আমরা। কোনও মেয়ে আল্লাহর হুকুম আর ঈমানের প্রতীক হিসাবে হিযাব পরার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা করা তার পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক দিন নিজের ঘরেই বন্দী ছিল হান্দে।'

ঘরের আর সবার মতো এতক্ষণে বিব্রত বোধ করতে শুরু করেছে কা, নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে ওর। কিন্তু আইপেকের হাতের সাথে ওর হাতের ছোঁয়া লাগতেই সুখের একটা জোয়ার খেলে গেল ওর ভেতর। তুরগাত বে এক চ্যানেল থেকে আরেক চ্যানেলে ছোটাছুটি করার সময় আইপেকের বাহুর সাথে নিজের বাহু ছুঁইয়ে আরও সুখ লাভের প্রয়াস পেল কা। আইপেকও একই রকম করতেই এতক্ষণ ধরে শোনা সমস্ত বিষাদের কাহিনী বিস্মৃত হলো ও।

AMARBOI.COM

আরও একবার ন্যাশনাল থিয়েটার-এ টিউন করা হলো টেলিভিশন। লম্বা হ্যাংলা লোকটা এখন কার্সের সর্ব প্রথম সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে কতখানি গর্বিত সে কথা বলছিল। এবার সন্ধ্যার অনুষ্ঠানসূচি ঘোষণা করল সে: প্রতিশ্রুতি দিল বিশ্বের মহান কিংবদন্তীদের অলৌকিক পরিবেশনা, একজন জাতীয় গোলরক্ষকের গোপন স্বীকারোক্তি, আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কালিমা লেপে দেওয়ার মতো তাক লাগানো তথ্য প্রকাশ, শেক্সপিয়র ও ভিক্টর উগোর কাহিনী থেকে অবিস্মরণীয় সব দৃশ্য, নীতিহীন বিপর্যয়, তুর্কি ফিল্ম ও থিয়েটারের সবচেয়ে জাঁকাল তারকা ও সেই সাথে কৌতুক, গান আর দুনিয়া কাঁপানো বিস্ময়ের। "আমাদের মহত্তম কবি, যিনি অনেক বছর পরে নীরবে আমাদের দেশে ফিরে এসেছেন," হিসাবে নিজের বর্ণনা শুনল কা। টেবিলের নিচে হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরল আইপেক।

'নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইছ না?' জানতে চাইল তুরগাত বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানেই আরামে আছি আমি,' আইপেকের হাতের দিকে আরও জোরে হাত ঠেলে দিয়ে বলল কা।

'আপনার সুখে বাদ সাধার মতো কিছু করতে বলতে চাইও না,' বলল হান্দে, ঘরের সবাইকে উত্তেজিত করে তুলল সে। 'তবে আপনার সাথে পরিচিত হতেই আজ এখানে এসেছিলাম আমি। আপনার কোনও বইই পড়া হয়নি আমার। কিন্তু আপনি একজন কবি আর জার্মানির মতো জায়গায় ছিলেন, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। ইদানীং কোনও কবিতা লিখেছেন কিনা জানতে পারি?'

'কার্সে আসার পর বেশ কয়েকটা কবিতা এসেছে আমার মনে,' বলল কা।

'আপনার সাথে দেখা করার কারণ, ভেবেছিলাম আপনি হয়ত কীভাবে মনোযোগ দিতে পারব বাতলে দিতে পারবেন। কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি? আপনি কীভাবে কবিতা লিখেন? মনোযোগ দিয়েই তো?'

জার্মানিবাসী তুর্কিদের আসরে কবিতা পড়ার সময় বরাবরই দর্শকদের মহিলা অংশের তরফ থেকে এটাই ছিল সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু যখনই এই প্রশ্নটা উঠত, এমনভাবে কুকড়ে যেত ও, যেন একান্তই ব্যক্তিগত কোনও কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। 'কীভাবে কবিতা লেখা হয় তার কোনও ধারণা নেই আমার,' এবার বলল ও। 'ভালো কবিতা সব সময়ই যেন বাইরে, দূর কোথাও থেকে আসে বলে মনে হয়।' হান্দের চোখজোড়া সন্দেহে ভরে উঠতে যাচ্ছে দেখল ও, আবার যোগ করল, '*মনোযোগ দেওয়া* দিয়ে আসলে কী বোঝাতে চাইছ, একটু বুঝিয়ে বলছো না কেন?'

'সারাদিন চেষ্টা করেও আমি যা দেখতে চাই ফুটিয়ে তুলতে পারি না, হিযাব ছাড়া আমাকে কেমন লাগবে। তার বদলে যেসব ভুলে যেতে চাই সেগুলোই বারাবার দেখি।'

'যেমন?'

'আমাদের অনেককেই হিযাব পরতে দেখে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এ থেকে আমাদের বের করে আনতে আংকারা থেকে এক মহিলাকে পাঠিয়েছিল ওরা। "প্ররোচনার এই এজেন্ট" একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের সবার সাথে একাকী কথা বলেছে। আমাদের সে "তোমাদের কি বাবা-মা মারেন? তোমার বাবা মাসে কত টাকা আয় করেন? ধর্মীয় পোশাক চাপানোর আগে তোমরা কী পরতে? তুমি আতাতুর্ককে ভালোবাসো? সপ্তাহে কয় দিন সিনেমা দেখতে যাও? তোমার চোখে নারী-পুরুষ কি সমান? আল্লাহ কি রাষ্ট্রের চেয়েও বড়? তুমি কয়টি বাচ্চা চাও? বাড়িতে কি জুলুমের শিকার হয়েছ?" জাতীয় শ'খানেক প্রশ্ন করেছে সে। সবার জবাব লিখে নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের নামে একটা করে বিরাট ফর্ম পূরণ করেছে।

'খুবই স্টাইলিশ মেয়ে ছিল সে–রঙিন নখ, রঙিন চুল আর অবশ্যই হিযাব বিহীন মাথা–ম্যাগাজিনে যেমন দেখা যায় সে ধরনের পোশাক ছিল পরনে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার একই সময়ে–কীভাবে ব্যাখ্যা করব?–শাদামাঠা ছিল সে। তার কিছু প্রশ্নে আমাদের কাঁন্না এলেও মেয়েটাকে পছন্দ করেছিলাম আমরা। এমনকি কার্সের এইসব কাদাভরা রাস্তাঘাটের কারণে তার কোনও ঝামেলা হচ্ছে কিনা ভেবে চিন্তিতও ছিলাম। এরপর তাকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করলাম। প্রথমে এতে খারাপ কিছু দেখতে পাইনি, কিন্তু এখন যতই মাথার চারপাশে চুল দুলিয়ে ভিড়ের ভেতর হাঁটার কথা ভাবছি ততই নিজেকে "প্ররোচনার এজেন্ট" মনে হচ্ছে। মনের চোখে আমি ঠিক তার মতোই স্টাইলিশ, স্টিলেটো হীল পরছি, এমনকি তার চেয়েও খাট জামাকাপড়। পুরুষরা আমার দিকে আগ্রহের সাথে তাকাচ্ছে। আমার কাছে সুখকর ঠেকছে সেটা। আবার একই সময়ে খুবই লজ্জাকরও।'

'ইচ্ছে না থাকলে স্বপ্ন নিয়ে আলোচনার দরকার নেই, হান্দে,' বলল কাদিফে।

'না, আমি কথা বলতে চাই। স্বপ্নে গ্লানি বোধ করলেও তার মানে এই নয় যে আমার স্বপ্ন *নিয়ে* আমি লজ্জিত। এমনকি হিযাব খুলে ফেললেও যেসব মেয়ে পুরুষের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায় বা যারা যৌনতা ছাড়া আর কিছু বোঝে না তাদের মতো হতে পারতাম না বোধ হয়। আর যাই হোক, হিযাব খুললে সেটা আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় হত না। তারপরেও আমি জানি, মন থেকে না হলেও কেউ এমন কিছু করলে অনেক সময় যৌন অনুভূতিতে আক্রান্ত হতে হয়, না চাইলেও। এই একটা ব্যাপারে সব নারী-পুরুষের মিল। স্বপ্নে আমরা সবাই তাদের সাথে পাপ করি যারা জাগ্রত জীবনে আমাদের প্রতি এতটুকু আগ্রহী হবে না। কথাটা সত্যি না?'

'অনেক হয়েছে, হান্দে,' বলল কাদিফে।

'ঠিক কিনা?'

'না, ঠিক না,' বলল কাদিফে। কা-র দিকে ফিরল সে। 'এসব ঘটার বছর দুই আগে খুব সুদর্শন এক কুর্দিশ তরুণের প্রেমে পড়েছিল হান্দে। কিন্তু বেচারা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে খুন হয়ে যায়–'

'তার সাথে আমার হিযাব খুলতে রাজি না হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই,' রাগের সাথে বলে উঠল হান্দে। 'আসল কারণ আমি মনোযোগ দিতে পারছি না। হিযাব ছাড়া নিজেকে কল্পনা করতে পারছি না। যখনই চেষ্টা করতে যাই, "প্ররোচনার এজেন্টের" মতো কোনও অশুভ আগন্তুক বা এমন এক নারীর সাথে দেখা হয়ে যায় যে যৌনতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে উন্মুক্ত মাথায় দরজা দিয়ে বের হয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, করিডর ধরে হাঁটার কথা. ক্লাসে যাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারলেও এসব অতিক্রম করার মতো শক্তি খুঁজে পেতাম। তারপর আল্লাহর ইচ্ছেয় মুক্তি পেতাম। নিজের ইচ্ছায় হিযাব খুলে ফেলতাম–পুলিস জোর করেছে বলে নয়। কিন্তু এখন স্রেফ মনোযোগই দিতে পারছি না। কিছুতেই সেই মুহূর্তটার কথা ভাবতে তৈরি করতে পারছি না নিজেকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে তার জন্যে এত বাড়াবাড়ি ছাড়,' বলল কাদিফে। 'তুমি নিমেষে লুটিয়ে গেলেও আমাদের প্রিয় হান্দেই থাকবে।'

'না, থাকব না,' বলল হান্দে। 'তোমাদের ছেড়ে হিযাব খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমাকে তোমরা ঘৃণা করো জেনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি।' কা-র দিকে ফিরল সে। 'অনেক সময় মাথার চুল দুলিয়ে একটা মেয়ের স্কুলে যাবার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারি আমি, হল ধরে এগিয়ে গিয়ে আমার প্রিয় ক্লাসরুমে ঢুকতে দেখি–আহা, ক্লাসের কথা কত মনে পড়ে আমার!–এমনকি হলওয়ের গন্ধ আর আঠাল পরিবেশ পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি। তারপর হলওয়ে থেকে ক্লাসরুমকে আলাদা করে রাখা কাচের ভেতর দিয়ে তাকাই, তখন দেখতে পাই ওই মেয়েটা আমি নই, অন্য কেউ, তখন কাঁদতে শুরু করি।'

সবাই ভাবল হান্দে বুঝি ফের কাঁদতে শুরু করবে।

'ভিন্ন কেউতে পরিণত হতে তত ভয় পাই না,' বলল হান্দে। 'আমাকে যা ভয় পাইয়ে দেয় সেটা হলো আর কখনও এখন যেমন আছি আর তেমন হতে না পারার ভয়–সেই মানুষটা কে ছিল সেটাও ভুলে যাওয়া। এটাই মানুষকে আত্মহত্যায় ঠেলে দেয়।' কা-র দিকে ফিরল সে। 'আপনি কখনও আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন?' তোষামুদে কণ্ঠস্বর।

'না। তবে কার্সের মেয়েদের কথা শোনার পর কঠিন প্রশ্নটা না তুলে থাকা যায় না।'

'আমাদের মতো অবস্থার অনেক মেয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবতে থাকলে একে দেহ নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত কিছু বলতে পারেন। নেশা করিয়ে যেসব মেয়েদের তাদের কৌমার্য বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয়েছে আত্মহত্যা তাদের জন্যে এই সুযোগ করে দিয়েছে; যেসব কুমারী ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেসব পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের বেলায়ও একই সুযোগ এনে দিয়েছে এটা। এমন মেয়েদের জন্যে আত্মহত্যার ইচ্ছা হলো পাক-পবিত্র থাকারই ইচ্ছা। আপনি আত্মহত্যা নিয়ে কোনও কবিতা লিখেছেন?' সহজাত প্রবৃত্তির বশেই আইপেকের দিকে ফিরল সে। 'আমি বাড়াবাড়ি করে ফেললাম, তোমার বন্ধুকে বিরক্ত করছি না তো? ঠিকাছে তাহলে, কার্সে আসার পর তার কাছে আসা কবিতাগুলোর উৎস কী জানালে, কথা দিচ্ছি তাকে ওকে আর বিরক্ত করব না।'

'কোনও কবিতা আমার কাছে আসছে বুঝতে পারলে এত খুশি লাগে যে, যিনি পাঠান তাঁর প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞতা বোধ করি।'

'সেই একই জন কি আপনার কবিতায় প্রাণ দেন? কে তিনি?'

'আমি নিশ্চিত নই, তবে আমার ধারণা আল্লাহই আমার কাছে কবিতা পাঠান।'

'আল্লাহর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছেন না, নাকি যিনি কবিতা পাঠাচ্ছেন তিনি আল্লাহই কিনা তাতে নিশ্চিত নন?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল্লাহই আমার কাছে কবিতা পাঠান,' আন্তরিকভাবে বলল কা।

'ও রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান দেখেছে,' বলল তুরগাত বে। 'হয়ত এমনকি ওকেও ঈমানদার হওয়ার জন্যে হুমকি দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে।'

'না, এটা আমার ভেতর থেকেই আসে,' বলল কা। 'আমি আর সবার মতোই যোগ দিতে চাই।'

'দুঃখিত। তুমি শঙ্কিত, অথচ আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করছি।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই শঙ্কিত,' গলা চড়িয়ে বলল কা। 'আমি খুবই শঙ্কিত।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল কা, যেন কেউ ওর দিকে অস্ত্র তাক করেছে–কিংবা টেবিলের বাকি সবার কাছে তেমনই মনে হলো। 'কোথায় সে?' চেঁচিয়ে উঠল তুরগাত বে, যেন টের পেয়েছে কেউ গুলি করতে যাচ্ছে তাদের।

'আমি শঙ্কিত নই,' বলল হান্দে। 'আমার যা হয়েছে তার পরোয়া করি না।'

বাকি সবার মতো কা-র দিকে তাকিয়ে আছে সে, বিপদটা কোথায় বোঝার চেষ্টা করছে। অনেক বছর পরে, সরদার বে আমাকে বলেছে যে এই পর্যায়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল কা-র চেহারা, কিন্তু ওর অভিব্যক্তিতে ভয় বা ঝিমুনি বোঝা যাওয়ার মতো কিছু ছিল না; ওর চেহারায় সরদার বে কী দেখেছে পরে মনে করতে পেরেছে, সেটা ছিল সুপ্ত আনন্দ। আরও আগে, নেড়ে আয়া বলেছে যে, ঘরে যেন একটা আলো ঢুকে পড়েছিল; ওখানে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে স্বর্গীয় আভায় ভরিয়ে দিয়েছে। তার চোখে রশ্মি পেয়ে গিয়েছিল। দৃশ্যতঃ কেউ একজন বলে উঠেছিল, 'একজন কবি এসেছেন,' এই ঘোষণা কাল্পনিক অস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার করেছিল।

AMARBOI.COM

কা-র নোটের আরও বেশি পরিশীলিত বর্ণনা অনুযায়ী কামরার প্রত্যাশায় ভরা উত্তেজনাকর পরিবেশ পৌনে একশো বছর আগের আমাদের ছেলেবেলার নিসান্তাসের পেছনের পথে দৃশ্যগুলোর স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছিল। আমাদেরই এক বন্ধুর স্থূলদেহী মা এইসব সন্ধ্যার আয়োজন করতেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন তিনি; তার বেশির ভাগ অতিথিই ছিল অসুখী গৃহিনী। তবে অবশ আঙুলের একজন পিয়ানিস্ট, মাঝবয়সী এক পাগলাটে ফিল্ম স্টার (কিন্তু কেবল সে তাকেই চাইত বলে) আর সারাক্ষণ হাই তুলতে থাকা বোনও ছিল; আমাদের বন্ধু চুরি করে আমাদের ঢোকালে আমি আর কা-ও থাকতাম। অস্বস্তিকর অপেক্ষার সময়গুলোতে কেউ একজন হয়ত বলত, "হে আত্মা, তুমি আমাদের কাছে এসে থাকলে কথা বলো!" দীর্ঘ নীরবতার পর প্রায় অস্পষ্ট নড়াচড়ার আওয়াজ–চেয়ারের নড়ার শব্দ, গোঙানি, অনেক সময় টেবিলের পায়ায় কারও লাথি মারার আওয়াজ–শোনা যেত। এরপর কাঁপা গলায় কেউ একজন ঘোষণা করত, "আত্মার আগমন ঘটেছে।" কিন্তু রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় কা মৃতের সাথে যোগাযোগ করার মতো মানুষ ছিল না। ওর চেহারায় আনন্দ ঝিলিক দিচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেশি পান করে ফেলেছে ও,' বলল তুরগাত বে। তারপর ইতিমধ্যে কা-র পিছু নেওয়া আইপেকের উদ্দেশে বলল, 'হ্যাঁ, ওকে সাহায্য করো, মেয়ে।'

কিচেনের পাশেই একটা চেয়ারে নিজেকে ছেড়ে দিল কা। নোট বই আর কলম বের করল। 'তোমরা আমাকে ঘিরে থাকলে লিখতে পারব না।'

'চলো, তোমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাই,' বলল আইপেক।

কিচেনের ভেতর দিয়ে আইপেককে অনুসরণ করে এগোল কা। যাহিদের রুটির পুডিংয়ের উপর ছড়িয়ে দেওয়া মিষ্টি সিরার গন্ধে মম করছে জায়গাটা। একটা ঠাণ্ডা ঘর পার হয়ে আরেকটা আধো অন্ধকার ঘরে পা রাখল ওরা।

'এখানে লিখতে পারবে?' জানতে চাইল আইপেক। একটা ল্যাম্প জ্বালল ও।

নিখুঁতভাবে বিছানা করা একটা সাজানো ঘর দেখতে পেল কা। একটা নিচু টেবিল ও একটা নাইটস্ট্যান্ড রয়েছে এখানে, ওটার উপর দুই বোন নানা ধরনের ক্রিম, লিপস্টিক, কোলনের ছোট ছোট বোতল, বই, একটা যিপ লাগানো পাউচ আর এককালে অ্যালকোহল ও রান্নার তেল রাখার বোতলে অন্য কিছু জিনিসের মোটামুটি একটা সংগ্রহ সাজিয়ে রেখেছে। টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় পড়ে আছে একটা পুরোনো সুইস চকলেট বক্স, ব্রাশ, কলম, তাবিজ, নেকলেস আর ব্রেসলেট।

বরফ জমা জানালার চৌকাঠের পাশে বিছানার উপর বসল কা। 'পারব,' বলল ও। 'কিন্তু আমাকে একা ফেলে যেয়ো না।'

'কেন?'

'জানি না,' বলল ও। তারপর আবার যোগ করল, 'আমি চিন্তিত।'

কবিতা লিখতে বসে পড়ল ও। অন্য একটা চকলেট বক্সের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে এটা। কা ছোট থাকতে ওর এক মামা সুইটযারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিল ওকে। চকলেট বাক্সের ছবিটা আজ সারাদিন কার্সের বিভিন্ন টি-হাউসে দেখা ছবিগুলোর মতোই। কা-র লেখা পরের টীকা অনুযায়ী কার্সে লেখা কবিতাগুলোর ব্যাখ্যা, শ্রেণীবিন্যাস ও সাজানোর চেষ্টা করার সময় আইপেকের বাক্স থেকে প্রথম যে জিনিসটা বের হয়ে এসেছে সেটা হলো একটা খেলনা ঘড়ি, দুদিন পর ও জানতে পারবে ছোট বেলায় এই ঘড়ি দিয়ে খেলত আইপেক। সময়ের অতীতে যেতে ও ছোট বেলা এবং খোদ জীবন সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে ঘড়িটাকে কাজে লাগাবে কা।

'আমি চাই না তুমি আমাকে কখনওই ছেড়ে যাও,' আইপেককে বলল কা। 'আমি পাগলের মতো তোমার প্রেমে পড়েছি।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালো করে চেনোই না,' বলল আইপেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দু ধরনের মানুষ আছে,' জ্ঞান দেওয়ার ঢঙে বলল কা। 'এক দল মেয়েটি কীভাবে স্যান্ডউইচ খায়, কেমন করে চুল আঁচড়ায়, কী কী আজে বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায়, বাবার উপর কেন রাগ করেছে, লোকে তার সম্পর্কে কেমন গল্প বলে বেড়ায় এসব না জেনে প্রেমে পড়ে না; দ্বিতীয় দলের পুরুষরা–এই দলে পড়েছি আমি–কোনও মেয়ে সম্পর্কে কিছু না জেনেই প্রেমে পড়ে যেতে পারে।'

'অন্য কথায়, আমার সম্পর্কে কিছু জানো না বলেই আমার প্রেমে পড়েছ তুমি? একে সত্যিই প্রেম বলা যায় মনে করো?'

'তুমি উল্টে পড়ে গেলে এমনই হয়,' বলল কা।

'তো এক সময় তুমি যখন আমি কীভাবে স্যান্ডউইচ খাই, কীভাবে চুল আঁচড়াই জেনে যাবে তখন আবার তোমার প্রেম ছুটে যাবে।'

'না, ততদিনে আমাদের গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতা গভীর হয়ে উঠবে, এমন এক ধরনের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হবে যা আমাদের দেহকে জড়িয়ে থাকবে। আমরা আমাদের সুখের স্মৃতি দিয়ে আবদ্ধ থাকব।'

'উঠো না, বিছানাতেই বসে থাকো,' বলল আইপেক। 'বাবা একই ছাদের নিচে থাকতে কাউকে চুমু খেতে পারব না আমি।' ওর চুমুগুলো ফিরিয়ে দেয়নি সে, কিন্তু এখন ওকে সরিয়ে দিল। 'বাবা ঘরে থাকলে এসব আমার ভালো লাগে না।'

খাটের কিনারায় ফের বসার আগে আইপেকের ঠোঁটে আরও কয়েকটা চুমু দেওয়ার চেষ্টা করল কা। 'বিয়ে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে কেটে পড়তে হবে আমাদের। তুমি জানো, ফ্রাংকফুর্টে আমরা কত সুখে থাকব?'

AMARBOI.COM

খানিক নীরবতা। তারপর, 'আমাকে না জেনেই কীভাবে আমার প্রেমে পড়বে তুমি?'

'কারণ, তুমি এত সুন্দর...কারণ আগেই স্বপ্নে দেখেছি, আমরা কতটা সুখী হব...কারণ তোমাকে কোনও রকম গ্লানিবোধ ছাড়াই যেকোনও কথা বলতে পারি আমি। আমার স্বপ্নে আমি কখনওই আমাদের ভালোবাসার কথা ভাবা বাদ দিতে পারি না।'

'ফ্রাংকফুর্টে কী করতে তুমি?'

'লিখতে পারছিলাম না যেসব কবিতা সেগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতাম...আমি স্বমেহন করেছি...নৈঃসঙ্গ্য আবশ্যিকভাবেই অহংকারের একটা ব্যাপার; নিজেকে নিজের সৌরভে চাপা দাও তুমি। প্রকৃত কবিদের জন্যে ব্যাপারটা একই। লম্বা সময় সুখে থাকলে গতানুগতিক হয়ে যাও তুমি। সেই একই যুক্তিতে অনেক দিন অসুখে থাকলে তোমার কাব্যিক ক্ষমতা হারিয়ে যায়...সুখ আর কবিতা কেবল ক্ষণিকের জন্যে একসাথে থাকতে পারে। পরে হয় সুখ কবিকে নির্যাতন করে বা কবিতা এতটাই বাস্তব হয়ে ওঠে যে সুখকে ধ্বংস করে দেয়। ফ্রাংকফুর্টে আমার অপেক্ষায় থাকতে পারে এমন সুখের কথা ভেবে দারুণভাবে ভীত হয়ে আছি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে ইস্তাম্বুলেই থেকে যাও,' বলল আইপেক।

সাবধানে ওর দিকে তাকাল কা। 'তুমি ইস্তাম্বুলেই থাকতে চাও?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও। ঠিক ওই মুহূর্তে ওর সবচেয়ে বড় ইচ্ছে ছিল আইপেক ওর কাছে একটা কিছু চাক।

আইপেকও সেটা আঁচ করতে পারল। 'আমি কিছু চাই না,' বলল ও।

কা জানে ওকে চাপ দিচ্ছে ও। একটা কিছু বলে দিচ্ছে কার্সে বেশি সময় থাকছে না ও–অচিরেই এখানে নিঃশ্বাস নেওয়া ওর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে–তো ওকে জোর করতেই হবে যেন এর উপরই ওর জীবন নির্ভর করছে। কয়েক মুহূর্ত দূরাগত কথোপকথনের আওয়াজ কান পেতে শুনল ওরা, এর পরপরই একটা এক্কা গাড়ি জানালার নিচ দিয়ে চলে গেল। তুষারের উপর দিয়ে চাকা গড়ানোর শব্দ শুনল ওরা। দরজা পথে দাঁড়িয়ে আছে আইপেক, ধীরে ধীরে যত্নের সাথে হাতের চিরুণী থেকে চুল ছাড়াচ্ছে।

'এখানকার জীবন এত খারাপ আর বাজে যে তোমার মতো মানুষ পর্যন্ত কিছু চাওয়ার মানে কী সেটা ভুলে গেছে,' বলল কা। 'এখানে জীবনের কথা ভাবতে পারে না কেউই, কেবল মৃত্যু...তুমি আমার সাথে যাচ্ছ?' জবাব দিল না আইপেক। 'আমাকে নেতিবাচক জবাব দিতে চাইলে, জবাব দেওয়ারই দরকার নেই,' বলল কা।

'জানি না,' বলল আইপেক। চিরুণীর দিকে চোখ ওর। 'ওই রুমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে ওরা।'

'ওখানে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে, কিন্তু কি নিয়ে কোনও ধারণাই নেই আমার।'

বাতি নিভে গেল। নড়েনি আইপেক। ওকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছে করল কা-র, কিন্তু একাকী ফ্রাংকফুর্টে ফিরে যাবার চিন্তায় এতটাই আচ্ছন্ন ছিল যে নিজেও নড়ল না।

'নিকষ কালো অন্ধকারে নিশ্চয়ই কবিতা লিখবে না তুমি,' বলল আইপেক। 'চলো।'

'আমার কাছে সবচেয়ে বড় কী চাও তুমি? আমাকে ভালোবাসার বিনিময়ে কী করতে পারি?'

'নিজের মতো হও,' বলল আইপেক। উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

খাটের কিনারে বসে থাকতে এত ভালো লাগছিল যে উঠে দাঁড়াতে বেশ কসরত করতে হলো ওকে। কিচেনের পাশের ঠাণ্ডা ঘরে আবার বসে পড়ল ও। তারপর মোমের মিটিমিটি আলোয় 'চকলেটের বাক্স' নামের কবিতাটা লিখে ফেলল সবুজ খাতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার যখন উঠে দাঁড়াল ও, সামনে আইপেককে দেখতে পেল। ওকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে গেল। ওর চুলে জড়িয়ে নিল নিজেকে। কিন্তু ওর ভাবনা বাধা হয়ে দাঁড়াল। যেন অন্ধকারে চিন্তাগুলোও হোঁচট খাচ্ছে।

কিচেনের মোমবাতির ঝিলিকে পরস্পরের গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইপেক ও কাদিফে। ওরা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো আলিঙ্গন করছে।

'বাবা আপনাকে খুঁজতে পাঠিয়েছে আমাকে,' বলল কাদিফে।

'চমৎকার, মাই ডিয়ার।'

'উনি কবিতা লিখতে পারেননি?'

'লিখিনি,' বলল কা, ছায়া থেকে বের হয়ে এল ও। 'তবে এখন তোমাদের সাহায্য করার আশা করছি।'

কিচেনে গেল ও। মোমের আলোয় কাউকে দেখতে পেল না। চট করে একটা গ্লাসে রাকি ভরে পুরোটা খেয়ে ফেলল। ওর গাল বেয়ে অশ্রু পড়তে শুরু করতেই এক গ্লাস পানি ঢেলে নিল নিজের জন্যে।

কিচেন থেকে বের হয়ে ভীতিকর অন্ধকারে নিজেকে আবিষ্কার করল ও। তারপর দূরে ডিনার টেবিলের উপর রাখা মোমবাতিটা দেখতে পেয়ে পা বাড়াল সেদিকে। কা এবং দেয়ালে পড়া ওর দানবীয় ছায়া দেখতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওখানে বসা মানুষগুলো।

'কবিতা লিখতে পারলে?' জানতে চাইল তুরগাত বে। প্রশ্নটা করার আগে খানিক নীরবতা বজায় রাখল সে, যেন কিঞ্চিত পরিহাস বোঝাতে চাইছে।

'হ্যাঁ।'

'অভিনন্দন,' কা-র হাতে এক গ্লাস রাকি তুলে দিয়ে ভরে দিতে শুরু করল। 'কি নিয়ে লেখা?'

'এখানে আসর পর যাদের সাক্ষাৎ নিয়েছি, যাদের সাথে কথা বলেছি, সবার সাথে এতমত হয়েছি আমি। ফ্রাংকফুর্টে রাস্তায় হাঁটার সময় যে ভয়ের অনভুতি হত আমার, সেই ভয়টা এখন আমার অন্তরে।'

'আপনাকে ভালোভাবেই বুঝতে পারছি,' বেশ জ্ঞানী ভঙ্গিতে বলল হান্দে।

কৃতজ্ঞ হাসি দিল কা। তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল না। বলতে ইচ্ছা করল ওর।

'তুমি বললে এখানে যাদের কথা শুনেছ তাদের সবাইকে বিশ্বাস করেছ', বলল তুরগাত বে, 'তারমানে বলতে চাইছ শেখ এফেন্দির ওখানে থাকার সময় আল্লাহয় বিশ্বাস করেছিলে তুমি, তাহলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে দাও, শেখ এফেন্দি আমরা কার্সে যে আল্লাহর বন্দেগী করি তাঁর কথা বলে না!'

'তাহলে কে আল্লাহর কথা বলে এখানে?' হান্দে জানতে চাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার উপর রাগল না তুরগাত বে। একগুঁয়ে, ঝগড়াটে স্বভাবের হলেও অটল নাস্তিক হওয়ার মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষ নয়। কা এতটুকু বুঝতে পেরেছে যে তুরগাত বে তার মেয়েদের অসুখ সম্পর্কে যতখানি উদ্বিগ্ন ঠিক ততখানিই উদ্বিগ্ন নিজের স্বভাব ও কথাবার্তার কারণে, যা অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা কোনও রাজনৈতিক উদ্বেগ নয় বরং এমন এক মানুষের উদ্বেগ যে অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে টেবিলে নিজের অবস্থান হারানোর বেশি ভয় করে, যার একমাত্র আনন্দ হচ্ছে মেয়ে ও অতিথিদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতি ও আল্লাহর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নিয়ে তর্ক করে সন্ধ্যা কাটানো।

ইলেক্ট্রিসিটি ফিরে এল। সহসা ঝলমল করে উঠল ঘরটা। বাতির আসা-যাওয়ায় ওরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এখন আর বিভ্রাট নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায় না। ইস্তাম্বুলের ছেলেবেলায়, মনে আছে কা-র–বাতি ফিরে এলে কেউই খুশিতে চিৎকার করে উঠত না, বা কেউ জানতে চাইত না চলতে চলতে কোনও ওয়াশিং মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে কিনা; এখন এককালে "আমাকে মোমবাতি নেভাতে দাও!" বলতে যে আনন্দ পেত এখন আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই। তার বদলে সবাই এমন একটা ভাব করছে যেন কিছুই ঘটেনি। আবার টেলিভিশন চালু করল তুরগাত বে। রিমোট কন্ট্রোলের দখল নিয়ে একের পর এক চ্যানেল বদলাতে লাগল। মেয়েদের কানে কানে ফিসফিস করে কা বলল কার্স অসাধারণ জায়গা।

'তার কারণ আমরা আমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বরকেই ভয় পাই,' বলল হান্দে।

'এটা,' বলল আইপেক, 'তুষারের নৈঃশব্দ্য।'

পরাজিত একটা ভাব নিয়ে বদলে যেতে থাকা টেলিভিশন পর্দার দিকে চেয়ে রইল ওরা। টেবিলের নিচে আইপেকের হাত ধরে বসে থাকতে থাকতে কা-র মনে হলো স্রেফ আইপেকের হাত ধরে সারাদিন বসে থাকতে পারলে, সন্ধ্যাগুলো স্যাটেলাইট টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থেকে পার করে দিতে পারলেই জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সুখে কাটিয়ে দিতে পারবে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনের

আমরা জীবনের কাছে এই একটা জিনিসই চাই

ন্যাশনাল থিয়েটারে

আইপেক আর ও কার্সে সারা জীবন সুখে থাকতে পারবে ভাবার ঠিক সাত মিনিট পরে দেখা গেল তুষারের ভেতর দিয়ে হন-হন করে ন্যাশনাল থিয়েটারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কা, ওর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা এমন প্রবলভাবে লাফাচ্ছিল যেন একাই কোনও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সাত মিনিটের বিরতির মাঝখানেই নিজস্ব যুক্তিতে আচ্ছন্ন গতিতে বদলে গেছে সমস্ত কিছু।

তুরগাত বে আবার ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারে ফিরে যাওয়ার পর সূচনা হয়েছিল ব্যাপারটার। ওখানে দর্শকদের প্রবল চেঁচামেঁচি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে এই মাত্র অসাধারণ একটা কিছু ঘটে গেছে। ব্যাপারটা ওদের মাঝে উত্তেজনার একটা চাহিদা, এক রাতের জন্যে হলেও ছোট প্রাদেশিক নিত্যনৈমিত্তকতা থেকে বের হয়ে আসার একটা ইচ্ছা জাগালেও মারাত্মক খারাপ একটা কিছু গেছে, এমন একটা ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছিল। ক্যামেরায় হলের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল মাত্র, ঠিক কী হচ্ছে জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল সবাই। অস্থির দর্শকদের চিৎকার আর হাততালি দেখতে দেখতে সামনের সারির গণমান্য লোকজন ও পেছনের তরুণ দর্শকদের ভেতর একটা টেনশন বেড়ে ওঠা টের পাচ্ছিল ওরা।

একজন গোলকীপার ছিল মঞ্চে, এককালে গোটা তুরস্কের ঘরে ঘরে যার নাম উচ্চারিত হত। পনের বছর আগের একটা খেলার করুণ কাহিনী বলছিল সে; ওই খেলায় এগারটা গোল দিয়েছিল ইংল্যান্ড। মাত্র প্রথম গোলের গল্পটা শেষ করেছে সে, এমন সময় বিজ্ঞাপন বিরতির জন্যে ওরা থামতে যাচ্ছে ভেবে পর্দায় এসে হাজির হলো উপস্থাপক। ঠিক জাতীয় টেলিভিশনে যেমনটা করে থাকে। গোলকীপার কথা থামাল। উপস্থাপক মাইক্রোফোন আঁকড়ে ধরে দুটো বিজ্ঞাপন প্রচার করার পর (ফেভাযি পাশা অ্যাভিনিউর তাদাল গ্রোসরি স্টোর গর্বের সাথে ঘোষণা-করছে যে কায়সেরি থেকে মসলাদার গরুর মাংস অবশেষে এসে পৌঁছেছে আর নলেজ স্টাডি সেন্টার তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি কোর্স চালু করেছে),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শকদের আরও মজাদার বিষয়বস্তু অপেক্ষা করে থাকার কথা মনে করিয়ে দিল সে। কা-র নাম ঘোষণা করে বিষণ্ন চোখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমাদের সীমান্ত শহর দেখবেন বলে সেই ফ্রাংকফুর্ট থেকে আগত মহান কবির দেখা না মেলাটা আমাদের জন্যে নিদারুণ দুঃখের বিষয়।'

'বেশ, হয়ে গেছে,' চট করে বলল তুরগাত বে। 'তুমি এখুনি না গেলে ভীষণ অপমানজনক কাজ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি আদৌ অংশ নিতে চাই কিনা সেটাই কখনও জানতে চায়নি ওরা,' বলল কা।

'এখানকার রীতিনীতি এমনই,' বলল তুরগাত বে। 'ওরা নিমন্ত্রণ করলে তুমি ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু এখন *যাবেই*, কারণ ওদের অপমান করছ এমনটা মনে হোক চাইবে না তুমি।'

'এখানে বসেই আপনাকে দেখব আমরা,' কেউ আশা করেনি এমন উৎসাহের সাথে বলল হান্দে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। নাইট রিসিপশনিস্ট ছেলেটা এসেছে। 'ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টর এইমাত্র হাসপাতালে মারা গেছেন।'

'বেচারা নির্বোধ,' বলল তুরগাত বে। তারপর কা-র উপর চোখ রাখল। 'ইসলামিস্টরা শুদ্ধি অভিযানে নেমেছে। এক এক করে আমাদের ব্যবস্থা করছে ওরা। চামড়া বাঁচাতে চাইলে তোমাকে পরামর্শ দেব, যত তাড়াতড়ি পার আল্লাহর উপর ঈমান জোরদার করো। আমার ভয় হচ্ছে, বেশি দেরি নেই, বুড়ো নাস্তিকের চামড়া বাঁচানোর বেলায় আল্লাহয় হালকা বিশ্বাস তেমন কাজে আসবে না।'

AMARBOI.COM

'মনে হয় ঠিকই বলেছ,' বলল কা। 'হয়েছে কী, এরই মধ্যে জীবন ভর মনের গভীর থেকে আসা ডাকে সারা দেওয়ার, আল্লাহর প্রতি নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ওর পরিহাস তরল সুরটা ধরতে পারল সবাই–সেটাই হওয়ার কথা। ও মাতাল জানা থাকায় সবাই ধরে নিল এই কৌতুক হয়ত আগেই ঠিক করে রাখা হতে পারে।

তারপর যাহিদে বিরাট একটা পট ও একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাতা নিয়ে হাওয়া তুলে ঘরে এল। লণ্ঠনের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠল ওটা। 'আরও খানিকটা স্যুপ রয়ে গেছে; নষ্ট করার কী দরকার,' বলল সে। 'মেয়েরা কেউ নেবে?'

কী না কী ঘটে, এই আশঙ্কায় কা-কে ন্যাশনাল থিয়েটারে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিন আইপেক। কিন্তু এবার কাদিফে আর হান্দের সাথে হাসিতে যোগ দিতে আয়ার দিকে তাকাল ও।

আইপেক 'আমি নেব!' বললে, ভাবল কা, তার মানে দাঁড়াবে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি, তারপর একসাথে ফ্রাংকফুর্টে ফিরে যাব। সেক্ষেত্রে "তুষার" পড়ার জন্যে ন্যাশনাল থিয়েটারে যাব আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি নেব!' অনেকটা খুশি মনে নিজের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল আইপেক।

বড় বড় তুষার কণার ভেতর দ্রুত পায়ে এগোনোর সময় কা-র মনে পড়ে গেল এখানে আগন্তুক ও, মুহূর্তের জন্যে নিশ্চিত মনে হলো কার্স ছেড়ে যাওয়া মাত্রই এই শহরের কথা ভুলে যাবে–কিন্তু ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। এখন আকস্মাৎ ভাগ্যের খোঁজ পেয়েছে ও। বুঝতে পারছে জীবনের ওর নিয়ন্ত্রণাতীত একটা গোপন জ্যামিতি ছিল; তবে যুক্তিকে পরাস্ত করার ও সুখের দেখা পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেললেও বুঝতে পারছে–অন্তত এই মুহূর্তের জন্যে–সুখের আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়।

সেই ন্যাশনাল থিয়েটার পর্যন্ত ছাড়িয়ে থাকা পতপত উড়ন্ত প্রচারণা ব্যানারগুলোর দিকে তাকাল ও; ওগুলোর নিচে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। তুষার ঢাকা রাস্তার কোথাওই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার দুপাশের বিশাল আকারের দালানগুলোর দিকে তাকানোর সময় ওগুলোর অসাধারণ সুন্দর দরজা, দরাজ অনুপাতে বানানো ছাদের কোণ, সুন্দর ভাস্কর্য ও ওগুলোর জাঁকাল অথচ সময়ের কারণে ম্লান হয়ে আসা ফেসেডের তারিফ করার সময় সেই সব মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে গেল কা-র (তিফলিসে বাণিজ্যকারী আর্মেনিয়? ডেয়ারি থেকে কর আদায়কারী অটোমান পাশা?) যারা এককালে এখানে সুখে শান্তিতে ও এমনকি বর্ণিল জীবন যাপন করেছে। এখন সেইসব আর্মেনিয়, রাশান, অটোমান ও আদি রিপাবলিকান তুর্কিদের আর অস্তিত্ব নেই: এই শহরটাকে যারা সভ্যতার এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত করেছিল; ওদের জায়গা পূরণ করতে নতুন কেউ আসেনি বলে রাস্তাঘাট বিরান হয়ে পড়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিরান শহরের বিপরীতে এখানকার বিরান পথঘাট ভয় জাগায় না। তুষার ঢাকা অলিভার ও প্লেন গাছ, রাস্তার বাতির ফ্যাকাশে কমলা আলোর দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল কা; ইলেট্রিক খুঁটির দুপাশে বরফের লাঠি ঝুলছে, জমাট বাঁধা বরফের ওপাশে দোকানের জানালায় মরা নিয়ন বাতি দেখা যাচ্ছে। তুষার যেন জাদুময় প্রায় পবিত্র এক নৈঃশব্দ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। ওর প্রায় নীরব পায়ের আওয়াজ ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না কা। কুকুরও ডাকছে না। পৃথিবীর শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও। ঝরে পড়া তুষারে গোটা বিশ্ব সম্মোহিত হয়ে গেছে যেন। আলোর আভার ভেতর দিয়ে ঝরে চলা তুষার কণার দিকে তাকিয়ে কা লক্ষ করল কিছু কণা সজোরে মাটিতে এসে পড়ছে, আবার অন্য কণাগুলো পাক খেয়ে ফের মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

প্যালেস অভ লাইট ফটো স্টুডিওর ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে তুষার ঢাকা সাইনবোর্ডের লাল আলোয় কোটের হাতায় এসে পড়া একটা তুষার কণা জরিপ করল কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমকা একটা হাওয়া খেলে গেল। প্যালেস অভ লাইট ফটো স্টুডিওর মাথার উপরে ঝুলন্ত সাইনবোর্ডের বাতি নিভে যাওয়ার সাথে সাথে একটা কিছু নড়ে উঠল। উল্টোদিকের অলিভার গাছটা যেন সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল। ন্যাশনাল থিয়েটারের দিকে তাকাল ও। ঢোকার পথের ভিড়টা দেখা যাচ্ছে। ঠিক ওপাশে পুলিসের একটা মিনিবাস দেখতে পেল ও।

ও থিয়েটারে পা রাখামাত্র দর্শকদের দিক থেকে ভেসে আসা আওয়াজ আর চিৎকার অভিভূত করে ফেলল ওকে। অ্যালকোহলের ভাঁপ, সিগারেটের ধোঁয়া আর নিঃশ্বাসের গন্ধে ভারি হয়ে আছে এখানকার পরিবেশ। আইলে গায়ে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা; এক কোণে একটা টি স্ট্যান্ড সোডা আর সিসেম রোল বিক্রি করছে। টয়লেটের দিকে দরজার কাছ থেকে লাশের গন্ধের মতো একটা গন্ধ ভেসে আসছে। এক দল যুবককে ফিসফিস করে কথা বলতে দেখল কা। একপাশে নীল ইউনিফর্ম পরা পুলিসের লোকরা রয়েছে। আরও সামনে এগোনোর সময় শাদা পোশাকের আরও কয়েকজন পুলিসকে পাশ কাটাল। পুলিসের রেডিও শুনছে ওরা। বাবার হাত ধরে একটা বাচ্চা সোডা বোতলে ভরে দেওয়া শুকনো চিক-পীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর পেছনের আওয়াজ সম্পর্কে একেবারেই নিরাসক্ত।

সাইড আইল থেকে কে যেন প্রবলভাবে হাত নাড়ছে। কিন্তু মানুষটা ওর উদ্দেশেই হাত নাড়ছে কিনা নিশ্চিত হতে পারল না কা।

'এত দূর থেকেও আপনাকে চিনতে পেরেছি আমি—স্রেফ কোট দেখে!'

ভীড় থেকে নেসিপের চেহারা উদয় হতে দেখে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠেছে বলে মনে হলো কা-র। উষ্ণ আলিঙ্গন করল ওরা।

'জানতাম আপনি আসবেন,' বলল নেসিপ। 'আপনাকে দেখে কি যে খুশি হয়েছি। এখুনি একটা কথা জিজ্ঞেস করলে রাগ করবেন না তো? মনের ভেতর খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো কথা ভর করে আছে।'

'তা এখন একটা নাকি দুটো প্রশ্ন করতে চাইছ?'

'আপনি দারুণ বুদ্ধিমান; এত বুদ্ধিমান যে আপনি জানেন বুদ্ধিই সব না,' বলল নেসিপ। কা-কে এক কোণে নিয়ে এল সে। এখানটা তুলনামূলকভাবে শান্ত। 'আপনি কি হিকরান—কাদিফেকে—ওর প্রেমে পড়ার কথা, ওই আমার জীবনের সব, এসব বলে দিয়েছেন?'

'না, বলিনি।'

'ওকে নিয়ে টি-হাউস থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন আপনি। আমার কথা কি মুখেই আনেননি?'

'বলেছি তুমি মাদ্রাসায় পড়, ব্যস।'

'তারপর? কিছু বলেনি সে?'

'না, বলেনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু বিরতি।

'আপনি আমার কথা মুখে আনেননি কেন সেটা জানি আমি,' বেশ আয়াস করে বলল নেসিপ। ঢোক গিলল সে। 'কাদিফে আমার চার বছরের বড়। তাই হয়ত আমাকে খেয়ালই করেনি। হয়ত আপনি ওর সাথে ব্যক্তিগত বিষয় আলোচনা করেছেন। এমনকি গোপন রাজনৈতিক আলোচনাও হতে পারে। আমি অবশ্য কোনওভাবেই সেসব জিজ্ঞেস করতে যাব না। আমি একটা ব্যাপারেই মাথা ঘামাচ্ছি; আমার জন্যে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সেটা। আপনার জবাব আমার বাকি জীবনকে প্রভাবিত করবে। এমনকি কাদিফে আমাকে খেয়াল না করলেও–সেজন্যে হয়ত কয়েক বছর লেগে যাবে ওর, ততদিনে ওর বিয়েও হয়ে যেতে পারে–আপনার জবাব আমাকে বাকি জীবন ওকে ভালোবেসে যেতে কিংবা হয়ত এই মুহূর্তে ওকে ভুলে যাবার দিকে চালিত করতে পারে। তাই দয়া করে বিনা দ্বিধায় এখুনি জবাব দিন।'

'এখনও তোমার প্রশ্নটা শোনার অপেক্ষা করছি।'

'আপনারা আদৌ খুচরো ব্যাপারে আলাপ করেছেন? মানে, টেলিভিশনের বাকোয়াজ বা অর্থহীন গুঞ্জন বা টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন টুকটাক জিনিস? কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন? কাদিফে কি সেই ধরনের সিরিয়াস মানুষ যার ফালতু কথাবার্তার অবসর নেই, নাকি খামোকাই ওর প্রেমে পড়েছি?'

'না, আমরা আজেবাজে বিষয়ে কোনও কথা বলিনি,' বলল কা।

বুঝতে পারছে, ওর জবাবটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তরুণের চোহারায় শক্তি ফিরে পাবার অতিমানবীয় প্রয়াসের ছাপ দেখতে পাচ্ছে ও।

'কিন্তু নিশ্চয়ই ওকে এমন কোনও অসাধারণ মানুষ ভাবেননি।'

'না।'

'আপনি ওর প্রেমে পড়তে পারেন? হাজার হোক অসম্ভব সুন্দরী ও। আর আমার দেখা অনেক তুর্কি মেয়েদের চেয়ে স্বাধীনচেতা।'

'ওর বোন আরও সুন্দরী,' বলল কা। 'যদি সৌন্দর্যের কথাই বলে থাক।'

'তাহলে আর কিসের কথা বলছি?' জানতে চাইল নেসিপ। 'কাদিফের কথা এত ভাবতে দিয়ে আল্লাহ তার জ্ঞান দিয়ে কী চেয়েছেন?'

কা-কে অবাক করে ছেলেমানুষের মতো বড় বড় সবুজ চোখজোড়া মেলল ও। আর একান্ন মিনেটের মধ্যেই ছিনভিন্ন হয়ে যাবে ওগুলোর একটা।

'জানি না,' বলল কা।

'হ্যাঁ, জানেন, কিন্তু বলছেন না।'

'আমি জানি না।'

'ইশ, গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই লেখকদের কথা বলতে পারা উচিত,' খোঁচামারা কণ্ঠে বলল নেসিপ। 'আমি লেখক হলে লোকে বলে না এমন সব বিষয়েই কথা বলতাম। একবারের জন্যেও কি আমাকে সব কথা বলা যায় না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জিজ্ঞেস করো।'

'আমরা সবাই আমাদের জীবনে একটা জিনিসই চাই, একটা জিনিস, তাই না?'

'ঠিক।'

'তাহলে কি বলবেন সেটা কী?'

হাসল কা, বলল না কিছু।

'আমার জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার,' গর্বের সাথে বলল নেসিপ। 'আমি কাদিফেকে বিয়ে করতে চাই। ইস্তাম্বুলে থাকতে চাই। পৃথিবীর প্রথম ইসলামিস্ট সায়েন্স ফিকশন লেখক হতে চাই। জানি এসবের কোনওটাই সম্ভব না। তারপরেও চাই আমি। আপনি কী চান বলতে না চাইলে, অসুবিধে নেই, কারণ আপনাকে আমি বুঝতে পারি। আপনি আমার ভবিষ্যৎ। আর আমার মন বলছে, আমার দিকে তাকিয়ে নিজের যৌবন দেখতে পান আপনি, সেজন্যেই আমাকে ভালোবাসেন।'

ওর ঠোঁটে সুখের চালাকি ভরা একটা হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল। অস্বস্তি বোধ করল কা। 'তার মানে বিশ বছর আগে আমি যেমন ছিলাম সেই রকম হতে চাইছ তুমি?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ। একদিন আমি যে সায়েন্স ফিকশনটা লিখব সেটায় ঠিক এরকম একটা দৃশ্য থাকবে। মাফ করবেন, আপনার কপালে একটু হাত রাখতে পারি?' মাথাটা একটু সামনে এগিয়ে দিল কা। অনেক চর্চিত ভঙ্গিতে কা-র কপালে হাত রাখল নেসিপ।

'বিশ বছর আগে কী ভাবছিলেন বলছি।'

'ফাযিলের সাথে কি এই কাজই করছিলে তুমি?'

'সব সময়ে একই কথা ভাবি আমরা। কিন্তু আমাদের দুজনের বেলায় ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। এবার দয়া করে আমার কথা শুনুন। এক শীতের দিনে, তখন আপনি লাইসির ছাত্র, তুষারপাত হচ্ছিল, নিজের ভাবনায় হারিয়ে গিয়েছিলেন আপনি। নিজের ভেতরে আল্লাহর অস্তিত্ব টের পেলেও তাঁকে ভুলে যাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। জগত একটাই বুঝলেও ভেবেছিলেন এই দিব্যদর্শনের প্রতি চোখ বন্ধ বুজে থাকতে পারলে আরও অসুখী, আরও বুদ্ধিমান হতে পারবেন। আপনার ভাবনা ঠিকই ছিল। কেবল অনেক বুদ্ধিমান ও অসুখী মানুষই ভালো কবিতা লিখতে পারে। তো আপনি স্রেফ ভালো কবিতা লেখার জন্যে বীরের মতো নাস্তিক্যের যন্ত্রণা সহ্য করার পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বুঝতে পারেননি যে নিজের মনের কণ্ঠস্বরটাকে হারিয়ে ফেলেছেন, শূন্য মহাবিশ্বে আপনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন।'

'বেশ, ঠিকই বলেছ। একথাই ভেবেছিলাম আমি,' বলল কা। 'তো এবার বলো, এই মুহূর্তে তুমিও তাই ভাবছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানতাম এটাই জিজ্ঞেস করবেন আপনি,' অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে বলল নেসিপ। 'আপনি আল্লাহ মানতে চান না? চান, তাই না?' ওর হাত এত ঠাণ্ডা যে শিউরে উঠল কা, কিন্তু এবার ওর কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিল নেসিপ। 'আপনাকে এ নিয়ে আরও অনেক কিছু বলতে পারি। আমার ভেতরে আরেকটা কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, "আল্লাহ মেনো না।" কারণ তুমি যখন কোনও কিছুর আস্তিত্ব আছে বলে মনপ্রাণ দিয়ে নিজেকে নিবেদিত কর, তখন সামান্য সন্দিহান না হয়ে উপায় থাকে না। একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বলে, "যদি না থাকে?" বুঝতে পারছেন তো? ঠিক যখন বুঝতে পেরেছি যে আমার সুন্দর আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, অনেক সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, ঠিক বাচ্চারা যেভাবে বাবা মা মারা গেলে তার কী উপায় হবে ভাবে ঠিক সেভাবে, "আল্লাহ না থাকলে তখন কী হবে?" এমনি সময়গুলোয় আমার চোখে একটা দৃশ্য ভেসে উঠত: একটা ল্যান্ডস্কেপ। কারণ আমি জানতাম এই ল্যান্ডস্কেপটাই আল্লাহর ভালোবাসার চিহ্ন। একটুও ভয় না পেয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমি, যত্নের সাথে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত।'

'এই ল্যান্ডস্কেপের কথা বলো আমাকে।'

'ওটাকে কোনও কবিতায় ব্যবহার করবেন? করলে আমার নাম বলার দরকার নেই। বিনিময়ে আপনার কাছে একটা জিনিসই চাইব।'

'বলো?'

'গত ছয়মাসে কাদিফের কাছে তিনটা চিঠি লিখলেও পোস্ট করার সাহস করে উঠতে পারিনি। আমি লজ্জিত বলে নয়। না পাঠানোর কারণ আমি জানতাম পোস্ট অফিসে ওগুলো খুলে পড়া হবে। কার্সের অর্ধেক লোকই ছদ্মবেশী পুলিসের কাজ করছে। যেখানেই যাই না কেন আমাদের অনুসরণ করে ওরা। এমনকি আমাদের নিজস্ব লোকজনই অনুসরণ করে।'

'কারা *আমাদের লোক?*'

'কার্সের সমস্ত ইসলামিস্ট তরুণ। আপনাকে কী বলতে যাচ্ছি জানতে যারপরনাই কৌতূহলী ওরা। ঝামেলা পাকাতে এখানে এসেছে ওরা, কারণ মিলিটারি আর সেক্যুলারিস্টরা আজকের সন্ধ্যাটাকে গণবিক্ষোভে পরিণত করতে যাচ্ছে। ওরা সেই বহুশ্রুত পুরোনো নাটকেরই পুনরাবৃত্তি করবে। ওটার নাম হেড *স্কার্ফ*। শুনেছি হিযাব পরা মেয়েদের অসম্মান করতেই এই প্রয়াস। সত্যি কথা বলতে কি, রাজনীতি আমার সহ্য হয় না, কিন্তু আমার বন্ধুদের এতে ক্ষেপে ওঠার পুরো অধিকার রয়েছে। তবে ওদের মতো ক্ষেপে উঠিনি বলে আমাকে ওরা সন্দেহ করে। আপনাকে চিঠিগুলো দিতে পারব না, মানে এখুনি সবার চোখের সামনে নয়। তবে আমি চাইব, ওগুলো কাদিফের কাছ পৌঁছে দেবেন আপনি।'

'এখন আর কেউ তাকিয়ে নেই। চট করে ওগুলো দিয়ে তারপর ল্যান্ডস্কেপের কথা বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চিঠিগুলো এখানেই আছে, তবে সাথে নেই। দরজায় ওরা তল্লাশি করবে বলে ভয় পেয়েছিলাম। আমার বন্ধুরাও তল্লাশি করতে পারত। স্টেজের পাশের দরজা দিয়ে গেলে করিডরের শেষ মাথায় একটা টয়লেট দেখতে পাবেন। ঠিক বিশ মিনিট পরে ওখানে আমার সাথে দেখা করবেন।'

'ওখানেই কি ল্যান্ডস্কেপের কথা বলবে?'

'এখন ওদের একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে,' দূরে তাকিয়ে বলল নেসিপ। 'ওকে চিনি। ওর দিকে তাকাবেন না। স্রেফ মামুলি আলাপের ভান করতে থাকুন।'

'ঠিকাছে।'

'কার্সের সবাই আপনার এখানে আসার কারণ জানতে আগ্রহী। সবাই ভাবছে আপনি সরকারের কোনও গোপন মিশন নিয়ে এসেছেন কিংবা পশ্চিমা শক্তি এখানে পাঠিয়েছে। বন্ধুরা এসব কথা ঠিক কিনা জানতে পাঠিয়েছে আমাকে। কথাগুলো কি সত্যি?'

'না, সত্যি নয়।'

'ওদের কী বলব? কেন এসেছেন আপনি?'

'জানি না।'

'জানেন। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছেন।' খানিক নীরবতা। 'আপনি এখানে এসেছেন, কারণ আপনি অসুখী ছিলেন,' বলল নেসিপ।

'কেমন করে জানলে?'

'আপনার চোখ দেখে। এমন অসুখী কাউকে দেখিনি আমি...আমিও এই মুহূর্তে মোটেই সুখী নই, কিন্তু অন্তত তরুণ আছি। দুঃখ আমাকে শক্তি দেয়। এই বয়সে সুখী হওয়ার চেয়ে বরং অসুখীই হব আমি। কার্সে কেবল নির্বোধ আর ভিলেইনরাই সুখী হতে পারে। তবে আপনার বয়স হতে হতে নিজের জীবনকে সুখে ঢেকে ফেলতে চাই আমি।'

AMARBOI.COM

'আমার দুঃখ আমাকে জীবনের হাত থেকে বাঁচায়,' বলল কা। 'আমাকে নিয়ে ভেব না।'

'ইশ, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথায় রাগ করেননি? আপনার চেহারায় এমন কিছু ছিল যার কারণে মনে হয়েছে আপনাকে মনের সব কথা বলা যায়, সেটা বোকামি হলেও। আমার বন্ধুদের এমন কথা বললে নির্দয়ভাবে মারবে ওরা।'

'এমনকি ফায়িলও?'

'ফায়িল অন্যরকম। কেউ আমার কোনও ক্ষতি করলে ও তাদের উপর চড়াও হয়। আমার মনের কথা সব সময় বুঝতে পারে ও। এবার একটা কিছু বলুন। কেউ একজন আমাদের উপর নজর রাখছে।'

'কে সে?' জানতে চাইল কা। বসার জায়গার পেছনে ভীড় করে থাকা জটলার দিকে তাকাল ও: মটরদানার মতো মাথাঅলা এক লোক, মোটাসোটা দুই তরুণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা গুবড়ে পোকার মতো ভুরুঅলা টিনএজার, সবাই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ মাতালের মতো দুলছে।

'দেখে শুনে মনে হচ্ছে আজ রাতে আমি একাই বেশি গিলিনি,' বিড়বিড় করে বলল কা।

'অসুখী বলেই ওরা মাতাল,' বলল নেসিপ। 'কিন্তু আপনি মাতাল হয়েছেন আপনার মাঝে জেগে ওঠা সুখের অনুভূতিকে ঠেকাতে।'

কথাগুলো বলেই আবার ভীড়ে মিশে গেল সে। ওর কথা ঠিক মতো শুনেছে কিনা নিশ্চিত হতে পারল না কা। কিন্তু চারপাশের শব্দ আর কোলাহল সত্ত্বেও ওর মনটা স্থির হয়ে আছে, স্বস্তি বোধ করছে ও, যেন প্রিয় কোনও গান শুনছে। ইশারায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে আলাদা করে রাখা চেয়ারগুলোর দিকে কে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। থিয়েটার গ্রুপেরই কেউ। ভদ্র কিন্তু কর্কশ চেহারার স্টেজহ্যান্ড–ওকে বসার জায়গা দেখিয়ে দিল।

অনেক বছর পরে কার্স বর্ডার টেলিভিশনের আর্কাইভসে পাওয়া একটা ভিডিওতে মঞ্চে কা কী দেখেছিল সেটা দেখেছিলাম আমি। খুবই পরিচিত একটা ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের নকল, কিন্তু কা-র তুর্কি টেলিভিশনে দেখার পর যেহেতু অনেক বছর কেটে গিয়েছিল, ওরা স্রেফ মজা করছে নাকি নকল করছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ও। তারপরেও বুঝতে পারছিল ব্যাংকে টাকা রাখতে আসা লোকটা দারুণ নির্লজ্জ এক সাহেব, এক পশ্চিমার প্যারোডি। কার্স থেকেও ছোট ও প্রত্যন্ত এলাকার শহরে কোনও মহিলা বা সরকারী কর্মকর্তার পা পড়ে না এমন সব টি-হাউসে এটার অভিনয়ের সময় সুনেয় যেইমের ব্রেচতিয়ান অ্যান্ড বাখিনিয়ান থিয়েটার কোম্পানি এটিকে ব্যাংক কার্ডধারীকে বকবক করতে থাকা এক মহিলাতে রূপান্তরিত করে যে দর্শকদের অবিরাম হাসাতে থাকে। পরের স্কেচে দেখা গেল মেয়েদের পোশাক পরা এক গুঁফো লোক চুলে কেলিদর শ্যাম্পু অ্যান্ড কন্ডিশনার ঢালছে। এই অভিনেতাই যে খোদ সুনেয় যেইম, সেটা বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল কা-র। প্রত্যন্ত এলাকার টি-হাউসগুলোর কেবল দরিদ্র ও ক্রুদ্ধ দর্শকদের এক ধরনের 'পুজিকাদ বিরোধী ক্যাথার্সিস'-এর সাহায্যে খানিকটা আনন্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিত সে, ঠিক তেমনি আজ রাতের দর্শকদের এক দল অশ্লীলতা ধরে নিয়ে শ্যাম্পুর লম্বা দুটো বোতলই পেছনে ঢোকানোর ভান করল সে। আরও পরে সুনেয়'র স্ত্রী ফান্দা এসার সবার প্রিয় একটা সসেজের বিজ্ঞাপনের অনুকরণ করল। ইচ্ছাকৃত অশ্লীল ভঙ্গিতে সজেসের একটা রোল হাতে নিয়ে জানতে চাইল সে, 'এটা ঘোড়া নাকি গাধা?' তারপর আর ঘটনা না বাড়িয়ে এক দৌড়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের দশকের বিখ্যাত গোলকীপার ভুরাল ইস্তাম্বুলের সেই কুখ্যাত সকার খেলার কথা বলতে আবার মঞ্চে ফিরে এল, সেই খেলায় ইংরেজরা ওকে পাশ কাটিয়ে এগারটি গোল দিয়েছিল, সেই সাথে খেলা গড়াপেটার অভিযোগ ও সেই সময়ের বিখ্যাত সব ফিল্মস্টারের সাথে তার প্রণয়ের কাহিনীও বলল সে। তার গল্পগুলো ছিল দর্শকদের পুরুষালী আমোদ যোগানোর মতো সমৃদ্ধ বিন্যাস, তুরস্কের দুর্দশার বিনিময়ে সবাই হাসার একটা সুযোগ পেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল

যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই

নেসিপের ল্যান্ডস্কেপ বর্ণনা; কা-র কবিতা আবৃত্তি

বিশ মিনিট পর হিম শীতল করিডর ধরে পুরুষদের টয়লেটের উদ্দেশে পা বাড়াল কা, ওখানে ইউরানেলারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের মাঝে দাঁড়িয়েছিল নেসিপ। সামনের দিকের তালা দেওয়া স্টলগুলোর সামনে লাইনের পেছনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা, ভাবখানা যেন এর আগে ওদের কখনও দেখাই হয়নি। এই সুযোগটা উঁচু ছাদের গোলাপ ও পাতার অঞ্জলির নকশা দেখার কাজে লাগাল কা।

ওদের পালা এলে একসঙ্গে একই স্টলে ঢুকল দুজন। কা খেয়াল করল দাঁতহীন এক বুড়ো ওদের উপর নজর রাখছে। ভেতর থেকে দরজা আটকে নেসিপ বলল, 'আমাদের দেখতে পায়নি ওরা।' দ্রুত অথচ উষ্ণ আলিঙ্গন করল সে কা-কে। দেয়ালের একটা বেরিয়ে থাকা অংশকে দেয়াল বেয়ে ওঠার অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করে উপরের ইটের পানির ট্যাংকের উপর থেকে বেশ কয়েকটা লুকানো খাম বের করল ও। আবার মেঝেতে নেমে আস্তে ফু দিয়ে ধুলো ঝাড়ল ওগুলোর উপর থেকে।

'এ চিঠিগুলো কাদিফের হাতে দেওয়ার সময় একটা কথা বলতে হবে ওকে,' বলল সে। 'ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। ও চিঠিগুলো পড়ার পর আর জীবনেও কাদিফের সাথে কোনও কিছু করার আশা বা চিন্তা করতে যাব না। আমি চাই কথাটা আপনিই ওকে বলুন। ওর কাছে পরিষ্কার করে দিন যাতে আমি কী বোঝাতে চেয়েছি বুঝতে পারে ও।'

'ও যদি জানতে পারে তুমি ওর প্রেমে পড়লেও এখানে কোনও আশা নেই, তাহলে খামোকা ওকে বলতে যাওয়া কেন?'

'আপনরার বিপরীতে জীবন বা আবেগের ব্যাপারে ভীত নই আমি,' বলল নেসিপ। কা-কে অপ্রস্তুত করে ফেলতে পারে ভেবে আবার যোগ করল, 'এই চিঠিগুলোই আমার সব। আমি সুন্দর কাউকে বা কোনও কিছুকে প্রবলভাবে ভালো না বেসে থাকতে পারব না। এখন আমাকে অন্য কোথাও ভালোবাসা আর সুখের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজ করতে হবে। কিন্তু তার আগে কাদিফেকে আমার মন থেকে সরাতে হবে।' কা-র হাতে চিঠিগুলো তুলে দিল সে। 'কাদিফের পরে কাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে যাচ্ছি বলব?'

'কাকে?' চিঠিগুলো পকেটে রাখতে রাখতে জানতে চাইল কা।

'আল্লাহকে।'

'তোমার দেখা ল্যান্ডস্কেপের কথা বলো এবার।'

'আগে জানালাটা খুলে দিন। বিশ্রী দুর্গন্ধ এখানে।'

মরচে ধরা ল্যাচ নিয়ে যুদ্ধ করে অবশেষে জানালাটা খুলল কা। মুহূর্তের জন্যে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল ওরা। যেন কোনও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। রাতের বুকে অবিরাম নিঃশব্দে ঝরে চলা তুষারকণাগুলোর দিকে চেয়ে আছে ওরা।

'দুনিয়াটা কী সুন্দর,' ফিসফিস করে বলল নেসিপ।

'জীবনের কোন দিকটাকে সবচেয়ে সুন্দর বলবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল কা।

খানিক নীরবতা। 'পুরোটাই!' যেন কোনও গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে এমনিভাবে বলল নেসিপ।

'কিন্তু জীবন কি আমাদের অসুখী করে তোলে না?'

'আমরাই করি সেটা। এর সাথে মহাবিশ্ব বা এর স্রষ্টার কোনও সম্পর্ক নেই।'

'ওই ল্যান্ডস্কেপের কথা বলো।'

'আগে আমার কপালে হাত রেখে ভবিষ্যৎ বলুন,' বলল নেসিপ। ওর চোখজোড়া বিস্ফোরিত হয়ে আছে। আগামী বিশ মিনিটের ভেতর ওর মগজের সাথে ছিনভিন্ন হতে যাচ্ছে ওগুলোর একটা। 'আমি দীর্ঘ জীবন কাটাতে চাই; আমি জানি আমার জীবনে অনেক সুন্দর ঘটনা ঘটবে। কিন্তু এখন থেকে বিশ বছর পরে আমি কী ভাবব, জানি না। এখন সেটা নিয়েই কৌতূহলী আমি।'

নেসিপের মসৃণ কপালে ডান হাত রাখল কা। 'হায় আল্লাহ!' ঠাট্টাচ্ছলে হাত সরিয়ে নিল, যেন গনগনে জ্বলন্ত কিছু স্পর্শ করেছে। 'ভেতর দেখি অনেক ব্যাপার ঘটছে।'

'বলুন।'

'আগামী বিশ বছরের মধ্যে—মানে তোমার বয়স যখন সাঁইত্রিশ বছর হবে—অবশেষে তুমি বুঝতে পারবে জগতের সব অশুভ—মানে দারিদ্র্য, গরীবের অজ্ঞতা ও ধনীদের চাতুর্য আর বিলাসিতার কথা বোঝাচ্ছি—দুনিয়ার সমস্ত অশ্লীলতা, সহিংসতা ও সব নিষ্ঠূরতা—মানে যেসব ব্যাপার তোমার মাঝে অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলে আত্মহত্যার কথা ভাবায়—তোমার বয়স যখন সাঁইত্রিশ বছর হবে, তুমি বুঝতে পারবে এইসব ব্যাপার সবার একই রকম চিন্তাভাবনারই ফল,' বলল কা। 'সুতরাং, এখানে যতজন বোকামি করে শ্রীল চেহারায় মারা গেছে, সেভাবেই দেখবে লজ্জাহীন ও অশুভ ভাব ধরে আসলে ভালো মানুষ হতে পারছ তুমি। কিন্তু তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানো যে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। কারণ আমার কাঁপা হাতের নিচে যা অনুভব করছি...'

'কি?'

'তুমি অনেক বুদ্ধিমান; এমনকি তোমার এই বয়সেই আমি কী বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছ। সেজন্যেই চাইছি আগে তুমি বলো।'

'কী বলব?'

'তুমি গরীবের দুর্দশা নিয়ে এত অপরাধবোধে ভোগ কেন। আমি জানি তুমি জানো, কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে।'

'আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না–আল্লাহ মাফ করুন–আমি আর আল্লাহয় বিশ্বাস করতে পারব না?' জানতে চাইল নেসিপ। 'আপনি সেটাই বুঝিয়ে থাকলে আমি বরং মারাই যাব।'

'এলিভেটরের সেই ডিরেক্টর বেচারার মতো রাতারাতি ঘটবে না সেটা। এতই আস্তে আস্তে ঘটবে, বলতে গেলে টেরই পাবে না। আর যেহেতু তুমি ধীরে ধীরে মারা যাবে, এই অন্য জগতে অনেক বেশি দিন অবস্থান করায় তোমার অবস্থা অতিরিক্ত রাকি গেলার কারণেই মরতে চলেছে বুঝতে পারা সেই মাতালের মতোই হবে।'

'আপনি কি তবে এই রকম?'

নেসিপের কপাল থেকে হাত সরিয়ে আনল কা। 'না। ঠিক উল্টো। অনেক বছর আগেই আল্লাহয় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল আমার। এত ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ঘটেছে যে কার্সে আসার আগে খেয়ালই করিনি। সেজন্যেই এখানে এত সুখী আমি, সেজন্যেই এখানে এসে ফের কবিতা লিখতে পেরেছি।'

'এখন আপনাকে ঠিকই সুখী, বিজ্ঞ মনে হচ্ছে,' বলল নেসিপ। 'তাই ভাবছি আপনি আমার এ প্রশ্নটার জবাব দিতে পারবেন কিনা। কোনও মানুষের পক্ষে কি আদৌ ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব? সম্ভব না হলে কি নিজেকে ভবিষ্যৎ জানে বুঝ দিয়ে শান্তি পাবে সে? আমার প্রথম সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসের জন্যে এটা নিখুঁত।'

'কেউ কেউ সত্যিই ভবিষ্যৎ বলতে পারে,' বলল কা। '*বর্ডার সিটি গেযেটের* মালিক সরদার বে-র কথাই ধরো–আজকের সন্ধ্যার কথা আগাম লিখে রেখেছিল সে।' পকেট থেকে কাগজের কপিটা বের করল কা, তারপর একসাথে পড়ল ওরা, 'বিনোদন অনুষ্ঠানটি মুহুর্মুহু করতালি আর উল্লাসে ফেটে পড়ছিল।'

'নিশ্চয়ই সুখ বলে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছে ওরা,' বলল নেসিপ। 'আমরা কেবল কী হওয়া উচিত লিখতে পারলে আর পরে যা লিখেছি তার বিস্ময় উপভোগ করতে পারলেই আমাদের পক্ষে জীবনের কবি হওয়া সম্ভব। কাগজে লিখেছে আপনি আপনার আনকোরা একটা কবিতা আবৃত্তি করেছেন। সেটা কোনটা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ একজন স্টলের দরজায় আঘাত করল। নেসিপকে তাড়াতাড়ি 'ল্যান্ডস্কেপে'র কথা বলতে বলল কা।

'এখন বলছি,' বলল নেসিপ। 'কিন্তু কথা দিন, আর কাউকে বলবেন না। আপনার সাথে আমার মাখামাখি ওদের পছন্দ নয়।'

'কাউকেই বলব না,' বলল কা। 'কী দেখেছ বলো।'

'আল্লাহকে অনেক ভালোবাসি আমি,' খানিকটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল নেসিপ। 'অনেক সময় মনে মনে ভাবি–আল্লাহ না করুন–আল্লাহ না থাকলে কী গতি হবে–অনেক সময় কিছু না ভেবেই কাজটা করি–এক ভয়ঙ্কর ল্যান্ডস্কেপ ভেসে ওঠে আমার চোখে।'

'বলো।'

'অন্ধকার রাতে একটা জানালা দিয়ে ল্যান্ডস্কেপটা দেখি আমি। বাইরে দুটো শাদা রঙের বদ্ধ দেয়াল, কোনও দুর্গের প্রাচীরের মতোই উঁচু। যেন পাশাপাশি দাঁড়ানো জোড়া দুর্গ! ওগুলোর মাঝখানে খুবই সরু একটা গলি, অন্ধকারে রাস্তার মতো বিছিয়ে আছে। চলে গেছে দূরে। এই রাস্তা বরাবর তাকালেই ভয়ে কলজে শুকিয়ে যায়। আল্লাহর অস্তিত্বহীন পথটা কার্সের তুষার-ঢাকা কাদাময় পথঘাটের মতোই। কিন্তু একদম পিঙ্গল! রাস্তার মাঝখানে একটা কিছু আছে যেটা আমাকে বলে, "ব্যস, আর তাকিয়ো না!" কিন্তু রাস্তার শেষ মাথায় চোখ না চালিয়ে থাকতে পারি না আমি, রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে। এই জগতের শেষ মাথায় একটা গাছ দেখতে পাই, আমাদের শেষ গাছ, পাতাহীন ন্যাংটো। তারপর, গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকায় গাঢ় লাল হয়ে ওঠে ওটা, তারপর অগ্নিশিখায় পরিণত হয়। ঠিক তখনই আল্লাহর অস্তিত্বহীন এক জগতের প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠার জন্যে ক্ষেপে উঠি আমি। এরপর একেবারেই হঠাৎ করেই লাল গাছটা ফের কালো হয়ে যায়। আপন মনে নিজেকে বলি, আর না তাকানোই ভালো হবে, কিন্তু ঠেকাতে পারি না, আবার তাকাই; দুনিয়ার অন্তিম প্রান্তে দাঁড়ানো গাছটা আবারও লাল হয়ে ওঠে। এভাবে চলতে থাকে একেবারে সকাল পর্যন্ত।'

'এই ল্যান্ডস্কেপের ঠিক কোন জিনিসটাকে তোমার সবচেয়ে বেশি ভয়?'

'খোদ শয়তানই এমন ল্যান্ডস্কেপ এই দুনিয়ার হতে পারে ভাবতে বাধ্য করছে না ভেবে থাকতে পারি না। কিন্তু আমার চোখের সামনে কোনও কিছু জীবন্ত করে তুলতে পারলে তার উৎস অবশ্যই আমার কল্পনাই হবে। কারণ পৃথিবীর বুকে এমন কোনও জায়গা আদৌ থাকলে তার মানে হত আল্লাহ–আল্লাহ মাফ করুন–নেই। এটা যেহেতু সত্যি হতে পারে না, একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে আমিই আল্লাহ মানি না। সেটা তো মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য।'

'বুঝতে পারছি,' বলল কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এনসাইক্লোপিডিয়ায় একবার চোখ বুলিয়েছিলাম, ওতে লেখা ছিল নাস্তিকের ইংরেজি প্রতিশব্দ *অ্যাথিস্ট* কথাটা এসেছে গ্রিক *অ্যাথোস* থেকে। কিন্তু *অ্যাথোস* কথাটা আল্লাহয় অবিশ্বাসী মানুষ বোঝায় না, বরং আল্লাহ যাদের পরিত্যাগ করেছেন সেইসব নিঃসঙ্গ মানুষের কথা বোঝায়। এ থেকে প্রমাণ হয় মানুষের পক্ষে আসলে কখনওই নাস্তিক হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমরা চাইলেও আল্লাহ কোনওদিনই আমাদের এখানে পরিত্যাগ করবেন না। তবে কি নাস্তিক হওয়ার জন্যে আগে আপনাকে পশ্চিমা হতে হবে?'

'আমি *একাধারে* পশ্চিমা ও বিশ্বাসী হতে চেয়েছি,' বলল কা।

'যে কেউ রোজ সন্ধ্যায় কফিহাউসে হাসি ঠাট্টায় মেতে থেকে বন্ধুদের সাথে তাস খেলতে পারে, ক্লাসমেটদের সাথে এমনভাবে মজা লুটতে পারে প্রতি মুহূর্তেই তারা প্রবল হাসিতে ফেটে পড়তে পারে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে গল্পগুজব করে দিনের বেশিরভাগ সময়ই পার করে দিতে পারে, কিন্তু সেই মানুষটাকেই আল্লাহ পরিত্যাগ করলে দুনিয়ার বুকে তার চেয়ে নিঃসঙ্গ মানুষ আর কেউ হবে না।'

'সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়া তার পক্ষে খানিকটা সান্ত্বনা হতে পারে,' বলল কা।

'তবে আপনাকেও সমান ভালাবাসা দিতে হবে তাকে।'

আবার টোকা পড়ল দরজায়। কা-কে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো ওর দুগালে চুমু খেল নসিপ, তারপর স্টল ছেড়ে বের হয়ে গেল। নিমেষের জন্যে অপেক্ষায় থাকা লোকটার চেহারা দেখতে পেল কা, এখন অন্য একটা টয়লেটের দিকে যাচ্ছে। তো দরজাটা ফের বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরাল ও, বাইরে এখনও ঝরে চলেছে বিস্ময়কর তুষার, সেদিকে চেয়ে রইল। নেসিপের ল্যান্ডস্কেপের কথা ভাবল ও–ওর বর্ণনা হুবহু মনে করতে পারছে, যেন এরই মধ্যে কবিতায় পরিণত হয়েছে সেটা–পোরলক থেকে কেউ এসে হাজির না হলে অচিরেই নোট বুকে কবিতা লিখতে শুরু করবে ও, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

পোরলকের আগন্তুক! স্কুলে আমাদের শেষের দিকের বছরগুলোয় আমি আর কা মাঝরাত অবধি জেগে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতাম; সেটা ছিল আমাদের প্রিয় প্রসঙ্গগুলোর একটা। ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন এমন যে কেউ কোলরিজের 'কুবলা খান' কবিতার শুরুতে দেওয়া টিকার কথা মনে করতে পারবেন। রচনাটি কীভাবে 'একটা কবিতার ভগ্নাংশ, স্বপ্নে পাওয়া দৃশ্য থেকে নেওয়া' এখানে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; অসুস্থতার কারণে ওষুধ খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কবি (আসলে মজা করার জন্যে আফিম খেয়েছিলেন তিনি); তারপরই চেতনা হারানোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে বইটি পড়ছিলেন সেটার বাক্যগুলো তার অন্তরের অন্তস্তলে দেখতে শুরু করেছিলেন, তবে তফাৎ হলো, কবিতা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠার জন্যে এক অসাধারণ স্বপ্ন বলয়ে প্রত্যেকটা বাক্য ও বিষয় নিজস্ব এক জীবন লাভ করেছিল। ভেবে দেখুন, কবির কোনও মানসিক শক্তি ক্ষয় ছাড়াই একটা কবিতা *নিজেই* কবিতা হয়ে উঠেছে! আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, জেগে ওঠার পর চমৎকার কবিতাটার প্রতিটি শব্দ মনে করতে পেরেছেন কোরলিজ। কলম, কাগজ, কলি নিয়ে সযত্নে লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেটা, পঙক্তির পর পঙক্তি, যেন ডিক্টেশন নিচ্ছিলেন। আমাদের পরিচিত কবিতার শেষ লাইনটা লেখার পর দরজায় টোকা পড়ে। সাড়া দেওয়ার জন্যে উঠে যান তিনি। কাছের শহর পোরলক থেকে পাওনা আদায় করার জন্যে আসা এক লোক ছিল সে। লোকটার সাথে ঝামেলা মিটিয়েই আবার টেবিলে ফিরে আসেন তিনি, কিন্তু দেখা গেল কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শব্দ আর সাধারণ পরিবেশ ছাড়া কবিতার বাদবাকি অংশ কিছুতেই মনে করতে পারছেন না।

মনোযোগ নষ্ট করার জন্যে পোরলক থেকে কেউ এসে হাজির না হওয়ায় ওকে যখন মঞ্চে ডাকা হলো তখনও কা-র মনে স্পষ্ট ভেসে ছিল কবিতাটা। ওখানে বাকি সবার তুলনায় বেশ লম্বা ছিল ও। জার্মান চারকোল গ্রে কোটের কারণেও আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল ওকে।

এতক্ষণ দর্শকদের দিক থেকে বিরাট শোরগোলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু এবার নীরব হয়ে গেল ওরা। ওদের কেউ কেউ–উচ্ছৃঙ্খল স্কুলছাত্র, বেকারের দল, ইসলামি বিক্ষোভকারী–চুপ করে গেছে, কারণ কী দেখে হাসবে বা কীসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে এখন আর সেটা বুঝতে পারছে না। সামনের কাতারের গণ্যমান্য কর্মকর্তা, সারাদিন ওকে অনুসরণ করে চলা লোকটা, ডেপুটি গভর্নর, পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ও শিক্ষকদের সবারই ওর কবি পরিচয়টুকু জানা ছিল। নীরবতার কারণে ঠ্যাংগা উপস্থাপক দমে গেছে মনে হলো না। টেলিভিশন অনুষ্ঠানে যেসব গৎ বাধা প্রশ্ন করা হয় তেমনি একটা জিজ্ঞেস করল সে কা-কে। 'তো আপনি তো কবি,' বলল সে, 'কবিতা লিখেন। কবিতা লেখা কি কঠিন?' এই বিব্রতকর সাক্ষাৎকারের শেষের দিকে–যখনই টেপটা দেখি আমি, পুরোটা ভুলে যেতে ইচ্ছা করে আমার–দর্শকদের কোনও ধারণাই হলো না কবিতা লিখতে কা-র সমস্যা হয় কিনা, তবে এটা জানতে পারল সবে জার্মানি থেকে এসেছে ও।

'আমাদের সুন্দর কার্স কেমন লাগছে?' জানতে চাইল উপস্থাপক।

খানিক সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার পর কা বলল, 'খুবই সুন্দর, খুবই গরীব, খুবই বিষণ্ন।'

হলের পেছন দিকে মাদ্রাসার দুজন ছাত্র হাসিতে ফেটে পড়ল। অন্য একজন চিৎকার করে উঠল, 'আসলে আপনার আত্মাই গরীব!' এই ঠাট্টায় উদ্দীপ্ত হয়ে আরও ছয় বা সাতজন উঠে চিৎকার জুড়ে দিল। কয়েকজন নানা প্রশ্নে উত্যক্ত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে লেগে গেল ওকে, বাকিরা কী বলছিল কে জানে? এই ঘটনার অনেক বছর পরে আমার কার্স সফরের সময় তুরগাত বে আমাকে বলেছে যে, টেলিভিশনে কা-র এই কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল হান্দে। 'এক সময় আপনি জার্মানিতে তুর্কি কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন,' আরও চেপে ধরার প্রয়াসে বলল উপস্থাপক।

'এখানে আসার কারণ কেন বলছেন না উনি?' চিৎকার করে উঠল একজন।

'এখানে এসেছি কারণ আমি যারপরনাই নিঃসঙ্গ,' বলল কা। 'এখানে অনেক সুখী আমি। দয়া করে শুনুন, এবার কবিতা পড়তে যাচ্ছি আমি।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা বিরাজ করল। তারপর চিৎকার থেমে গেল। কথা বলতে শুরু করল কা। কেবল অনেক বছর পরেই, সেই সন্ধ্যার ভিডিও টেপ আমার হাতে আসার পরেই এমন বিশাল দর্শকদের সামনে প্রথমবারের মতো ওকে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেছিলাম আমি। সাবধানে, নীরবে নিদারুণ চিন্তিত কারও মতো সামনে এগিয়ে গিয়েছিল ও, কিন্তু ওর হাবভাবে কোনও রকম ভান ছিল না। যেন এরপর কী আছে নিশ্চিত হতে না পেরে ক্ষণিক বিরতি দেওয়া ছাড়া বিনা ঝামেলায় গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করে গেছে ও।

কা-র 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই,'-এর বর্ণণার সাথে ওর 'ল্যান্ডস্কেপ' হুবহু মিলে গেছে বুঝতে পেরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নেসিপ, কিন্তু কা-র পড়ন্ত তুষারের বর্ণনায় কোনও রকম বাদ সাধল না সে প্রবল উল্লাস ধ্বনি উঠল। পেছন থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, অমনি আরও কয়েক জন যোগ দিল তার সাথে। ওরা কবিতার প্রতি সাড়া দিচ্ছে নাকি স্রেফ ক্লান্ত বোঝা কঠিন ছিল।

খানিক পরে ওর ক্ষণস্থায়ী উপস্থিতি হিসাবে না আনলে–মঞ্চের সবুজ পটভূমির বিপরীতে পড়ন্ত ছায়ামূর্তি–এটা ছিল আমার সাতাশ বছরের বন্ধুর শেষ ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতের

আমার পিতৃভূমি বা আমার হিযাব

হিযাব পোড়ানো এক মেয়েকে নিয়ে নাটক

কাব্য আবৃত্তি শেষ করার পর নিদারুণ জাঁকের সাথে বাউ করল উপস্থাপক, তারপর শিরোনামের প্রায় সবগুলো শব্দের সদ্ব্যবহার করে সন্ধ্যার প্রধান বিষয় *মাই ফাদার অর মাইহেড স্কার্ফ* এর-সূচনার ঘোষণা দিল।

মাঝখানে আর পেছনের যেসব সারিতে মাদ্রাসার ছেলেরা বসেছিল সেগুলো থেকে প্রতিবাদের কয়েকটা কণ্ঠস্বর, এক আধটা শিস আর বেশ ভালো টিটকারির আওয়াজ ভেসে এল। সামনের দিকের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক তারিফের ভঙ্গিতে হাত তালি দিল। জনাকীর্ণ হলের বাকি দর্শকরা এর পর কী হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল, ওদের কৌতূহলের সাথে যথেষ্ট বিস্ময় মিশে আছে। সন্ধ্যার শুরুর দিকে দলটা যেসব হালকা বিষয়ের অভিনয় করেছে–ফান্দা এসারের পরিচিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের নির্লজ্জ প্যারোডি, আর কিছুটা মুফত বেলি ড্যান্সিং, সুনেয় যেইমের সাথে এক বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী ও তার দুর্নীতিগ্রস্ত স্বামীর অভিনয়–লক্ষ্যণীয়ভাবে সামান্যই আক্রমণাত্মক ছিল; এমনকি সামনের কাতারের কর্মকর্তাদেরও বেশ ভালোই হজম করানো গেছে।

AMARBOI.COM

পরের পর্বটিও বেশির ভাগ দর্শকই উপভোগ করত, কিন্তু অচিরেই মাদ্রাসার ছাত্রদের দিক থেকে অবিরাম টিটকারি ও বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। একটা সময় মঞ্চে উচ্চারিত কোনও কথাই আর বোঝার উপায় রইল না। কিন্তু হতাশাজনকভাবে সেকেলে, আদিম, বিশ মিনিটের নাটিকাটির কাঠামো এমন নাটকীয় ছিল যে বোবা-কালারও বুঝতে কোনও সমস্যা হবার কথা ছিল না।

১. জেট ব্ল্যাক হিযাব পরা এক মহিলা রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে। আপন মনে কথা বলছে সে, উদ্বেগজনক কোনও ব্যাপার নিয়ে ভাবছে।

২. মহিলা হিযাব খুলে ফেলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এখন সে হিযাব বিহীন এবং সুখী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. মহিলার পরিবার, প্রেমিক ও বেশ কয়েকজন দাড়িঅলা মুসলিম পুরুষ তার স্বাধীনতার বিরোধিতা করে আবার হিযাব পরার জন্যে জোর করে, তখন স্বাধীনতার চেতনায় জেগে ওঠা মহিলাটি হিযাব পুড়িয়ে ফেলে।

৪. নিপাট দাড়িঅলা তজবীহ্ বয়ে চলা ধর্মীয় ফ্যানাটিকরা এমনি স্বাধীনতার প্রদর্শনীতে ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংস হয়ে ওঠে।

৫. মহিলাকে মেরে ফেলার জন্যে যখন চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছে ওরা, তখনই প্রজাতন্ত্রের দুঃসাহষী তরুণ সৈনিক তাকে উদ্ধার করতে দ্রুত মঞ্চে এসে হাজির হয়।

তিরিশের দশক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকের বছরগুলোয় (তখন এটা *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই স্কার্ফ* নামে পরিচিত ছিল) গোটা আনাতোলিয়া জুড়ে সমস্ত লাইসি ও টাউন হলে ঘন ঘন প্রদর্শন করা হতো; তখন পাশ্চাত্যপন্থী মেয়েদের হিযাব ও অন্যান্য বিভিন্ন রকম ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে উদগ্রীব সরকারী কর্মকর্তাদের ভেতর বেশ জনপ্রিয় ছিল এটা। কিন্তু এরপর পঞ্চাশের দশকের পর কামালবাদী আমলের ছাত্রদের জাতীয়তাবাদ অপেক্ষাকৃত কম প্রবল কিছুকে পথ ছেড়ে দিলে এই নাটকের কথা বিস্মৃত হয় সবাই। অনেক বছর পরে এক সাউন্ড স্টুডিওতে ওর সাথে দেখা হলে কার্সে সে রাতে মহিলার ভূমিকায় অভিনয়কারী ফান্দা এসার আমাকে বলেছিল যে ১৯৪৮ সালে কুশাহিয়া লাইসিতে ওর মায়ের অভিনীত এই চরিত্রকে আবার জীবন্ত করে তুলতে পেরে সে গর্বিত; কিন্তু ওর অভিনয়ের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ওকে ওর মায়ের মতো ন্যায্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত করায় হতাশার কথাও বলেছে। ড্রাগস, অবসাদ ও ভয়ে বিপর্যস্ত এবং অভিনয় শিল্পীদের বেলায় খুবই মামুলি ব্যাপার, চেহারা নিস্তেজ হয়ে এলেও ওইদিন সন্ধ্যায় আসল ঘটনা খুলে বলার জন্যে চেপে ধরেছিলাম ওকে। আরও কয়েকজন দর্শকের সাক্ষাৎকার নেওয়া ছিল বলে এখন আমি মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারব।

প্রথম দৃশ্য দেখে ন্যাশনাল থিয়েটারের বেশির ভাগ স্থানীয় লোকজন রীতিমতো হতচকিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। নাটিকার নাম *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই হেডস্কার্ফ* শুনে তারা ধরে নিয়েছিল যে এখানে সমসাময়িক রাজনীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু স্মৃতি থেকে আসল নাটকের কথা যাদের মনে ছিল এমন কয়েকজন প্রবীন বাদে সত্যিই একজন মহিলা মঞ্চে হিযাব পরে থাকবে বলে আশা করেনি কেউই। কিন্তু সেটা দেখার পর ধরে নিয়েছিল নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ইসলামের সম্মানজনক প্রতীকে পরিণত হওয়া হিযাবই হবে এটা। রহস্যময়ী মহিলাকে মঞ্চের এমাথায়-ওমাথায় পায়চারি করতে দেখে তাকে যে আসলে দুঃখিনী বোঝানো হয়েছে সেটা ঠিক সাথে সাথে পরিষ্কার হয়নি ওদের কাছে। দর্শকদের অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে গর্বিত, প্রায় উদ্ধত মহিলা ধরে নিয়েছিল। এমনকি ধর্মীয় পোশাকের বেলায় রেডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সুপরিচিত কর্মকর্তারাও মহিলার প্রতি সম্মান বোধ করেছে। তো হিযাবের আড়ালে কে লুকিয়ে আছে মাদ্রাসার এক সতর্ক ছাত্র সহসা সেটা বুঝে ফেলামাত্র সামনের সারির দর্শকদের দারুণ বিরক্তি উৎপাদন করে সশব্দে হেসে উঠল সে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে মহিলা মাথার হিযাব খুলে আলোকনের জগতে নিজেকে সঁপে দিয়ে স্বাধীনতার বিশাল অভিব্যক্তি প্রকাশ করলে প্রথমে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ছাত্ররা। এমনকি হলের পাশ্চাত্যপন্থী গোড়া সেক্যুলারিস্টটিও এভাবে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ইসলামিস্টদের প্রতি ভয় এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল অনেক আগেই তারা তাদের শহরটি সব সময় যেমন ছিল তেমনই থাকার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। আমি বলছি স্বপ্নে, কিন্তু এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায়ও তারা প্রজাতন্ত্রের গোড়ার দিকের মতো করে রাষ্ট্র জোর করে মহিলাদের হিযাব খুলতে বাধ্য করতে পারবে, এমনটা কল্পনাও করেনি। এই রেওয়াজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত ছিল তারা, 'যতক্ষণ আমরা ইরানে যেমন দেখেছি ইসলামিস্টরা সেভাবে পশ্চিমাপন্থী মেয়েদের জোর করে বা ভয় দেখিয়ে হিযাব পরতে বাধ্য না করছে।'

AMARBOI.COM

কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এই: সামনের কাতারের ওইসব আন্তরিক কামালপন্থীরা মোটেই কামালবাদী ছিল না। সব চুকে যাবার কা-কে এ কথাই বলেছে তুরগাত বে। কেবল ধর্মীয় উগ্রপন্থীরাই একজন পর্দানসীন মেয়ের হিযাব পোড়ানোয় আপত্তি করেনি, বরং ওই ঘরের সবাই এই দৃশ্য প্রত্যক্ষকারী বেকার লোকজন ক্ষেপে যেতে পারে ভেবে ভীত হয়ে উঠেছিল—হলের পেছন দিকে জটলা পাকানো তরুণদের কথা তো না বলাই ভালো। তো ফান্দা এসার জাঁকের সাথে দৃঢ়ভাবে হিযাব খুলে ফেলায় সামনের সারির একজন শিক্ষক তারিফ করবেন বলে উঠে দাঁড়াতেই পেছনের একদল ছাত্র বেচারা নিঃসঙ্গ শিক্ষকের উদ্দেশে বেড়ালের ডাক অনুকরণ করে টিটকারি মেরে বসল। মনে রাখবেন, কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা অনুযায়ী শিক্ষক কিন্তু আধুনিক নারী সম্পর্কে রাজনৈতিক কোনও বক্তব্য রাখছিলেন না, বরং ফান্দার ঘোর লাগানো মোটাসোটা বাহু ও বিখ্যাত চমৎকার গলার তারিফ করছিলেন।

সামনের কাতারের রিপাবলিকানরাও কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ে তেমন একটা খুশি ছিল না। তাদের আশা ছিল হিযাবের আড়াল থেকে গ্রাম্য নিষ্পাপ হৃদয়, উজ্জ্বল চেহারার পড়ুয়া কোনও মেয়ে উদয় হবে, কিন্তু তার বদলে অশ্লীল বেলি ড্যান্সার ফান্দা এসারকে দেখে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল তারা। এর মানে কি তবে কেবল নির্বোধ আর বেশ্যারাই হিযাব খুলে ফেলে? তাহলে তো ইসলামিস্টরা একথাই বলে আসছে। কাছে বসে থাকা কয়েকজন ডেপুটি গভর্নরকে চিৎকার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে শুনল, 'এটা ভুল, এটা ভুল!' আরও কয়েকজন তার সাথে কোরাসে কণ্ঠ মেলাল–সম্ভবত সুনজর পাওয়ার আশায়–ফান্দা কাজ চালিয়ে গেল। তারপরেও সামনের সারির বেশির ভাগ দর্শক বেশ উদ্বিগ্ন হলেও আলোকিত এই রিপাবলিকান সেক্যুলার নারীর স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা প্রশংসার চোখেই দেখছিল। উপভোগ করারই আশা করেছিল সবাই। মাদ্রাসার ছাত্রদের দিক থেকে কিছু প্রতিবাদের আওয়াজ এলেও তাদের কারণে ভয় পায়নি কেউ। অন্তত ডেপুটি গভর্নর তো নয়ই। অন্যান্য বড় কর্তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে থেকে মাদ্রাসার হাতে গোনা কয়েকটা ছেলের চেঁচামেচিতে ভয়ের কোনও কারণ দেখলেন না তিনি। তবে আরও ভালো করে জানা উচিত ছিল তার। এই দলটার ভেতর সু সময়ে কুর্দিশ পিকেকে-কে নাজেহাল করে ছাড়া দুঃসাহসী অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অভ পুলিস কাসেম বে, শাদা পোশাকে সস্ত্রীক কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা, স্ত্রী, দু মেয়ে, স্যুট-টাই পরা চার ছেলে, তিনজন ভাস্তেসহ অর্ডন্যান্স সার্ভে অফিসের শাখা ব্যবস্থাপক ও কুর্দিশ সঙ্গীতের নিষিদ্ধ টেপ বাজেয়াপ্ত করে আংকারায় পাঠানোর মূল দায়িত্ব পালনকারী শহরের সাংস্কৃতিক পরিচালকরা ছিলেন।

এটা বলা যেতে পারে যে এই অফিসাররা সারা হলের দেয়াল বরাবর ইউনিফর্ম পরা অফিসার মোতায়েন করা আছে ও খোদ স্টেজে সৈনিকদের অপেক্ষা করার কথায় ভরসা করেছিল। আসলে ওদের একমাত্র চিন্তা ছিল অনুষ্ঠানটি সারাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে; যদিও সেটা কেবল স্থানীয়ভাবেই প্রচারিত হচ্ছিল, এইসব সম্ভ্রান্ত কর্মকর্তারা গোটা আংকারা–আসলে গোটা তুরস্ক–ওদের দেখতে পাওয়ার কথা না ভেবে থাকতে পারছিল না। পেছনের বাকি সবার মতো সামনের কাতারের সম্ভ্রান্ত ও ভালো মানুষগুলোও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি যে ওদের চোখের সামনে অনুষ্ঠিত দৃশ্যগুলো একইসাথে আবার টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠছে; এ থেকেই দর্শকদের প্রত্যক্ষ করা অশ্লীলতা আর রাজনৈতিক উস্কানি ও অর্থহীনতা যতটা না তারচেয়ে বেশি অভিজাত আর জাদুকরী ঠেকার কারণ বোঝা যেতে পারে। ওদের কেউ কেউ তো ক্যামেরা তখনও চলছে কিনা জানতে এতই ব্যাকুল ছিল যে প্রতি মুহূর্তে সেটা পরখ করার জন্যে ঠিক পেছনের সারির দর্শকদের মতোই অবিরাম ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, ক্যামেরার দিকে হাত নাড়ছিল। অন্যরা ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার করে উঠছিল, 'হায় আল্লাহ, আমাকে টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছে সবাই!' সামনের সারির দর্শকরা এমনি সম্ভাবনার ফলে এতটাই ভয়ার্ত হয়ে উঠল যে হলের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন জায়গায় থাকলেও নড়াচড়া করতে পারছিল না তারা। আর যেসব নাগরিক দর্শকদের সারিতে ছিল না, শহরের প্রথম সরাসরি সম্প্রচার তাদের বেশিরভাগের মনে টেলিভিশনের পর্দায় মঞ্চ দেখার ইচ্ছাই জাগিয়ে তোলেনি, বরং থিয়েটারে হাজির হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল, চোখের সামনে টেলিভিশন ক্রুদের দেখতে ইচ্ছে করছিল তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততক্ষণে হিযাব খুলে তামার বেসিনে ছুড়ে দেওয়া কাপড়ের মতো ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ফান্দা। এবার গ্যাসোলিনে ওটাকে ভেজাল সে-সযত্নে, যেন ডিটারজেন্ট ছিটাচ্ছে-তারপর বেসিনে হাত গলিয়ে কাপড় কচলানোর ভঙ্গি করল। এক অদ্ভুত কাকতালে আকিফ লিকুইড ডিটারজেন্টের একটা খালি বোতলে তেল রেখেছিল ওরা। তখন কার্সের গৃহিনীদের বেশ পছন্দের ব্র্যান্ড ছিল এটা। একারণেই অডিটোরিয়ামের সবাই-বলতে গেলে কার্সের সবাই-মুক্তিযোদ্ধা নারীকে কাপড় ধোয়ার বেসিনে হাত ঢোকাতে দেখে সে মত পাল্টেছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'আমরা এভাবে কাজটা করি,' পেছন থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলে উঠল। 'ময়লা ডলে তুলে ফেল!' সামনের কাতারের কয়েক জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তার বিরক্তি উৎপাদন করে হাসির একটা ক্ষীণ আওয়াজ পাওয়া গেল। তবে হলের সবাই ধরে নিয়েছিল একজন মহিলাকে কাপড় কাচতে দেখছে তারা। 'তো, ওমো কোথায়?' চিৎকার করে বলে উঠল কেউ একজন।

মাদ্রাসার ছাত্রদের একজন সে। ওদের চেঁচামেচি অনেককেই বিরক্ত করে তুলতে শুরু করলেও তেমন একটা ক্ষেপে ওঠেনি কেউ। সামনের সারির কর্মকর্তারাসহ বেশির ভাগ দর্শক স্রেফ কোনও রকম অঘটন ছাড়াই এই সেকেলে উস্কানিমূলক জ্যাকোবিন থিয়েটারের অবসান ঘটার আশা করছিল। অনেক বছর পরে আমি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি-সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে দরিদ্রতম কুর্দিশ ছাত্র পর্যন্ত-তাদের খুব অল্পজনই বলেছে যে ন্যাশনাল থিয়েটারের আসা কার্সের বেশির ভাগই অনুষ্ঠানে এসেছিল কয়েক ঘণ্টার জন্যে নৈমিত্তিক জীবন থেকে একটা কিছু নেওয়ার বিষয়টি দেখার পাশাপাশি হয়ত খানিকটা আনন্দ পাওয়ার জন্যেও।

বিজ্ঞাপনের সুখী গৃহিনীর মতোই আয়েসের সাথে কাপড় কাচছিল ফান্দা এসার, মোটেই তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতি নয়। কিন্তু কাপড় কাচার বেসিন থেকে হিযাব তুলে দড়িতে শুকোতে দেওয়ার জন্যে ডলে সমান করার সময় আসতেই দর্শকদের সামনে ওটাকে পতাকার মতো দোলাতে শুরু করল সে। কী হতে যাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে সবাই যখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, পকেট থেকে লাইটার বের করে হিযাবের এক কোণে আগুন ধরিয়ে দিল সে। মুহূর্তের জন্যে অটুট নীরবতা নেমে এল। জ্বলন্ত হিযাব হলময় অদ্ভুত ভীতিকর আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি লোক যেন আগুনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল।

আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল অল্প কয়েকজন।

এটা কেউই আশা করেনি, এমনকি সবচেয়ে অটল সেক্যুলারিস্টরা পর্যন্ত দারুণভাবে টলে উঠল। মহিলা জ্বলন্ত হিযাব মঞ্চের উপর ছুঁড়ে ফেলতেই অনেকের মনে থিয়েটারের ১১০ বছরের পুরোনো আসবাপত্রের চিন্তা জেগে উঠেছিল; নোংরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোপঅলা মখমলের পর্দা, শহরের সমৃদ্ধ সময়ের জিনিস, বিশেষ করে আগুন ধরে যাবার বিপদে রয়েছে বলে মনে হয়েছে। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবেই ভয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, ঝামেলা সবে শুরু হওয়ার একটা ধারণা। এখন যাচ্ছেতাই ঘটে যেতে পারে।

পেছনের মাদ্রাসার ছাত্রদের দিক থেকে চিৎকার, বেড়ালের ডাক ও ক্রুদ্ধ শিসের ভয়ঙ্কর শোরগোল শোনা গেল।

'ধর্মের শত্রুরা নিপাত যাক!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'নাস্তিকের দল নিপাত যাক! নাস্তিকের দল নিপাত যাক!'

সামনের সারি তখনও হতচকিত অবস্থায় ছিল। একজন সাহসী শিক্ষক ফের 'চুপ করে অনুষ্ঠান দেখ!' বলার জন্যে উঠে দাঁড়ালেও কেউ বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না তাকে। চেঁচামেচি, চিৎকার ও স্লোগান আর থামবে তো নাই বরং অবস্থা মারাত্মকভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে টের পেয়ে সারা হলে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল। সবার আগে দরজার দিকে পা বাড়ালেন ব্রাঞ্চ স্বাস্থ্য পরিচালক ডক্টর নেভজাত। তার স্যুট টাই পরা ছেলেরা, নিপূন জোড়া-বেণী করা চুলের মেয়ে আর ময়ূরের সমস্ত রঙঅলা সেরা ক্রেপ পোশাকের স্ত্রী অনুসরণ করল তাকে; কিছু কাজ দেখাশোনা করতে কার্সে এসেছিল পুরোনো আমলের অন্যতম চামড়া কলের মালিক সালিক বে; বর্তমানে পিপলস পার্টির সাথে সম্পর্কিত আইনজীবী ও তার প্রাইমারি স্কুলের ক্লাসমেট সাবিত বে ছিল সাথে। উঠে দাঁড়াল ওরা। সামনের সারির প্রত্যেকের চেহারায় ভীতির ছাপ দেখল কা। কিন্তু কি করবে বুঝতে না পেরে যেখানে ছিল সেখানেই রইল ও। ওর একমাত্র ভাবনা ছিল শোরগোলের ভেতর কবিতাটাই ভুলে যায় কিনা, এখনও যেটা মনের ভেতর রয়েছে, সবুজ নোট বইয়ে টুকে নেওয়ার অপেক্ষা করছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জ্ঞানের জন্যে সারা কার্সে সবার সম্মানের পাত্র টেলিফোন কোম্পানির হেড ম্যানেজার রেকাই বে ধোঁয়ায় ঢাকা মঞ্চের দিকে পা বাড়াল। 'প্রিয় মেয়ে আমার!' চিৎকার করে বলল সে, 'আমরা আতাতুর্কের আদর্শের প্রতি তোমার সমস্ত সম্মান পেয়েছি। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। দেখ, দর্শকরা ক্ষেপে গেছে। দাঙ্গার মুখে পড়তে যাচ্ছি আমরা।'

ততক্ষণে স্কার্ফ পোড়া শেষ। ধোঁয়ার ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল ফান্দা এসার। সেই একক সংলাপের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। পরে ১৯৫৬ সালের *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই স্কার্ফ*-এর টাউনহল সংস্করণে লেখক যেই অনুচ্ছেদটার ব্যাপারে সবচেয়ে গর্বিত বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। এই বইয়ে আমার বর্ণিত ঘটনার চার বছর পরে লেখকের সাথে দেখা হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছিল। ততদিনে তার বয়স নব্বই বছর হয়ে গেছে, তবে আমাদের সাক্ষাতের সময়ও বেশ শক্তিমান ছিলেন তিনি, তার বেশির ভাগ শক্তিই বকাঝকা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে শেষ হচ্ছিল, কিন্তু তার দুষ্টু নাতীনাতনীরা (কিংবা তাদের সন্তানরা হবে) মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়ে বসছিল না, তারপরও সব কাজের মধ্যে (*আতাতুর্ক ইজ কামিং, আতাতুর্ক প্লে ফর হাই স্কুলস* বা *আওয়ার মেমোরিজ অভ হিমসহ*) *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই স্কার্ফ* বিস্মৃত হয়ে যাবে বলে নিজের দুঃখের কথা বলার মতো যথেষ্ট শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। কার্সে ওটার পুনরুজ্জীবীত হয়ে ওঠার কথা বা ওটার কারণে সংগঠিত ঘটনাগুলো না জানায়, তিরিশের দশকে নাটকটি লাইসির ছাত্রী আর সরকারী কর্মকর্তাদের মনে একই রকম প্রভাব বিস্তার করার কাহিনী বলে চললেন তিনি। যেখানেই অভিনীত হয়েছে সেখানেই চোখে জল এনে দিয়েছে তাদের, তারা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখিয়েছে।

কিন্তু এখন মাদ্রাসার ছাত্রদের তরফ থেকে টিটকারী, বেড়ালের ডাক আর ক্রুদ্ধ শিস ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। অডিটোরিয়ামের সামনের দিকের অপরাধমূলক ভীত নীরবতা সত্ত্বেও ফান্দা কী বলছিল খুব কম লোকই শুনতে পেয়েছে। ক্ষিপ্ত মেয়েটা হিযাব খুলে ফেলার পর কেবল জনগণ বা জাতীয় পোশাক সম্পর্কেই বিবৃতি দিচ্ছিল না, আমাদের আত্মা নিয়েও কথা বলছিল সে; কেননা হিযাব, ফেয, পাগড়ি ও মাথার ঘোমটা আমাদের আত্মার অন্ধকারের প্রতীক, যা থেকে আমাদের নিজেদের মুক্ত হওয়া উচিত, তারপর পশ্চিমের সাথে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে ছোটা প্রয়োজন। এর ফলে পেছনের সারি থেকে উত্তেজিত বিদ্রূপ ভেসে এল, দর্শককুল পরিষ্কার শুনতে পেল সেটা।

'তাহলে কাপড়চোপড় খুলে ন্যাংটো হয়েই ইউরোপের দিকে দৌড়াও না কেন?'

এই মন্তব্য এমনকি সামনের সারির লোকজনের ভেতরও হাসির হল্লা ও হলের চারপাশে হাততালির সৃষ্টি করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামনের কাতারের লোকগুলো বেদিশা, শঙ্কিত হয়ে পড়ল। আরও অনেকের মতো উঠে দাঁড়ানোর জন্যে এই মুহূর্তটিকেই বেছে নিল কা। এখন প্রতিটি মুখ থেকে চিৎকার বের হয়ে আসছে। পেছনের সারিতে জোরাল চিৎকার চেঁচামেচি অব্যাহত রয়েছে। দরজার দিকে পা বাড়ানো কেউ কেউ ঘাড়ের উপর দিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে। ফান্দা এসার কবিতা আবৃতি করে যাচ্ছে, প্রায় কেউই শুনছে না তা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠার

গুলি করো না, বন্দুকে কার্তুজ ভরা!

মঞ্চে বিপ্লব

এই সময় থেকে ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটতে শুরু করে। গোল করে ছাঁটা দাড়ি ও কিস্তি টুপি পরা দুজন 'ধর্মীয় উগ্রপন্থী' মঞ্চে এসে হাজির হলো। ওদের হাতে দড়ি আর ছুরি, হিযাব পুড়িয়ে আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার দায়ে ফান্দা এসারকে শাস্তি দিতে এসেছে ওরা, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রইল না।

ওরা ফান্দা এসারকে জড়িয়ে ধরার পর খুবই উস্কানিমূলক ভঙ্গিতে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস পেল সে। ততক্ষণে আলোকনের মহীয়সী নারীর সমস্ত ভান ভুলে গেছে সে; বরাবর যে ভূমিকায় স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এসেছে তাতেই ফিরে গেছে আবার: ধর্ষিত হতে চলা নারী। কিন্তু যেমন প্রত্যাশা করেছিল, তার নিজেকে খাট করে তোলার প্রয়াস সেভাবে দর্শকদের উত্তেজিত করতে ব্যর্থ হলো। দাড়িঅলা ধর্মান্ধদের একজন (এর আগের পর্বে বাবার ভূমিকায় অভিনয়কারী, বলা চলে খুবই বিশ্রী মেকাপ নিয়েছে) চুলের মুঠি ধরে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলল তাকে, অন্যজনের হাতে একটা ড্যাগার ছিল, ছুরিটা এমনভাবে মহিলার গলার উপর ধরল, যেন *স্যাক্রিফাইস অভ ইসাকের* কোনও রেনেইসাঁ দৃশ্যের কথা বোঝাচ্ছে। নিখুঁতভাবে প্রজাতন্ত্রের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্যপন্থী বনাম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় পাল্টা হামলার আশঙ্কা ফুটিয়ে তুলেছে এটা। সামনের কাতারের কর্মকর্তাদের ভেতর বয়স্ক ও পেছন দিকের রক্ষণশীলরা সবার আগে সতর্ক হয়ে উঠল।

ঠিক আঠার সেকেন্ড ফান্দা এসার ও 'মৌলবাদীরা' একটা আঙুলও না নেড়ে ভীষণ ভঙ্গি বজায় রাখল, যদিও আমি যাদের সাথে আলাপ করেছিলাম তাদের অল্পজনই ওদের আরও দীর্ঘ সময় অনড় থাকার কথা নিশ্চিত করেছে। জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। নাটকের মাধ্যমে কেবল পর্দানসীন মেয়েদের অসম্মান বা ধর্মান্ধদের কুৎসিত, নোংরা ও নির্বোধ হিসাবে ফুটিয়ে তোলাই মাদ্রাসার ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তোলেনি, ওদের সন্দেহ ছিল ওদের উস্কানী দেওয়ার জন্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে পুরো ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে। তো যখনই ওরা কুশীলবদের টিটকারি মেরেছে, অর্ধেকটা কমলা বা কুশন মঞ্চে ছুড়ে মেরেছে, ওদের জন্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতে রাখা ফাঁদের দিকে পা-পা করে এগিয়ে গেছে ওরা। অসহায়ত্ব বোধই আরও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে ওদের।

এ কারণেই ওই দলের রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আব্দুর রাহমান ওয নামের ছোটখাট চওড়া কাঁধের একটি ছেলে (আসলে তিনদিন পর সিভাস থেকে তার লাশ নিতে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন নাম বলেছিল তার বাবা), সঙ্গীদের স্থির করার, শান্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনওই লাভ হয়নি। অডিটোরিয়ামের অন্যান্য অংশ থেকে ভেসে আসা হাততালি আর দুয়োধ্বনিতে আরও ক্ষেপে ওঠা ক্রুদ্ধ ছাত্ররা উদ্বিগ্ন জনতার ভীড়ে ওদের মতোই মানসিকতার লোকজন আছে ধরে নিয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কার্সের চারপাশের এলাকার সতীর্থদের তুলনায় দুর্বল ও অসংগঠিত তরুণ ইসলামপন্থী তরুণরা এই প্রথমবারের মতো সমবেত কণ্ঠে কথা বলার সাহস খুঁজে পেয়েছিল, সামনের কাতারের কর্মকর্তা ও সেনা অফিসারদের ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে দেখে যারপরনাই খুশিও হয়ে উঠেছিল। সংহতির এই প্রদর্শনী সারা শহরে সম্প্রচারিত হওয়ায় খুশি আরও বেড়ে উঠেছিল ওদের। ওরা কেবল চেঁচামেচি করে হাতপাই ছুঁড়ছিল না, নিজেদের মতো করে উপভোগও করছিল–এ ব্যাপারটা পরে ভুলে গিয়েছিল সবাই।

ভিডিওটা অনেক বার দেখায় আমিও বলতে পারি যে ছাত্রদের শ্লোগান ও মুখ খিস্তি শুনে সাধারণ নাগরিকদের বেশ কয়েক জন সময়ে সময়ে হেসে উঠছিল; অন্য সময়ে ছাত্রদের সাথে তাল মিলিয়ে দুয়োধ্বনি আর হাততালি দিয়ে থাকলে তার কারণ খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা; যদিও তখন পর্যন্ত কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হওয়া থিয়েট্রিক্যাল সন্ধ্যাটা উপভোগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এমনকি পরে এও বলেছে, 'সামনের সারির লোকগুলো সামান্য হৈহুল্লোড়ে এমন অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া না দেখালে এর পরের সমস্ত ঘটনাই ঠেকানো যেত।' অন্যরা জোর দিয়ে বলেছে, 'এই আঠার সেকেন্ড সময়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠা সামনের সারির পয়সাঅলা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আগে থেকেই জানত কী ঘটবে, নইলে সপরিবারে দরজার দিকে ছুটে যেত না। আংকারা,' বলেছে ওরা, 'আগেভাগেই পুরো ব্যাপারটা প্ল্যান করে রেখেছিল।'

মাথার ভেতরের কবিতা হারিয়ে ফেলার ভয়ে কা-ও অডিটোরিয়াম ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল। একই সময়ে গোল করে ছাঁটা দাড়িঅলা দুই প্রতিক্রিয়াশীলের কবল থেকে ফান্দা এসারকে উদ্ধার করার জন্যে মঞ্চে উঠে এল এক লোক। লোকটা সুনেয় যেইম। আতাতুর্ক ও মুক্তিযুদ্ধের বীরদের কায়দায় একটা ফার হ্যাটসহ তিরিশ দশকের সামরিক উর্দি তার পরনে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে মঞ্চের উপর দিয়ে এগিয়ে আসার সময় (তার সামান্য খোঁড়া থাকার কথা কারও জানার উপায় ছিল না) দুই 'ধর্মান্ধ' ভয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। আরও একবার উঠে দাঁড়ালেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহসী বয়স্ক শিক্ষক, সুনেয়র বীরত্বের তারিফ করলেন সর্বশক্তিতে। অন্য আরও এক বা দুজন চিৎকার করে উঠল, 'তোমাকে অভিনন্দন, মারহাবা!' স্পট লাইটের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকায় সারা কার্সের চোখের সামনে অন্য গ্রহ থেকে নেমে আসা কোনও বিস্ময়কর প্রাণীর মতো লাগছিল ওকে।

তাকে কতখানি সুদর্শন আর আলোকিত দেখাচ্ছিল সেটা লক্ষ করেছে সবাই। গোটা আনাতোলিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর দীর্ঘ কষ্টকর বছরগুলো তাকে খোঁড়া করে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তার আকর্ষণ কমেনি। তার ভেতর তখনও সেই কঠিন চরম করুণ ভাব ও কিছুটা মেয়েলী সুন্দর চেহারা ছিল যেটা তাকে চে গুয়েভারা, রোবেপিয়েরে ও বিপ্লবী এনভার পাশার ভূমিকায় অভিনয় করার সময় বামপন্থী ছাত্রদের মাঝে আলোড়ন তুলতে সাহায্য করেছিল। শাদা দস্তানা পরা ডান হাতের আঙুল ঠোঁটের কাছে এনে জাঁকাল ভঙ্গিতে চিবুকে ঠেকাল সে। তারপর বলে উঠল, 'চুপ!'

এ কথা বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাণ্ডুলিপিতে ছিল না এটা। অডিটোরিয়ামের সবাই আগেই চুপ করে গিয়েছিল। যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল আবার বসে পড়েছিল তারা।

'ওরা কষ্টে ছিল!'

সম্ভবত এটা ছিল সুনেয় যেইমের মনের কথার অর্ধেকটা, কারণ কষ্টে ছিল বলে ঠিক কার কথা বোঝানো হয়েছে তার কোনও ধারণাই ছিল না কারও। অতীতে এটা সাধারণ মানুষ বা জাতির কথা বোঝাতেও পারত, কিন্তু তার দর্শকরা নিশ্চিত হতে পারেনি এই লোকটা ওদের কথা, নাকি ফান্দা এসার নাকি গোটা প্রজাতন্ত্রের কথা বোঝাচ্ছে। তারপরেও এই মন্তব্যে সৃষ্টি হওয়া অনুভতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। গোটা দর্শককূল এক অস্বস্তিকর নীরবতায় ডুবে গেল।

'হে তুরস্কের সম্মানিত, প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,' বলল সুনেয় যেইম। 'আপনারা আলোকনের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। কেউই আপনাদের এই মহান যাত্রা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আপনারা ভয় পাবেন না। যেসব প্রতিক্রিয়াশীল সময়কে পেছনে নিয়ে যেতে চায়, মাকড়শার জালের মতো মাথাঅলা হিংস্র পশুর সেই দলকে কোনওদিনই গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে দেওয়া হবে না। যারা প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা ও আলোকনের সাথে বিরোধে লিপ্ত হতে চায় তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হবে!'

নেসিপের আসন থেকে মাত্র দুই আসন দূরে বসা ছেলেটার টিটকারী শুনতে পেল সবাই। আবার গভীর নীরবতা নেমে এল ভীড়ের মাঝে; ভয়ের সাথে বিস্ময় মিশে আছে তাতে। তখনও মোমবাতির মতো অনড় বসে ছিল তারা। যেন এক আধটা মিষ্টি হালকা কথা শোনার আশা করছিল; সন্ধ্যাটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার মতো সামান্য সূত্র, বাড়ি ফিরে যাবার সময় যেন দু-একটা গল্প সাথে নিয়ে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের অন্যপাশে সেনাবাহিনীর একটা ডিটাচমেন্ট এসে হাজির হলো। মূল দরজা ও আইল বারবর ওদের সাথে যোগ দিতে এগিয়ে এল আরও তিনটা। দর্শকদের মাঝে মঞ্চে কুশীলব পাঠানোর আধুনিক কায়দা সম্পর্কে অনওয়াকিবহাল কার্সবাসী প্রথমে সতর্ক হয়ে উঠলেও পরে আমোদিত হয়ে উঠল।

চশমা পরা এক বার্তাবাহক বালক ছুটে এল মঞ্চে, ওকে চিনতে পেরে হেসে উঠল সবাই। শহরের প্রধান পত্রিকা ডিস্ট্রিবিউটারের চতুর ও সুদর্শন ভাস্তে গ্লাসেস। সারাক্ষণ ন্যাশনাল থিয়েটারের ঠিক উল্টোদিকের দোকানে হাজির থাকায় সবার পরিচিত সে। দৌড়ে সুনেয় যেইমের কাছে গেল গ্লাসেস। ছেলেটাকে কানে কানে কথা বলার সুযোগ করে দিতে সামনে ঝুঁকে এল সুনেয় যেইম।

খবর শুনে সুনেয় যেইমকে খুবই বিমর্ষ হয়ে যেতে দেখল কার্সের সবাই।

'আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি, ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টর মারা গেছেন,' দর্শকদের উদ্দেশে বলল সুনেয় যেইম। 'এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডই হবে প্রজাতন্ত্র ও তুরস্কের ভবিষ্যৎ সেক্যুলারিজমের উপর শেষ আঘাত!'

দর্শকরা খবরটা হজম করার ফুরসত পাওয়ার আগেই মঞ্চের সৈনিকরা অস্ত্র কক করে ওদের দিকে তাক করল। পরক্ষণেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। বজ্রপাতের মতো আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

এটা আরেক ধরনের নাটকীয় ধোঁকাবাজি নাকি দুঃসংবাদটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কোম্পানির তরফ থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে অনার গার্ড পরিষ্কার বোঝা গেল না। আধুনিক নাট্যতত্ত্বের রীতিনীতির সাথে সংশ্রব না থাকায় কার্সের বেশ কয়েক জন বাসিন্দা ব্যাপারটাকে আরেকটি পরীক্ষামূলক মঞ্চায়নের ব্যাপার ধরে নিল।

হল জুড়ে প্রবল গর্জনের জোরাল একটা অনুরণন বয়ে গেল। অস্ত্রের গর্জনে শঙ্কিতরা ভাবল দর্শকদের মাঝে বিক্ষোভের কারণেই ওই অনুরণনের সৃষ্টি। ঠিক যখন একজন দুজন করে উঠে দাঁড়াচ্ছে, মঞ্চের দাড়িঅলা 'মৌলবাদীরা' গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'কেউ নড়বে না!,' বলে উঠল সুনেয় যেইম।

সৈনিকরা আরও একবার তাদের অস্ত্র কক করে জনতার দিকে তাক করল। ঠিক একই সময়ে নেসিপের আসন থেকে দুই আসন দূরে বসা সাহসী ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'খোদাহীন সেক্যুলারিস্টদের নিকুচি করি! ফ্যাসিস্ট কাফেরদের নিকুচি করি!'

আবারও গুলি করল সৈনিকরা।

বাতাসে গুলির শব্দ ভেসে যাওয়ার সাথে সাথে হল জুড়ে আবারও জোরাল একটা অনুরণন বয়ে গেল।

ঠিক তখনই যারা পেছনে ছিল তারা দেখল মুখখিস্তি করা ছেলেটি একবার আসনে লুটিয়ে পড়েই ফের উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তার হাত পা প্রবলভাবে কাঁপছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা মাদ্রাসার ছাত্রদের বিরোধিতা উপভোগ করেও সারা সন্ধ্যা সবতাতেই হেসে কুটিকুটি হচ্ছিল, কিছুই বুঝতে পারল না তারা। অনেকেই একে স্রেফ আরেকটা রসিকতা ধরে নিল, কিন্তু ছেলেটির কাঁপুনি অব্যাহত থাকায়–মরণ যন্ত্রণার মতোই প্রবল–আরও জোরে হেসে উঠল তারা।

কেবল তৃতীয় দফা গুলি বর্ষণের পরেই দর্শকরা বুঝল আসল গুলিই ছোঁড়া হচ্ছে, ওরা বুঝে গিয়েছিল, ঠিক সেকালে সৈনিকদের যেভাবে পথে ঘাটে সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার ব্যাপারটা বুঝতে পারত, কারণ এই গুলির শব্দ কানের সাথে সাথে পেটের ভেতরও শোনা যেত। চল্লিশ বছর যাবত হল উষ্ণ রাখা জার্মানিতে তৈরি বিশাল বোহেমিয়ান স্টোভ থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ভেসে এল। স্টোভের পাইপ ফুটো হয়ে গেছে, প্রচণ্ড উতড়ানো পানি ভর্তি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা চায়ের কেতলির মতো প্রবল বেগে ধোঁয়া ছাড়ছে এখন। হঠাৎ পেছন থেকে একজন উঠে দাঁড়াল, তার মাথা থেকে দরদর রক্ত ঝরছে, সোজা মঞ্চের দিকে দৌড়াতে শুরু করল সে। ঠিক তখনই বারুদের গন্ধ পাওয়া গেল। দর্শকরা সন্ত্রাসে ফেটে পড়ার জন্যে তৈরি বলে মনে হলো। কিন্তু তারপরেও সবাই মূর্তির মতো যার যার জায়গায় নিথর বসে রইল। দুঃস্বপ্নের মতো সবারই মনে হচ্ছিল সে বড়ই একা। তারপরেও সাহিত্যের শিক্ষক নুরায়ি হানিম, আংকারায় গেলেই সব সময় ন্যাশনাল থিয়েটারে ঢুঁ মারার অভ্যাস ছিল তার, নাটকীয় ইন্সপেক্টের প্রতি যারপরনাই সমীহ ছিল তার, কুশীলবদের তারিফ করতে প্রথমবারের মতো উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক একই একটা সময়ে উঠে দাঁড়াল নেসিপও, যেন শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় কোনও বিক্ষুব্ধ ছাত্র।

চতুর্থ দফা গুলি শুরু করল সৈনিকরা। আংকারা থেকে তদন্ত কাজ তত্ত্বাবধানের জন্যে পাঠানো ইন্সপেক্টর কর্নেল তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বানানোর উদ্দেশ্যে জরিপ চালাতে বেশ কয়েক দিন কাটিয়ে দিয়েছিল, তার মতে এই চতুর্থ দফা গুলি বর্ষণে মারা যায় চার জন। তাদের একজনের নাম নেসিপ বলে উল্লেখ করে সে বলেছে একটা গুলি তার কপালে ঢুকেছে আরেকটা ঢুকেছে চোখে। কিন্তু উল্টো বেশ কয়েকটা গুজবের কথা জানা থাকায় ঠিক তখনই নেসিপ মারা গিয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলতে পারব না আমি। সামনের আর মাঝের সারিতে যারা ছিল তারা একটা বিষয়ে একমত হয়েছে: তৃতীয় দফা গুলি বর্ষণের পর বাতাসে গুলি ওড়া টের পায় নেসিপ, তবে কী ঘটছে বুঝলেও সৈনিকদের মতলব বুঝতে নিদারুণভাবে ভুল করে বসে সে। গুলি খাওয়ার দুই সেকেন্ড আগে কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, কথাগুলো অনেকেই শুনলেও তা টেপে ওঠেনি।

'থামো! গুলি করো না! ওগুলোয় আসল কার্তুজ ভরা!'

হলের সবাই অন্তর দিয়ে যে কথাটা জানত তাকেই ভাষা দিয়েছিল ও, কিন্তু মনকে মেনে নিতে রাজি করাতে পারছিল না তখনও। প্রথমবার ছোঁড়া পাঁচটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলেটের ভেতর একটা লেগেছিল পোয়া শতাব্দী আগে কার্সের শেষ সোভিয়েত কনসাল তার পোষা কুকুর নিয়ে যে বাক্সটায় টেলিভিশন দেখত সেই বাক্সটার প্লাস্টারের লরেল পাতায়। গুলিটা বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ যে সৈনিক ওটা ছুড়েছিল–সুর্তের এক কুর্দ–কাউকে খুন করার ইচ্ছে ছিল না তার। যদিও খানিকটা কম নৈপূন্যের সাথে একই রকম সাবধানতায় ছোঁড়া আরেকটা গুলি গিয়ে লেগেছিল ছাদে, ফলে ১১০ বছরের পুরোনো চুন আর সুরকির একটা মেঘ ঝরে পড়েছিল নিচের উদ্বিগ্ন জনতার উপর। আরেকটা গুলি টিভি ক্যামেরা বসানো খাঁচার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে কাঠের রেইলিংয়ে লেগেছে, এককালে স্ট্যান্ডিং রুমকে আলাদা করে রেখেছিল ওটা, এখান থেকে স্রেফ সস্তা টিকেট কেনার ক্ষমতা ছিল এমন দরিদ্র আর্মেনিয় মেয়েরা মস্কো থেকে আগত থিয়েটার ট্রুপ, অ্যাক্রোব্যাট ও চেম্বার গ্রুপের নৈপূণ্য দেখত। চতুর্থ গুলিটা চলে গেছে হলের বাইরের সীমানার দিকে, ক্যামেরার আওতার বাইরে, একটা আসনের পেছন দিয়ে আরেকটা সিটে বসা মুহিত্তিন বে নামের এক ট্রাক্টর ও কৃষি যন্ত্রপাতির খুচরো যন্ত্রাংশের ব্যবসায়ীর কাঁধে বিঁধেছে সেটা, স্ত্রী আর বিধবা শালীকে নিয়ে বসেছিল সে। মাথার উপর থেকে চুনসুরকির বৃষ্টি ঝরছে দেখে ছাদ থেকে কিছু খসে পড়েছে কিনা দেখতে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। পঞ্চম বুলেটটা লেগেছে ইসলামিস্ট ছাত্রদের ঠিক পেছনে বসা এক দাদার গায়ে, নাতীকে দেখতে ত্রাবযোন থেকে এসেছিল সে। ছেলে কার্সে সামরিক বাহিনীতে কাজ করছিল। বুলেটটা তার চশমার বাম দিকের লেন্সটা গুঁড়িয়ে দিয়ে মগজে আশ্রয় নিয়েছে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বুড়ো মানুষটা তখন ঘুমে বিভোর থাকায় কী হয়েছে না জেনেই নীরবে পরপারে পৌঁছে গেছে। বুলেটটা এরপর তার ঘাড়ের কাছ দিয়ে বের হয়ে আসনের পেছন ভেদ করে বার বছর বয়সী এক কুর্দিশ ডিম-রুটি ফেরিঅলার ব্যাগ ফুটো করে দিয়েছে। এক খদ্দেরকে ভাংতি টাকা ফিরিয়ে দিতে আসনের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, তাই ব্যাগটা তখন তার হাতে ছিল না, পরে একটা ডিম থেকে বুলেটটা উদ্ধার করা হয়।

সৈনিকরা গুলিবর্ষণ শুরু করার পরেও বেশিরভাগ দর্শকই কেন এমন স্থির হয়ে ছিল সেটা ব্যাখ্যা করার জন্যে এসব বিস্তারিত করে বর্ণনা করছি। দ্বিতীয় দফায় ছোঁড়া একটা গুলি একজন ছাত্রের কপালের পাশে, ঘাড়ে ও হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরে বুকের উপরের অংশে আঘাত করলে সবাই ধরে নিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত আগের ভীতিকর তবে মজাদার সাহসের প্রদর্শনীরই আরেক দফা তুলে ধরছে কোনও উপস্থাপক। বাকি দুটো বুলেটের একটা লেগেছিল তার পেছনে বসা মোটামুটি চুপচাপ আরেক মাদ্রাসা ছাত্রের গায়ে (পরে জানা গেছে তার খালাত বোনই ছিল শহরের প্রথম আত্মঘাতী মেয়ে); শেষ গুলিটা প্রজেকশন বুদের দুই মিটার উপরে লেগেছে। ধূলি আর মাকড়শার জালে ঢাকা ষাট বছর আগেই বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়িতে আঘাত করে সেটা। তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্নেলের মতে দ্বিতীয় দফায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোঁড়া গুলিগুলোর একটা ঘড়িতে গিয়ে লাগায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে সেদিন সূর্যাস্তের সময় অ্যাসাইনমেন্টে অংশ নিতে বাছাই করা মার্কসম্যানদের একজন কোরান ছুঁয়ে করা শপথ ভঙ্গ করেছে। স্পষ্টতই হত্যা এড়ানোর জন্যে সে অন্যপথে গেছে। তৃতীয় দফার গুলি বর্ষণে নিহত সংগ্রামী ইসলামিস্ট ছাত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে এক পাদটীকায় কর্নেল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার পরিবারের দায়ের করা মামলার প্রতি যেখানে সযত্ন বিবেচনার কথা উল্লেখ করবে; যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে ছেলেটি কেবল ছাত্রই ছিল না বরং এমআইটি-এর কার্স শাখার একজন নিবেদিত প্রাণ কঠোর প্ররিশ্রমীও ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্নেল ক্ষয়ক্ষতির পক্ষে অপর্যাপ্ত ভিত্তি পেয়েছে। একই দফার শেষ দুটো বুলেটের একটা আঘাত করেছে কালেইসি এলাকায় ফোয়ারা নির্মাণকারী রেযা বে-র গায়ে, কার্সের রক্ষণশীল ও ইসলামিস্টদের সবাই তাকে পছন্দ করত। অন্যটা লেগেছে হাঁটার ছড়ি হিসাবে তার কাজে লাগানো এক ভৃত্যের গায়ে।

তো তারপরেও মঞ্চের সৈনিকরা চতুর্থ দফা গুলি ছোঁড়ার জন্যে অস্ত্র কক করার সময় এই দুই আজীবনের বন্ধুকে মাটিতে পড়ে গুঙিয়ে মারা যেতে দেখেও এতজন দর্শক কীভাবে স্থির হয়ে ছিল সেটা ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়। অনেক বছর পরে এখনও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডেয়ারি মালিক ব্যাপারটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে: 'আমরা যারা পেছনের দিকে ছিলাম তারা বুঝতে পারছিলাম মারাত্মক একটা কিছু ঘটে গেছে। কিন্তু আসন ছেড়ে উঠে কী হয়েছে দেখতে গেলে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে ভেবে টুঁ শব্দটি না করে শক্ত হয়ে বসেছিলাম, দেখছিলাম কী হয়।'

AMARBOI.COM

এমনকি কর্ণেলও বুঝে উঠতে পারেনি চতুর্থ দফার বুলেটগুলো সব কোথায় গিয়েছে। আংকারা থেকে পারলার গেইম ও ইন্সটলমেন্টপ্ল্যানের এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি করতে কার্সে আসা এক তরুণ সেলসম্যানের গায়ে লেগেছে একটা (দুদিন পরে হাসপাতালের রক্তক্ষরণে মারা যাবে সে)। আরেকটা গুলি একটা প্রাইভেট বক্সের নিচের দিকের দেয়ালে গর্ত সৃষ্টি করেছে; বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কিরকুর সিযমায়িয়ান নামের এক ধনাঢ্য চামড়া উৎপাদনকারী আপাদমস্তক ফারের কাপড়চোপড় পরে সপরিবারে এখানে বসত। আমাকে বলা এক গালগল্প অনুযায়ী নেসিপের সবুজ চোখে আঘাতকারী বুলেট ও ওর চওড়া মসৃণ কপালে লাগা বুলেট নিমেষে প্রাণ কেড়ে নেয়নি; কয়েক জন প্রত্যক্ষদর্শী দাবী করেছে, মুহূর্তের জন্যে ওই টিনএজার মঞ্চের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না!'

গুলি আর চিৎকার চেঁচামেচি শেষ হতে হতে প্রায় সবাই–এমনকি যারা দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল তারাও–লুটিয়ে পড়ে। এমনকি পেছনের দেয়ালের গায়ে ঠেস দিতে বাধ্য হওয়া টিভি ক্যামেরাম্যানও: সারা সন্ধ্যা পালা করে ডানে-বামে প্যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে চলা তার ক্যামেরাটা এখন স্থির হয়ে গেছে। বাড়ির দর্শকরা কেবল মঞ্চের ভীড় আর সামনের সারির নীরব সম্মানিত গণ্যমান্য দর্শকদেরই দেখতে পাচ্ছিল। এমনকি তারপরেও শহরের বেশির ভাগ বাসিন্দা ইতিমধ্যে যথেষ্ট চেঁচামেচি, চিৎকার, আর্তনাদ ও গুলির আওয়াজ শুনে ন্যাশনাল থিয়েটারে মারাত্মক একটা কিছু ঘটে যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। মাঝরাতের দিকে নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে টিভি সেটের সামনে ঝিমুতে শুরু করেছিল যারা, শেষের আঠার সেকেন্ডের বন্দুক যুদ্ধের সময় টিভির পর্দা–আর সুনেয় যেইমের দিকে–আঠার মতো চোখ সেঁটে রেখেছিল তারা। 'হে বীর সৈনিকগণ, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করেছেন,' বলছিল সে। তারপর মহত একটা ভঙ্গি করে তখনও মেঝেয় পড়ে থাকা ফান্দা এসারের দিকে ফিরল সে, দর্শণীয়ভাবে মাথা নোয়াল। ত্রাণ কর্তার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল মহিলা।

তালি বাজাতে উঠে দাঁড়াল সামনের সারির এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কাছাকাছি বসে থাকা অন্য কয়েকজন যোগ দিল তাতে। পেছন থেকে বিক্ষিপ্ত তারিফের আওয়াজ এল। এরা সবতাতেই তালি দিতে অভ্যস্ত–কিংবা হয়ত ভীত ছিল তারা। দর্শকদের বাকি অংশ একেবারে বরফের মতো নিশ্চুপ ছিল। দীর্ঘ দিন ঘুমিয়ে জেগে ওঠা কারও মতো কয়েকজনকে এমনকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দুর্বলভাবে হাসতেও দেখা গেল। যেন ওরা বুঝে গেছে ওদের চোখের সামনে পড়ে থাকা লাশগুলো মঞ্চের স্বপ্নের জগতের অংশ। গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে যারা ঝাপিয়ে পড়েছিল তাদের কেউ কেউ এখন মাথা বের করে এনেছে, কিন্তু সুনেয় যেইমের গলা শুনে ফের মাথা নিচু করে ফেলল তারা।

'এটা নাটক নয়, এক বিপ্লবের সূচনা,' ভর্ৎসনার সুরে বলল সে। 'আমরা আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্যে যেকোনও কিছু করতে প্রস্তুত আছি। আপনারা মহান শ্রদ্ধেয় তুর্কি সেনাবাহিনীর উপর আস্থা রাখুন! সৈনিকরা! ওদের নিয়ে এসো!'

দুজন সৈনিক গোল করে ছাঁটা দুই দাড়িঅলা 'মৌলবাদীকে' ধরে নিয়ে এল। অন্য সৈন্যরা বন্দুক কক করে অডিটোরিয়ামে নেমে এল। এক অদ্ভুত লোক মঞ্চের দিকে ছুটে গেল। তার আগে বাড়ার বেমানান গতি, বিব্রত দেহভঙ্গি থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সে সৈনিক বা অভিনেতার কোনওটাই নয়। কিন্তু তারপরেও সবার নজর কেড়ে নিল। খুব অল্প কয়েকজনই তখনও আশায় ছিল যে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটাকে সে এক বিরাট তামাশা বলে প্রমাণ করবে।

'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' চিৎকার করে উঠল সে। 'সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক! তুর্কি জনগণ দীর্ঘজীবী হোক! আতাতুর্ক জিন্দাবাদ!' আস্তে, খুবই ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসতে লাগল। দুই পা সামনে এগিয়ে গেল সে। সুনেয় যেইমও তাই করল। ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল পর্দা। অদ্ভুত লোকটার হাতে কার্ককেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানানো একটা বন্দুক, মিলিটারি বুটের সাথে সাধারণ পোশাক তার পরনে। 'মৌলবাদীদের নিকুচি করি!' চিৎকার করে উঠল সে। সিঁড়ি বেয়ে অডিটোরিয়ামে নেমে আসতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করার জন্যে এগিয়ে এল দুজন সশস্ত্র প্রহরী। কিন্তু তিন আগন্তুক মঞ্চের হলের দিকে গেল না (সৈনিকরা যেখানে মাদ্রাসার ছাত্রদের গ্রেপ্তারের কাজে ব্যস্ত ছিল), সন্ত্রস্ত দর্শকদের দিকে কোনও নজর না দিয়ে ক্রমাগত শ্লোগান আওড়াতে আওড়াতে রাস্তার দিকে তেড়ে গেল ওরা। হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

তিনজন লোক ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত ছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এরাও অভিনয় মানে 'কার্সের ক্ষুদে অভ্যুত্থান' শুরু করতে পারবে। সুনেয় যেইম আসার দিন রাতেই ওরা তার সাথে দেখা করে। গোটা একটা দিন সে তাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে, তার ভয় ছিল অস্পষ্ট সশস্ত্র অ্যাডভেঞ্চারের জড়িয়ে পড়ার ফলে তার নাটকের শৈল্পিক সংহতি নষ্ট হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে: দর্শকদের ভেতর 'আধুনিক শিল্প' সম্পর্কে জানে না এমন অর্বাচীনদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে অস্ত্রশস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন লোকের প্রয়োজন হতে পারে। পরে বলা হয়েছে যে পরবর্তী ঘণ্টাগুলোয় নিজের সিদ্ধান্তের জন্যে নিদারুণ বিমর্ষ বোধ করেছে সে। আর ভবঘুরেদের পোশাকে এই দলটার রক্তপাতের কারণে তার চেহারায় তীব্র সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সাধারণত যা হয়ে থাকে, এর বেশিরভাগই ছিল স্রেফ গুজব।

অনেক বছর পরে যখন কার্সে যাই, এককালের ন্যাশনাল থিয়েটারে ঘুরতে গিয়েছিলাম। দালানের অর্ধেকটাই ধসে পড়েছিল, বাকি অর্ধেকটাকে অর্জেলিক ডিলারশিপের গুদাম ঘরে পরিণত করা হয়েছিল। ওটার মালিক মুহতার বে আমার গাইড ছিল। মনে হয় সেদিনের সন্ধ্যার অভিনয় আর তার পরবর্তী ভয়াবহ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমার প্রশ্নগুলোকে বিক্ষিপ্ত করার জন্যেই সে বলেছিল কীভাবে সেই আর্মেনিয়দের আমল থেকেই কার্স অন্তহীন হত্যার ধারা, হত্যাযজ্ঞ ও অন্যান্য অশুভ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে এসেছে। আমি কার্সের লোকজনের জন্যে খানিকটা সুখ নিয়ে আনতে চাই যদি বলেছে সে, ইস্তাম্বুলে ফিরে যাবার পর শহরের অতীতের সমস্ত পাপের কথা ভুলে তার বদলে চমৎকার পরিষ্কার শহর ও এর বাসিন্দাদের মহৎ উদার হৃদয়ের কথাই যেন লিখি। আমরা অন্ধকার ছত্রাক জমা গুদামঘরে পরিণত অডিটোরিয়ামে ভূতের মতো আকৃতির সব রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিনে ঘেরাও হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় সেই শেষ অভিনয়ের একমাত্র অবশিষ্ট চিহ্নটা আমাকে দেখায় সে: বুলেটের ঘায়ে তৈরি একটা বিরাট গর্ত; কিরকোর সিযমেসিয়ানের প্রাইভেট বক্সের বাইরের দেয়ালে আঘাত করেছিল সেটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ

পড়ন্ত তুষার কতই না চমৎকার

বিপ্লবের রাত

অডিটোরিয়ামের বাইরে এসে চিৎকার ছেড়ে ভীত দর্শকদের উদ্দেশ্যে পিস্তল-রাইফেল নাচাতে নাচাতে দৌড়ে স্রেফ অন্ধকারে উধাও হয়ে যাওয়া উচ্ছৃঙ্খল ত্রয়ীর নেতা ছিল এক লেখক ও পুরোনো কমিউনিস্ট, তার ছদ্মনাম যি দেমারকল। সত্তর দশকে বিভিন্ন সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল সে, সাংবাদিক ও কবি হিসাবে কাজ করলেও বডিগার্ড হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিল। বেশ দীর্ঘদেহী মানুষ, ১৯৮০ সালে সামারিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার পর জার্মানিতে পালিয়ে গিয়েছিল সে; বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার পর কুর্দিশ বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলা ও ইসলামিস্ট মৌলবাদীদের হাত থেকে সেক্যুলার রাষ্ট্র রক্ষায় সাহায্য করতে তুরস্কে ফিরে আসে। তার পেছনের অন্য দুজন এক সময় উগ্রপন্থী তুর্কি জাতীয়তাবাদী ছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ের মার্ক্সবাদী শাসনামলে ইস্তাম্বুলে রাতে যেসব সংঘর্ষ হত সেগুলোয় খোদ যি দেমারকলের কমরেড ছিল তবে এখন জাতি রাষ্ট্রকে বাঁচানোর মিশন ও অ্যাডভেঞ্চারিজমে উদ্দীপ্ত হয়ে সেসব পেছনে ফেলে এসেছে। কোনও কোনও নিন্দুক দাবী করেছে যে এমনিতেই সেই গোড়া থেকেই রাষ্ট্রের চর ছিল ওরা। মঞ্চ থেকে ঝড়ের বেগে নেমে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ ওদের কথা ভাবেনি, ওদের স্রেফ নাটকেরই অংশ ধরে নিয়েছিল।

বাইরের জমিনে এত বিপুল তুষার জমে আছে দেখে শিশুর মতো লাফাতে শুরু করল যি দেমারকল, আকাশের দিকে দু রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুর্কি জনগণ জিন্দাবাদ! প্রজাতন্ত্র জিন্দাবাদ!' দুপাশে সরে গেল প্রবেশ পথে ভীড় জমানো লোকজন, কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে বন্ধু সুলভ হাসছে, অন্যরা যেন আরও বেশি সময় থাকতে পারছে না বলে ক্ষমা চাইছে। শ্লোগান ছাড়তে ছাড়তে পরস্পরকে পাঁড় মাতালের মতো ডেকে আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ ধরে ছুটে গেল যি দেমারকল ও তার বন্ধুরা। তুষারের ভেতর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলা অল্প কয়েকজন বয়স্ক লোক আর পরিবারকে পথ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে থাকা কয়েকজন বাবা কিছু সময়ের দ্বিধার পর ওদের তারিফ করার সিদ্ধান্ত নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা লিটল কাযোমবে অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে আসার সময় তিন উৎফুল্ল সৈনিক ওর দেখা পেল। ওদের আসতে দেখেছে ও, বুঝতে পারছিল ওরা। কোনও গাড়িকে পথ করে দিচ্ছে, এমনভাবে অলিভার গাছের নিচে সরে গেল ও।

'কবি মহোদয়!' চিৎকার করে উঠল যি দেমারকল। 'ওরা তোমাকে খুন করার আগেই ওদের খুন করতে হবে তোমাকে। বুঝেছ?'

কা কিন্তু তখনও কবিতাটা লেখার ফুরসত পায়নি। পরে ওটার নাম রাখবে ও 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই'। ঠিক এই মুহূর্তে কবিতাটা ভুলে গেল ও।

আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ ধরে আগে বাড়ল যি দেমারকল ও তার বন্ধুরা। ওদের অনুসরণ করতে চায় না বলে আবার কারদাগ অ্যাভিনিউতে বাঁক নিল কা। বুঝতে পারছে, ওর কবিতা উধাও হয়ে গেছে, যাবার সময় কোনও কিছুই রেখে যায়নি।

যুবা বয়সে রাজনৈতিক সভা ছেড়ে বের হওয়ার সময় যেমন মনে হত এখন ঠিক তেমনি অপরাধ আর গ্লানি বোধ হচ্ছে ওর। ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে ছিল বলেই এইসব সভা ওকে বিরক্ত করে তো তুলতই না বরং সভার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নেহাতই ছেলেমানুষী প্রচারণা আর বাড়াবাড়িতে ভরা। হারিয়ে যাওয়া কবিতাটা ফিরে পাবার একটা উপায় পাওয়ার আশায় সোজা হোটেলে না ফিরে হাঁটা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিল ও। টিভির পর্দায় দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত কিছু লোক জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। থিয়েটারের অভ্যন্তর ব্যাপারে কা কতখানি সচেতন বলা মুশকিল। ও বের হয়ে আসার আগেই গুলি বর্ষণ শুরু হয়েছিল, তবে হতে পারে ও-ও এসবকে নাটকের অংশ ভেবেছে। যে দেমারকল ও তার বন্ধুরাও এরই অংশ।

বিস্মৃত কবিতার ভাবনায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন ছিল ও। কিন্তু ওটার জায়গায় আরেকটা কবিতার আগমন টের পেয়ে ওটাকে জোর করে মনের পেছনে পাঠিয়ে দিল যাতে পূর্ণ হয়ে ওঠার সময় পায়।

বেশ দূরে তুষারের কারণে চাপা পড়া পর পর দুটো গুলির শব্দ কানে এল ওর।

আহা, পড়ন্ত তুষার কতই না সুন্দর! তুষারকণাগুলো কী বড়, কেমন চরম। যেন ওরাও জানে ওদের নীরব মিছিল একেবারে সময়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যহত থাকবে। হাঁটু অবধি তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে প্রশস্ত অ্যাভিনিউ। একটা ঢাল বেয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে রাস্তাটা। কী শাদা আর রহস্যময়! সিটি কাউন্সিলের অবস্থান তিনতলা আর্মেনিয় বিল্ডিংয়ে একটা প্রাণেরও ছায়াও নেই। একটা অদৃশ্য গাড়িকে ঢেকে রাখা বরফ পর্যন্ত নেমে এসেছে অলিভার গাছ থেকে ঝুলন্ত আইসিকল। তুষার আর বরফ মিলে তুলির পর্দা সৃষ্টি করছে। একটা একতলা আর্মেনিয় দালান পাশ কাটাল কা, ওটার জানালাগুলো বোর্ড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিজের পায়ের আওয়াজ ও ছোট ছোট নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে গিয়ে প্রথমবারের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের আহ্বান শুনছে মনে হলো ওর। কিন্তু তারপরে সে ডাকের প্রতি পেছন ফিরে থাকার মতো যথেষ্ট শক্তি আছে বলে বোধ হলো ওর।

গভর্নরের বাসভবনের উল্টোদিকে আতাতুর্কের মূর্তিঅলা ছোট পার্কটা খাখা করছে। খোদ বাসভবনের ভেতরেই জীবনের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সেই রাশান আমলের দালান এটা, এখন পর্যন্ত শহরের সবচেয়ে জাঁকাল ভবন। সত্তর বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর অটোমান ও সাম্রাজ্যবাদী রাশান সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পর কার্সের তুর্কিরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল; এই দালানই সেটার প্রশাসনিক কেন্দ্র আর সংসদের অবস্থান ছিল। ওটার ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে প্রাচীন আর্মেনিয় ভবন; সেই একই অভিশপ্ত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টেশিয়াল প্যালেস ছিল বলেই ইংরেজ বাহিনী এটার উপর হামলা করেছিল। গভর্নরের বাসভবন বেশ ভালোভাবেই সুরক্ষিত, ওটাকে তাই এড়িয়ে যেতে আবার ডানে বাঁক নিয়ে পার্কের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল কা। রাস্তা ধরে আরও কিছু দূর এগোনোর পর আর সব দালানের মতোই শান্তিময়, সুন্দর আরেকটা আর্মেনিয় ভবনের পাশের একটা খালি লটে একটা ট্যাংককে ধীরে নীরবে চলে যেতে দেখা গেল, যেন স্বপ্ন। আরও সামনে মাদ্রাসার সামনে একটা আর্মি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কা ধরে নিল মাত্র এসেছে ওটা। গুলির আওয়াজ হলো একটা। পেছনে তাকাল কা। গর্ভনরের বাসভবনের সামনের সেন্ট্রি বক্স পুলিসে ভরা, নিজেদের উষ্ণ রাখার চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু জানালার কাছে বরফ জমে থাকায় ওদের কেউই কা-কে আর্মি অ্যাভিনিউ ধরে যেতে দেখল না। এখন ও বুঝতে পারছে হোটেল রুমে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তুষারের নিঃশব্দ্যের ভেতর থাকতে পারলে শুধু মাথার ভেতরের নতুন কবিতাটাই নয় বরং ওটার সাথে জেগে ওঠা স্মৃতিও ধরে রাখতে পারবে।

ঢালের আধাআধি যাবার পর উল্টোদিকের পেভমেন্টে একটা শব্দ পেয়ে চলার গতি কমাল ও। লাথি মেরে টেলিফোন অফিসের দরজা খোলার চেষ্টা করছিল দুজন লোক। তুষারের উপর দিয়ে চলে গেল একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো, তারপরই স্নো চেইনের স্বস্তিকর আওয়াজ শুনতে পেল কা। পুলিসের চিহ্নহীন একটা কালো গাড়ি এসে টেলিফোন অফিসের সামনে থামতেই সামনের সিটে বসা দুজন লোককে দেখতে পেল কা। মাত্র কয়েক মিনিট আগে, ঠিক বের হয়ে আসার কথা ভাবছিল যখন, ওদের একজনকে থিয়েটারে দেখেছে বলে মনে করতে পারল ও। লোকটা এখন নিজের আসনে বসে রইল। উলের বেরে মাথায় অস্ত্র হাতে গাড়ি থেকে বের হয়ে এল তার পার্টনার।

এবার টেলিফোন অফিসের সামনে সমবেত লোকগুলোর মাঝে একটা আলোচনা হলো। স্ট্রিটল্যাম্পের নিচে দাঁড়িয়েছিল ওরা। ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল কা; তো লোকগুলো যে যি দেমারকল ও তার বন্ধু বুঝতে সময় লাগল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী বলছ, তোমার কাছে চাবি নেই মানে?' বলছিল ওদের একজন। 'তুমি টেলিফোন অফিসের হেড ম্যানেজার না? ফোনের লাইন কাটতে তোমাকে এখানে পাঠায়নি ওরা? চাবির কথা ভুলে গেলে কী করে?'

'এই অফিস থেকে ফোনের লাইন কাটতে পারব না। স্টেশন অ্যাভিনিউর নতুন সেন্টারে যেতে হবে আমাদের,' বলল ম্যানেজার রেকাই বে।

'এটা একটা বিপ্লব, আমরা এই অফিসে ঢুকতে চাই,' বলল যি দেমারকল। 'অন্য কোনও অফিসে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে তখন যাওয়া যাবে, বুঝেছ? এবার বলো চাবি কোথায়?'

'বাবা রে, দুই দিনের মধ্যেই এই তুষার চলে যাবে, রাস্তাঘাট খুলে যাবে, তখন জবাবদিহি করার জন্যে আমাদের তলব করবে সরকার।'

'তাহলে সরকারের ভয় করছ? তবে শোনো: আমাদের সরকারকেই ভয় পেতে হবে তোমাকে!' চিৎকার করে উঠল যি দেমারকল। 'তুমি দরজাটা খুলে দেবে কিনা?'

'লিখিত নির্দেশ ছাড়া দরজা খুলতে পারব না আমি।'

'সেটা আমরা দেখব,' বলল যি দেমারকল। বন্দুক বের করে শূন্যে দুবার গুলি বর্ষণ করল সে। 'এই ব্যাটাকে নিয়ে দেয়ালের উপর চেপে ধরো,' বলল সে। 'ব্যাটা কোনও ঝামেলা করলেই স্রেফ খতম করে দেব।'

তার কথা বিশ্বাস করল না কেউ, কিন্তু দেমারকলের দুই সহকারী বাধ্যগতের মতো রেকাই বে-কে নিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল। কোনও জানালার যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যে খানিক উপরে চেপে রেখেছে ওকে। এই কোণে খুবই কোমলভাবে তুষার ঝরছে বলে ম্যানেজার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। লোকদুটো ক্ষমা চেয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। গলার টাই খুলে ওটা দিয়ে তার হাতজোড়া পিছমোড়া করে বাঁধল। এদিকে ওরা ঘোষণা করে দিয়েছে, এটা একটা শুদ্ধি অভিযান এবং পিতৃভূমির সব শত্রুকে সকালের মধ্যেই কার্সের রাস্তাঘাট থেকে নির্মূল করা হবে।

যি দেমারকল হুকুম দিতেই রাইফেল কক করল ওরা। তারপর ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের কায়দায় রেকাই বে-র সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়াল। ঠিক তখনই দূরে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। (এগুলো এসেছিল মাদ্রাসার ডরমিটরি বাগান থেকে, এখানে ছাত্রদের ভয় দেখাতে গুলি ছুঁড়ছিল সৈনিকরা)। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সারাদিনে এই প্রথম তুষারপাত কমে আসতে শুরু করেছে। নীরবতাটুকুকে অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। এমনকি জাদুকরীও। কয়েক মুহূর্ত বাদে এক লোক বলল, বুড়োটার (আসলে মোটেই বুড়ো নয় সে) শেষবারের মতো একটা সিগারেট খাওয়ার অধিকার আছে। রেকাই বে-র মুখে একটা সিগারেট ঠেসে দিয়ে ধরিয়ে দিল সে; ম্যানেজার সিগারেট টানার সময় সম্ভবত খানিকটা অস্থির হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ায় ফোন অফিসের দরজায় লাথি মারতে শুরু করল ওরা। রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মারল।

'তোমরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করছ দেখে সহ্য করতে পারছি না,' দেয়ালের কাছ থেকে বলে উঠল ম্যানেজার। 'আমার বাঁধন খুলে দাও, আমি তোমাদের ঢুকতে দিচ্ছি।'

লোকগুলো ভেতরে ঢোকার পর নিজের পথ ধরল কা। বেখাপ্পা গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু খেঁকাতে থাকা কুকুরগুলোর চেয়ে সেদিকে খুব একটা পাত্তা দিল না। ওর সমস্ত মন রাতের সৌন্দর্যের দিকে স্থির হয়ে আছে। খানিকক্ষণ একটা ফাঁকা আর্মেনিয় বাড়ির সামনে পায়চারি করে তারপর শ্রদ্ধা নিবেদন করবে বলে একটা আর্মেনিয় চার্চে ঢুকল। ওটার বাগানের গাছপালা তুষার ও বরফের চাঙড়ের ভারে ঝুলে পড়েছে, ভূতের মতো লাগছে। রাস্তার হলদে বাতিগুলো সারা শহরের উপর এমন ভীষণ আভা যোগ করেছে যার ফলে অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে ওটাকে। কেন যেন নিজেকে অপরাধী বোধ হলো কা-র। তবু এখন ওকে কবিতায় পূর্ণ করে তোলা এই নীরব ও বিস্মৃত দেশে উপস্থিত থাকতে পেরে দারুণভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

আরও খানিক দূর এগোনোর পর জানালায় দাঁড়িয়ে এক বিরক্ত মাকে দেখল ছেলেকে ঘরে ফিরে আসতে বলছে। ছেলেটা বলছে কী হচ্ছে দেখতে বাইরে যাচ্ছে সে। ওদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল কা। ফাকবে অ্যাভিনিউর মোড়ে ওর বয়সী দুজন লোককে একটা জুতো প্রস্তুতকারীর দোকান থেকে সবেগে বের হয়ে আসতে দেখল। একজন বেশ দশাসই আকারের, অন্যজন হালকা-পাতলা, প্রায় শিশুর মতো। গত বার বছর ধরে সপ্তাহে দুবার এই দুই প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে কফিহাউসে মিলিত হয়ে তারপর গোপনে আঠার গন্ধঅলা এই দোকানে মিলিত হওয়ার কথা বলে আসছিল। কিন্তু উপরতলার পড়শীর টেলিভিশনে কার্ফ্যু ঘোষণার কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এখন। ফাকবে অ্যাভিনিউতে বাঁক নিল কা। দুই রাস্তা ভাটিতে সকালে হাঁটার সময় দেখা এক দোকানের উল্টোদিকে–ওটার ঠিক দরজার বাইরে ট্রাউট কর্নারে থেমেছিল ও–একটা ট্যাংক দেখতে পেল। রাস্তার মতো ট্যাংকটাও যেন জাদুকরী নৈঃশব্দ্যে ভেসে যাচ্ছিল। ওটাকে এত নীরব আর মারাত্মক দেখাচ্ছিল যে ওর মনে হলো নির্ঘাৎ খালি পড়ে আছে। কিন্তু দরজা খুলে একটা মাথা বের হয়ে এসে ওকে এখুনি বাড়ি ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। মাথাটার কাছে কা জানতে চাইল ওকে সে স্নো প্যালেস হোটেলের পথ বাতলে দিতে পারবে কিনা। কিন্তু সৈনিক জবাব দিতে পারার আগেই রাস্তার উল্টোদিকে *বর্ডার সিটি গেযেটের* অন্ধকার অফিসটা দেখতে পেল কা, বুঝতে পারল নিজেই পথ খুঁজে নিতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেল লবির বাতিগুলো ঝলমল করছিল। ওই উষ্ণতায় প্রবেশ করা যেন নিজের ঘরে ফিরে আসার মতো। বেশ কয়েকজন অতিথি পায়জামা পরে সিগারেট ফুঁকছে, লবিতে টেলিভিশন দেখছে। ওদের চেহারা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় অসাধারণ একটা কিছু ঘটে গেছে, কিন্তু ভীতিকর প্রসঙ্গ এড়াতে উদগ্রীব শিশুর মতোই সেটা লক্ষ করতে চাইল না ও। গোটা দৃশ্যের উপর চট করে একবার নজর বুলিয়েই হালকা মনে তুরগাত বে-র অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে গেল। গোটা দলটাই এখনও টেবিলে রয়েছে। এখনও টেলিভিশন দেখছে। কা-কে দেখেই লাফিয়ে উঠল তুরগাত বে, এত দেরি করেছে বলে বকাঝকা করল ওকে, ওরা সবাই কত উদ্বিগ্ন ছিল বলল সেকথা। আরও কিছু কথা বলল সে, কিন্তু ততক্ষণে আইপেকের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে কা-র।

'দারুণ আবৃত্তি করেছ,' বলল আইপেক। 'আমার গর্ব হচ্ছে।'

সাথে সাথে কা বুঝে গেল এই মুহূর্তটির কথা আমৃত্যু মনে থাকবে ওর। ওর এতই ভালো লাগছিল যে অন্য মেয়েটার ক্লান্তিকর সব প্রশ্ন, তুরগাত বে-র লাগাতার বকাবকানি সত্ত্বেও চোখের পানি ধরে রাখতে রীতিমতো কষ্ট হলো।

'মনে হয় সেনাবাহিনী কোনও মতলব ফেঁদেছে,' বলল তুরগাত বে। বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে বদ মেজাজে আছে সে, ব্যাপারটা ভালো নাকি খারাপ বুঝতে পারছে না।

টেবিলটা একেবারে অগোছাল হয়ে আছে। একটা কমলার খোসার ভেতর কে যেন অসংখ্য সিগারেটের বাট ঠেসে রেখেছে—আইপেকই হবে সম্ভবত। ছোট বেলায় ওর বাবার এক দূর সম্পর্কের তিক্ষ্ণ আত্মীয় মুনিরে খালাকেও একই কাজ করতে দেখার কথা মনে পড়ে গেল কা-র। যদিও কা-র মায়ের সাথে কথা বলার সময় কখনওই সে *মাদাম* বলতে ভুল করত না, তবু খারাপ ব্যবহারের তারণে সবাই ঘৃণা করত তাকে।

'এই মাত্র কার্ফ্যু ঘোষণা করেছে,' বলল তুরগাত বে। 'থিয়েটারে কী ঘটেছে আমাদের বলো।'

'রাজনীতিতে আমার কোনও আগ্রহ নেই,' বলল কা।

সবাই, বিশেষ করে আইপেক, ওর ভেতরে ভিন্ন কেউ একজন কথা বলছে বুঝতে পারলেও খারাপ লাগল ওর।

ও কেবল চাইছিল চুপচাপ বসে আইপেকের দিকে তাকিয়ে থাকতে, কিন্তু জানে সেটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। বিপ্লবী উদ্দীপনায় আক্রান্ত বাড়িটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে। শুধু ছেলেবেলায় দেখা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের স্মৃতিই নয়, বরং এখানে প্রত্যেকে একই সময়ে কথা বলছে বলেও। এক কোণে ঘুমে লুটিয়ে পড়েছে হান্দে। আবার টেলিভিশন পর্দায় ফিরে গেছে কাদিফে, সেদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাতে রাজি নয় কা। এখনকার এই সময়টা কৌতূহলোদ্দীপক বলে একাধারে খুশি ও অস্বস্তি বোধ করছে তুরগাত বে।

কিছুক্ষণ আইপেকের হাত ধরে বসে রইল কা, ওকে ওর রুমে আসতে বলেও কোনও লাভ হলো না। দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠলে একাই উপরে এসে কোট খুলে দরজার পেছনে যত্নের সাথে ঝুলিয়ে রাখল। এই ঘরে কাঠের একটা চেনা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। খাটের মাথার কাছে রাখা ল্যাম্পটা জ্বালাতেই ঘুমের একটা স্রোত যেন বয়ে গেল ওর উপর দিয়ে, চোখ খুলে রাখতেই কষ্ট হলো ওর, মনে হলো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ও, যেন এই ঘর, এই হোটেলটা ওর সাথে ভাসছে। এই কারণেই নোট বুকে পঙক্তির পর পঙক্তি টুকে রাখা ওর মনে আসা কবিতায় এই খাটের কথা, যে হোটেলে ও শুয়ে ছিল তার ও তুষার ঢাকা কার্স শহরের কথা স্বর্গীয় একক হিসাবে স্থান করে নিয়েছে।

কবিতার নাম রেখেছে ও 'বিপ্লবের রাত'। ছেলেবেলার অন্যান্য অভ্যুত্থানের স্মৃতি নিয়ে শুরু হয়েছে এর, তখনকার দিনে ওদের গোটা পরিবার রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠে রেডিও ঘিরে বসে বিপ্লবী কুচকাওয়াজের আওয়াজ শুনত। এখানে ছুটির দিনে একসাথে খাওয়ার কথাও তুলে ধরেছে ও। এই কারণেই পরে এই কবিতাটা মোটেই অভ্যুত্থান নিয়ে নয় বলে স্থির করে তুষারকণার স্মৃতি নামের শাখায় স্থান দেবে। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে গোটা জগত টালমাতাল অবস্থায় থাকলেও কবির মনের একটা অংশকে রুদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা। এর মানে যদি হয় প্রেতাত্মার মতো কবিরও বর্তমানের সাথে তেমন একটা সম্পর্ক নেই তো বলতে হবে সৃষ্টির খাতিরে কবিকে এইটুকু মূল্য দিতেই হবে! কবিতা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ

জাতির এক মহান দিন!

কা যখন ঘুমিয়ে ছিল আর পরদিন যখন ও জেগে উঠল

একবারও না নড়ে একটানা দশ ঘণ্টা বিশ মিনিট ঘুমাল কা। স্বপ্নে তুষারপাত দেখতে পেল ও। জানালার অর্ধেক টানা পর্দার ফোকর দিয়ে ঠিক আগের মতোই ফের নিচের শাদা রাস্তার উপর ঝরতে শুরু করেছে তুষার। স্নো পালেস হোটেলের গোলাপি সাইনপোস্টটাকে ল্যাম্পের আলো যেখানটায় আলোকিত করে তুলেছে সেখানে অসম্ভব কোমল লাগছে কণাগুলোকে। সম্ভবত অদ্ভুত জাদুকরী তুষার সেরাতের গোটা কার্স শহরের সমস্ত গুলির শব্দ শুষে নিয়েছিল বলেই আরামে ঘুমাতে পেরেছিল কা।

মাত্র দুই ব্লক দূলে একটা আর্মি ট্যাংক আর দুটো ট্রাক মাদ্রাসার ডরমিটরিতে হামলা করেছে। মূল লোহার দরজার সামনের দিকে যেখানে এখনও সূক্ষ্ম আর্মেনিয় নিপূণ কারুকাজ চোখে পড়ে সেখানে নয়, বরং কমন রুম ও সিনিয়র ডরমিটরির দিকে চলে যাওয়া দরজাটার পাশে ছোটখাট একটা লড়াই হয়ে গেছে। ছেলেদের ভয় দেখানোর আশায় তুষার ঢাকা বাগানে জমায়েত হওয়া সৈন্যরা রাতের আকাশ তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল। ছাত্রদের ভেতর গোড়া রাজনৈতিক ইসলাপন্থীরা ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল, অকুস্থলেই ওদের গ্রেপ্তার করায় ডরমিটরিতে রয়ে যাওয়া ছেলেরা ছিল হয় একেবারে নতুন বা ওদের রাজনীতিতে কোনও রকম আগ্রহ ছিল না। কিন্তু টেলিনভিশন পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো ওদের মাথা বেশ গুলিয়ে দিয়েছিল। দরজা আর আইলে ব্যারিকেড দিয়ে 'আল্লাহু আকবার!' শ্লোগান ছেড়ে ওত পেতে অপক্ষো করছিল ওরা। দু'একজন পাগলাটে কিসিমের ছেলে রান্নাঘর থেকে গোটা কয় ছুরি আর কাঁটাচামচ চুরি করে বাথরুমের জানালা থেকে সৈনিকদের নিশানা করে ছুঁড়ে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; ওদের হাতের একমাত্র বন্দুকটা নিয়ে ছুটোছুটি করছিল। তো গোলাগুলির ভেতর দিয়ে অচলাবস্থার অবসান হলো; একটা চমৎকার ছেলে–ওর চেহারায় সারল্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না–কপালে বুলেটের ফুটো নিয়ে প্রাণ হারাল।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের বেশির ভাগ লোকই পুরোপুরি জেগে ছিল, নিচের রাস্তার দিকে নয় বরং তাদের চোখ সেঁটে ছিল টেলিভিশন সেটে। সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত ছিল। সুনেয় যেইম ঘোষণা করেছে, এটা নাটক নয় 'বিপ্লব'; সৈনিকরা ঝামেলাবাজদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি লাশ সরিয়ে নেওয়ার সময় মঞ্চে আবির্ভূত হলেন কার্সের সবার চেনা মুখ: তার নাম উস্মান বে, ডেপুটি গভর্নর; আনুষ্ঠানিক ও অস্বস্তিকর হলেও আস্থা জাগানো কণ্ঠে সম্ভবত প্রথমবারের মতো সরাসরি সম্প্রচারের বিরুদ্ধে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে পরদিন দুপুর পর্যন্ত গোটা কার্সে সান্ধ্য আইনের ঘোষণা দিলেন। তিনি মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আর কেউ এল না। ফলে পরবর্তী বিশ মিনিট শহরের লোকজন টিভির পর্দায় ন্যাশনাল থিয়েটারের পর্দা ছাড়া আর কিছুই দেখল না। এরপর সম্প্রচারে বিরতি পড়ল। তারপর সবার টিভির পর্দায় আবার সেই পুরোনো পর্দা উদয় হলো। কিছু সময় পরে কার্সের লোকজন আবার পর্দা সরে যেতে দেখবে, খুব ধীরে, গোটা অনুষ্ঠানটাই ফের একদম শুরু থেকে প্রচার করা হবে তখন।

যার যার সেটের সামনে বসে কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা চালাতে গিয়ে বেশিরভাগ দর্শকই সবচেয়ে খারাপ কিছুর আশংকা করছিল। যারা খুব ক্লান্ত কিংবা আধা মাতাল ছিল তারা ভিন্ন সময়ের নাগরিক বিশৃঙ্খলার স্মৃতিচারণ করছে বলে আবিষ্কার করল; অন্যরা মৃত্যু, অন্তর্ধান ও রাষ্ট্রের শাসনে ফিরে যাবার শঙ্কা বোধ করল। রাজনীতিতে অনাগ্রহীরা সেরাতের ঘটনার একটা মানে খুঁজে পেতে পুনঃপ্রচারকে একটা সুযোগ হিসাবে দেখল-ঠিক অনেক বছর পরে আমি যে প্রয়াস পাব-তো তারা আরও একবার টেলিভিশনের দিকে মনোযোগ দিল তারা।

কার্সের লোকজন ফান্দা এসারের আমেরিকান পৃষ্ঠপোষকদের যেকোনও অশ্লীল ইচ্ছার কাছে প্রধানমন্ত্রীর অশ্রুসজল চোখে পরাজয় স্বীকার ও পরে ভয়াবহ বেলি ড্যান্সের মাধ্যমে এক বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের অনুকরণ দেখছিল, সেই সময়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এক সিকিউরিটি টিম হালিত পাশা অ্যাভিনিউর পিপল'স ফ্রিডম পার্টির ব্রাঞ্চ হেড কোয়ার্টারে রেইড করে কুর্দিশ জেনিটরকে আটক করল (তখন কেবল সে-ই ছিল ওখানে), কেবিনেট ও ফাইল ড্রয়ারে তল্লাশি চালাল ওরা, হাতের কাছে যত কাগজপত্র পেল বাজেয়াপ্ত করল। এই একই পুলিস ইউনিট পার্টির এক্সিকিউটিভ কমিটির-অতীতের রেইডের কারণে প্রত্যেকের পরিচয় ও ঠিকানা জানা ছিল ওদের-বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও কুর্দিশ জাতীয়তাবাদের অভিযোগ এনে কারাগারে পাঠিয়ে দিল।

কেবল এরাই কার্সের কুর্দিশ জাতীয়তাবাদী ছিল না। ভোরের দিকে দিগোর রোডে একটা ভস্মীভূত অথচ তুষারের নিচে চাপা পড়েনি এমন একটা মুরাত ট্যাক্সিতে পাওয়া তিনটা লাশও-সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী-কুর্দিশ জাতীয়তাবাদী গেরিলাদের ছিল। পুলিসের দাবী মোতাবেক এই তিন তরুণ বেশ কিছুদিন ধরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্সে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল, কিন্তু আগের রাতের ঘটনাবলীতে সন্ত্রস্ত হয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পাহাড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল ওরা। রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ দেখে সব আশা হারিয়ে ফেলে ওরা, তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার এক পর্যায়ে ওদের একজন একটা বোমা ফাটিয়ে দেওয়ায় তিনজনই প্রাণ হারায়। ওই ছেলেদের একজনের মা, এক হাসাপাতালের ক্লিনারের কাজ করত সে, পরে দাখিল করা এক আবেদনে অজ্ঞাত সশস্ত্র লোকজন বাড়ির দরজায় করা নেড়ে ছেলেকে বের করে নিয়ে যাবার অভিযোগ করেছে; আর ট্যাক্সি ড্রাইভারের বড় ভাই অভিযোগ উল্লেখ করেছে তার ভাই মোটেই জাতীয়তাবাদী ছিল না, এমনকি কুর্দও নয়। তবে তাদের আবেদনগুলো অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

ততক্ষণে কার্সের সবাই চলমান বিপ্লবের ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠেছে–এটা বিপ্লব না হলে জানালা দিয়ে একবার বাইরে চোখ চালিয়ে শহরে বিশাল কালো ভূতের মতো ঘুরে বেড়ানো ট্যাংক জোড়া একবার দেখাই *বেমানান* একটা কিছু ঘটছে নিশ্চিত হবার জন্যে যথেষ্ট ছিল–কিন্তু ওরা টেলিভিশনের পর্দায় অভিনয় ও আর আগের দিনের রূপকথার কোনও দৃশ্যের মতো আপাত অন্তহীন ঝরে চলা তুষার ওদের জানালাগুলো পর্দায় পরিণত হওয়ায় ট্যাংক তেমন একটা ভীতির উদ্রেক করতে পারেনি। কেবল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়রাই যা একটু উদ্বিগ্ন ছিল।

যেমন সাদুল্লাহ বে-র কথাই ধরুন। কার্সের কুর্দদের চোখে যারপরনাই সম্মানিত আর লোকগাথার সুপরিচিত সংগ্রাহক তিনি, এমনকি সমারিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল করে নেওয়ারও অভিজ্ঞতা তার আছে। তো কার্ফ্যুর কথা শোনা মাত্র আসন্ন কারাবাসের দিনগুলোর জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাগে ভরার পর–নীল পাজামা ছাড়া তিনি ঘুমাতে পারেন না বলে সেটা নিলেন, প্রস্ট্রেটের সমস্যার ওষুধ, ঘুমের বড়ি, উলের টুপি, মোজা, ইস্তাম্বুলে থাকা মেয়ের ছবি (তার কোলে হাসিমুখ নাতী) ও অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করা কুর্দিশ লোকগীতির বিভিন্ন নোট–তারপর স্ত্রীর সাথে এক গ্লাস চা খেতে বসলেন। ফান্দা এসারকে দ্বিতীয় দফা বেলি ড্যান্স পরিবেশন করতে দেখার অবসরে অপেক্ষা করতে লাগলেন ওরা। অনেক পরে মাঝরাতে দরজার বেল বেজে উঠলে স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে স্যুটকেস নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি। কাউকে না দেখে রাস্তায় নেমে এলেন–এখানে স্ট্রীট ল্যাম্পের সালফার বাতির আলোয় মনটাকে সেই ছেলেবেলার মহান শীতকালে ফিরে যেতে দিলেন, যখন জমাট বাঁধা কার্স নদীর বুকে স্কেটিং করতেন, নীরব রাস্তাঘাট ঠিক এমনি সুন্দর তুষারে ছেয়ে থাকত–তিনি দাঁড়ানো অবস্থাতেই কেউ একজন তার কপাল আর বুকে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল, ওখানেই মারা গেলেন তিনি।

অনেক মাস পরে বেশির ভাগ তুষার গলে যাবার পর সেরাতে যাদের একইভাবে হত্যা করা হয়েছিল এমন আরও কয়েকজনের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, কিন্তু—অভ্যুত্থান পরবর্তী কার্সের সংবাদপত্রের মতো—আমি আমার পাঠকদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দুঃখ দিতে চাই না বলে আর বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না। যি দেমারকল ও তার সঙ্গীরাই অজ্ঞাত দুস্কৃতকারী ছিল, এমনি গুজব সম্পর্কে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে—অন্তত একেবারে সন্ধ্যার গোড়ার দিকের ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে—এই অভিযোগ সত্য নয়। ধারণার চেয়ে বেশি সময় নিয়ে অবশেষে টেলিফোন লাইন ছিঁড়ে অভ্যুত্থানের সপক্ষে কার্স বর্ডার টেলিভিশনের সম্প্রচারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিল ওরা; রাত শেষ হতে হতে তাদের সমস্ত শক্তি ততক্ষণে ওদের মূল ঘোরে পরিণত হওয়া 'সীমান্ত ভূমির বীরদের বন্দনা করার জন্যে দরাজ কণ্ঠের একজন পল্লীগীতি শিল্পী' সন্ধানে পর্যবসিত হয়েছিল। হাজার হোক শহরের সব কটা রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন বন্দনামূলক লোক সঙ্গীত প্রচার শুরু করার আগে পর্যন্ত এটা আদৌ সত্যিকারের অভ্যুত্থানের ধারে কাছে যায়নি।

ব্যারাক, হাসপাতাল, সায়েন্স হাই স্কুল ও টি-হাউসে খোঁজখবর শেষে অবশেষে ফায়ার স্টেশনে ডিউটিরতদের ভেতর একজন লোকসঙ্গীত শিল্পীর দেখা পায় ওরা। তাকে গ্রেপ্তার বা বুলেটের ঘায়ে ঝাঁঝরা করে দেবে বলে নিশ্চিত ছিল সে। কিন্তু ওকে টেলিভিশন স্টুডিওতে নিয়ে আসে ওরা।

AMARBOI.COM

পরদিন সকালে জেগে উঠে হোটেল লবির টেলিভিশন থেকে দেয়াল, প্লাস্টার পার্টিশন আর আধা টানা পর্দা ভেদ করে ভেসে আসা সেই ফায়ারম্যানের সুরেলা কণ্ঠস্বরই শুনতে পেল কা। ওই একই পর্দা ভেদ করে অসাধারণ শক্তিশালী ও অসাধারণ রকম অদ্ভুত তুষারের আলোর একটা ধারা ভেতরে আসছিল। গভীর ঘুমে ছিল ও, জেগেছে প্রশান্তি নিয়ে. কিন্তু ওর সমস্ত শক্তি ও নিশ্চয়তা বোধ কেড়ে নেওয়া প্রবল এক অপরাধবোধে তাড়িত হওয়ার আগে বিছানা ছেড়ে উঠল না ও। হাতমুখ ধুয়ে শেভ করে নিজেকে ভিন্ন শহরে, ভিন্ন এক বেডরুমে স্রেফ হোটেলের সাধারণ খদ্দের ভেবে প্রতিবাদ করল ও; পোশাক পাল্টে ভারি তামার নবঅলা দরজার চাবিটা হাতে তুলে নিল, তারপর নেমে এল লবিতে।

পর্দায় লোকসঙ্গীত শিল্পী ও টিভি দেখতে দেখতে ফিসফিস আলাপে ব্যস্ত অতিথিদের দেখতে পেল ও, সারা শহরকে গ্রাস করে নেওয়া নৈঃশব্দ্যের একটা ধারণা পেল কা। আগের দিনের সন্ধ্যায় ফিরে গেল ওর মন; কেবল তখনই এতক্ষণ পর্যন্ত ওর মন থেকে দূরে ঠেলে রাখা ব্যাপারগুলো জোড়া লাগতে শুরু করল। রিসিপশন ডেস্কের পেছনে বসা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা হাসি দিল ও। শহরের সহিংস রাজনৈতিক অন্তর্কলহে তিতিবিরক্ত হয়ে প্রথম সুযোগেই এখান থেকে চলে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কোনও পর্যটকের মতো সোজা পাশের ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল ও, নাশতার ফরমাশ দিল। এক কোণে একটা সামোভারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর বিশাল একটা টি-পট ধোঁয়া ছাড়ছে; সার্ভিং টেবিলে খুবই পাতলা ফালি করে কার্সের পনির সাজানো রয়েছে প্লেটে, রয়েছে এক গামলা জলপাই, অনেকদিন এভাবে পড়ে থাকায় জৌলুশ হারিয়ে ফেলেছে ওগুলো, কেমন. যেন ভীতিকর লাগছে।

জানালার পাশে একটা টেবিলে বসে পড়ল কা। তুলির পর্দার ফোকর দিয়ে অপার সৌন্দর্য নিয়ে বিছিয়ে থাকা তুষারে ঢাকা বাইরের দৃশ্যের দিকে তাকাল। শূন্য রাস্তার শান্ত পরিবেশ আবার ছেলেবেলা ও যুবা বয়সের কার্ফ্যুর কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। আদমশুমারির দিন, ভোটার তালিকা যাচাই করার পেছনে কাটিয়ে দেওয়া সেই দিনগুলো, রাষ্ট্রের শত্রুদের খুঁজে বের করার পেছনে কাটিয়ে দেওয়া দিনগুলো, যখন সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ করে হাজির হয়েছিল। ওরা সবাই টেলিভিশন ও রেডিওর পাশে জমায়েত হতো—এক এক করে সব কথা মনে পড়ে গেল। অন্যান্য অতিথি রেডিওতে সামরিক বিধিনিষেধ মার্শাল ল', কার্ফ্যু ও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা শুনছিল যখন, কা-র শুধু বাইরে ফাঁকা রাস্তায় খেলতে ইচ্ছা করছিল। ছেলেবেলায় সেইসব সময় আইনের দিনগুলো ছুটির দিন হিসাবে কাটিয়েছে ও, খালা, মামা আর পাড়া প্রতিবেশীরা তখন একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে হাজির হতো। সম্ভবত সামরিক অভ্যুত্থানের সময় তারা যে অনেক বেশি নিরাপদ আর খুশি হয়, এই সত্যিটাকে আড়াল করতেই বোধ হয় কা-র ছেলেবেলার ইস্তাম্বুলের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলো যেকোনও সামরিক ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে দেখা দেওয়া হাস্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে রসিকতা করত: গোটা শহরকে ব্যারাকের ছাপ দেওয়ার জন্যে শহরের কোবলস্টেনে শাদা রঙ লাগানো কিংবা লম্বা চুল বা দাড়িঅলা কাউকে আটককারী কড়া সৈনিক বা পুলিস। ইস্তাম্বুলের ধনীদের মাঝে সৈন্যদের ব্যাপারে নিদারুণ ভীতি কাজ করলেও ওরা জানত কেমন বঞ্চনার ভেতর দিয়ে ওদের দিন কাটাতে হয়—কঠোর শৃঙ্খলা, সামান্য বেতন—এবং এই কারণেই ওদের ঘৃণা করত তারা।

বাইরের রাস্তাটা দেখে মনে হচ্ছে বুঝি শত শত বছর ধরে পরিত্যক্ত পড়ে আছে ওটা। তো সামনে তাকিয়ে একটা মিলিটারি ট্রাককে বাঁক নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে আবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। সেই অতীতের কিশোরটির মতোই স্থির বসে রইল ও।

গরু ব্যবসায়ীর মতো এক লোক ঢুকল রুমে, কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল কা-কে, ওর দু গালে চুমু খেল।

'অভিনন্দন! আমাদের জাতির জন্যে মহান একটা দিন এটা!'

প্রত্যেকটা সামরিক অভ্যুত্থানের পর মুরুব্বীদের মোটামুটি একইভাবে কোলাকুলি করতে দেখার কথা মনে পড়ল ওর। ঠিক যেভাবে ঈদের দিনে পরস্পর কোলাকুলি করে। বিড়বিড় করে অভিনন্দনের জবাব দিল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘরের দরজাটা হাট করে খুলে গেল। কা-র মনে হলো ওর শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসেছে। ঘরে ঢুকছে আইপেক। চোখাচোখি হলো ওদের, মুহূর্তের জন্যে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না কা। উঠে দাঁড়ানোর কথা ভাবল ও, কিন্তু ঠিক তখনই ওর উদ্দেশে হেসে সদ্য আগত লোকটার দিকে তাকাল আইপেক। একটা কাপ আর প্লেটসহ একটা ট্রে রয়েছে ওর হাতে।

ওয়েট্রেসের মতো কাপ আর প্লেট লোকটার সামনে নামিয়ে রাখল আইপেক।

কা-র মনটা দমে গেল। যেভাবে করা উচিত ছিল সেভাবে আইপেককে সম্বোধন করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজের উপর ঘৃণা হলো। কিন্তু এখানে একটা কিছু হয়েছে; সহসা বুঝে গেল এসব থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না ও। ওর আগের দিনের সব কাজই মারাত্মক ভুল হয়েছে। প্রায় অচেনা এমন এক মেয়েকে হুট করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসায়, তাকে চুমু খাওয়ায় (সেটা যত চমৎকারই হোক না কেন), সাপার টেবিলে ওর হাত ধরে রেখে নিয়ন্ত্রণ হারানোয়, সবচেয়ে বড় কথা, একজন সাধারণ তুর্কি পুরুষের মতো মাতাল হয়ে লাজ শরমের মাথা খেয়ে সবাইকে ওর প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ায় নিজের উপরই ঘৃণা হলো। কী বলতে হবে কিছুই বুঝতে পারল না ও; কেবল আশা করল আইপেক চিরকাল ওয়েইট্রেসের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে।

গরু-ব্যবসায়ী টাইপের লোকটা কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'চা!' মসৃণভাবে সামোভারের দিকে ফিরল আইপেক। খালি ট্রে-টা রয়েছে ওর হাতে। লোকটাকে চা দিয়ে কা-র টেবিলের কাছে এল ও। এমনকি নাকের কাছেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন টের পেল কা।

'তারপর?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল আইপেক। 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?'

আগের রাত ও গতকালের উল্লেখ অস্বস্তিতে ফেলে দিল কা-কে। 'মনে হচ্ছে তুষারপাত আর থামবে না,' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল ও।

নীরবের একে অন্যকে জরিপ করল ওরা। কা জানে ওর বলার কিছুই নেই। এখন যাই ভাবুক না কেন সেটা মিথ্যা হতে বাধ্য। তো ওর বড় বড় খানিকটা ছড়ানো হেযেল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ওর। আইপেক বুঝল কা-র মনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে আছে, বলতে গেলে একেবারে ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে ও। কা-ও বুঝতে পারছিল ওর ভেতরে এক ধরনের অন্ধকারের অস্তিত্ব টের পেয়ে সেটা মেনে নিয়েছে আইপেক। এটা, ভাবল ও, ওকে চিরকালের জন্যে ওর সাথে বেঁধে দেবে।

'কদিন চলবে এই তুষারপাত,' সাবধানে বলল আইপেক।

'এখানে রুটি নেই,' বলল কা।

'ইশ, আমি দুঃখিত।' সোজা সামোভারের পাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ট্রে রেখে রুটি কাটতে শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনশন সহ্য করতে পারছিল না বলেই রুটি চেয়েছিল কা। এখন ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তিত ভাব ধরল ও। 'আসলে আমি তো নিজের হাতেই রুটিটা কাটতে পারতাম।'

শাদা পুলওভার, লম্বা বাদামী শার্ট ও চওড়া বেল্ট পরে আছে আইপেক; সত্তর দশকে ওটা ফ্যাশনেবল ছিল, মনে আছে কা-র। এরপর আর এমন বেল্ট চোখে পড়েনি ওর। ওর কোমরটা সরু, নিখুঁত নিতম্ব; উচ্চতাও ওর পক্ষে একেবারেই মানানসই। এমনকি ওর গোড়ালিজোড়াও ভালো লেগেছে। ও বুঝতে পারল আইপেককে ছাড়াই আবার জার্মানিতে ফিরে যেতে হলে এখানে হাতে হাত ধরে কিছুটা দুষ্টুমি কিছুটা সিরিয়াসভাবে চুমু খাওয়া ও হাসিঠাট্টার কথা ভেবেই বাকি জীবন কষ্টকর স্মৃতিচারণে কাটিয়ে দিতে হবে ওকে।

আইপেকের রুটি কাটতে থাকা হাতটা হঠাৎ থেমে যেতে দেখল কা। সে ফিরে তাকানোর আগেই চোখ ফিরিয়ে নিল ও। 'তোমার প্লেটে পনির ও জলপাই দেব?' জানতে চাইল ও, আনুষ্ঠানিক সুর ওর কণ্ঠে। কা বুঝল এখানে অন্য লোকজন ওদের দেখার ব্যাপারটা ওকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে সে।

'হ্যা, প্লিজ,' জবাব দিল কা। রুমের চারপাশে নজর বোলাল। আবার যখন ওদের চোখাচোখি হলো, আইপেকের মুখের ভাব দেখেই কা বুঝে গেল যে ও পেছন ফিরে থাকার সময়টায় ওর তাকিয়ে থাকার কথা ওর জানা আছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের সূক্ষ্মতা আইপেকের জানা থাকায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল ও, এই এক কূটনীতিতে নিজেকে সব সময় আনাড়ী জেনে এসেছে ও। অথচ এরই মধ্যে ও ধরে নিয়েছিল ওর সুখী হওয়ার একমাত্র সুযোগ হতে পারে ও-ই।

'মাত্র কয়েক মিনিট আগে আর্মি ট্রাকে করে এসেছে রুটিটা,' কা-র মন ভেঙে দেওয়া হাসির সাথে বলল আইপেক। 'আমি রান্নাঘরের দেখাশোনা করছি। যাহিদে হানুম কার্ফ্যুর সকালে কারণে আসতে পারেনি...সৈনিকদের দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।'

কারণ সৈনিকরা কাদিফে বা হান্দের জন্যে এসে থাকতে পারত; কিংবা এমনকি ওর বাবার জন্যেও হতে পারে।

'ন্যাশনাল থিয়েটারের রক্ত ধোয়ার জন্যে হাসপাতালের জেনিটরকে পাঠিয়েছে ওরা,' ফিসফিস করে জানাল আইপেক। টেবিলে এসে বসল ও। 'ইউনিভার্সিটি হোস্টেল, মাদ্রাসা আর পার্টি ডেযকোয়ার্টার রেইড করেছে ওরা।' এইসব রেইডে আরও অনেকে মারা গেছে, বলল ও। শত শত লোককে আটক করা হয়েছে, যদিও সকাল নাগাদ অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক জরুরি অবস্থা চলার সময়ের জন্যে তুলে রাখা চাপা কণ্ঠেই এসব বলল ও। কা-কে বিশ বছর অতীতে নিয়ে গেল এসব; বন্ধুদের সাথে ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে বসে ফিসফিস করে নিপীড়ন আর নৃশংসতার কাহিনী বিনিময় করার মনে পড়ে গেল ওর, সেই কণ্ঠ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুদ্ধ, যন্ত্রণাময়, আবার অদ্ভুতভাবে গর্বিতও। এ জাতীয় সময়ে নিজেকে সবচেয়ে অপরাধী মনে হয়েছে ওর; ও কেবল তুরস্ক ও এর সমস্ত কিছু ভুলে বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসতে চাইত।

এবার প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানতে আইপেককে সাহায্য করতে একটা কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল ও। 'ভয়ঙ্কর! খুবই মারাত্মক!' কিন্তু কথাগুলো মুখের কাছে এলেও মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল ও। জানে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কথাগুলো মেকি শোনাবে। তার বদলে পনির আর রুটি খাবে বলে বোকার মতো বসে রইল।

ও খাবার সময় কথা বলে চলল আইপেক–মাদ্রাসা থেকে আর্মি ট্রাকে করে আত্মীস্বজনদের শনাক্ত করার জন্যে মৃতদেহগুলো কুর্দিশ গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা, কিন্তু ট্রাকগুলো তুষারে আটকা পড়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অস্ত্র সমর্পণের সুযোগ দিয়ে সারাদিনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। কোরান শিক্ষা স্থগিত করা হয়েছে; সেই সাথে সব রাজনৈতিক তৎপরতাও–এসব কথা বলার সময় ওর হাত আর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কা, ওর দীর্ঘ গ্রীবার চমৎকার রঙ ও কাঁধের উপর বিছিয়ে থাকা বাদামী চুলগুলো লক্ষ করল। ওকে কি ভালোবাসত ও? ফ্রাংকফুর্টে? ওদের দুজনকে একসাথে কল্পনা করল ও, এক সাথে কায়জারস্ট্রাসে ধরে হাঁটছে, সিনেমায় সন্ধ্যা কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু অশুভ সব ভাবনা আত্মাকে দখল করে নিচ্ছে। ও কেবল দেখতে পাচ্ছে মহিলা রুটিগুলো গরীব ঘরের কায়দায় পুরু করে কেটেছে; তারচেয়েও খারাপ কথা এই পুরু টুকরোগুলো পিরামিডের মতো করে জেলেদের রান্নাঘরের কায়দায় সাজিয়েছে।

'দয়া করে এবার অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলো,' সাবধানে বলল কা।

আইপেকে তখন ওদের বাড়ি থেকে দুই বাড়ি দূরে এক লোক বাড়ির পেছন দিয়ে ঘরে ফেরার সময় কেউ একজন তাকে ধরিয়ে দেওয়ায় গ্রেপ্তার হওয়ার কথা বলছিল, কিন্তু এবার কা-র দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল ও। ওর চোখে ভয় দেখতে পেল কা।

'কী জানো, অনেক বছর পর গতকালই প্রথমবারের মতো সুখী হয়ে উঠেছিলাম আমি,' ব্যাখ্যা করল কা। 'কিন্তু এখন আর এইসব গল্প সহ্য করতে পারছি না।'

'গতকাল তোমার লেখা কবিতাটা দারুণ হয়েছিল,' বলল আইপেক।

'এই হতাশা আমাকে গ্রাস করে নেওয়ার আগেই একটা কাজ করে দেবে?'

'বলো, কী করতে হবে?'

'এখন নিজের রুমে যাচ্ছি আমি,' বলল কা। 'একটু বাদে উপরে এসে তোমার দুহাতে আমার মাথাটা ধরে রাখবে? অল্প সময়ের জন্যে–এর বেশি আর কিছু না।'

কথা শেষ করার আগেই আইপেকের ভীত চোখজোড়া দেখেই কা বুঝে গেল কাজটা করবে না ও। তো বিদায় নিতে উঠে দাঁড়াল ও। এই মেয়েটা প্রাদেশিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেনা, ওকে এমন একটা কথা বলেছে কোনও আগন্তুকের পক্ষে যেটা বোঝার কথা নয়। মহিলার দুর্বোধ্য দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত ছিল ওর। গাধার মতো এমন একটা কথা বলার আগে নিজেকে সামলে রাখা উচিত ছিল। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় আইপেককে ভালোবাসে বিশ্বাস করেছে বলে নিজের উপর দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও। বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে সবার আগে ইস্তাম্বুল ছেড়ে কার্সের পথ ধরাটা কত বড় বোকামি হয়েছে সেটা ভাবল, তারপর সিদ্ধান্তে এল আসলে জার্মানি ছেড়ে আবার তুরস্কে আসাটাই ছিল ভুল। মায়ের কথা ভাবল ও। ওর স্বাভাবিক জীবন চেয়েছিল সে, ওকে কবিতা ও সাহিত্য থেকে দূরে রাখতে যারপরনাই চেষ্টা করেছে। এখন যদি মা জানতে পারত যে ওর সুখ নির্ভর করছে কার্সের এমন এক মেয়ের উপর যে কিনা রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করে আর পুরু করে রুটি কাটে, কী বলত সে? এক গ্রাম্য শেখের সামনে নতজানু হয়ে অশ্রুসজল চোখে আল্লাহয় নিজের বিশ্বাস নিয়ে কথা বলার কথা জানলে কী বলত ওর বাবা? বাইরে ফের তুষারপাত শুরু হয়েছে, ওর জানালা থেকে দেখা তুষারকণাগুলো বেশ বড়, ভীতিকর।

দরজায় টোকা পড়ল। ছুটে গেল ও। সহসা আশায় ভরে উঠেছে ওর মন। আইপেক, তবে ওর চেহারায় একেবারেই ভিন্ন অভিব্যক্তি। এইমাত্র দুজন লোককে নিয়ে একটা আর্মি ট্রাক এসে হাজির হয়েছে; তাদের একজন সৈনিক। কা-র খোঁজ করছে ওরা। ওদের সে বলেছে এখানেই আছে ও। ওদের ওর জন্যে অপেক্ষা করার কথা ওকে জানাবে।

'ঠিক আছে,' বলল কা।

'চাইলে তোমার কথা মতো দুই মিনিট মাসাজ করে দিতে পারি,' বলল আইপেক।

ওকে টেনে ভেতরে নিয়ে এনে দরজা আটকে একবার চুমু খেয়ে ওকে খাটের মাথার কাছে বসাল কা। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ এভাবেই থাকল ওরা, নীরবে বাইরে চেয়ে আছে, ১১০ বছরের পুরোনো দালানের ছাদে জমে ওঠা তুষারে হেঁটে বেড়ানো কাকগুলোকে দেখছে। ওটা এখন পুলিস হেডকোয়ার্টার।

'হয়েছে, অনেক পেয়েছি আমি, ধন্যবাদ,' বলল কা। দরজার গায়ের হুক থেকে চারকোল গ্রে কোটটা নিয়ে বের হয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় কোটের গন্ধ শুঁকে ফ্রাংকফুর্টের কথা ভাবল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে পুরো রঙরূপসহ শহরটাকে দেখতে পেল ও, ফিরে যেতে ইচ্ছে করল ওখানে। কফবফে কোটটা কেনার সময় এক লোক সাহায্য করেছিল ওকে, দুই বছর পরে কোটটা ফেরত নিতে এসে আবার দেখেছিল তাকে–ওটা ছোট করার দরকার হয়েছিল। তার নাম ছিল হান্স হানসেন। এমনও হতে পারে, তার নাম একেবারেই জার্মানদের মতো ছিল আর মাথার চুল সোনালি ছিল বলেই মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে তার কথা ভাববার কথাও মনে আছে ওর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশ

কিন্তু আমি কাউকেই চিনতে পারিনি

ত্রাসের শীতল ঘরে কা

একটা পুরোনো আমলের আর্মি ট্রাকে করে পাঠানো হয়েছে কা-কে নিতে আসা লোকগুলোকে–আজকাল তুরস্কে এগুলো তেমন একটা চোখে পড়ে না। টিকালো নাক ফর্শা চেহারার এক তরুণ পুলিস লবিতে ওর সাথে মিলিত হলো। সামনের সিটের মাঝখানে বসাল ওকে। দরজার পাশের আসনটা নিজে দখল করল যেন কা-র সম্ভাব্য পলায়ন ঠেকাতে চায়; তবে হাবভাবে যথেষ্ট ভদ্রতা বজায় রেখেছে সে। কা-কে *স্যার* সম্বোধন করছিল; কা ধারণা করল, আদতে পুলিসের লোক নয় সে বরং এমআইটি-র এজেন্ট, সম্ভবত ওর কোনও ক্ষতি না করার নির্দেশ রয়েছে তার উপর।

শহরের জনশূন্য শাদা পথ ধরে ধীর গতিতে এগোল ওরা। আর্মি ট্রাকের ড্যাশবোর্ড ইন্ডিকেটর ডায়ালে ঢাকা, কিন্তু কোনওটাই কাজ করছে না, কারণ ক্যাবটা রয়েছে মাটির বেশ উপরে। বেশ কয়েকটা বাড়ির পর্দা খোলা থাকায় ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল কা। সবখানে টেলিভিশন চলছে; তবে কার্স শহরের বেশির ভাগ এলাকাই পর্দা টেনে দিয়ে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনও শহরের ভেতর দিয়ে চলছে ওরা, উইন্ডশীল্ড ওয়াইপারগুলো যেন একঘেয়েভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কা-র মনে হলো স্বপ্নের মতো রাস্তাঘাট ও সুন্দর তুষার-ঢাকা অলিভার গাছগুলো এক ধরনের মায়া ছড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভার, এমনকি তার বাঁকা-নাক সঙ্গীকেও সম্মোহিত করে ফেলেছে।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের সামনে থামল ওরা। এরই মধ্যে শীতে জড়োসড়ো হয়ে গেছে বলে ভেতরে যেতে একটুও সময় নষ্ট করল না। আগের দিনের চেয়ে জায়গাটা এখন ঢের বেশি জনাকীর্ণ, ব্যস্ত। এমন কিছুই আশা করলেও অস্বস্তি বোধ করল কা। এমন জীবন্ত বিশৃঙ্খলা বহু তুর্কি অফিসেরই সাধারণ চেহারা। কা-কে কোর্টহাউস করিডর, ফুটবল স্টেডিয়ামের গেইট, বাস স্টেশন, ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দিল। তবে আয়োডিন ও হাসপাতাল, সন্ত্রাস আর মৃত্যুর একটা গন্ধও আছে। কা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার খুব কাছেই কোথাও কারও উপর নির্যাতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানো হচ্ছিল। চিন্তাটা অপরাধ বোধ জাগিয়ে তুলল ওর মনে। আত্মায় কামড় বসাল আতঙ্ক।

আগের দিন মুহতার বে-র সাথে যে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল সেই একই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সহজাত প্রবৃত্তি দায়িত্বরত লোকজনের নজীর অনুসরণ করতে বলে দিল ওকে, তাই কর্তৃত্বপূর্ণ একটা ভাব ধরার সব রকম প্রয়াস পেল ও। খোলা দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় পুরোনো টাইপরাইটারের ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ আওয়াজ শুনতে পেল। সর্বত্র লোকজন হয় পুলিস রেডিওতে তারস্বরে কথা বলছে কিংবা চাঅলা ছেলেটিকে ডাকছে। বন্ধ দরজার বাইরে বেঞ্চের উপর জেরার অপেক্ষায় বসে থাকা অল্প বয়সী ছেলেগুলোকে দেখল ও। পরস্পরের সাথে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ওদের। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বিশ্রীভাবে পেটানো হয়েছে; ওদের মুখ চোখ ক্ষতচিহ্নে ভরা। ওদের চোখের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করল কা।

ওকে একটা রুমেই নিয়ে এল ওরা, মুহতারের সাথে এমন একটা রুমেই বসেছিল গতদিন। এখানেই ওরা জানাল, ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরকে গুলিবর্ষণকারীর চেহারা দেখতে পায়নি বলে আগের দিন ওকে দেখানো ফটোগ্রাফ থেকে তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে না বলে বিবৃতি দিলেও ওরা আশা করছে যে নিচ তলার সেলে আটক মাদ্রাসার ছাত্রদের ভেতর কালপ্রিটকে শনাক্ত করতে পারবে ও। এ কথায় কা ধরে নিল 'বিপ্লবের' পর পুলিসের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে এমআইটি। দুই গ্রুপের সম্পর্ক টানটান হয়ে আছে।

গোলগাল চেহারার এক পুলিস আগের দিন বেলা চারটের দিকে কা কোথায় ছিল জানতে চাইল।

মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল কা-র চেহারা। 'হুজুর শেখ সাদেত্তিনের ওখানে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে বলেছিল ওরা –' শুরু করল ও। কিন্তু জেরাকারী বাধা দিল ওকে।

'না, না, তার আগে?' জানতে চাইল সে।

চুপ করে রইল কা, গোল চেহারার এজেন্ট ব্লুর কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। কাজটা এমনভাবে করল যেন এসব বেশ আগে থেকেই জানা আছে তার, যেন কা-কে বিব্রত করতে প্রসঙ্গটা তুলে খারাপ লাগছে তার। ব্যাপারটাকে ভালো উদ্দেশ্য হিসাবে দেখার চেষ্টা করল কা। সাধারণ কোনও পুলিস হলে এই সাক্ষাতের কথা গোপন করার অভিযোগ তুলে ওর উপর জুলুম করে মজা পেত, বড় গলায় বলে বেড়াত, পুলিস সব জানে।

বলতে গেলে প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ব্লুকে বিপজ্জনক সন্ত্রাসী ও ভয়ানক ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে তুলে ধরল এজেন্ট। প্রজাতন্ত্রের ঘোষিত শত্রু সে, ইরানের ভাড়াটে লোক। সে যে এক টেলিভিশন উপস্থাপককে খুন করেছে, তাতে কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহ নেই, তাকে গ্রেপ্তারের জন্যে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তাকে সারা তুরস্কে দেখা গেছে। মৌলবাদীদের সংগঠিত করছে সে। 'আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা কে করেছে?'

'মাদ্রাসার একটা ছেলে—নাম জানা নেই আমার,' বলল কা।

'দেখুন, চিনতে পারেন কিনা,' বলল এজেন্ট। 'খুব ভালো করে দেখবেন। সেলের অবজারভেশন ডোর ব্যবহার করতে হবে আপনাকে। ভয় পাবেন না। আপনাকে ওরা চিনবে না।'

একটা প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ওকে বেসমেন্টে নিয়ে এল ওরা। একশো বা তারও বেশি বছর আগে সুন্দর দীর্ঘ এই দালানটাকে আর্মেনিয় হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা হতো, তখন বেসমেন্ট ছিল কাঠের মজদ ও জেনিটরদের ডরমিটরি। অনেক পরে, ১৯৪০-এর দশকে এই ভবনকে রাষ্ট্রীয় লাইসিতে রূপান্তরিত করার পর ভেতরের দেয়াল ভেঙে কাফেটেরিয়ায় পরিণত করা হয়েছিল। ১৯৮০-এর দশকে মার্ক্সবাদী ও পশ্চিমের প্রবল প্রতিপক্ষে পরিণত হওয়া কার্সের বেশ কয়েকজন তরুণই এখানে ইয়োগার্ট মিল্ক দিয়ে প্রথম ইউনিসেফ-এর পাঠানো ফিশ অয়েল ট্যাবলেট গিলেছিল, জঘন্য গন্ধের ড্রিংকটা পেট গুলিয়ে দিত ওদের। প্রশস্ত বেসমেন্টটা এখন একটা করিডর আর চারটা সেলের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

চর্চিত রুটিনের কথা বোঝানো সযত্ন আত্মবিশ্বাসের সাথে কা-র মাথায় একটা আর্মি ক্যাপ পরিয়ে দিল এক পুলিস। ওকে হোটেল থেকে তুলে আনা বাঁকা-নাক এমআইটি এজেন্ট সবজান্তা একটা হাসি হেনে বলল, 'আর্মি ক্যাপকে এরা দারুণ ভয় পায়।'

ডান দিকের দুটো সেলের কাছে পৌঁছালে এক টানে অবজারভেশন উইন্ডো সরিয়ে চিৎকার করে উঠল পুলিসটা, 'অ্যাটেনশন! অফিসার!' ওর মুঠিন চেয়ে বড় নয়, এমন আকারের জানালা দিয়ে ভেতরে নজর দিল কা।

খোদ সেলটাই বড়সড় একটা খাটের সমান হবে। ভেতরে পাঁচজন লোককে দেখতে পেল ও। হয়তো আরও থাকতে পারে। বলা মুশকিল, কারণ একজনের উপর আরেকজন বসে আছে। সবাই দূর প্রান্তের নোংরা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে আছে। সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকলেও এখন ওরা বেকায়দা ঢঙে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখে গেছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে ওরা (কা-র মনে হলো কয়েকজনের চোখ আধ খোলা, ওর দিকে তাকিয়ে আছে)। 'বিপ্লব' শুরু হয়েছে পুরো একদিনও হয়নি, অথচ এরই ভেতর ওদের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আঘাতের ফলে ওদের চোখমুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। হলওয়ের তুলনায় সেলের ভেতরে অনেক বেশি আলো, কিন্তু কা-র চোখে ছেলেগুলোকে একই রকম লাগল। ব্যথা ও লজ্জা ওকে গ্রাস করে নিতে শুরু করতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ওর। ওদের ভেতর নেসিপকে না দেখে খুশি হলো ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সেলের কোনও ছেলেকেও শনাক্ত করতে না পারায় বাঁকা-নাক এমআইটি এজেন্ট বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। হাজার হোক, রাস্তাঘাট আবার চালু হলেই আপনি তল্পিতল্পা নিয়ে চলে যাবেন।'

'কিন্তু ওদের কাউকেই চিনি না আমি,' ক্ষীণ একগুঁয়েমির সাথে বলল কা।

এরপর কয়েকজনকে চিনতে পারল ও; ফান্দা এসারকে উত্যক্তকারী ছেলেটাকে বেশ ভালোই মনে আছে ওর। ছেলেটা শ্লোগান আওড়াচ্ছিল। এখন ওদের ধরিয়ে দিলে পুলিসের সাথে কাজ করার ইচ্ছার প্রমাণ হবে; তো পরে নেসিপকে দেখেনি বলে ভান করা সহজ হবে। (এমন নয় যে এই ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে সিরিয়াস কোনও অভিযোগ রয়েছে)।

কিন্তু কাউকেই ধরিয়ে দিল না ও। চোখে-মুখে রক্ত লেগে থাকা একটা ছেলে কা-র দিকে তাকিয়ে আবেদন জানাল, 'দয়া করে আমাদের মাদের বলবেন না।'

মনে হচ্ছে অভ্যুত্থানের একেবারে শুরুর দিকের উত্তেজনাকর সময়ে ছেলেগুলোকে মারধর করা হয়েছে। পুলিস কোনও যন্ত্র ব্যবহার না করে কেবল বুট আর হাত কাজে লাগিয়েছে। চতুর্থ সেলে নজর চালিয়েও ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের ঘাতকের সাথে কারও মিল খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো কা। ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেদের মাঝে নেসিপ নেই নিশ্চিত হয়ে স্বস্তি বোধ করল ও।

ওরা উপরে ওঠার সময় এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে 'বিপ্লবের' প্রথম সাফল্য হিসাবে তুলে ধরতে গোল চেহারার এজেন্ট আর তার কর্তারা ডিরেক্টরের ঘাতকের সন্ধান পেতে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওরা কালপ্রিটকে জায়গায় ঝুলিয়ে দেওয়ার মতলব আঁটছে বলে সন্দেহ হলো কা-র। এবার এক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এল রুমে। কার্ফ্যু সত্ত্বেও নাতীকে আটকাবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানাতে কোনওভাবে পুলিস স্টেশনে আসতে পেরেছে সে। ছেলেটার উপর নির্যাতন না চালানোর আবেদন জানাল সে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার কোনও আক্রোশ নেই, স্রেফ ওর রুগ্ন মা মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদের বিনামূল্যে উলের কোট আর স্যুট দেওয়ার মতো মিথ্যা প্রচারণায় আকৃষ্ট হওয়াতেই মাদ্রাসায় পাঠানো হয়েছিল ওকে; অথচ ওদের পরিবার আতাতুর্কের গোঁড়া সমর্থক–

অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে মাঝপথে থামিয়ে দিল গোলপনা চেহারার লোকটা। 'মাই ডিয়ার স্যার, এখানে কারও সাথেই খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে না,' বলল সে। কা-কে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে এল সে। এমন হতে পারে, বলল সে, ভেটেনারি স্কুল থেকে আটককৃতদের ভেতর থাকতে পারে ঘাতক ও বুর লোকজন (কা-র জোরাল ধারণা হলো, ওদের একজনকে কালপ্রিট ভাবা হচ্ছে) থাকতে পারে।

তো আবার বাঁকা-নাক এজেন্টের সাথে ট্রাকে উঠে বসল কা। হোটেল থেকে এই লোকই তুলে এনেছিল ওকে। যাবার পথে শূন্য রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সিগারেট খাওয়ার সময় পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। ওর মনের একটা অংশ সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করায় আর দেশটা ইসলামিস্টদের ইচ্ছায় চলার পথে এগিয়ে না যাওয়ায় গোপনে স্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু মনের বড় অংশ আপন মনে শপথ নিয়েছিল, পুলিস ও সেনাবাহিনী, দুপক্ষকেই সহযোগিতা দিতে অস্বীকার যাবে ও। ঠিক তখনই সবেগে নতুন একটা কবিতা ধেয়ে এল ওর মনে, এত শক্তিশালী আর এত অদ্ভুতরকম উদ্দীপ্তকারী যে, নিজেকে বাঁকা-নাক ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইতে দেখল, 'পথে কোনও টি-হাউসে থামা যাবে?'

এই শহরে বেকার লোকে ভরা টি-হাউস পাশ না কাটিয়ে হেঁটে দুই ফুটও এগোনোর জো নেই। বেশির ভাগ দোকানই আজ সকালে বন্ধ থাকলেও কানাল স্ট্রিটের একটা টি-হাউস কার্বে দাঁড়ানো সেনা জীপের নজর আকর্ষণ না করেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে এক তরুণ শিক্ষানবীশ কার্ফ্যু শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আরেকটা টেবিলে বসে আছে তিন তরুণ। দরজা গলে আর্মি ক্যাপ পরা এক লোক ও শাদা পোশাকের পুলিস ঢুকছে দেখে নড়ে চড়ে বসল সবাই।

এক মুহূর্তও নষ্ট না করে বাঁকা-নাক লোকটা কোটের পকেট থেকে অস্ত্র বের করে পেশাদারী কায়দায় তরুণদের দেয়ালে ঝোলানো বিরাট সুইস ল্যান্ডস্কেপের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে ফেলল। মনে মনে তারিফ না পারল না কা। একই রকম নৈপূন্যে ওদের পরিচয়পত্র পরখ করল সে। লোকটা স্রেফ অভ্যেসবশত কাজ করছে নিশ্চিত থাকায় পুরোনো স্টোভের পাশের একটা টেবিলে বসে পড়ল কা, তারপর অনেক খেটেখুটে মাথার ভেতর সাজাল কবিতটাকে।

পরে কবিতাটার নাম দেবে ও 'স্বপ্ন সড়ক'; কার্সের তুষার-ঢাকা পথে শুরু হলেও ছত্রিশ পঙক্তির কবিতাটায় প্রাচীন ইস্তাম্বুলের পথঘাট, আনির আর্মেনিয় ভূতুড়ে শহর আর স্বপ্নে দেখা বিস্ময়কর ভীতিকর ফাঁকা রাস্তাঘাটের প্রসঙ্গও এসেছে।

কবিতা শেষ করার পর চোখ তুলে শাদা-কালো টেলিভিশন সেটের দিকে তাকাল ও, সকালের লোকসঙ্গীতের আসর উধাও হয়ে তার জায়গায় ন্যাশনাল থিয়েটারের নাটকের প্রথম মুহূর্তগুলো পুনঃপ্রচার চলছে। গোলকীপার ভুরাল সবে তার অতীতের প্রেম আর ফস্কে যাওয়া গোলের গল্প শুরু করেছে; কা-র হিসাবে ওর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি দেখার অন্তত বিশ মিনিট আগের ঘটনাটা। লেখার সুযোগ পাওয়ার আগেই মন থেকে বেমালুম মুছে যাওয়া কবিতা ওটা: রেকর্ড করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও।

পেছন দরজা গলে আরও চারজন লোক টি-হাউসে ঢুকল। বাঁকা-নাক এমআইটি এজেন্ট অস্ত্র বাগিয়ে ওদেরও দেয়াল বরাবর দাঁড় করাল। টি-হাউসের মালিক কুর্দ এজেন্টকে 'আমার কমান্ডার' ডেকে বোঝাতে চাইল, লোকগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে কার্ফ্যু ভাঙেনি, বাগান হয়ে কোর্টইয়ার্ড থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু তবু ব্যাপারটা পরখ করে দেখতে চাইল এজেন্ট। শত হোক ওদের একজনের সঙ্গে পরিচয়পত্র ছিল না। ভয়ে ভয়ে কথা বলছিল সে। এজেন্ট জানাল লোকটা যে পথে এসেছে সেই পথেই আবার ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে সে। শফারকে ডেকে দেয়াল বরাবর সার বেঁধে দাঁড় করানো তরুণদের উপর নজর রাখার নির্দেশ দিল সে।

কবিতার বইটা পকেটে রেখে লোক দুজনের পিছু পিছু দরজা গলে বাইরের তুষার-ঢাকা শীতল উঠানে চলে এল ও। ছোট একটা দেয়াল পেরিয়ে তিনটা হিম সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই শিকল-বাঁধা একটা কুকুরের হামলার মুখে পড়ে গেল ওরা, তার স্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ওটা। একটা জরাজীর্ণ কংক্রিটের দালানে ঢুকল ওরা এবার, দেখতে কার্সের আর সব দালানের মতোই। বেসমেন্টে কাদা আর নোংরা কাপড়ের মিলিত বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সামনের লোকটা শিস তোলা একটা ফার্নেস পাশ কাটিয়ে বাক্স আর ভেজিটেবল ক্রেট রাখা একটা জায়গায় চলে গেল। এখানে একটা জীর্ণ খাটে শুয়ে রয়েছে অসাধারণ সুন্দরী এক নারী। ঘাড় ফিরিয়ে না তাকিয়ে পারল না কা। পরিচয়পত্র বিহীন লোকটা এবার এমআইটি-র এজেন্টকে দেখাবে বলে পাসপোর্ট বের করল। ফার্নেসটা এমন প্রবল শব্দ করছে যে তার কথা বুঝতে পারল না কা। তবে আধো অন্ধকারে চোখ চালিয়ে লোকটাকে আরেকটা পাসেপোর্ট বের করতে দেখল ও।

দেখা গেল আসলে জর্জিয়ার লোক ওরা, কাজ আর আরও বেশি টাকা কামানোর আশায় তুরস্কে এসেছে। টি-হাউসে এমআইটি এজেন্ট যেসব বেকার ছেলেদের পরিচয়পত্র পরখ করেছিল তারা ওদের জর্জিয়ার লোক হওয়ার ব্যাপারে নানা অভিযোগ তুলেছে। মহিলা যক্ষ্মায় ভুগলেও এখনও বেশ্যার কাজ করছে। শহরে ব্যবসা করার জন্যে আগত ডেয়ারি মালিক ও চামড়া ব্যবসায়ীরাই তার খদ্দের। আর পাঁচজন জর্জিয়র মতোই তার স্বামী বাজারে অর্ধেক বেতনে কাজ করতে রাজি। এভাবে তুর্কি নাগরিকদের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে সে, যাদের কাজের সুযোগ এমনিতেই বিরল হয়ে পড়েছে। এই দম্পতি এতই দরিদ্র ও কৃপণ যে হোটেলের ভাড়া মেটানোর সাধ্য নেই ওদের, তাই মাসে পাঁচ ডলারের বিনিময়ে পানি বিভাগের জেনিটরকে হাত করে ফার্নেস রুমে থাকার ব্যবস্থা করেছে। দেশে ফিরে বাড়ি কেনার জন্যে সঞ্চয় করার কথা বলা হলো। তারপর সারা জীবন আর কাজ করার ইচ্ছে নেই ওদের। বাক্সগুলোয় চামড়ার বিভিন্ন সামগ্রি রাখা, এখানে সস্তায় কিনেছে তিফলিসে ফিরে বিক্রির ইচ্ছে। এরই মধ্যে দুবার বের করে দেওয়া হলেও পথ খুঁজে ফের ফার্নেস রুমে ফিরে এসেছে। দুর্নীতিবাজ মিউনিপ্যাল পুলিস যা করতে পারেনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন এটা সেনাবাহিনীর ব্যাপার: এইসব পরগাছার মোকবিলা করে শহর পরিষ্কার করা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে অতিথিদের সেবা আর নাজুক বেকার যুবকদের টেবিলের আলাপ শুনতে পেরে যারাপরনাই খুশি টি-হাউসের মালিক। এমআইটি এজেন্টের সামান্য জোরাজুরিতেই খানিকটা দ্বিধান্বিত সুরে হলেও সামরিক অভ্যুত্থান থেকে ওরা কী আশা করছে সে সম্পর্কে মুখ খুলেছে ওরা। পচা রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ওদের অভিযোগের সাথে মিশে আছে উল্লেখযোগ্য পরিমান গুজব যা প্রত্যাখান হিসাবে ধরে নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। বিনা লাইসেন্সে জন্তুজানোয়ার জবাই, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পণ্যসামগ্রি রাখার গুদামের চলমান কেলেঙ্কারী, অবৈধ আর্মেনিয়দের মাংসের ট্রাকে করে পাচার করে এনে ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করছে দুর্নীতিবাজ ঠিকাদাররা, সারাদিন ওদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে বলতে গেলে কিছুই দিচেছ না। সামরিক বাহিনী কুর্দিশ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ও 'ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের' মিউনিপ্যাল নির্বাচন থেকে দূরে সারিয়ে রাখার লক্ষ্যেই যে ক্ষমতা নিয়েছে সেটা বোঝার কোনও ইঙ্গিত দিল না বেকার যুবকেরা। ওরা যেন ভাবছে গতরাতের ঘটনাবলী এক নতুন যুগের সূচনা ঘটাতে যাচ্ছে। এখানে অনৈতিকতা ও বোকরত্বকে আর বরদাশত করা হবে না; যেন ওদের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যেই সেনাবাহিনী ক্ষমতায় এসেছে বলে ভাবছে ওরা।

আবার আর্মি ট্রাকে ওঠার পর বাঁকা-নাক এমআইটি এজেন্টকে জর্জিয় মহিলার পাসপোর্ট বের করতে দেখল কা। ফটোগ্রাফের দিকে তাকানোই তার মতলব বুঝতে পেরে দারুণ বিব্রত বোধ করল ও।

ওরা ভেটেনারি স্কুলে পা রাখতেই কা বুঝতে পারল যে আপেক্ষিকভাবে পুলিস হেডকোয়ার্টারের পরিস্থিতি কত নিষ্পাপ ছিল। বরফ শীতল দালানের করিডর ধরে এগোনোর সময় বুঝল এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে কেউ মুহূর্তের জন্যেও অন্যকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখানেই ওদের আটক করা কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীদের বামপন্থী সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে এসেছে, যারা গর্বের সাথে বোমাবাজির দায়িত্ব স্বীকার করে, এইসব লোকের সমর্থক হিসাবে এমআইটি-র ফাইলে যাদের নাম লেখা আছে তাদের কথা না বললেই চলে। পুলিস, সৈনিক ও পাবলিক প্রসিকিউটারদের সবাই এই গ্রুপের যেকোনও কর্মকণ্ডে অংশ নেওয়া কারও ব্যাপারে খুবই নিচু ধারণা পোষণ করে। শহরে অনুপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসা কুর্দিদের যারা সাহায্য বা মদদ দেয় তাদের বেলায়ও একই কথা খাটে। এই ধরনের লোকের কোনও ক্ষমা নেই। রাজনৈতিক ইসলামের সাথে সংশ্রব আছে যাদের তাদের তুলনায় নিপীড়নের কায়দা অনেক নির্মম।

লম্বা, শক্তিশালী গড়নের এক পুলিস ওর হাতে ধরে আদরের সাথে করিডর বরাবর এগিয়ে নিয়ে চলল ওকে। যেন কা বয়স্ক লোক, নিজের পায়ে দাঁড়াতে কষ্ট হয় ওর। একসাথে তিনটা ক্লাসরুম সফর করল ওরা, এসব জায়গায় ভয়ানক সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এখানে কা-র পথই অনুসরণ করব আমি, ও যেমন নোট বইতে না লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমিও তেমনি এ নিয়ে বেশি কথা বলব না।

প্রথম ক্লাস রুমের সন্দেহভাজনদের দিকে তিন চার সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর কা-র প্রথম ভাবনা ছিল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যাত্রার সংক্ষিপ্ততা। এইসব মাত্র জেরা শেষ করা সন্দেহভাজনদের দিকে এক নজর তাকানোটাই কোনওদিন যায়নি ও এমন দূরবর্তী সভ্যতা ও দেশের প্রিয় দিবাস্বপ্ন জাগিয়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তো কা সমস্ত নিশ্চয়তা দিয়ে বুঝে গেল এই রুমের সবাই আর ও খুব দ্রুত নির্ধারিত সময়ের সমাপ্তির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। ওদের মোমবাতিগুলো অচিরেই নিভে যাবে। নোট বইতে কা এই জায়গাটার নাম রাখবে 'হলদে ঘর'।

ওর দ্বিতীয় ক্লাস রুম দর্শন ছিল আরও সংক্ষিপ্ত। আগের দিন শহরে ইতি উতি ঘুরে বেড়ানোর সময় পাশ কাটানো বিভিন্ন টি-হাউসে এদের দেখার কথা মনে করতে পারল ও। এখন অপরাধবোধে ওদের চোখ ফাঁকা হয়ে আছে। দূরে কোনও স্বপ্নের জগতে ভেসে গেছে ওরা, বা কা-র কাছে তেমনই মনে হয়েছে।

তৃতীয় ক্লাসরুমের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। এখানে আত্মাকে দখল করে নেওয়া শোকাবহ অন্ধকারে এক সর্বজ্ঞশক্তির উপস্থিতি টের পেল কা যার জ্ঞাত সব কিছু প্রকাশের অস্বীকৃতি দুনিয়ার জীবনকে অসহনীয় করে তুলল। চোখ খোলা থাকলেও সামনে কী আছে দেখতে পাচ্ছিল না কা। কেবল দেখছিল মাথার ভেতরের রঙ। কারণ রঙটা অনেকটা লালের মতো—পরে এর নাম দিয়েছিল ও 'লাল ঘর'। এখানে প্রথম দুই রুমে যে ভাবনা খেলে গিয়েছিল ওর মনে—জীবন সংক্ষিপ্ত, মানবজাতি অপরাধবোধে ভেসে গেছে—আবার ওকে ধাওয়া করতে ফিরে এল, কিন্তু সামনের এই ভীতিকর ল্যান্ডস্কেপ সত্ত্বেও শান্ত থাকতে পারল ও।

ভেটেনারি ফ্যাকাল্টি ছাড়ার মুহূর্তে কা টের পেল সঙ্গীরা ওর উপর আস্থা হারাতে শুরু করেছে। আরও একবার কাউকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ওর মতলব নিয়ে ভাবছে এখন। কিন্তু নেসিপকে দেখতে ত্রাবযোন থেকে কার্সে যেতে হয়নি বলে কা এতই স্বস্তি বোধ করছিল যে এমআইটি এজেন্ট লাশগুলো পরীক্ষা করে দেখার কথা বলার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল ও।

সোস্যাল ইন্স্যুরেন্স হাসপাতালের বেসমেন্টে স্থাপিত মর্গে সবার আগে ওদের সবচেয়ে সন্দেহভাজনের লাশ দেখাল ওরা। এটা সৈনিকদের দ্বিতীয় দফা গুলি বর্ষণের সময় তিনটা বুলেট হজম করা শ্লোগান তোলা ইসলামি জঙ্গীর লাশ। কিন্তু আগে কখনও একে দেখেনি কা। সাবধানে লাশটার দিকে এগিয়ে গেল ও। মনে হলো মৃত তরুণটি ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন আর সমীহের সম্ভাষণ জানাচ্ছে। দ্বিতীয় মার্বল স্ল্যাবে শোয়ানো লাশটা শীতে কাঁপছে বলে মনে হচ্ছে। ওটা ছোটখাট সেই দাদার লাশ। ওকে এই লাশ দেখানোর কারণ, এই লোকটা সামরিক বাহিনীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মরত নাতীকে দেখতে এসেছিল, এটা এখনও স্থির করতে পারেনি ওরা; তাছাড়া ছোটখাট গড়ন দেখে ওদের ধারণা হয়েছে এই লোকই তাদের কাঙ্ক্ষিত আততায়ী হতে পারে। তৃতীয় লাশের দিকে এগোনোর সময় আবার আইপেকের সাথে দেখা করার কথা ভেবে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল কা। লাশটার একটা চোখ ছিনভিন্ন হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এটাই এই ঘরের সব লাশের বৈশিষ্ট্য। তারপর মৃত ছেলেটার শাদা চেহারার কাছে আরেকটু এগোতেই ওর ভেতরে একটা কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ওটা নেসিপ। এখনও ওর ঠোঁটজোড়া সামনে বাড়ানো, যেন আরেকটা প্রশ্ন করতে চাইছে। হাসপাতালের শীতলতা আর নৈঃশব্দ্য টের পেল কা। সেই একই ছেলেমানুষী চেহারা, সেই একই ছোট ফুসকুড়ি আগেও দেখেছে ও। সেই ঈগলের মতো নাক, সেই নোংরা স্কুল জ্যাকেট। মুহূর্তের জন্যে কা-র মনে হলো ও কেঁদে ফেলবে, ভীত হয়ে উঠল ও। ভীতিটুকু অশ্রু ঠেকানোর মতো যথেষ্ট সময় দিল ওকে। কপালের ঠিক মাঝখানে যেখানে গতকাল হাতের তালু রেখেছিল ও, সেখানে একটা বুলেটের গর্ত। কিন্তু নেসিপের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক বুলেটের গর্ত বা ম্লান নীলাভ রঙ নয়, বরং শ্ল্যাবের উপর জমাট আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকা। কা-র ভেতর কৃতজ্ঞতার একটা ঢেউ বয়ে গেল। বেঁচে আছে বলে দারুণ খুশি। ভাবনাটা নেসিপের দিক থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দিল। সামনে ঝুঁকে পেছনে বেঁধে রাখা হাতদুটো আলাদা করল ও। নেসিপের কাঁধের উপর রাখল। তারপর ওর দুগালেই চুমু খেল। ওর গাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও এখনও কঠিন হয়ে যায়নি। ওর অবশিষ্ট সবুজ চোখটা এখনও খোলা। সোজা কা-র দিকে চেয়ে আছে। সোজা হয়ে এজেন্টকে বলল এটা ওর এক বন্ধু, আগের দিন সায়েন্স ফিকশন লেখক হিসাবে নিজের প্রয়াসের কথা জানাতে থামিয়েছিল ওকে, পরে ওকে ব্লুর কাছে নিয়ে গেছে। ওকে চুমু খাওয়ার কারণ, ব্যাখ্যা করল ও, এই টিনেজারের মনটা ছিল খাঁটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইশ

আতাতুর্কের ভূমিকায় অভিনয়ের যোগ্য লোক

সুনেয় যেইমের সামরিক ও অভিনয় জীবন

কা সোস্যাল সার্ভিসেস হাসপাতালের মর্গে নেসিপের লাশ শনাক্ত করার পর এক কর্মকর্তা তাড়াহুড়ো করে একটা রিপোর্ট লিখে স্বাক্ষর দিয়ে সার্টিফিকেট তৈরি করতে পাঠিয়ে দিল। তারপর আবার আর্মি ট্রাকে ফিরে রাস্তা ধরে আগে বাড়ল কা ও এমআইটি এজেন্ট। ওদের পাশাপাশি হাঁটছে নেড়ি কুকুরের একটা পাল। ইলেকশনের ব্যানার ও আত্মহত্যা বিরোধী পোস্টার বাদে জীবনের কোনও লক্ষণ নেই। ওরা এগোনোর সাথে সাথে অস্থির ছেলেপুলে ও উদ্বিগ্ন বাবাদের টানানো পর্দা সরিয়ে পাশ কাটানো ট্রাকের দিকে তাকিয়ে থাকা লক্ষ করল কা। কিন্তু ওদের দিকে সরাসরি তাকাল না। এখন শুধু একটা কথাই ভাবতে পারছে ও, একটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছে: নেসিপের চেহারা, নেসিপের অসাড় দেহ। হোটেলে ফেরার পর আইপেক ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, কল্পনা করল ও, কিন্তু ট্রাকটা শূন্য শহর কেন্দ্র পার হয়ে পর সোজা আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে গিয়ে থামল ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে দুই রাস্তা ভাটিতে একশো নব্বই বছরের পুরোনো রাশিয়ান দালানের সামনে।

কার্সে ওর প্রথম রাতে একতলা অসাধারণ সুন্দর নাজুক ম্যানশনটা দেখে দারুণ খুশি হয়েছিল কা। তুর্কিদের হাতে আসার পর এই শহর প্রজাতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হলে এক সুপরিচিত বণিক মারুফ বে-র হাতে চলে যায় ম্যানশনটা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে কাঠ আর চামড়া বিক্রি করত সে। টানা চুয়াল্লিশ বছর সপরিবারে জাঁক জমকের সাথে এখানে ছিল সে, ঘোড়ায় টানা স্লেজ আর এক্কাগাড়িতে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা নেওয়া করা হতো, বাবুর্চি আর চাকরবাকররা সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠাণ্ডা লড়ইয়ের শুরুর দিকে সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য করে এমন সুপরিচিত বণিকদের আটক করে তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে কারাগারে পুরে দেয়, ফলে ওদের আর না ফেরার বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়।

তো পরবর্তী বিশ বছর শূন্য পড়েছিল মারুফ বে-র ম্যানশন; প্রথমত এর কোনও মালিক ছিল না, দ্বিতীয়ত মালিকানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। সত্তর দশকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ দিকে এক মার্ক্সবাদী বিচ্ছিন্ন গ্রুপ লাঠিসোঁটার জোরে দালানটা দখল করে হেডকোয়ার্টার বানায়, এখানে বেশ কিছু রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করে তারা (আইনজীবী ও সাবেক মেয়র মুযাফ্ফর বে ছিলেন তাদের তালিকায়, তিনি এই হত্যা প্রয়াস থেকে রেহাই পেলেও আহত হয়েছিলেন); ১৯৮০ সালের অভ্যুত্থানের পর কিছু সময়ের জন্যে খালি পড়ে থাকে দালানটা; তারপর পাশের বাড়ির উদ্যোগী সরঞ্জাম ব্যবসায়ী পুরোনো ম্যানশনের অর্ধেকটাকে গুদামে পরিণত করে, আর এক দূরদর্শী দর্জি–ইস্তাম্বুল ও আরবে টাকা পয়সা কামিয়ে এক অসম্ভব স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিন বছর আগে নিজ শহরে ফিরে এসেছিল সে –বাকি অর্ধেকটাকে মিষ্টির দোকানে রূপান্তরিত করে।

সাবেক দর্জির দোকানে পা রাখার পর বোতামের মেশিন, পুরোনো আমলের সেলাই মেশিন ও এখনও দেয়ালের পেরেকের সাথে ঝোলানো দানবাকৃতি সব কাঁচি দেখতে পেল কা। গোলাপের নকশাঅলা পুরোনো ওয়াল পেপারের ফিকে কমলা আভায় বিচিত্র নিপীড়ন যন্ত্রের মতো লাগছে ওগুলোকে।

এখনও জারজীর্ণ কোট, পুলওভার এবং আর্মি বুট পরে আছে সুনেয় যেইম, আগের দিন ওকে প্রথম দেখার সময় এগুলোই ছিল তার পরনে। দুহাতের আঙুলের ফাঁকে একটা ফিল্টারবিহীন সিগারেট ধরে কামরার এ-মাথা ও-মাথায় পায়চারি করছিল সে। কা-কে দেখেই চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার, যেন কোনও পুরোনো প্রিয় বন্ধুর দেখা পেয়েছে। কামরার ওধার থেকে ছুটে এসে আলিঙ্গন করে দুই গালে চুমু খেল ওর। কা ধরেই নিয়েছিল হোটেলের গরুব্যবসায়ীর মতো এই লোকটাও 'সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের অভিনন্দন!' জানাবে ওকে। লোকটার অতি বন্ধুসুলভ হাবভাব সতর্ক করে তুলল কা-কে। সুনেয়'র সাথে এই বিনিময়কে অনুকূল আলোয় বর্ণনা করবে ও: ওরা ইস্তাম্বুলের দুজন লোক সুদূরবর্তী দরিদ্র শহরে এক কঠিন পরিস্থিতিতে একসাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু এই কঠিন অবস্থা তৈরির পেছনে সুনেয়'র ভূমিকা ভালোই জানা ছিল ওর।

'এমন কোনও দিনও নেই যেদিন অশুভ হতাশার ঈগল আমার আত্মায় উড়ে বেড়ায় না,' রহস্যময় গর্বের সাথে বলল সুনেয়। 'কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারি না আমি। তো নিজেকে সামলে রাখ। সব ভালো যার শেষ ভালো।'

বড় বড় জানালা গলে আসা শাদা আলোয় বিশাল ঘরটা জরিপ করল কা। বিরাট স্টোভ ও উঁচু ছাদের কোণের ফ্রিজগুলো এক মহীয়ান অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে; জায়গাটা এখন ওয়াকিটকি হাতে ঘুরে বেড়ানো লোকে গিজগিজ করছে। দুজন বিশালদেহী প্রহরী কা-র প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে। করিডরের দিকে চলে যাওয়া দরজার পাশের টেবিলে একটা ম্যাপ, একটা বন্দুক, একটা টাইপরাইটার ও ডোশিয়েরর একটা স্তূপ। কা ধরে নিল এটাই বিপ্লবের মূল কর্মকেন্দ্র, এখানে সুনেয়ই সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আশির দশকের দিকে একটা সময় গেছে, সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল সেটা,' সামনে পেছনে পায়চারি করতে করতে বলল সুনেয়, 'তখন এক অজানা অচেনা নিদারুণ গরীব এক শহরে হাজির হয়েছিলাম আমরা–আমাদের তখনও জানা ছিল না আদৌ নাটক দেখানোর মতো একটা মঞ্চ মিলবে কিনা বা এমনকি ক্লান্ত মাথা গোঁজার মতো একটা হোটেল পাওয়া যাবে কিনা–এক পুরোনো বন্ধুর খোঁজে বের হবার পর জানতে পেতাম অনেক আগেই ওই ছোট্ট শহর ছেড়ে চলে গেছে সে; আর এমন সব সময়েই সেই হতাশা–বেদনা–গ্রাস করে নিত আমাকে। সেটাকে দূরে ঠেলে রাখতে রাস্তায় রাস্তায় স্থানীয় ডাক্তার, উকিল ও মাস্টারদের দুয়ারে দুয়ারে কড়া নেড়ে ছুটে বেড়াতাম আমি, আমাদের বয়ে আনা আধুনিক শিল্প ও সমসাময়িক সংস্কৃতির নতুন খবর শুনতে চাওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করে যেতাম। এক সময় দেখা যেত আমার জানা একমাত্র ঠিকানায় কেউ নেই, পুলিস জানিয়ে দিত যে ওরা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিতে পারবে না বা–এটাই ছিল সব সময় আমার শেষ আশা–মেয়রের কাছে বিনীত অনুরোধ নিয়ে যাবার পর যখন শুনতে হতো সেও আমাদের জায়গা দিতে রাজি নয়, তখন ভয় লাগতে শুরু করত আমার, অন্ধকার আমাকে হয়তো গ্রাস করে নেবে। এমনি সব মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠত আমার বুকের ভেতরের ঈগলটা; ডানা মেলে দিত ওটা আর–অবশ্য আমাকে শেষ করার আগেই–কেটে পড়তাম আমি।

'আমরা কোথায় অনুষ্ঠান করছি তাতে কিছু যেত আসত না–দুনিয়ার সবচেয়ে হতদরিদ্র টি-হাউস হতে পারত সেটা, হতে পারত বর্ষা মৌসুম। এক স্টেশন মাস্টারকে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, আমাদের এক অভিনেত্রীর উপর সুনজর পড়েছিল তার। আমরা কোনও ফায়ার স্টেশন বা স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের খালি ক্লাসরুমে থাকতে পারতাম বা কোনও জীর্ণ কুঁড়েঘরে বা কোনও রেস্তরাঁয়; কোনও নাপিতের দোকানের জানালায়, গোলাঘরে বা পেভমেন্টে অভিনয় করতে হতো হয়ত–কিন্তু যেখানেই ছিলাম না কেন, হতাশার কাছে হার মানতে যাইনি কিছুতেই।'

করিডরের দিকের দরজাটা খুলে গেল। ওদের সাথে যোগ দিতে এলো ফান্দা এসার। *আমি* থেকে *আমরায়* সরে গেল সুনেয়। বহুবচনে সরে যাওয়ায় কা কোনও কৌশল দেখল না। এরা দুজন এত কাছাকাছি। কা-র সাথে দ্রুত শক্ত করমর্দন করে স্বামীর কানে কানে কী যেন ফিসফিস করে বলে দর্শনীয় জাঁকের সাথে বিশাল দেহ নিয়ে কামরার ওপাশে চলে গেল ফান্দা এসার। তারপর বেশ চিন্তিত চেহারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল সেটা,' বলল সুনেয়। 'সামাজিক অশান্তি এবং ইস্তাম্বুল ও আংকারার মিলিত নির্বুদ্ধিতা পাওনা উশুল করে নিয়েছিল। আনুকূল্য থেকে আমাদের বিতাড়নের ব্যাপারটা পত্রিকায় বেশ ফলাও করেই প্রচারিত হতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন। কেবল প্রতিভাবানদের কাছেই ধরা দেয় এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিয়েছিলাম আমি–হ্যাঁ তাই–ঠিক যেদিন আমি ইতিহাসের ধারায় হস্তক্ষেপ করার জন্যে আমার শিল্পকর্মকে ব্যবহার করব, সেদিনই আমার পায়ের নিচের ন্যাকড়া টেনে সরিয়ে ফেলা হলো, জঘন্যতম কল্পনার কাদামাটিতে আবিষ্কার করলাম নিজেকে। কিন্তু সেটা আমাকে ধ্বংস করতে পারেনি, আমার পুরোনো বন্ধু হতাশা আমার আত্মাকে তাড়া করাতে ফিরে এসেছিল। তবে যত লম্বা সময়ই কাদামাটিতে কষ্ট পাই না কেন, যত দুর্দশা, আবর্জনা, দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা চারপাশে দেখি না কেন, নিজের আদর্শ নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি আমি, কখনওই চূড়ায় পৌঁছানোর ব্যাপারে সন্দেহ রাখিনি মনে...তুমি এত ভয় পাচছ কেন?'

ব্যাগ হাতে শাদা কোট পরা এক ডাক্তার উদয় হলো দরজায়। তাড়াহুড়ো একটা ভাব তার। তবে তাকে ভান বলেই মনে হচ্ছে বেশি। ব্লাডপ্রেশার কাফ বের করে সুনেয় যেইমের হাতে জড়াল, কাজটা করার সময় জানালা গলে এসে পড়া আলোর দিকে চেয়ে রইল সুনেয়, তার চেহারা এতই করুণ দেখাচ্ছিল, কা-র মনে হলো হয়তো এখনও আশির দশকের গোড়ার দিকে স্বর্গ থেকে তার পতনের কথাই ভাবছে সে। সত্তরের দশকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় থেকেই সুনেয়র কথা বেশি মনে করতে পারে কা, এইসব ভূমিকাই বিখ্যাত করে তুলেছিল তাকে।

সত্তর দশক ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক থিয়েটারের স্বর্ণ যুগ। সুনেয় তখনও বলতে গেলে ক্ষুদে নাট্য সমাজে খ্যাতি পেয়ে থাকলে তার কারণ স্রেফ যেকোনও কঠিন চরিত্রের বাস্তাবায়নের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতো কঠোর পরিশ্রমী ও সফল অভিনেতা ছিল বলেই না–না, দর্শকরা তার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত সেটা হলো তার নেতৃত্বের গুণ। তরুণ তুর্কি দর্শকরা নেপোলিয়ন, লেনিন ও রোবেসপিয়েরের মতো শক্তিশালী নেতৃবৃন্দ এবং এনভার পাশার মতো বিপ্লবী ও সেই সাথে তারা যাদের সাথে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে পারত সেই স্থানীয় বীরদের সম্পর্কে তার ব্যাখ্যার খুব ভক্ত ছিল। সে শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলে, নিষ্ঠুর শোষকদের হাতে মঞ্চে নির্যাতিত হয়ে গর্বিত মাথা উঁচু করে বলত, 'এমন দিন আসবে যখন আমরা ওদের কাছ থেকে কাড়ায় গণ্ডায় হিসাব বুঝে নেব!'; সবচেয়ে জঘন্য দিনে আর সবার মতো সেও বুঝে ফেলত তার গ্রেপ্তার আসন্ন। দাঁতে দাঁত চেপে বন্ধুদের সৌভাগ্য কামনা করে বলত সামনে যত দুর্ভোগই অপেক্ষা করে থাকুক না কেন, সে নিশ্চিত যে এক নিষ্ঠুর বিপ্লবের ভেতর দিয়ে তারা জনগণের সুখ বয়ে আনবেই–এমনি একটা মুহূর্তেই দর্শকদের ভেতর লাইসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্ররা সব সময় অশ্রুসজল চোখে মুহুর্মুহু করতালিতে উল্লাস প্রকাশ করত। এইসব নাটকের শেষ দৃশ্যে তার চরম ভাব ছিল বিশেষভাবে দেখার মতো। তার হাতে যখন ক্ষমতা আসত, অশুভ নির্যাতনকারীদের শাস্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার সময় হতো–এখানে অনেক শহরের লোকজনই তার সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের প্রভাব লক্ষ করেছে। কুলেলি মিলিটারি একাডেমিতে পড়াশোনা করেছে সে। ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময় একটা রো বোটে করে বিভিন্ন বিয়োগলূ থিয়েটারে অংশ নিতে ইস্তাম্বুলে পালানো ও *বিফোর দ্য আইস মেল্টস* নামে একটা নাটকের গোপন প্রদর্শনীর অপরাধে বের করে দেওয়া হয়েছিল তাকে।

১৯৮০-র দশকে মিলিটারি ক্ষমতা দখল করে নিলে সব বামপন্থী নাটক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; এর অল্পদিন পরেই আতাতুর্কের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা বিশাল ধারাবাহিক টেলিভিশন নাটক শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতীতে কেউ কখনও কল্পনাও করেনি যে, কোনও তুর্কি সোনালী চুল, নীল চোখ ও পাশ্চাত্যপন্থী এই জাতীয় বীরের ভূমিকায় অভিনয়ের চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে। মহান জাতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্যে লরেন্স অলিভার, কুর্ট জার্জেনস বা চার্লটন হেস্টনের মতো আন্তর্জাতিক মাপের মহান অভিনেতার প্রয়োজন বলে জোরাল ধারণা ছিল। কিন্তু এবার তুরস্কের সবচেয়ে বড় পত্রিকা *হিরিয়েত* বিতর্কে যোগ দিয়ে অন্তত একবারের জন্যে হলেও কোনও তুর্কিকে এই ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে জোরাল মত প্রকাশ করতে লাগল। এমনকি পাঠকদের মতামত দেওয়ার সুবিধা করে দিতে ভোটেরও ব্যবস্থা করল তারা। জনগণের জুরি মনোনীত অভিনেতাদের ভেতর সুনেয়ও ছিল; আসলে গণতান্ত্রিক আমলে তার চমৎকার কাজের সুবাদে তখনও সুপরিচিত ছিল বলে একেবারে প্রথম দিন থেকে সম্পষ্টভাবেই অনেক এগিয়ে ছিল সে। শত হোক, বছরের পর বছর জ্যাকবিনে অভিনয় করে আসছিল সে। সুদর্শন, রাজকীয়, আস্থা জাগানিয়া সুনেয় অসাধারণভাবে আতাতুর্ককে ফুটিয়ে তুলতে পারবে, এতে তুর্কি দর্শকদের মনে কোনও সন্দেহই ছিল না।

সুনেয়র প্রথম ভুল ছিল জনগণের এই ভোটকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া। সোজা পত্রিকা ও টেলিভিশন নেটওঅর্কের কাছে গিয়ে হাজির হয় সে; যাদের কাছে পেয়েছে গলা বড় করে নানা ঘোষণা শুনিয়েছে তাদের। নিজের হাতে ফান্দা এসারের সাথে বিশ্রাম করার ছবি তুলেছে সে। পারিবারিক জীবন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে খোলামেলা কথাবার্তা বলেছে, আতাতুর্কের ইমেজে নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলায় নিদারুণ কষ্টের সাথে নিজেকেও সে আতাতুর্কের মতো সেক্যুলারিস্ট হিসাবে তুলে ধরতে করেছিল। ওরা দুজন একই অবসর ও আমোদ উপভোগ করে, নাটকীয়ভাবে সেটা ফুটিয়ে তুলেছে (রাকি, নাচ, চমৎকার পোশাক ও সম্ভ্রান্ত বংশ)। আতাতুর্কের ক্লাসিক রচনা *অরেশন্স*-এর কপি হাতে নানা পোজ দিয়েছে সে। গোড়া থেকে আবার রচনাসমগ্র পড়ার কথা বলেছে (এক কলামিস্ট আগেই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি সুনেয় *অরেশন্সের* মূল সংস্করণের বদলে সংক্ষিপ্ত তুর্কি ভাষ্য পড়েছে বলে পরিহাস করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে লাইব্রেরি থেকে বইটার মূল সংস্করণ বের করে সেটা নিয়ে পোজ দেয়, কিন্তু নতুন ছবিটা কলামিস্টের পত্রিকায় ছাপানোর সব প্রয়াসই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়)। নিরাসক্তভাবে বিশাল উদ্বোধন, কনসার্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সব সকার ম্যাচে হাজির হতে থাকল সুনেয়; তৃতীয় শ্রেণীর সব সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আতাতুর্ক ও শিল্পকর্ম, আতাতুর্ক ও সঙ্গীত, আতাতুর্ক ও তুর্কি খেলাধুলা, ইত্যাদি প্রসঙ্গে কথা বলে চলল। এক জ্যাকোবিনে ব্যর্থ হয়ে এমনকি পাশ্চাত্য বিরোধী ধর্মীয় পত্রিকাতেও সাক্ষাৎকার দিয়েছে সে। এমনি এক সাক্ষাৎকারের সময় যথার্থভাবেই উস্কানীমূলক এক প্রশ্নের জবাবে সে বলেছিল, 'জনগণ উপযুক্ত মনে করলে একদিন হয়তো বা পয়গম্বর মুহাম্মদের (স:) ভূমিকায়ও অভিনয় করতে পারি আমি।'

এমনি নির্বোধ মন্তব্যের পথ ধরেই শুরু হয়েছিল ঝামেলার। ছোটখাট ইসলামপন্থী সাময়িকীগুলো মহা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। খোদা না করুন, লিখল তারা, কোনও মরণশীল যেন মহানবীর ভূমিকায় অভিনয় করার কথা না ভাবে। 'পয়গম্বরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন'-এর অভিযোগ দিয়ে শুরু হওয়া ক্রুদ্ধ কলামের ঝাঁকগুলো অচিরেই তার বিরুদ্ধে 'পয়গম্বরের অসম্মান করার জন্যে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার' অভিযোগ তুলতে শুরু করল। এমনকি সেনাবাহিনীও রাজনৈতিক ইসলামপন্থীদের নীরব করানোর ব্যাপারে অনীহ বলে প্রতীয়মান হলো, আগুন নেভানোর দায়িত্ব এসে পড়ল খোদ সুনেয় যেইমের হাতে। তাদের ভয় প্রশমিত করার আশায় কোরানের কপি হাতে ঘোরাফেরা শুরু করল সে। রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের গ্রন্থটাকে যারপরনাই ভালোবাসার কথা বলতে লাগল, বলল বইটি আসলে নানাভাবে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু এতে করে কামালবাদী কলামিস্টদের পক্ষেই একটা সুযোগ তৈরি হয়ে গেল; কামাল আতাতুর্কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে 'জনগণের মনোনীত' হওয়ার কথায় আক্রান্ত বোধ করল। কখনওই, লিখল তারা, ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের সাথে আপোস করতে যাননি আতাতুর্ক। সামরিক অভ্যুত্থানের সমর্থক পত্রিকাগুলো কোরান হাতে সুনেয় যেইমের আধ্যাত্মিক ভঙ্গিতে তোলা ছবি ছেপে চলল। নিচের ক্যাপশনে লেখা থাকত: 'আতাতুর্কের ভূমিকায় উপযুক্ত লোক।'

ইসলামি পত্রিকাগুলো রাকি পানরত সুনেয় যেইমের ছবি 'ঠিক আতাতুর্কের মতোই রাকি পানকারী তিনি', 'আর এই কি মহানবীর ভূমিকায় অভিনয়ের যোগ্য ব্যক্তি?' ধরনের ক্যাপশনসহ ছবি ছেপে পাল্টা বদলা নিতে লাগল। মাস দুই পর পরই ইসলামপন্থী ও সেক্যুলার পত্রিকার ভেতর এই ধরনের লড়াই শুরু হচ্ছিল, তবে মূল দৃষ্টি ছিল সুনেয়র উপর।

কয়েক সপ্তাহ ধরে সুনেয়র ছবি দেখা ছাড়া পত্রিকার পাতা ওল্টানোই কঠিন হয়ে পড়েছিল। একটা ছবিতে দেখা গেছে অনেক আগে অভিনীত এক বিজ্ঞাপনে ঢকঢক করে বিয়র খাচ্ছে সে; অন্য ছবিতে তরুণ বয়সে নির্মিত ছবিতে পিটুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে দেখা যাচ্ছে তাকে, অগ্রাহ্য করার ঢঙে হাতুড়ি-কাস্তের ছবিঅলা একটা ব্যানার তোলার চেষ্টা করছে সে, বিভিন্ন নাটকে পুরুষ নায়কদের চুমু খেতে দেখছে স্ত্রীকে।

পাতার পর পাতায় পরোক্ষ দাবী উঠতে লাগল যে তার স্ত্রী আসলে লেসবিয়ান, বরাবরের মতোই এখনও কমিউনিস্টই রয়ে গেছে সে, নিষিদ্ধ পর্নো ছবিতে ডাবিং করেছে ওরা। টাকা পেলে সে যে কেবল আতাতুর্কের ভূমিকাতেই অভিনয় করবে তা নয়। হাজার হোক, আসলে পূর্ব জার্মানি থেকে টাকা আসার সুবাদেই ব্রেখটের নাটকে অভিনয় করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। অভ্যুত্থানের পর সুনেয় 'এক সুইডিশ সমিতির মহিলার কাছে তুরস্কে নির্যাতন মহামারী আকার ধারণ করেছে,' বলে রাষ্ট্রের অপমান করেছে।

অবশেষে এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সুনেয়কে কমান্ড হেডকোয়ার্টারে তলব করে মোটামুটি চাঁছাছোলাভাবেই জানিয়ে দিল যে গোটা সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে সুনেয়র প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নেওয়া উচিত। ইস্তাম্বুলের বেশ কয়েক জন আত্মম্ভরী সাংবাদিককে আংকারায় ডেকে পাঠিয়ে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর জড়িয়ে পড়ার সমালোচনা করায় ভর্ৎসনা করে পরে আবার তাদের চকলেট দিয়ে আপ্যায়নকারী সেই ভালোমনের কর্মকর্তা ছিল না সে, বরং সেই একই পাবলিক রিলেশন্স শাখার অপেক্ষাকৃত কম আমুদে ভিন্ন অফিসার। সুনেয়কে অনুশোচনা আর ভয়ে ভয়ে কথা বলতে দেখেও এতটুকু নরম হয়নি সে। 'আতাতুর্ক হওয়ার জন্যে মনোনীত পুরুষের' ভান করে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্যে পরিহাস করল সে সুনেয়কে, দুই দিন আগে জন্ম শহরে বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গও তুলল, 'জনগণের রাজনীতিক'-এর অভিনয় করেছিল সে ওখানে (তামাক শ্রমিক ও বেকার লোকজনের উল্লাসের ভেতর সুনেয় শহরের মূল চত্বরের স্থাপিত আতাতুর্কের মূর্তি বেয়ে উঠে আতাতুর্কের হাত চেপে ধরে হাততালিকে আরও প্রবল করে তুলেছিল; এক জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের সাংবাদিক কোনও একদিন মঞ্চ ছেড়ে রাজনীতির মাঠে প্রবেশ করার কথা ভেবেছে কিনা জানতে চেয়েছিল তার কাছে; জবাবে সে বলেছিল, 'জনগণ চাইলে।') প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আতাতুর্ক ছবির কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত থাকার আগাম ঘোষণা দেওয়া হলো।

এই পরাজয় মেনে নেওয়ার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল সুনেয়র; পরবর্তী ঘটনার সাথে এল তার সর্বনাশ। মাসব্যাপী আতাতুর্ক প্রচারণার সময় তাকে এতবেশি টেলিভিশনে দেখা গিয়েছিল যে সাধারণ মানুষ তার কণ্ঠের সাথে আতাতুর্কের কণ্ঠস্বরকে গুলিয়ে ফেলেছিল, ফলে তাকে আর ডাবিংয়ের কাজ দিচ্ছিল না কেউ। যেসব টেলিভিশন বিজ্ঞাপনদাতা এক সময় তাকে কেবল সেরা ও স্বাস্থ্যকর পণ্য কিনতে আগ্রহী বাবার ভুমিকায় অভিনয় করাতে পেরে খুশি ছিল তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করল। তাদের ধারণা হয়েছিল, এক ব্যর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাতুর্ককে ব্রাশ নাচাতে বা রঙের ক্যান ধরে থাকতে বা তার ব্যাংকের উপর সন্তুষ্ট থাকার কারণ বলতে দেখলে বরং দর্শকদের কাছে বেখাপ্পা ঠেকবে। তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা ছিল পত্রিকার পাতায় পড়া সবকিছু বিশ্বাস করে বসা লোকরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে সুনেয় হয়ত একাধারে আতাতুর্ক ও ধর্মের শত্রু। কেউ কেউ এমনকি এও বিশ্বাস করে বসেছিল যে অন্য পুরুষরা তার স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার সময় সে কিছুই বলেনি। কিংবা ওরা সেটা বিশ্বাস না করলেও, আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না জাতীয় গুঞ্জনও শোনা গেছে অনেক।

এইসব পাল্টা চিত্রের মূল প্রভাব ছিল ওদের অভিনয় দেখতে আসা লোকজনের সংখ্যা হ্রাস। বেশ কিছু লোক সুনেয়কে রাস্তায় থামিয়ে বলত, 'তোমার কাছে আরও ভালো কিছু আশা করেছিলাম!' সুনেয় পয়গম্বর মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে জিভ চালিয়েছে বিশ্বাস করে (এবং পত্রিকার পাতায় নাম ওঠাতে দারুণ উদগ্রীব থাকায়) এক তরুণ মাদ্রাসা-ছাত্র ছুরি বাগিয়ে থিয়েটারে ঢুকে বেশ কয়েক জন লোকের মুখে থুতু ফেলেছিল। মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানেই ঘটে গিয়েছিল এতসব কাণ্ড। সুনেয় ও ফান্দা এরপর উধাও হয়ে গিয়েছিল।

গুজব আরও প্রবল হয়ে ওঠে তাতে। এক গুজবে বলা হলো, আপাতদৃষ্টিতে নাটক শেখাতে ব্রেখটিয়ান বার্লাইনার এনসেমবল-এর যোগ দিলেও ওদের আসল মতলব সন্ত্রাসী হওয়ার কৌশল শেখা। আরেক বিবরণ অনুযায়ী ফরাসী সংস্কৃতি মন্ত্রী ওদের অনুদান ও সিসলির ফরাসী মানসিক হাসপাতালে আশ্রয় দিয়েছেন। আসলে কৃষ্ণ সাগরের তীরে ফান্দা এসারের শিল্পী মায়ের বাড়িতে শিবির গেড়েছিল ওরা।

এক বছর পরে অবশেষে আনাতোলিয়ার এক অখ্যাত হোটেলে অ্যাক্টিভিটি ডিরেক্টরের কাজ পেয়েছিল ওরা। সকালগুলো বালিতে জার্মান মুদি দোকানী আর ডাচ অফিস কর্মচারীদের সাথে ভলিবল খেলত ওরা, বিকেলে ছায়া থিয়েটার চরিত্র কারাগোয আর হেসিভাতের মতো পোশাক পরে ছোট ছোট বাচ্চাদের আনন্দ দিতে বুচার্ড জার্মানে অভিনয় করত এবং তারপর সন্ধ্যায় সুলতান ও তার হেরেমের বেলি ড্যান্সার প্রিয়তমার মতো পোশাক পরে মঞ্চে হাজির হতো। এটাই ছিল ফান্দা এসারের বেলি ড্যান্সিং-এর যাত্রা শুরু। পরবর্তী দশ বছরে বিভিন্ন প্রদেশে সফর করে বেড়ানোর সময় আরও বিকাশ লাভ করেছিল সে। তিন মাস ক্লাউনের ভূমিকায় অভিনয় করতে পেরেছিল সুনেয়, তারপর এক সুইস নাপিত লাইন পার হয়ে ওদের অভিনয়ে বাধা দিয়ে হোরেম ও ফেয টুপি নিয়ে তুর্কিদের উপর নানা চুটকি বলতে শুরু করে, পরদিন সকালে সাগর সৈকতেও অব্যাহত ছিল সেটা। এখানেই ফান্দার সাথে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে সে। হতচকিত সন্ত্রস্ত পর্যটকদের জটলার সামনেই তাকে আচ্ছা মতো পেটায় সুনেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর দেখা গেল এই দম্পতি সারা আনাতালিয়ায় উপস্থাপক, নর্তক এবং বিয়ের অনুষ্ঠান ও ড্যান্স হলে থিয়েট্রিকাল মনোরঞ্জকের ভুমিকা পালন করছে। এমনকি সস্তা গায়ক, আগুন খেকো ভাঁড় ও তৃতীয় শ্রেণীর কমেডিয়ানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ও আতাতুর্ক, প্রজাতন্ত্র ও বিয়ে প্রথা নিয়ে ছোটখাট বক্তৃতা ঝেড়ে দিত সুনেয়। বেলি নাচ নাচত ফান্দা এসার, তারপর নীতিনিষ্ঠ ও দারুণ শৃঙ্খলা পরায়ণতার ভাব ধরে ব্যানকোর হত্যাকাণ্ডের মতো একটা কিছু করে হাত তালি শুনতে আট বা দশ মিনিট বাদে থামত। এমনি সন্ধ্যাগুলোতেই এক ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দল গড়ে তোলার বীজ বপন করা হয় যেটা পরে সারা আনাতোলিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে দেওয়ার সময় এক দেহরক্ষীকে দিয়ে ওয়াকি টকিটা আনিয়ে নিল সুনেয়, কয়েকটা হুকুম ঝাড়ার পর হঠাৎ এক ফ্যাক্টোরামের বাড়িয়ে দেওয়া একটা বার্তা পড়ে বিতৃষ্ণায় কপাল কুঁচকে উঠল ওর। 'একে অন্যকে ধরিয়ে দিচ্ছে,' বলল সে। তারপর আনাতোলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর বছরগুলোয় দেশের সমস্ত পুরুষ হতাশায় বিবশ হয়ে থাকার কথা মনে হওয়ার কথা বলল।

'দিনের পর দিন টি-হাউসে বসে থাকে ওরা, রোজ ওখানে যায়, ব্যস, আর কিছু করে না,' বলল সে, 'সব শহরেই এইসব ভাগ্যহীন, কর্মহীন, তৎপরতাহীন প্রাণীগুলোকে দেখবে। সব মিলিয়ে দেশে এমন লোকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হতে বাধ্য, মিলিয়ন যদি নাও হয়। নিজেদের কীভাবে গুছিয়ে রাখতে হয়, ভুলে গেছে, নোংরা জ্যাকেটের বোতাম লাগানোর উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, ওদের শক্তি এতই কম যে হাত পা নাড়াতেও কষ্ট হয়, মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা এতটাই ক্ষীণ যে একটা গল্পের আগাগোড়া মনে রাখতে পারে না; চুটকি শুনে কীভাবে হাসতে হয় তাও ভুলে গেছে আমার এই হতভাগ্য ভাইরা।' ওদের বেশির ভাগই এত অসুখী যে ঘুমাতে পারে না; সিগারেট খেয়ে মরণ ডেকে আনছে জেনে আনন্দ পায়, কথা শুরু করলেও শেষ করাটা যে কত অর্থহীন বুঝতে পেরে আস্তে চুপ; মেরে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করে ভালো লাগে বলে নয়, বরং সতীর্থদের হতাশার কথা শুনতে ভালো লাগে না বলে। টিভি দেখে, কারণ টেলিভিশন ওদের দূরে থাকতে সাহায্য করে। আসলে মরতে চায় ওরা, কিন্তু নিজেদের আত্মহত্যার যোগ্যও ভাবে না। নির্বাচনের সময় নিজেদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই সবচেয়ে খারাপ দল ও ঘৃণ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। সুনেয় জোরের সাথে বলল, সামরিক অভ্যুত্থানের হোতা জেনারেলরা সৎ বাস্তবতার সাথে শাস্তির কথা বলায় এই লোকগুলো অবিরাম আশার কথা শুনিয়ে চলা রাজনীতিকদের বদলে ওদের বেছে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফান্দা এসার আবার ঘরে এসে যোগ করল অনেক অসুখী নারীও আছে যারা একের পর সন্তান জন্ম দিয়ে, তামাক কিউর করে, কার্পেট বুনে ও নামমাত্র বেতনে নার্সের কাজ করে নিজেদের শেষ করে ফেলছে, কিন্তু ওদের স্বামীরা কোথায় আছে বলতে পারবে না কেউ। সারাদিন বাচ্চাদের সাথে চেঁচামেঁচি-চিৎকার করে চলা এই মেয়েরাই জীবনকে সচল রাখে। তুমি ওদের দূরে সরিয়ে দিলে লক্ষ লক্ষ নিরানন্দ, কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন পুরুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে, এখন সারা আনাতোলিয়ায় যাদের দেখছ তুমি। এই লোকগুলো দেখতে এক রকম, শেভহীন, গায়ে ময়লা শার্ট; মেয়েরা ওদের যত্ন না নিলে শৈত্য প্রবাহের সময় রাস্তার মোড়ে প্রাণ হারানো ভিখিরি কিংবা খোলা নালায় উল্টে পড়ার জন্যে সরাইখানা থেকে বের হয়ে আসা মাতাল কিংবা পাজামা পরা অবস্থাতেই মুদি দোকানে পাঠানোর পর পথ হারানো অশীতিপর কোনও দাদার মতো অক্কা পাবে। এদের সংখ্যা সীমাহীন, 'হতভাগ্য কার্স শহরে যেমন দেখেছি আমরা,' জীবনের জন্যে নারীদের কাছে ঋণী হলেও স্ত্রীদের প্রতি নিজেদের ভালোবাসার কারণে এতটাই সঙ্কোচ বোধ করে যে ওদের উপর জুলুম করে তারা।

'গত দশটা বছর আনাতোলিয়াকে দিয়েছি আমি, আমার অসুখী বন্ধুদের দুর্দশা ও হতাশা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছি,' বলল সুনেয়। তার কণ্ঠে আত্মকরুণার কোনও ছাপ নেই। 'আমাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট, পাশ্চাত্যের পক্ষাবলম্বনকারী গুপ্তচর, বিকৃত রুচির মানুষ, জিহোভা'স উইটনেস হওয়ার অভিযোগ এনেছে ওরা, বলেছে আমি পিম্প, আমার স্ত্রী বেশ্যা–বারবার আমাদের জেলে ভরেছে, মারধর করেছে, অত্যাচার করেছে। বলাৎকার করার চেষ্টা করেছে। আমাদের পাথর মেরেছে। কিন্তু আমার নাটক–ওদের জন্যে আমাদের থিয়েটার কোম্পানির নিয়ে আসা সুখ আর মুক্তি–ভালোবাসতে শিখেছে ওরা। তো এখন জীবনের সেরা সুযোগটা হাতে আসার পর আমি আর দুর্বল হতে যাচ্ছি না।'

আগের মতোই দুজন লোক ঘরে এল। সুনেয়র হাতে একটা ওয়াকি-টকি তুলে দিল ওদের একজন। চ্যানেল ওপেন থাকায় লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল কা। ওয়ারেন ডিস্ট্রিক্টের একটা বস্তি ঘেরাও করেছিল ওরা, তারপর ভেতর থেকে কেউ গুলি ছুঁড়লে ভেতরে ঢুকে এক কুর্দিশ গেরিলা ও তার পরিবারের দেখা পায়। একই ফ্রিকোয়েন্সিতে এক সৈনিক অধস্তনদের হুকুম দিচ্ছিল, অধীনস্তরা 'মাই কমান্ডার' সম্বোধন করছিল তাকে। খানিক বাদে সেই একই সৈনিক সুনেয়কে প্রথমে আগাম তাদের পরিকল্পনার কথা বলে তার মতামত জানতে চাইল, এখন তাকে আরও বেশি করে বিপ্লবের নায়কের চেয়ে বরং পুরোনো স্কুল-বন্ধু মনে হচ্ছে।

'ছোটখাট এক লোক আছে, এখানে কার্সের ব্রিগেড কমান্ডার,' কা-র আগ্রহ দেখে বলল সুনেয়। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত আগ্রাসনের আশঙ্কায় মিলিটারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমান্ডার সারকামসে অনেক ভেতরে সবচেয়ে সেরা বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিল। প্রথম হামলার সময় এখানকার বেশির ভাগ লোক অন্তত পক্ষে ডাইভারশন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। আজকাল ওদের বেশিরভাগই আর্মেনিয়ার সাথে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্যেই রয়েছে।'

এবার কা-কে এরযারুম থেকে একই বাসে আসার পর প্রথম রাতে গ্রিন প্যাশ্চার কাফেয় প্রায় তিরিশ বছরের পুরোনো বন্ধু কর্নেল ওসমান নুরি গোলাকের সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা বলল সুনেয়। কুলেলি মিলিটারি একাডেমির পুরোনো সহপাঠী সে। সেই সময় কুলেলি মিলিটারি একাডেমির একমাত্র সেই পিরেন্দেলার নামের সাথে পরিচিত ছিল। সার্ত্রের নাটকের নাম বলতে পারত।

'আমার উল্টো শৃঙ্খলার অভাবে নিজেকে বহিস্কৃত করতে পারেনি সে, আবার মিলিটারিকেও পুরোপুরি মন থেকে মেনে নিতে না পারায় কোনওদিনই জেনারেল স্টাফ অফিসার হতে পারেনি। (অনেকে আছে যারা ফিসফিস করে বলে থাকে যে এমনিতেও জেনারেল হওয়ার মতো লম্বা নয় সে)। ক্রুদ্ধ, সমস্যাক্রান্ত মানুষ, তবে সেটা পেশাদারী কোনও ঝামেলার কারণে বলে মনে হয় না-আসল কারণ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বউ তাকে ছেড়ে যাওয়ায় একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। এখানে কোনও কাজ না থাকায় একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছিল তাকে। ক্ষুদে শহরের নানা গুজবের কারণে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও আসলে নিজেই সবচেয়ে বেশি গুজবের জন্ম দিত। অভ্যুত্থান ঘোষণার পর যেসব লাইসেন্স বিহীন কসাইদের উপর রেইড করেছি, কৃষি ব্যাংক ঋণ ও কোরান শিক্ষা নিয়ে বাজে আলাপ-আমাকে এসব সেই প্রথম বলেছে; একটু বেশি চিন্তিত ছিল সে। আমাকে দেখে দারুণ খুশি হলেও একাকীত্ব নিয়ে নানা অভিযোগ তুলছিল। তারপর ক্ষমা চাওয়ার ঢঙে এক ধরনের গলাবাজির সুরে বলেছে সেরাতে কার্সের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অফিসার ছিল সেই, তাই সকালে বেশ তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছিল তাকে। তার ব্রিগেডের কমান্ডার স্ত্রীর রিউমেটিজমের সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের সাথে আলাপ করতে সস্ত্রীক আংকারায় গিয়েছিল, ডেপুটি কর্নেলকে জরুরি মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্যে সারকামসে তলব করা হয়েছিল আর গভর্নর ছিলেন এরযারুমে। সব ক্ষমতা ছিল তারই হাতে। তখনও তুষারপাত বন্ধ না হওয়ায় অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এটা পরিষ্কার ছিল যে আরও কয়েকটা দিন পথঘাট বন্ধই থাকবে। আমি নিমেষে বুঝে গিয়েছিলাম যে সারা জীবন এমনি একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলাম। তাই বন্ধুর জন্যে আরেকটা ডাবল রাকির ফরমাশ দিয়েছিলাম!'

কয়েক মুহূর্ত আগে যার কণ্ঠস্বর শুনেছিল কা, আংকারা থেকে পাঠানো ইন্সপেক্টর মেজরের দাখিল করা রিপোর্ট অনুযায়ী সেই আসলে কর্নেল ওসমান নুরি গোলাক (বা মিলিটারি একাডেমির পুরোনো বন্ধুরা 'ক্রুকেড আর্ম' নামে ডাকতে পছন্দ করে)। মেজর আরও জানাল, এই কর্নেল প্রথমে একটা মিলিটারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যুত্থানের প্রস্তাবকে স্রেফ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই মনে করেনি, কেবল তাকে আমোদ দেওয়ার জন্যে রাকি টেবিলে বানানো জোক মাত্র; কিন্তু তারপরেও এই তামাশার সাথে তাল মিলিয়েছে সে, বলেছে দুটো ট্যাংক হলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। পরে পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করবে সে যত না সুনেয়র জোরাজুরির মুখে সাহসের মুখে কালিমা লেপার ইচ্ছা না থাকায়–সব চুকেবুকে যাবার পর ফলাফল সম্পর্কে আংকারা খুশি হবে বলে বিশ্বাস–ক্ষোভ, রোষ বা ব্যক্তিগত মহিমা পাওয়ার আশায় ততটা নয়। (মেজরের রিপোর্ট মোতাবেক সে অবশ্য বিষাদের সাথে ঝামেলার মুখে রিপাবলিক ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে একটা নারী সংক্রান্ত ঝামেলার ফায়সালা করতে এক আতাতুর্ক প্রেমী ডেন্টিস্টের বাড়িতে হানা দেওয়ার পর নিজের নীতির সাথে আপোস করেছিল)।'

ঘরবাড়ি ও স্কুল ঘরে তল্লাশী চালাতে আধা স্কোয়াড্রন লোক আর চারটা ট্রাক ও দুটো টি.আই. ট্যাংক কাজে লাগিয়েছে কর্নেল–খুচরো যন্ত্রপাতি দুস্প্রাপ্য বলে বেশ সাবধানতার সাথে চালাতে হয়েছে এগুলো–তবে এগুলোই ছিল তার কাজে লাগানো একমাত্র মিলিটারি সরঞ্জাম। যি দেমারকল ও তার বন্ধুদের মতো 'স্পেশাল টিমের উপর' দায় চাপিয়ে দেওয়া 'অব্যাখ্যাত' মৃত্যুগুলোকে' হিসাবে না ধরলে যা ঘটেছে তার বেশির ভাগই এই ধরনের ঘটনার বেলায় স্বাভাবিক। অন্য কথায়, এমআইটির কঠোর পরিশ্রমী কর্মকর্তা ও পুলিসই বেশির ভাগ কাজ সেরেছে–হাজার হোক, সারা শহরের সবার উপর বিস্তারিত ফাইল ছিল তাদের কাছে, মোট জনসংখ্যার দশভাগের এক ভাগকেই ইনফর্মার হিসাবে নিয়োগ দিয়ে রেখেছিল তারা। সত্যি বলতে, এই অফিসাররা ন্যাশনাল থিয়েটারে সেক্যুলারিস্টদের বিক্ষোভ আয়োজনের গুজবের খবর পয়ে এত খুশি হয়ে উঠেছিল যে আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিগ্রাম করে ছুটিতে দূরে চলে যাওয়া বন্ধুদের ডেকে পাঠিয়েছে, যাতে তারা মজা থেকে বঞ্চিত না হয়।

ওয়াকিটকিতে ভেসে আসা কথাবার্তা থেকে কা অনুমান করল যে ওয়াটার ডিস্টিক্টের সংঘর্ষ এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রথমে তিনটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে, তারপর বাতাসে ভেসে এল, তুষার ঢাকা সমতলের কারণে ক্ষীণ শোনাল। কা'র মনে হলো ওয়াকি-টকিতে চড়া হয়ে উঠলেই গুলির আওয়াজ ভালো শোনা যায়।

'নিষ্ঠুর হয়ো না,' ওয়াকি-টকিতে বলল সুনেয়। 'তবে বিপ্লবের ক্ষমতা বুঝতে দাও ওদের, বুঝিয়ে দাও আমাদের প্রতিজ্ঞা কত দৃঢ়।' বাম হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মাঝখানে চিবুক রেখে গভীর চিন্তিত ভাব ধরল সে। ভঙ্গিটা এতই দূরবর্তী যে সত্তর দশকের সুনেয়র ঠিক এরকম একটা ভঙ্গির কথা মনে পড়ে গেল কা-র, এক ঐতিহাসিক নাটকে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল সে। তবে এখন আর আগের সেই সুদর্শন ভাব নেই তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের উপর রাখা ১৯৪০ সালের আর্মি ইস্যু ফিল্ডগ্লাসটা তুলে নিল সুনেয়। তারপর গত দশ বছর ধরে আনাতোলিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর সময়কার পুরু জরাজীর্ণ ফেল্ট কোটটা নিয়ে ফারের টুপি মাথায় চাপিয়ে কা-র হাত ধরে ওকে বাইরে নিয়ে এল। বাইরের ঠাণ্ডা কা-কে থমকে দিল। কার্সের শীতল হাওয়ার সাথে তুলনা করতে গিয়ে মানুষের স্বপ্ন ও ইচ্ছা যে কত পলকা, রাজনীতি ও দৈনন্দিন জীবনের কুটিলতা কত তুচ্ছ, সেটাই মনে পড়ে গেল ওর। লক্ষ করল সুনেয়র বাম পা-টা ওর ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। নতুন করে ঢেকে যাওয়া পেভমেন্ট ধরে আগে বাড়ার পর উজ্জ্বল শাদা রাস্তাঘাটের শূন্যতায় অবাক হলো ও। গোটা শহরে সম্ভবত একমাত্র ওরাই বাইরে হাঁটছে বুঝতে পেরে আনন্দের একটা জোয়ার অনুভব করল ও। সুন্দর তুষার যখন ফাঁকা প্রাচীন ম্যানশনঅলা শহরকে ঢেকে ফেলে তখন তা মানুষকে জীবনের প্রেমে পড়তে বাধ্য না করে পারে না; ভালোবাসার ইচ্ছাও খুঁজে বের করে, কা-র মনে এরচেয়েও বেশি কিছু ছিল; প্রকৃত ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার ব্যাপারটাও উপভোগ করছিল ও।

'এটাই কার্সের সবচেয়ে সুন্দর অংশ,' বলল সুনেয়। 'গত দশ বছরে কার্সে এটা আমাদের থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির তৃতীয় সফর। প্রতিবার আলো যখন ফিকে হয়ে যায়, এখানেই আসি আমি, পপলার আর এলডার গাছের নিচে বসে গরু ও দোয়েল পাখির বিষণ্ণ কান্না শুনব বলে, দুর্গ, ব্রিজ আর চার শো বছর পুরোনো *হামামের* দিকে তাকিয়ে থাকব বলে।'

জমাট বাঁধা কার্স নদীর সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বাম তীরে মাথা তুলে দাঁড়ানো টিলার গায়ে ছড়ানো ছিটানো বস্তির দিকে তাকাল সুনেয়, ওগুলোর একটার দিকে ইঙ্গিত করল। ওই বাড়িটার ঠিক নিচে, রাস্তার ওপারে, একটা ট্যাংক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কা, আরও খানিকটা দূরে একটা আর্মি ট্রাক।

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা,' ওয়াকি-টকিতে বলল সুনেয়, ফিল্ডগ্লাসের ভেতর দিয়ে নজর চালাল সে। কয়েক মিনিট পরে দুটো গুলির আওয়াজ কানে এল—প্রথমে ওয়াকি-টকিতে, তারপর নদীটা যে উপত্যকার ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেটার উপরের হাওয়ায় ভেসে। এটা কি অভ্যর্থনার জানানোর কোনও কায়দা? ঠিক সামনে সেতুতে ঢোকার মুখে দুজন বডিগার্ড ওদের অপেক্ষায় ছিল। হতদরিদ্র বস্তি শহরের দিকে তাকাল ওরা—রাশান কামানের গোলা অটোমান পাশাদের ভিলাগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার একশো বছর পরে গরীবের দল অধিকার দাবী করার জন্যে হাজির হয়েছে—উল্টো তীরের পার্কের দিকে তাকাল ওরা, এককালে কার্সের বুর্জোয়াদের প্রাণ ছিল এটা, ওটার ওপাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো শহরের দিকে তাকাল।

'হেগেলই প্রথম লক্ষ করেন যে ইতিহাস ও নাটকের উপাদান একই,' বলল সুনেয়। 'মনে করো, থিয়েটারের মতোই ইতিহাস তাদেরই বেছে নেয় যারা মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকায় অভিনয় করে। অভিনেতারা যেমন তাদের মঞ্চে পরীক্ষিত হওয়ার সাহস দেখায়, ঠিক তেমনি ইতিহাসের মঞ্চের অল্প কয়েকজন তাই করে।'

গোটা উপত্যকাই এখন বিস্ফোরণের শব্দে কাঁপছে। কা ধরে নিল ট্যাংকের উপর বসানো মেশিনগানটা এখন কাজে লাগানো হচ্ছে। ট্যাংকের কামান থেকেও গোলা ছোঁড়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলো ফস্কে গেছে। পরের বিস্ফোরণগুলো হ্যান্ডগ্রেনেডের। চিৎকার করে চলেছে একটা কালো কুকুর। বস্তির দরজা খুলে মাথার উপর হাত তুলে বের হয়ে এল দুজন লোক। ভাঙা জানালার কাচে আগুনের শিখার ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছে কা। সারাক্ষণ খুশি মনে ডেকে চলেছে কুকুরটা। সামনে পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। জমিনে মাথা নিচু করে বসে থাকা লোকজনের কাছে গিয়ে লেজ নাচাচ্ছে। দূরে একটা কিছু দৌড়ে যেতে দেখল কা। তারপরই সৈনিকদের গুলির আওযাজ পেল। দূরের লোকটা লুটিয়ে পড়ল জমিনে। থেমে গেল সব শব্দ। অনেক পরে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে সুনেয়র মনোযোগ অন্যদিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

দেহরক্ষীদের পাহারায় বাইরের দৃশ্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দর্জির দোকানের দিকে পা চালাল ওরা। পুরোনো ম্যানশনের অসাধারণ সুন্দর বিচিত্র ওয়াল পেপারের দিকে তাকিয়ে কা বুঝতে পারল ওর মস্তিষ্ক ভেতরে অপেক্ষা করে থাকা নতুন কবিতাটাকে ঠেকানো যাবে না, এক কোণে সরে এল ও।

এই কবিতায়, পরে যেটার নাম রাখবে 'আত্মহত্যা ও ক্ষমতা', সুনেয়'র সাথে হাঁটার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে; ক্ষমতার রোমাঞ্চ, এই লোকের সাথে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব ও আত্মঘাতী মেয়েদের নিয়ে গুরু অপরাধবোধের বর্ণনা করেছে ও। পরে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে এই 'নিখুঁত ও সুবিবেচিত' কবিতাটিতে কার্সে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলী সবচেয়ে শক্তিশালী ও সত্যিকার প্রকাশ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেইশ

আল্লাহ ভালো জানেন
তুমি কীভাবে জীবন কাটাচ্ছ সেটাই আসল
সুনেয়র সাথে সামরিক হেডকোয়ার্টারে

কা কবিতা লেখা শেষ করেছে দেখে অগোছাল ওঅর্ক টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল সুনেয়, ওকে অভিনন্দন জানাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল। 'গতকাল থিয়েটারে তোমার পড়া কবিতাটাও বেশ আধুনিক ছিল,' বলল সে। 'আমাদের দেশের দর্শকরা আধুনিক শিল্পকলা বোঝার মতো সফিস্টিকেটেড নয়, ব্যাপারটা বড়ই লজ্জাজনক। একারণেই আমার শো-তে সব সময় বেলি ড্যান্সিং আর গোলকীপার ভুরালের স্বীকারোক্তি থাকে। লোকে যা চায় সেটাই দিই আমি। তারপর বাস্তব জীবনের নাটকের সত্যিকারের একটা ডোজ দিই। ইস্তাম্বুলে ব্যাংকের স্পন্সর করা ব্যুলেভার্দ কমেডি বানানোর চেয়ে আমি বরং উঁচু আর নীচু মানের শিল্পকে মেশাব। এবার বন্ধু হিসাবে বলো দেখি, পুলিস হেডকোয়ার্টার বা ভেটেনারি স্কুলের স্টেশনে ওরা তোমাকে যেসব ইসলামি সন্দেহভাজনকে দেখিয়েছে তাদের কাউকেই শনাক্ত করোনি কেন?'

'কারণ ওদের কাউকেই চিনতে পারিনি।'

'তোমাকে ব্লুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল যে ছেলেটি তার সাথে তোমার দহরম মহরম দেখে সৈন্যরাও তোমাকেও গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। এরই মধ্যে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল ওরা–বিপ্লবের এমন একটা সময় সেই জার্মানি থেকে এতদূর এসে হাজির হয়েছ তুমি, স্কুল ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করেছ। তোমাকে জেরা করার কথা বলেছিল ওরা–সামান্য নির্যাতন করতে চেয়েছিল–স্রেফ কিছু জানা যায় কিনা দেখতে। আমিই ওদের ঠেকিয়েছি। আমি তোমার গ্যারান্টর।'

'ধন্যবাদ।'

'একটা জিনিস কেউই বুঝতে পারছে না, তোমাকে ব্লুর কাছে নিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে চুমু খেয়েছিলে কেন।'

'কারণটা আমিও জানি না,' বলল কা। 'ছেলেটা সৎ ছিল, মন থেকে কথা বলছিল। আমার মনে হয়েছিল বুঝি শত বছর বেঁচে থাকবে সে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নেসিপের জন্যে তোমার এত খারাপ লাগছে। আসলে সে কেমন ছেলে ছিল জানতে চাও? তোমাকে একটা জিনিস পড়ে শোনাই।'

এক টুকরো কাগজ বের করল সে তাতে এই তথ্যগুলো রয়েছেঃ গত মার্চের একদিন, ছেলেটা স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, আরও একদল ছেলে ছিল তার সাথে, রমযান মাসে অ্যালকোহাল বিক্রি করায় ইট মেরে জয়াস বিয়র হলের জানালার কাঁচ ভেঙে পালাচ্ছিল ওরা। কিছুদিন প্রসপারিটি পার্টির ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে টুকটাক কাজ করেছে সে। কিন্তু সম্ভবত তার চরম দৃষ্টিভঙ্গি শঙ্কার সৃষ্টি করায় কিংবা ব্রেক ডাউনের শিকার হওয়ায় সেটা ছেড়ে দিয়েছিল, যা সবাইকে ভীত করে তুলেছিল (পার্টি হেডকোয়ার্টারে একাধিক ইনফারমার রয়েছে); ব্লুর ভক্ত ছিল সে, আঠার মাস ধরে ব্লুর নজরে থাকার সময় তার সাথে আলোচনার চেষ্টা করে আসছিল; একটা গল্পও লিখেছিল, মাত্র পঁচাত্তর সংখ্যা সার্কুলেশনের একটা পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিল সেটা। এমআইটি-র লোকেরা সেটাকে দুর্বোধ্য বলে রায় দিয়েছে। একই পত্রিকায় কদাচিৎ কলাম লেখে এমন এক অবসরপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট অশালীন ভাবে চুমু খেয়েছিল তাকে; তাই নেসিপ ও ওর বন্ধু ফাযিল লোকটাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করে (তাদের ডোশিয়ে অনুযায়ী এসব তথ্যে বলা হচ্ছে–হত্যাকাণ্ডের জায়গায় যে চিঠিটা ফেলে যাবার পরিকল্পনা করেছিল ওরা সেটার মূল আর্কাইভস থেকে চুরি করা হয়েছিল); বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে কথা বলতে বলতে বন্ধুবান্ধবদের সাথে হাসতে হাসতে আতাতুর্ক অ্যাভিনিউতে হাঁটাহাটি করতে দেখা গেছে নেসিপকে; এমনি একদিন হাঁটার সময় অক্টোবর মাসে ওদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটা চিহ্নবিহীন পুলিস কারের উদ্দেশে অশ্লীল ভঙ্গি করেছিল সে।

'এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে এমআইটি,' বলল কা।

'হুজুর শেখ সাদেত্তিনের বাড়িতে আড়ি পাতা হয়েছে, ওরা জানে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে সবার আগে তার হাতে চুমু খেয়েছ তুমি। ওরা জানে, অশ্রু সজল চোখে ওদের সাথে আলোচনায় আল্লাহকে ভালোবাসার কথা বলেছ–কিন্তু কারণটা ওরা বুঝতে পারেনি। বেশ কিছু বামপন্থী কবি ভয় পেয়ে দল পাল্টায়, তারা ভাবে এইসব লোক ক্ষমতায় আসার আগেই ধর্মকে বেছে নেওয়াটই ভালো।'

ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, টের পেল কা। সুনেয় একে দূর্বলতার লক্ষণ ধরে নিয়েছে বুঝতে পেরে আরও বেড়ে উঠল ওর গ্লানি।

'আমি জানি আজ সকালে তোমার দেখা ব্যাপারস্যাপার তোমাকে নিদারুণ বিচলিত করে দিয়েছে। পুলিস আমাদের ছেলেদের সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করেছে, বেশ কয়েকটা জানোয়ারের নাম আছে আমাদের হাতে যারা স্রেফ আমাদের জন্যে ছেলেদের গায়ে হাত তুলেছে। তবে ব্যাপারটা আপাতত এক পক্ষের উপর ছেড়ে দাও।'

কা-কে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার মতো আমিও শৈশবের দিনগুলোয় নিসাস্তাস আর বিয়োগলূর রাস্তাঘাটে ঘুরেছি। পশ্চিমা ছবির জন্যে রীতিমতো পাগল ছিলাম। দেখে সাধ মিটত না। সার্ত্রে আর যোলার সমস্ত লেখা পড়ে ফেলেছিলাম; বিশ্বাস করতাম আমাদের ভবিষ্যৎ ইউরোপের সাথে বাঁধা। গোটা দুনিয়ার ধ্বংস, আমাদের বোনদের জোর করে হিযাব পরতে বাধ্য করা, ধর্ম বিরোধী বলেই কবিতা নিষিদ্ধ করা–এরই মধ্যে ইরানে যেমন করা হয়েছে–এমন একটা দৃশ্য তুমি চিৎ হয়ে শুয়ে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলে বলে মনে হয় না। কারণ তুমি আমার জগতের মানুষ। টি.এস. এলিয়টের কবিতা পড়েছে গোটা কার্সে এমন আর একজনও নেই।'

'প্রসপারিটি পার্টির প্রার্থী মুহতার এলিয়ট পড়েছে,' বলল কা। 'কবিতায় ওর দারুণ আগ্রহ।'

'ওকে আর আটকে রাখারও কোনও দরকার নেই আমাদের,' একটু হেসে বলল সুনেয়। 'প্রতিযোগিতা থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে একটা বিবৃতিতে সই করে দিয়েছে সে। দরজায় প্রথম টোকা দেওয়া সৈনিকের হাতেই তুলে দিয়েছে ওটা।'

একটা বিস্ফোরণের শব্দ পেল ওরা। ঝনঝন করে উঠল জানালার কাচ, চৌকাঠগুলো কেঁপে উঠল। শব্দের উৎসের দিকে ফিরে জানালা দিয়ে বাইরে কার্স নদীর দিকে তাকাল ওরা। কিন্তু তুষার ঢাকা পপলার আর উল্টোদিকের অস্পষ্ট পরিত্যক্ত দালানকোঠা ছাড়া কিছুই দেখল না। ওদের দরজার এপাশের প্রহরীরা ছাড়া রাস্তায় আর কেউ নেই। এমনকি মাঝ সকালেও কা-র মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

'একজন ভালো অভিনেতা,' হালকা নাটকীয় ঢঙে বলল সুনেয়। 'শত শত বছর ধরে চলে আসা অজানা, অব্যাখ্যাত শক্তির অবশেষকে তুলে ধরে, আস্তে আস্তে শেখা বিদ্যাকে নিজের গভীরে লুকিয়ে রাখে সে, নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে বিস্ময়কর। কখনওই মনের কথা ফাঁস করে না সে; তার ক্ষমতা কত জানতে পারে না কেউ; যতক্ষণ না সে মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে। সারা জীবন অভিনয় করার জন্যে অচেনা পথে সবচেয়ে পরিত্যক্ত শহরে ঘুরে বেড়ায় সে; যেখানেই যাক না কেন সত্যিকারের মুক্তি এনে দেবে, এমন একটা কণ্ঠস্বরের সন্ধানে থাকে। সেই কণ্ঠস্বরের খোঁজ পেয়ে যাবার মতো ভাগ্যবান হলে নির্ভয়ে তাকে অলিঙ্গন করতে হয়, পথের একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করতে হয়।'

'দু-এক দিনের মধ্যেই তুষার গলে যাবার পর হত্যাযজ্ঞের জন্যে দায়ী লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে আংকারা,' বলল কা। 'তবে সেটা ওরা রক্তপাত সহ্য করতে পারে না বলে নয়, এযাত্রা মূল নায়ক থাকতে পারেনি বলেই ক্ষেপে উঠবে ওরা। কার্সের লোকজন তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার অদ্ভুত প্রডাকশন সম্পর্কেও একই মনোভাব হবে তাদের। তখন কী করবে তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডাক্তারকে দেখেছ তুমি। আমার হার্ট দুর্বল, রোগাক্রান্ত। বরাদ্দ করা আয়ুর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমাকে নিয়ে যাচ্ছেতাই করতে পারে ওরা। পরোয়া করি না,' বলল সুনেয়। 'এদিকে শোন। ওরা বলছে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাউকে–ধরা যাক, ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের খুনী–পাকড়াও করে জায়গা মতো তাকে ঝুলিয়ে দিয়ে সেটা টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করলে, শহরের সবাই মোমবাতির মতো চুপ মেরে থাকবে।'

'আগেই মোমবাতির মতো হয়ে গেছে ওরা,' বলল কা।

'শুনেছি ওরা নাকি সুইসাইড বম্বারদের কাজে লাগাতে যাচ্ছে।'

'কাউকে ফাঁসি দিলে তাতে কেবল আতঙ্কই বাড়বে।'

'ইউরোপিয়রা এখানে আমাদের কাজকারবার দেখার পর তোমার মনে জেগে ওঠা গ্লানির ভয় করছ? তুমি জানো, তোমার এত শ্রদ্ধার আধুনিক বিশ্ব কায়েম করতে গিয়ে কত শত লোককে ফাঁসি দিয়েছিল ওরা? ছেলেমানুষি ফ্যান্টাসির ফুরসত ছিল না আতাতুর্কের, প্রথম দিনই তোমার মতো লোকদের দড়ির মাথায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

'ব্যাপারটা ভালো করে মাথায় গেঁথে নাও,' বলল সুনেয়। 'হাজতে আজ যেসব মাদ্রাসার ছাত্রকে দেখেছ, ওদের সবার মনে তোমার চেহারা চিরকালের জন্যে খোদাই হয়ে গেছে। ওরা যে কারও দিকে, যেকোনও কিছুর উপর বোমা ফেলবে, যতক্ষণ ওদের কথা শোনা হচ্ছে ততক্ষণ তারা কেয়ার করে না। তাছাড়া, অনুষ্ঠানে তুমি কবিতা আবৃত্তি করায় ওরা ধরে নেবে তুমিও নাটকের চরিত্র ছিলে। একটা সেক্যুলার সেনাবাহিনীর পাহারা ছাড়া সামান্য পশ্চিমা মানসিকতার কারও পক্ষেও এই দেশে দম ফেলা সম্ভব নয়। তবে বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে বেশি পাহারার প্রয়োজন নেই আর কারও, তারা ভাবে তাদের চেয়ে ভালো আর কেউ নেই, সবাইকে তুচ্ছ করে তারা। আর্মি না থাকলে মরচে পড়া ছুরি হাতে ওদের আর ওদের মাঞ্জা মারা স্ত্রীদের উপর হামলে পড়ত ফ্যানাটিকরা, কুপিয়ে কিমা বানাত সবাইকে। কিন্তু বিনিময়ে এই আপস্টার্টরা কী করছে? তুচ্ছ ইউরোপিয় কেতাকে আঁকড়ে থাকে, তাদের মুক্তি নিশ্চিতকারী সৈনিকদের দিকে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদে নাক ঘুরিয়ে তাকায়। আমরা ইরানের পথ ধরলে তোমার মতো পরিজ হৃদয়ের কারও উদারপন্থী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যে জল ফেলার কথা মনে রাখতে যাবে বলে সত্যিই ভাবো তুমি? সেই সময় যখন আসবে, সামান্য পশ্চিমাপন্থী হওয়ার কারণে, ভয় পেয়ে সামান্য একটা সুরার আয়াত ভুলে যাওয়ায়, এমনকি টাই বা ওই কোটটা পরার কারণেই স্রেফ খুন করে ফেলবে। আচ্ছা, সুন্দর কোটটা কোত্থেকে কিনেছ? নাটকের সময় গায়ে দেওয়া যাবে?'

'অবশ্যই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার সুন্দর কোটটা যাতে ফুটো না হয় স্রেফ সেজন্যেই তোমার সাথে একটা বডিগার্ড দিচ্ছি। কিছুক্ষণের ভেতর টেলিভিশনে একটা ঘোষণা দিতে যাচ্ছি আমি। আজ দুপুরে কার্ফ্যু উঠে যাচ্ছে। তো রাস্তা থেকে দূরে থেক।'

'কার্সে এমন ভয়ঙ্কর কোনও ইসলামিস্ট আছে বলে মনে হয় না যার ভয়ে বাইরে যেতে পারব না।'

'যা হওয়ার হয়ে গেছে,' বলল সুনেয়। 'সবার উপরে ওরা জানে একমাত্র আমাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেই ওদের পক্ষে এই দেশ শাসন করা সম্ভব। সময়ে সময়ে আমাদের ভীতি বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আর্মি ও সরকারকে এইসব ভয়ানক ফ্যানাটিকদের সামলাতে না দিলে আবার সেই মধ্যযুগে ফিরে যাব, হারিয়ে যাব অরাজকতায়, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যর বহু জাতি এরই মধ্যে যে ধ্বংসের পথে চলেছে সেই পথে চলতে হবে।'

তার নিখুঁত ভঙ্গি, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর, দর্শকদের মাথার অনেক উপরে কাল্পনিক কোনও বিন্দুর দিকে ঘন ঘন দীর্ঘ সময় তাকানো–কা-র মনে আছে বিশ বছর আগে সুনেয়কে মঞ্চে ঠিক একই ভাব করতে দেখেছিল ও। তবে তাতে হাসি এল না ওর। নিজেও এই একই সেকেলে নাটকের একজন কুশীলব হতে পারলে ভালো হত বলে মনে হলো ওর।

'আমার কাছে কী চাও তুমি?' জানতে চাইল কা। 'ঝেড়ে কাশো।'

'আমি না থাকলে এই শহরে এখন পিনির উপর মাথা জাগিয়ে রাখতে দারুণ কষ্ট হতো তোমার। ইসলামিস্টদের প্রতি যতই অনুরক্ত হও না কেন, তোমার কোট ফুটো হতোই। এখানে আমিই তোমার একমাত্র বন্ধু। কার্সে একমাত্র আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি–আমার বন্ধুত্ব ছাড়া অচিরেই পুলিস হেডকোয়ার্টারের নিচের একটা সেলে কাঁপতে হবে তোমাকে, নির্যাতনের অপেক্ষা করতে হবে। *রিপাবলিকানে* তোমার বন্ধুরা তোমার উপর বিশ্বাস রাখেনি, রেখেছে আর্মির উপর। কোথায় দাঁড়িয়ে আছো জেনে রাখ।'

'জানি।'

'তাহলে আজ সকালে পুলিসের কাছে কী চেপে গেছ সেটা বলো আমাকে। তোমার মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা অপরাধ স্বীকার করো।'

'মনে হয় এখন আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে শুরু করতে পারি আমি,' হেসে বলল কা। 'এটা হয়তো নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা একটা ব্যাপার।'

'নিজেকে প্রতারিত করছ তুমি! আল্লাহয় বিশ্বাস করলেও একাকী বিশ্বাসের কোনও মানে নেই। ঠিক গরীবদের মতো করেই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে, ওদের একজনে পরিণত হতে হবে। কেবল ওরা যা খায় তা খেয়ে, ওদের মতো জীবন যাপন করে, একই চুটকি শুনে হেসে, ওদের সাথে রাগ করেই কেবল আল্লাহয় বিশ্বাস করতে পারো তুমি। তুমি ভিন্ন জীবন যাপন করলে ওদের মতো একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহর ইবাদত করা হবে না। এটা যুক্তি বা তর্কের কোনও প্রশ্ন নয়, আল্লাহই ভালো করেই জানেন, আসল কথা তুমি কীভাবে তোমার জীবন কাটাচ্ছ। তবে ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে এসব জিজ্ঞেস করব না। আধঘণ্টার মধ্যে কার্সের জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতে টেলিভিশনে যাচ্ছি আমি। ওদের সুসংবাদ দিতে চাই। বলতে চাই ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের ঘাতককে আটক করেছি আমরা। এই লোকই মেয়রকে হত্যা করেছে, এমন জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সকালে তুমি তাকে শনাক্ত করেছ, বলতে পারি তো? তারপর টেলিভিশনে গিয়ে পুরো ঘটনা বলবে তুমি।'

'কিন্তু আমি তো কাউকে শনাক্ত করিনি।'

নাটকীয়ভাবে সম্পর্কহীন এক ধরনের ক্রোধের সাথে কা-র হাত জাপ্টে ধরল সুনেয়, তারপর ওকে কামরার বাইরে এনে ভেতরের উঠানে খোলা আরেকটা উজ্জ্বল কামরায় নিয়ে এল। এক নজর তাকানোই ঘরটার প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করার জন্যে যথেষ্ট ছিল; আবর্জনা নয়, বরং বিশ্রী পরিবেশ। জানালার ল্যাচ আর দেয়ালের একটা পেরেকের মাঝখানে বাঁধা দড়িতে স্টকিংস ঝুলছে। এক কোণে একটা খোলা স্যুটকেসে একটা হেয়ার ড্রেসার, একজোড়া দস্তানা ও ফান্দা এসারের মাপের একটা বিরাট ব্রা দেখতে পেল কা। স্যুটকেসের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে খোদ ফান্দা এসার। তার সামনের টেবিলের উপর কাগজ আর অসংখ্য কসমেটিকসের বিরাট স্তূপ, একটা গামলা রাখার জায়গা বের করতে ওগুলো একপাশে সরিয়ে রেখেছে সে। স্টু কিংবা ফল নাকি স্যুপ, ভাবল কা। খেতে খেতে পড়ছে সে।

AMARBOI.COM

'আধুনিক শিল্পের নামে এখানে এসেছি আমরা...নখ আর মাংসের মতো পরস্পরের সাথে মিশে আছি,' কা-র বাহু আরও জোরে চেপে ধরে বলল সুনেয়। সে কী বলতে চাইছে ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না কা। সুনেয়ও যেন বুঝতে পারছিল না এটা জীবন নাকি নাটক।

'গোলকীপার ভুরাল নিখোঁজ হয়ে গেছে,' বলল ফান্দা এসার। 'সকালে বাইরে গিয়েছিল, তারপর আর ফেরেনি।'

'কোথাও টাল হয়ে পড়ে আছে,' বলল সুনেয়।

'কিন্তু কোথায়?' জানতে চাইল তার স্ত্রী। 'সব কিছু বন্ধ। রাস্তায় কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সৈন্যরা তল্লাশি শুরু করেছিল। আমার ভয় হচ্ছে, তাকে হয়তো অপহরণ করা হয়েছে।'

'আল্লাহ যেন তাই করেন,' বলল সুনেয়। 'ওরা ওকে জীবন্ত ছাল ছড়িয়ে জিভ কেটে নিলেই বরং আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।'

ওদের কর্কশ আচরণ আর কাঠখোট্টা কথাবার্তা সত্ত্বেও আড্ডা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলা কথায় ওদের মানসিক বোঝাপোড়ার সম্পর্কে এমন একটা কিছু ছিল, এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের সমীহ, এমনকি খানিকটা ঈর্ষা বোধ না করে পারল না কা। ফান্দা এসারের সাথে চোখাচোখি হওয়া মাত্র আপনাআপনি এমনভাবে মাথা নোয়াল যে আরেকটু হলেই মেঝেতে মাথা ঠুকে যেত।

'ম্যাডাম, গত রাতে সত্যিকারের আলোড়ন ছিলে তুমি,' এক ধরনের প্রভাবিত কণ্ঠে বলল ও, তবে তারপরেও তাতে আন্তরিক শ্রদ্ধার ছাপ রয়ে গেল।

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' ক্ষীণ বিব্রত ভঙ্গিতে বলল সে। 'আমাদের কোম্পানিতে শিল্পী নয়, আসলে দর্শকরাই মাস্টারপিস তৈরি করে।'

স্বামীর দিকে ফিরল সে। দুজনে আলাপ শুরু করল। নানান গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চাপে থাকা রাজা রানির মতো এক প্রসঙ্গ থেকে লাফিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে। টেলিভিশনে স্বামীর আসন্ন আবির্ভাবের জন্যে কোন পোশাকটা (সিভিলিয়ান পোশাক? মিলিটারি উর্দি? কালো টাই?) মানানসই হবে সেটা নিয়ে ওদের দুজনের বিতর্ক তারিফ আর আমোদের মিশেলের সাথে লক্ষ করে গেল ও; বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা করল ওরা (ফান্দা এসার অংশ বিশেষ লিখেছে), আগের সফরগুলোর সময় যে হোটেলে ছিল ওরা সেটার মালিকের জবানবন্দী নিয়ে আলোচনা করল (বারবার সেনাবাহিনীর তল্লাশি চালাতে আসা আর আনুকূল্য পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে অবশেষে সন্দেহজনক মনে হওয়া দুজন তরুণ অতিথিকে ধরিয়ে দিয়েছে সে); সব শেষে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল ওরা, ওটার উপর কেউ একজন বর্ডার সিটি টেলিভিশনের সময়সূচি লিখে রেখেছে (ন্যাশনাল থিয়েটারের জাঁকাল অনুষ্ঠানের চতুর্থ বা পঞ্চমবারের মতো পুনঃপ্রচার, তিনবার সুনেয়র ভাষণ, বীরত্ব আর সীমান্ত ভূমি নিয়ে লোকগীতি; কার্সের সৌন্দর্য ভিত্তিক ভ্রমণকাহিনী আর *ক্যালজার* নামে এক তুর্কি ছবি)। আগাগোড়া পড়ল ওরা, তারপর ওদের অনুমোদন পেল ওটা।

'এখন,' বলল সুনেয়, 'আমাদের এই কবি প্রবরকে নিয়ে কী করা; যার বুদ্ধিবৃত্তি ইউরোপের, মনটা আবার মাদ্রাসার ফ্যানাটিকদের হাতে, যার মাথা বিগড়ে গেছে?'

'ওর চেহারাতেই ফুটে আছে সেটা,' মিষ্টি হেসে বলল ফান্দা। 'ভালো ছেলে। আমাদের সাহায্য করবে ও।'

'কিন্তু ও-তো ইসলামিস্টদের জন্যে কেঁদে মরছে।'

'তার কারণ ও প্রেমে পড়েছে,' বলল ফান্দা এসার। 'গত দুদিনে আমাদের এই কবি আবেগে ভেসে গেছে।'

'তাই, আমাদের কবি প্রেমে পড়েছে?' একটু অতিরঞ্জিত ভাব করে জানতে চাইল সুনেয়। 'একমাত্র প্রকৃত কবিরাই বিপ্লবের সময় তাদের অন্তরে প্রেমকে প্রবেশ করতে দেয়।'

'ও খাঁটি কবি নয়, খাঁটি প্রেমিক,' বলল ফান্দা এসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রান্তিহীন কৌশলে স্বামী-স্ত্রী দৃশ্যটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় একাধারে নিজেকে ক্ষুব্ধ আর বোকা ঠেকল কা-র। খানিক পরে স্টুডিওতে ফিরে বিরাট টেবিলে বসে কফি খেল ওরা।

'কথাটা তোমাকে বলছি যাতে বুঝতে পারো আমাদের সাহায্য করাটাই কেন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' বলল সুনেয়। 'কাদিফে ব্লুর রক্ষিতা। রাজনীতি নয়, ব্লুকে কার্সে ডেকে এনেছে প্রেম। ওকে গ্রেপ্তার না করার কারণ সে কোনও ইসলামিস্ট তরুণ দলের সাথে কাজ করছে জানতে চায় ওরা। গত রাতে মাদ্রাসার ডরমিটরি রেইড করার ঠিক আগে সে ধোঁয়ার মতো উধাও হয়ে যাওয়ায় এখন ওরা দুঃখ করছে। কার্সের সমস্ত ইসলামিস্ট তরুণ এখন আটক রয়েছে। শহরেরই কোথাও আছে সে, তোমার সাথে ফের দেখা করতে চাইবেই। তোমার পক্ষে আমাদের খবর দেওয়া কঠিন হবে। তাই আমার পরামর্শ, আমরা তোমার গায়ে দু-একটা মাইক্রোফোন সেঁটে দেব; তোমার কোটে ট্রান্সমিটার লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে—ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের মতোই প্রতিরক্ষা পাবে তাহলে, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি মিটিং সেরে বের হয়ে আসার পর আমরা তাকে পাকড়াও করতে পারব।' কা-র চেহারা দেখেই সুনেয় বুঝে গেল ওর প্রস্তাব মেনে নেয়নি ও। 'আমি জোর করতে যাব না,' বলল সে। 'তোমাকে দেখে মনে হয় না, তবে তোমার আজকের আচরণ থেকে বোঝা গেছে যে তুমি সাবধানী লোক। তুমি অবশ্যই নিজের দেখভাল করতে পারার মতো মানুষ, কিন্তু তারপরও বলব কাদিফের আশপাশে অনেক সাবধান থাকতে হবে তোমাকে। আমাদের সন্দেহ সে যা শোনে সবই ব্লুকে বলে দেয়, রোজ সন্ধ্যায় ডিনারের অতিথিদের সাথে ওর বাবার কথাবার্তাও। এটা খানিকটা বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার রোমাঞ্চ, তবে ব্লুর সাথে সে প্রেমের বাঁধনে বাঁধা বলেও। এই আবেগের শক্তি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

'কাদিফের পক্ষে?' জানতে চাইল কা।

'না,' অধৈর্য সুরে বলল সুনয়ে। 'ব্লুর জন্যে আবেগের কথা বোঝাচ্ছি। খুনীটার এমন কী আছে যে সবাই তার ভক্ত হয়ে যায়? কেন তার নাম গোটা আনাতোলিয়ায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে? তুমি তার সাথে কথা বলেছ, আমাকে রহস্যটা খুলে বলতে পারবে?'

ফান্দা এসারকে প্লাস্টিকের চিরুণী দিয়ে খুব যত্নের সাথে স্বামীর ম্লান চুল আঁচড়াতে দেখে কার মনোযোগ সরে গেল, চুপ করে গেল ও।

'আমি চাই আমার টেলিভিশন ভাষণটা তুমি শোন,' বলল সুনেয়। 'আমার সাথে আর্মি ট্রাকে চলে এসো। যাবার পথে তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দেওয়া যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভেতরই কার্ফ্যু উঠে যাবার কথা। ভদ্রভাবে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিল কা, পায়ে হেঁটেই হোটেলে ফিরে যেতে পারবে কিনা জানতে চাইল ও। অনুমতি মিলল।

আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর প্রশস্ত ফাঁকা পেভমেন্টের উপর দিয়ে হাঁটতে পেরে, সাইড স্ট্রিটে জমাট বাঁধা তুষারের নৈঃশব্দ্য শুনতে পেরে, আবারও তুষার ঢাকা রাশান ঘরবাড়ি আর অলিভার গাছপালার দিকে তাকাতে পেরে, স্বস্তি বোধ করল কা, কিন্তু অচিরেই টের পেল অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। রাস্তা পার হয়ে হালিত পাশা অ্যাভিনিউতে এল ও, তারপর বাম দিকে বাঁক নিয়ে লিটল কাযামবে-তে উঠল। ওর নাগাল পেতে তুষারের উপর দিয়ে দুদ্দাড় করে এগিয়ে আসতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল গোয়েন্দা প্রবর। লোকটার সাথে সাথে নীল ফুটকিঅলা কালো কুকুরটাই দৌড়ে আসছে, আগের রাতে স্টেশনে ওটাকে ছুটে বেড়াতে দেখেছিল কা। ইউসুফ পাশা ডিস্ট্রিক্টের একটা ওঅর্কশপের দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিল ও; মনে মনে ভাবল রেহাই পাওয়া যাবে এতে, কিন্তু নিমেষেই নিজেকে ধাওয়াকারীর মুখোমুখি আবিষ্কার করল।

'গোয়েন্দাগিরির জন্যে নাকি প্রতিরক্ষার জন্যে আমার পিছু নিয়েছ তুমি?'

'সেটা কেবল আল্লাহই জানেন, স্যার। আপনার কাছে যেটা সুবিধাজনক, আমি তাতেই সন্তুষ্ট।'

কিন্তু লোকটাকে এতই ক্লান্ত আর পর্যুদস্ত মনে হচ্ছিল যে নিজেকে বাঁচানোই তার পক্ষে কঠিন হবে বলে মনে হলো কা-র। অন্তত ষাট বছর বয়স হবে তার। চেহারায় বলীরেখার ছড়াছড়ি, কুঁচকে রয়েছে, গলার স্বর সরু, চোখের জ্যোতি উধাও হয়ে গেছে; নিস্তেজ দৃষ্টিতে কা-র দিকে তাকাল সে। বেশির ভাগ পুলিসের দিকে লোক যেমন ভীত সন্ত্রস্ত চোখে তাকায়। তুরস্কের অন্যান্য শাদা পোশাকের পুলিসের মতোই সামারব্যাংক শূ পরেছে সে; জুতোর সোল ক্ষয়ে আলগা হয়ে আসার দশা হয়েছে দেখে করুণা বোধ করল কা।

'তুমি পুলিসের লোক, তাই না? সাথে আইডেন্টিটি কার্ড থাকলে ওটা দেখিয়ে ওদের গ্রিন প্যাশ্চার কাফে খুলতে বাধ্য করে একটু বসার ব্যবস্থা করো।'

বেশিক্ষণ রেস্তরাঁর দরজায় টোকা দিতে হলো না ওদের, শিগগিরই খুলে গেল ওটা। কা আর সাফফেত নামের ডিটেক্টিভ সুনেয়র বক্তৃতা শুনতে শুনতে কালো কুকুরের সাথে রাকি আর পনিরের প্যাস্ট্রি ভাগাভাগি করে খেল। সুনেয়র ভাষণ কা-র ছেলেবেলার সামরিক অভ্যুত্থানের নেতাদের ভাষণের চেয়ে আলাদা কিছু নয় মোটেই। আসলে সুনেয় কুর্দিশ আর ইসলামি উগ্রপন্থীদের 'আমাদের বিদেশী শত্রুদের' ভাড়া খাটা লোক আর কেবল ভোটে জয়লাভ করার জন্যে যেকোনও কিছু করতে প্রস্তুত রাজনীতিবিদদের কার্সকে ধ্বংসের দোর গোড়ায় এনে দাঁড় করানোর অভিযোগ তুলে তাদের মানহানি করার পর্যায়ে আসতে আসতে রীতিমতো ক্লান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ করল কা। ও যখন দ্বিতীয় দফা রাকি পান করছে, সুনেয়র দিকে সম্মানের সাথে ইঙ্গিত করে ডিটেক্টিভ আবার টেলিভিশনের দিকে ওর মনোযোগ ফিরিয়ে আনল। কীভাবে যেন তার চেহারা বদলে গেছে। এখন আর কাহিল দর্শন ডিটেক্টিভ নেই সে, দরখাস্ত দাখিল করতে যাওয়া দুর্ভোগের শিকার সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়েছে। 'এই ভদ্রলোকে আপনি চেনেন, তারচেয়ে বড় কথা তিনি আপনাকে সম্মান করেন' আবেদনের সুরে বলল ডিটেক্টিভ। 'আমি আশা করছি, আমার বিনীত অনুরোধটুকু আপনি রক্ষা করতে পারবেন। আপনি তার কাছে ব্যাপারটা তুলে ধরতে পারলে আমি এই নারকীয় জীবন থেকে বাঁচতে পারি। দয়া করে তাকে বলুন আমাকে বিষ অনুসন্ধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে যেন অন্য কোনও কাজে দেন তিনি।'

কা-র জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে উঠে কাফের দরজা বন্ধ করতে এগিয়ে গেল সে। তারপর আবার টেবিলে এসে 'বিষ অনুসন্ধানের' ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল। নিজের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বেচারা ডিটেক্টিভের। কা-র আগেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকা মগজে সরাসরি রাকি ঢুকে পড়েছিল বলে বিভ্রান্ত কথাবার্তার তাল রাখা ওর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

ঘটনার শুরু মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে বেশ কাছে, শহরের প্রাণকেন্দ্রে মডার্ন বুফে নামে এক স্ন্যাক বারে। অনেক সৈনিকই স্যান্ডউইচ আর সিগারেটের জন্যে যেত ওখানে; তবে ইদানীং সন্দেহ করা হচ্ছিল যে ওখানে বিক্রি করা দারুচিনি শরবতে বিষ মেশানো হয়। ইস্তাম্বুলের এক ইনফ্যান্ট্রি অফিসার ট্রেইনি ছিল এর প্রথম শিকার। দুই বছর আগে, দারুণভাবে ভীতি জাগানো এক কষ্টকর মহড়ার সময় এই অফিসারের এমন জ্বর হলো যে সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল তার, দাঁড়াতেই পারছিল না সে। ওতে ইনফারমারিতে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা অচিরেই স্থির করে যে ওকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। এটা শুনে অফিসারটি মারা যাচ্ছে ভেবে লিটল কাযাম-বে আর কাযাম কারাবাকিরের মোড়ের স্ন্যাক বারের মশলাদার শরবতকে দায়ী করে–স্রেফ নতুন একটা কিছু চেখে দেখার জন্যেই ওটা খেয়েছিল বলে উল্লেখ করে সে।

প্রথমে ব্যাপারটাকে স্রেফ ফুড পয়জনিংয়ের একটা দুর্ঘটনামূলক ব্যাপার মনে করা হয়েছিল। ফলে অচিরেই তা ভুলে গেল সবাই। কিন্তু অল্পদিন বাদেই আবার সেই একই ইনফারমারিতে একই রকম উপসর্গ নিয়ে আরও দুজন অফিসার এসে হাজির হলে নতুন করে ভাববার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রথমজনের মতোই থরথর করে কাঁপছিল ওরা, কথা তো বলতে পারছিলই না, আবার বেশিক্ষণ সোজা দাঁড়িয়েও থাকতে পারেনি বলে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। ওরা দুজনও স্রেফ কৌতূহল বশত খাওয়া দারুচিনি শরবতকেই দায়ী করল। এরপর দেখা গেল এক কুর্দিশ বুড়ি আতাতুর্ক ডিস্ট্রিক্টে নিজের বাড়িতে এ জিনিস বানাচ্ছে। সবাই সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ করছে। তো তার নাতী শরবতটা তাদের স্ন্যাক বারে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ধরপাকড়ের পরপর কার্স মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে চালানো জেরার সময় এই তথ্য বের হয়ে আসে। কিন্তু গোপনে সংগ্রহ করা বুড়ী দাদীমার শরবতের নমুনা ভেটেনারি স্কুলে পরখ করার পর বিষের কোনও আলামত মেলেনি।

জেনারেল তার স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলার পর যখন ভয় আর হতাশার সাথে জানতে পারলেন যে তার স্ত্রীও বাত রোগের উপশমের আশায় রোজ কয়েক কাপ করে ওই শরবত খাচ্ছে, তখন তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হলো। আসলে বেশ কয়েকজন অফিসারের স্ত্রী আর বহু অফিসার বিপুল পরিমাণে এই পানীয় গিলে আসছিল–কারণ হিসাবে সবাই স্বাস্থ্যের কথা বললেও আসলে কারণটা ছিল সামান্য একঘেয়েমী। আরও তদন্তের পর জানা গেল এই হুজুগের বেলায় কেবল অফিসার আর স্ত্রীরাই নয়, ছুটিতে থাকা সৈনিক ও তাদের বেড়াতে আসা পরিবারের সদস্যরাও ওখানে যাওয়া আসা করছে। তার আংশিক কারণ স্ন্যাক বারটা এত কাছে যে দিনে অন্তত বার দশেক ওটার পাশ দিয়ে যাওয়া হতো, তবে মূল কারণ, ওই শরবতই ছিল কার্সের একমাত্র নতুন জিনিস।

জেনারেল তার আবিষ্কার তদন্তের সাথে মেলানোর পর এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে পুরো ব্যাপারটা এমআইটি আর আর্মি ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিলেন তিনি। আর্মি কুর্দিশ পিকেকে গেরিলাদের বিরুদ্ধে বুনো বিরোধে যত বেশি অগ্রসর হলো ততই দুর্বল, হতাশায় ডুবে থাকা বেকার কুর্দিশ তরুণদের মনোবল কমে আসতে লাগল, সেই সাথে তারাও দমে যেতে লাগল। এই অবস্থা এই তরুণদের কাউকে কাউকে প্রতিশোধের অদ্ভুত আর ভীতিকর স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করে তুলল, শহরের কফি হাউসগুলোতে দিনের পর দিন ঝিমিয়ে সময় কাটানো অনেক ডিটেক্টিভ যেমন জানিয়েছে। তরুণদের বোমাবাজি আর অপহরণের পরিকল্পনা, আতাতুর্কের মূর্তির উপর সম্ভাব্য হামলা, শহরের পানি সরবরাহে বিষ প্রয়োগের পরিকল্পনা ও এখানকার সেতু উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের কথাও শুনতে পেয়েছে তারা। এই কারণেই অফিসাররা দারুচিনি শরবতের আতঙ্ককে এত ভয়ের সাথে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটার মারাত্মক স্পর্শকাতরতার কারণে স্ন্যাক বারের মালিককে জেরা বা নিপীড়ন করতে পারছিল না ওরা। বরং গভর্নরের অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজন ডিটেক্টিভকে কেবল মডার্ন বুফেই নয়, বুড়ো দাদীর রান্নাঘরেও অনুপ্রবেশের দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়, ততদিনে রমরমা ব্যবসার কারণে যারপরনাই ফূর্তিতে ছিল সে।

স্ন্যাক বারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ডিটেক্টিভ দাদীমার দারুচিনি শরবতের নতুন পরীক্ষার-ব্যবস্থা করল; কোনও অচেনা পাউডারের চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে এখানকার গ্লাস, বাঁকানো হাতলের রাখো তাপপ্রতিরোধক হোল্ডার, চেঞ্জ বক্স, বেশ কিছু মরচে ধরা ফুটো আর কর্মচারীদের হাত পরখ করল। এক সপ্তাহ পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেও বিষক্রিয়ার একই লক্ষণের শিকারে পরিণত হয়। কাশি আর কাঁপুনির কারণে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল সে।

দাদীমার রান্নাঘরে যাকে রোপন করা হয়েছিল, সেই ডিটেক্টিভ অবশ্য অনেক বেশি পরিশ্রমী ছিল। রোজ রাতে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট লিখত সে, কেবল সেদিন রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা লোকজনের নামেরই লিস্ট করত না সে, বরং বয়স্কা মহিলার কেনা প্রত্যেকটা জিনিসের নাম (গাজর, আপেল, বরই, শুকনো মালবেরি, বেদানা, ফুল, বুনো গোলাপ আর মার্শম্যালো) লিখে রাখত। তার রিপোর্ট থেকে অচিরেই বহুল প্রশংসিত ও ক্ষুধা বাড়ানো পানীয়র রেসিপি ফাঁস হয়ে যায়। দিনে পাঁচবার বা ছয় বার কারাফে পানকারী ডিটেক্টিভ কোনও রকম অসুস্থতারই কবলে পড়ল না। আসলে তার কথা অনুযায়ী এটা ছিল একটা খাঁটি টনিক, একেবারে নির্ভেজাল পাহাড়ী শরবত, ঠিক বিখ্যাত কুর্দিশ মহাকাব্য *মেম এ যিন*-এ যেমন দেখা যায়। কুর্দিশ হওয়ায় আংকারা থেকে পাঠানো বিশেষজ্ঞরা এই ডিটেক্টিভের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলল। তার রিপোর্ট থেকে তারা এটা বের করে আনে যে কুর্দিশদের জন্যে নয় বরং তুর্কিদের পক্ষেই এই শরবত ক্ষতিকর, কিন্তু কুর্দ আর তুর্কিদের ভেতর কোনও পার্থক্য না থাকার সরকারী অবস্থানের কারণে এই সিদ্ধান্তটুকু নিজেদের ভেতরই গোপন রাখে তারা।

এই পর্যায়ে এক দল ডাক্তারকে ইস্তাম্বুল থেকে স্যোসাল ইন্স্যুরেন্স হাসপাতালে এক বিশেষ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার জন্যে পাঠানো হয়। তবে অচিরেই স্রেফ বিনে পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার আশায় হাজির হওয়া সাধারণ তুর্কিদের দখলে চলে যায় সেটা। চুল পড়া, প্রেস্ট্রেট সমস্যা, হার্নিয়া আর তোতলানোর মতো খোঁড়া অসুস্থতার অজুহাতে এসে হাজির হওয়া কিছু তথাকথিত অক্ষমদের কথা তো বলাই বাহুল্য। এমনি স্ট্যাম্পিড তদন্তের উপর এক দীর্ঘ ছায়া মেলে দিয়েছিল।

তো শহরকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে চলা ও এরই মধ্যে হাজার হাজার সৈনিকের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তোলা শরবতের রহস্য উদ্ধারের দায়িত্ব ফের কার্স ইন্টেলিজেন্সের হাতে এসে পড়ে। শহরের চেতনা গুঁড়িয়ে যাওয়ার আগেই ষড়যন্ত্রকারীদের পাকড়াও করতে হবে এমআইটিকে। কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টের একজন সাফফেত। বেশিরভাগকেই স্রেফ বলে দেওয়া হয়েছে দাদীমার এত আনন্দের সাথে বানানো শরবত যারা পান করছে তাদের অনুসরণ করার জন্যে। এটা আর কোন পথে বিষ কার্সের ছড়িয়ে পড়ছে সেটা বের করার তদন্ত রইল না, বরং যারা বিষে আক্রান্ত হয়েছে তাদের থেকে অনাক্রান্তদের আলাদা করার একটা প্রয়াসে পরিণত হলো। এই কাজটা সারার জন্যে ডিটেক্টিভরা দাদীমার দারুচিনি পানীয়র খদ্দের সমস্ত সৈনিক ও শাদা পোশাকের পুলিসদের অনুসরণ করছিল—অনেক সময় একেবারে বাড়ি পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ক্লান্তিকর, কষ্ট সাপেক্ষ মিশন কেবল ডিটেক্টিভের জুতোর তলিই ক্ষয় করেনি বরং তার আত্মাকেও শেষ করে দিয়েছে জানতে পেরে ব্যাপারটা সুনেয়র কানে তোলার প্রতিজ্ঞা করল কা: এখনও টেলিভিশনে প্রচারিত বক্তৃতা শেষ করতে পারেনি সে।

ওর প্রতিজ্ঞায় এমন খুশি হলো ডিটেক্টিভ, কৃতজ্ঞতার সাথে কা-কে জড়িয়ে ধরে দু গালেই চুমু খেল সে, তারপর নিজের হাতে দরজার খিড়কি খুলে দিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চব্বিশ

আমি, কা

ছয়কোণা তুষারকণা

তুষার ঢাকা রাস্তাঘাটের শূন্য সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আবার হোটেলের পথ ধরল কা, খুব কাছ ঘেঁষে পেছন পেছন আসছে কালো কুকুরটা। আইপেককে চট করে একটা চিরকুট পাঠালো ও–*জলদি এসো!*–রিসিপশনিস্ট সেভিতকে দ্রুত ওটা ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলে উপরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। অপেক্ষায় থাকার সময় মায়ের কথা ভাবল ও, কিন্তু অচিরেই ওর ভাবনা বদলে গিয়ে ফের আইপেকের দিকে বাঁক নিল; এখনও আসেনি ও। খুব বেশি সময় পার হলো না, তার আগেই এমন এক কষ্টে আন্দোলিত হলো যে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো, বোকার মতো প্রেমে পড়েছে ও–বা কার্সে আসাটা মোটেই উচিত হয়নি। বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

কা হোটেলে ফিরে আসার আটত্রিশ মিনিট পেরুনোর পর ওর রুমে এল আইপেক। 'কোল সেলারে যেতে হয়েছিল,' বলল ও। 'জানতাম কার্ফ্যু উঠে যাওয়ার পর লম্বা লাইন পড়বে, তাই বারটার সময়ই পেছনের উঠোন ধরে চলে গিয়েছিলাম আমি। বারটা বাজার পর কিছুক্ষণ বাজারে ঘুরে সময় পার করেছি। তুমি এখানে আছ জানলে সোজা ফিরে আসতাম।'

ঘরে এমনভাবে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে আইপেক যে কা-র মনপ্রাণ ভরে উঠল। সেটা এতটাই বুনো ধরনের যে এমনি প্রীতিকর একটা মুহূর্ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো কিছু করে বসতে পারে ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ও। চেয়ে রইল আইপেকের দীর্ঘ চকচকে চুলের দিকে। ওর হাতজোড়া মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকছে না। মুহূর্তের ভেতর ওর বাম হাত চুল থেকে নাকের কাছে চলে এলো, তারপর বেল্টের কাছে, তারপর ফের দরজার প্রান্তে এবং ওর সুন্দর ঘাড়ের কাছ থেকে ফের ওর চুল ঠিক করার কাজে ফিরে গেল, ঠিক এক মুহূর্ত বাদেই আবার দেখা গেল জেড নেকলেসের উপর পরশ বোলাচ্ছে ওর আঙুল। (নিশ্চিয়ই সবে পরেছে ওগুলো। এইমাত্র লক্ষ করেছে কা)।

'তোমার প্রেমে পড়েছি আমি। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে,' বলল কা।

'ভেব না। এমনি দ্রুত ফোঁটা প্রেম আবার সমান গতিতেই ঝরে পড়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করল কা। পাল্টা চুমু খেল আইপেক। ও যতটা সন্ত্রস্ত ঠিক ততটাই শান্ত আইপেক। কাঁধের উপর ওর ছোট হাতজোড়ার ছোঁয়া পেল ও। ওর চুমুর স্বাদ রীতিমতো মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আইপেকের সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গির চলাফেরা থেকে মেয়েটা মিলিত হতে প্রস্তুত আছে বুঝতে পেরে এত ভালো লাগল কা-র যে ওর চোখ, মনপ্রাণ ও সমগ্র স্মৃতি কেবল এই মুহূর্তটুকু ও জগতের প্রতি পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত হলো।

'আমিও মিলিত হতে চাই,' বলল আইপেক। এক মুহূর্ত সোজা সামনে চেয়ে রইল ও। তারপর চকিত প্রতিজ্ঞার সাথে চোখ তুলে কা-র চোখের দিকে তাকাল। 'কিন্তু আগেই বলেছি বাবার নাকের সামনে সেটি হবার নয়।'

'তাহলে তোমার বাবা বাইরে যাবে কখন?'

'ও কখনও বাইরে যায় না,' বলল আইপেক। 'আমাকেই যেতে হবে,' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও।

ম্লান অলোকিত করিডরের শেষ প্রান্তে সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আইপেকের দিকে চেয়ে রইল কা, তারপর দরজা আটকে খাটের কিনারায় বসে পড়ল। পকেট থেকে চট করে নোটবইটা বের করে একটা শাদা পাতা খুলে 'দারিদ্র্য ও কষ্ট' নাম রাখা কবিতাটা লিখতে শুরু করল।

কবিতা শেষ করার পরও খাটের কিনারাতেই বসে রইল কা। কার্সে আসার পর এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করছে আইপেকের পেছন পেছন ঘোরা এবং কবিতা লেখা বাদে এই শহরে ওর করার মতো আর কিছুই নেই। এমনি উপলব্ধি ওকে যুগপৎ সমান বঞ্চনা আর মুক্তির অনুভূতি যোগাল। আইপেককে ওর সাথে কার্স ছেড়ে যেতে রাজি করাতে পারলে ওর সাথে সারা জীবনের জন্যে সুখের দেখা পাবে বলে মনে হলো ওর। বুঝতে পারছে এখন হাতে একটা পরিকল্পনা থাকায় ওকে রাজি করানোর সেই সময়টুকু দ্রুত এগিয়ে আসছে–তুষারপাত হওয়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করল ও।

গায়ে কোট চাপিয়ে বের হয়ে এলো ও, সাফফেত ছাড়া আর কেউ খেয়াল করল না ওকে। সিটি হলের বদলে বামে ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউর দিকে বাঁক নিল ও, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। কিছু ভিটামিন-সি ট্যাবলেট কিনবে বলে নলেজ ফার্মাসিতে ঢুকল। তারপর বাম দিকে বাঁক নিয়ে ফাক-বে অ্যাভিনিউ ছেড়ে সোজা আগে বাড়ল ও, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে থেমে রেস্তরাঁর জানালায় উঁকি দিচ্ছে। তারপর কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউতে বাঁক নিল ও। আগের দিন দেখা অ্যাভিনিউর মাথার উপর পতপত করে উড়তে থাকা নির্বাচনী প্রচারণার সমস্ত ব্যানার সরিয়ে ফেলা হয়েছে; সব দোকান খোলা রয়েছে। এক স্টেশনারি ও কসমেটিক্স দোকানি সজোরে গান ছেড়ে দিয়েছে। স্রেফ কার্ফ্যুর অবসান বোঝাতে বের হয়ে আসা লোকজনে গিজগিজ করছে পেভমেন্ট, একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই বাজার অবধি হেঁটে চলেছে তারা, তারপর আবার ঢাল বেয়ে উঠে আসছে, ম্যাঝে মাঝে দোকানের জানালার সামনে থেমে ঠাণ্ডায় শিউরে উঠছে। এমনিতে যারা আশপাশের এলাকায় চলাচলকারী মিনিবাসে চেপে শহরে এসে টি-হাউসগুলোতে ঝিমোয় বা হয়তো গোঁফ-দাড়ি কামাতে নাপিতের দোকানে ঢুঁ মারে, আজ তারা আসেনি। অসংখ্য টি-হাউস আর নাপিতের দোকান খালি দেখে কা খুশি হলো। রাস্তার ছেলেমেয়েরা ওর মনের ভয় ভুলিয়ে দিল। সেতুর উপর স্লেজিং করছে বাচ্চারা, পরস্পরের দিকে বরফ ছুঁড়ে মারছে, খেলছে, মারপিট করছে ও ফাঁকা লট, তুষার-ঢাকা চত্বর, স্কুলের চৌহদ্দী, সরকারী অফিসের আশপাশের বাগানে একে অন্যকে খিস্তি করছে: ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কা। মাত্র অল্প কয়েকজনের গায়ে কোট রয়েছে, বেশিরভাগই স্কুলের জ্যাকেট, স্কার্ফ ও কিস্তি টুপি পরে আছে। অভ্যুত্থানের কারণে ছুটি পেয়েছে বলে ওরা খুশি। যখন ঠাণ্ডা ওর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল, সবচেয়ে কাছের টি-হাউসে সাফফেতের সাথে যোগ দিতে এগিয়ে গেল কা। সোজা কাছে গিয়ে টেবিলে বসে এক গ্লাস চা খাবে ও, তারপর ফের বাইরে চলে আসবে।

লোকটা ওকে অনুসরণ করছে জানা থাকায় এখন আর সাফফেতকে ভীতিকর ঠেকছে না। আসলে ওর প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে এমন কাউকে কাজে লাগাত যাকে ওর পক্ষে দেখা সম্ভব হতো না। একজন দৃশ্যমান ডিটেক্টিভের একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে অদৃশ্য সহকর্মীর কাভারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। একারণেই হাঁটার একটা পর্যায়ে সাফফেতকে হারিয়ে ফেলায় রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ও; আর সেজন্যেই তার খোঁজে নেমেছিল। হাতে একটা প্লাস্টিক ব্যাগসহ সাফফেতের দেখা পায় ও, ফাকবে অ্যাভিনিউর মোড়ে হাঁপাচ্ছিল সে। আগের রাতে ঠিক এখানেই ছিল ট্যাংকটা।

'কমলা দারুণ সস্তা। নিজেকে সামলাতে পারিনি,' বলল ডিটেক্টিভ। অপেক্ষা করার জন্যে কা-কে ধন্যবাদ জানাল সে। তারপর আবার বলল, ওকে ফাঁকি না দেওয়ার চেষ্টা করে সদিচ্ছার পরিচয় রেখেছে ও। 'এখন থেকে আমাকে আগে থেকে বলে রাখবেন কোথায় যাচ্ছেন, ঠিকাছে? তাহলে দুজনই খাটনি থেকে বাঁচব।'

কোথায় যাচ্ছে জানা ছিল না কা-র। আরও একটা শূন্য টি-হাউসে আরও দুই গ্লাস রাকি গলায় ঢালার পর বুঝতে পারল হুজুর শেখ সদেত্তিনের ওখানে আরেকবার যেতে মন চাইছে ওর। অদূর ভবিষ্যতে আবার আইপেকের দেখা মেলার কোনওই সম্ভাবনা নেই, নিজেকে ওর কাছে উন্মুক্ত করে তোলার সেই মুহূর্তটুকুকে ভীতিকর মনে হলো ওর, তারচেয়ে শেখের কাছে নিজেকে তুলে ধরাই বেশি জুৎসই ঠেকল। মনের ভেতর আল্লাহর প্রতি ওর প্রেমের কথা দিয়ে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে ও, তারপর আল্লাহর ইচ্ছা আর জীবনের অর্থ নিয়ে সভ্য আলোচনা চালাতে পারবে ওরা। কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেল শেখের বাড়িতে আড়িপাতা হয়েছে। ওদের কথাবার্তা পুলিসের কানে গেলে হেসে কুটিকুটি হয়ে যাবে ওরা।

তারপরও বেতারহেন স্ট্রিটের হুজুরের সাধারণ বাসভবন পাশ কাটানোর সময় জানালার দিকে নজর চালাতে মুহূর্তের জন্যে থামল কা।

পরে হাঁটার সময় কা লক্ষ করল স্থানীয় লাইব্রেরির দরজাটা খোলা। তো ভেতের ঢুকে কাদাময় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। ল্যান্ডিংয়ে একটা ধুলেটিন বোর্ডে কেউ খুব যত্নের সাথে সাতটি স্থানীয় পত্রিকা সেঁটে দিয়েছে। *বর্ডার সিটি গেথেটের* মতো সব কটাই আগের দিন ছাপানো বলে বিপ্লবের কোনও উল্লেখ নেই ওগুলোতে, বরং ন্যাশনাল থিয়েটারের অসাধারণ অনুষ্ঠান আর লাগাতার তুষার ঝড়ের প্রচুর খবর রয়েছে।

শহরের স্কুলগুলো বন্ধ হলেও লাইব্রেরির রিডিং রুমে বেশ কয়েকজন স্কুল ছাত্রকে দেখতে পেল ও, মুষ্টিমেয় কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাও রয়েছে; ছাত্রদের মতো এরাও সম্ভবত বাড়ির ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেতেই এসেছে এখানে। এক কোণে ছেঁড়াখোঁড়া ডিকশনারি আর কাহিল দর্শন এনসাইক্লোপিডিয়ার মাঝে *এনসাইক্লোপিডিয়া অভ লইফ*-এর বেশ কয়েকটা পুরোনো খণ্ড দেখতে পেল ও। ছেলেবেলায় এক চাইল্ড ইন্সটিটিউটে এগুলো অনেক আনন্দ দিয়েছিল ওকে। প্রত্যেকটা খণ্ডের শেষ প্রচ্ছদের ভেতরে কতগুলো কালার ট্রান্সপারেন্সি রয়েছে, ওগুলো ওল্টানোর সময় কোনও গাড়ি বা জাহাজের বিভিন্ন অংশ ও ভেতরের কলকজা কিংবা মানুষের অ্যানাটমি তুলে ধরে। সোজা চতুর্থ খণ্ডের জন্যে এগিয়ে গেল কা। মায়ের স্ফীত উদরে একটা ডিমের ভেতর মুরগি ছানার মতো আরামে শুয়ে থাকা শিশুর ছবিঅলা সিরিজটা দেখার আশা করলেও দেখল পাতাটা ছিড়ে ফেলা হয়েছে, এখন কেবল অবশিষ্ট আছে পেছনের প্রচ্ছদের সাথে কোনওমতো লেগে থাকা ক্ষয়ে যাওয়া পাতাটা।

একই খণ্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠায় একটা লেখা দেখতে পেয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ল ও:

> **তুষার:** বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পতন, প্রবাহিত বা বাষ্পীভবনের সময় কঠিন রূপ গ্রহণ করা পানি। স্ফটিকায়িত প্রতিটি তুষারকণা নিজস্ব অনন্য ষড়ভুজের আকৃতি নেয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে তুষারের রহস্যে মানুষ বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে এসেছে। ১৫৫৫ সালে সুইডেনের উপালার ওলাস ম্যাগনাস নামে একজন যাজক আবিষ্কার করেন যে প্রতিটি তুষারকণার ছবির মতো ছয়টি করে কোনা রয়েছে...

কার্সে থাকতে কা কতবার এই ভূক্তি পড়েছে, তুষার কণার ছবি কোন মাত্রায় আত্মস্থ করেছে, আমার পক্ষে সেটা বলা অসম্ভব। অনেক বছর পরে আমি যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিসান্তাসে কা-র অশ্রুসজল ও–বরাবরের মতো–সমস্যাক্রান্ত ও সন্দিহান বাবার সাথে ওর প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়েছিলাম, ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বুড়োর লাইব্রেরিতে একবার ঢুঁ মারা যাবে কিনা। স্মৃতি আমাকে বলে দিয়েছিল যে আমি যার খোঁজ করছি সেটা কা-র ঘরে ওর ছোটবেলা ও কৈশোরের অন্যান্য বইপত্রের সাথে মিলবে না, বরং ওর বাবা যেখানে নিজের বইপত্র রাখে সেই অন্ধকার সিটিং রুমের শেল্ফেই পাওয়া যাবে। এখানে ওর বাবার দারুণ সব আইনি বই আর চল্লিশ দশকের উপন্যাসের–কোনওটা তুর্কি ভাষায়, অন্যগুলো অনুবাদ–আর টেলিফোন ডিরেক্টরির সংগ্রহের মুড়ির মাঝে সুন্দর করে বাঁধানো *দ্য এনসাইক্লোপিয়িা অভ লাইফ*-এর খণ্ডগুলো পাই আমি। সবার আগে যে কাজটি করেছিলাম আমি সেটা হলো অন্তসত্ত্বা নারীর অ্যানাটমিক্যাল অলঙ্করণ দেখার জন্যে চতুর্থ খণ্ডের পেছনের পাতা উল্টে দেখা; তারপর বইটাকে একটা বস্তু হিসাবে দেখার দিকে মনোযোগ দিয়েছি। আমার চোখের সামনে ৩২৪ নম্বর পৃষ্ঠাটা খোলা ছিল, তখনও আমি বইটার নিখুঁত অবস্থা দেখছিলাম। যেন নিজের ইচ্ছেতেই বইয়ের এই পৃষ্ঠাটা খুলে গেছে। তুষারের ভূক্তির পাশে বত্রিশ বছর আগের একটা ব্লটিং পেপারের টুকরো পেয়েছিলাম।

এনসাইক্লোপিডিয়া দেখা শেষ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাড়ির কাজ করতে বসেছে এমন কোনও ছাত্রের মতোই নোট বই বের করল কা। কবিতা লিখতে শুরু করল। কার্সে আসার পর ওর কাছে হাজির হওয়া দশ নম্বর কবিতা এটা। শুরুর পঙক্তিগুলোতে তুষার কণার অনন্যতার তারিফ করল ও, সন্তানসহ মাকে নিয়ে ওর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করল, এখন *দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অভ লাইফ*-এ পেছনে যেটা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে ও। কবিতার শেষের পঙক্তিগুলোয় নিজের একটা ছবি আর জগতে নিজের অবস্থান, ওর বিশেষ ভীতি, ওর স্পষ্ট গুন, ওর অনন্যতা ফুটিয়ে তুলল ও। এই কবিতার নাম রাখল ও 'আমি, কা'।

তখনও কবিতা লিখছিল কা, এমন সময় লক্ষ করল কে যেন ওর টেবিলে বসে আছে। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকিয়েই ঢোক গিলল ও। নেসিপ। এই প্রেতাত্মার দর্শনে একটুও ভয় পেল না ও, অবাকও হলো না। বরং লজ্জা বোধ করল ও–এই একজন একেবারে সহজে মারা যায়নি, অথচ তারপরও কা বিশ্বাস করতে চাইছে যে সে মারা গেছে।

'নেসিপ,' বলল ও। ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে ওর।

'আমি ফাযিল,' বলল তরুণ। 'আপনাকে রাস্তায় দেখে অনুসরণ করেছি।' লাইব্রেরি টেবিলের যেখানে সাফফেত বসে ছিল, সেদিকে তাকাল সে। 'চট করে বলুন–নেসিপ মারা গেছে, কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি। নিজের চোখে দেখেছি ওকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে আমাকে নেসিপ ডাকলেন কেন? আপনি এখনও নিশ্চিত নন, তাই না?'

'না, নিশ্চিত নই।'

মুহূর্তের জন্যে ফাযিলের চেহারা কুকড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে।

'ও চাইছে আমি যেন বদলা নিই। সেজন্যেই ওর মৃত্যুর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু স্কুল খুলে গেলে আমি পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু করতে চাই না। আমি বদলা নিতে চাই না। আমি রাজনীতিতে জড়াতে চাই না।'

'বদলা এক ভয়ানক ব্যাপার।'

'তারপররেও নিতে হবে মনে হলে আমি তা নেবই,' বলল ফাযিল। 'শুনেছি আপনি ওর সাথে এসব আলাপ করেছেন। আপনি কি চিঠিগুলো হিকরানকে–মানে কাদিফের কথা বোঝাচ্ছি–দিয়েছেন?'

'দিয়েছি।' ফাযিলের দৃষ্টি অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে। কথাটা কি শুধরে দেব? আপনমনে জানতে চাইল ও। তার বদলে কি *দিতে চেয়েছিলাম* বলব? কিন্তু এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোনও কারণে মিথ্যা কথাটা ওকে অনেক নিরাপদ অনুভূতি যোগাল। ফাযিলের চেহারায় বেদনার ছাপ সহ্য করা কঠিন।

দু'হাতে মুখ ঢেকে খানিক কাঁদল ফাযিল, কিন্তু সে দারুণ ক্ষেপে থাকায় চোখ দিয়ে পানি বেরুল না। 'নেসিপ মারা গিয়ে থাকলে কার বিরুদ্ধে বদলা নিতে হবে আমাকে?' কা কিছুই না বলায় সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল ফাযিল। 'লোকটার পরিচয় আপনি জানেন,' ধীরে ধীরে বলল সে।

'আমাকে বলা হয়েছে যে তোমরা দুজন নাকি অনেক সময় একই সময়ে একই কথা ভাবতে,' বলল কা। 'সেটা এখনও করতে পারলে তো তার পরিচয় জানার কথা তেমার।'

'কিন্তু ওর ভাবনা, আমাকে দিয়ে ও যা ভাবাতে চায়, তাতে দারুণ যন্ত্রণা হয় আমার,' বলল ফাযিল। এই প্রথমবারের মতো নেসিপের চোখে দেখা সেই একই রকম ঝিলিক দেখতে পেল কা। এ যেন ঠিক কোনও প্রেতাত্মার মুখোমুখি বসে থাকা।

'তা তোমাকে কী ভাবতে বাধ্য করছে ও?'

'প্রতিশোধ,' বলল ফাযিল। আরও খানিক কাঁদল ও।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কা, ফাযিলের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা প্রতিশোধ নয়, বরং ভিন্ন কিছু। গোয়েন্দা সাফফেতকে টেবিল ছেড়ে ওদের সাথে যোগ দিতে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেই সেকথা বলল ফাযিল।

'তোমার আইডেন্টিটি কার্ডটা একটু দেখতে পারি?' ওর দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ডিটেক্টিভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সার্কুলেশন ডেস্কে আমার স্কুল আইডেন্টিটি কার্ড রেখেছে ওরা।'

শাদা পোশাকের পুলিসের সাথে কথা বলছে বুঝতে পেরে ফাযিলের চোহারায় জেগে ওঠা ভয়ের ছাপ দেখতে পেল কা। এক সাথে সার্কুলেশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল সবাই। কর্তব্যরত ভীত সন্ত্রস্ত মহিলার হাত থেকে আইডেন্টিটি কার্ডগুলো কেড়ে নিল ডিটেক্টিভ, তারপর ফাযিল মাদ্রাসার ছাত্র দেখে কা-র দিকে এমনভাবে তাকাল যেন বলতে চায় *আগেই জানা উচিত ছিল আমার* এবং তারপর ছোট বাচ্চার খেলনা কেড়ে নেওয়া কোনও বয়স্ক লোকের মতো আইডেন্টিটি কার্ডটা নিজের পকেটে রেখে দিল সে।

'মাদ্রাসার আইডেন্টিটি কার্ডটা ফেরত পেতে চাইলে পুলিস স্টেশনে আসতে হবে তোমাকে।'

'যথেষ্ট সম্মানের সাথেই বলছি,' বলল কা, 'এই ছেলেটা ঝামলো এড়াতে অনেক কিছু করেছে। এছাড়া, এইমাত্র ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়েছে ও। ওকে কার্ডটা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না?'

দিনের গোড়ার দিকে কা যাতে তার জন্যে সুপারিশ করে, সেজন্যে ভাব জমানোর সব রকম চেষ্টা চালানোর পর এবার হার মানতে অস্বীকার গেল সাফফেত।

পরে কারও চোখে না পড়ে সাফফেতকে আইডেন্টিটি কার্ডটা ওর হেফাযতে দিতে রাজি করাতে পারবে আশা করে ফাযিলকে আয়রন ব্রিজে বিকেল পাঁচটার সময় ওর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে রাখল কা। সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরি ছেড়ে বের হয়ে গেল ফাযিল। ততক্ষণে রিডিং রুমের সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, ভাবছে বুঝি তাদের আইডেন্টিটি কার্ডও বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু অন্য কোনও দিকে মনোযোগ নেই সাফফেতের; সোজা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে, এখানে প্রিন্সেস সুরাইয়ার দুঃখের কাহিনী–সন্তান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় স্বামী শাহ তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন–আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী আদ্রিয়ান মেন্দেরেসকে ফাঁসীতে ঝোলানোর আগে তোলা ছবি দেখতে *লাইফ* ম্যাগাজিনের ১৯৬০-এর দশকের একটা সংখ্যা তুলে নিল।

এখন আর সাফফেতকে ওর হাতে ফাযিলের আইডেন্টিটি কার্ড তুলে দিতে রাজি করানো যাবে না টের পেয়ে কা-ও লাইব্রেরি ছেড়ে বের হয়ে এল। আবার মনোমুগ্ধকর শাদা রাস্তায় নেমে ছোট ছেলেদের বরফের গোল্লা দিয়ে খেলতে দেখে সব ভয় বিস্মৃত হলো ও। দৌড়াতে ইচ্ছে হলো ওর। সরকারী স্কয়ারের সামনে একদল বিষণ্ন চেহারার লোকের লাইন দেখতে পেল, শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে, ওদের হাতে বারল্যাপ স্যাক আর দড়ি দিয়ে বাঁধা কাগজে মোড়ানো প্যাকেট। কার্সের এই সচেতন নাগরিকরা অভ্যুত্থানকে সিরিয়াসভাবে নিয়ে সব অস্ত্রশস্ত্র সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ ওদের বিশ্বাস না করায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টারে ঢুকতে দেয়নি, কিন্তু তারপরেও প্রবেশ পথে ঠাণ্ডা খুদে ভেঁড়ার মতো লাইন বেধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। প্রথম সব অস্ত্র জমা দেওয়ার ফরমান জারি হওয়ার পর কার্সের বেশির ভাগ নাগরিকই জমাট বাঁধা জমিনে অস্ত্র লুকাবে বলে রাতের অন্ধকারে তুষারের ভেতর রাস্তায় নেমে পড়েছিল, যেখানে কেউ খুঁজতে যাবে না।

ফাকবে অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় কাদিফের সাথে দেখা হয়ে গেল কা-র, মনে হলো যেন ওর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। ওই মুহূর্তে আইপেকের কথাই ভাবছিল ও। এক বোনকে আরেক বোনের সাথে মিলিয়ে ফেলায় এখন ওর কাছে কাদিফেকেও অসাধারণ সুন্দরী মনে হলো। ওকে আলিঙ্গন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে বেশ কসরত করতে হলো।

'আপনার সাথে চট জলদি একটা কথা বলে ফেলতে হবে,' বলল কাদিফে। 'কিন্তু এক লোক আপনাকে অনুসরণ করছে, তার চোখের সামনে কিছু বলতে পারব না। আপনি কি হোটেলে গিয়ে দুইশো সতের নম্বর রুমে আসতে পারবেন? দুটোর সময়? আপনার করিডরের শেষ মাথার রুমটা।'

'ওখানে খোলাখুলি কথা বলা যাবে তো?'

'আমাদের কী কথা হয়েছে সেটা যদি কাউকে না জানান,' চোখ বড় বড় করে তাকাল কাদিফে–'মানে এমনকি আইপেককেও না। কেউ যেন কোনও দিন জানতে না পারে।' ওর সাথে কঠিন আনুষ্ঠানিক ঢঙে হাত মেলাল সে। 'এবার যত দূর সম্ভব সাবধানে পেছনে তাকিয়ে দেখে তারপর বলুন এক জন নাকি দুজন গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে।'

মৃদু হেসে মাথা দোলাল কা। নিজের ঠাণ্ডা মাথা দেখে নিজেই অবাক মানল ও। কাদিফের সাথে একটা ঘরে গোপনে দেখা করার ব্যাপারটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর হলেও সেটা মন থেকে দূর করতে কোনও কষ্ট হলো না ওর।

নিমেষেই বুঝে গেছে, কাদিফের সাথে সাক্ষাতের আগে আইপেকের সাথে দেখা হোক চাইছে না ও, এমনকি ঘটনাক্রমেও না; তাই সময় ক্ষেপণ করতে হাঁটা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিল ও। অভ্যুত্থানের ব্যাপারে কারও কোনও অভিযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না; তার বদলে অবস্থাটা যেন ওর ছোটবেলায় দেখা অভ্যুত্থানগুলোর মতোই। এক নব সূচনা আর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের ক্লান্তিকর রুটিনের পরিবর্তনের একটা সুযোগ সৃষ্টির বোধ কাজ করছে। মহিলারা হাতব্যাগ আর বাচ্চাদের সাথে নিয়ে স্টলের ফলফলারি বাছতে আর অল্পদামে শাকসব্জি কেনার আশায় তরিতরকারীর দোকানে ঢুঁ মারবে বলে রাস্তায় নেমে এসেছে। চওড়া গোঁফঅলা পুরুষরা রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে ফিল্টার বিহীন সিগারেট টানতে টানতে গল্প করার ফাঁকে সামনে দিয়ে চলে যাওয়া লোকজনের মিছিল দেখছে। আগের দিন যে ফকিরটাকে অন্ধের ভান করে গ্যারাজ আর বাজারের মাঝখানের খালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালানটার চালের নিচে দুবার অবস্থান করতে দেখেছিল তাকেও আজ সেখানে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার ঠিক মাঝখানে পিকআপ ট্রাক দাঁড় করিয়ে কমলা আর আপেল বিক্রি করছিল যে ফেরিঅলা সেও উধাও হয়ে গেছে। এমনিতেই হালকা ট্রাফিক এখন আরও হালকা হয়ে এসেছে। কিন্তু সেটা অভ্যুত্থান নাকি তুষারপাতের কারণে বলা মুশকিল। পথেঘাটে এখন শাদা পোশাকের পুলিসের সংখ্যা ঢের বেশি (হালিত পাশা অ্যাভিনিউর পাদদেশে একজনকে গোলকীপার বানিয়ে বাচ্চারা ফুটবল খেলছে)। ব্রথেলের কাজ দেওয়া গ্যারাজের পাশের দুটি হোটেলকে (হোটেল প্যান আর হোটেল ফ্রিডম) ককফাইট রিং আর লাইসেন্সবিহীন কসাইখানার মতো 'অনির্দিষ্টকালের' জন্যে ব্ল্যাক আর্ট চালানোর অনুমতি রদ করা হয়েছে। বস্তি এলাকা থেকে, বিশেষ করে রাতের বেলায় যেসব গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে ওরা, সেগুলোয় কার্সের বাসিন্দরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ফলে তাদের স্থিরতা সাধারণভাবে অটুট রয়ে গেছে। এমনি সাধারণ নিস্পৃহতা কা-র কাছে মুক্তিদায়ী ঠেকল। এ জন্যেই লিটল কাযাম-বে আর কাযাম কারাবকির অ্যাভিনিউর মোড়ের স্ন্যাক বারে ঢুকে পড়ল ও। নিজের জন্যে এক গ্লাস দারুচিনি শরবতের ফরমাশ দিল, তারিয়ে তারিয়ে খেল সেটা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশ

কার্সে এটাই আমাদের একমাত্র মুক্ত সময়

হোটেল রুমে কাদিফের সাথে কা

ষোল মিনিট পরে ২১৭ নম্বর রুমের দরজার কড়া নাড়ার সময় কেউ ওকে কাদিফের সাথে দেখে ফেলতে পারে ভেবে এতটাই উদ্বিগ্ন ছিল যে দারুচিনি শরবত নিয়ে কাদিফের সাথে রসিকতা করার প্রয়াস পেল ও, তখনও ওর মুখে পানীয়র টক স্বাদ লেগে ছিল।

'প্রথম দিকে ক্ষুব্ধ কুর্দরা মিলিটারির লোকজনকে মারার জন্যে শরবতে বিষ মেশাচ্ছে বলে গুজব রটেছিল,' বলল কাদিফে। 'বলা হয়েছে যে রহস্য উন্মোচনের জন্যে গোপনে গোয়েন্দাদের পাঠানো হয়েছিল।'

'তুমি এসব গুজব বিশ্বাস করো?' জানতে চাইল কা।

'পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাইরের লোকজন কার্সে এসে এইসব ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কথা জানতে পারে, তারা নিরাসক্তভাবে স্ন্যাকবারে গিয়ে এক গ্লাস তালাপ ফরমাশ দিয়ে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে,' বলল কাদিফে। 'তারপর খাবারটা তাদেরই উপর বিষক্রিয়া শুরু করে, কারণ গুজবগুলো আসলেই সত্যি। কিছু কুর্দরা এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে তারা আর আল্লাহ-খোদার ধার ধারছে না।'

'তাহলে এক্ষেত্রে সরকার নাক গলাল না কেন?'

'আর সব পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মতো আপনিও না বুঝেই সরকারের উপর সমস্ত আস্থা স্থাপন করেন। কার্সে কী হাচ্ছে না হচ্ছে তার সমস্ত খবরই রাখে এমআইটি। শরবতের ব্যাপারটাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু সেটা তারা ঠেকায়নি।'

'তবে কি আমাদের এখন এখানে এক সাথে থাকার খবরও এমআইটি জানে?'

'ভাববেন না, এই মুহূর্তে জানে না,' মৃদু হেসে বলল কাদিফে। 'কোনও একদিন জানতে পারবে, তবে সেদিন না আসা পর্যন্ত এখানে মুক্ত আমরা। কার্সে এটাই আমাদের একমাত্র মুক্ত সময়। সময়টা উপভোগ করুন, গায়ের কোট খুলে রাখুন।'

'এই কোটটা আমাকে অশুভ থেকে বাঁচায়,' বলল কা। কাদিফের চোখে ভয়ের ছাপ দেখে আবার যোগ করল, 'তাছাড়া জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা যেখানে মিলিত হয়েছে সেটা একটা পুরোনো স্টোরেজ রুমের অর্ধেকটা। একটা মাত্র সংকীর্ণ জানালা ভেতরের উঠানে খুলেছে। ঘরে কেবল সিঙ্গল খাটটা বসানোর মতোই জায়গা রয়েছে, সেটার উপরই বসেছে ওরা। অনিশ্চিতভাবে খাটের এক কিনারে বসেছে কা, অন্যপ্রান্তে বসেছে কাদিফে। বাতাস চলাচল করে না এমন হোটেল রুমের মতোই এখানেও দম বন্ধ করা ধোঁয়াটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রেডিয়েটরের ডায়াল নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্যে সামনে ঝুঁকে পড়ল কাদিফে। কিন্তু ওটা হার মানতে অস্বীকার করায় হাল ছেড়ে দিল। কা-কে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল।

মুহূর্তের জন্যে কা-র মনে হলো এমনি গোপন মিলন থেকে বেশ আমোদ পাচ্ছে কাদিফে। বহু বছরের নৈঃসঙ্গ্যের পর সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে একাকী থাকতে পেরে নিজেও বেশ পুলক বোধ করছে, তবে ওর মনে হলো এমনি হালকা চিন্তাভাবনার কোনও অবকাশ মেয়েটার নেই। ওর চোখের উজ্জ্বল আভা আরও খারাপ, ধ্বংসাত্মক কিছুর কথা বলছে।

'চিন্তা করবেন না, এই মুহূর্তে কেবল কমলার ব্যাগঅলা ওই এজেন্টই আপনাকে অনুসরণ করছে। আপনি ব্যাপারটাকে রাষ্ট্র যে আপনাকে হুমকি মনে করে না সেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। স্রেফ আপনাকে একটু ভয় দেখাতে চায়। আমাকে অনুসরণ করছিল কে?'

'চেহারা ভুলে গেছি,' বিব্রত সুরে বলল কা।

'কি?' বিষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল কাদিফে। 'আপনি প্রেমে পড়েছেন, তাই না? পাগলের মতো প্রেমে পড়েছেন।' কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত। আসলে আমরা সবাই খুব ভয়ে ভয়ে আছি কিনা।' আবার তার চেহারার অভিব্যাক্তি হঠাৎ করে বদলে গেল। 'আপনাকে অবশ্যই আমার বোনকে সুখী করতে হবে। খুবই ভালো মানুষ ও।'

'আমাকে ও ভালোবাসবে মনে করো?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল কা।

'অবশ্যই বাসবে–বাসতেই হবে। আপনি দারুণ মোহনীয় পুরুষ,' বলল কাদিফে। কথাটা ওকে কতখানি টলিয়ে দিয়েছে বুঝতে পেরে আবার যোগ করল, 'সবচেয়ে বড় কথা, আপনি আইপেকের মতো মিথুন রাশির জাতক।' তারপর বুঝিয়ে বলল যে মিথুন রাশির পুরুষদের সাথে কণ্যা রাশির জতিকাদের ভালো মিল হলেও মিথুনদের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব তাদের একধারে খুব বেশি হালকা ও অগভীর করে তুলতে পারে, তাতে মিথুন রাশির মেয়েদের যেমন আনন্দ দিতে পারে তেমনি আবার অসম্মানও করতে পারে। 'কিন্তু আপনারা দুজনই সুখী হওয়ার দাবী রাখেন,' সান্ত্বনার সুরে বলল সে।

'তোমার বোনের সাথে আমাকে নিয়ে কথা বলার সময় আমার সাথে ওর জার্মানিতে ফিরে যাবার প্রসঙ্গ উঠেছিল নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওর ধারণা আপনি খুবই সুদর্শন,' বলল কাদিফে। 'কিন্তু আপনাকে ও বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসের জন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন। আপনার মতো অধৈর্য পুরুষ কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ে না। তারা সেই মেয়ের অধিকার নেয়।'

'তোমাকে এই কথাই বলেছে ও?' ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল কা। 'এই শহরে সময় তো দুষ্প্রাপ্য একটা জিনিস।'

ঘড়ির দিকে চোখ ফেরাল কাদিফে। 'আপনি এখানে এসেছেন বলে ধনবাদ জানাতে দিন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আলোচনা করতে আপনাকে তলব করেছি। ব্লু আপনাকে একটা খবর দিতে চায়।'

'আমরা আবার দেখা করতে গেলে আমাকে অনুসরণ করে ওকে ঠিক জায়গা মতো আটক করবে ওরা,' বলল কা। 'তারপর আমাদের সবার উপর নির্যাতন চালাবে। পুলিস তার সমস্ত কথাই শুনতে পায়।'

'ওদের আড়ি পাতার কথা ব্লুর জানা আছে,' বলল কাদিফে। 'অভ্যুত্থানের আগেই খবরটা আপনাকে দিতে বলেছিল ও। পশ্চিমের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেও একটা বার্তা পাঠিয়েছে সে আপনার কাছে। একটা দার্শনিক যুক্তি তুলে ধরাই ওর উদ্দেশ্য। আত্মহত্যার ব্যাপারে নাক গলাতে যেয়ো না–সে চেয়েছিল আপনি একথাই জানান তাদের। কিন্তু অভ্যুত্থানের কারণে এখন সব কিছু বদলে গেছে; আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার রয়েছে। আগের বার্তাটা বাতিল করে আপনাকে একটা নতুন বার্তা দিতে চাইছে সে।'

কাদিফে যতই জোর করছে ততই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে কা। 'কারও চোখে না পড়ে এই শহরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়,' অবশেষে বলল ও।

'একটা এক্কা গাড়ি আছে, দিনে দুবার গ্যাস ক্যানিস্টার, কয়লা আর পানির বোতল দিয়ে যেতে রান্নাঘরের দরজার কাছে থামে ওটা। এরপর সারা শহরে মাল পৌঁছে দিতে চলে যায়। তুষার আর বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে সব মাল ঢেকে রাখা হয় ওতে। ড্রাইভারকে বিশ্বাস করা যায়।'

'আমাকে চোরের মতো ক্যানভাসের নিচে গা ঢাকা দিতে হবে?'

'আমি নিজেও বহুবার করেছি এই কাজ,' বলল কাদিফে। 'কারও চোখে ধরা না পড়ে শহরের ভেতর দিয়ে যেতে পারাটা দারুণ মজার। আপনি এই মিটিংয়ের ব্যাপারে একমত হলে, কথা দিচ্ছি আমার যতটুকু ক্ষমতায় কুলোয় আইপেকের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব। আমি চাই আপনি ওকে বিয়ে করুন।'

'কেন?'

'কোন মেয়ে চাইবে না তার বোনটি সুখী হোক?'

কা ওর সারা জীবনেও এমন একজোড়া বোন দেখেনি যারা পরস্পরকে দারুণভাবে ঘৃণা করে, আপাতদৃষ্টিতে মিল আছে মনে হলেও ওদের সংহতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রণাকর একটা কিছু আছে বলে মনে হয়, যেন স্রেফ চালিয়ে নিচ্ছে ওরা। কিন্তু একারণেই কাদিফের দাবী নাকচ করেনি কা, ওকে যেটা সন্দেহ করার পথে চালিত করেছে সেটা হলো আপনাআপনি তার বাম ভুরুর উঁচু হয়ে ওঠা, কাঁদতে উদ্যত বাচ্চাদের ঢঙে—কিংবা বলা যায়, সারল্যের ভানকারী কোনও তুর্কি ফিল্ম অভিনেত্রীর মতো—ঠোঁটজোড়া বাঁকা করে রাখা। তা সত্ত্বেও কাদিফে ফের ঘড়ি দেখে যখন এক্কা গাড়িটার সতের মিনিট পর পৌঁছুনোর কথা বলে এখুনি ওর সাথে ব্লুর সাথে দেখা করতে যেতে রাজি হলে ওকে সবই খুলে বলার কথা দিল, নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেল কা। 'কিন্তু তার আগে বলতে হবে আমাকে কেন এতটা বিশ্বাস করতে যাচ্ছ তুমি।'

'আপনি একজন দরবেশ। ব্লু তাই বলে। তার ধারণা আল্লাহ আপনাকে সারা জীবনের জন্যে সারল্য দিয়েছেন।'

'ঠিকাছে তবে,' চট করে বলল কা। 'আইপেকও কি আল্লাহর দেওয়া এই বিশেষ উপহারের কথা জানে?'

'ও কেন জানবে? এটা ব্লুর মত।'

'দয়া করে আইপেক আমার সম্পর্কে কী ভাবে, বলো আমাকে।'

'আসলে আপনাকে সবই বলেছি আমি।' কা-র মন ভেঙে দিচ্ছে বুঝতে পেরে কয়েক মুহূর্ত ভাবল কাদিফে, কিংবা ভাববার ভান করল—ততক্ষণে কা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তফাৎ বোঝার মতো অবস্থায় নেই ও—তারপর আবার বলল, 'আপনাকে অনেক মজার মানুষ ভাবে ও। আপনি সবে জার্মানি থেকে এসেছেন, আর কী নয়। বলার মতো অনেক কথা রয়েছে আপনার।'

'বিশ্বাস করানোর জন্যে কী করতে হবে আমাকে?'

'চট করে তেমনটা নাও হতে পারে, তবে কোনও পুরুষের সাথে আলাপের দশ মিনিটের ভেতরই একটা মেয়ে পুরুষের পরিচয় জেনে ফেলে, কিংবা অন্তত সে তার পক্ষে কেমন হতে পারে জেনে যায়। ততক্ষণে তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ওকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সে তার প্রেমে পড়বে কি পড়বে না। কিন্তু মনের সিদ্ধান্ত বুঝে উঠতে মগজের অনেকটা সময় লেগে যায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব এই পর্যায়ে একজন পুরুষের আসলে সময় কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আপনি সত্যিই তাকে ভালোবাসলে তার সম্পর্কে যত রকম ভালো ভালো কথা ভেবেছেন তাকে সেগুলোই বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কেন ওকে আপনি ভালোবাসেন, কেন ওকে বিয়ে করতে চান, এসব।'

কিছু বলল না কা। কা-কে জানালা দিয়ে বিষণ্ন শিশুর মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে কাদিফে বলল এখুনি কা ও আইপেককে ফ্রাংকফুর্টে সুখে শান্তিতে জীবন কটাতে দেখতে পাচ্ছে ও—কার্স ছেড়ে যেতে পেরে ওর বোনটি যে কী খুশি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি এরই মধ্যে কোনও এক সন্ধ্যায় ফ্রাংকফুর্টের রাস্তা ধরে সিনেমা দেখতে যাবার সময় ওদের হাসিমুখও দেখতে পাচ্ছে ও। 'ফ্রাংকফুর্টে থাকলে আপনি কোন সিনেমায় যেতেন তার যেকোনও একটার নাম বলুন দেখি,' বলল সে। 'যে কোনও নাম।'

'ফিল্মফোরাম হক্স্টস,' বলল কা।

'জার্মানিতে ওদের কি আলহাম্রা, দ্য হাউস অভ ড্রিম বা ম্যাজেস্টিকের মতো নামঅলা থিয়েটার নেই?'

'আছে। দ্য এলদোরাদো।'

উঠানে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঝরে চলা তুষারকণার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ইউনিভার্সিটি ড্রামা সোসায়েটিতে থাকার সময় ওকে প্রস্তাব দেওয়া একটা চরিত্রের কথা বলল কাদিফে। সেটা ছিল জার্মান-তুর্কি প্রযোজনা। ওর এক ক্লাসমেটের চাচাত বোন জড়িত ছিল তাতে। পর্দানসীন মেয়ের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে একটা মেয়েকে খুঁজছিল ওরা। প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। এখন সেই একই তুর্কি-জার্মান জগতে আইপেক ওর সাথে সুখের সন্ধান পাবে বলে আশা করছে সে। কারণ ওর বোন আসলেই সুখী হতে চায়, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেটা সে বোঝে না। সেকারণেই এখন পর্যন্ত অসুখী রয়ে গেছে সে। সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থতাও শেষ করে দিয়েছে ওকে। তবে ওর কষ্টের মূল উৎস সুন্দরী, পরিমার্জিত, চিন্তাশীল ও সোজাসাপ্টা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন সে এতটা অসুখী সেটা বুঝতে না পারা। অনেক সময় সে ভাবে ওর অসুখ এইসব গুনাবলী থাকারই ফল কিনা (এখানে কাদিফের গলা ভেঙে এল)। সে বলে চলল, গোটা ছোটবেলা আর কৈশোরে বোনের মতোই সুন্দরী আর ভালো হওয়ার চেষ্টা করে গেছে সে (এখানে আবার গলা ভেঙে এল তার), কিন্তু আইপেকের সাথে তুলনা করতে গেলে নিজেকে অশুভ আর কুৎসিত ঠেকেছে; ওর বোন এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সজাগ ছিল বলে সব সময় নিজের সৌন্দর্য আড়াল করার চেষ্টা করেছে, কাদিফের পক্ষে পরিস্থিতি সহজ করে তোলার আশা করেছে।

এরই মধ্যে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে ও। অশ্রু সজল ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সে বলে চলল, মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় ('তখন ইস্তাম্বুলে ছিলাম আমরা, অবস্থা এত খারাপ ছিল না,' বলল কাদিফে, এ কথা শোনার পর কা ওরা যে এখনও তেমন গরীব নয় সেটা বলল, কিন্তু কাদিফে চট করে, 'কিন্তু আমরা কার্সে থাকি,' বলে ব্যাপারটাকে চাপা দিল।) যা হোক, একদিন সকালে ক্লাসে দেরি করে পৌঁছানোর পর বায়োলজি টিচার মেসরুর হানুম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বুদ্ধিমান বোনও কি দেরি করে এসেছে?' তারপর আবার যোগ করলেন, 'এই বেলা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ তোমার বোনের খুবই ভক্ত আমি।' তবে আইপেকেই মোটেই দেরি করেনি।

এক্কা গাড়িটা এসে ঢুকেছে উঠানে। কাঠের কাঠামোয় লাল গোলাপ, শাদা ডেইজি আর সবুজ পাতা আঁকা টিপিক্যাল সেকেলে জিনিস। ক্লান্ত বয়স্ক ঘোড়া জমাট বাঁধা বাষ্পের মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে; নাকের কিনারায় তুষারের প্রলেপ_। ড্রাইভার লোকটার চওড়া কাঁধ, খানিকটা কুঁজো ধরনের। মাথার চুল আর গায়ের কোটে পুরু তুষারের আস্তরণ। তারপুলিনের উপর তুষারের আরও একটা আস্তরণ দেখতে পেয়ে কা-র হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল।

'দয়া করে ভয় পাবেন না,' বলল কাদিফে। 'আপনাকে মারব না আমি।'

কাদিফের হাতে একটা বন্দুক দেখতে পেল কা। কিন্তু ওটা যে সে ওর দিকেই তাক করে রেখেছে সেটা বুঝে উঠতে পারল না।

'আমার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়নি, যদি তাই ভেবে থাকেন,' বলল কাদিফে। 'তবে হাস্যকর কিছু করার চেষ্টা করলে বিশ্বাস করুন, আমি গুলি করব. আমরা উদ্ধৃতির খোঁজে ব্লুর কাছে যেসব সাংবাদিকরা—বা আর যেই হোক—যায়, তাদের বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু তুমিই তো আমাকে আমন্ত্রণ জানালে,' বলল কা।

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু এমনকি আপনিও যদি তা না ভাবেন, এমআইটির লোকজন ভাবতে পারে আমরা এই সাক্ষাতের পরিকল্পনা করছি, ওরা আড়িও পাততে পারে। আমি সন্দিহান, কারণ মাত্র এক মুহূর্ত আগেই আপনি আপনার প্রিয় কোটটা খোলেননি। এবার ওটা খুলে খাটের উপর রাখুন—জলদি!'

কথা মতোই করল কা।

বোনের মতোই ছোট ছোট দুটি হাত কোটের প্রতিটি কোণে চালাল কাদিফে। কিছুই না পেয়ে বলল, 'দয়া করে ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবেন না। এবার আপনাকে জ্যাকেট, শার্ট, আর আন্ডারশার্টও খুলতে হচ্ছে। এরা লোকের পিঠ আর বুকে মাইক্রোফোন এঁটে দেয়। দিন রাতের যেকোনও মুহূর্তে কার্সের পথঘাটে সম্ভবত শ'খানেক লোক গায়ে মাইক্রোফোন বয়ে বেড়াচ্ছে।'

জ্যাকেট খুলে শার্ট আর আন্ডারশার্ট উঁচু করল কা। যেন কোনও শিশু ডাক্তারকে পেট দেখাচ্ছে।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কাদিফে। 'এবার ঘুরে দাঁড়ান,' বলল সে। খানিক নীরবতা। 'চমৎকার। বন্দুক দেখানোর জন্য ক্ষমা চাইছি...কিন্তু তার বয়ে বেড়ানোর সময় লোকে তল্লাশি করতে দেয় না, এমনকি স্থির হয়েও থাকে না।' এখনও অস্ত্র বাগিয়ে রেখেছে সে। 'এবার আমার কথা শুনুন,' ভীতিকর কণ্ঠে বলল সে। 'ব্লুকে আমাদের আলাপ বা বন্ধুত্ব সম্পর্কে কিছুই বলতে যাবেন না,' যেন পরীক্ষার পর রোগিকে বকছে কোনও ডাক্তার, এমনভাবে কথাটা বলল সে। 'আইপেকের কথা মুখেও আনতে যাবেন না, কিংবা ওকে ভালোবাসার প্রসঙ্গ তুলবেন না। এইসব বাজে কথা ভালোভাবে নেয় না ব্লু। আপনি এসব কথা চালিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে জোর করলে সে আপনার কোনও ক্ষতি না করলেও নিশ্চিত থাকতে পারেন আমি করব। জিনের চেয়েও ভালোভাবে মনের কথা বুঝতে পারে সে। আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করতে পারে সে। যদি করে, এমন ভাব করবেন যেন আইপেককে মাত্র একবার বা দুবার দেখেছেন, ব্যস। ঠিকাছে?'

'ঠিকাছে।'

'ব্লুকে যেন অবশ্যই সম্মান দেখানোর কথা মনে থাকে। কাজটা করতে গিয়ে বিবেকবান, বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ইউরোপিয় সোফিস্টিকেটের মতো ওকে ক্ষেপিয়ে তুলতে যাবেন না। যদি বোকার মতো মুখ ফসকে এমন কিছু বের হয়ে আসেও, ক্ষুণাক্ষরেও হাসতে যাবেন না। ভুলে যাবেন না কথাটা। আপনি যে ইউরোপিয়দের এমন দাসের মতো করে অনুকরণ করেন তারা কিন্তু আপনাকে পাত্তাও দেয় না... ব্লুর মতো লোককে যমের মতো ভয় করে ওরা।'

'জানি।'

'আমি আপনার বন্ধু, আমার সাথে খোলামেলা থাকুন,' দ্বিতীয় শ্রেণীর তুর্কি ছবির কায়দায় বলল কাদিফে।

'ড্রাইভার তারপুলিন সরিয়ে ফেলেছে,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল কা।

'ড্রাইভারকে বিশ্বাস করতে পারেন। গত বছর পুলিসের সাথে যুদ্ধে তার ছেলে মারা গেছে। যাত্রা উপভোগ করুন।'

কাদিফেই আগে নিচে নেমে গেল। রান্না ঘরে আসার পর কা দেখল এক্কা গাড়িটাকে রাস্তা থেকে প্রাচীন রাস্তার দালানটাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা খিলানের নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। এবার পরিকল্পনা মাফিক নিচে নেমে এল ও। রান্না ঘরে কাউকে না দেখে মুহূর্তের জন্যে তস্ত্র বোধ করল। কিন্তু পরক্ষণেই ড্রাইভারকে উঠানের দিকে খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। একটা শব্দও উচ্চারণ না করে খালি প্রোপেন ক্যানিস্টারগুলোর মাঝে কাদিফের পাশে শুয়ে পড়ল ও।

আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল ওর, মাত্র আট মিনিট স্থায়ী এই যাত্রার কথা কোনওদিনই ভুলতে পারবে না ও, কিন্তু কা-র কাছে আরও দীর্ঘ মনে হলো। ওরা শহরের কোন জায়গায় আছে ভাবতে ভাবতে কার্সের লোকজন ওদের পাশ দিয়ে শব্দ করে চলে যাওয়া ঘোড়া গাড়ি নিয়ে মন্তব্য করছে শুনতে পেল কা। পাশে শোয়া কাদিফের স্থিতিশীল নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে ও। এক দল ছেলে গাড়ির পেছনটা ধরে খানিকটা পথ ওদের সাথে এগোল। কাদিফের মিষ্টি হাসি ভালো লাগল ওর, ওকে ওই ছেলেগুলোর মতোই খুশি করে তুলল তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাব্বিশ

দারিদ্র্যই আমাদের আল্লাহর এত কাছে নিয়ে যায় না

পশ্চিমের উদ্দেশে ব্লুর বিবৃতি

একা গাড়িটা তুষারের উপর দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় বাচ্চা ছেলের মতো দোল খাচ্ছিল কা, ঠিক এমনি এক মহূর্তে ওর নতুন কবিতাটার প্রথম পঙক্তি মাথায় এল। ঘোড়ার গাড়িটা একটা পেভমেন্টের সাথে টক্কর খেয়ে দুলে উঠতেই ঝট করে আবার বাস্তবে ফিরে এল ও। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, নীরবতা নেমে এল এরপর। কা কবিতার আরও কয়েকটি পঙক্তি গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট দীর্ঘ হলো নীরবতাটুকু, তারপরই তরপুলিন ওঠাল ড্রাইভার। কা দেখল গাড়ি মেরামত আর ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে ঘেরা একটা ফাঁকা উঠানে এসে হাজির হয়েছে ওরা, ভাঙা একটা ট্রাক্টরও দাঁড়িয়ে আছে এখানে। কোণে গলায় শেকল পরানো একটা কুকুর। ওরা তারপুলিনের নিচ থেকে বেরিয়ে আসতেই কয়েকটা চিৎকার ছেড়ে ওদের স্বাগত জানাল ওটা।

ওয়ালনাট দরজা গলে ভেতরে ঢুকল ওরা। দ্বিতীয় আরেকটা দরজা দিয়ে এগোনোর সময় ব্লুকে দেখতে পেল কা, তুষার ঢাকা উঠানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার বাদামী চুলের লালচে আভা, মুখের ফুসকুড়ি আর মাঝ রাতের নীল চোখজোড়া দেখে আবারও চমকিত হলো কা। বেশ কিছু পরিচিত জিনিসে ভরা আরও একটা জারজীর্ণ রুমে আসার পর (গতকালের মতো সেই একই হেয়ার ড্রায়ার, সেই একই আধখোলা স্যুটকেস, কিনারে অটোমান ছবি আর এরসিন ইলেক্ট্রিক-এর লোগোঅলা সেই একই অ্যাশট্রে) দেখে কা-র বুঝতে সময় লাগল না যে আগের রাতেই এখানেই এসে উঠেছে ব্লু। তবে তার ঠাণ্ডা মাথার হাসি দেখে বুঝল ইতিমধ্যে নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে, কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিতে পেরে নিজের উপর বেশ সন্তুষ্ট বোধ করছে।

'একটা জিনিস পরিষ্কার,' বলল ব্লু। 'এখন আর আত্মঘাতী মেয়েদের নিয়ে কিছু লিখতে পারবে না তুমি।'

'কেন নয়?'

'কারণ মিলিটারিও চায় না ওদের নিয়ে লেখালেখি হোক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র নই,' সাবধানে বলল কা।

'সেটা আমি জানি।'

দীর্ঘ টানটান মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

'গতকাল তুমি বলেছিলে পশ্চিমা পত্রিকায় আত্মঘাতী মেয়েদের নিয়ে লেখার পুরো ইচ্ছেই তোমার আছে,' বলল ব্লু।

নিজের ছোট্ট মিথ্যাচারের ব্যাপারটা ভেবে বিব্রত বোধ করল কা।

'পশ্চিমা কোন পত্রিকার কথা ভাবছিলে তুমি?' এবার জানতে চাইল ব্লু। 'কোন জার্মান পত্রিকার সাথে যোগাযোগ আছে তোমার?'

'*ফ্রাংকফুর্তের র‍্যান্দে'শ,*' বলল কা।

'কে?'

'এটা একটা উদারপন্থী জার্মান পত্রিকা।'

'নাম কী তার?'

'হান্স হানসেন,' বলে গায়ের কোটটা চেপে ধরল কা।

'হান্স হানসেনের জন্যে একটা বিবৃতি আছে আমার। আমি বিপ্লবের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাই,' বলল ব্লু। 'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। এখুনি লিখে ফেলতে চাইছি আমি।'

কবিতার নোট বইয়ের শেষের দিকের পৃষ্ঠা খুলে লিখতে শুরু করল কা। এ পর্যন্ত কমপক্ষে আশি জন লোককে হত্যা করা হয়েছে বলে বক্তব্য শুরু করল ব্লু (থিয়েটারে যারা নিহত হায়েছে তারাসহ আসল হতের সংখ্যা সতের); অগুনতি স্কুল আর বাড়ি-ঘরে হানা দেওয়া হয়েছে, নয়টি বস্তি বাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ট্যাংক (আসল সংখ্যা হচ্ছে চার), কয়েক জন ছাত্র অত্যাচারের মুখে মারা গেছে দাবী করে বেশ কিছু পথ-সংঘর্ষের উদাহরণ টানল সে যেগুলোর কথা আর কারও মুখে শোনেনি কা, কুর্দদের ভোগান্তির প্রসঙ্গটাকে দ্রুত শেষ করে ইসলামিস্টদের ভোগান্তির দিকেই বেশি গুরুত্ব দিল সে; এটা, এবার বলল সে, ছিল মেয়র ও ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সাজানো অভ্যুত্থানের পক্ষে একটা অজুহাত। এসব কিছুরই কারণ, বলল সে, হলো ইসলামিস্টদের নির্বাচনে জিততে না দেওয়া। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপই তার কথার যৌক্তিকতা তুলে ধরে, বলল সে।

সে আরও বিস্তারিত বয়ান শুরু করার পর সরাসরি কাদিফের চোখের দিকে তাকাল কা। মুগ্ধ হয়ে ব্লুর প্রতিটি কথা শুনছিল সে। পরে কবিতার নোট বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া এই পাতাগুলোর মার্জিনে বেশ কিছু ড্রয়িং আর হিজিবিজি লেখা লিখবে ও, যাতে বোঝা যাবে আইপেকের কথাই ভাবছিল ও তখন: মরাল গ্রীবা, মাথাভর্তি চুল, চিমনি দিয়ে ছেলেমানুষী ধোঁয়া বের হয়ে আসা শিশুদের ঘরের ছবি...অনেক বছর আগে কা আমাকে ব্যাখ্যা করেছিল যে ভালো কবি যখন এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যেটাকে সে বাস্তব অথচ কবিতার শত্রু বলে জানে, তখন তার সীমানায় সরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না; এটা, বলেছে ও, তাকে সকল শিল্পের উৎস গোপন সঙ্গীত শোনার সুযোগ করে দেয়।

ব্লুর বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ হুবহু ওর নোট্ বইতে তুলে নেওয়ার মতো মেনে নিয়েছে কা।

> পাশ্চাত্য যেমনটা ভাবে বলে মনে হয় তার বিপরীতে দারিদ্র্যই আমাদের আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায় না, কেন আমরা পৃথিবীর বুকে এসেছি আর পরকালে আমাদের কী হবে, সেটা আমাদের মতো করে আর কেউই ভাবে না, আসল কারণ এটাই।

এই কৌতূহলের উৎস ব্যাখ্যা না করে এবং পৃথিবীর বুকে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে ব্লুর শেষ কথাগুলো পাশ্চাত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে:

> যে পশ্চিম তাদের মহা উদ্ভাবন গণতন্ত্রকে আল্লাহর বাণীর চেয়েও বড় মনে করে তারা কি কার্সে গণতন্ত্রের অবসান ঘটানো এ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে? [দরাজ একটা ভঙ্গি করার জন্যে এখানে বিরতি দিল সে] নাকি আমরা ধরে নেব যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার কোনও ব্যাপারই না, পাশ্চাত্য কেবল চায় বাকি দুনিয়া তাদের বানরের মতো অনুকরণ করে চলুক? পাশ্চাত্য কি তাদের সাথে কোনওভাবেই মেলে না এমন শত্রুর অর্জিত গণতন্ত্রকে সহ্য করতে পারবে? আমি বাকি জাতির উদ্দেশে বলতে চাই যে পাশ্চাত্য তার ভাইদের পেছনে ফেলে এসেছে, তোমরা একা নও।'

AMARBOI.COM

এক মুহূর্ত থামল সে। 'তুমি নিশ্চিত যে *ফ্রাংকফুর্টার র‍্যান্দে'শ*-এর তোমার বন্ধুটি এসব ছাপবে?'

'লোকে যখন পশ্চিমকে একক দৃষ্টিভঙ্গির একক সত্তা বিবেচনা করে আলোচনা করে তখন সে সেটাকে আক্রমণ হিসাবে নেয়,' সাবধানে বলল কা।

'কিন্তু ব্যাপারটা তো তাই,' আরেকবার বিরতির পর বলল ব্লু। 'আসলেই তো শেষ পর্যন্ত পশ্চিম তো একটাই। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিও তো একটাই। আমরা তাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি।'

'কিন্তু ওরা যে পশ্চিমে সেভাবে জীবন কাটায় না, এই বাস্তবতাটুক তো রয়েই যায়,' বলল কা। 'এটা এখানকার মতো নয়। ওরা চায় না সবাই এক কথা ভাবুক। প্রত্যেকে, এমনকি একেবারে সাধারণ একজন মুদি দোকানিও তার নিজস্ব মতামত থাকার কথাটা জোরের সাথে উচ্চারণ করে। আমরা *পাশ্চাত্যের* বদলে *পাশ্চাত্য ডেমোক্রাট* কথাটা ব্যবহার করলে লোকের বিবেকে নাড়া দেওয়ার অনেক বেশি আশা করতে পার তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেশ। তোমার যা ভালো মনে হয়, করো। ছাপানোর জন্যে এটা কি আরও ঘষামাজার দরকার হবে?'

'এটা খবরের মতো শুরু হলেও অনেক বেশি করে কৌতূহলোদ্দীপক ও ঘোষণার চেহারা পেয়েছে,' বলল কা। 'ওরা তোমার নাম ব্যবহার করতে চাইতে পারে...এমনকি জীবন বৃত্তান্তের কিছু অংশও যোগ করতে পারে-'

'ওসব আগেই ঠিক করে রেখেছি আমি,' বলল ব্লু। 'ওদের শুধু এটুকু বললেই হবে যে আমি তুরস্ক কিংবা সম্ভবত গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান ইসলামিস্ট।'

'হান্স হানসেন এটা হুবহু ছাপবে না।'

'কি?'

'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট *ফ্রাংকফুর্তার র‍্যান্দে'শ*-কে একজন মাত্র তুর্কি ইসলামপন্থীর বিবৃতি ছাপতে হলে মনে হতে পারে ওরা পক্ষ বেছে নিয়েছে,' বলল কা।

'অ। কোনও কিছু জনাব হান্স হানসেনের স্বার্থ উদ্ধারে কাজে না এলে সে পিছলে যায়,' বলল ব্লু। 'তাকে রাজি করাতে কী করতে হবে?'

'জার্মান ডেমোক্র্যাটরা তুরস্কে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেও-তবে সেটাকে সত্যিকারের অভ্যুত্থান হতে হবে, থিয়েটারের অভ্যুত্থান নয়- ইসলামিস্টদের পক্ষে দাঁড়াতে হলে অনেক অস্বস্তিতে পড়ে যাবে তারা।'

হ্যাঁ, এরাই সবাই আমাদের ব্যাপারে দারুণ ভীত,' বলল ব্লু।

কা ঠিক ধরতে পারল না লোকটা বড়াই করছে নাকি স্রেফ ভুল বোঝাবুঝির অনভূতি হচ্ছে তার? 'বেশ,' বলল সে, 'তুমি উদারপন্থী সাবেক কমিউনিস্ট আর কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীর সই যোগাড় করতে পারলে *ফ্র্যাংকফুর্তের ব্যান্দে'শ* ঘোষণাটা ছাপাতে আর সমস্যা হবে না।'

'আবার আসবে?'

'আমরা এই শহরের আরও দুজন লোককে এ-ব্যাপারে রাজি করাতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা যৌথ বিবৃতির ব্যাবস্থা করা যেতে পারে,' বলল কা।

'স্রেফ পশ্চিমাদের পছন্দসই হওয়ার খাতিরেই আমি মদ খাব না,' বলল ব্লু। 'আমি কী করছি বোঝার জন্যে আমাকে ওরা যাতে ভয় না পায় সেজন্যে ওদের নকল করতে যেতে পারব না আমি। আর কেবল খোদাহীন নাস্তিক বিশ্ব আমাদের করুণা করার জন্যে কিছুতেই এই পশ্চিমা মিস্টার হান্স হানসেনের দরজায় গিয়ে নিজেকে খাট করতে পারব না। তা হান্স হানসেন লোকটা আসলে কে? এত সব শর্ত জুড়ে দিচ্ছে কেন সে? সে ইহুদি নাকি?'

খানিক নীরবতা। কা-র তিরস্কার টের পেয়ে সঘৃণায় ওর দিকে তাকাল ব্লু। 'ইহুদিরা আমদের দেশের সবচেয়ে নির্যাতিত মানুষ,' নিজেকে বাঁচানোর ঢঙে বলল

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। 'আমার বিবৃতির কোনও শব্দ বদলানোর আগে এই হান্স হানসেন সম্পর্কে আরও জানতে চাই। ওর সাথে তোমার পরিচয় কীভাবে?'

'এক তুর্কি বন্ধুর মারফত, সে বলেছিল যে *ফ্রাংকফুর্তের র‍্যান্দে'শ*-এ তুরস্কের উপর একটা সংবাদ বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তার ভাষ্যকার পটভূমির সাথে পরিচিত কারও সাথে আলাপ করতে চায়।'

তাহলে হান্স হানসেন তার প্রশ্নগুলো তোমার এই বন্ধুর কাছেই তুলে ধরেনি কেন? তোমার সাথেও কথা বলার দরকার হলো কেন?'

'এ্ বিশেষ তুর্কি বন্ধুটির আমার মতো এইসব ব্যাপারে তেমন একটা ধারণা ছিল না।'

'*এইসব ব্যাপার* আসলে কী হতে পারে আন্দাজ করতে দাও,' বলল ব্লু। 'নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, করুণ কারাগার পরিস্থিতি ও আমাদেরকে আরও বিশ্রী করে তোলে এমন সব বিষয়।'

'সম্ভবত ঠিক ওই সময় মালাতিয়ায় কয়েকজন মাদ্রাসার ছাত্র এক নাস্তিককে হত্যা করেছিল,' বলল কা।

'এমন কোনও ঘটনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না,' বলল ব্লু। কা-কে খুব ভালো করে লক্ষ করছিল সে। 'ইসলামিস্টদের সামান্য একজন নাস্তিককে হত্যা করার কথা বুক ফুলিয়ে বলার জন্যে টেলিভিশনে হাজির হওয়াটা যেমন নিন্দাযোগ্য, তেমনি অরিয়েন্টালিস্টদের মৃতের সংখ্যা দুই থেকে পনেরতে বাড়িয়ে সংবাদ প্রচার করে ইসলামিস্টদের নিন্দা করাটাও ক্ষতিকর। জনাব হান্স হানসেন তাদের একজন হলে ওর কথা বাদ দাও।'

'হান্স হানসেন আমাকে শুধু ইইউ আর তুরস্ক সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করেছে। আমি তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এক সপ্তাহ পরে আমাকে ফোন করে বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত করেছিল সে।'

'ঠিক এভাবে–কোনও কারণ ছাড়াই?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই সন্দেহজনক। তার বাড়িতে কী কী দেখেছ? তোমাকে ওরা স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে?'

কাদিফের দিকে তাকাল কা। পুরোপুরি টেনে দেওয়া পর্দার পাশে ওর দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'হান্স হানসেনের সুখী চমৎকার একটা পরিবার,' বলল কা। 'এক সন্ধ্যায় পত্রিকা শোয়ানোর পর আমাকে *ব্যাবনহফ* থেকে তুলে নেয় হান্স হানসেন। আধা ঘণ্টা পর বাগানের মাঝখানে বসানো একটা চমৎকার বাড়িতে পৌঁছুই আমরা। আমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করেছে ওরা। মুরগির রোস্ট আর আলু খেয়েছি আমরা। ওর স্ত্রী প্রথমে আলু সেদ্ধ করে তারপর আভেনে রোস্ট করেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওর স্ত্রী দেখতে কেমন?'

ওকে কোটটা বিক্রি করা *কাবহফের* সেলসম্যান হান্স হানসেনের চেহারা মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলল কা; 'হান্স হানসেন সোনালি চুলের চওড়া কাঁধের সুদর্শন পুরুষ, ওর স্ত্রী ইনগবার্গ আর বাচ্চাদেরও একই রকম সোনালি সৌন্দর্য রয়েছে।'

'তার বাড়ির দেয়ালে ক্রস চোখে পড়েছে?'

'মনে পড়ছে না। মনে হয় না।'

'ক্রস ছিল, তুমি হয়তো খেয়াল করোনি,' বলল ব্লু। 'আমাদের ইউরোপ-প্রেমী নাস্তিকরা যেমন ধারণা করে তার বিপরীতে ইউরোপিয় সব বুদ্ধিজীবীই ধর্ম আর ক্রসকে দারুণ সিরিয়াসভাবে নিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের লোকেরা যখন তুরস্কে ফিরে আসে, তারা আর সেটা মুখে আনে না, কারণ তারা কেবল পশ্চিমের নাস্তিক্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কারিগরি প্রাধান্যকে কাজে লাগাতে চায়...তুমি কী দেখেছ, ওদের সাথে কী আলাপ করেছ বলো।'

'*ফ্র্যাংকফুর্তের র‍্যান্দে'শ* পত্রিকার বিদেশী সংবাদ বিভাগে কাজ করলেও হান্স হানসেন সাহিত্য-প্রেমী মানুষ। অল্প সময়ের ভেতরই কবিতার প্রসঙ্গে বাঁক নিয়েছিল আমাদের আলোচনা। বিভিন্ন দেশ, কবিতা আর গল্প নিয়ে কথা বলেছি আমরা। সময়ের তাল হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি।'

'ওরা কি তোমাকে করুণা করেছে? তুমি একজন হতভাগ্য তুর্কি–মাতাল জার্মান তরুণরা স্রেফ মজা লোটার জন্যে মারধর করে থাকে–নিঃসঙ্গ দুস্থ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বলে তোমার জন্যে ওদের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল,?'

'জানি না। আমার উপর কেউ চাপ দিচ্ছিল না।'

'ওরা তোমার উপর চাপ না দিলেও, তোমাকে কতটা করুণা করছে না বললেও মানুষের চরিত্রই হচ্ছে করুণা প্রত্যাশা করা। জার্মানিতে এমন শত শত তুর্কি-কুর্দি বুদ্ধিজীবী আছে যারা এই করণাকেই জীবীকায় পরিণত করেছে।'

'হান্স হানসেনের পরিবার–তার বাচ্চারা–ভালো মানুষ। ওরা পরিমার্জিত, ভালো মনের অধিকারী। হতে পারে ওরা অনেক বেশি পরিমার্জিত বলেই আমাকে কতটা করুণা করছে সেটা প্রকাশ হতে দেয়নি। ওদের অনেক ভালো লেগেছে আমার। আমাকে করুণা করে থাকলেও সেজন্যে ওদের দোষ দেব না।'

'অন্য কথায়, পরিস্থিতি তোমার অহংকার ভেঙে দেয়নি।'

'হতে পারে তাতে আমার অহমে ঘা লাগেনি। তবে তারপরেও চমৎকার একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছি আমি। সাইড টেবিলের ল্যাম্পগুলো কমলা আলো বিলোচ্ছিল, খুবই স্বস্তিদায়ক *ঠেকেছে*। চামচ আর ফর্কগুলো এমন ছিল যা এর আগে আর কখনও দেখিনি। কিন্তু ততখানি অস্বাভাবিক ছিল না যে ব্যাবহার করতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। সারা সন্ধ্যা টেলিভিশন অন করা ছিল। সময় সময় ওরা ওটার দিকে চোখ ফেরাচ্ছিল। এটাই আমাকে অনেকখানি সহজ করে তুলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক সময় ওদের জার্মান বুঝতে গিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছে টের পেয়ে চট করে আবার ইংরেজিতে ফিরে এসেছে ওরা। আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার পর বাচ্চারা ওদের বাবাকে বাড়ির কাজ শেষ করতে ওদের সাহায্য করতে বলল। বাচ্চাদের ঘুমুতে পাঠানোর সময় ওদের চুমু খেল ওরা। খাওয়া শেষ হতে হতে ওরা আমাকে এতটাই আপন করে নিয়েছিল যে আমি নিজে থেকেই আরেক টুকরো কেক নিয়ে খেয়েছি–খেয়াল করেনি কেউ–খেয়াল করলেও এমন ভাব করেছে যেন এটা একেবারেই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। পরে এসব নিয়ে অনেক ভেবেছি।'

'কেমন কেক ছিল সেটা?' জানতে চাইল বু।

'ফিগ আর চকোলেট দেওয়া ভিয়েনিজ টর্টে।'

খানিক নীরবতা।

'পর্দার রঙ কেমন ছিল?' জানতে চাইল কাদিফে। 'কেমন নকশা ছিল তাতে?'

'শাদা বা ক্রিম রঙের হবে,' বলল কা। যেন দূরবর্তী কোনও স্মৃতি জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে, এমনি একটা ভাব করল ও। 'যতদূর মনে পড়ে ছোট ছোট মাছ, ফুল, চাঁদ আর নানা রঙের ফলের ছবি ছিল তাতে।'

'অন্য কথায়, বাচ্চাদের জন্যে যে ধরনের জিনিস কেনা হয়?'

'ঠিক তা নয়। বাড়ির পরিবেশ খুবই সিরিয়াস ধরনের ছিল। আমাকে এটুকু বলতে দাও: ওরা খুবই সুখী, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মিনিটে মিনিটে হাসিতে ভেঙে পড়ছিল, এখানে আমরা যেমন কোনও কারণ না থাকলেও হাসি। হয়তো একারণেই ওরা সুখি। ওদের কাছে জীবন খুবই সিরিয়াস একটা বিষয় যেটাকে দায়িত্বশীলের মতো করে দেখতে হয়। এখানকার মতো বদ্ধ সংগ্রাম বা কষ্টদায়ক বিপদ নয়। তবে ওদের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব জীবনের প্রতিটি বিষয়কে জায়গা করে দেয়। ঠিক ওদের পর্দার চাঁদ, মাছ আর এ জাতীয় জিনিস যেমন করে ওদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে।'

'টেবিলের চাদরের রঙ কী ছিল?' জিজ্ঞেস করল কাদিফে।

'মনে করতে পারছি না,' আরও ভালো করে মনে করার ভান করে বলল কা।

'কতবার ওখানে গেছ তুমি?' ক্ষীণ বিরক্তির সাথে জানতে চাইল বু।

'সেরাতে এত চমৎকার সময় কেটেছিল যে আবার ওখানে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হান্স হানসেন আমাকে আর নিমন্ত্রণ জানায়নি।'

উঠানে শেকল দিয়ে বাঁধা কুকুরটা এখন আরও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কাদিফের চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ দেখতে পেল কা, ক্রুদ্ধ অসন্তোষের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বু।

'অনেকবার ওদের ফোন করার কথা ভেবেছি,' জেদের সাথে বলল ও। 'অনেক সময় ভেবেছি আমি বাড়ি ছিলাম না এমন কোনও সময় হয়তো হান্স হানসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ফোন করেছে কিনা ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। যখনই এই ভাবনা মাথায় এসেছে লাইব্রেরি থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে খুবই কষ্ট হয়েছে আমার। শেল্ফের পেছনে আয়নাঅলা ওই অসাধারণ সব সুন্দর জামা-কাপড় আর চেয়ারগুলো–ওগুলো কী রঙের ছিল ভুলে গেছি, লেবু হলুদ হয়ে থাকতে পারে, ওরা কাঠের বোর্ডের উপর রুটি কাটার সময় ওই চেয়ারে বসে থাকার স্বপ্ন দেখেছি আমি, আমাকে "তুমি এভাবেই খেতে পছন্দ করো?" জিজ্ঞেস করার জন্যে আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে ওরা–তুমি তো জানো ইউরোপিয়রা আমাদের মতো এত বেশি রুটি খায় না। ওদের বাড়ির দেয়ালে কোনও ক্রস ছিল না। আল্পসের কিছু সুন্দর দৃশ্য, ব্যস। আবার ওসব দেখার জন্যে যেকোনও কিছু দিতে রাজি আমি।'

এবার ব্লুকে ওর দিক পরিষ্কার বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখল কা।

'তিন মাস পরে আমার এক বন্ধু তুরস্ক থেকে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল,' বলল কা। 'নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা আর ধ্বংসের এক নতুন ভীতিকর ধারার কথা ছিল তাতে। হান্স হানসেনের সাথে যোগাযোগ করার অজুহাত হিসাবে এটাকে কাজে লাগাই আমি। খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনে সে, আবারও বেশ পরিমার্জিত আর ভদ্র আচরণ করে। পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছোট একটা খবর ছাপা হয়। প্রকাশিত নির্যাতন আর হত্যার খবর নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি। আমি শুধু চেয়েছিলাম হান্স হানসেন যেন আবারও আমাকে ফোন করে। কিন্তু আর ফোন করেনি সে। সময় সময় ওকে চিঠি লেখার কথা ভেবেছি, কোথায় আমার ভুল হয়েছে জানার জন্যে, কেন আর আমাকে ওর বাড়িতে দাওয়াত করেনি জিজ্ঞেস করব বলে।'

ব্লু দৃশ্যমানভাবে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেও নিজেকে মৃদু হাসার সুযোগ দিল কা।

'বেশ, এবার তাহলে ওকে ফোন করার নতুন একটা উসিলা পেলে তুমি,' অসন্তোষের সাথে বলল সে।

'কিন্তু তার কাগজে তোমার বিবৃতি ছাপতে চাইলে জার্মান মান অর্জন করতে হবে, একটা যৌথ বিবৃতি তৈরি করতে হবে,' বলল কা।

'এমন কুর্দিশ জাতীয়তাবাদী কে আছে যে আমাকে বিবৃতি লিখতে সাহায্য করবে আর উদাপন্থী সাবেক কমিউনিস্টকেই বা পাব কোথায়?'

'ওরা পুলিসের পক্ষে কাজ করছে বলে ভয় করে থাকলে নিজেই নাম প্রস্তাব করতে পার,' বলল কা।

'সন্দেহাতীতভাবে পশ্চিমা সাংবাদিকের কাছে একজন ইসলামিস্ট কুর্দির চেয়ে একজন নাস্তিক কুর্দির দাম অনেক বেশি হবে। মাদ্রাসার ছেলেদের কপালে যা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছে সেসব নিয়ে কথা বলার মতো অনেক কুর্দি তরুণ আছে। যে কোনও কুর্দি যুবক আমাদের বিবৃতি লেখার কাজে সাহায্য করে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।'

'চমৎকার। তুমি কোনও তরুণ ছাত্র যোগাড় করতে পারলে,' বলল কা, 'আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি *ফ্রাংকফুর্তের র‍্যান্দে'শ* তাকে মেনে নেবেই।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বিদ্রূপের সুরে বলল ব্লু। 'তুমি তো পশ্চিমে আমাদের দূত।'

টোপটা গিলল না কা। 'আর নব্য ডেমোক্র্যাট সাজা কমিউনিস্টের বেলায় তোমার পক্ষে সেরা লোকটি হবে তুরগাত বে।'

'আমার বাবা?' সতর্কতার সাথে জানতে চাইল কাদিফে।

কা হ্যাঁ বলতেই ওকে সতর্ক করে দিয়ে কাদিফে বলল ওর বাবা কখনওই হোটেলের বাইরে পা রাখে না। এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সবাই। ব্লু জোর দিয়ে বলতে লাগল যে আর সব পুরোনো কমিউনিস্টের মতোই তুরগাত বে আসলে ডেমোক্র্যাট নয়; সে সম্ভবত অভ্যুত্থানের কারণে খুশিই হয়েছে, কারণ তাতে ইসলামিস্টদের উপর খড়গ নেমে এসেছে। তবে বামদের দুর্নাম হোক চায় না সে, তাই অভ্যুত্থানটা ঠিক না হওয়ার ভান করছে।

'খালি বাবাই ভান করছে না,' বলল কাদিফে।

কাদিফের কণ্ঠের কাঁপন আর রাগে ব্লুর চোখজোড়া ঝলসে উঠতে দেখে কা বুঝতে পারল এই দুজন আরও বহু ক্লান্ত দম্পতির মতো বহুবারের মতো আরেক দফা ঝগড়ার দোরগোরায় পৌঁছে গেছে। লাগাতার ঝগড়া চলার কারণে বাইরের লোকদের কাছে মত পার্থক্য গোপন রাখার শক্তি নেই বললেই চলে। কাদিফের চেহারায় দুর্ব্যহারের শিকার কোনও মেয়ের অভিব্যক্তি, যা হবার হবে, তাতে পরোয়া না করে সব কথার জবাব দিতে তৈরি হয়ে আছে সে। অন্যদিকে ব্লুর অভিব্যক্তি অহংকার আর আসাধারণ কোমলতার মিশেল। কিন্তু তারপরেই, মুহূর্তের ব্যবধানে সব কিছু বদলে গেল। এবার ব্লুর চোখে স্থির সিদ্ধান্তের ছাপ দেখতে পেল ও।

'আর সব ভণ্ড নাস্তিক আর ইউরোপ-প্রেমী বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর মতো তোমার বাবাও সাধারণ মানুষের প্রতি অসন্তোষঅলা একজন ভানকারী।'

এরসিন ইলেক্ট্রিক মনোগ্রামঅলা অ্যাশট্রে তুলে ব্লুর দিকে ছুঁড়ে মারল কাদিফে। হয়তো ইচ্ছে করেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। অ্যাশট্রেটা ব্লুর পছনের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে নিঃশব্দে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

'এছাড়াও,' বলল ব্লু, 'তোমার বাবা তার মেয়েটি এক রেডিক্যাল ইসলামপন্থীর রক্ষিতা নয় বলে ভান করতে ভালোবাসে।'

ব্লুর বুকে হালকাভাবে দুই হাতে কিল বসাল কাদিফে, তারপর ভেঙে পড়ল কান্নায়। ওকে কোণের চেয়ারে বসিয়ে দিল ব্লু। পুরো ব্যাপারটা ওরা এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোছানোভাবে করছিল যে কার মনে হলো ওকে দেখানোর জন্যেই অভিনয় করা হচ্ছে।

'তোমার কথা ফিরিয়ে নাও,' বলল কাদিফে।

'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি,' বলল ব্লু। কাঁদুনে শিশুকে সান্ত্বনা দিতে এমন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয়। 'আর এটা প্রমাণ করার জন্যেই তোমার বাবার সকাল সন্ধ্যায় বলে যাওয়া বিশ্রী কৌতুকের কথা ভুলে তার সাথে যৌথ বুলেটিনে সই করব। তবে এমনটা যেহেতু হতেই পারে যে আমাদের এই হান্স্ হানসেনের প্রতিনিধিটি'–কা-র দিকে তাকিয়ে হাসার জন্যে থামল সে–'এমন যেহেতু হতেই পারে যে আমাদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে সে, তাই তোমাদের বাসায় যাব না আমি। আমার কথা বুঝতে পেরেছ, ডার্লিং?'

'কিন্তু বাবা তো কখনওই হোটেলের বাইরে আসে না,' বলল কাদিফে। কা-কে হতবাক করে দিয়ে বখে যাওয়া কোনও মেয়ের ঢঙে কথা বলছে সে। 'কার্সের দারিদ্র্য ওর মনটা ভেঙে দিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে একবারের জন্যে হলেও তোমার বাবাকে বাইরে আসতে রাজি কারাতে হবে, কাদিফে,' এর আগে ওর সাথে ব্যবহার করেনি এমন কর্তৃত্বের সুরে বলল কা। 'এখন আর এই শহর তাকে বিষণ্ণ করে তুলবে না–তুষারে পুরোটাই ঢেকে গেছে।' সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল ও।

এবার ওর কথার মানে বুঝতে পারল কাদিফে। 'ঠিকাছে,' বলল ও। 'কিন্তু ও বাড়ির বাইরে অসার আগে কাউকে গিয়ে একজন ইসলামিস্ট আর একজন কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীর সাথে একই দলিলে স্বাক্ষর দিতে রাজি করাতে হবে। সেটা কে করবে?'

'আমি,' বলল কা। 'আমাকে সাহয্য করবে তুমি।'

'কোথায় মিলিত হবে ওরা?' জানতে চাইল কাদিফে। 'আমার বাবার গ্রেপ্তারের ভেতর দিয়ে অর্থহীনতার শেষ হলে? ওকে বাকি জীবন জেলে কাটাতে হলে?'

'এটা কোনও অর্থহীন ব্যাপার না,' বলল ব্লু। 'পশ্চিমা পত্রিকার পাতায় একটা কি দুটো খবর বের হলেই আংকারার টনক নড়বে, ওরা কয়েকজনের কানে কথা তুলে সেটাকে থামাবে।'

'আসলে ইউরোপিয় কাগজে খবর ছাপানো নয়, নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার পরিকল্পনা, তাই না?' জানতে চাইল কাদিফে।

ব্লু সহিষ্ণু হাসি দিয়ে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতেই তার প্রতি এক ধরনের সমীহ বোধ করল কা। কেবল এখনই ও বুঝতে পারল ইস্তাম্বুলের ছোটখাট ইসলামি পত্রিকাগুলো *ফ্র্যাংকফুর্তের র‍্যান্দে'শের* যেকোনও উল্লেখ দেখলেই তার উপর হামলে পড়বে আর গর্বের সাথে সেটাকে অতিরঞ্জিত করবে। গোটা তুরস্কে ব্লুকে বিখ্যাত করে তুলবে। দীর্ঘ সময় নীরবতা বজায় রইল। রুমাল বের করে চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুছল কাদিফে। ও বিদায় নেওয়ামাত্রই এই যুগল আবার ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তারপর মিলিত হবে, মনে মনে ভাবল কা। ওরা কি ওর বিদায় চাইছে? অনেক উপরে আকাশে একটা প্লেন যাচ্ছে। জানালার উপরের কাঁচের দিকে তাকিয়ে কান পেতে শুনতে লাগল ওরা।

'আসলে প্লেন কিন্তু কখনওই এদিক দিয়ে যায় না,' বলল কাদিফে।

'বড়ই অদ্ভুত একটা কিছু ঘটছে, ভিন্ন কিছু,' বলল ব্লু। নিজের অস্বাভাবিকতায় নিজেই হাসল। কা-ও হেসে উঠতেই একে আক্রমণ হিসাবে গ্রহণ করল সে। 'লোকে বলে তাপমাত্রা এমনকি যখন শূন্য ডিগ্রিরও নিচে থাকে তখনও সরকার কতটা ঠাণ্ডা পড়েছে কিছুতেই স্বীকার যাবে না।' উপেক্ষা করার ভঙ্গিতে কা-র দিকে তাকাল সে।

'আমি সব সময়ই স্বাভাবিক জীবন চেয়েছি,' বলল কাদিফে।

'তুমি স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ হাতছাড়া করেছ,' বলল ব্লু। 'সেটাই তোমাকে এমন ব্যতিক্রমী মানুষে পরিণত করেছে।'

'কিন্তু আমি ব্যতিক্রমী হতে চাই না। আমি আর সবার মতো হতে চাই। অভ্যুত্থানটা না হলে কে জানে আমি হয়তো আর সবার মতো হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে হিযাব ছুঁড়ে ফেলতাম।'

'এখানে সব মেয়েই হিযাব পরে,' বলল ব্লু।

'কথাটা ঠিক না। আমার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড আর শিক্ষা সম্পন্ন বেশির ভাগ মহিলাই মাথা ঢাকে না। এটা সাধারণ্যের মিশে যাওয়ার প্রশ্ন হলে নিশ্চিতভাবেই হিযাব পরে আমার সমানদের চেয়ে নিজেকে আলাদা করে নিতাম আমি। এর ভেতর এক ধরনের অহংকারের ব্যাপার আছে যেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

'তাহলে এক কাজ করো, কাল সকালেই হিযাব খুলে ফেল,' বলল ব্লু। 'লোকে একে জুন্তার পক্ষে বিজয় হিসাবে দেখবে।'

'এটা সবাই জানে যে তোমার বিপরীতে লোকে কী ভাববে সেটা মাথায় রেখে কাজ করতে যাইনি,' বলল কাদিফে। উত্তেজনায় গোলাপি হয়ে গেছে ওর চেহারা।

আরেকবার মিষ্টি হাসি দিয়ে জবাব দিল ব্লু। তবে এবার কা বুঝতে পারল, এতে তার পুরো শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে। কা ব্যাপারটা লক্ষ করেছে, বুঝতে পারল ব্লু। ফলে ওদের মাঝে বিব্রতকর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলো। কা-র মনে হলো যেন যুগলের একান্ত জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে ও। কাদিফের প্রেমিককে বকাঝকা করার সময় কণ্ঠে চাপা কামনার রেশ টের পেয়ে ওর মনে হলো মেয়েটা ইচ্ছে করেই ওদের নোংরা কাপড় টানাটানি করছে–কেবল ব্লুকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে নয়, বরং ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছে বলে কা-কে বিব্রত করার জন্যেও। যে কেউ জানতে চাইতে পারে গত রাত থেকে কাদিফের উদ্দেশ্যে নেসিপের লেখা প্রেমপত্রগুলোর কথা মনে করার জন্যে ঠিক এই মুহূর্তটিকেই কেন বেছে নিতে গেছে ও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হিযাব পরার দায়ে যেসব মেয়েকে উপর অত্যাচার করে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাদের বেলায় আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে এই নিবন্ধে ওদের কোনওই উল্লেখ থাকবে না।' কথার সুরের সাথে চোখের অন্ধ ক্রোধ মিলে গেল। 'যে মেয়েগুলোর জীবন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে, তার বদলে আমরা সতর্ক প্রাদেশিক ইসলামিস্ট নির্বোধদের ছবি দেখতে পাব যারা ওদের পক্ষে কথা বলার ভান করবে। যখনই কোনও পত্রিকায় কোনও মুসলিম নারীর ছবি দেখবে তার কারণ তার স্বামী একজন রাজনীতিক, কোনও ধর্মীয় উৎসবে তার পাশে দাঁড়িয়েই ছবিটা তুলেছে সে। এই কারণেই আমি এসব পত্রিকায় দেখা না দেওয়ার চেয়ে বরং দেখা দিতেই বেশি বিপর্যস্ত বোধ করব। আমরা যখন নিজেদের একান্ত জীবন বাঁচাতে এত কষ্ট করছি সেখানে এইসব লোক আত্মপ্রচার পেতে এত চেষ্টা করছে দেখে ওদের উপর আমার করুণা হয়। সেজন্যেই আত্মঘাতী মেয়েদের কথা উল্লেখ করাটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কথাটা যখন এলই, হান্স হানসেনকে কিছু বলার অধিকার আমারও আছে।'

'দারুণ হবে সেটা,' কিছু না ভেবেই বলল কা। 'তুমি মুসলিম নারীবাদীদের প্রতিনিধি হিসাবে সই দিতে পারবে।'

'কারও প্রতিনিধিত্ব করার কোনও ইচ্ছে নেই আমার,' বলল কাদিফে। 'আমি ইউরোপিয়দের সামনে গিয়ে দাঁড়াই যদি, সেটা নিজের পক্ষেই দাঁড়াব; নিজের কথাই বলব–আমার সম্পূর্ণ কাহিনী, আমার সব পাপ আর দুর্বলতাসহ। তুমি তো জান কীভাবে অনেক সময় এমন কারও সাথে তোমার পরিচয় হয় যাকে আগে কোনওদিনই দেখনি তুমি, এমন কেউ যাকে আর কোনওদিনই আর দেখবে না; অথচ তাকে সব কথা–তোমার গোটা জীবন ইতিহাস–খুলে বলতে প্ররোচিত হও তুমি? ছোট থাকতে এভাবেই যেন আমার পড়া ইউরোপিয় উপন্যাসের নায়করা লেখকদের কাছে তাদের কাহিনী বলত। আমিও চার-পাঁচ জন ইউরোপিয়র কাছে ওভাবে আমার কাহিনী বলতে পারলে কিছু মনে করব না।'

একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো, মনে হলো খুব কাছে কোথাও। গোটা বাড়ি থরথর করে কেঁপে উঠল। ঝনঝন শব্দ তুলল জানালাগুলো। এক বা দুই সেকেন্ড পরে কা আর ব্লু একসাথে উঠে দাঁড়াল।

'আমাকে দেখতে দাও,' অবশেষে বলল কাদিফে, তিনজনের ভেতর ওকেই সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলে মনে হলো।

নিরীহভাবে পর্দার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল কা। 'ঘোড়াগাড়িটা নেই,' বলল ও।

'এই উঠানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা ওর পক্ষে বিপজ্জনক,' বলল ব্লু। 'বিদায় নেওয়ার সময়ে তোমাকে পাশের দরজা দিয়ে যেতে হবে।'

কা এই কথাটার মানে করল *এখনই চলে যাচ্ছ না কেন?* কিন্তু তারপরেও নিজের আসনে স্থির বসে অপেক্ষা করতে লাগল ও। ব্লু আর ও ঘৃণাভরা দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনিময় করার সময় ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অন্ধকার শূন্য হলওয়ে ধরে অস্ত্রধারী চরমপন্থী নানা ধরনের জাতীয়তাবাদীদের সাথে দেখা হলে ভয় পাবার কথা মনে পড়ে গেল ওর। তবে অন্তত তখনকার দিনে ওই বিনিময়ে কোনও যৌন অন্তস্রোত ছিল না।

'অনেক সময় কিছুটা প্যারানয়েড হয়ে উঠি আমি,' বলল ব্লু। 'তবে তার মানে এই নয় যে তুমি পশ্চিমের গোয়েন্দা নও। তুমি হয়ত জান যে তুমি গোয়েন্দা নও, তোমার হয়তো তেমন কোনও ইচ্ছা নাও থাকতে পারে, কিন্তু তাতে অবস্থা বদলে যাচ্ছে না। আমাদের মাঝে তুমি আগন্তুক। এই ধার্মিক মেয়েটির মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছ তুমি, ওর চারপাশে ঘটে যাওয়া বিচিত্র ব্যাপারগুলোই তার প্রমাণ। এখন তোমার সমস্ত পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছ, হয়তো আমাদের নিয়ে তলে তলে হেসে কুটিকুটিও হয়ে থাকতে পারো। আমি কিছু মনে করিনি, কাদিফেও তাই। কিন্তু আমাদের উপর তোমার নিজস্ব আনাড়ী ধারণা চাপিয়ে দিয়ে, সুখ আর বিচারের পশ্চিমা সন্ধানের গান গেয়ে আমাদের ভাবনাকে ঘোলা করে দিয়েছ তুমি। আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ নই, কারণ আর সব ভালো মানুষের মতোই নিজের অন্তরের অশুভ সম্পর্কে তুমি সজাগ নও। তবে আমার কাছ থেকে কথাটা শোনার পর এখন থেকে আর সারল্যের দাবী করতে পারবে না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতাশ

মনে জোর রাখ, মেয়ে কার্স থেকে সাহায্য আসছে

বিবৃতিতে সই করার জন্যে তুরগাত বে-কে কা-র অনুরোধ

উঠোন বা গাড়ি মেরামতের দোকানের কারও নজর না পড়েই বাড়ি থেকে বের এল কা, সোজা হাঁটা দিল বাজারের দিকে। আগের দিন যে স্টেশনারি-অডিওক্যাসেট গুদামজাতকারী দোকানে পেপিনো ডি ক্যাপ্রি 'রোবার্তা' গান বাজতে শুনেছিল সেটায় চলে এল ও। কাদিফেকে লেখা নেসিপের চিঠিগুলো এক এক করে বের করে ফটোকপি মেশিনের দায়িত্বে থাকা গুবরে পোকার মতো ভুরুঅলা টিনেজ সহকারী ছেলেটার হাতে তুলে দিল। তবে কাজটা করার আগে ওকে খামগুলো খুলতে হলো। ফটোকপি করা শেষ হলে চিঠির মতো একই রকম সস্তা ফ্যাকাশে কাগজের নতুন খামে আসল চিঠিগুলো ভরে যতটা সম্ভব নেসিপের হাতের লেখা নকল করে ওগুলোর উপর কাদিফে ইলদিযের ঠিকানা লিখল।

সুখের জন্যে লড়াই করতে, যেকোনও মিথ্যা কথা বলতে, নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে যেকোনও কৌশল অবলম্বনে ব্যাকুল কা দ্রুত হোটেলে ফিরে এল, মনের পর্দায় ফুটিয়ে তোলা আইপেকের একটা ছবি নিয়ে খেলছে। তুষারপাত শুরু হয়েছে আবার। ঠিক সেই আগের মতোই বড় বড় তুষারকণা। আর সব সাধারণ সন্ধ্যার মতোই লোকজনকে একই রকম ক্লান্ত, উত্তেজিত দেখাচ্ছে। প্যালেস পাথ রোড আর হালিত পাশা অ্যাভিনিউর মোড়ে একটা ক্লান্ত ঘোড়ায় টানা কাদামাটির প্রলেপ লাগা কয়লার ওয়্যাগন তুষারের স্তূপে আঁটকা পড়েছে। ওটার ঠিক পেছনে দাঁড়ানো ট্রাকটার ওয়াইপারগুলো কিছুতেই উইন্ডশীল্ডগুলোকে পরিষ্কার রাখতে পারছে না। প্লাস্টিকের ব্যাগ বুকে চেপে এগিয়ে চলা পথচারীদের দিকে তাকাল ও, মনে মনে ভাবল ওরা সবাইই যার যার বাড়ির সুখী নিরাপত্তায় ফিরে যাচ্ছে। যদিও যেটা ছেলেবেলার ধূসর শীতের সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়া পরিবেশে এক ধরনের বিষণ্ন ভাব টের পেলেও এক নতুন জীবন শুরু করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও।

সোজা নিজের রুমে চলে এল ও। এমনকি গা থেকে কোটটা খোলার আগেই নেসিপের চিঠিগুলোর ফটোকপি স্যুটকেসের একেবারে নিচে লুকিয়ে রেখে তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওটা ঝুলিয়ে রাখল। খুবই যত্নের সাথে হাত ধুয়ে কারণ না জেনেই দাঁত ব্রাশ করল (সাধারণত সন্ধ্যায়ই এ কাজটা করে ও); আরও একটা নতুন কবিতা ধেয়ে আসছে টের পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অনেক খানি সময় কাটিয়ে দিল, রেডিয়েটর থেকে বের হয়ে আসা উত্তাপটুকুর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল। কিন্তু কবিতার বদলে ছেলেবেলার একরাশ স্মৃতি ধেয়ে এল: বসন্তের চমৎকার সকালে মার সাথে বোতাম কেনার জন্যে বিয়োগলূতে যাচ্ছে, এক 'নোংরা লোক' ওদের পিছু নিয়েছিল, বাবার সাথে ইউরোপ সফর করবে বলে মা যেদিন বের হয়ে গিয়েছিল, নিসান্তাস থেকে ওদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া ট্যাক্সিটা মোড়ে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, বিউকাদায় এক পার্টিতে এক লম্বা দীর্ঘ চুলের ধূসর চোখ মেয়ের সাথে নাচা, তারপর ওর ঘাড় এমনই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে বলতে গেলে নড়াচড়া করাই কঠিন হয়ে পড়েছিল, (মেয়েটার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল ও, কিন্তু জানা ছিল না কীভাবে আবার তার সাথে যোগাযোগ সম্ভব)। এই স্মৃতিগুলোর কোনওটাই কোনওভাবে সম্পর্কিত নয়, কেবল ভালোবাসার সাধারণ মিলটুকু বাদে; কা খুব ভালো করেই জানে জীবন বিচ্ছিন্ন স্মৃতির অর্থহীন ধারা ছাড়া ভিন্ন কিছু না।

অনেক বছর ধরে কোথাও বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করার পর সেখানে পৌঁছে যেমন করে কেউ ঠিক তেমনি ব্যকুলভাবে ঝটপট নিচে নেমে এল ও, নিজের মাঝে অবিচলতার সাথে হতচকিত হয়ে ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে; মালিকের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে লবিকে বিচ্ছিন্নকারী সাদা দরজায় টোকা দিল ও। দরজা খুলে ধরল কুর্দি আয়া। মহিলার আধা ষড়যন্ত্রমূলক আর আধা সমীহের অভিব্যক্তি স্রেফ তুর্গেনিভের বই থেকে উঠে আসা যেন। আগের রাতে ওরা যে ঘরে ডিনার করেছিল সোজা সেখানে চলে এল ও, তুরগাত বে আর আইপেককে লম্বা ডিভানে পেছনের দরজার দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখল ও। টেলিভিশন দেখছিল ওরা।

'কাদিফে, কোথায় ছিলে? শুরু হলো বলে,' বলল তুরগাত বে।

রাশান দালানের জানালা গলে ঢুকে পড়া তুষারের আলো সুপরিসর উঁচু ছাদের ঘরটাকে আগের রাতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এমন একটা ভাব এনে দিয়েছে।

কা ওদের সাথে যোগ দিতে এসেছে দেখে মুহূর্তের জন্যে এমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল বাবা-মেয়ে, যেন বাইরের কোনও আগন্তুক কোনও দম্পতির একান্ত পরিবেশে এইমাত্র হানা দিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আইপেকের চোখে একটা কিছু জ্বলে উঠতে দেখে পুলকিত হয়ে উঠল কা। ওই দুজন আর টেলিভিশনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও। আবারও একবার স্মৃতির আইপেকের চেয়ে বাস্তবের আইপেক যে কতখানি সুন্দর সেটা লক্ষ করার সুযোগ দিল নিজেকে। ফলে ভয় আরও বেড়ে উঠল ওর, যদিও বহু আগেই নিজেকে বুঝিয়েছে, সারা জীবন একসাথে সুখে জীবন কাটানোই ওদের নিয়তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রোজ বিকেল চারটায় মেয়েদের নিয়ে এই ডিভানে বসে *মারিয়ামা* দেখি,' বলল তুরগাত বে। কণ্ঠে বিব্রত ভাব। তবে ভিন্ন কিছুও ছিল যা বলছে, ভেব না যে ক্ষমা চাইব।

মারিয়ামা ইস্তাম্বুলের এক বিরাট চ্যানেলে প্রচারিত সারা দেশের দর্শকদের মাতিয়ে রাখা মেক্সিক্যান সোপ অপেরা। সিরিজের নাম ভূমিকায় অভিনয়কারী মেয়েটি ছোটখাট, হাসিমুখের মোহনীয় চেহারার, সবুজ চোখ আর ফর্শা চামড়ার–এতই ফর্শা যে মনে হয় সচ্ছল পটভূমির মেয়ে–তবে খুবই ছোট বংশের মেয়ে সে আসলে। সরলা, দীর্ঘচুল *মারিয়ামা* একদম ছোটবেলায় এতীম হয়ে যায়, তারপর ওর জীবনের বেশির ভাগই কাটে হতদরিদ্র একাকীত্বে; (নতুন বিপর্যয় ছাড়া বলতে গেলে একটা দিনও কাটেনি), যখনই কারও প্রেমে পড়ে তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে বা কোনও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হচ্ছে। তুরগাত বে আর তার দুই মেয়ে বেড়ালের মতো পরস্পরের কাছে সরে আসে, মেয়েদের মাথা বাবার বুক আর কাঁধে লুটিয়ে পড়ে, একসাথে চোখের পানি ফেলে ওরা।

সম্ভবত একটা হাস্যকর সোপ অপেরায় এভাবে বাঁধা পড়ে যেতে দেখার বিব্রত অবস্থার কারণেই তুরগাত বে *মারিয়ামা* আর মেক্সিকো লাগাতার দারিদ্র্যের সুপ্ত কারণগুলোর উপর ধারা ভাষ্য দিতে লেগে গেল। পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে *মারিয়ামার* নিজস্ব লড়াইয়ের তারিফ করল, অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সময় সে এমনকি পর্দাকে উদ্দেশ করে বলল, 'মনে জোর রাখ, মেয়ে, কার্স থেকে সাহায্য আসছে।' কথাটা বলার সময় অশ্রুসজল মেয়েটি ক্ষীণ হাসল।

কা-র ঠোঁটজোড়াও হাসিতে বেঁকে গেল, কিন্তু তারপর আইপেকের চোখ দেখতে পেল ও। মেয়েটা ওর হাসি পছন্দ করেনি বুঝতে পেরে আরও সিরিয়াস অভিব্যক্তি নিল।

প্রথম বাণিজ্যিক বিরতির সময় দ্রুত আস্থার সাথে যৌথ বিবৃতির প্রসঙ্গ ওঠাল কা এবং অচিরেই তুরগাত বে-র আগ্রহ জাগাতে সক্ষম হলো। তাকে এতখানি সিরিয়াসভাবে নেওয়ার জন্যে বুড়ো রীতিমতো পুলকিত বোধ করল। বুদ্ধিটা কার, তার নামটা কেমন করে উঠল, জানতে চাইল এসব।

কা জানাল জার্মানির উদারপন্থী পত্রিকার সাথে পরামর্শ করে নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তুরগাত বে *ফ্রাংকফুর্তের র‍্যান্দে'শর* প্রচার সংখ্যা আর হান্স হানসেন নিজেকে মানবতাবাদী বলে দাবী করে কিনা জানতে চাইল। তুরগাত বে-কে ব্লুর জন্যে তৈরি করতে তাকে বিপজ্জনক ধর্মীয় উগ্রপন্থী হিসাবে তুলে ধরল কা, যদিও সে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে শিখেছে। কিন্তু তুরগাত বে-কে নির্বিকার *ঠেকল*। দারিদ্র্যের কারণেই লোকে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বলল সে, কা-কে মনে করিয়ে দিল, তার মেয়ে আর ওর বন্ধুদের কাজে বিশ্বাস না করলেও তাদের শ্রদ্ধা করে সে। মোটামুটি একই রকম সুরে এও বলল কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেই হোক না কেন, সে এখন কার্সে বাসকারী কোনও কুর্দি তরুণ হলে, একজন ভয়ঙ্কর কুর্দি জাতীয়তাবাদী হত। *মারিয়ামা*কে যেভাবে সমর্থন করেছিল ঠিক সেই এরকম আমুদে স্বরে এসব বলল তুরগাত বে। 'এসব কথা প্রকাশ্যে বলা ঠিক না, তবে আমি মিলিটারি ক্যু-র বিপক্ষে,' ঘোষণা দিল সে। এই বুলেটিনটা কোনওভাবেই তুরস্কের পত্রিকায় ছাপা হবে না, কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করল কা। ও আরও বলল, এই মিটিংটা নিরাপদে সারার সেরা জায়গা হচ্ছে হোটেল এশিয়ার একেবারে মাথার উপর। একই উঠোনে খোলা লাগোয়া দোকানের পেছন দরজা দিয়ে ওখানে যেতে পারবে সে, কাকপক্ষীও টের পাবে না।

'দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে তুরস্কে সত্যিকারের গণতন্ত্রীরা আছে,' বলল তুরগাতবে। দ্রুত কথা বলেছে সে, কারণ শিগগিরই সোপ অপেরা শুরু হয়ে যাবে। *মারিয়ামা* ফের হাজির হবার ঠিক আগ মুহূর্তে ঘড়ির দিকে তাকাল সে, তারপর বলল, 'কাদিফে কোথায়?'

নীরবে *মারিয়ামা* দেখতে বাপ-বেটির সাথে যোগ দিল কা।

এক পর্যায়ে প্রেমিকের সাথে একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল *মারিয়ামা*; ওদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না নিশ্চিত হয়ে প্রেমিককে আলিঙ্গন করল সে। চুমু খেল না ওরা, কিন্তু যা করল সেটাকে কা-র আরও বেশি আলোড়নকারী ঠেকল। সমস্ত শক্তি দিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। এরপরের দীর্ঘ নীরবতায় কা-র মনে হলো বুঝি গোটা শহর এই একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে। সারা কার্স জুড়ে সবে বাজার থেকে ফেরা গৃহিণীরা তাদের স্বামীর সাথে বসে টিউন করছে, মাধ্যমিক স্কুলের মেয়েরা তাদের অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক আত্মীয়দের নিয়ে দেখছে। সবাই দেখছে বলে, বুঝতে পারল কা, কেবল কার্সের পথঘাটই খা খা করছে না বরং ঠিক এই মুহূর্তে সারা দেশের সমস্ত রাস্তাঘাট খালি হয়ে গেছে। ও আরও বুঝতে পারল ওর বুদ্ধিবৃত্তিক ভান, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক পরিশীলতা ওকে এমন এক বন্ধ্যা অস্তিত্বে পৌঁছে দিয়েছে যে এই সোপ অপেরা ওর মাঝে জাগিয়ে তোলা অনুভূতি থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে—এবং সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, এটা ওরই নিজস্ব নির্বোধ অপরাধ। কা নিশ্চিত যে মিলন শেষ করার পর ব্লু আর কাদিফে এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে *মারিয়ামাই* দেখবে।

মারিয়ামা যখন প্রেমিকের দিকে ফিরে বলল, 'আমি সারা জীবন এই দিনেরই অপেক্ষায় ছিলাম,' মেয়েটা ওরই ভাবনার প্রতিধ্বনি তুলছে দেখে তাকে মোটেই কাকতালীয় মনে করল না। আইপেকের চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল ও। বাবার বুকে মাথা এলিয়ে রেখেছে ও। পর্দায় সেঁটে রয়েছে ওর ডাগড় প্রেমার্দ্র চোখজোড়া। সোপ অপেরার জাগিয়ে দেওয়া কামনায় মগ্ন হয়ে পড়েছে।

'কিন্তু তারপরও দারুণ উদ্বেগে আছি আমি,' মারিয়ামার সুদর্শন ক্লিন শেভ করা প্রেমিক বলল। 'আমাদের পরিবার আমাদের মিলিত হতে দেবে না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা যতক্ষণ একে অন্যকে ভালোবাসছি, আমাদের ভয়ের কিছু নেই,' বলল সহৃদয় মারিয়ামা।

'সাবধান, মেয়ে, এই ব্যাটা তোমার জানের শত্রু,' পর্দার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল তুরগাত বে।

'আমি চাই তুমি নির্ভয়ে আমাকে ভালোবাসো,' বলল মারিয়ামা।

আইপেকের রহস্যময় চোখজোড়ার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে এবার ওর মনোযোগ টানতে সক্ষম হলো কা। কিন্তু চট করে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

বিজ্ঞাপন বিরতির সময় বাবার দিকে ফিরে আইপেক বলল, 'বাবা আমার, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলব, হোটেল এশিয়ায় যাওয়াটা তোমার পক্ষে বেশ বিপজ্জনক হবে।'

'চিন্তা করো না,' বলল তুরগাত বে।

'বছরের পর বছর তুমিই আমাকে বলে এসেছ কার্সের রাস্তায় গেলেই নাকি তোমার কপালে দুর্ভোগ নেমে আসে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মিটিংয়ে না গেলে সেটা নীতিগত কারণে হতে হবে, ভয় পাওয়ার কারণে নয়,' বলল তুরগাত বে। কা-র দিকে তাকাল সে। 'প্রশ্ন হচ্ছে: সেক্যুলারিস্ট ডেমোক্র্যাটিক দেশপ্রেমীকে আধুনিকায়িত কমিউনিস্ট হিসাবে কথা বলতে গিয়ে আমি কোন জিনিসটা আগে তুলে ধরব, আলোকন নাকি জনগণের ইচ্ছা; আমার সর্ব প্রথম বিশ্বাস যদি হয় ইউরোপিয় আলোকন, তো ইসলামিস্টদের আমার প্রতিপক্ষ ও অভ্যুত্থানের সমর্থক হিসাবে দেখতে আমি বাধ্য। তবে আমার প্রথম অঙ্গীকার যদি জনগণের প্রতি হয়—অন্য কথায় আমি যদি নিখাঁদ গণতন্ত্রীতে পরিণত হয়ে থাকি—আমার বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেওয়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। আমার কোন কথাটা ঠিক?'

'শোষিতের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিবৃতিতে সই করুন,' বলল কা।

'কেবল শোষিত হলেই চলবে না, ন্যায়ের পথেও থাকতে হবে তোমাকে। বেশির ভাগ শোষিত জনগণই বলতে গেলে এক হাস্যকর মাত্রায় ভুল পথে থাকে। আমার কীসে বিশ্বাস করা উচিত?'

'কা কোনও কিছুতে বিশ্বাস করে না,' বলল আইপেক।

'সবাই কিছু না কিছু বিশ্বাস করে,' বলল তুরগাত বে। 'দয়া করে বলো, তোমার কী মত?'

তুরগাত বে-কে বোঝানোর যথাসাধ্য প্রয়াস পেল কা। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলে গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রায় কার্সকে সহায়তাই করা হবে। আইপেক ওর সাথে ফ্রাংকফুর্টে যেতে নাও চাইতে পারে বুঝতে পেরে তুরগাত বে-কেও তার হোটেল থেকে বের হতে রাজি করাতে ব্যর্থ হবে বলে ভাবিত হয়ে পড়ল ও। বিবৃতি সম্পর্কে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর ওদের কাছে নতুন নয় এমন নানা বিষয়ে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলার সময় আইপেকের চোখে একটা আলো দেখতে পেল ও, ওকে বলছে ওর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি সে। তবে ওর দেখা আলোটা গ্লানিকর নৈতিকতার আলো নয়, বরং ঠিক তার উল্টো, যৌন উস্কানির ঝলক। ওর চোখজোড়া বলছে, আমাকে চাও বলেই এসব মিথ্যা বলে যাচ্ছ, জানি আমি।

তো অতিনাটকীয় সংবেদনশীলতার গুরুত্ব আবিষ্কার করার কয়েক মুহূর্ত বাদেই কা বুঝতে পারল ওকে সারা জীবন ছায়া দিয়ে রাখা দ্বিতীয় আরেকটা মহা সত্য জানতে পেরেছে ও। এমন নারী আছে যারা ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করে না এমন পুরুষদের আকর্ষণ রোধ করতে পারে না। এই নতুন আবিষ্কারের উত্তেজনায় তাড়িত হয়ে মানবাধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ফের একক সংলাপ শুরু করল ও। অসংখ্য সদিচ্ছাপ্রসূত তবে লাজহীন ও খানিকটা বিভ্রান্ত পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী আর নানা চলতি বুলি সেগুলোর তুর্কি অনুকরণকারীদের সুরে বয়ান করার সময় শিগগিরই হয়ত আইপেকের সাথে মিলিত হতে পারবে ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ও এবং সারাক্ষণ আইপেকের চোখে নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখার জন্যে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ঠিক বলেছ,' বিজ্ঞাপন শেষ হলে বলল তুরগাত বে। 'কাদিফে কোথায়?'

শো আবার শুরু হতেই নার্ভাস হয়ে পড়ল তুরগাত বে-তার একটা অংশ হোটেল এশিয়ায় যেতে চাইছে আবার একটা অংশ অস্বীকার করছে। স্বপ্ন আর প্রেতাত্মার সাগরে হারিয়ে যাওয়া দুঃখী বুড়ো মানুষের মতো *মারিয়ামা* দেখার সময় মনে পড়ে যাওয়া রাজনৈতিক স্মৃতিচারণ করতে শুরু করল সে। আবার জেলে ফিরে যাওয়ার ভয়ের কথা বলল। বলল মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে। কা স্পষ্ট বুঝতে পারছে বাবাকে উদ্বিগ্ন করে তোলায় ওর উপর পরিষ্কার বিরক্ত আইপেক; তবে দ্রুততার সাথে বুড়োকে হোটেল থেকে বের হতে রাজি করাতে পারায় তারিফও করছে। মেয়েটা অবিরাম দৃষ্টি সরিয়ে রাখায় কিছু মনে করেনি কা। সোপ অপেরার শেষের দিকে সে যখন বাবার দিকে ফিরে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ইচ্ছে না করলে যেয়ো না, অন্যদের সাহায্য করতে গিয়ে এমনিতেই অনেক কষ্ট করেছ, বাবা,' তুরগাত বে-র কোনও বিকার হলো না।

আইপকের চেহারার উপর একটা মেঘ খেলে যেতে দেখল কা। কিন্তু এখন একটা আমোদময় নতুন কবিতা ওর মাথায় ঢুকেছে। রান্না ঘরের পাশের চেয়ারটায়-খানিক আগেই ওখানে বসে *মারিয়ামা* দেখে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছিল যাহিদে হানুম-বসে লেখা শুরু করার সময় আশাবাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ও।

বেশ কদিন পরে কবিতাটার নাম 'আমি সুখী হতে যাচ্ছি,' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও। সম্ভবত নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্যেই এই শিরোনাম বেছে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। মাত্র শেষ করেছে ওটা, একটা অক্ষরও বাদ যায়নি, ঠিক এই সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল কাদিফে। একলাফে উঠে দাঁড়াল তুরগাত বে, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে জানতে চাইল ও কোথায় ছিল, ওর হাত এত ঠাণ্ডা কেন। তার গাল বেয়ে অশ্রুর একটা রেখে নেমে গেছে। কাদিফে বলল হান্দেকে দেখতে গিয়েছিল। ওখানে ইচ্ছার চেয়ে বেশি সময় ছিল যাতে *মারিয়ামার* কোনও অংশ বাদ দিতে না হয়। হান্দের ওখানেই পুরোটা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও। 'তা কেমন আছে আমাদের মেয়েটি?' জানতে চাইল তুরগাত বে (মারিয়ামার কথা বোঝাচ্ছিল সে)। কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাবার আগে কাদিফের জবাবের অপেক্ষা করল না। কা-র কাছে যা শুনেছে তার সারমর্ম করতে গিয়ে আশঙ্কার এক বিশাল মেঘ জমে উঠল তার চেহারায়।

এসব কথা প্রথম বারের মতো শোনার ভান করাটাই কাদিফের জন্যে যথেষ্ট ছিল না, বরং রুমের অন্যপ্রান্তে বসা কা-র সাথে চোখাচোখি হতেই বিস্ময়েরও ভান করল সে। 'আপনি এখানে থাকায় খুশি হয়েছি,' জোরে বলে উঠল সে। দ্রুত মাথার চুল ঢাকল। কিন্তু বাবাকে পরামর্শ দিতে টেলিভিশনের সামনে এসে বসার সময়ও হিযাবটা জায়গামতো বসেনি ওর। ওকে দেখে কাদিফের মেকি বিস্ময়ের ভাবটুকু এতই বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল যে সে বাবাকে মিটিংয়ে গিয়ে যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে রাজি কারানোর চেষ্টা শুরু করলে ব্যাপারটাকে পূর্ব পরিকল্পিতই ঠেকল ওর কাছে। যেহেতু পশ্চিমা পত্রিকা ছাপাতে রাজি হবে এমন একটা বিবৃতি তৈরি করাই ব্লুর উদ্দেশ্য, সুতরাং ওর সন্দেহই সত্যি হতেও পারে, কিন্তু আইপেকের চেহারায় ভয়ের ছাপ থেকে কা বুঝতে পারছে এখানে অন্য কিছুও চলছে।

'তোমার সাথে আমাকেও হোটেল এশিয়ায় যেতে দাও,' বলল কাদিফে।

'আমার জন্যে তোমাকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাব না,' ওদের দেখা সোপ অপেরা আর কোনও এককালে একসাথে পড়া বিভিন্ন উপন্যাস থেকে সরাসরি মেরে দেওয়া বীরত্বসূচক একটা ভাব ধরে বলল তুরগাত বে।

'প্লিজ, বাবা, তুমি এই ব্যাপারটায় জড়ালে নিজেকে অপ্রয়োজণীয় ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবে,' বলল আইপেক।

আইপেক বাবার সাথে কথা বলার সময় চারপাশে নজর বোলাল কা। মনে হলো যেন–এই ঘরের আর সবার মতো–তার বলা প্রতিটি কথার দুটো মানে রয়েছে, আর চোখ দিয়ে যে খেলা ও খেলছে–এই দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার নিবিড়ভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছে–ও কেবল অনুমান করতে পারছে–এটা সেই একই মিশ্র বার্তা জানানোরই ভিন্ন একটা কায়দা। কেবল অনেক পরেই ও বুঝতে পারবে কার্সে যার সাথেই ওর পরিচয় হয়েছে সবাইই–নেসিপ বাদে এই একই কায়দায় কথা বলেছে; সেটা এমনই সামঞ্জস্যতার সাথে যে মনে হয়েছে ওরা সবাই একক সুরে কথা গান গাইছে; নিজেকে জিজ্ঞেস করে যাবে ও দারিদ্র্যই ওদের মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা এনে দিয়েছে নাকি ভয়, নৈঃসঙ্গ্য নাকি ওদের জীবনের সারল্য। এমনকি আইপেককেও বলেছে, 'বাবা, দয়া করে যেয়ো না,' এমনকি কাদিফে যখন বিবৃতি ও বাবার সাথে ওর সম্পর্কের কথা বলছিল তখনও আইপেক কা-কে পরিহাস করে চলছিল, কা বুঝতে পারছিল ব্লুর সাথে নিজের সম্পর্কই তুলে ধরছিল সে।

মনের ভেতর এসব কথা নিয়েই, পরে ও যাকে 'আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর দ্ব্যর্থবোধক কথোপকথনে' বলেছে, প্রবেশ করল। ওর মনে জোর অনুভূতি জাগল যে এখনই তুরগাত বে-কে হোটেলের বাইরে যেতে রাজি করাতে না পারলে ওর পক্ষে আর জীবনেও আইপেকের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হবে না। যেহেতু আইপেকের চোখে দেখা চ্যালেঞ্জ এই ধারণাকেই পোক্ত করছে, আপনমনে নিজেকে বলল, জীবনে সুখী হওয়ার এটাই ওর শেষ সুযোগ। আবার যখন কথা বলতে শুরু করল ও, ওর জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়া সেই একই শব্দ আর ধারণাগুলো উচ্চারণ করতে লাগল। কিন্তু তুরগাত বে-কে হোটেল ছাড়তে রাজি করানোর চেষ্টা করার সময়–কারণ সবার মঙ্গলের জন্যে কাজ করা, তার দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষের পক্ষে দায়িত্ব হাতে নেওয়া ও তাদের সংগ্রামে অংশীদার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, সভ্যদের পক্ষে আছে বলে অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে বাধ্য বলে, খোদ ইচ্ছাটাকে তাৎপর্যহীন মনে হলেও–কা দেখল নিজের কথাবার্তার কিছু বিষয় নিজেই বিশ্বাস করে বসে আছে ও। তরুণ বাম হিসাবে নিজের বিশ্বাসের কথা মনে পড়ল ওর, যখন তুর্কি বুর্জোয়া দলে যোগ না দেওয়ার বেলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল ও; যখন কেবল কোনও একটা ঘরে বসে বিখ্যাত সব বই পড়া এবং মহান সব ভাবনাকে লালন করা ছাড়া আর কিছুই চায়নি। তো বিশ বছর বয়সী কোনও যুবকের উচ্ছ্বলতা নিয়ে ওর মাকে বিপর্যস্ত করে তোলা সেই সব ভাবনা আর ধারণা পুনরাবৃত্তি করে গেল ও। ও যেন কোনও দিন কবি না হয়, এই আশা করে ঠিকই করেছিল ও, যা ওকে ফ্রাংকফুর্টের ইঁদুরের গর্তে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছিল। এদিকে আইপেককে ওর কথাগুলোর আবেগ সম্পর্কে সজাগ ও: এমনি আবেগময়ভাবে তোমাকে ভালোবাসতে চাই আমি। ও ভাবছিল অবশেষে ওর তারুণ্যের যেসব কাজ ওর জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল সেগুলোই এবার ওর উদ্দেশ্য পূরণ করবে; ওদের ধন্যবাদ; ওর কামনার বিষয়বস্তুর সাথে প্রেম করবে ও; একই সময়ে সেসবের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে জানা থাকায় এখন ও জানে যে জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ হচ্ছে কোনও সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়েকে আলিঙ্গন করা এবং এক কোণে বসে কবিতা লেখা।

এখুনি বের হওয়ার ঘোষণা দিল তুরগাত বে। হোটেল এশিয়ায় যাবে। পোশাক পাল্টাতে নিজের ঘরে গেল সে। কাদিফে গেল তার সাথে।

আইপেকের দিকে এগিয়ে গেল কা। যেখানে বাবার সাথে বসে টেলিভিশন দেখছিল এখনও সেখানেই আছে সে। এমন ভাব করে আছে যেন এখনও বুড়োর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে ঠেস দিয়ে আছে। 'আমার রুমে তোমার অপেক্ষায় থাকব,' ফিসফিস করে বলল কা।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?' জানতে চাইল আইপেক।

'তোমাকে অনেক ভালোবাসি।'

'সত্যি?'

'একেবারে সত্যি।'

খানিকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আইপেক। কা-ও তাই করল। আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। হোটেলের সামনের স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠছে। কিন্তু অন্ধকার মেলায়নি এখনও, ফলে বিরাট বিরাট তুষারকণাগুলোর ঘূর্ণীকে আলোকিত করে তুললেও সেগুলোকে অর্থহীন ঠেকছে।

'নিজের রুমে চলে যাও,' বলল আইপেক। 'ওরা বের হলেই আসছি আমি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠাশ

ভালোবাসা আর অপেক্ষার যন্ত্রণার পার্থক্য

হোটেলের কামরায় আইপেকের সাথে কা

সরাসরি উপরে এল না আইপেক। অপেক্ষার সময়টুকু কষ্টদায়ক হয়ে উঠল, এমন আর কখনও হয়নি কা-র। এই যন্ত্রণা, এই মারাত্মক অপেক্ষাই, এখন মনে পড়ল ওর, ওকে প্রেমে পড়ার ব্যাপারে ভীত করে তুলেছিল। নিজের ঘরে আসার পর বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল ও, কিন্তু পরক্ষণেই পরনের পোশাক ঠিক করার জন্যে ফের উঠে দাঁড়িয়েছে । হাত ধুয়েছে ও, মনে হচ্ছিল হাত, হাতের আঙুল, ওর ঠোঁট থেকে বুঝি সব রক্ত ঝরে যাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা হাতে মাথার চুল আঁচড়েছে ও, তারপর জানালার কাঁচে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আবার এলোমেলো করে দিয়েছে। এসব খুব অল্প সময় নিয়েছে বলে উদ্বিগ্ন মনোযোগ জানালার বাইরের দৃশ্যের দিকে চালিত করেছে ও।

তুরগাত বে-কে কাদিফের সাথে হোটেল থেকে বের হয়ে যেতে দেখার আশা করছিল ও। হয়তো ও বাথরুমে থাকার সময়ই চলে গেছে ওরা। কিন্তু তাই যদি হয়, এতক্ষণে আইপেকের চলে আসা উচিত ছিল। হয়তো এখন গত রাতে দেখা রুমে আছে সে, মুখে রঙ চড়াচ্ছে, কাঁধে সুগন্ধী মাখছে। ওদের একসাথে থাকার সময়টুকুর কী দারুণ অপচয়! ওকে কতটা ভালোবাসে ও কি বুঝতে পারেনি? সে যাই করুক না কেন তাতে এই মুহূর্তে ওর যে যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা জায়েজ করা যাবে না। অবশেষে সে এলে তাকে বলবে ও, কিন্তু আদৌ কি আসবে ও? এক একটি মুহূর্ত কেটে যাবার সাথে সাথে আইপেক মত পাল্টেছে ভেবে ক্রমশ বড্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে ও।

যাহিদে হানুম আর রিসিপশনিস্ট সেভিতের সহায়তায় একটা এক্কা গাড়িকে হোটেলের কাছে এগিয়ে আসতে দেখল ও। তুরগাত বে আর কাদিফে তাতে উঠে বসল। গাড়ির অয়েলস্কিন পর্দা ঘিরে ফেলল ওদের। কিন্তু স্থির দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটা। অনিংয়ের উপর তুষারে চাদর ক্রমে পুরু হয়ে উঠতে দেখল কা। স্ট্রিট লাইটের আলো তুষারকণাগুলোকে আগের চেয়ে অনেক বেশি বড় করে তুলেছে। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। কা-র মনে হলো ও পাগল হয়ে যাবে। ঠিক এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় দরজা গলে দৌড়ে বের হয়ে এল যাহিদে, গাড়ির ভেতর কি যেন চালান করল, দেখতে পেল না কা। গাড়িটা চলতে শুরু করতেই কা-র হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরও এল না আইপেক।

ভালোবাসা আর অপেক্ষার যাতনার ভেতর পার্থক্য কী? ভালোবাসার মতোই অপেক্ষার যন্ত্রণা পেটের উপরে দিকে কোথাও মাংসপেশিতে শুরু হয়, কিন্তু অচিরেই বুক, উরু আর কপালে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা শরীরকে অবশ করে দেওয়া শক্তিতে আক্রমণ করে। হোটেলের অন্যান্য অংশ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনতে শুনতে আইপেক কী করছে আঁচ করার প্রয়াস পেল ও। এক মহিলাকে রাস্তা পার হতে দেখল, কিন্তু তাকে মোটেও আইপেকের মতো না দেখালেও ধরে নিল ওটা আইপেক ছাড়া আর কেউ না। আকাশ থেকে ঝরে পড়ার সময় তুষারকণাগুলোকে কী দারুণ লাগছে! ছোট বেলায় ইনজেকশনের জন্যে ওকে স্কুলে পাঠিয়েছিল ওরা; দুহাত বুকে জড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল যখন, আয়োডিনের গন্ধঅলা রান্নার সুবাস মেশানো ধোঁয়া ঘিরে ধরেছিল ওকে, তখন এভাবেই মোচড় দিয়ে উঠেছিল ওর পেটের ভেতরটা, মরে যেতে ইচ্ছে করছিল ওর। বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল ও। নিজের ঘরে। এখনও ফ্রাংকফুর্টে জঘন্য রুমেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। এখানে এসে কী মারাত্মক ভুলই না করেছে! এমনকি কবিতার আগমনও থেমে গেছে। এত যন্ত্রণা হচ্ছে যে এমনকি শূন্য রাস্তায় ক্রমাগত ঝরে পড়া তুষারের দিকেও তাকাতে পারছে না। কিন্তু তারপরেও উষ্ণ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে ভালো বোধ করছে, এটা মৃত্যুর চেয়ে ঢের ভালো। আইপেক শিগগির না এলে এমনিতেও অচিরেই মারা যাবে ও।

বাতি নিভে গেল।

এটা একটা নিদর্শন, ভাবল ও, বিশেষ করে ওকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত বিদ্যুৎ চলে যাবে জানা ছিল বলেই আসেনি আইপেক। জীবনের চিহ্নের খোঁজে অন্ধকার রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল ও। আইপেকের অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা যোগাবে এমন কিছু দেখতে চায়। একটা ট্রাক দেখতে পেল ও–আর্মি ট্রাক নয়তো? না। স্রেফ ওর ওর সাথে তামাশা করছে। তেমনি সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনেছে বলে মনে হওয়াটাও। কেউ আসছে না। জানালার কাছ থেকে সরে এসে চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে পড়ল ও। পেটে শুরু হওয়া ব্যথাটা এখন আত্মায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুনিয়ায় ও একা, ও নিজে ছাড়া দোষ দেওয়ার মতো নেই কেউ। ওর জীবনটা পরিণত হয়েছে শূন্যতায়। এখানেই মারা যেতে বসেছে ও। যন্ত্রণা আর নিঃসঙ্গতায় ভুগে মারা যাবে। এইবার আর ফ্রাংকফুর্টের সেই গর্তে কোনও মতে পালিয়ে যাবার শক্তিটুকুও খুঁজে পাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর ভয়ঙ্কর অসুখই ওকে সবচেয়ে বেশি করে দুঃখ আর হতাশ করে তুলছে না, আসল কারণ হচ্ছে এটা জানা যে ও আরেকটু বুদ্ধিমানের মতো কাজ করলে হয়তো ওর জীবনটা আরও সুখী হতে পারত। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে এটা জানা যে কেউই ওর ভয়, ওর কষ্ট, ওর নৈঃসঙ্গ্য খেয়াল করছে না। আইপেকের এতটুকু ধারণা থাকলে নিমেষে চলে আসত ও! ওর মা যদি এই অবস্থায় দেখত ওকে...দুনিয়াতে একমাত্র ও-ই ওর জন্যে ভাবত, ওর চুলে বিলি কেটে দিত, ওকে সান্ত্বনা দিত।

রাস্তা আর আশপাশের ঘরবাড়ি থেকে আসা আলোয় জানালায় জমাট বাঁধা তুষার কমলা আভা পেয়েছে। তুষার ঝরেই চলুক, ভাবল ও, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঝরে চলুক, এমনভাবে গোটা কার্স শহরটাকে যেন ঢেকে ফেলে যাতে আর কোনও দিন একে কেউ খুঁজে না পায়। ওই খাটে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো ওর, কোনও এক রোদ-উজ্জ্বল দিনে আবার ও মায়ের সাথে ছোট্ট শিশুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যেন আর জেগে উঠতে না হয়।

দরজায় টোকার শব্দ হলো। ততক্ষণে নিজেকে কা বুঝিয়েছে এটা রান্নাঘর থেকে আসা কেউ না হয়ে যায় না। তবু দরজার দিকে ছুটে গেল ও, এবং পাল্লা খোলার সাথে সাথেই আইপেকের উপস্থিতি টের পেল।

'কোথায় ছিলে?'

'দেরি করে ফেলেছি?'

কিন্তু কা যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি। এরই মধ্যে সর্বশক্তিতে আলিঙ্গন করেছে ওকে। ওর ঘাড়ের পেছনে হাত রেখে চুলে মুখ দাবাল ও। তারপর একটা পেশীও না নেড়ে ওভাবেই স্থির হয়ে রইল। ওর এতটাই খুশি লাগছিল যে এখন অপেক্ষার যাতনাকে অসম্ভব ঠেকল। কিন্তু যন্ত্রণা ওকে ঠিকই শেষ করে দিয়েছে। একারণেই, নিজেকে বলল ও, পুরোপুরিভাবে ওর উপস্থিতি উপভোগ করতে পারছে না। একারণেই আইপেক ওর দেরির কারণ ব্যাখ্যা করুক দাবী করছে। ওর অধিকার নেই জানার পরেও অভিযোগ করে চলল ও। কিন্তু আইপেক বারবার বলতে লাগল ওর বাবা বিদায় নেওয়ার পরপরই এসেছে ও–হ্যাঁ, এটা ঠিক যে যাহিদেকে ডিনার সম্পর্কে দুএকটা হুকুম দেওয়ার জন্যে রান্নাঘরে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগার কথা না। ফলে ওদের সম্পর্কের একেবারে শুরুর দিকেই দুজনের ভেতর নিজেকে সবচেয়ে আকুল আর ভঙ্গুর হিসাবে তুলে ধরে আইপেককে উপরে তুলে দিল। আর ওকে দুর্বল দেখানোর ভয় আইপেকের দেওয়া যাতনা আড়াল করার পথে চালিত করলেও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি নিয়েই বুঝতে হলো ওকে। তাছাড়া, ভালোবাসা মানে কি ভাগাভাগির সম্পর্ক না? তোমার প্রতিটি ভাবনা ভাগ করে না নেওয়া হলে এটা আর কী? যেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারাত্মক কোনও সত্যের উন্মোচন ঘটাচ্ছে এমনিভাবে আইপেকের কাছে রুদ্ধশ্বাসে চিন্তার এই ধারাটুকু তুলে ধরল ও।

'এবার ওসব ভাবনা বেচারা মাথা থেকে সরিয়ে রাখ,' বলল আইপেক। 'এখানে এসেছি তোমাকে ভালোবাসা দেব বলে।'

চুমু খেল ওরা, কা-র মাঝে স্বস্তি এনে দেওয়া এক ধরনের কোমলতার সাথে বিছানায় শুয়ে পড়ল দুজন। চার বছর ধরে শারীরিক মিলন হতে বঞ্চিত কা'র কাছে একে অলৌকিক ঘটনার মতো লাগল। তো মাংসের সুখে গ্রস্ত হলেও সচেতন মন ওকে মনে করিয়ে দিতে লাগল: কী দারুণ একটা মুহূর্ত এটা। ওর প্রথম যৌন অভিজ্ঞতার মতোই এটা মিলিত হওয়ার ভাবনা যতটা ততটা তৎপরতা নয় যা ওকে দখল করে রেখেছে। কিছু সময়ের জন্যে কা-কে এটা অতি উত্তেজনার হাত থেকে রক্ষা করল। ফ্রাংকফুর্টে থাকতে নেশাগ্রস্ত হয়ে ওঠা পর্নোগ্রাফিক ফিল্মের নানা বিস্তারিত দিক ভিড় করে এল ওর মাথায়, কাব্যিক একটা আভা সৃষ্টি করল যাকে যুক্তির অতীত মনে হলো। কিন্তু নিজেকে জাগিয়ে তুলতে এসব পর্নোগ্রাফিক দৃশ্য কল্পনা করছিল না ও; আসলে ওর মনের ভেতর অবিরাম চলতে থাকা এমন ফ্যান্টাসি যে বাস্তবে পরিণত হতে পারে সেটাই উপভোগ করছিল। তো স্বয়ং আইপেক নয়, বরং পর্নোগ্রাফিক ইমেজ কা-কে জাগিয়ে তুলেছে। অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে আইপেক বাদে ও এখানে ওর সাথে বিছানায় ফ্যান্টাসিগুলো কল্পনা করতে পারছে। কেবল প্রায় বুনো আনাড়ীপনার সাথে আইপেকের গায়ের কাপড়চোপড় খুলতে শুরু করার পরই আসল আইপেকের দিকে তাকাল ও। ওর বুকজোড়া বিশাল। ওর কাঁধ আর ঘাড়ের ত্বক আশ্চর্যরকম মসৃণ, সুবাসটুকু অদ্ভুত অচেনা। আইপকের দেহের উপর তুষারের আলোর খেলা দেখতে লাগল ও, ক্ষণে ক্ষণে কি যেন জ্বলে উঠছে ওর চোখে। ওকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। ওর চোখজোড়া নিজেদের ব্যাপারে দারুণ নিশ্চিত। আইপেককে যতটা নাজুক আশা করেছিল, ততটা নাজুক নয় ভেবে উদ্বিগ্ন বোধ করল কা। একারণেই ওকে ব্যথা দিতেই ওর চুল ধরে টান দিচ্ছে ও, ওর যন্ত্রণা থেকে আমোদ পেয়ে এবং এক গভীর আর সেই সাথে আদিম এক সুরের সাথে তাল মিলিয়ে আবার ওর চুল ধরে টানল। ওকে আরও কিছু কাজের বিষয়ে পরিণত করাটাও তখনও ওর মাথার ভেতর চলতে থাকা পর্নোগ্রাফিক ফিল্মের কারণে অনুপ্রাণিত আর কেন ওর সাথে এত নিষ্ঠুর আচরণ করছে ও আইপেক ওর কঠোরতা উপভোগ করছে দেখে ওর বিজয় ভ্রাতৃসুলভ আকর্ষণকে পথ করে দিল। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরল ও, এখন আর নিজেকে কার্সের-দুর্ভোগ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে না। আইপেককেও বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু যখন দেখল ওর প্রতিক্রিয়া ওর নিজের উৎসাহের সাথে মানানসই, নিজেকে সামলে নিল ও। ওর মনের এক কোণে বিস্ময়কর নৈপূণ্যের সাথে এইসব যৌন অ্যাক্রোব্যাটিক্সকে নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয় করার ক্ষমতা রাখে ও। কিন্তু ওর মন যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরে কোথাও থাকে, কোনও নারীকে সহিংসতার কাছাকাছি আবেগ দিয়ে আঁকড়ে ধরে, তেমন মুহূর্তে তাকে আঘাত দিতে চায় ও।

যৌন মিলন সম্পর্কে কা-র লেখা নোট অনুযায়ী—যেসব নোট পাঠকদের অবশ্যই জানানো প্রয়োজন মনে করি—ওর আবেগের প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল ও; তারপর ওরা দুজন এমনভাবে বিছানায় একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়েছিল যে বাকি জগত বিস্মৃত হয়ে গেছে। ওই একই নোট আরও জানিয়েছে যে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর শোকার্ত চিৎকার করে উঠেছিল আইপেক। কা যখন ভাবছিল একারণেই ওরা ওকে হোটেলের সবচেয়ে দূরবর্তী কোণের এই রুমটা দিয়েছে কিনা তখন ওর আনাড়ী প্যারানইয়া স্রোতের মতো ধেয়ে আসছিল ওর কাছে। পরস্পরকে যন্ত্রণা দিয়ে ওরা যে আমোদ পাচ্ছিল সেটাই এবার পুরোনো নিঃসঙ্গতাকে ফিরিয়ে আনে। ওর মনে হলো দূরবর্তী করিডরের এই দূরবর্তী কামরাটা হোটেল থেকে ছিটকে সরে গেছে, তারপর শূন্য শহরের দূরবর্তী কোণে ধেয়ে গেছে। আর এই শূন্য শহরের নীরবতায় যেন পৃথিবীর অবসান ঘটেছে। তুষার ঝরে চলেছে।

তুষারের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রইল ওরা। খাণিক পর পর আইপেকের চোখে ঝরে পড়া তুষার দেখার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে কা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনত্রিশ

কেবল তোমাকেই হারাইনি আমি

ফ্রাংকফুর্টে

কার কার্স সফরের চার বছর এবং ওর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে জীবনের শেষ আটটি বছর ফ্রাংকফুর্টের যে ছোট অ্যাপার্টমেন্টে কাটিয়েছিল ও সেটা দেখতে গিয়েছিলাম ও আমি। সেটা ছিল এক ঝড়ো, তুষার-ঝরা বৃষ্টি-ভেজা ফেব্রুয়ারির দিন। সকালের ফ্লাইটে যখন ইস্তাম্বুল থেকে ফ্রাংকফুর্টে পৌঁছুই, শহরটাকে গত পনের বছর ধরে কা-র পাঠানো পোস্টকার্ডগুলোর চেয়ে অনেক বেশি বিষণ্ন মনে হয়েছিল। রাস্তা ধরে ছুটে যাওয়া গাঢ় রঙের গাড়ি, সহসা কোত্থেকে যেন ভূতের মতো হাজির হয়ে আবার মুহূর্তে উধাও হয়ে যাওয়া ট্রাম ও পেভমেন্টে ধরে দ্রুত পায়ে চলে যাওয়া ছাতা দোলানো গৃহিণীরা বাদে পথঘাট ছিল একেবারে ফাঁকা। সময়টা ছিল ঠিক দুপুর, কিন্তু গাঢ়, ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে কেবল স্ট্রিট ল্যাম্পের মারাত্মক হলদে আভাই দেখতে পাচ্ছিলাম।

তারপরেও–সেন্ট্রাল ট্রেইন স্টেশনের চারপাশের রাস্তা, রেস্তোরাঁ আর ট্রাভেল এজেন্সি এবং আইসক্রিম পার্লারের সার বাঁধা দোকানে ভরা পেভমেন্টে–সব বড় বড় শহরকে টিকিয়ে রাখা মৃত্যুহীন মুক্তির অস্তিত্ব দেখে খুশি লাগল আমার। নিজের হোটেলে উঠে সিটি হলে আমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা (আমার অনুরোধে) করে দেওয়া জার্মান-তুর্কি সাহিত্যামোদীকে ফোন করে তারকুত ওলসানের সাথে দেখা করতে স্টেশনে এক ইতালিয়ান কাফেয় চলে এলাম আমি। ইস্তাম্বুলে কা-র বোন তার নাম্বার দিয়েছিল আমাকে। ফ্রাংকফুর্টে থাকতে ষাট বছর বয়সী ক্লান্ত সহৃদয় মানুষটিই ছিল কা-র সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচিত জন। কা-র মৃত্যুর পর পুলিসের কাছে একটা বিবৃতি দিয়েছিল সে। এই লোকই ইস্তাম্বুলে কা-র পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে ওর লাশ তুরস্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করেছে। চার বছর আগে কার্স থেকে ফিরে আসার পর থেকেই কা যে কবিতা সংকলনটি নিয়ে খেটে মরছিল আর মাত্র কাজটা শেষ করেছে বলে জানিয়েছিল আমাকে সেটা খুঁজে পাবার আশায় ছিলাম তখনও, তো ওর বাবা আর বোনের কাছে ওর জিনিসপত্রের কী গতি হয়েছে জানতে চেয়েছিলাম। জার্মানীতে আসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো শক্তি ছিল না ওদের, তাই আমাকেই কা-র জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওর অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে অভিবাসনের প্রথম ধারার সময় জার্মানিতে এসেছিল তারকুত ওলসান। অনেক বছর ধরে শিক্ষক আর সমাজকর্মীর কাজ করেছে সে, বেশ কয়েকটা তুর্কি সমিতি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেছে। জার্মানিতে জন্ম নেওয়া ছেলে-মেয়ের ছবি বের করার পর গর্বের সাথে সে জানাল যে ওদের দুজনকেই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করেছে। ফ্রাংকফুর্টের তুর্কি সমাজে তারকুতের একটা অবস্থান থাকলেও ওর চেহারায় অভিবাসী ও রাজনৈতিক নির্বাসিতদের চেহারায় খুব স্বাভাবিকভাবেই চোখে পড়া নৈঃসঙ্গ্য আর পরাজয়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম।

সবার আগে তারকুত ওলসান আমাকে যে জিনিসটা দেয় সেটা ছিল গুলি খাওয়ার সময় ক-র বয়ে বেড়ানো ছোট ব্যাগ। পুলিস ওটা ওকে দেওয়ার আগে ওর কাছ থেকে সই নিয়েছে। মুহূর্তে ব্যাগ খুলে পাগলের মতো ভেতরের জিনিসপত্র হাতড়াতে লেগে গিয়েছিলাম আমি। আঠার বছর আগে নিসান্তাসে কেনা কা-র পাজামা, একটা সবুজ পুলওভার, শেভিংয়ের সরঞ্জাম, একটা টুথব্রাশ, একজোড়া মোজা, কয়েকটা আন্ডারঅয়্যার আর ওকে ইস্তাম্বুল থেকে আমার পাঠানো কয়েকটা সাহিত্য পত্রিকা পেলাম তাতে। সবুজ কবিতার বইটার চিহ্ন নেই কোথাও।

পরে আমরা যখন কফি খেতে খেতে জনাকীর্ণ স্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছি, ওখানে দুজন বয়স্ক তুর্কি মেঝে মুছতে মুছতে হাসছিল আর কথা বলছিল, তারকুত বলল, 'ওরহান বে, তোমার বন্ধু কা বেশ ছিল নিঃসঙ্গ মানুষ। আমি ছাড়া ফ্রাংকফুর্টের কেউই ও কী করছে না করছে তার খবর রাখত না।' তারপরও তার যা জানা আছে সবই আমাকে বলার কথা দিল সে।

পুরোনো আর্মি ব্যারাক আর শত বছরের পুরনো ফ্যাক্টরি বিল্ডিং পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে পথ করে স্টেশনের পেছনে গ্যাতেস্ট্রাসের সেই দালানটার কাছে চলে এলাম যেখানে কা ওর জীবনের শেষ আটটি বছর কাটিয়েছে। অ্যাপার্টমেন্টা খেলার মাঠঅলা একটা ছোট চত্বরে খুলেছে। কিন্তু কা-র অ্যাপার্টমন্টে ঢুকতে দেওয়ার জন্যে সদর দরজা খুলে দিতে বাড়িঅলা ছিল না। পুরোনো দরজার রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, আমরা ভেজা তুষারের উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় চিঠিতে কা-র দেওয়া বর্ণনা এবং সবিরতি টেলিফোনে জানানো অনেক কিছুই চিনতে পারলাম (প্যারানইয়ার শিকার ছিল বলে তুরস্কে কেউ হয়তো ওর ফোনে আড়ি পাতছে বলে সন্দেহ ছিল ওর, তাই ফোন করা তেমন একটা পছন্দ করত না)। উল্টোদিকের অবহেলিত ছোট পার্ক আর মুদি দোকানটার দিকে তাকালাম আমি। আমার চোখ ওগুলো পেরিয়ে অ্যালকোহল আর পত্রিকা বিক্রির দোকানগুলোর অন্ধকার জানালার দিকে যেতেই মনে হলো যেন নিজের স্মৃতির দিকেই তাকিয়ে আছি। খেলার মাঠের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোলনা আর সী-স'-বেঞ্চগুলোর মতোই, যেখানে কা ইতালিয় আর যুগোস্লাভ শ্রমিকদের সাথে বসে বিয়র খেতে খেতে গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলো পার করত-ওরা ছিল ওর পড়শী-এখন সেগুলোর উপর তুষারের হালকা আস্তরণ পড়েছে।

শেষ বছরগুলোয় সিটি লাইব্রেরির পথে রোজ সকালে স্টেশনে যেত কা, আমরাও সেই পথে আবার স্টেশন স্কয়্যারে ফিরে এলাম। তাড়াহুড়ো করে কাজে যোগ দিতে যাওয়া লোকজনের ভীড় ভালো লাগত ওর। তো আমরা ওর পদচিহ্ন অনুসরণ করে স্টেশনে এসে আন্ডারগ্রাউন্ড আর্কেডে নেমে কায়জারস্ট্রাসের সেক্স শপ, স্যুভেনির স্টোর, প্যাটিসারি আর ফার্মাসিগুলোর পাশ দিয়ে সেই হপ্টওয়াশে স্কয়্যার পর্যন্ত চলে যাওয়া ট্রেন রুট অনুসরণ করার জন্যে ফের উপরে উঠে এলাম। ডিনার শপ, কাবাব রেস্তোরাঁ আর ফল ও সজির দোকানে পরিচিত অনেক তুর্কি আর কুর্দের দেখা পেল তারকুত গুলসান। রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা, ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ার সময় তারকুত বলল কখন কীভাবে কেমন করে এই লোকগুলোই কা-কে প্রতিদিন একই সময়ে সিটি লাইব্রেরির দিকে যেতে দেখেছে। ওরা ওর উদ্দেশে চিৎকার করে বলত, 'শুভ সকাল, প্রফেসর!' আমরা হপ্টওয়াশে স্কয়্যারে পৌঁছানোর পর স্কয়্যারের উল্টোদিকের বিরাট দোকানটার দিকে ইঙ্গিত করল সে-*কবহফ*-ওকে বললাম এখান থেকেই কার্সে গায়ে দেওয়া কোটটা কিনেছিল কা, তবে আমাকে দোকানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম আমি।

কা-র শেষ গন্তব্য-ফ্রাংকফুর্ট সিটি লাইব্রেরি নামহীন একটা বিশাল দালান। এই ধরনের লাইব্রেরিতে আপনি যেমনটা সব সময় পেয়ে থাকেনঃ গৃহিণী, কাটানোর মতো অফুরন্ত সময় হাতে বয়স্ক লোকজন, বেকার লোক, দুএক জন তুর্কি আর আরব, বাড়ির কাজের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে হাসি তামাশা করতে থাকা ছাত্র আর স্থূলকায়, খোঁড়া, উন্মাদ ও মাননিক বিকারগ্রস্তদের নানান নেতৃস্থানীয় লোকজন। লালা-ঝরা এক তরুণ ছবির বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে জিভ বের করে ভেঙচি কাটল। আমার গাইড লোকটির বইপত্রের প্রতি তেমন একটা উৎসাহ নেই, তাই ওকে নিচের তলার এক কোণের একটা দোকানে অপেক্ষায় রেখে ইংরেজি কবিতা সেকশনের দিকে পা বাড়ালাম। এখানে শেষ প্রচ্ছদের ভেতর দিকে চেকআউট স্লিপে বন্ধুর নাম খুঁজতে লাগলাম। ওর স্বাক্ষরের খোঁজে অডেন, ব্রাউনিং বা কোলরিজের কোনও বইয়ের কপি খুলতে গিয়ে ওর জন্যে এবং এই লাইব্রেরিতে ওর নষ্ট করা বছরগুলোর কথা ভেবে চোখের পানি ফেললাম আমি।

আমাকে বিষণ্ণতায় ঠেলে দেওয়া অনুসন্ধান সংক্ষিপ্ত করলাম, তারপর কোনও কথা না বলে সেই একই পথে আমার বন্ধুসুলভ গাইডের সাথে ফিরতি পথ ধরলাম। কায়জারস্ট্রাসের মাথামাঝি কোথাও ঠিক ওঅর্ল্ড সেক্স সেন্টার বা এমনি অসম্ভব কোনও কিছুর আগে বাম দিকে বাঁক নিলাম আমরা। এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এক রাস্তা ভাটিতে মানশনাস্ট্রাসে চলে এলাম; এখানে আরও বেশি তুর্কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিকানার প্রডিউস আর রেস্তরাঁ দেখতে পেলাম। সেই সাথে ফাঁকা হেয়ারড্রেসারও। ততক্ষণে বুঝে গেছি আমাকে কী দেখানো হতে যাচ্ছে। ফলে আমার বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছিল। আমার চোখ যখন ফল আর সব্জির দোকানের বাইরে সাজিয়ে রাখা টাটকা লিক আর কমলা থেকে কাছেই ভিক্ষারত একপাঅলা খোঁড়া লোক আর হোটেলে ইডেনের বন্ধ জানালার উপর ঝলসে ওঠা হেডলাইটের আলোর দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কয়লা রঙ গোধূলির দিকে তাকালাম আমি, সেখানে উজ্জ্বল গোলাপি একক জাঁকের সাথে ঝলমল করছিল কে অক্ষরটি।

'আমার ধারণা এখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা,' বলল তারকুত ওলসান। 'ঠিক এখানেই কা-র লাশ পেয়েছিল ওরা।'

ভেজা পেভমেন্টের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে রইলাম আমি। পরস্পরকে ঠেলে, ধাক্কা মেরে ফল আর সব্জির দোকান থেকে বের হয়ে এল দুটি ছেলে। দৌড়ে যাবার সময় ওদের একজন ভেজা পেভমেন্টের যেখানে কা শরীরে তিনটা বুলেটের ক্ষত নিয়ে পড়েছিল ছিল সেখানে পা রাখল। ঠিক বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা ট্রাকের লাল বাতিতে ছিটকে ওঠা পানি প্রতিফলিত হলো। এই পেভমেন্টের উপর বেশ কয়েক মিনিট গড়াগড়ি খেয়ে পার করছে কা। তারপর অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছে।

মুহূর্তের জন্যে মাথা তুলে পুরোনো অন্ধকার দালানকোঠা, রাস্তার বাতি আর পাওয়ার লাইনের মাঝখানে শুয়ে থেকে আকাশের যে অংশটুকু দেখেছিল ও সেটা একনজর দেখার প্রয়াস পেলাম। রুপালি আকাশ দেখা গেল। মাথায় গুলি খেয়েছিল কা। তারকুত ওলসান বলল, তখনও রাস্তা ধরে আলাপে মশগুল বেশ্যাদের আনাগোণা থাকার কথা। সত্যিকারের নিষিদ্ধ এলাকা আরও এক রাস্তা সামনে কায়জারস্ট্রাসে বরাবর হলেও ব্যস্ত রাত আর উইক্‌এন্ডে বা বাণিজ্য মেলার সময় মেয়েরা রাস্তায়ও বের হয়ে আসে। আমাকে যেন কোনও সত্যের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে সে বলল, 'ওরা কিছুই পায়নি; তাছাড়া, জার্মান পুলিস আবার আমাদের তুর্কি পুলিসের মতো নয়। ওরা ঠিকমতোই দায়িত্ব পালন করে।'

সে যাই হোক, আমি আশপাশের দোকানের মালিকের সাথে কথা বলতে শুরু করলে ভালো মনে মানুষটা আমাকে সাহায্য করারই সিদ্ধান্ত নিল। হেয়ারড্রেসারের মেয়েটা ওকে চিনতে পারল। খানিক কুশল বিনিময়ের পর ওরা কিছু দেখেছে কিনা জানতে চাইল ও। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই খুনের সময় দোকানে ছিল না ওরা। সত্যি বলতে ঘটনা সম্পর্কেও কিছুই শোনেনি। 'এখানে তুর্কি পরিবারগুলো মেয়েদের কেবল একটা জিনিসই শেখায়, কীভাবে হেয়াড্রেসার হওয়া যায়,' আবার বাইরে আসার পর আমাকে বলল ও। 'ফ্রাংকফুর্টে শতশত হেয়ারড্রেসার আছে।'

এর বিপরীতে ফল আর সব্জির দোকানের কুর্দরা আবার খুনের ঘটনা আর পরবর্তী সময়ের পুলিসি তদন্ত সম্পর্কে অনেক বেশি মাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিল। এটা আমাদের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ওদের স্পষ্ট বিরাগের ব্যাখ্যা যোগাতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলিডে কাবাব হাউসের ওয়েইটার ঘটনার দিন রাত বারটার সময় আমরা দোকানে ঢোকার সময় পরনের এই একই নোংরা পোশাক পরে ফরমিকা টপ টেবিল মুছছিল। এই সময় গুলির আওয়াজ শুনতে পায় সে। খানিক অপেক্ষা করে বাইরে গিয়েছিল সে কা-র দেখা শেষ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্যে।

কাবাব রেস্তরাঁ থেকে বের হয়ে দ্রুত পায়ে প্রথম প্যাসেজওয়ে দিয়ে এগোলাম আমরা। একটা অন্ধকার দালানের পেছনের উঠোনে হাজির হলাম। তারকুত বে-র পেছন পেছন দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে একটা দরজা গলে হ্যাংগার আকৃতির একটা ভীতিকর জায়গায় পৌঁছলাম। এককালে গুদামের কাজ দিত এটা। মাটির নিচের এলাকাটুকু উপরের রাস্তার সমানই হবে। এটা এখন মসজিদের কাজ দিচ্ছে–পঞ্চাশ থেকে ষাটজন মুসল্লি মাঝখানের কার্পেট বিছানো জায়গায় মাগরিবের নামাজ পড়ছিল–এছাড়া ইস্তাম্বুলের যেকোনও আন্ডারগ্রাউন্ড আর্কেডের মতোই একই রকম নোংরা ও অন্ধকার দোকানের সারি রয়েছে এখানে। একটা চাকচিক্যবিহীন অলঙ্কারের দোকান আর ফল ও সব্জির দোকান চোখে পড়ল, এত ছোট যে অনায়াসে বামন বলা যেতে পারে। পাশের কসাইয়ের দোকানে মানুষ গিজগিজ করছে। কিন্তু মুদি দোকানের লোকটা অলসভাবে রসুনের সসেজের কয়েলে ঘেরাও হয়ে বসে কফিহাউসের টিভির দিকে চেয়ে আছে। ওই কোণে তুর্কি ফলের রস, তুর্কি ম্যাকারনি, তুর্কি ক্যান্ড ফুড আর ধর্মীয় বইপত্র রয়েছে। লক্ষ করলাম, কাফেটা মসজিদের চেয়ে ঢের বেশি জনপ্রিয়। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারি হয়ে আছে। টেবিলে বসা লোকগুলোকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে–বেশিরভাগেরই চোখ টেলিভিশনের তুর্কি ছবির উপর লেপ্টে আছে; কিন্তু খানিক পর পর কেউ একজন কোনওমতে বানানো ফোয়ারার কাছে গিয়ে প্লাস্টিকের বালতি থেকে পানি নিয়ে ওটা ভরে বাইরের নামাজিদের সাথে যোগ দিতে যাবার আগে অজু করে নিচ্ছে।

'শুক্রবার আর ছুটির দিনে এখানে দুই হাজার লোক দেখতে পাবে,' আমাকে জানাল তারকুত বে। 'উপচে পড়া ভিড় সিঁড়ি বেয়ে একেবারে পেছনের উঠোন পর্যন্ত চলে যায়।' বই আর ম্যাগাজিন বিক্রির স্টলের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি–বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই–*কমিউনিকেশনের* একটা কপি কিনলাম।

পরে ঠিক মাথার উপরের পুরোনো মিউনিখ স্টাইল বিয়র পারলারে ফিরে এলাম আমরা। 'মসজিদটা সুলাইমানদের,' মাটির নিচের দিকে ইঙ্গিত করে বলল তারকুত ওলসান। 'ধর্মতন্ত্রী হলেও ওদের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা ন্যাশেনাল অ্যাডভোকেটস বা কেমালেত্তিন টাইগারদের মতো নয়, তুর্কি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধরতে চায় না।' সম্ভবত আমার চোখে-মুখে সন্দেহের ছাপ দেখে আর যেন সূত্রের খোঁজ করছি, এমনি মনোযোগের সাথে *কমিউনিকেশন* পড়তে দেখে এবার কা-র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যা যা জানে এবং পুলিস ও পত্রিকাঅলাদের কাছ থেকে পরে যা কিছু জানতে পেরেছে তার সবই আমাকে খুলে বলল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সফরের ঠিক বেয়াল্লিশ দিন আগে সাড়ে এগারটার সময় হামবুর্গ থেকে ফিরে আসে কা। ওখানে এক কবিতা সন্ধ্যায় যোগ দিয়েছিল ও। ছয় ঘণ্টা লেগেছিল যাত্রায়, কিন্তু স্টেশনে পৌঁছানোর পর সরাসরি দক্ষিণের বেরুনোর পথ ধরে গ্যতেস্ট্রাসের নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যায়নি ও। তার বদলে উত্তরে কায়জারস্ট্রাসের দিকের বেরুনোর পথ বেছে নিয়েছে এবং পরবর্তী বিশ মিনিট পর্যটক, মাতাল, নিঃসঙ্গ লোক আর খদ্দেরের অপেক্ষায় থাকা বেশ্যাদের মাঝে কাটিয়েছে। প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটাহাটি করে ও, এরপর ডান পাশের ওঅর্ল্ড সেক্স সেন্টারের কাছে বাম দিকে বাঁক নেয়। মুনখনারস্ট্রাসে পার হওয়ার সময় গুলি করা হয় ওকে। সম্ভবত কিছু কমলা কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে বলে বিগ আন্তালিয়া গ্রিনগ্রসারের দিকে যাচ্ছিল ও। রাতের এই সময় এদিকটায় কেবল এই ফল আর সব্জির দোকানটাই খোলা ছিল। দোকানের কেরানি লোকটা মাঝে মধ্যেই কমলা কেনার জন্যে এই দোকানে কা-র আসার কথা মনে করতে পেরেছে। কা-র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই না জানার দাবীর মুখোমুখি হয়ে সন্দিহান হয়ে জেরা করার জন্যে কেরানিকে আটক করেছিল পুলিস, কিন্তু কিছুই আদায় করতে না পেরে পরদিন সকালে আবার ছেড়ে দেয়।

কা-র ঘাতককে দেখেছে এমন কাউকেই খুঁজে বের করতে পারেনি পুলিস। হলিডে কাবাব হাউসের ওয়েইটার গুলির আওয়াজ শুনেছে, কিন্তু টেলিভিশন আর খদ্দেরের দলের মহা শোরগোলের কারণে কয়টা গুলির আওয়াজ শুনেছে সেটাও বলতে পারেনি সে। তাছাড়া ঠিক মসজিদের মাথার উপরের বিয়র পারলারের ধোঁয়াটে জানালা দিয়ে ভালো করে কিছু দেখাও সম্ভব ছিল না। পাশের রাস্তায় বিভিন্ন কৌশলের ফাঁকে সিগারেট খেতে থাকা এক বেশ্যা এক খাট কালো 'তুর্কি গড়নের' লোককে কালো কোট পরে মাঝরাতের দিকে কায়জারস্ট্রাসের দিকে আসতে দেখার কথা বলেছে, কিন্তু পুলিসকে সঠিক বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বেলকনিতে দাঁড়িয়েছিল এক জার্মান, কা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছিল সে, কিন্তু আর কাউকে দেখেনি। প্রথম গুলিটা কা-র মাথার পেছন দিয়ে ঢুকে বাম চোক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অন্য দুটি বুলেট ওর চার্কোল রঙা কোটের সামনে পেছনে ফুটো করে হৃৎপিণ্ড ও লিভারের আশপাশের প্রধান ধমনী কেটে দিয়েছে, রক্তে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে কোটটা।

'পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে, সুতরাং ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত হতে পারে,' দায়িত্বপ্রাপ্ত বুড়ো বাকোয়াজ ডিটেক্টিভ উপসংহারে পৌঁছেছিল। খুনী হয়তো সেই হামবুর্গ থেকেই কা-কে অনুসরণ করেছে। বেশ কিছু কারণের কথা ভেবেছে পুলিস; যৌন ঈর্ষা থেকে শুরু করে তুর্কি সমাজে খুব ঘনঘন ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক প্রতিশোধ পর্যন্ত সব। স্টেশনের আশপাশের মাটির নিচের মহল্লার সাথে কোনওই সম্পর্ক ছিল না কা-র। পুলিস একেবারে কাছাকাছি এলাকায় কাজ করা লোকজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর ছবি দেখানোর পর কেউ কেউ ওকে সময়ে সময়ে সেক্স শপে দেখার কথা মনে করতে পেরেছে, অন্যরা পর্নো ছবি দেখতে পেছনের কিউবিকল ব্যবহার করতে দেখেছে বলে মনে করতে পেরেছে। কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। সত্যি বা মিথ্যা। এমনকি পত্রিকার পাতায়ও এনিয়ে কোনও শোরগোল হয়নি, তো শেষ পর্যন্ত তদন্ত স্থগিত করে দিয়েছে পুলিস।

কা-র পরিচিত লোকজনের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বাচাল ডিটেক্টিভ অনেক সময় যেন তদন্তের খেই হারিয়ে ফেলেছে; দেখা গেছে সে-ই সব কথা বলছে। পিতৃসুলভ তুর্কিভাষীদের কাছ থেকে তারকুত ওলসান প্রথমবারের মতো কার্সে যাবার আট বছর আগে কা-র জীবনে আগত দু'জন মেয়ের কথা জানতে পারে। একজন জার্মান আর অন্যজন তুর্কি। আমার নোট বইতে যত্নের সাথে ওদের নাম টুকে রেখেছি। কার্স থেকে ফেরার পরবর্তী চার বছরে কোনও নারীর সথেই কা-র কোনও সম্পর্ক ছিল না।

আমি আর তারকুত ফের তুষারে বের হয়ে এলাম। কা-র বাড়িতে ফেরার সময় কেউই কোনও কথা বললাম না। এইবার বিশালদেহী, অসন্তুষ্ট হলেও অমায়িক বাড়িঅলার দেখা পেলাম। আমাদের বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল সে, ভেতরটা ঠাণ্ডা, শ্যাওলার গন্ধে ভারা। আমাদের গেস্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল সে, বেশ বাচালতা ভরা কণ্ঠে জানাল ওটা ফের ভাড়া দিতে যাচ্ছে। আমরা আবর্জনা না সরালে সব রাস্তায় ছুঁড়ে দেবে। এসব বলে চলে গেল সে। জীবনের শেষ আটটি বছর যে ছোট, অন্ধকার নিচু ছাদের ঘরে কাটিয়েছে কা সেখানে পা রাখামাত্র চোখে জল জমে উঠল আমার। স্পষ্ট গন্ধ আমাকে আবার আমাদের ছেলেবেলায় ফিরিয়ে নিল। ওর স্কুল ব্যাগ এবং বাড়িতে ওর ঘর ও ওর মায়ের বোনা পুলওভারের সাথে গন্ধটা মিলিয়েছিলাম আমি। ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনও তুর্কি ব্র্যান্ডের সাবান হবে, কোনও দিনই যেটার নাম জানতে পারিনি বা জিজ্ঞেসও করতে যাইনি।

জার্মানিতে থাকার প্রথম দিকে পোর্টার, মুভার ও হাউস পেইন্টারের কাজ করেছে কা, তুর্কিদের ইংরেজি ভাষাও শিখিয়েছে। রাজনৈতিক নির্বাসিত ঘোষিত হওয়ার পর আশ্রয়ভাতা পাওয়ার যোগ্য ঘোষিত হলে তুর্কি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও, যারা মহল্লার বিভিন্ন কেন্দ্র চালাত আর সেই মুহূর্ত পর্যন্ত ও যাতে খুশি মনে কাজের ভেতর থাকে সেটা নিশ্চিত করেছে। সতীর্থ নির্বাসিতরা কা-কে বড় বেশি দূরবর্তী ও বড্ড বেশি বুর্জোয়া হিসাবে আবিষ্কার করেছিল। ওর শেষ বার বছরে শহরের লাইব্রেরি, সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন ও তুর্কি অ্যাসোসিয়েশনে কবিতা পাঠ করে আয় বাড়িয়েছে কা। তুর্কিরাই হাজির থাকত তাতে, দর্শকদের সংখ্যা কদাচিত বিশজনের বেশি হত। তারপরেও মাসে তিনটা অনুষ্ঠান করতে পারলেই বাড়তি পাঁচ শো মার্ক কামাই হত ওর। আশ্রয়ভাতার সাথে মিলে তা ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরামে জীবন কাটানোর সুযোগ করে দিত। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তেমন মাসের সংখ্যা ছিল খুবই কম আর লম্বা বিরতির। ওর অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ারগুলো ভেঙে গেছে, অ্যাশট্রেগুলো ফেটে গেছে, ইলেকিট্রক স্টোভে মরচে ধরেছে। তখনও আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার সময় বাড়িঅলার হুমকির মুখোমুখি হয়ে ইচ্ছে হচ্ছিল কা-র জিনিসপত্র একটা পুরোনো স্যুটকেস আর গোটা কতক প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে বিদায় নেই। সব কিছুই নিতে ইচ্ছে করছিল আমার: এখনও ওর মাথার চুলের গন্ধ নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা বালিশ, হাই স্কুলে থাকতে ওকে পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়া সেই বেল্ট, টাই, বেলি শূ (ওর চিঠির ভাষা অনুযায়ী) যেগুলোর চামড়া ফুটো হয়ে পায়ের আঙুল বের হয়ে আসার পর থেকে স্লিপার হিসাবে ব্যাবহার করছিল ও, ওর টুথপেস্ট আর ব্রাশ রাখার নোংরা গ্লাসটা, আনুমানিক সাড়ে তিনশো বইয়ের লাইব্রেরি, টিভি সেট, আমার কাছে কখনও উল্লেখ না করা ভিডিও মেশিন, ওর জীর্ণ জ্যাকেট আর ছেঁড়াফাটা শার্ট এবং ষোল বছর আগে তুরস্ক থেকে সাথে করে নিয়ে আসা পাজামা। কিন্তু ওঅর্কটেবিলের দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঝে পেতে ব্যর্থ হয়ে–যেটা উদ্ধার করার জন্যেই কা ফ্রাংকফুর্টে উড়ে এসেছিল বলে বুঝতে পারছিলাম–সব সাহস উবে গেল আমার।

ফ্রাংকফুর্ট থেকে লেখা শেষ চিঠিতে কা খুশির সাথেই ঘোষণা দিয়েছিল যে চার বছর অমানুষিক পরিশ্রমের পর অবশেষে একটা নতুন কবিতার বই শেষ করেছে ও। ওটার নাম ছিল *তুষার*। বেশির ভাগ কবিতাই ছেলেবেলার স্মৃতির উপর ভিত্তি করে রচিত, কার্সে থাকার সময় ঝলকের মতো ওর কাছে ফিরে এসেছিল সেগুলো, এইসব অনুপ্রেরণা যত্নের সাথে একটা সবুজ নোটবইতে তুলে রেখেছিল ও। বলতে গেলে কার্স থেকে বিদায় নেওয়ার ঠিক পরপরই লেখা আরেকটা চিঠিতে ও জানিয়েছিল যে ওর মানে বিশ্বাস জন্মেছে আসন্ন নতুন এই কবিতার বইটির 'গভীর ও রহস্যময়' আন্তর্গত কাঠামো রয়েছে। ওর জীবনের শেষ চারটি বছর সুপ্ত নকশার ফোকরগুলো ভরার কাজে ফ্রাংকফুর্টে কাটিয়েছে ও। এই কষ্টকর কাজের জন্যে নিজেকে বাকি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হয়েছিল ওকে। দরবেশের মতো সকল ভোগ থেকে বিরত থেকেছে। কার্সে মিডিয়ামের মতো ছিল ও, যেন কেউ একজন ওর কানে ফিসফিস করে কবিতাগুলো বলে দিচ্ছিল; ফ্রাংকফুর্টে ফিরে আসার পর সেগুলো বয়ে বেড়াতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল ওর।

তারপরও কার্সে উপলব্ধ দিব্যদর্শন ও অনুপ্রেরণার সাক্ষ্যের সুপ্ত যুক্তি উদ্ধার করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে গেছে ও। শেষ চিঠিতে ও বলেছে যে কঠোর খাটুনির কাজটা শেষ হওয়ার পর এখন বেশ কয়েকটা জার্মান শহরে কবিতাগুলো পাঠ করার চেষ্টা করবে ও। সবুজ নোট বইতে রাখা বিস্তারিত ভাষ্য ছাড়া আর কোনও কপি রাখেনি, বলেছে ও, তবে সবকিছু জায়গামতো স্থান পেয়েছে নিশ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে টাইপ করানোর ব্যবস্থা করে অনুলিপি করাবে। একটা কপি আমাকে আর এক কপি ওর ইস্তাম্বুলের প্রকাশককে পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল ও। আমি কি শেষ প্রচ্ছদের জন্যে কয়েকটা লাইন লিখে আমাদের দুজনেরই বন্ধু প্রকাশকের কাছে পাঠাতে পারব?

শহরের উপর রাত ঘানিয়ে আসার সাথে সাথে কা-র পড়ার টেবিল থেকে দৃশ্যমান ফ্রাংকফুর্টের ছাদের দৃশ্য অন্ধকার হয়ে আসছে। খোদ টেবিলটা গাঢ় রঙের টেবিল ক্লথে ঢাকা, একজন কবির পক্ষে বিস্ময়করভাবে গোছানো। ডান পাশে রয়েছে ডায়েরিগুলো, তাতে কা-র কার্স সফর ও ওখানে ওর কাছে এসে ধরা দেওয়া কবিতাগুলোর বর্ণনা রয়েছে। বাম পাশে বই আর ম্যাগজিনের একটা স্তূপ, ওগুলো পড়ছিল ও। টেবিলের অদৃশ্য মধ্যরেখা থেকে সমান দূরত্বে রয়েছে একটা ব্রোঞ্জের ল্যাম্প আর একটা টেলিফোন।

নোট বইটার খোঁজে ডেস্কের ড্রয়ারগুলো হাতড়ালাম আমি। বই, ডায়েরি আর পত্রিকার কাটিংয়ের ভেতর হাত চালালাম; এসব ছাড়া কোনও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর ঘর অসম্পূর্ণ লাগে। ক্রমাগত বেড়ে ওঠা আতঙ্কের সাথে কেউ একটা নোট বই তুলে রাখতে পারে এমন প্রত্যেকটা জায়গা–ওয়ার্ড্রোব, খাট, কিচেন কেবিনেট, বাথরুম, রেফ্রিজারেটর, ছোট লন্ড্রি বাস্কেট এবং বাড়ির অন্যান্য জিনিস–তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। জিনিসটা খোয়া যেতে পারে মানতে অস্বীকার করে ফের একই জায়গায় খোঁজ করলাম আমি, এই সময় সিগারেট খেতে খেতে ফ্রাংকফুর্টের তুষারপাত দেখছিল আহমেত ওলসান। হামবুর্গে যাবার সময় সাথে করে নিয়ে যাওয়া ছোট ব্যাগটায় নোট বইটা না থেকে থাকলে সেটা এখানেই এই অ্যাপার্টমেন্টরই কোথাও থাকতে হবে। কা বরাবরই প্রতিটি শব্দ জায়গামতো না বসা পর্যন্ত কবিতা কপি করতে অস্বীকার করে এসেছে। ব্যাপারটাকে দুর্ভাগ্য মনে করত ও। তবে নিজেই আমাকে বলেছিল, বইটা তৈরি হয়ে গেছে, ছাপানোর জন্যে প্রস্তুত, তাহলে সেটা গেল কোথায়?

দুই ঘণ্টা পর, তখনও কা-র কার্সের কবিতা টুকে রাখা ছোট সবুজ নোটবইটার খোয়া যাওয়ার ব্যাপরটা না মেনে নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম ওখানেই কোথাও, আমার নাকের ডগাতেই আছে ওটা, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার কারণেই বারবার নজর ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলা ফের অধৈর্যভাবে দরজার কড়া নাড়তেই কা-র ড্রয়ারে রাখা সবকটা নোটবই আর তার সাথে হাতে লেখা যতগুলো নোটা চোখে পড়ল সেগুলো একসাথে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ফেললাম। ভিসিআরের আশপাশে অগোছালভাবে স্তূপ করে রাখা পর্নো টেপগুলোও জড়ো করলাম–এখানে ও যে কখনও কোনও মেহমানকে স্বাগত জানায়নি তার প্রমাণ–তারপর সেগুলো কবহফের একটা শপিং ব্যাগে ভরলাম। লম্বা যাত্রায় বেরুতে উদ্যত কোনও লোকের মতো, যে কিনা পেছনে ফেলে যাওয়া জীবনের খুবই সাধারণ কিছু স্মৃতি সাথে নিয়ে যাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বন্ধুর স্মৃতি হিসাবে কাছে রাখার মতো ছোট খাট কিছুর খোঁজ করলাম। কিন্তু মনস্থির করতে পারলাম না। জানতাম একটা প্লাস্টিক ব্যাগ ডেস্কের উপর রাখা অ্যাশট্রে আর সিগারেট, লেটার ওপেনার হিসাবে ওর ব্যবহার করা ছুরি, ওর বেডসাইড টেবিলের উপর রাখা ঘড়ি, বিশ বছর ধরে পাজামার উপর পরা ওর জরাজীর্ণ ওয়েস্টকোট, এখনও যেটা কা-এর গন্ধ বয়ে বেড়াচ্ছে, আর দোলমাবাগ ওয়ার্ফে দাঁড়ানো বোনের সাথে তোলা ওর ছবি ঢোকাচ্ছিলাম। জানতাম নিজের আবেগের কিউরেটরে পরিণত হয়েছি। এটাই শেষ সুযোগ বুঝতে পেরে বলতে গেলে বাকি সবকিছু এক করলাম আমি, দাম আছে এমন সমস্ত কিছু, ওর নোংরা মোজা থেকে শুরু করে রুমাল পর্যন্ত (কোনওদিনই ব্যবহার করেনি), কিচেন স্পুন থেকে ওয়েস্টবাস্কেটে ফেলে দেওয়া খালি সিগারেট প্যাকেট পর্যন্ত। ইস্তাম্বুলে আমাদের শেষের দিকের এক সাক্ষাতের সময় আমার নতুন উপন্যাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল কা। ওকে *দ্য মিউজিয়াম অভ ইনোসেন্স*-এর কথা বলেছিলাম, ধারণাটা এখনও লোকের কাছে গোপন রেখে চলেছি আমি।

গাইডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের হোটেলের রুমে পৌঁছানোমাত্র কা-র জিনিসপত্রের বিশ্লেষণ শুরু করে দিলাম। ততক্ষণে বস্তুনিষ্ঠ হয়ে বন্ধুর স্মৃতিকে রাতের মতো দূরে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, হতাশা আমাকে শেষ করে দেওয়ার আগেই। সবার আগে যে কাজটা শুরু করলাম, সেটা হলো পর্নো টেপগুলোর পর্যালোচনা। আমার রুমে কোনও ভিসিআর ছিল না, তবে ক্যাসেটের পাশে কা-র নিজের হাতে লেখা মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মেলিন্দা নামে এক আমেরিকান তারকার প্রতি বিশেষ ধরনের দুর্বলতা ছিল ওর।

AMARBOI.COM

এরপর যে নোটবইতে কার্স ওর কাছে আসা কবিতাগুলো সম্পর্কে লিখেছিল সেটা পড়তে শুরু করলাম। কেন এর আগে কোনওদিন এই প্রেম, ওর প্রত্যক্ষ করা ত্রাসের কথা বলেনি ও? কা-র ড্রয়ার থেকে উদ্ধার করা একটা ফাইলে তার উত্তর খুঁজে পেতে হয়েছে আমাকে। ফোল্ডারটা খোলামাত্র প্রায় চল্লিশটা প্রেমপত্র ঝরে পড়ে আমার কোলে; সবগুলোই আইপেককে উদ্দেশ করে লেখা, কোনওটাই পোস্ট করা হয়নি। প্রত্যেকটা চিঠিই বলতে একই কায়দায় শুরু হয়েছে—*আমার প্রিয়া, তোমাকে আদৌ লিখব কিনা তা নিয়ে অনেক অনেক ভেবেছি*—কিন্তু তারপর প্রতিটিই কার্সের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে, প্রতিবারই আইপেকের সাথে ওর ভালোবাসার উপলব্ধি সম্পর্কে এক হৃদয় বিদারক নতুন বিবরণ যোগ করেছে, ফ্রাংকফুর্টে ওর দৈনন্দিন জীবনের বিচ্ছিন্ন দর্শন রয়েছে। (ফন বেথম্যান পার্কে দেখা খোঁড়া কুকুর, ইহুদি জাদুঘরের যিঙ্ক টেবিল, দুটোই ওকে বিচলিত করেছে, আমকে লেখা চিঠিতেও তার উল্লেখ করেছে ও)। প্রেমপত্রগুলোর কোনওটাই ভাঁজ করেনি ও। ব্যাপারটা আমার কাছে ওগুলো পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতার একটা মাত্রা প্রকাশ করল, যা একটা খামেরও অঙ্গীকার ও স্বীকার করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে কেবল কথাটা উচ্চারণ করো, আমি তোমার কাছে ফিরে আসব, একটা চিঠিতে লিখেছে ও; যদিও অন্য একটাতে ঘোষণা করেছে ওর পক্ষে আর কখনওই কার্সে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ *আমি আর কখনওই আমাকে ভুল বুঝতে দেব না তোমাকে।* একটা কবিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে একটা চিঠিতে, সেটা সাথে লাগানো ছিল না; অন্য একটায় আইপেকের কাছে থেকে আসা আগের একটা চিঠির কথা মনে করতে বলা হয়েছে: *আমি খুবই দুঃখিত, আমার চিঠিটাকে তুমি ভুলভাবে নিয়েছ।* সেদিন সন্ধ্যায় কা-র সমস্ত জিনিস টেবিল আর ঘরের সমস্ত খালি জায়গায় বের করে নিয়েছিলাম আমি, ফরেনসিক চোখ দিয়ে প্রতিটি জিনিস পরখ করতে লাগলাম। এই কারণেই নিশ্চিত করে বলতে পারি কা কোনও দিনই আইপেকের কাছ থেকে কোনও চিঠি পায়নি। তাহলে কেন চিঠির জবাব দেওয়ার ভান করেছে ও? যেখানে ওর জানা ছিল নিজের একটা চিঠিও কোনওদিন ওর কাছে পাঠাবে না?.

এখানে সম্ভবত আমার কাহিনীর মুল জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। আমরা কেমন করে অন্যের হৃদয়ের প্রেম আর বেদনা সম্পর্কে জানতে পারব? কেমন করে যারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি গভীর যন্ত্রণায় ভুগছে, ব্যাপক বঞ্চনা ও অবদমিত হতাশায় কষ্ট পেয়েছে তাদের বোঝার আশা করতে পারি? এমনকি দুনিয়ার সমস্ত ধনীরাও যদি তাদের অন্যদের জায়গায় বসায়, তারা ওদের চারপাশের হতদরিদ্র লোকের কষ্টের কতখানি বুঝতে পারবে? তো ঔপন্যাসিক ওরহান যখন তার কবি বন্ধুর কঠিন ও কষ্টকর জীবনের অন্ধকার কোণে নজর চালায় আসলে ঠিক কতটা দেখতে পায় সে?

AMARBOI.COM

> সারা জীবন নিজেকে আহত দিশাহারা পশুর মতো মনে হয়েছে। [লিখেছে কা]। সম্ভবত আমি যদি অমন জোরের সাথে তোমাকে আলিঙ্গন না করতাম, তোমাকে হয়ত এতখানি ক্ষিপ্ত করে তুলতাম না; আর হয়তোবা বহু বছরের সমস্ত কাজ ভণ্ডুল করে ফেলতাম না, ঠিক শুরুর মুহূর্তে শেষ হয়ে যেত না। কিন্তু এখন এই যে আমি, পরিত্যক্ত, শেষের পথে। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিতে অসহনীয় কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছি। আমার ধারণা কেবল তোমাকেই হারাইনি আমি, বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত কিছুই হারিয়ে বসেছি।

কেবল এই কথাগুলো পড়েই কি সেগুলো উপলব্ধি নিশ্চিত করতে পারব?

সেদিন গভীর রাতে মিনিবার থেকে নেওয়া হুইস্কি খেয়ে আমুদে টালমাটাল অবস্থায় মেলিন্দার সন্ধানে কায়জারস্ট্রাসেতে ফিরে এলাম আমি।

জলপাইরঙা বিরাট একজোড়া চোখ ওর, তাতে তীর্যক দৃষ্টি। গায়ের রঙ ফর্শা, পাজোড়া দীর্ঘ, ঠোঁটজোড়া কোনও অটোমান রাজ কবি হয়তো চেরির সাথে তুলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন, ছোট তবে পুরুষ্ট। বেশ পরিচিত সে। ওঅর্ল্ড সেক্স সেন্টারের ভিডিও সেকশন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে, তবে ওর নামঅলা ছয়টা ফিল্ম বের করতে মাত্র বিশ মিনিট সময় লাগল আমার। ভিডিওগুলো লুকিয়ে ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসেছি আমি, ওগুলের দেখার পরেই কেবল বুঝতে পেরেছি কা-র মনে কী ভাবনা চলে থাকতে পারে। মেয়েটা যে লোকের সামনেই নতাজানু হোক না কেন–পৃথিবীর কঠিনতম, কুৎসিততম লোক হতে পারে–মেলিন্দা সব সময় একইভাবে তার শিহরণের শীৎকারের জবাব দেবে। কেবল মায়েদের অনন্য সহানুভূতিতে কোমল হয়ে যাবে তার চোখমুখ। পোশাকে যতই উস্তানিমূলক হোক না কেন সে (অধৈর্য ব্যবসায়ী, আমুদে স্টুয়ার্ডেস, বা স্বামীর অক্ষমতায় ক্লান্ত কোনও গৃহিণীই হোক), নগ্ন অবস্থায় বরাবরই ভঙ্গুর ও অরক্ষিত। পরে কার্স সফরের যোগাড়যন্ত্র করার সময় যেমন দেখব, ওর হাবভাব, বড়বড় চোখ, সর্পিল বাঁকের শরীরে আইপেকের মতো একটা কিছু ছিল।

আমি জানি যারা একজন কবিকে সাধু বা আধ্যাত্মপুরুষ হিসাবে দেখতে জোর করে আমার বন্ধু কবির জীবনের অন্তিম চারটি বছর প্রাপ্ত বয়স্কদের বিনোদনে মুগ্ধ হয়ে থাকার আভাস দিয়ে তাদের মনে ঘা দেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছি। কিন্তু মেলিন্দার ভিডিওর খোঁজে ওঅর্ল্ড সেক্স সেন্টারে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার মনে হয়েছে হতভাগ্য এইসব লোকের সাথে কা-র কেবল একটা জায়গাতেই মিল রয়েছে; প্রেতাত্মার মতো নৈঃসঙ্গ্য। অপরাধের প্রতি সাড়া দেওয়ার অভ্যাস থেকেই ছায়ায় পিছু হটে আসত ও, তারপর এইসব ছবি দেখত। নিউ ইয়র্কের টুয়েন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট, ফ্রাংকফুর্টের কায়জারস্ট্রাসে আর বিয়োগলুর ব্যাকস্ট্রিটের আশপাশের সিনেমাগুলোয় নিঃসঙ্গ দিশাহারা পুরুষগুলো গ্লানি আর আত্মঘৃণা নিয়ে তাদের ছবি দেখে, পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় এড়াতে লড়াই করে, এই লোকগুলো জাতীয় স্টেরিওটাইপ আর নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য অগ্রাহ্য করে আসলে ঠিক একই রকম। আমার কালো প্লস্টিক ব্যাগে মেলিন্দার ভিডিও ভর্তি করে ওঅর্ল্ড সেক্স সেন্টার থেকে বের হয়ে দানবীয় তুষার কণার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেল রুমে ফিরে এলাম।

লবির কোনওমতে বানানো মিনিবারে আরও দু'দফা হুইস্কি খেয়ে প্রভাব শুরুর অপেক্ষা করার সময় বাইরে তুষারপাত দেখতে লাগলাম। মনে মনে স্থির করলাম আবার মাতাল হতে পারলে মেলিন্দা ও কা-র কাছ থেকে রেহাই নেব। কিন্তু নিজের ঘরে ঢোকামাত্রই কা-র একটা নোট বই তুলে নিয়ে জামা কাপড় না বদলেই বিছানায় শুয়ে পড়তে শুরু করলাম। তৃতীয়–নাকি এটা চতুর্থ ছিল?–পাতায় নিচের তুষারকণার ছবিটা পেলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

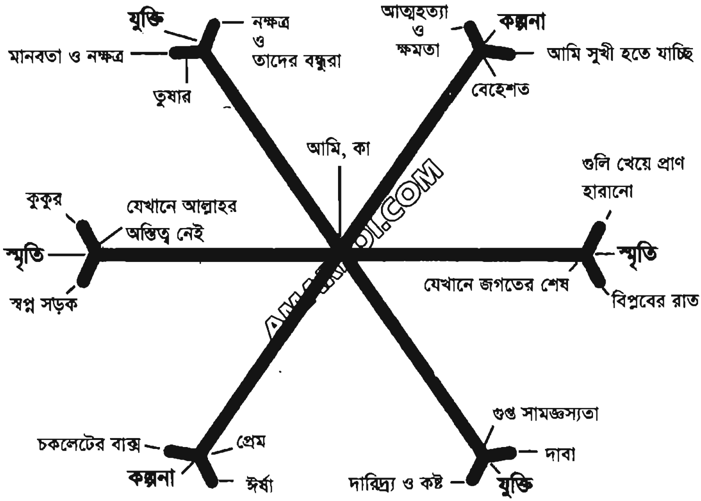

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশ

আবার কখন দেখা হবে?

সুখের ক্ষণকাল

মিলন শেষে জড়াজড়ি করে বিছানায় শুয়ে রইল কা আর আইপেক। অনেকক্ষণ নড়ল না কেউ। নীরবতার চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে সারা পৃথিবী।

কা-র সুখের মাত্রা এতটাই প্রবল ছিল মনে হচ্ছিল যেন এই আলিঙ্গন অনেক অনেক কার্ল টিকে থাকবে। এ থেকেই বোঝা যেতে পারে কেন হঠাৎ করে অধৈর্য হয়ে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে জানালার দিকে তাকিয়েছে ও। পরে, ওদের একাকী কাটানো দীর্ঘ নীরবতার সময়টুকুকে জীবনের সবচেয়ে সুখের স্মৃতি হিসাবে দেখবে ও এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করবে কেন এমন তুলনাহীন আনন্দময় মুহূর্তটুকু আইপেকের বাহুডোর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে হুট করে ওভাবে শেষ করে দিয়েছিল। জবাবটা হচ্ছে, ত্রাসকে নিজেকে অভিভূত করে দেওয়ার পথ করে দিয়েছিল ও। যেন জানালার অপর পাশে, তুষার ঢাকা রাস্তায় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা ঘটে যাবার আগেই ওখানে থাকা প্রয়োজন ছিল ওর।

কিন্তু জানালার বাইরে তুষারপাত ছাড়া দেখার কিছুই ছিল না। এখনও বিদ্যুৎ নেই, তবে নিচের রান্নাঘরের জমাট বাঁধা জানালার ওপাশে মোমবাতি জ্বলছে, বাইরের পুরু তুষারের গায়ে কমলা আভা সৃষ্টি করেছে। অনেক পরে কা-র মনে হবে জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্তটিকে ছেঁটে ফেলেছিল ও, কারণ এত বেশি সুখ সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু গোড়াতে আইপেকের বাহুডোরে বন্দী হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার সময় সুখের মাত্রাটুকু বুঝতেই পারেনি। সারা দুনিয়ার সাথে স্বস্তি বোধ করেছে। শান্তির এই অনুভূতি এতটাই স্বাভাবিক ঠেকেছে যে ওই মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের বেশির ভাগ অংশ কেন এতখানি বিষাদ আর মানসিক বিক্ষুব্ধ অবস্থায় ছিল মনে করতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেছে। ওর অনুভব করা শান্তি ছিল কোনও কবিতা মনে আসার পূর্ব মুহূর্তের নীরবতার মতো, কিন্তু ওর কাছে কবিতা এসে ধরা দেওয়ার আগের সেই মুহূর্তগুলোয় জীবনের অর্থকে একেবারে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পায় ও, এমন একটা দিব্য দর্শন যা ওকে আনন্দ এনে দিয়েছে। কিন্তু আইপেকের এই সুখকর স্মৃতিতে আলোকনের তেমন কোনও মুহূর্ত ছিল না; ছিল ছেলেমানুষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারল্য, জিভের সামান্য কয়েকটি শব্দ দিয়েই সারা জগতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে উদ্যত কোনও শিশুর মতো।

এক এক করে সেদিন বিকেলে লাইব্রেরিতে পড়া তুষারের অর্থগুলো মনে করতে লাগল ও। বিষয়বস্তুর উপর আরও একটা কবিতা এসে হাজির হলে তার প্রস্তুতিও নিয়ে ছিল। কিন্তু ওর মাথাটা ছিল কবিতা শূন্য। যদিও এক এক করে কবিতাগুলো ওর কাছে ধরা দেয়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এনসাইক্লোপিডিয়ার ছয়কোণা তুষারকণার মতোই সেগুলো চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায়। ঠিক এমন একটা মুহূর্তে ওর মনে ধারণা জাগল যে ওর সমস্ত কবিতাই একটা বিরাট পরিকল্পনার অংশ।

'ওখানে কী করছ?' জানতে চাইল আইপেক।

'তুষার দেখছি, ডিয়ার।'

ওর কাছে মনে হলো তুষার কণার জ্যামিতিতে সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কিছু দেখতে পাওয়ার বিষয়টা কোনওভাবে জেনে গেছে আইপেক। কিন্তু একই সময়ে ওর জানা আছে সেটা হতে পারে না। ওর একটা অংশ জানত ভিন্ন দিকে ওর মনোযোগ চলে যাওয়ায় মোটেই খুশি হতে পারেনি সে। এতক্ষণ পর্যন্ত ওই ছিল প্রার্থী, ওর স্পষ্ট কামনা ওকে অস্বস্তিকরভাবে নাজুক করে দিয়েছিল; তাই এখন টেবিল ঘুরে গেছে দেখে কা খুশি হলো। এ থেকে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছুল যে ভালোবাসার পর খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থায় এসেছে ও।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল আইপেক।

'মায়ের কথা,' না বুঝেই বলল কা। কারণ সবে মারা গেলেও ওর চিন্তা থেকে বহু দূরে ছিল ওর মা। পরে এই মুহূর্তটিতে ফিরে ব্যাপারটাকে এই বলে ব্যাখ্যা করবে যে, 'কার্স সফরের গোটা সময় আমার সারা মন জুড়ে ছিল মা।'

'তা তোমার মায়ের কোন কথাটা ভাবছ?'

'ভাবছিলাম শীতের এক রাতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তুষারপাত দেখছিলাম আমরা। আমার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল ও।'

'ছোটবেলায় সুখী ছিলে তুমি?'

'মানুষ যে কখন সুখী হয় সেটা তারা জানে না, অন্তত সেই মুহূর্তে নয়। অনেক বছর পরে বুঝতে পেরেছি ছোট বেলায় আমি সুখে ছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে সুখী ছিলাম না। অন্যদিকে, আমি ঠিক পরের বছরগুলোর মতো অসুখী ছিলাম না। প্রথম দিকে আসলে ঠিক সুখের ব্যাপারে আগ্রহীই ছিলাম না আমি।'

'কবে থেকে আগ্রহী হতে শুরু করলে?'

কোনওদিনই না বলতে চাইল কা, কিন্তু বলল না। অংশত কথাটা সত্যি নয় বলে, আর অংশত সেটা বড্ড আক্রমণাত্মক মনে হওয়ায়। কিন্তু তারপরেও প্রলুব্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো, তাতে আইপেককে যদি মুগ্ধ করা যায়, কিন্তু এখন কোনও রকম মুগ্ধ করার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আরও অনেক ওজনদার জিনিস ভর করেছে ওর মনে।

'এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল যখন আমি এতটাই অসুখী ছিলাম যে বলতে গেলে নড়াচড়াই করতে পারতাম না, তখনই সুখ নিয়ে ভাবতে শুরু করি,' ওকে বলল কা ওকে। এটা বলা কি ঠিক হলো ওর পক্ষে? নীরবতা অস্বস্তিতে ফেলে দিল। এখন ফ্রাংকফুর্টে ও কতখানি অসুখী ছিল ওকে সেটা বললে কীভাবে ওকে ওর সাথে সেখানে যেতে রাজি করাতে পারবে? হঠাৎ একটা ঝড়ো দমকা হাওয়া বাইরের তুষাকণাগুলোকে ছড়িয়ে দিতেই কা-কে বিছানা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া আতঙ্ক প্রতিশোধ নিতে ফিরে এল। এবং আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে ভীষণভাবে ওর পেটের ভেতরটা ভালোবাসা ও অপেক্ষার যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। খানিক আগের সুখের অনুভূতি সেটা হারানোর নিশ্চয়তার পথ খুলে দিল এবার। সুখের জায়গায় জমে উঠল সন্দেহ। আইপেককে জিজ্ঞেস করতে মন চাইল, তুমি আমার সাথে ফ্রাংকফুর্টে যাচ্ছ? কিন্তু আগেই কাঙ্ক্ষিত উত্তর না পাওয়ার ভয় পেতে শুরু করেছে ও।

বিছানায় ফিরে আইপেকের পিঠে ঠেস দিয়ে শুলো ও, সর্ব শক্তিতে জড়িয়ে ধরল ওকে। 'বাজারে একটা দোকান আছে', বলল ও। 'ওখানে পেপিনো ডে ক্যাপ্রির গাওয়া 'রোবার্তো' নামে খুবই পুরোনো একটা গান বাজছিল। ওটা কোথায় পেতে পারে ধারণা করতে পারো?'

'কার্সে এখনও বেশ কয়েকটা পুরোনো পরিবার রয়ে গেছে,' বলল আইপেক। 'এক সময় না এক সময় বাবা-মা মারা যায়, তখন ছেলেমেয়েরা তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করে চলে যায়। তো সব ধরনের জিনিস বাজারে চলে আসে; আমাদের আজকের দেখা গরীব শহরটাকে একেবারেই ভিন্ন রকম মনে হয়। একজন পুরোনো মালের ব্যবসায়ী ছিল প্রতি বসন্তে ইস্তাম্বুল থেকে আসত সে। সস্তায় সমস্ত জিনিস কিনে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন সেও আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে কা-র মনে হলো ওর সেই অসামান্য পুলক ফের ফিরে পেয়েছে ও, কিন্তু সেটা মোটেই আগের মতো নয়। আরও একবার সময়ের মাঝে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবার ভয়ের কাছে হার স্বীকার করল ও। চোখের সামনের প্রতিটি জিনিস ওর ভয় বাড়িয়ে তুলল। আইপেককে কখনওই ওর সাথে ফ্রাংকফুর্টে যেতে রাজি করাতে পারবে না–এটা একেবারেই পরিষ্কার।

'তো, প্রিয়, মনে হয় এবার আমার ওঠার সময় হয়েছে।'

এমনকি আইপেক যখন *প্রিয়* কথাটা বলল, এমনকি যখন ওকে মিষ্টি করে চুমু খেল, তখনও কোনও রকম সুখের দেখা পেল না কা।

'আবার কখন দেখা হবে আমাদের?'

'বাবাকে নিয়ে চিন্তায় আছি। পুলিস ওকে অনুসরণ করে থাকতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত,' বলল কা। 'তবে আগে জানতে চাই আবার কখন দেখা হবে।'

'বাবা হোটেলে থাকলে তোমার ঘরে আসতে পারব না।'

'আরে, এখন তো সব বদলে গেছে,' বলল কা। কিন্তু অন্ধকারে নীরব আয়াসে আইপেককে পোশাক পরতে দেখার সময় আসলে কিছুই বদলায়নি এমন একটা শঙ্কায় ভরে উঠল ওর মন। 'আমি অন্য কোনও হোটেলে গিয়ে উঠলেই তো হয়? তাহলে যখন তখন আমাদের দেখা সম্ভব হবে,' বলল ও।

ভয়ঙ্কর এক নীরবতা নেমে এল। এবার আতঙ্কের এক নতুন স্রোত গ্রাস করে নিল ওকে। অসহায় ঈর্ষা বয়ে গেল ওর মাঝে। আইপেকের আর কোনও প্রেমিক আছে কিনা ভাবার সুযোগ দিল ও। ওর মনের একটা অংশ এখনও এটা মনে করার মতো নিশ্চিত যে অপরীক্ষিত ভালোবাসার প্রথম দিকে এই ধরনের ঈর্ষা খুবই সাধারণ ব্যাপার; কিন্তু ওর মনের ভেতরের শক্তিশালী একটা অংশ ওকে এখনও ওদের মাঝখানের বাধাগুলোকে অতিক্রম করতে ওর পক্ষে যতখানি শক্তি যোগাড় করা সম্ভব সেটা দিয়ে আইপেককে আলিঙ্গন করতে বলছে। জানে এটা তাগিদের একটা ব্যাপার, আবার এও জানে, বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে অবস্থা বিব্রতকর হয়ে উঠতে পারে। অনিশ্চিত কা নীরব রইল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একত্রিশ

আমরা নির্বোধ নই, স্রেফ দরিদ্র

হোটেল এশিয়ায় গোপন বৈঠক

তুরগাত বে আর কাদিফেকে হোটেল এশিয়ার গোপন বৈঠকে নিয়ে যাবার কথা যে এক্কা গাড়িটার সেটার দিকে যাহিদে ঝড়ের মতো ছুটে যাচ্ছি যখন, তখন আলো ফিকে হয়ে আসছিল, ফলে বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাতে আসলে কী ছিল সেটা জানালা দিয়ে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারেনি কা। আসলে সেটা ছিল পুরোনো একজোড়া উলের দস্তানা।

মিটিংয়ের সময় ঠিক কী পরা উচিত নিশ্চিত হতে না পেরে তুরগাত বে তার মাস্টারির আমলের দুটো জ্যাকেট নিয়েছিল—একটা কালো, অন্যটা ধূসর—জাতীয় ছুটি আর পরিদর্শনের দিবসের জন্যে তুলে রাখা ফেল্টহ্যাট; অনেক বছর ধরে কেবল যাহিদের নাতীকে আমোদ দেওয়ার জন্যে পরা চেক টাইয়ের সাথে ওগুলো বিছানার উপর মেলে রেখেছিল। ওয়াড্রোব আর ড্রয়ারের মালপত্র পরখ করার পেছনে আরও কিছু সময় হয়তো নষ্ট করত সে, কিন্তু বল নাচের অনুষ্ঠানে তাকে কোন কাপড় পরার অনুমতি দেবে সেটা নিয়ে ভাবিত স্বাপ্নিক কোনও মেয়ের মতো আচরণ করতে দেখে চূড়ান্ত পছন্দ ঠিক করার জন্যে নাক গলায় কাদিফে। ওর শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিয়ে জ্যাকেট আর কোট পরতে সাহায্য করল ওকে। তারপর এল কুকুরের চামড়ার দস্তানাজোড়ার পালা, তার ছোট ছোট হাতে পরাতে গিয়ে বেশ কসরত করতে হলো ওকে।

এই সময় পুরোনো উলের দস্তানা জোড়ার কথা মনে পড়ে গেল তুরগাত বে-র। এগুলোই পরার জেদ ধরে বাড়িময় খোঁজার জন্যে আইপেক আর কাদিফেকে পাঠিয়ে দিল। পাগলের মতো প্রত্যেকটা ওয়াড্রোব আর চেস্টে তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে খুঁজে পাবার পর দেখা গেল মথ কতগুলো ফুটো তৈরি করেছে তাতে। তখন দস্তানাজোড়া একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওরা। কিন্তু তাকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার পর ফের ওগুলো ছাড়া বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না বলে জেদ শুরু করল তুরগাত বে। অনেক বছর আগে, ব্যাখ্যা করল সে, বামপন্থী কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে জেলে ঢুকতে হয়েছিল যখন, ওর প্রাণপ্রিয় মরহুমা স্ত্রী তাকে এই দস্তানাজোড়া এনে দিয়েছিল, ওর জন্যেই বিশেষভাবে বোনা হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা। বাবাকে নিজের চেয়েও ঢের ভালো করে চেনে কাদিফে, আসল ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পারল ও। বুড়ো দস্তানাগুলোকে তাবিজের মতো গুরুত্ব দিলে বুঝতে হবে তলে তলে ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে সে।

দস্তানাজোড়া পৌঁছানোর পর ধীর গতিতে গাড়িটা চলতে শুরু করলে বাবাকে ওর জেল জীবনের কাহিনী আরও বিস্তারিত খুলে বলার অনুরোধ করল কাদিফে। অটুট মনোযোগের সাথে শুনে গেল সে (স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি পেলেই কেমন করে কেঁদে উঠত সে, কীভাবে নিজেই ফরাসী ভাষা শিখেছিল, শীতের রাতে ঘুমোনোর জন্যে কেমন করে দস্তানাজোড়া পেয়েছিল), যেন এই প্রথম এসব শুনছে; মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বলছে, 'তোমার কত সাহস বাবা?' তখন মেয়েকে এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে শোনার পর সব সময় যা করে তাই করল সে। (গত কয়েক বছর তেমন একটা শোনা হয়নি তার): চোখের পানি আটকে দুহাতে কাদিফেকে জড়িয়ে ধরল তুরগাত বে, শিউরে উঠে চুমু খেল ওর গালে।

এক্কা গাড়ি হোটেল এশিয়ায় পৌঁছানোর পরও বাইরের রাস্তায় আলো জ্বলতে দেখল ওরা।

গাড়ি থেকে নেমে তুরগাত বে বলল, 'ওই নতুন দোকানগুলো দেখ। দেখি তো জানালায় কী সাজিয়ে রেখেছে।' ভয়ে পিছু হটছে সে, বুঝতে পারছিল কাদিফে, তাই ওকে তাড়া না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক রইল। এক কাপ লিন্ডেন চা খাওয়ার জন্যে বিরতি দেওয়ার প্রস্তাব করল তুরগাত বে–ওদের কোনও ডিটেক্টিভ অনুসরণ করে থাকলে, বলল সে, ব্যাটার কিছু টাকাও খাসানো যাবে–তো একটা টি হাউসে ঢুকে চুপচাপ বসে টেলিভিশনে একটা রেস দেখতে লাগল ওরা। ঠিক ওরা যখন বিদায় নেবে, পুরোনো নাপিতের দেখা পেল তুরগাত বে, তো আবার ঘুরে ভেতরে গেল ওরা, যাতে ওদের মিটিংয়ে যেতে দেখা না যায়।

'বেশি দেরি করে ফেলিনি তো? তোমার কি মনে হয়, আমরা একেবারেই না গেলে ওদের অপমান করা হবে?' কাছের টেবিলে বসা স্থূলকায় নাপিত আড়ি পেতে শুনছে বলে মনে হলো। ফিসফিস করে কাদিফের সাথে কথা বলল তুরগাত বে। ওর হাত ধরল সে, কিন্তু সরাসরি পেছনের উঠোনোর দিকে যাবার বদলে একটা স্টেশনারি স্টোরের দিকে এগিয়ে গেল। এখানে একটা নেভি ব্লু কলম তুলে নিল। ওরা যখন অবশেষে এরসিন ইলেক্ট্রিক ও প্লাম্বিং সাপ্লাইজের পেছনের উঠোনে পৌঁছে অন্ধকারে বাঁক দিয়ে হোটেল এশিয়ার পেছন দরজার দিকে পা বাড়াল, কাদিফে লক্ষ করল বাবার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

হোটেলের পেছন দরজায় কিছুই নড়ছে না। গায়ে গা ঠেকিয়ে রইল ওরা। কেউ অণুসরণ করছে না। কয়েক কদম ভেতরে গেল ওরা। কিন্তু অন্ধকারে লবির দিকে চলে যাওয়া সিঁড়ি খুঁজে পেতে হাতড়াতে হলো কাদিফেকে। 'আমার হাত ছেড়ে দিয়ো না,' বলল তুরগাত বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধো অন্ধকারে ডুবে আছে লবি। উঁচু জানালাগুলো ভারি পর্দার আড়ালে ঢাকা। রিসিপশন ডেস্কের উপর একটা দুর্বল নোংরা লণ্ঠন রাখা, পেছনে দাঁড়ানো দাড়িগোঁফ না কামানো অপরিষ্কার কেরানির চেহারাও ঠিকমতো আলোকিত করতে পারছে না সেটা। ডেস্কের ওধারের অন্ধকারে আরও কিছু অবয়ব দেখতে পেল ওরা, লবিতে ঘোরাঘুরি করছে বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে। এরা হয় শাদা পোশাকের পুলিস বা গরু-ছাগল কিংবা চামড়ার চোরাচালানি অথবা সীমান্তের ওপার থেকে চোরা পথে নিয়ে আসা শ্রমিক হবে। আশি বছর আগে রাশান ব্যবসায়ীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল এই হোটেলটা, বিপ্লবের পর বেশির ভাগ আয় আসত তুর্কি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে আর্মেনিয়াগামী অভিজাত ইংরেজ ডাবল এজেন্টদের কাছ থেকে; এখন এটা মেয়ে মানুষে ভর্তি, এরা জর্জিয়া ও উক্রেন থেকে বেশ্যাগিরি আর খুচরো চেরাচালানীর কাজ করতে এসেছে। মোটমুটিভাবে কার্স ও এর আশপাশের এলাকার পুরুষরাই এই মেয়েদের জন্যে এখানে ঘর ভাড়া করে থাকে, দিনের বেলায় বলতে গেলে বিবাহিত দম্পতির মতোই এখানে থাকবে তারা, তারপর পুরুষটি দিনের শেষ বাসে চেপে নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর মেয়েটা নিচে নেমে আসবে বারের অন্ধকার পেছন দিকে বসে কফি আর কনিয়াক খাবে বলে।

AMARBOI.COM

এককালে লাল নকশায় ঢাকা কাঠের চেয়ারের ভেতর দিয়ে পথ করে আগে বাড়ার সময় এমনি এক কাহিলদর্শন সোনালি চুলো মেয়ের মুখোমুখি হলো তুরগাত বে আর কাদিফে। কাদিফের দিকে ফিরে ফিসফিস করে তুরগাত বে বলল, 'লোসানে চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় ইসমাত পাশা যে গ্র্যান্ড হোটেলে ছিলেন, ঠিক এটার মতোই কসমোপলিটান ছিল সেটাও,' কথাটা শেষ করেই পকেট থেকে নেভি ব্লু পেনটা বের করল সে। 'ইসমাত পাশা লোসানের বেলায় যা করেছিলেন ঠিক তাই করতে যাচ্ছি আমি। একটা আনকোরা নতুন কলমে বিবৃতিতে সই দিতে যাচ্ছি।' দীর্ঘতম সময় আর নড়ল না সে। কাদিফে বুঝতে পারল না আসলে সে সময় ক্ষেপণ করছে নাকি সিঁড়ির আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছে। অবশেষে ৩০৭ নম্বর রুমে পৌঁছার পর তুরগাত বে বলল, 'জিনিসটা সই করেই চলো বিদায় হই।'

ভেতরে এত ভিড় ছিল যে প্রথমে কাদিফের মনে হলো ভুল রুমে এসে পড়েছে ওরা। আরও দুজন ইসলামিস্ট জঙ্গীকে নিয়ে ব্লুকে জানালার ধারে বিষণ্ন চেহারায় বসে থাকতে দেখে বাবাকে কামরার অন্যপাশে এনে তার পাশে বসিয়ে দিল ও। ছাদ থেকে একটা নগ্ন বাল্ব ঝুলছে। টেবিলের উপর মাছের আকৃতির একটা ল্যাম্প রাখা, কিন্তু তারপরেও পর্যাপ্ত আলো নেই ঘরটায়। ব্যাকেলাইটের মাছটা লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড় করানো, বাল্বটা মুখে ধরে রেখেছে, সরকারী একটা মাইক্রোফোন পোতা রয়েছে ওটার এক চোখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাযিলও ছিল কামরায়। কাদিফেকে দেখেই লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। অন্যরা তুরগাত বে-র প্রতি সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়ালে সেও দাঁড়িয়ে রইল। হতচকিত দেখাচ্ছে তাকে, যেন কেউ জাদু করেছে। ব্লু আর তুরগাত বে-র উপর স্থির হয়ে আছে তার চোখ। পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে ওরা। ঘরের পরিবেশে তীব্র উত্তেজনা।

ব্লু ধরে নিয়েছে যে বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী কুর্দি জাতীয়তাবাদী নাস্তিক হলে পাশ্চাত্য সেটাকে আরও বেশি গুরুত্বের সাথে নেবে। কিন্তু মলিন চেহারার যে তরুণটি অনীহার সাথে সই করতে রাজি হয়েছে শব্দ চয়নের ব্যাপারে কুর্দি জাতীয়তাবাদী সহযোগিদের সাথে মতপার্থক্য রয়েছে তার। তিনজনই গম্ভীর চেহারায় তাদের কথা বলার পালা আসার অপেক্ষা করছে। পাহাড়ী কুর্দিশ গেরিলারা ব্যক্তি বিশেষের বাড়িঘরে হাজির হওয়ায় ক্ষুব্ধ, আশাহীন, কর্মহীন তরুণরা তাদের সমীহ করার কথা জানা থাকায় আর সংগঠনের পরিচালকরা প্রায়ই সভা চলার সময় হামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর পিটুনি আর নির্যাতনের শিকার হওয়ায় অভ্যুত্থানের পর এসব তরুণদের দেখা মেলা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই তিন তরুণ কুর্দির সমস্যা আরও প্রকট। পাহাড়ী যোদ্ধারা ওদের এই ঘরে উপস্থিতিকেই সন্দেজনক ভেবে বসতে পারে। ওর ভাবতে পারে এই তিন যুবক শহরের এইসব উষ্ণ ঘরে বড় বেশি সহজ হয়ে পড়েছে, তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সাথে দহরম-মহরম করছে। আসলে সংগঠনগুলো পাহাড়ে তাদের ন্যায্য সংখ্যার রিক্রুট না পাঠানোয় এখনও যে অল্প কিছু সদস্য ধরা পড়েনি তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছে।

মিটিংয়ে দুজন পুরোনো ধারার সমাজতন্ত্রীও রয়েছে; দুজনের বয়সই তিরিশের কোঠায়। জার্মান পত্রিকায় বিবৃতি ছাপানোর সম্ভাবনার কথা কুর্দি তরুণদের মারফত জানানো হয়েছিল তাদের। কিছুটা বড়াই করার উদ্দেশ্য আর সেই সাথে পরামর্শ চাইতেও ওদের কাছে গিয়েছিল ওরা। সমাজতন্ত্রী উগ্রতা এক সময় কার্সে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এখন সেসব উবে গেছে। আজকাল কোনও সমাজতন্ত্রী কুর্দিশ গেরিলাদের সমর্থন না চেয়ে অ্যাম্বুশ পাতা, কোনও পুলিসকে খুন বা চিঠি বোমা-অভিযান শুরুর সাহস করবে না। ফলে ওদের এককালের ভীতিকর দলের ভেতর অকাল ধস আর ব্যাপক হতাশা দেখা দিয়েছে। ইউরোপে এখনও অনেক মার্ক্সবাদী রয়েছে খবর পেয়ে বিনা আমন্ত্রণেই সভায় হাজির হয়েছে এই পুরোনো জঙ্গীরা। রুমের দূর প্রান্তে ক্লান্ত দর্শন বয়স্ক সমাজতন্ত্রীর ঠিক পাশেই বসেছে পরিষ্কার করে দাড়িগোঁফ কামানো নিশ্চিন্ত এক কমরেড। স্থানীয় এমটিআই শাখায় এই সভার খবর বিস্তারিত পৌঁছে দেবে জানা থাকায় বেশ পুলকিত সে। তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। সংগঠনের প্রধানকে পুলিসি হয়রানির হাত থেকে বাঁচাতেই এই কাজ করে সে। পছন্দ নয় এমন যেকোনও কাজের সংবাদ সরকারের কানে তুলবে সে–পেছন ফিরে তাকালে সেসবের বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় ঠেকে–কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরের অন্তস্তলে আদর্শের জন্যে লড়াই করার মতো বিদ্রোহীরা আছে বলে গর্ব বোধ করে সে, আসলে এতটাই গর্বিত যে গোলাগুলি, অপহরণ, পিটুনি, বোমাবাজি আর কান পেতে শুনেছে এমন যে কাউকে হত্যা করার ব্যাপারগুলো নিয়ে বড়াই করে।

প্রথমে কেউই কথা বলল না। ক্রমে আড়িপাতা যন্ত্র আর বেশ কয়েক জন ইনফর্মার থাকার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল ওরা। কথা বললেও সেটা স্রেফ জানালার দিকে মাথা দুলিয়ে তুষারপাত হওয়ার কথা বলছে, কিংবা মেঝেতে সিগারেটের বাঁট ফেলায় কাউকে বকাঝকা করছে। এতক্ষণ কেউ তাকে খেয়াল করেনি, কিন্তু কুর্দি দাদীমা উঠে তার নাতীর উধাও হওয়ার কাহিনী না বলা পর্যন্ত অটুট রইল নীরবতা (মাঝরাতে ওকে নিয়ে গেছে ওরা)। এমনকি উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঠিক মতো না শুনেও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তুরগাত বে। কুর্দ তরুণের অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে ভীত হওয়ার পাশাপাশি ওদের নির্দোষ দাবী করতে দেখে রাগও হলো তার। বাবার হাত ধরে রেখে ব্লুর চেহারায় ফুটে ওঠা বিরাগ আর বিতৃষ্ণাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস পেল কাদিফে। সরাসরি একটা ফাঁদে পা দিয়েছে বলে মনে হলো ব্লুর, কিন্তু এখন এখান থেকে সরে গেলে লোকে কী বলবে সেই ভয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই রয়ে গেল সে। এবং তারপর (১) ফাযিলের পাশে বসা ইসলামি তরুণ ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ডের সাথে যাদের সম্পর্ক কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হবে, এই বলে তর্ক জুড়ে দিল যে ডিরেক্টরকে সরকারী এজেন্টরাই হত্যা করেছে; (২) বিপ্লবীরা জেলখানায় তাদের সতীর্থদের শুরু করা অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে এক লম্বা বক্তৃতা দিল; এবং (৩) কুর্দিশ সংগঠনের তিন তরুণ আরও দীর্ঘ একটা বিবৃতি পাঠ করল, যেখানে তারা *ফ্রাংকফুর্ত্যের র‍্যান্দে'শ*-এ তা প্রকাশ করে বিশ্ব ইতিহাসে কুর্দিশ সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করা না হলে যৌথ বিবৃতি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুমকি দিল।

নিখোঁজ তরুণদের পক্ষে আবেদন দাখিল করতে এসেছিল দাদীমা, সে যখন জানতে চাইল জার্মান সাংবাদিক কোথায়, কা আসলেই কার্সে আছে, ব্যাখ্যা করতে উঠে দাঁড়াল কাদিফে। আশ্বস্ত করার সুরে বললও কথাটা, তবে তার উপস্থিতি যাতে বিবৃতির নিরপেক্ষতার উপর কোনও রকম সন্দেহের সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যে সভা থেকে দূরে অবস্থান করছে সে। অন্যরা কোনও রাজনৈতিক সভায় কোনও মেয়েকে এমনি আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে দেখে অভ্যস্ত নয় বলে দ্রুত তাদের সমীহ পেয়ে গেল ও। জার্মান পত্রিকায় খবর ছাপানোর জন্যে কাদিফে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে শুনে দাদীমা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল, তারপর ওর হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিল, কেউ একজন ওটায় তার নাতীর নাম লিখে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদিচ্ছা সম্পন্ন বামপন্থী তার প্রথম খসড়াটা এগিয়ে দেওয়ার জন্যে এই মুহূর্তটিকেই বেছে নিল। একটা নোট বইতে সবিস্তারে সব লিখে রেখেছিল সে। পড়ার সময় চেহারা ভাবলেশহীন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

নিমেষে শিরোনাম পছন্দ করে ফেলল প্রায় সবাই, 'কার্সের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ইউরোপবাসীদের উদ্দেশে ঘোষণা।' ঠিক ওই মুহূর্তে নিজের অনুভূতি কেমন ছিল সেটা মনে করে ফাযিল পরে কা-কে বলবে, 'তখনই প্রথমবারের মতো আমার মনে হয়েছিল আমাদের এই ছোট শহরটা কোনও একদিন হয়তো বিশ্ব মঞ্চে একটা ভূমিকা রাখতে পারবে।' (পরে ঠিক এই কথাগুলোই ওর 'মানবতা ও নক্ষত্র' কাবিতায় ব্যবহার করবে কা)

কেবল ব্লুই জোরের সাথে শিরোনামের বিরোধিতা করল। 'আমরা ইউরোপের সাথে কথা বলছি না,' বলল সে। 'আমরা মানবজাতির সাথে কথা বলছি। আমাদের বন্ধু এটা শুনে অবাক হবে না যে কেবল কার্স বা ইস্তাম্বুলে নয় বরং ফ্রাংকফুর্টেও আমরা আমাদের বিবৃতিটি প্রকাশ করতে পারছিলাম না। ইউরোপের লোকজন আমাদের বন্ধু নয়, ওরা আমাদের শত্রু। এবং সেটা আমরা *তাদের শত্রু* বলে নয়, বরং ওরা আমাদের অন্তর থেকে ঘৃণা করে বলে।'

খসড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত বামপন্থী মানবজাতি নয়, বরং কেবল ইউরোপিয় বুর্জোয়ারা ওদের ঘৃণা করে সেটা স্পষ্ট করার জন্যে বাধা দিল। দরিদ্র আর বেকাররা ওদের ভাই, ওদের মনে করিয়ে দিল সে, কিন্তু তাতে তার সতীর্থ সমাজতন্ত্রীরা ছাড়া কেউই সন্তুষ্ট হলো না।

'ইউরোপের কেউই আমাদের মতো এত দরিদ্র নয়,' তিন কুর্দি তরুণের একজন বলল।

'বাছা আমার, কখনও ইউরোপে গেছ?' জানতে চাইল তুরগাত বে।

'এখনও সুযোগ পাইনি, তবে আমার মামা জার্মানিতে শ্রমিকের কাজ করে।'

একথায় খানিক হাসির উদ্রেক হলো। চেয়ার সোজা করে নিল তুরগাত বে। 'আমার কাছে ব্যাপারটা বিরাট কিছু হতো যদিও, তবে আমিও কোনওদিন ইউরোপে যাইনি,' বলল সে। 'এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয়। এই ঘরের যারা ইউরোপে গেছে দয়া করে তারা হাত তোলো।'

জার্মানিতে অনেক বছর কাটানো ব্লু বাদে আর কেউই হাত তুলল না।

'কিন্তু আমরা সবাই ইউরোপের মানে কী জেনে গেছি,' খেই ধরল তুরগাত বে। 'ইউরোপ আমাদের ভবিষ্যৎ, মানবজাতির ভবিষ্যৎ। তো এই ভদ্রলোক যদি'—এই পর্যায়ে ব্লুর দিকে ইঙ্গিত করল সে—'মনে করে আমাদের উচিত *ইউরোপের* বদলে *মানবতাকে* উদ্দেশ করা উচিত, তাহলে সে মোতাবেকই বিবৃতিটাকে বদলে নেওয়া দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইউরোপ *আমার* ভবিষ্যৎ না,' হেসে বলল ব্লু। 'যতদিন বেঁচে আছি, কোনও দিনই ওদের অনুকরণ করতে যাব না বা ওদের কেউ নই বলে নিজেকে ঘৃণাও করব না।'

'কেবল ইসলামিস্টরাই এই দেশ নিয়ে গর্ব করে না, রিপাবলিকানদেরও একই অনুভূতি,' বলল তুরগাত বে। 'আমরা *ইউরোপের* বদলে *মানবজাতি* বললে কেমন হয়?'

"কার্সের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মানবজাতির উদ্দেশে বিবৃতি",' বিবৃতির দায়িত্বে থাকা লোকটা বলল। 'বেশ বেপরোয়া হতে পারে এটা।'

এরপর আলোচনায় মিলিত হয়ে *মানবতার* জায়গায় *পাশ্চাত্য* ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করল ওরা। ব্লুর পাশে বসা ব্রনঅলা এক লোক এতে আপত্তি তুলল। তীক্ষ্ণকণ্ঠের অধিকারী কুর্দি তরুণ এরপর আরও কোমল *একটি ঘোষণা* নাম রাখার প্রস্তাব করলে সবার অনুমোদন পেল।

সকল প্রত্যাশার বিপরীতে বিবৃতিটা আসলে ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সূচনা বাক্যগুলোর ব্যাপারে কেউ কোনও কথা না বললেও–আসন্ন নির্বাচনে ইসলামিস্ট ও কুর্দিশ প্রার্থীরা জয় লাভ করতে যাচ্ছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার মুহূর্তেই একটি অভ্যুত্থানের 'আয়োজন' করা হয়েছে–এখানকার লোকজনের ঝোঁকের বশে মত পাল্টে ফেলা মাত্র কয়েকদিন আগেই তারা যেসব জিনিসের বিরোধিতা করে সেগুলোরই পক্ষে দাঁড়ানো দলকে ভোট দেওয়া ইত্যাদি বিবেচনা করে অমুক বা তমুক রাজনীতিবিদ জয়লাভ করবে বলে কোনও রকম নিশ্চয়তা না দেওয়াই ভালো বলে আপত্তি ওঠাল তুরগাত বে।

জবাবে খসড়া নির্মাণের দায়িত্বে নিয়োজিত বামপন্থী জঙ্গী বলল, 'এটা সবাই জানে বিশেষ কিছু লোকের জয়লাভ *ঠেকাতেই* নির্বাচনের আগেভাগে এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করা হয়েছে।'

'তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা একটা থিয়েটার গ্রুপের মোকাবিলা করছি,' বলল তুরগাত বে। 'রাস্তাঘাট বন্ধ থাকার কারণেই ওরা সফল হতে পেরেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

'অভ্যুত্থানের বিরোধী না হলে এখানে কেন এসেছেন?' জানতে চাইল ব্লুর পাশে বসা বীটের মতো লালচে চেহারার এক ছেলে।

তুরগাত বে অসম্মানজনক কথাটা আদৌ শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। যাই হোক, ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল কাদিফে। (কথা বলার সময় এই রুমের একমাত্র ও-ই উঠে দাঁড়াচ্ছে, যদিও কামরার কেউই, নিশ্চিতভাবে ও নিজে তো নয়ই, ব্যাপারটা কতখানি অস্বাভাবিক বুঝতে পারেনি)। ক্রোধে জ্বলছে ওর চোখজোড়া। ও বলল ওর বাবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে বহু বছর জেলে কাটানোর পর পরিষ্কারভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত সব ধরনের নিপীড়নের বিরোধিতা করে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট করে জ্যাকেট খুলে, 'আমি এখানে এসেছি ইউরোপিয়দের কাছে একথা প্রমাণ করতে যে তুরস্কেও কাণ্ডজ্ঞান আর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোক আছে,' বলে আবার বসে পড়ল তুরগাত বে।

'কোনও বড় জার্মান পত্রিকা আমাকে দুই লাইন জায়গা দিলে প্রথমেই এটা প্রমাণ করতে যাব না আমি,' অসন্তোষের স্যাথে বলল লালমুখো তরুণ, সতর্ক করার ভঙ্গিতে ব্লু তার বাহুর উপর হাত না রাখলে আরও কিছু বলত হয়তো।

এখানে এসেছে বলে অনুশোচনা করার জন্যে তুরগাত বে-র পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিল। আর কোথাও যাওয়ার পথে এখানে স্রেফ চেহারা দেখাতে এসেছে ভেবে নিজের হতাশা গোপন করল সে। এই কামরার ব্যাপারস্যাপার থেকে বহু দূরের কোনও বিষয়ে মাথা ঘামানোর ভাব করে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কয়েক কদম। কিন্তু তারপর কারাবাগ অ্যাভিনিউতে তুষার জমে ওঠা লক্ষ করে জানালার কাছে চলে এল। ওর হাত ধরল কাদিফে, যেন বোঝাতে চায় ওর সাহায্য ছাড়া বাবার পক্ষে আর বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব হবে না। অনেকক্ষণ সমস্যা ভুলে যাওয়ার প্রয়াসে রত বাচ্চাদের মাতা দাঁড়িয়ে রইল বাবা-মেয়ে, একটা এক্কা গাড়ি নিচের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন।

কুর্দি সংগঠনের তিন তরুণের একজন–তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী–কৌতূহলের কাছে নতি স্বীকার করে জানালায় এসে ওদের সাথে যোগ দিল। বাকিরা সমীহ আর আতঙ্কের মিশেলের সাথে ওদের লক্ষ করতে লাগল। ভাবছে কোনও হামলা হতে যাচ্ছে কিনা, কামরার সবাই টানটান উত্তেজনা বোধ করছে। বিভিন্ন উপদল এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল যে বলতে গেলে আর কোনও সময় নষ্ট না করেই বিবৃতির বাকি অংশ সম্পর্কে একমত হয়ে গেল।

বিবৃতিতে বলা হলো যে এই অভ্যুত্থান মুষ্টিমেয় কিছু অ্যাডভেঞ্চারিস্টের কাজ। পশ্চিমাদের মনে সেনাবহিনী গোটা তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিয়েছে এমন কোনও ধারণা যাতে জন্মাতে না পারে সেজন্যে ব্যাপক অর্থের সংজ্ঞা অস্বীকার করার পরামর্শ দিল ব্লু। উপসংহারে একে 'আংকারার সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় অভ্যুত্থান' আখ্যায়িত করার ব্যাপারে একমত হলো। একে একে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা কুর্দ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। 'জনগণের উপর পাইকারী আক্রমণে'র জায়গায় 'জনগণ, চেতনা ও জনগণের উপর আক্রমণ' লেখা হলো। এবং শেষ লাইনটি অবশেষে কেবল ইউরোপের জনগণ নয় বরং তুর্কি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের জনগণকে ঐকবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বদলে নেওয়া হলো। লাইনটা পড়ার সময় মুহূর্তের জন্যে ব্লুর চোখের দিকে তাকাল তুরগাত বে, সেখানে সন্তোষের দৃষ্টি দেখতে পেল সে। আবারও এখানে এসেছে বলে খারাপ লাগল বুড়ো মানুষটার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবার আর কোনও আপত্তি না থাকলে সই করে ফেলা যাক,' বলল ব্লু। 'কারণ যেকোনও মুহূর্তে রেইড হতে পারে।'

এতক্ষণে বিবৃতিটা কাটছাঁট করা কতগুলো শব্দ, তীর চিহ্ন ও সম্পাদিত সংশোধনের জংগলে পরিণত হয়েছে; কিন্তু তাই বলে ওতে সই দিয়ে কেটে পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্যে ঠেলাঠেলি করে কামরার মাঝখানে ছুটে আসতে বাধা থাকল না। কয়েকজন এরই মধ্যে দরজার দিকে হাঁটা ধরেছিল, এমন সময় কাদিফে চিৎকার বলে উঠল, 'দাঁড়াও! বাবার একটা কথা আছে!'

এতে কেবল আতংকই বেড়ে গেল আরও। লাল-মুখো ছেলেটাকে দরজা পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দিল ব্লু। 'কেউ যেন বেরুতে না পারে,' বলল সে। 'তুরগাত বে-র আপত্তির কথা শোনা যাক।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল তুরগাত বে। 'তবে এতে সই দেওয়ার আগে ওই ছেলেটার কাছ থেকে একটা কিছু চাইবার আছে আমার।' দরজা পাহারা রত লাল-মুখো ছেলেটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কেবল তার কাছে নয়–এই ঘরের সবার কাছে। একটা প্রশ্ন করব আমি, প্রথমে তার মুখেই উত্তরটা চাইব, তারপর অন্যদের কাছে। তবে জবাব না পেলে কিন্তু এই বিবৃতিতে সই করব না।' কথার প্রভাব বুঝতে ব্লুর দিকে ফিরল সে।

'ঠিকাছে, দয়া করে আপনার প্রশ্ন করুন,' বলল ব্লু। 'জবাব দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে খুশি মনেই দেব।'

'একটু আগেই আমার উদ্দেশে হাসছিলে তুমি, তো এখন বলো: কোনও বড় জার্মান পত্রিকা তোমাকে দুলাইন জায়গা ছেড়ে দিলে পশ্চিমের উদ্দেশে তুমি কী বলবে? আমি চাই ওই ছেলেটা আগে জবাব দিক।'

লাল-মুখো ছেলেটা বেশ শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর, সব ব্যাপারেই তার নিজস্ব মতামত রয়েছে, কিন্তু প্রশ্নটা তাকে বেকায়দায় ফেলে দিল। আগের চেয়ে আরও শক্ত করে দরজার হ্যান্ডল আঁকড়ে ধরে সাহায্যের আশায় ব্লুর দিকে তাকাল সে।

'তুমি কী বলতে পারো বলে ফেল, তারপর আমরা বিদায় হই,' বলল ব্লু। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। 'নইলে পুলিস এসে হাজির হবে।'

লাল-মুখো তরুণ হাওয়ায় হাতড়ে বেড়াতে লাগল, যেন কোনও পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে খাবি খাচ্ছে। গতকালও কীভাবে উত্তর দিতে হবে জানা ছিল তার।

কিছুই শুনতে না পেয়ে ব্লু বলল, 'বেশ, তাহলে আমাকেই আগে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। অপনার ইউরোপিয় মনিবদের আমার চেয়ে কম পরোয়া করে না কেউ। আমি কেবল ওদের ছায়া থেকে বের হয়ে আসতে চাই। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আমরা সবাই কোনও না কোনও ছায়ার নিচেই বাস করি।'

'ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে না, ওর কথা ওকেই বলতে দাও,' বলল তুরগাত বে। 'তুমি সবার শেষে যেতে পারবে।' তরুণের দিকে তাকিয়ে হাসল সে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

এখনও আইঁঢাই করছে সে। 'সিদ্ধান্তটা কঠিন। জটিল ব্যাপার। এটা দরজা দিয়ে বেরুনোর পথে ফয়সালা করার মতো কোনও টানাপোড়েন নয়।'

'উসিলা খুঁজছে!' কামরার পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল কেউ একজন। 'বিবৃতিতে সই দিতে চাইছে না!' সবাই যার যার নিজস্ব ভাবনায় ডুবে গেল। কয়েক জন এগিয়ে গেল জানালার দিকে। রাস্তার বেশ খানিকটা ভাটিতে ঘোড়ার গাড়িগুলোকে এপাশ ওপাশ দোল খেতে দেখা যাচ্ছে। সেই রাতের আরও পরে কামরায় নেমে আসা 'মোহময় নীরবতা'-র বর্ণনা দিতে গিয়ে কা-কে ফাযিল বলবে, 'আমরা সবাই যেন আপন ভাই হয়ে গিয়েছিলাম, আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম।'

ওদের মাথার বেশ উপরের রাতের আকাশে উড়ে যাওয়া একটা প্লেন নীরবতা ভাঙল। আওয়াজটা শুনল সবাই। 'আজকের দ্বিতীয় প্লেন,' ফিসফিস করে বলল ব্লু।

'আমি গেলাম!' বলে উঠল কেউ একজন। ফিকে জ্যাকেট পরা তিরিশের কোঠার বয়সী এক ফ্যাকাশে চেহারার বক্তা এতক্ষণ কারও নজরে পড়েনি। কামরার তিনজন শ্রমিকের একজন সে। সোস্যাল ইন্স্যুরেন্স হসপিটালের বাবুর্চি। গুম হয়ে যাওয়াদের পরিবারের সাথে এসেছিল সে। বারবার ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। পরের সংবাদ অনুযায়ী তার রাজনৈতিক কর্মী বড় ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পুলিস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু আর ফেরেনি। শোনা গেছে ম্লান চেহারার বাবুর্চি একটা ডেথ সার্টিফিকেট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছে যাতে নিখোঁজ ভাইয়ের সুন্দরী বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। ভাই অন্তর্হিত হওয়ার এক বছর পরে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সে, কিন্তু পুলিস, সিক্রেট সার্ভিস, পাবলিক প্রসিকিউটেরের অফিস আর আর্মি গ্যারিসনের সবাই ওকে সাতপাঁচ বুঝিয়ে দিয়েছে। দুই মাস আগে অন্তর্হিতদের পরিবারের সাথে যোগ দিয়েছে সে, তবে সেটা কোনও রকম বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং স্রেফ ওরাই তার মনের কথা শুনতে চেয়েছে বলে।

'আড়ালে আমাকে কাপুরুষ বলবে তোমরা, কিন্তু কাপুরুষ আসলে তোমরা। তোমাদের ইউরোপিয়া আরও বড় কাপুরুষ। তোমরা অনায়াসে আমার নাম ধরে উল্লেখ করতে পারো কথাটা।'

এবার একজন জানতে চাইল, "হান্স হানসেন" লোকটা কে। শঙ্কিত হয়ে উঠল কাদিফে, কিন্তু ওকে দারুণ বিস্মিত করে ভদ্রভাবে ব্লু ব্যাখ্যা করল যে, সদিচ্ছাসম্পন্ন এক জার্মান সাংবাদিক সে, তুরস্কের সমস্যার ব্যাপারে তার দারুণ আগ্রহ।

'বন্ধুরা আমার, শঙ্কিত স্কুল ছাত্রদের মতো আমাদের পিছু হটলে চলবে না, যাতে আর কেউ আমাদের পক্ষে কথা বলতে পারে,' বলল অন্য একজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি লাইসিতে পড়েছি,' কুর্দি সংগঠনের পক্ষ থেকে আসা ছেলেগুলোর একজন বলে উঠল। 'এখানে আসার আগেই জানতাম কী বলতে হবে।'

এর চেয়ে ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর আর হয় না, অথচ আবেগে চকচক করছে তার চেহারা। 'আমি সব সময়ই আমার চিন্তাভাবনা সারা দুনিয়ার সাথে ভাগাভাগি করার একটা সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি—এই কামরার বাকি সবাইও তাই। আমি যা বলব সেটা খুবই সাধারণ। ফ্রাংকফুর্টের ওই কাগজে আমি কেবল এটাই ছাপতে চাইব: আমরা নির্বোধ নই, স্রেফ গরীব। আর এই পার্থক্যের উপর জোর দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে।'

'এত বিনয়ী ভাষায়!'

'*আমরা* দিয়ে কী বোঝাতে চাও, বাছা আমার?' পেছন থেকে জানতে চাইল একজন। 'তুমি তুর্কিদের কথা বোঝাচ্ছ? কুর্দ? নাকি সার্কাসিয়ান? কার্সের লোকজন? ঠিক কার কথা বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'মানবজাতির সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে,' বলে চলল তরুণ কুর্দ। 'হাজার বছরের সবচেয়ে বড় প্রতারণা হচেছ দারিদ্র্যকে নির্বুদ্ধিতার সাথে গুলিয়ে ফেলা।'

'নির্বুদ্ধিতা দিয়ে আসলে ঠিক কি বোঝাতে চাইছে ও? কথাটা ব্যাখ্যা করা উচিত তার।'

'গোটা ইতিহাস জুড়ে ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য বিবেকবান মানুষ এই গ্লানিকর বিভ্রান্তি সম্পর্কে সব সময়ই সতর্ক করেছেন। তারা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দরিদ্রদের আর সবার মতোই হৃদয়, মন, মানবতাবোধ আর প্রজ্ঞা আছে। হান্স হানসেন যখন কোনও দরিদ্র লোককে দেখে তাদের প্রতি করুণা বোধ করে সে। কিন্তু তাই বলে সে নিশ্চয়ই ধরে নেয় না যে লোকটা হেলায় সুযোগ হারানো নির্বোধ বা সব ইচ্ছা লোপ পাওয়া মাতাল।'

'হান্স হানসেনের কথা বলতে পারব না, তবে গরীব কাউকে দেখে সবাই কিন্তু সেটাই ভাবে।'

'দয়া করে আমার কথাটা শোনো,' বলল আবেগপ্রবণ কুর্দিশ তরুণ। 'বেশি কথা বলব না। দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারও জন্যে দুঃখ পেতে পারে কেউ। কিন্তু যখন একটা গোটা জাতি গরীবে পরিণত হয়, বাকি দুনিয়া ধরে নেয় যে নিশ্চয়ই এখানকার সবকটা লোকই মগজহীন, অলস, নোংরা, আনাড়ী নির্বোধ; করুণার বদলে এই লোকগুলো হাসির উদ্রেক করে। সবকিছুই চুটকি হয়ে দাঁড়ায়: তাদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচরণ। এক সময় বাকি দুনিয়া হয়তো, তাদের কেউ কেউ, এভাবে ভাবার জন্যে লজ্জা বোধ করতে শুরু করে, তারপর ঘাড় ফেরাতেই যখন দেখে ঠিক সেই দেশের লোকজন তাদের ঘরের মেঝে মুছছে এবং দুনিয়ার সবচেয়ে কম মজুরিতে কাজ করছে তখন স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রমিকের দল কোনও দিন তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলে কী ঘটতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা। তো, তখন সব কিছু ঠিক-ঠাক রাখতে অভিবাসীদের সংস্কৃতির ব্যাপারে কৌতূহল দেখাতে শুরু করে আর এমনকি এমন ভাব করতে থাকে যেন তাদের নিজেদের সমান ভাবছে।'

'এখন বোধ হয় কোন জাতির কথা বোঝাচ্ছে সেটা বলার সময় হয়েছে তার।'

'আমাকে এটা বলতে দিন,' বলে উঠল আরেক কুর্দ তরুণ। যারা খুনখারাবি করে, নির্যাতন চালায় তাদের নিয়ে 'মানবজাতি' হাসতে পারে না। গত গ্রীষ্মে জার্মানি থেকে আমার মামা কার্সে বেড়াতে এলে তার কাছে এটাই শিখেছিলাম। পৃথিবী নিপীড়নকারী দেশগুলোকে নিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ছে।'

'তুমি পশ্চিমের পক্ষে হুমকি দিচ্ছ বলে ধরে নেব আমরা?'

'যা বলছিলাম,' বলল প্রথম কুর্দ তরুণ, 'যখন কোনও পশ্চিমা গরীব দেশের কারও সাথে পরিচিত হয়, গভীর অসন্তোষ বোধ করে সে, ধরে নেয় ওই গরীব লোকটার মাথা নির্ঘাত নির্বুদ্ধিতায় ভরা যার কারণে তার দেশ অমন দারিদ্র্য আর হতাশায় ডুবে গেছে।'

'সেটা ভাবলে খুব একটা ভুল হবে বলা যায় না, নাকি?'

'নিজেকে সেই অহঙ্কারী কবির মতো মনে করে আমাদের সবাইকে নির্বোধ ভেবে থাকলে উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করে কথা বলো। ওই খোদাহীন নাস্তিক ব্যাটা আমাদের ঠিক দোযখে নিয়ে যাবে। তবে অন্তত কিছুটা হলেও সাহস দেখিয়েছে সে। টিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠানে গিয়ে গোটা দেশের চোখে চোখে তাকিয়ে মুখের উপর আমাদের নির্বোধ বলেছে।'

'মাফ করবে, কিন্তু টিভির লোকেরা দর্শকদের দেখতে পারে না।'

'ভদ্রলোক "দেখেছে" বলেনি, বলেছে "তাকিয়েছে"।'

'বন্ধুরা! দয়া করে একে তর্ক সভায় পরিণত করো না,' আবেদন জানাল বিবরণ লেখায় নিয়োজিত বামপন্থী। 'আর দয়া করে আরেকটু ধীরে ধীরে কথা বলার চেষ্টা করো।'

'কোন জাতির কথা বোঝাচ্ছে খুলে না বললে আমি থামব না। এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার: কোনও জার্মান পত্রিকাকে আমাদের জাতিকে নিয়ে বাজে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়াটা হবে বেঈমানি।'

'আমি বেঈমান নই, আমি তোমার সাথে একমত,' বলল আবেগ প্রবণ কুর্দ তরুণ। 'সেজন্যেই এই জার্মান পত্রিকাকে আমি বলতে চাই, কোনও দিন জার্মানিতে যাবার সুযোগ যদি পাইও, ওরা আমাকে ভিসা দিলেও, আমি যাব না।'

'ওরা কোনওদিনই তোমার মতো কোনও নাজুক, বেকারকে ইউরোপিয় ভিসা দেবে না।'

'ভিসার কথা ভুলে যাও, আমাদের দেশই তো ওকে পাসপোর্ট দেবে না।'

'ঠিখ বলেছ, দেবে না,' বলল আবেগ প্রবণ অথচ বিনীত তরুণ। 'কিন্তু ধরে নিলাম দিল, তারপর পশ্চিমে প্রথমেই এমন কারও সাথে দেখা হয়ে গেল আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে মোটেই ঘৃণা করে না। তারপরেও তাকে অবিশ্বাস করব আমি, স্রেফ সে পশ্চিমা বলেই; তারপরেও ধরে নেব আমাকে খাট করে দেখছে সে। কারণ জার্মানিতে স্রেফ চেহারা দেখেই তুর্কিদের চিনে ফেলে ওরা। প্রথম সুযোগেই তুমি ওদের মতো করেই ভাবছ প্রমাণ না করে বেইজ্জতি থেকে বাঁচাও কোনও উপায় নেই। কিন্তু তা অসম্ভব, চেষ্টা করতে গেলে তাতে অহঙ্কারে ঘা লাগতে পারে।'

'তুমি শুরু করেছিলে বিশ্রীভাবে, বাছা আমার, তবে ঠিক জায়গাতেই শেষ করেছ,' বলল এক আয়েরি সাংবাদিক। 'কিন্তু তারপরেও জার্মান পত্রিকাকে এসব বলা ঠিক হবে না, কারণ তাতে হাসির খোরাকে পরিণত হব আমরা।' মুহূর্তের জন্যে থামল সে, তারপর চাতুর্যের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'তা কোন জাতির কথা বলছিল তুমি?'

আর কোনও কথা না বলেই কুর্দ সংগঠনের তরুণ বসে পড়লে বুড়ো সাংবাদিকের ছেলে চিৎকার করে উঠল, 'ভয় পেয়েছে!'

'ভয় পাওয়ার অধিকার ওর আছে। তোমার মতো সরকারের বেতন খাটা লোক নয় সে।'

সাংবাদিক বা তার ছেলে এ কথায় কিছু মনে করল না। একসাথে সবাই কথা বলতে শুরু করেছে, তবে হতাশা থেকে নয়। হাসি তামাশা, খুনসুটি, ইত্যাদি পুরো পরিবেশকে উৎসবময় ও সজীব করে তুলল। পরে ফাযিলের বর্ণনা শুনে কা ওর নোট বইতে লিখবে, এই ধরনের রাজনৈতিক সভা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে পারে; এবং গুবরে পোকার মতো ভুরু গোঁফওয়ালা ধূমপায়ী যে লোকগুলো ওদের আপ্যায়ন করছিল, এমনকি ওরা চমৎকার সময় কাটাচ্ছে তা না বুঝেই নিখুঁতভাবে ভীড়ের মজা লুটেছে।

'আমরা কোনওদিনই ইউরোপিয় হবো না!' বলে উঠল এক গর্বিত ইসলামিস্ট। 'ওরা আমাদের উপর ট্যাংক চালিয়ে দিতে পারে, বুলেটে আমাদের ঝাঁঝরা করতে পারে, কিন্তু আমাদের আত্মা বদলাতে পারবে না।'

'আমার শরীর দখল করে নিতে পারলেও কোনওদিনই আমার আত্মার দখল পাবে না!' বলল কুর্দ তরুণদের একজন। তুর্কি মেলোড্রামার কায়দায় কথাটা বলে নিজের অসন্তোষ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল সে।

সবাই হেসে উঠল। কিছু মনে করেনি প্রমাণ করার জন্যে যে ছেলেটি কথা বলছিল সেও হাসতে শুরু করল।

'এবার একটা কথা বলতে যাচ্ছি আমি,' বলল বুর পাশের ছেলেদের একজন। 'আমাদের এই বন্ধু নিজেদের আর পশ্চিমের অন্ধ হনুকরণকারীদের সাথে যতই পার্থক্য টানার চেষ্টা করুক না কেন, তারপরেও ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ সুর ধরতে পারছি। যেন সে বলছে, "পশ্চিমা হতে না পারায় আমি দুঃখিত"।' বিবরণ লেখায় ব্যস্ত চামড়ার জ্যাকেট পরা লোকটার দিকে ফিরল সে। 'স্যার, দয়া করে ভূমিকাটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদ দিন!' ভদ্র ঠগের মতো করে কথা বলছে সে। 'আমি বলছি কী লিখতে হবে। আমি আমার ইউরোপিয় নয় এমন অংশের জন্যে গর্বিত। ইউরোপিয়রা আমার ভেতর যা যা ছেলেমানুষি, নিষ্ঠুরতা ও আদিমতা হিসাবে দেখে আমি তার জন্যে গর্বিত। ইউরোপিয়রা সুদর্শন হলে আমি কুৎসিত হতে চাই। ওরা বুদ্ধিমান হলে আমি বরং নির্বোধ হতে চাইব। ওরা আধুনিক হলে, আমাকে শুদ্ধ থাকতে দাও।'

ঘরের কেউই এমন একটা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবে না। হাসির পরবর্তী ধারা সমাবেশের নতুন চেতনা ধরে রাখল। এখন যা বলা হচ্ছে সেটাই হাসির পথ খুলে দিচ্ছে। তারপর একজন বাড়াবাড়ি করে ফেলল–'কিন্তু তুমি তো ইউরোপিয় হয়েই আছ!' ঠিক সেই মুহূর্তে সবচেয়ে বয়স্ক বামপন্থী ও তার কালো জ্যাকেট পরা বন্ধু লাগাতার কাশতে শুরু করল। সৌভাগ্যক্রমে অপমানসূচক কথাগুলো কে উচ্চারণ করেছে নিশ্চিত করে বলতে পারল না কেউ।

দরজায় পাহারারত লাল-মুখো ছেলেটি একটা কবিতা আবৃত্তি করল। 'ইউরোপ, হে ইউরোপ,/একটু থেমে চেয়ে দেখ,/স্বপ্নে যখন একসাথে থাকি/শয়তানকে পথ করে দিয়ো না।' কাশি, টিটকারি আর চাপাহাসির কারণে বাকিটুকু শুনতে বেশ বেগ পেতে হলো ফাযিলের, তবে আপত্তিগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করতে পেরেছে সে, ওর ইউরোপের উদ্দেশে দুই লাইনের বিভিন্ন বিবৃতি টুকে রাখা কাগজেই তোলা হয়েছে এই বিচ্ছিন্ন মন্তব্যগুলো যা কিছু পরেই কা-র কবিতা 'মানবতা ও নক্ষত্র' কবিতায় স্থান পেয়েছে।

১. 'ওদের ভয় পেয়ো না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই' বামপন্থী জঙ্গী প্রহরীদের একজন মধ্য বয়সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
২. বুড়ো নাস্তিক সাংবাদিক 'কোন জাতির কথা বোঝাচ্ছ?' জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারছে না। 'আমাদের তুর্কিত্ব উৎসর্গ করো না বা ধর্ম ত্যাগ করো না।'
৩. ভীড়ের ভেতর এক পরাজয়বাদী ক্রুসেড, হলোকাস্ট, আমেরিকানদের রেড ইন্ডিয়ান নিধন, ফরাসীদের হাতে আলজেরিয় মুসলিম নিশ্চিহ্নকরণ, ইত্যাদি নিয়ে এক লম্বা বক্তৃতায় চতুর কণ্ঠে জানতে চাইল, 'এককালে কার্সসহ সারা আনাতোলিয়ার বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ আর্মেনিয়দের কী হয়েছে?' কিন্তু লোকটার প্রতি মায়া বোধ করে ইনফরমার-সেক্রেটারি লোকটা তার নাম লিখল না।
৪. 'মাথা ঠিক থাকলে কেউই এত দীর্ঘ আর নির্বোধ কবিতা অনুবাদ করতে যাবে না। হান্স হানসেন কোনওদিনই তার কাগজে এটা ছাপবে না।' কামরার তিন কবির কথা ছিল এটা। আন্তর্জাতিক বলয়ে তুর্কি কবিদের দুর্ভাগ্যজনক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে বিলাপ করার এটাই ছিল তাদের শেষ সুযোগ।

সবাই নির্বোধ ও আদিম বলে প্রত্যাখ্যান করা কবিতার আবৃত্তি শেষে লাল-মুখো তরুণ ঘেমে নেয়ে উঠল। বিচ্ছিন্ন, বলা চলে, অসন্তোষের তালি শোনা গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর। বেশির ভাগই যেন একমত হলো যে আরও বিদ্রূপের জন্ম দিতে পারে বলে এই কবিতাটাকে কিছুতেই জার্মানির পত্রিকায় ছাপাতে দেওয়া ঠিক হবে না। এই ক্ষেত্রে যে কুর্দিশ ছেলেটির মামা জার্মানিতে থাকে, সেই সবচেয়ে স্পষ্টবাদী ছিল।

'ওরা পশ্চিমে যখন কবিতা লিখে বা গান গায়, গোটা মানবজাতির কথা বলে। ওরা মানুষ-কিন্তু, আমরা স্রেফ মুসলিম। আমরা যখন কিছু লিখি, একে বলা হয় স্রেফ জাতিগত কবিতা।'

'আমার বার্তাটা হচ্ছে: লিখে রাখ,' কালো জ্যাকেট পরা লোকটা বলল। 'ইউরোপিয়রা যদি ঠিক থাকে আর আর ওদের মতো হওয়াটাই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ, আমাদের একমাত্র আশা হলে কোন জিনিসটা আমাদের তৈরি করেছে তা নিয়ে কথা বলা স্রেফ সময়ের অপচয়।'

'ওহ, এতক্ষণ যত কথা বলা হয়েছে তার ভেতর এই কথাটাই ইউরোপিয়দের কাছে আমরা যে নির্বোধ সেটা সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রমাণ করবে।'

'দয়া করে শেষবারের মতো বলো কোন জাতিকে নির্বোধ মনে হবে।'

'আর আমরা এমন ভান করছি যে, পশ্চিমাদের থেকে ঢের বেশি চৌকষ আর উপযুক্ত আমরা, কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমি তোমাদের এটা বলতে চাই, আজ জার্মানি আমাদের এই কার্সে একটা কনস্যুলেট খুলে মাগনা ভিসা দিতে শুরু করলে এক সপ্তাহের ভেতর ফাকা হয়ে যাবে এই শহর।'

'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। অন্তত আমাদের ওই বন্ধুটি তো বলেই দিয়েছে তাকে সাধলেও ওই দেশে যাবে না ও। আমিও যাব না। আমি মান ইজ্জত নিয়ে এখানেই থাকব।'

'আরও অনেকেই থাকবে, জনাব, এখানে কোনও ভুল নেই। যারা যাবে না, দয়া করে হাত তোলো যাতে আমরা তোমাদের দেখতে পাই।'

মাত্র অল্প কয়েকজন গম্ভীরভাবে হাত ওঠাল। বেশ কয়েক জন তরুণ সেগুলো দেখল বটে কিন্তু তারা সিদ্ধান্তহীন রয়ে গেল। 'কিন্তু যারা চলে যাবে তাদের কেন মান ইজ্জতহীন হিসাবে দেখা হচ্ছে?' জানতে চাইল কালো জ্যাকেট পরা লোকটা।

'যারা আগে থেকেই বোঝেনি তাদের বোঝানো মুশকিল,' বলল এক রহস্যজনক লোক।

ফাযিল লক্ষ করল, কাদিফে দূরে সরে গেছে, বিষণ্ন চোহারায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে গেল তার। হে খোদা, ভাবল সে, আমার শুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করো, আমরা মনকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করো। তার মনে হলো কাদিফে হয়তো এসব কথা পছন্দ করতে পারে। এটাকেই জার্মান পত্রিকার জন্যে নিজের বক্তব্য করার কথা ভাবল ও, কিন্তু এত লোক যেখানে একসাথে কথা বলছে সেখানে ওর কথা কারও কানে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন মহা শোরগোলের ভেতর একমাত্র কুর্দিশ তরুণের তীক্ষ কণ্ঠ সবাইকে ছাপিয়ে গেল। জার্মান পত্রিকাকে তার একটা স্বপ্নের কথা জানানোর প্রস্তাব দিল সে। ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠে বিরতি দিয়ে এই স্বপ্নে সে ন্যাশনাল থিয়েটারে একাকী বসে একটা ফিল্ম দেখার কথা বলে চলল। পশ্চিমা ছবি ছিল সেটা। ছবির প্রত্যেকটা চরিত্র বিদেশী ভাষায় কথা বলছিল, কিন্তু তাতে কোনও সমস্যা হচ্ছিল না ওর। কীভাবে যেন তাদের প্রতিটি কথাই বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু তারপর চোখের পলকে খোদ ফিল্মে ঢুকে পড়ে সে। দেখা গেল তার আসনটা ন্যাশনাল থিয়েটারে নয়, এক ক্রিশ্চান পরিবারের সিটিং রুমে ছিল সেটা। ওখানে ওর চোখের সামনে খাবার ভর্তি একটা টেবিল ছিল। পেট ভরে খেতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু উল্টাপাল্টা কিছু করে বসার ভয়ে নিজেকে বিরত রাখছিল। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করতে শুরু করেছিল তার, ওর সামনে তখন ছিল এক অসাধারণ সোনালি চুল সুন্দরী। মেয়েটাকে দেখামাত্রই তার মনে হয়েছে সাথেই বহু বছর ধরে প্রেম করে আসছে ও। মেয়েটা ওর কল্পনার চাইতেও উষ্ণ, ভদ্র ছিল। ওর আচরণ আর পোশাকের প্রশংসা করল মেয়েটা, ওর গালে চুমু খেল, চুলে হাত বুলিয়ে দিল। যারপরনাই ভালো লাগছিল ওর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে কোলে তুলে নিয়েছিল সে, টেবিলের খাবারের দিকে ইঙ্গিত করেছে। কেবল তখনই সে বুঝতে পারে এখনও ছোট শিশুটি রয়ে গেছে সে, বলল কুর্দিশ তরুণ। তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। ছোট শিশুটি ছিল বলেই মেয়েটি ওকে এতটা আকর্ষণীয় ভেবেছে।

বুড়ো সাংবাদিক নীরবতা ভাঙল। 'এমন স্বপ্ন দেখা কারও পক্ষে সম্ভব না,' বলল সে। 'স্রেফ জার্মানদের কাছে আমাদের হাস্যকর করে তোলার জন্যেই এটা বানিয়েছে কুর্দিশ ছেলেটা।'

স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে কুর্দিশ সংগঠনের তরুণ তার আগের বর্ণনা থেকে বাদ দিয়ে যাওয়া আরও খুঁটিনাটি বিষয় বয়ান করল। সেই স্বপ্ন দেখার পর যতবারই জেগে উঠেছে, সেই একই সোনালি চুলের মেয়ের কথা মনে করতে পেরেছে সে। পাঁচ বছর আগে প্রথম দেখেছিল স্বপ্নটা, একটা বাস থেকে বের হয়ে আসছিল মেয়েটি; আর্মেনিয় চার্চ দেখতে আসা পর্যটকদের একটা দলে ছিল সে। স্ট্র লাগানো নীল পোশাক ছিল তার পরনে, স্বপ্নেও ঠিক ওই পোশাকই ছিল তার পরনে।

এবার আরও বেড়ে উঠল হাসির লহর। 'আমরা সবাই এমন ইউরোপিয় মেয়ে দেখেছি,' বলল কেউ একজন। 'সবাইই শয়তানের প্রলোভনের শিকার হয়েছি।' কিছু অশ্লীল গল্প, আদি রসাত্মক কৌতুক আর পাশ্চিমা নারীদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো এতে। এতক্ষণ পর্যন্ত পটভূমিতে অবস্থানকারী এক লম্বা, হ্যাংলা অথচ সুদর্শন ধরনের তরুণ এবার এক ট্রেইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশনে এক পশ্চিমা ও এক মুসলিমের পরিচিত হওয়ার একটা গল্প বলতে শুরু করল। দুঃখজনকভাবে ট্রেইনটা আর আসেনি। এই প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় তারা দেখতে পেল এক ফরাসি নারী সেই একই ট্রেইনের অপেক্ষা করছে...

বয়'জ স্কুলে পড়াশোনা করেছে বা সেনাবহিনীতে কাজ করেছে এমন যে কেউ এই গল্পে যৌনক্ষমতা ও জাতীয় সংস্কৃতির ভেতর তুলনা টানার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এখানে কোনও কর্কশ শব্দ নেই, অভিযোগের আড়ালে কোনও বাজে কথা লুকিয়ে নেই। কিন্তু অচিরেই সারা ঘরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যেটা পরে ফাযিলকে, 'আমার মনটা গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল!' বলে উঠতে প্ররোচিত করেছে।

উঠে দাঁড়াল তুরগাত বে। 'ঠিকাছে, বাছা আমার, যথেষ্ট হয়েছে,' বলল সে। 'বিবৃতিটা আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে সই দিতে পারি।'

নতুন কলমটা বের করল সে। কাজটা সারা হয়ে গেল। ধোঁয়া আর শোরগোল সব শক্তি শেষ করে দিয়েছে, দাঁড়ানোর জন্যে কাদিফের সাহায্যের প্রয়োজন হলো তার।

'এবার এক মিনিট আমার কথা শোনো,' বলল কাদিফে। 'তোমাদের কোনও লজ্জা হচ্ছে বলে মনে হয় না, কিন্তু যেসব কথা শুনলাম তাতে আমার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। তোমরা যাতে আমার চুল দেখতে না পাও সেজন্যে এই হিযাবে মাথা ঢাকলাম। তোমরা হয়তো ভাবতে পারে এতে আমার উপর অন্যায় দুর্ভোগ নেমে আসবে, কিন্তু–'

'কাজটা তুমি আমাদের জন্যে করোনি!' সমীহভরা কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে উঠল কেউ একজন। 'আল্লাহর জন্যে করেছ, নিজের আধ্যাত্মিকতার ঘোষণা দেওয়ার জন্যে!'

'জার্মান পত্রিকায় আমারও কিছু বলবার আছে। দয়া করে লিখে নিন।' শ্রোতারা যে ওকে কিছুটা ঘৃণা, কিছুটা সমীহ করছে সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট নিপূণ অভিনেত্রী ও। 'কার্সের এক তরুণী–না, এটা লিখবেন না, লিখুন এক মুসলিম মেয়ে কার্সে বাস করে–ব্যক্তিগত ধর্মীয় কারণে মাথায় ঘোমটা দেয়, কিন্তু বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবেও হিযাব পরে সে। একদিন মেয়েটা হঠাৎ করে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে হিযাব খুলে ফেলে। (পশ্চিমারা একে সুসংবাদ হিসাবে স্বাগত জানাবে। আমরা এই কাজ করলে হান্স হানসেন নিশ্চিতভাবেই আমাদের খবর ছাপতে চাইবে।) হিযাব খোলার পর মেয়েটি বলল, "হে খোদা, দয়া করে আমাকে মাফ করো, কারণ আমাকে একা থাকতে হবে। এই দুনিয়াটা বড় বেশি ঘৃণিত, আর আমি এত ক্ষমতাহীন আর দুঃখ ভারাক্রান্ত যে তোমার–"'

'কাদিফে,' ফিসফিস করে বলল ফাযিল। 'অনুনয় করছি, দয়া করে মাথা মুক্ত করো না। এখন আমরা সবাই এখানে আছি, নেসিপসহ সবাই। আমাদের তা শেষ করে দেবে। সবাইকে শেষ করে দেবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাগুলো শুনে কামরার প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত হয়ে গেল যেন। 'বাজে কথা রাখ,' বলল একজন, তারপর আরেকজন বলে উঠল, 'অবশ্যই মাথা উন্মুক্ত করতে পারবে না সে।' কিন্তু বেশির ভাগই প্রত্যাশার সাথে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। ক্ষীণ আশা করছে মারাত্মক খবর হওয়ার মতো একটা কিছু করবে ও; আবার মনে মনে কে এই মেলোড্রামার আয়োজন করেছে, কে কার সাথে খেলছে, তাও বোঝার চেষ্টা করছে।

'জার্মান পত্রিকায় আমি যে দুটো লাইন দিতে চাইব সেগুলো হচ্ছে,' বলল ফাযিল। কামরার শোরগোল আরও প্রবল হয়ে উঠছে। 'কেবল নিজের নয়, বন্ধু নেসিপের পক্ষেও কথা বলছি আমি, বিপ্লবের রাতে নৃশংসভাবে শহীদ করা হয়েছে যে। কাদিফে, আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তুমি তোমার মাথা উন্মুক্ত করলে আমি আত্মহত্যা করব, দয়া করে ও কাজ করো না।'

কয়েকটা প্রতিবেদন অনুযায়ী ফাযিল *আমরা তোমাকে ভালোবাসি* নয়, *আমি তোমাকে ভালোবাসি* বলেছে, তবে এই সাক্ষীরা ফাযিলের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের সাথে স্মৃতিকে মিলিয়ে ফেলে থাকতে পারে।

'এই শহরের কেউ আত্মহত্যার কথা বলতে পারবে না!' চিৎকার করে উঠল ব্লু। তারপর এমনকি কাদিফের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘর ছেড়ে ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। ফলে সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল সভা, ব্যাপারটা নিয়ে চুপ না থাকলেও বাকিরা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভেতর রুমটা খালি করে দিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বত্রিশ

আমার দেহে দুটি আত্মা

প্রেম, তাৎপর্যহীনতা এবং ব্লুর নিরুদ্দেশ প্রসঙ্গ

পৌনে পাঁচটায় স্নো প্যালেস হোটেল থেকে বের হয়ে এল কা। হোটেল এশিয়ার মিটিং থেকে এখনও ফেরেনি তুরগাত বে আর কাদিফে। ফাযিলের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে এখনও হাতে পনের মিনিট সময় আছে; কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতেই বেশ ভালো লাগছিল ওর। আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ থেকে বামে বাঁক নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কার্স নদী পর্যন্ত চলে এল ও। মাঝে মাঝে মুদি দোকান, ফটোগ্রাফার আর টেলিভিশন দেখায় ব্যস্ত লোকে ভর্তি টি-হাউসের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। আয়রন ব্রিজের কাছে পৌঁছে পরপর দ্রুত দুটো মার্লবরো সিগারেট খেল ও। মাথার ভেতর আইপেককে নিয়ে সারা জীবন ফ্রাংকফুর্টে কাটিয়ে দেওয়ার নানা ছবি ভীড় করে থাকায় একটুও ঠাণ্ডা লাগছিল না। নদীর ওপারে রয়েছে পার্কটা, কার্সের ধনী পরিবারগুলো আইস স্কেটারদের দেখতে যেত ওখানে, এখন সেটা অশুভভাবে অন্ধকারে ডুবে আছে।

আয়রন ব্রিজের রদেভ্যুঁতে দেরি করে এলে ফাযিল। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসায় মুহূর্তের জন্যে ওকে নেসিপ ভেবে ভুল করল কা। এক সাথে লাকি ব্রাদার্স টি-হাউসে চলে এল ওরা। এখানে হোটেল এশিয়ার সভা সম্পর্কে যা কিছু মনে করতে পারল তার সবই হুবহু বলে গেল ফাযিল। তার ছোট শহর কার্সের ইতিহাস সারা বিশ্বের ইতিহাসের সাথে এক হয়ে যাবারে ঘোষণা দেওয়ার অংশে আসার পরই কা ওকে এমনভাবে চুপ করিয়ে দিল ঠিক যেমন করে রেডিওতে গুরুত্বপূর্ণ কিছুর আভাস পেয়ে একজন আরেকজনকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দেয়; তারপর 'মানবতা ও নক্ষত্র' কবিতাটা লিখতে শুরু করল ও।

পরে লেখা নোটে এর বিষয়বস্তুকে বাইরের জগতের কাছে বিস্মৃত, ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক শহরের বিষণ্নতা হিসাবে বর্ণনা করেছে কা। প্রথম পঙক্তিতে ছোট বেলায় ওর খুবই প্রিয় হলিউডি মুভির সূচনা দৃশ্যের স্মৃতিচারণ করা একটা সিকোয়েন্স অনুসরণ করেছে ও। বিভিন্ন শিরোনাম ভেসে যাবার অবসরে পৃথিবীর ধীর গতিতে ঘুরে চলার একটা দূরবর্তী ইমেজ দেখা যায়; ক্যামেরা ক্রমশঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এগিয়ে আসার সাথে সাথে বলয়টা বড় থেকে বড় হতে শুরু করে; তারপর এক সময় আচমকা কেবল একটা দেশ–আর অবশ্যই, সেই ছেলেবেলা থেকে মাথার ভেতর যে কাল্পনিক ছবিটা দেখে আসছিল–সেই দেশটা তুরস্ক। এখন মারমারা সাগর, বসফরাস ও কৃষ্ণ সাগরের জল দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা আরও ঘোরার সাথে সাথে ইস্তাম্বুল আর কা-র ছেলেবেলার নিসান্তাস দেখা যায়: তেসভিকি অ্যাভিনিউ, স্ট্রিট অভ নিগার দ্য পোয়েট্রেস-এর ট্রাফিক পুলিস, গাছপালা, ছাদ (উপর থেকে কত সুন্দর দেখায় ওসব); তারপর দড়িতে শুকোতে দেওয়া কাপড়, তানেক ব্র্যান্ড পণ্যের বিজ্ঞাপনঅলা বিলবোর্ড, মরচে ধরা নালা এবং পিচে ঢাকা সাইডওঅকের উপর ধীরে প্যান করে কা-র শোবার ঘরের জানালায় এসে থামে ক্যামেরা। তারপর বইপত্র, নোংরা আসবাব আর কার্পেটে ঢাকা বিভিন্ন ঘর হয়ে লম্বা ট্র্যাকিং শট অন্য জানালার সামনে রাখা কা-র ডেস্কের কাছে গিয়ে ওর কাঁধের উপর দিয়ে প্যান করে ডেস্কে রাখা এক টুকরো কাগজ তুলে ধরে, তারপর ফাউন্টেন পেন অনুসরণ করে ওর লেখা বার্তাটার শেষ হরফের উপর স্থির হয়, আমাদের পড়ার আমন্ত্রণ জানায় এভাবে:

কবিতার ইতিহাসে আমার পা রাখার প্রথম দিনে
ভাষণ: কবি কা,
১৬/বি নিগার দ্য পোয়েট্রেস স্ট্রিট,
নিসান্তাস, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

AMARBOI.COM

বিজ্ঞ পাঠক যেমন এরই মধ্যে আঁচ করে নিয়েছেন, এই ভাষণটিকে, আমার ধারণা যেটি খোদ কবিতায়ও এসেছে, যুক্তির অক্ষে স্থান দেওয়া হলেও কল্পনার শক্তি বোঝাতেও স্থাপন করা হয়েছে।

গল্পের শেষের দিকে ফাযিলের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল; কাদিফে হিযাব খুললে আত্মহত্যার হুমকি দেওয়ায় এখন যারপরনাই লজ্জা পাচ্ছে সে। 'সেটা কেবল আত্মহত্যা করা আর ঈমান হারানো এক কথা বলে নয়, বরং কথাটা আমি মন থেকে বলিনি বলেও। কেন বোঝাতে চাই না এমন একটা কথা বলতে গেলাম?' শপথ নেওয়ার পরেই, ফাযিল দাবী করল, সে বলেছিল, 'খোদা মাফ করুন,- একথা আর কোনওদিনই বলব না!' কিন্তু তারপর দরজার মুখে কাদিফের চোখের দিকে তাকিয়ে পাতার মতো কাঁপতে শুরু করেছিল ও।

'কাদিফে আমি ওর প্রেমে পড়েছি ভেবেছে মনে করেন?' কা-কে জিজ্ঞেস করল সে।

'*তুমি* কাদিফের প্রেমে পড়েছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সত্যি কথাটা আপনার আগে থেকেই জানা; আমি তেসলিমের প্রেমে পড়েছিলাম। আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দিন। আমার বন্ধু নেসিপ, তার আত্মাও শান্তি পাক, কাদিফের প্রেমে পড়েছিল আসলে। ওর মৃত্যুর পর এক দিন পার হবার আগেই সেই একই মেয়ের প্রেমে পড়ে খুবই লজ্জা লাগছে। আমি জানি, এখানে একটাই ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সেটাও আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। আমাকে বলুন নেসিপ যে মারা গেছে কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন আপনি!'

'কাঁধ ছুঁয়ে ওকে চুমু খাওয়ার আগে বুলেটটা যেখানে ওর কপাল ভেদ করে গেছে সেই জায়গাটা ভালো করে দেখেছি আমি।'

'হতে পারে এখন নেসিপের আত্মা আমার দেহের ভেতর ভর করেছে,' বলল ফাযিল। 'শুনুন, গতকালের অনুষ্ঠান থেকে দূরে ছিলাম আমি, এমনকি টেলিভিশনও দেখিনি। সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম, নিমেষে ঘুমিয়ে গেছি। আমি ঘুমে থাকতে নেসিপের ভাগ্যে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা পরে জানতে পেরেছি। তারপর সৈনিকরা যখন ডরমিটরিতে হামলা চালাল তখন আর কথাগুলোর সত্যতার ব্যাপারে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। আপনাকে লাইব্রেরিতে দেখার আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল যে নেসিপ আর বেঁচে নেই, কারণ সেই ভোর থেকেই ওর আত্মা আমার দেহে আশ্রয় নিয়েছিল। ডরমিটরি খালি করতে আসা সৈনিকরা আমাকে বাদ রেখেছিল, তো আমি সান্ডে স্ট্রিটে বাবার সেনাবাহিনী আমলের এক বন্ধুর বাসায় রাত কাটিয়েছিলাম-ভার্তোর লোক সে। মেহমানদের খাটে শুয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ মাথাটা ঘুরতে শুরু করে আমার, গভীর সমৃদ্ধ একটা অনুভূতি গ্রাস করে নেয় আমাকে। আবার আমার পাশে এসেছিল আমার বন্ধু, আমার ভেতরে ছিল সে। প্রাচীন বইপত্রে যেমন লেখা থাকে ঠিক সেরকম ব্যাপার। মৃত্যুর ছয় ঘণ্টা পর আত্মা দেহ ছেড়ে যায়। সয়ূতির মতে এই সময় আত্মা একটা প্রফুল্ল বস্তু থাকে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত একে বারযাহতে থাকতে হবে। কিন্তু নেসিপের আত্মা তার বদলে আমার শরীরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমি একাধারে নিশ্চিত আর ভীতও। কারণ কোরানে এর কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু এত দ্রুত কাদিফের প্রেমে পড়ার এছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা জানা নেই আমার। তো ওর কারণে আত্মহত্যা করার বুদ্ধিটাও আমার নয়। নেসিপের আত্মার আমার শরীরে আশ্রয় নিতে পারে মনে করেন?'

'তুমি যদি তাই বিশ্বাস করে থাক,' সাবধানে বলল কা।

'কেবল আপনাকেই এসব বলছি আমি। নেসিপ আপনাকে ওর সব গোপন কথা বলেছে, আর কাউকে কখনও যা বলেনি ও। নাস্তিক্যবাদের সংশয় ওর মাঝে শেকড় ছড়ানোর কথা বলেনি ও আমাকে। আপনাকে হয়তো বলে থাকতে পারে। নেসিপ-খোদা মাফ করুন-আল্লাহর অস্তিত্বে ওর সন্দিহান থাকার কথা বলেছে আপনাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি যেমন সন্দেহের কথা ভাবছ ব্যাপারটা তা নয়। কথাটা অন্যভাবে বলেছে ও। অনেকটা মনে করো, তোমার বাবা-মা একদিন মারা যেতে পারে, তখন এমন একটা দুঃখের ঘটনায় আমোদ পাওয়ার মতো, মাথায় অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবনা আসার মতো, যেমন ওর প্রিয় আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকলে কী হবে?'

'আমার মনেও এখন একই ভাবনা চলছে,' বলল ফাযিল। 'নিঃসন্দেহে নেসিপের আত্মাই আমার মনে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'এইসব অনিশ্চয়তা মানেই নাস্তিক্য নয়।'

'কিন্তু আমি তো এরই মধ্যে আত্মঘাতী মেয়েদের সাথে যোগ দিয়েছি। বলে দিয়েছি, আত্মহত্যা করতে তৈরি আছি আমি। আমার প্রিয় নিহত বন্ধুকে নাস্তিক ভাবতে চাই না। কিন্তু এখন নিজের ভেতর এক নাস্তিকের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। আমাকে তা দারুণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। জানি না আপনার বেলায়ও ব্যাপারটা একই রকম কিনা, আপনি অবশ্য, ইউরোপে ছিলেন, ওখানকার বুদ্ধিজীবী আর মদ ও ঘুমের ওষুধে আসক্তদের সাথে চেনা জানা আছে আপনার। তো, দয়া করে আবার বলুন, নাস্তিকের মনে কী ভাবনা চলে?'

'বেশ, তারা নিশ্চিতভাবেই সারাক্ষণ আত্মহত্যার কথা ভাবে না।'

'আমিও সারাক্ষণ ভাবি না সেটা, তবে অনেক সময় ভাবি।'

'কেন?'

'কাদিফের জন্যে। মন থেকে ওর কথা মুছে ফেলতে পারছি না। ব্যাপারটা আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। যখন পড়াশোনা করছি, টেলিভিশন দেখছি, সন্ধ্যা মেলানোর অপেক্ষা করছি, সবই কাদিফের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এমনকি তার সাথে এসবের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও। এটা আমাকে দারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে। নেসিপ মারা যাওয়ার আগেই ঘটতে শুরু করেছিল এটা। সত্যি কথা বলতে কি, তেসলিমে নয় আসলে কাদিফেকেই ভালোবাসতাম আমি। সৈনিকরা আমাদের ডরমিটরিতে যখন হানা দিল, বুঝে গিয়েছিলাম হয়তো এরই মধ্যে ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। হ্যাঁ, ভাবনাটা খুশি করে তুলেছিল আমাকে, সেটা আমার মনের ভাবনাকে সহজ করার সুযোগ পাওয়ার কারণে, মনে হচ্ছিল আমার মাঝে এই ভালোবাসা উস্কে দেওয়ার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে ওর। এখন নেসিপ মারা যাওয়ায় আমি স্বাধীন; কিন্তু এর মানে কাদিফেকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি। সেই থেকে ওর কথাই ভেবে চলেছি। সকালে ঘুম থেকে যখন উঠি, আমার ভাবনায় ঘুরে বেড়ায় সে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, অন্যও কিছু ভাবতে পারছি না আর; আর–হায় খোদা–কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না!'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল ফাযিল। স্বার্থপর নিরাসক্ততার একটা ধারা ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় একটা মার্লবরো ধরাল কা। তারপরেও ওকে সান্ত্বনা দিতে হাত বাড়িয়ে দিল ও, বেশ দীর্ঘ সময় মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে অনুসরণের দায়িত্ব পাওয়া ডিটেক্টিভ সাফফেত টি-হাউসের আরেক প্রান্তে বসেছিল। এক চোখে ওদের উপর নজর রাখছিল সে, আরেক চোখ ছিল টেলিভিশনের দিকে। এবার উঠে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল সে।

'এই ছেলেটাকে কান্না থামাতে বলুন। ওর আইডেন্টিটি কার্ড হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাইনি আমি, এখনও আমার কাছেই আছে ওটা।' কিন্তু তাতেও ফাযিলের চোখের পানি থামানো গেল না দেখে পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করল সে। হাত বাড়িয়ে ওটা নিল কা। 'কাঁদছে কেন ও?' কিছুটা পেশাগত কৌতূহল আর কিছুটা সহানুভূতি থেকে জানতে চাইল সাফফেত।

'প্রেমে পড়েছে ও,' বলল কা। অমনি চুপ হয়ে গেল ডিটেক্টিভ। ওকে টি-হাউস থেকে বেরিয়ে রাতের আঁধারে হারিয়ে যেতে দেখল কা।

পরে, কাদিফের বোনের সাথে কা-র প্রেমের কথা কার্সের সবাই জানে বলে কাদিফের মনোযোগ আকর্ষণ করতে কী করতে হবে জানতে চাইল ফাযিল। ফাযিলের আবেগ এতটা পরিষ্কার নৈরাশ্যময় আর অসম্ভব যে কা-র মনেও প্রশ্ন জাগল আইপেকের জন্যে ওর নিজস্ব ভালোবাসাও সমান অভিশপ্ত কিনা। ফাযিলের ফোঁপানি থেমে আসার পর অনুগতের মতো আইপেকের দেওয়া পরামর্শ পুনরাবৃত্তি করল ও, 'নিজের মতো হও।'

'আমার শরীরের ভেতর যতক্ষণ দুটো আত্মার বাস ততক্ষণ সেটা সম্ভব হবার নয়,' বলল ফাযিল। 'বিশেষত যেখানে নেসিপের নাস্তিক আত্মা সব দখল করে নিচ্ছে। বছরের পর বছর ভেবে এসেছি রাজনীতিতে জড়িয়ে আমার বন্ধু আর সহপাঠীরা ভুল করেছে। অথচ এখন হঠাৎ ইসলামিস্টদের সাথে যোগ দিয়ে মিলিটারি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছে আমার। কিন্তু এখানেও আমার এ ইচ্ছা কাদিফের চোখে পড়ার জন্যেই। আমার মাথার ভেতর কাদিফে ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব না থাকাটা আমাকে ভীত করে তুলছে। ওকে কেবল চিনি না বলে নয়, বরং এতে প্রমাণ হয় আমি আর পাঁচটা নাস্তিকের মতোই। ভালোবাসা আর সুখ ছাড়া কিছুরই পরোয়া করি না।'

ফের কান্নায় ভেঙে পড়ল ফাযিল। কা একবার ভাবল ওকে বলে কাদিফের প্রতি তার দুর্বলতা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। ব্লু টের পেলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে সে। আইপেকের সাথে ওর প্রেমের কথা যদি সাবার জানা থাকে, ভাবল ও, তাহলে ব্লুর সাথে কাদিফের সম্পর্কের কথাও জানে তারা। সেক্ষেত্রে ফাযিলের প্রকাশ্য আগ্রহ কার্সের ইসলামিস্ট নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

'আমরা গরীব, তুচ্ছ,' বলল ফাযিল। কণ্ঠে অদ্ভুত হিংস্রতা। 'মানব ইতিহাসে আমাদের দুর্ভাগা জীবনের কোনও স্থান নেই। কার্সে এখন যারা বেঁচে আছে, জীবন কাটাচ্ছে তারা সবাই একদিন মরে যাবে। কেউ আমাদের কথা মনে করবে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ভাগ্যে কী হয়েছে, মাথা ঘামাতে যাবে না কেউ। বাকি দিনগুলো মেয়েরা কী ধরনের হিযাবে মাথা ঢেকে রাখবে সেই তর্কেই কাটিয়ে দেব, কেউই এতটুকু পরোয়া করবে না, কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব তুচ্ছ নির্বোধ হানাহানির কারণে শেষ হয়ে গেছি। চারপাশে অসংখ্য মানুষকে নির্বোধের মতো জীবন কাটিয়ে হঠাৎ কোনও চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে আমার ভেতর রাগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কারণ আমি জানি আসলে জীবনে ভালোবাসার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। একথা ভাবতে গিয়ে কাদিফের প্রতি আমার অনুভূতি আরও বেশি অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়—জীবনের বাকি দিনগুলো ওকে জড়িয়ে ধরে কাটিয়ে দিতে হবে জানাটা কষ্টকর হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ,' নিষ্ঠুরভাবে বলল কা। 'নাস্তিক হলে এই ধরনের ভাবনা মাথায় আসতেই পারে।'

ফের কাঁদতে শুরু করল ফাযিল। ওদের ভেতর কী কথা হয়েছিল সেটা হয় কা ভুলে গেছে, নয়তো সেসব না লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: কথোপকথন শেষ হওয়ার কোনও আলামত নোট বইতে ছিল না। টেলিভিশনের পর্দায় একদল আমেরিকান ছেলেমেয়ে ক্যামেরার সামনে ভাঁড়ামি করছে। চেয়ারসহ উল্টে পড়ল, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল একটা অ্যাকুইরিয়াম, তারপর হাসির তালে তালে উবু হয়ে মেঝেয় বসে পড়ল ওরা। টি-হাউসের বাকি সবার মতো ফাযিল ও কা ওদের সমস্যার কথা ভুলে আমেরিকান বাচ্চাদের ভাঁড়ামি দেখে হেসে কুটিকুটি হলো।

যাহিদে এসে যখন টি-হাউসে ঢুকল, বনের ভেতর তখন আঁকাবাঁকা পথে একটা ট্রাকের নিঃশব্দে উঠে যাওয়া দেখছিল ওরা। কা-র হাতে একটা হলদে খাম তুলে দিল সে, ওটার দিকে কোনও আগ্রহ দেখাল না ফাযিল। খামটা খুলে ভেতর থেকে চিরকুট বের করে পড়ল কা, আইপেকের কাছ থেকে এসেছে। বিশ মিনিটের ভেতর নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে ওর সাথে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছে আইপেক ও কাদিফে। সৌভাগ্যক্রমে সাফফেতের কাছে ওর লাকি ব্রাদার্স টি-হাউসে থাকার কথা জানতে পেরেছিল।

যাহিদে বেরিয়ে যাবার সময় ফাযিল বলল, 'ওর নাতী আমাদের ক্লাসে পড়ে। জুয়া খেলতে পাগল সে। ককফাইট বা ডগ ফাইট চললে সে বাজি ধরবেই।'

ওর হাতে স্টুডেন্ট আইডেন্টিটি কার্ডটা তুলে দিল কা। 'ডিনারের জন্যে আমাকে বাড়িতে তলব করেছে ওরা,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ও।

'কাদিফেকে দেখতে যাচ্ছেন আপনি?' নৈরাশ্য ভরা কণ্ঠে জানতে চাইল ফাযিল। কা-র চেহারায় করুণা আর বিরক্তির ছাপ দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল তার চেহারা। কা টি-হাউস থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে চিৎকার করে বলল, 'নিজেকে খুন করতে চাই আমি! ওর সাথে দেখা হলে বলে দেবেন, ও মাথা উন্মুক্ত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে আমি আত্মহত্যা করব। তবে হিসাব খোলার জন্যে নয়, স্রেফ তার সম্মানে আত্মহননের আনন্দ থেকেই কাজটা করব।'

নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি সময় হাতে থাকায় পেছন রাস্তা ধরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল কা। কামাল স্ট্রিট ধরে হাঁটার সময় সেদিন সকালে যে টি-হাউসে বসে 'স্বপ্ন সড়ক' কবিতাটা লিখেছিল সেটা দেখতে পেল। কেবল ভেতরে পা রাখার পরেই বুঝতে পারল ওর পরের কবিতাটা এই ধোঁয়াটে আধা খালি টি-হাউসে লেখার নিয়তি নিয়ে আসেনি ও, তাই কামরার অপর প্রান্তের পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার কথা ভাবল। তুষার ঢাকা উঠোনে পা রাখল ও, নিচু দেয়ালটা পার হয়ে এল; অন্ধকার মেলানোয় চোখেই পড়ছে না সেটা। তিন ধাপ নিচে সেই একই কুকুরের চিৎকার শুনতে পেল।

ম্লান একটা বাতি ভেতরটা আলোকিত করে রেখেছে। কয়লা আর পুরোনো বেডিংয়ের মাড়ের গন্ধের সাথে রাকির ধোঁয়ার গন্ধও মিশে আছে। গুনগুন শব্দ করে চলা চুল্লীর চারপাশে বেশ কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও। বাঁকা নাকঅলা এমআইটি এজেন্টকে স্থূলকায়া জর্জিয় ও তার স্বামীর সাথে রাকি খেতে দেখে মোটেই অবাক হলো না ও। কা-কে দেখেও ওরা অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না। একটা ফ্যাশনেবল লাল হ্যাট মাথায় দিয়েছে মহিলা, লক্ষ করল কা। কা-কে পিতা রুটি আর সেদ্ধ ডিম বাড়িয়ে দিল সে। এক গ্লাস রাকি ঢেলে দিল তার স্বামী। কা সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়ানোর সময় এমআইটি এজেন্ট বলল, এই ফার্নেস রুমটা কার্সের সবচেয়ে উষ্ণ জায়গাই নয়, বরং বেহেশতই বলা চলে।

পরবর্তী নীরবতায় কোনও [illegible] সমস্যা বা কোনও শব্দ বাদ না দিয়েই লেখা কবিতাটাকে পরে ও 'বেহেশত' নামে আখ্যায়িত করবে। কবিতাটাকে ও তুষার কণার কল্পনা অক্ষে কেন্দ্র থেকে দূরে, একেবারে উপরে স্থাপন করে থাকলে সেটা একথা বোঝাতে নয় যে বেহেশতই আমাদের স্মৃতির ভবিষ্যৎ। কা-র কাছে বেহেশত হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আমরা আমাদের স্মৃতিগুলো জমা রাখি। পরে এই কবিতার কথা মনে রেখে বিভিন্ন স্মৃতির অংশ একে একে ফিরিয়ে আনবে ও: ছেলেবেলার গরমের ছুটি, স্কুল পালানোর সেই দিনগুলো, সে আর বোন যেদিন ওদের বাবা-মায়ের বিছানায় শুতে গিয়েছিল, ছোট বেলায় আঁকা নানা ড্রয়িং আর স্কুল পার্টিতে পরিচয় হওয়া এক মেয়েকে নিয়ে ডেটিংয়ে গিয়ে ওকে চুমু খাবার সাহস করেছিল ও।

নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে ঢোকার সময় কা-র মন আইপেকের ভাবনায় ভরে ছিল। ওখানে পৌঁছে দেখল দুই বোন আগেই এসে পড়েছে। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল আইপেককে; দেখে কা-র এত খুশি লাগল যে চোখে পানি চলে এল—অবশ্য খালি পেটে খানিক আগে খাওয়া রাকির স্যাথে এই প্রতিক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক থাকতেও পারে। দুজন সুন্দরী মেয়ের সাথে এক টেবিলে বসাটা কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশিই নয়, গর্বিতও করেছে ওকে। ফ্রাংকফুর্টে দেখা বেহাল চেহারার লোকজনের কথা ভাবল ও, রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ওর উদ্দেশে যারা হাত নাড়ত আর হাসত, ওরা এখন ওকে দুজন সুন্দরী মহিলার সাথে বসে থাকতে দেখলে কী ভাবত বোঝার প্রয়াস পেল ও। আজ দুজন শ্রোতা পেয়েছে ও। ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টর খুন হবার দিন উপস্থিত থাকা সেই বুড়ো ওয়েইটার ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। কিন্তু আইপেক আর কাদিফের সাথে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে বসার সময়ই কা বুঝতে পারল দোকানের বাইরে তোলা ফটোগ্রাফের মতো একটা টেবিলে দুপাশে দুজন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বসার এই দৃশ্যের কথা সারা জীবন মনে থাকবে ওর। ওদের একজন যে স্কার্ফে মাথা ঢেকে রাখলেও কিছু এসে যায় না।

কা যেখানে শান্ত, মেয়ে দুটি সেখানে খুবই বিরক্ত হয়ে আছে। ফাযিল ওকে হোটেল এশিয়ার মিটিংয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে জানামাত্রই সোজাসুজি আসল কথায় চলে এল আইপেক।

'রেগেমেগে মিটিং ছেড়ে চলে গেছে ব্লু। ওখানে যা বলেছে তার জন্যে এখন অনুতাপ করছে কাদিফে। যাহিদেকে তার গোপন আস্তানায় পাঠিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু সেখানে নেই সে। কোথাওই ব্লুর দেখা পাচ্ছি না।' কথা বলার সময় ছোট বোনকে বিপদে সাহায্য করতে প্রয়াসী বড় বোনের মতো কথা বলছিল সে। কিন্তু অচিরেই পরিষ্কার হয়ে গেল নিজেও যন্ত্রণার ভেতর আছে সে।

'ওকে পেলে, তারপর?'

'ওকে যে ওরা ধরতে পারেনি, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের জানা দরকার এখনও সে বেঁচে আছে,' বলল আইপেক। কাদিফের দিকে তাকাল ও। কাদিফেকে দেখে মনে হলো এখুনি কেঁদে ফেলবে। 'দয়া করে ওকে খুজে বের করে জিজ্ঞেস করো আমাদের কিছু বলার আছে কিনা তার। ওকে বলবে সে যা বলবে তাই করতে রাজি আছে কাদিফে।'

'আমার চেয়ে অনেক ভালো করে কার্স চেন তোমরা।'

'এখন অন্ধকার আর আমরা তো মেয়ে,' বলল আইপেক। 'এতক্ষণে শহরে পথঘাট চেনা হয়ে গেছে তোমার। গিয়ে দেখ ম্যান ইন দ্য মুন টি-হাউস আর ডিভাইন লাইট টি-হাউসে কী মেলে—মাদ্রাসার ইসলামিস্ট ছাত্ররা ওখানে যাতায়াত করে। দুটো জায়গাই আন্ডারগ্রাউন্ড পুলিসে গিজগিজ করছে। লোকগুলো দারুণ গুজব ছড়ায়। ব্লুর কিছু হয়ে থাকলে সেটা নিয়ে কথা হবেই।'

রুমাল বের করে নাক ঝাড়ছিল কাদিফে। কা ভাবল এখনও কান্নার উপক্রম করছে সে।

'ব্লুর খবর এনে দাও আমাদের,' বলল আইপেক। 'আমরা এখানে আরও থাকলে বাবা ভাবতে শুরু করবে। তোমাকে ডিনারে আশা করছে ও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাইরান পাশা অ্যাভিনিউর টি-হাউসগুলোতে ঢুঁ মারতে ভুলে যাবেন না,' চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় বলল কাদিফে।

গলা ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছে তার। কা-র মনে হলো দুটো মেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, দ্রুত আশা হারিয়ে ফেলছে। ওদের এই অবস্থায় ফেলে যেতে অস্বস্তি বোধ করছে ও। স্নো প্যালেস হোটেলের দিকে আধা রাস্তা এগিয়ে দিল ওদের। আইপেককে হারানোর কথা ভেবে ভীত হলেও এখন ওদের সহযোগী হয়ে বাবার চোখের আড়ালে ওদের একটা কাজে সাহায্য করতে পারায় দুজনের সাথেই নিজেকে বেঁধে ফেলেছে ও। এগোনোর সময় ও ভাবল কোনও একদিন আইপেক আর ও ফ্রাংকফুর্টে থাকবে, কাদিফে ওদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে। তখন ওরা তিনজন মিলে বার্লিনার অ্যাভিনিউর ক্যাফেগুলোয় ঘুরে বেড়াবে, কোনও দোকানের জানালা দিয়ে উঁকি মারার জন্যে থামবে।

কিন্তু খানিক ভাববার পর ওকে ওরা যে মিশন শেষ করার দায়িত্ব দিয়েছে সেটা শেষ করতে পারবে না বলে সন্দেহ হলো ওর। ম্যান ইন দ্য মুন টি-হাউস খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হলো না। জায়গাটা এতই সাধারণ আর অনুৎসাহ জাগানো যে এখানে আসার কারণটাই অচিরে ভুলে গেল ও। দীর্ঘতম সময় এক কোণে বসে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রইল। অল্প কয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছে, বয়স এত কম যে ছাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। পর্দায় দেখানো ফুটবল খেলা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে ওদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেও সাড়া দিল না কেউ। কা-র পরের চাল ছিল সিগারেট বের করা, যাতে কেউ চাইতে এলেই সিগারেট বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি লাইটারটাও টেবিলের উপর রাখল ও। যখন ও বুঝতে পারল কেউই, এমনকি কোণে বসা ট্যারা চোখ লোকটাও ওর সাথে কথা বলবে না, পাশের ডিভাইন লাইট-এ চলে এল ও। এখানে অল্প কয়েকজন তরুণ শাদা-কালো পর্দায় সেই একই খেলা দেখছে। খবর কাগজের ক্লিপিং আর কার্সপোরের মৌসুমের সমস্ত আগামী খেলার সময়সূচি দেখার জন্যে দেয়ালের কাছে না গেলে বুঝতেই পারত না যে ঠিক এখানে বসেই গতকাল নেসিপ আর ও আল্লাহর অস্তিত্ব ও জীবনের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছে। কার্সপোর পোস্টারে কার যেন লিখে রাখা বেমিল ছন্দের বাজে ছড়াটা আবার দেখতে গিয়ে গতকালের অংশের সাথে আরেকজন কবি নতুন একটা অংশ যোগ করেছে লক্ষ করে নোট বই বের করে টুকতে শুরু করল।

তো ঠিক হয়ে গেছে, আমাদের মায়েরা আর বেহেশত থেকে ফিরছে না,
আর কোনওদিনই তার আলিঙ্গন জানতে পারব না।
বাবার হাতে যত মারই খাক না কেন
এখনও আমাদের মন চাঙা করে রেখেছে ও, আমাদের আত্মায় প্রাণ ফুঁকে দিচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ এটাই নিয়তি,
আর আমরা যে পঙ্কে ডুবে যাচ্ছি তার এতই দুর্গন্ধ
তাতে এমনকি কার্স শহরটাকেই যেন মনে হয় বেহেশত।

'আপনি কবিতা লিখছেন?' কাউন্টারের একটা ছেলে জানতে চাইল।

'অভিনন্দন!' বলল কা। 'বলো দেখি, তুমি কি জানো কেমন করে নিচ থেকে উপরে পড়তে হয়?'

'না, বড় ভাই। ঠিকমতো লেখা হলেও পড়তে পারি না। আমি স্কুল থেকে পালিয়ে ছিলাম, তো কোওনদিনই ধাঁধা মেলাতে পারিনি। কিন্তু এখন সবই অতীত।'

'এখানে দেয়ালে নতুন কবিতাটা কে লিখেছে?'

'এখানে যারা আসে তাদের অর্ধেক ছেলেই কবি।'

'আজ ওরা আসেনি কেন?'

'গতকাল সৈনিকরা ওদের পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ এখনও আটক আছে। বাকিরা পলাতক। চাইলে ওই লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওরা আন্ডারকাভার এজেন্ট তো, ওদেরই ভালো জানার কথা।'

ছেলেটা কোণে বসে ফুটবল ম্যাচ নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে আলাপে ব্যস্ত দুই তরুণের দিকে ইঙ্গিত করল। কিন্তু নিখোঁজ কবিদের কথা জিজ্ঞেস করতে ওদের দিকে পা না বাড়িয়ে দরজার দিকে এগোল কা।

ফের তুষারপাত শুরু হয়েছে দেখে খুশি হলো ও। বায়রান পাশা অ্যাভিনিউর টি-হাউসে বুর খোঁজ খবর না পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত ও। শহরের উপর নেমে আসা গোধূলির বিষণ্নতায় ডুবে গিয়েও খুশি লাগল ওর। পরের কবিতার জন্যে অপেক্ষায় থাকার সময় বিভিন্ন ইমেজের এক দীর্ঘ মিছিল ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল–নিরাভরন কুৎসিত কংক্রীট বিল্ডিংয়ের জেগে ওঠা স্বপ্ন, তুষারে হারিয়ে যাওয়া পার্কিং লট, জমাট বাঁধা জানালার আড়ালে ঢাকা পড়া টি-হাউস, নাপিতের দোকান আর মুদি দোকান, সেই রাশানদের আমল থেকে চিৎকার করে চলা কুকুরঅলা উঠোন, ঘোড়ায় টানা গাড়ির খুচরো যন্ত্রপাতির পাশাপাশি ট্রাক্টরের খুচরো যন্ত্রাংশ আর পনিরের দোকান। এক নিশ্চয়তায় আক্রান্ত হলো ও: যা কিছু দেখতে পাচ্ছে–মাদারল্যান্ড পার্টির হাতুড়ি, শক্ত করে টানানো পর্দার আড়ালের ছোট জানালা, বেশ কয়েক মাস আগে নলেজ ফার্মাসির জানালায় কারও টেপ দিয়ে সেঁটে দেওয়া কাগজের টুকরো, জাপানি ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক অবশেষে এসে পৌঁছানোর ঘোষণা, আত্মহত্যা বিরোধী হলদে পোস্টার–এইসব তুচ্ছ জিনিসের সমস্ত কিছুই জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ওর সাথে রয়ে যাবে। এইসব সামান্য জিনিস থেকেই অসাধারণ ক্ষমতার একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। 'পৃথিবীর সমস্ত কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত আর এই গভীর ও সুন্দর পৃথিবীর সাথে ও নিজেও ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত' থাকার ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে আরেকটা কবিতা আসছে বলে উপসংহারে পৌঁছানো ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। তো টি-হাউস থেকে আতাতুর্ক অ্যাভিনিউতে বের হয়ে এলও। কিন্তু কবিতটা আর এলই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেত্রিশ

কার্সে এক খোদাহীন মানুষ

গুলিবিদ্ধ হওয়ার আতঙ্ক

টি-হাউস থেকে বের হয়ে তুষার ঢাকা পেভমেন্টে পা রাখতে না রাখতেই মুহতারের মুখোমুখি হলো কা। মুহতারের চেহারায় বিশেষ মিশনে বেরুনো কারও মতো অন্যমনস্ক ভাব, দানবীয় তুষার কণার ঝাঁকের ভেতর দিয়ে প্রথম ওকে চিনতে পারেনি বলে মনে হলো। মুহূর্তের জন্যে পালানোর কথা ভাবল কা।

'আইপেককে আমার বার্তাটা দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলেছে ও? চলো, ওই টি-হাউসে একটু বসি। আমাকে বলো।'

অভ্যুত্থান, পুলিস স্টেশনে পিটুনি আর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা সত্ত্বেও মুহতারকে এতটুকু বিষণ্ন দেখাচ্ছে না।

ওরা বসার পর সে বলল, 'আচ্ছা, তোমার কী ধারণা, আমাকে ওরা অ্যারেস্ট করেনি কেন? কারণ তুষার গলে যাবার পর রাস্তাঘাট আবার খুলে যাবে। সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। নির্বাচনের একটা নতুন তারিখ স্থির করবে ওরা। এই জন্য! কথাটা আইপেককে ঠিক মতো জানিয়ে দিয়ো!'

খবরটা পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা দিল কা। তারপর ওর কাছে ব্লুর কোনও খবর আছে কিনা জানতে চাইল।

'আমিই প্রথম কার্সে তলব করেছিলাম তাকে। গোড়ার দিকে সারাক্ষণ আমার সাথেই থাকত সে।' গর্বের সাথে বলল মুহতার। 'কিন্তু ইস্তাম্বুল প্রেস ওকে সন্ত্রাসী তকমা দেওয়ার পর দলকে ঝামেলায় ফেলে দিতে চায়নি বলে এখন আর কার্সে এলেও কখনওই যোগাযোগ করে না। সবার শেষে তার মতলব জানতে পারি আমি। আইপেককে আমার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পর কী বলেছে ও?'

আইপেককে তার পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে রাজি আছে বলে মনে না হওয়ার কথা বলল মুহতারকে। ওর সাবেক স্ত্রী কতখানি সহনশীল, পরিমার্জিত ও বুঝের মানুষ কা-কে সেটা বোঝানোর প্রয়াস পেল মুহতার; যেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে, এমনভাবে কথাগুলো বলল। জীবনের এক কঠিন সংকটে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে ফের অনুতাপ করল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি আবার ইস্তাম্বুলে ফিরে তোমাকে দেওয়া আমার কবিতাটা ফাহিরের হাতে পৌঁছে দেবে, ঠিকাছে?' এরপর জিজ্ঞেস করল ও।

কা কথা দেওয়ার পর বিষণ্ন সহৃদয় **মুরুব্বী**সুলভ একটা চেহারা করল মুহতার, পকেট থেকে পত্রিকার একটা টুকরো বের করে আনতে কা-র বিব্রত ভাব ততক্ষণে করুণা ও বিতৃষ্ণার মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

'তোমার জায়গায় আমি হলে এত স্বাভাবিকভাবে পথঘাটে ঘুরে বেড়াতাম না,' আমুদে কণ্ঠে বলল মুহতার।

বর্ডার সিটি গেযেট-এর পরের দিনের সংখ্যাটা ছিনিয়ে নিল কা। ওটার কালি এখনও শুকোয়নি। শিরোনামগুলোর উপর চোখ বোলাল ও–**ঝড়ের বেগে নাটকীয় বিপ্লবীদের শহর দখল, কার্সে সুখের দিনের প্রত্যাবর্তন, নির্বাচন স্থগিত, নাগরিকরা বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছে**–তারপর মুহতারের দেখিয়ে দেওয়া প্রথম পাতার একটা খবরের দিকে মনোযোগ দিল:

কার্সে এক খোদাহীন মানুষ।
তথাকথিত কবি কা সম্পর্কে ওঠা প্রশ্ন,
এমন সঙ্কট সময়ে কেন আমাদের এই শহরে
আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি?

গতকাল আমরা তথাকথিত কবি
কা-কে কার্সের জনগণের সাথে
পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।
আজ আমরা আমাদের পাঠকের মনে
তার জাগিয়ে তোলা
সন্দেহের খবর জানাচ্ছি

আমরা গতকালের সুনেয় যেইম প্লেয়ারস-এর আনন্দমুখর অনুষ্ঠানকে প্রায় পণ্ড করে দিতে উপক্রমকারী তথাকথিত কবি সম্পর্কে নানা গুজব শুনতে পাচ্ছি। আতাতুর্ক অ্যান্ড দ্য রিপাবলিক উদযাপানের মাঝামাঝি সময় ঝড়ের বেগে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে দর্শকদের কানে অর্থহীন আনন্দহীন কবিতা ঝেড়ে তাদের আনন্দ ও মানসিক শান্তি কেড়ে নেন তিনি।

কার্সবাসীরা এক সময় সুখময় সম্প্রীতিতে পাশাপাশি বাস করলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাইরের শক্তি ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে উস্কে দিয়েছে। ইসলামপন্থী, সেক্যুলারিস্ট, কুর্দ, তুর্কি ও আযেরিদের ভেতর বিরোধ আপাত সত্য বলে মনে হওয়ার কারণে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং বহু বছর আগেই বিস্মৃত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া উচিত যে বিষয়টির সেই আর্মেনিয় গণহত্যার প্রসঙ্গে আবার অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে।

কার্সের জনগণের পক্ষে এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে এই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি যেখানে অনেক বছর আগেই তুরস্ক থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং বর্তমানে জার্মানিতে বাস করছেন, তিনি গুপ্তচর বলেই আমাদের সঙ্গ দিয়ে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। এটা কি সত্যি হতে পারে যে আমাদের মাদ্রাসায় তার একটা ঘটনায় উস্কানি দেওয়ার ফলেই দুদিন আগে তার সাথে আলোচনায় মিলিত হওয়া তরুণদের কাছে তার নিচের ঘোষণা দানে প্ররোচিত করেছে? 'আমি একজন নাস্তিক। আমি আল্লাহয় বিশ্বাস করি না, তবে তার মানে এই নয় যে আমি আত্মহত্যা করব, কারণ হাজার হোক আল্লাহ–*খোদা মাফ করুন*–নেই।' এগুলোই কি তার আসল কথা হতে পারে? তিনি যখন বলেছেন, 'একজন বুদ্ধিজীবীর কাজ হচ্ছে পবিত্রতার বিরুদ্ধে কথা বলা,' তখন কি তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার গেছেন আর–যদি তা হয়–তিনি কি বাক স্বাধীনতার ইউরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে জোর দিচ্ছেলেন?

স্রেফ জার্মানি আপনাকে টাকা পয়সার যোগান দিচ্ছে বলেই কি আমাদের বিশ্বাসকে দলিত করার অধিকার থাকবে আপনার? তুর্কি পরিচয়ে লজ্জিত বলেই কি নিজের নাম গোপন করে বিদেশী ভুয়া নামের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছেন?

আমাদের বহু পাঠক টেলিফোন করে এমনি খোদাহীন অনুকরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এমন সংকট সময়ে ইউরোপিয়রা আমাদের শহরে মতভেদ আরও চাগিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে নিন্দা জানিয়েছেন। তারা বিশেষ করে বস্তি এলাকায় তার ঘুরে বোড়ানোর কায়দা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, একেবারে হতদরিদ্র সব ঘরে ঘরে গিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উস্কে দিচ্ছেন এবং এমনকি আমাদের উপস্থিতিতেই তিনি আমাদের দেশ আর প্রজাতন্ত্রের পিতা আতাতুর্কের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। কার্সের তরুণ সমাজ জানে কীভাবে আল্লাহ ও পয়গম্বর মুহাম্মদ (স:)-কে অস্বীকারকারী ব্লাসফেমারের মোকাবিলা করতে হয়।

'বিশ মিনিট আগে ওদের অফিসের পাশ দিয়ে আসার সময় সরদার বে'র দুই ছেলে এই সংখ্যাটা মাত্র ছাপানো শুরু করেছিল,' বলল মুহতার। বন্ধুর আতঙ্কের সাথে সহানুভূতির বদলে তাকে বরং প্রফুল্ল বলে মনে হলো। যেন এই মাত্র একটা প্রীতিকর নতুন প্রসঙ্গ পেয়েছে সে।

দ্বিতীয়বার খবরটা আরও যত্নের সাথে পড়ে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ লাগল কা-র। অনেক বছর আগে প্রথম বারের মতো ঝলমলে সাহিত্যিক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবার সময় তুর্কি কবিতায় আধুনিকতাবাদী উদ্ভাবন নিয়ে আসার ভবিষ্যৎ দেখেছিল ও (খোদ এই ধারণাটাই এখন বেশি করে জাতীয়তাবাদী বলে মনে হয়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা কর্কশ সমালোচনা আর ব্যক্তিগত আক্রমণ উস্কে দেবে ধরে নিয়ে কুখ্যাতি অন্তত বিশেষ এক ধরনের আভা সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করেছিল। যদিও তখন থেকেই মোটামুটি একটা খ্যাতি ভোগ করে এসেছে ও, কখনওই কর্কশ সমালোচনার মুখে পড়েনি, তাই 'তথাকথিত কবি' হিসাবে উল্লেখ করাটা ওকে কষ্ট দিল।

চলন্ত টার্গেটের মতো রাস্তাঘাটে ঘুরঘুর না করার জন্যে সাবধান করে ওকে টি-হাউসে একা রেখে বের হয়ে গেল মুহতার। যেকোনও মুহূর্তে গুলি খাওয়ার ভয়ে কাবু হয়ে গেল কা। টি-হাউস থেকে বেরিয়ে তুষারের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল ও, চিন্তামগ্ন। আকাশ থেকে ঝরে পড়া দানবীয় তুষার কণাগুলো এমন প্রবল বেগে ধেয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন সম্মোহন করা হয়েছে।

যুবা বয়সে কা-র জোরাল বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনৈতিক আদর্শ বা ওরা যা লিখেছে তার জন্যে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না। ওর বয়স তিরিশের কোঠায় আসতে আসতে ওর অনেক বন্ধু আর সহপাঠীকে নির্বোধ, এমনকি বৈরী নীতির কারণে নিপীড়িত হতে দেখেছে, তারপর এমনও ছিল যারা ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে মারা গেছে, নিজেদের হাতে বিস্ফোরিত হওয়া বোমা বানানেঅলাও ছিল। নিজের উচ্চামার্গীয় ধারণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ফলাফল দেখে স্বেচ্ছায় সিজেকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল কা। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে না এমন রাজনৈতিক কারণে বছরের পর বছর জার্মানিতে নির্বাসনে কাটানোর বাস্তবতা থেকে শেষমেষ রাজনীতি ও আত্ম-উৎসর্গের সম্পর্কে ছেদ টেনেছে। জার্মানিতে যখনই কোনও তুর্কি পত্রিকা হাতে নিয়েছে ও, রাজনৈতিক কারণে অমুক বা তমুক কলামিস্টকে গুলি করে হত্যা করার সংবাদ পড়েছে, 'খুব সম্ভব রাজনৈতিক ইসলামিস্টদের হাতে,' মৃত ব্যক্তি হিসাবে মানুষটার জন্যে শ্রদ্ধা বোধ করলেও নিহত লেখক হিসাবে তার জন্যে বিশেষ কোনও সমীহ জাগেনি ওর মনে।

হালিত পাশা ও কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউর মোড়ে একটা জানালাহীন দেয়ালের বরফ ভরা ফোকর থেকে একটা পাইপ বের হয়ে থাকতে দেখল কা। ওটাকে সোজা ওর দিকে তাক করা বন্দুকের ব্যারেল ভেবে কল্পনার চোখে তুষার ঢাকা পেভমেন্টে নিজেকে মারা যেতে দেখল ও। ইস্তাম্বুলের পত্রিকাগুলো ওর সম্পর্কে কী লিখবে? খুব সম্ভব গভর্নরের অফিস বা সিক্রেট পুলিসের স্থানীয় শাখা রাজনৈতিক দিকটাকে খাট করে দেখার চেষ্টা করবে আর ইস্তাম্বুলের পত্রিকাগুলো ওর কবি হওয়ার কথাটা জানতে না পারলে হয়তো খবরটাকেই আমলেই নেবে না। কবিতা জগত ও *রিপাবলিকানে* ওর বন্ধুবান্ধবরা আদৌ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও (কে লিখবে নিবন্ধটা? ফাহির? ওরহান?) তাতে ওর সাহিত্যিক গুরুত্বই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একইভাবে ওকে প্রতিষ্ঠিত কবি হিসাবে তুলে ধরা কোনও নিবন্ধ ছাপাতে পারলেও ওর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হবে সাহিত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতায়, কেউই তা পড়বে না। হান্স হানসেন বলে আদৌ কোনও জার্মান সাংবাদিক থাকলে আর কা সত্যিই তার বন্ধু হলে *ফ্রাংকফুর্তার র‍্যান্দে'শ-এ* হয়তো ওর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত খবর ছাপাত, তবে সেটাই হতো একমাত্র পশ্চিমা কাগজ। ওর কবিতা জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে *আকযেন্ত* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতে পারে ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেল কা। কিন্তু তারপরও এটা পরিষ্কার যে *বর্ডার সিটি গেযেট*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি ওর কাছে মৃত্যুর প্রমাণ হলে প্রকাশিত অনুবাদ কোনওই অর্থ বহন করবে না। শেষ পর্যন্ত যে জিনিসটা ওকে আরও ভীত করে তুলল সেটা হলো শুরুতেই ফ্রাংকফুর্টে আইপেকের সাথে সারাজীবন সুখে কাটানোর আশার অপমৃত্যুর আশঙ্কা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইসলামিস্টদের হাতে নিহত অসংখ্য লেখকের নাম ভেসে উঠল ওর চোখের সামনেঃ প্রথমে নাস্তিকে পরিণত হওয়া সেই মৌলভী, যিনি কোরানের 'অসামঞ্জস্যতা' তুলে ধারার প্রয়াস পেয়েছিলেন (তাকে মাথার পেছনে গুলি করেছে ওরা), তারপর আছেন নীতিবান কলামিস্ট যিনি ইতিবাচকতার প্রতি দরদের কারণে কয়েকটা কলামে স্কার্ফ পরা মেয়েদের 'আরশোলা' বলে উল্লেখ করেছিলেন (একদিন সকালে কাজে যাবার সময় তাকে ড্রাইভারসহ গুলি করে হত্যা করে ওরা); এরপর অত্যন্ত পরিশ্রম করে তুর্কি ইসলামপন্থী ও ইরানের ভেতরের যোগাযোগ উন্মোচন প্রয়াসী এক অনুসন্ধানী সাংবাদিক (গাড়ি স্টার্ট দিতেই ড্রাইভারসহ হাওয়ায় উড়ে গেছেন)। দয়ার্দ্র বিষাদে এসব শিকারের কথা মনে করলেও কা জানে ওরা ছিল আনাড়ী। নিয়ম মেনে পশ্চিমা পত্রিকার মতো ইস্তাম্বুলের পত্রিকাঅলারা কোনও প্রত্যন্ত আনাতোলিয় শহরের পেছনে রাস্তায় একই ধরনের কারণে মাথায় গুলি খেয়ে নিহত আন্তরিক কলামিস্টদের প্রতি সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে, সাংবাদিকদের জন্যে তো আরও কম। কিন্তু কা বড় সহজে কবি-সাহিত্যিকদের ভুলে যাওয়া এক সমাজের প্রতি ওর ঘৃণা তুলে রেখেছে। এই কারণে ওর মনে হলো কোনও এক কোণে আশ্রয় নিয়ে সুখের সন্ধান করাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

ফাকবে অ্যাভিনিউর *বর্ডার সিটি গেযেট*-এর অফিসে এসে চোখ তুলে সম্প্রতি তুষার মুছে ফেলা জানালায় টেপ দিয়ে আটকানো পরবর্তী সংখ্যাটা দেখতে পেল কা। ওর সম্পর্কে লেখা নিবন্ধটা আবার পড়ল। তারপর ভেতরে ঢুকল। সরদার বে-র দুই ছেলের ভেতর বড়টি সবে ছাপানো পত্রিকার একটা বান্ডিল নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধছিল। টুপি খুলল কা যাতে ওরা ওকে চিনতে পারে। কোটের কাঁধের উপর জমা তুষার ঝাড়ল।

'বাবা এখানে নেই,' হ্যান্ড মেশিন পলিশের কাজে ব্যবহার করা একটা কাপড় হাতে অন্য ঘর থেকে বের হয়ে আসতে আসতে বলল ছোটটি। 'চা খাবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কালকের সংখ্যায় আমার সম্পর্কে লেখাটা কে লিখেছে?'

'আপনাকে নিয়ে কোনও লেখা আছে নাকি?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল ছোট ছেলে।

'হ্যাঁ, আছে,' উষ্ণ আমুদে হেসে বলল বড় ছেলেটি। 'আজকের পুরো কাগজটাই বাবা লিখেছে।'

'তোমরা কাল সকালে কাগজটা বিলি করলে...' বলল কা। ভাববার জন্যে একটু থামল ও। 'আমার পক্ষে খারাপ হবে সেটা।'

'কেন?' জানতে চাইল বড় ছেলে। ছেলেটার চোহারা কোমল দয়াময়, চোখজোড়া নিখাদ সরল।

কা বুঝতে পারল ওদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে ছোট ছোট প্রশ্ন করলে, বাচ্চাদের সাথে কথা বলার সময় যেমন করেন আপনি, বেশ ভালো কথা আদায় করা যাবে। ছেলেরা জানাল এই পর্যন্ত মাত্র তিনজন পত্রিকাটা কিনেছে: মুহতার বে, মাদারল্যান্ড পার্টির ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো একটা ছেলে আর অবসরপ্রাপ্ত লেকচারার শিক্ষক নুরায়ি হানুম, রোজ সকালে এখানে আসাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমনিতে ইস্তাম্বুল আর আংকারায় পত্রিকা পাঠিয়ে দিত ওরা, কিন্তু রাস্তাঘাট বন্ধ বলে পত্রিকাগুলোকে তুষার না গলা পর্যন্ত আগামীকালের পত্রিকার সাথে অপেক্ষা করতে হবে। ছেলেরা বাকি কাগজ কাল সকালে বিলি শুরু করবে। বাবা চাইলে আগামীকালের জন্যে একটা নতুন সংস্করণও ছাপতে পারে ওরা। ওদের বাবা, কা-কে জানাল ছেলেরা, মাত্র অফিস থেকে বের হয়ে গেছে, ডিনারে ফিরে আসার আশা করতে মানা করে গেছে। চা খেতে আর অপেক্ষা করবে না বলে কাগজের একটা সংখ্যা কিনল কা, তারপর কার্সের ভয়ঙ্কর রাতে বের হয়ে এল।

ছেলেদের নিপাট সারল্য খানিকটা শান্ত করেছে ওকে। ধীরে ঝরে চলা তুষার কণার ভেতর দিয়ে এগোনোর সময় নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর—এভাবে ভয় পেয়ে কি ভুল করেছে ও? কিন্তু মনের আরেক কোণে ওর জানা আছে একই রকম দোটানায় ভুগে অহঙ্কার বা সাহসের কারণে কিছুই না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক গুলির আঘাতে প্রাণ খোয়ানো অন্য হতভাগ্য লেখক কিংবা অচেনা লোক থেকে পাওয়া কোনও বাক্সকে আন্তরিক ভক্তের কাছ থেকে আসা *লোকুম*-এর উপহার ভেবে নিয়ে সাগ্রহে খুলতে গিয়ে চিঠি বোমার আঘাতে প্রাণ হারানো আরও অনেকের ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে ওকে।

যেমন কবি নুরেত্তিনের নজীর রয়েছে; ইউরোপিয় সব কিছুরই তারিফ করতেন তিনি, কিন্তু রাজনীতিতে তার কোনও আগ্রহ ছিল না, কিন্তু পরে একদিন এক রেডিক্যাল ইসলামিস্ট পত্রিকা অনেক বছর আগে তার একটা লেখা বের করে আনে—শিল্পকলা ও ধর্মের উপর একটি প্রবন্ধ—এবং সেটাকে তিনি 'বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছেন' অভিযোগ আনার জন্যে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। ভীত দেখানোর বদলে নুরেত্তিন তাঁর পুরোনো মতবাদকে ঝেড়ে মুছে আবেগের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার প্রতিষ্ঠিত করেন, সেনাসমর্থিত সেক্যুলার পত্রিকা তাঁর কামালবাদী রচনাকে স্বাগত জানায়, তাকে আজীবন বীরে পরিণত করার জন্যে তার লেখার গুরুত্বকে ফাঁপিয়ে তোলে। তারপর এক সকালে গাড়ির সামনের টায়ারে ঝোলানো প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা একটা ডিভাইস তাকে এত অসংখ্যা টুকরোয় ছিন্নভিন্ন করে দেয় যে লোক দেখানো শোকার্তদের বলতে গেলে শূন্য কফিনের পেছনে মিছিল করতে হয়েছিল।

ক্ষুদে শহরের ভাষ্যও আছে। বস্তুবাদী ডাক্তার ও আঞ্চলিক পত্রিকার প্রবীন বামপন্থী সাংবাদিক একই রকম অভিযোগের মুখে স্রেফ কেউ যাতে তাদের কাপুরুষ বলতে না পারে সেজন্যে জ্বলন্ত ধর্মবিরোধী বুলিতে সাড়া দিয়েছিলেন। কেউ কেউ সম্ভবত 'সালমান রুশদির মতো' গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণেরও ব্যর্থ আশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু নিজস্ব মহল্লার তরুণ ধর্মান্ধ ক্রুদ্ধ ছেলেরা ছাড়া আর কেউই তাদের কথা শুনতে পায়নি; শহুরে সতীর্থদের মতো চটকদার বোমা হামলার পরিকল্পনা করার কোনও অবকাশ তাদের ছিল না, কিংবা এমনকি বন্দুকেরও কোনও সুযোগ ছিল না। ফ্রাংকফুর্ট সিটি লাইব্রেরিতে তুর্কি খবরের কাগজের পেছন পাতায় ছোট করে ছাপানো প্রাণহীন অসংখ্য সংবাদ থেকে কা জানে, ওরা খোদাহীনদের অন্ধকার গলি পথে ছুরি মেরে বা নিজ হাতে গলা টিপে মারতেই পছন্দ করেছে।

বর্ডার সিটি গেযেট ওকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দিলে কীভাবে এক সাথে চামড়া বাঁচানোর পাশাপাশি ইজ্জতও বাঁচানো যাবে সেটাই ভাবছিল কা–আমি নাস্তিক হলেও কোনওদিনই পয়গম্বরকে অসম্মান করিনি? ধর্মে বিশ্বাসী নই আমি, তবে স্বপ্নেও ধর্মকে অসম্মান করার কথা ভাবিনি?–এমন সময় হঠাৎ ওর পেছনে তুষারে মচমচ শব্দ তুলে কারও এগিয়ে আসার আওয়াজ পেল ও। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রেত বয়ে গেল ওর। পেছন ফিরে গতকাল হুজুর শেখ সাদেত্তিনের আলীশান বাড়িতে ঠিক একই সময়ে পরিচিত হওয়া কোম্পানি ম্যানেজারকে দেখতে পেল, মনে হলো এই লোকই ও যে নাস্তিক নয় তার পক্ষে সাক্ষী দিতে পারে; পরক্ষণেই চিন্তাটা বিব্রত করে তুলল ওকে।

আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ বরাবর নিজেকে টেনে নিয়ে চলল ও, তুষারে ঢাকা রাস্তার মোড়ে নজর বোলানোর জন্যে গতি কমাচ্ছে, সময়ে সময়ে বিশাল তুষার কণা দেখতে থমকে দাঁড়াচ্ছে। এক মামুলি অলৌকিক ঘটনার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। পরে ও প্রায়ই শহরের তুষারে ঢাকা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রত্যক্ষ করা অসাধারণ সুন্দর সব দৃশ্যের কথা ভাববে (তিনটা বাচ্চা ছেলে সংকীর্ণ একটা রাস্তায় স্লেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, প্যালেস অভ লাইট ফটো স্টুডিওর জানালাগুলো কার্সের ট্রাফিক সিগন্যালের সবুজ আলো ঠিকড়ে দিচ্ছে); ভাববে কেন এসব বিষাদময় পোস্ট কার্ড সর্বত্র বয়ে বেড়াচ্ছে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো দর্জির দোকানের গেইটের সামনে একটা আর্মি প্যাট্রল ট্রাক আর দুজন সৈনিককে দেখতে পেল ও। দালানটাকে এখন বেইস অপারেশন্স হিসাবে ব্যবহার করছে সুনেয় যেইম। দরজার চৌকাঠের কাছে জড়ো হয়ে তুষারকে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়াসে রত সৈনিকদের সুনেয় বে-র সাথে যোগাযোগ করার কথা বলল কা, কিন্তু ওর সাথে ওরা এমন আচরণ করল যেন বাইরের গ্রাম থেকে কোনও নিচু জাতের চাষা এসেছে সেনাপ্রধানের কাছে আবেদন জানাতে। কা-র মনে আশা ছিল যে সুনেয় হয়তো পত্রিকার বিলি ঠেকাতে পারবে।

অচিরেই ওকে দখল করে নিতে যাওয়া আক্রোশের কোনও অর্থ যদি করতে চাই আমরা তবে ওর প্রত্যাখ্যানের খোঁচাটা বুঝতে হবে। ওর প্রথম ভাবনা ছিল তুষারে ছুটে গিয়ে হোটেলে আশ্রয় খোঁজা, কিন্তু বাম দিকে বাঁক নিয়ে ইউনিটি কাফেয় ঢুকে পড়ল ও। দেয়াল আর স্টোভের মাঝেখানে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে একটা কবিতা লিখল পরে যেটার নাম রাখবে ও 'গুলি খেয়ে প্রাণ হারানো।'

নিজের নোটে যেমন ব্যাখ্যা করবে ও, এই কবিতাটা নিখাঁদ ভীতির অভিব্যক্তি, তাই একে ছয় কোণা তুষার কণার স্মৃতি আর কল্পনার অক্ষের মাঝখানে স্থান দিয়েছে এবং তারপর সবিনয়ে এর ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কবিতা লেখা শেষ হতেই ইউনিটি কাফে ছেড়ে বের হয়ে এল কা। স্নো প্যালেস হোটেলে যখন পৌঁছাল তখন সাতটা বিশ বেজে গেছে। উপর তলায় নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে, রাস্তার বাতির আভার ভেতর দিয়ে ঝরে পড়া তুষারকণা আর রাস্তার উল্টোদিকে মিটমিট করতে থাকা 'কে' হরফটার দিকে তাকিয়ে ফ্রাংকফুর্টে আইপেকের সাথে সুখময় দৃশ্যগুলো ফুটিয়ে তুলে ক্রমবর্ধমান আতঙ্ককে চাপা দেওয়ার প্রয়াস পেল ও। দশ মিনিট পরে ওকে দেখার অদম্য ইচ্ছা পেয়ে বসল ওকে। নিচে এসে গোটা পরিবারকে ডিনার টেবিলে সেদিনের অতিথির সাথে বসে থাকতে দেখল। মাত্র সামনে নামিয়ে রাখা সাবানের গামলার ওপাশে আইপেকের ঝলমলে চুল দেখে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল ওর। আইপেক যখন ইশারায় ওকে ওর পাশের আসনে বসার ইঙ্গিত করল, টেবিলের সবাই ওদের প্রেমের কথা জানে বলে গর্ব বোধ করল কা। খুবই অহংকার। তারপর টেবিলের উল্টো দিকে *বর্ডার সিটি গেযেট*-এর মালিক সরদার বে-কে দেখতে পেল ও।

সরদার বে হাত বাড়িয়ে দিলে তার চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেখে পকেটে ভাঁজ করে রাখা পত্রিকার পাতায় নিজের চোখে পড়া খবরটা সত্য কিনা ভেবে সন্দেহ জেগে উঠল কা-র মনে। নিজের জন্যে স্যুপ বেড়ে নিয়ে টেবিলের নিচে হাত বাড়িয়ে আইপেকের কোলে রাখল ও, ওর মাথার কাছে নিয়ে এল নিজের মাথাটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর সুবাস নিচ্ছে, ওর উপস্থিতি উপাভোগ করছে। তারপর ফিসফিস বলল ব্লুর কোনও খবর দিতে পারছে না বলে ও দুঃখিত। কথা শেষ করতে না করতেই সরদার বে-র পাশে বসা কাদিফের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। আইপেক এরই মধ্যে খবরটা ওকে জানিয়ে দিয়েছে বুঝতে পেরে বিস্মিত, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ও।

মনের ভেতর সরদার বে-র ভাবনা চললেও অনুভূতি সামলে তুরগাত বে-র দিকে নজর দিল ও। হোটেল এশিয়ার সভা নিয়ে অভিযোগ করছিল সে। সভা কেবল উত্তেজনা সৃষ্টিতেই সফল হয়েছে, বলল সে, তারপর ফের যোগ করল, পুলিস গোটা ব্যাপারটাই জানে। 'কিন্তু আমি এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যে অংশ নিয়ে এতটুকু দুঃখিত নই,' যোগ করল সে। 'রাজনৈতিক উপলব্ধির যে কতখানি অবনতি ঘটেছে নিজের চোখে সেটা দেখতে পেয়ে আমি খুশি। ছেলে-বুড়ো সমান, কোনও আশা নেই। অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব বলে সভায় গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়ে আর্মি ঠিকই করেছে–সমাজের আবর্জনা ওরা, শহরের একেবারে হতভাগ্য, বিশৃঙ্খল মানুষ। আর্মি যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বেশরম এই লুটেরাদের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ তুলে দেয়নি সেজন্যে আমি খুশি। এ-কথা আমি আবারও বলব, কাদিফে। জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার আগে ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখো। সেই সাথে ভাগ্যের চাকা যাকে ঘোরাতে দেখছ সেই রঙ চাপানো বয়স্ক গায়িকার কথাও ভেব,' রহস্যময় সুরে বলল সে। 'আংকারার সবাই গত বিশ বছর ধরে জানে বুড়ো পররাষ্ট্র সচিব ফাতিন রাস্তু যোরলুর মিস্ট্রেস ছিল সে। যাকে ওরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।'

কা যখন পকেট থেকে *বর্ডার সিটি গেযেট*-এর কপিটা বের করল ততক্ষণে ওদের টেবিলে বসে থাকার বিশ মিনিট সময় পার হয়ে গেছে। পটভূমিতে টেলিভিশনের চড়া আওয়াজ সত্ত্বেও কামরাটাকে নীরব ঠেকছে।

'আমিই এটার কথা বলতে যাচ্ছিলাম,' বলল সরদার বে। 'কিন্তু মনস্থির করতে উঠতে পারিনি, মনে হচ্ছিল তুমি হয়তো ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নেবে।'

'সরদার, সরদার, এবার কে হুকুম দিয়েছে তোমাকে?' শিরোনাম দেখে জানতে চাইল তুরগাত বে। 'কা, তুমি আমাদের মেহমানের সাথে ঠিক কাজ কাজ করছ না। ওটা ওকে দাও, যাতে সে পড়ে বুঝতে পারে কত বাজে একটা কাজ করেছে।'

'প্রথমে এটা পরিষ্কার করতে দাও, আমার লেখা একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না,' কা-র হাত থেকে পত্রিকাটা নিতে নিতে বলল সরদার বে। 'তুমি যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাক যে আমি বিশ্বাস করি তাহলে মনে বড় ব্যথা পাব। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করো এখানে ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নেই; তুরগাত বে, দয়া করে কার্সে কোনও সাংবাদিককে কেন হুকুমের ফলে এমন জিনিস লিখতে হতে পারে সেটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সরদার সব সময়ই অন্যের হুকুমে কারও না কারও উদ্দেশে কাদা ছোঁড়ে,' ব্যাখ্যা করল তুরগাত বে। 'তাহলে লেখাটা শোনা যাক।'

'একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি,' সগর্বে ফের বলল সরদার বে। 'আমাদের পাঠকরাও বিশ্বাস করবে না। এজন্যেই এখানে তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

পরিহাস তরল কণ্ঠে লেখাটা পড়ল সরদার বে, নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টির জন্যে জায়গায় জায়গায় থামল। 'দেখতেই পাচ্ছ, এখানে ভয়ের কিছুই নেই!' হেসে বলল সে।

'তুমি নাস্তিক?' কা-কে জিজ্ঞেস করল তুরগাত বে।

'কথা সেটা নয়, বাবা,' বিরক্তির সাথে বলল আইপেক। 'এই কাগজ বিলি হলে আগামীকাল রাস্তায় গুলি করে ওকে মেরে ফেলবে ওরা।'

'বাজে কথা,' বলল সরদার বে। 'ম্যাডাম, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমার ভয়ের কোনওই কারণ নেই। সৈনিকরা শহরের ইসলামিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পাকড়াও করেছে।' কা-র দিকে ফিরল সে। 'তোমার চোখ দেখেই বলতে পারি তুমি কিছু মনে করোনি। তুমি জানো তোমার কাজ কতখানি পছন্দ করি আর মানুষ হিসাবে তোমাকে কতখানি সম্মান করি। দয়া করে আমাদের জন্যে তৈরি নয় এমন ইউরোপিয় মানদণ্ডের বিচারে আমার প্রতি অবিচার করো না! কার্সে ইউরোপিয়দের মতো ভান করে ঘুরে বেড়ানো নির্বোধদের কপালে কী ঘটে বলতে দাও–তুরগাত বেও আমার মতো ভালো করেই জানে ব্যাপারটা–মাত্র তিনদিন লাগে, তিন দিন, ব্যস, তারপরই পটল তোলে তারা, গুলি খায়, তারপর আর মনে রাখে না কেউ।

'পূর্বাঞ্চলীয় আনাতোলিয় পত্রিকাগুলো মারাত্মক বিপদে আছে। আমাদের গড়পড়তা কার্স পাঠকরা পত্রিকা পড়ার ধার ধারে না। আমাদের প্রায় সব গ্রাহকই সরকারী কর্মকর্তা। সুতরাং আমরা অবশ্যই আমাদের পাঠকরা যেমন খবর পড়তে চাইবে সেরকম খবরই প্রচার করব। গোটা দুনিয়া জুড়ে–এমনকি আনাতোলিয়ায়ও–পত্রিকাগুলো পাঠকদের ইচ্ছা মোতাবেক খবর বানায়। তোমার পাঠকরা যদি তোমার কাছে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না চায়, সত্যি কথা বলে এমন পত্রিকা বিক্রি করার ক্ষমতা আছে কার? পত্রিকার কাটতি বাড়লে কেন আমি সত্যি কথা লিখব না? তবে পুলিস এমনিতেও আমাকে সত্যি কথা ছাপতে দেয় না। ইস্তাম্বুল আর আংকারায় কার্সের সাথে যোগাযোগ আছে এমন পঞ্চাশ জন পাঠক রয়েছে আমাদের। ওদের খুশি করতেই আমরা সব সময়ই ওখানে যে ওরা কত সফলতা অর্জন করেছে সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপাই। সব কিছুকেই অতিরঞ্জিত করি আমরা, কারণ নইলে গ্রাহক সদস্যপদ নাবয়ন করবে না ওরা। কি জানো? ওরা এমনকি ওদের সম্পর্কে ছাপানো মিথ্যাকথাগুলো বিশ্বাসও করে। সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।' হেসে উঠল সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে তোমাকে এই লেখাটা ছাপানোর হুকুম দিয়েছে?' জানতে চাইল তুরগাত বে।

'মাই ডিয়ার স্যার! ভালো করেই জানো তুমি, পাশ্চাত্য সাংবাদিকতার প্রথম নীতি হচ্ছে খবরের উৎসকে গোপন রাখা।'

'আমার মেয়েরা আমাদের এই মেহমানের খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে,' বলল তুরগাত বে। 'আগামীকাল তুমি এই কাগজ বিলি করলে ওরা তোমাকে কোনওদিনই ক্ষমা করবে না। ক্ষ্যাপা কোনও মৌলবাদী ওকে গুলি করে বসলে সেজন্যে নিজেকে দায়ী মনে হবে না তোমার?'

'তুমি ভয় পাচ্ছ?' কা-র দিকে ফিরে হাসল সরদার বে। 'অত ভয় পেলে কাল রাস্তা থেকে দূরে থেক।'

'তারচেয়ে বরং পত্রিকাটা বের না হলেই ভালো হবে,' বলল তুরগাত বে। 'এই সংখ্যাটা বিলি করো না।'

'তাতে আমার গ্রাহকরা মনে ব্যথা পাবে।'

'ঠিকাছে তবে,' বলল তুরগাত বে। একটা অনুপ্রেরণা পেয়েছে সে। 'যেই তোমার কাছে চাইবে তাকেই একটা করে কপি দাও। অন্যদের বেলায় আমার পরামর্শ হবে তুমি আক্রমণাত্মক লেখাটা বাদ দিয়ে একটা নতুন সংস্করণ ছাপাও।'

আইপেক আর কাদিফে একেই সেরা সমাধান বলে একমত হলো। 'আমার পত্রিকাকে এতখানি গুরুত্বের সাথে নিতে দেখে রোমাঞ্চিত বোধ করছি,' বলল সরদার বে। 'কিন্তু নতুন সংখ্যার খরচ বইবে কে? এই কথাটাই তোমাকে বলতে হবে।'

'তোমাকে আর তোমার দুই ছেলেকে একদিন সন্ধ্যায় গ্রিন প্যাশ্চার কাফেয় খাওয়াতে নিয়ে যাবে বাবা,' বলল আইপেক।

'তুমিও গেলে মেনে নিতে পারি,' বলল সরদার বে। 'তবে আগে রাস্তাঘাট খুলুক, অভিনেতাদের দলটা বিদায় নিক। কাদিফেকেও যেতে হবে। কাদিফে হানুম, ভাবছি তুমি আমাকে নতুন লেখাটার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে কিনা যাতে তোমাদের ইচ্ছে মতো লেখাটা বাদ দিতে পারি। তুমি এই ক্যু' দে থিয়েটারের উপর কোনও উদ্ধৃতি যোগাতে পারলে আমাদের পাঠকরা নিশ্চিতভাবেই দারুণ খুশি হবে।'

'না, ও পরবে না। প্রশ্নই ওঠে না,' বলল তুরগাত বে। 'আমার মেয়েকে চেন না?'

'কাদিফে হানুম, আমাদের থিয়েটার ক্যুর পটভূমিতে কার্সের আত্মহত্যার হার বেড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা বলতে পারো? আমি নিশ্চিত আমাদের পাঠকরা এই বিষয়ে তোমার মতামত পছন্দ করবে, বিশেষ করে ওরা যেখানে জানে তুমি মুসলিম মেয়েদের আত্মহত্যার বিরুদ্ধে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘এখন আর আমি ওদের আত্মহত্যার বিপক্ষে নই।’

‘কিন্তু তাতে তুমি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছ না?’ জানতে চাইল সরদার বে। ফলে নতুন আলোচনার সূত্রপাত যদি আশা করেও থাকে, টেবিলে বসা প্রত্যেকে ওর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছে বোঝার মতো যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান থাকায় পিছু হটল সে।

‘ঠিকাছে তাহলে, কথা দিচ্ছি, এই সংস্করণ বিলি করব না।’

‘নতুন সংস্করণ ছাপবে?’

‘এই টেবিল থেকে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই।’

‘তাহলে তোমাকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই,’ বলল আইপেক।

দীর্ঘ অদ্ভুত ধরনের নীরবতা নেমে এল। খুবই স্বস্তিদায়ক লাগল কা-র। বহু বছরের ভেতর এই প্রথম নিজেকে একটা পরিবারের সদস্য বলে মনে হচ্ছে ওর, যাকে পরিবার বলে আখ্যায়িত করা হয় তার যন্ত্রণা ও দায়িত্ব সত্ত্বেও এখন ও বুঝতে পারছে যে এটা এক অটল নৈতিকতায় প্রোথিত, ওর জীবনে খুব অল্প জানা এমন এক অনুভূতি যার জন্যে দুঃখ বোধ করছে ও। আইপেকের সাথে কি স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারবে? সুখের পেছনে দৌড়াচ্ছে না ও–তৃতীয় গ্লাস রাকি খাওয়ার পর এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে ওর কাছে, এমনকি অসুখী থাকতেই পছন্দ করবে বলার মতোও অগ্রসর হয়েছে ও। আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচেছ নৈরাশ্য ভাগাভাগি করে নেওয়া, একটা ছোট নীড় সৃষ্টি করা যেখানে দুটি মানুষ এক সাথে বাস করতে পারে, বাকি দুনিয়াকে দূরে রেখে। এখন মনে হচ্ছে স্রেফ মাসের পর মাস মিলিত হয়েই আইপেক আর ও এমন একটা জায়গা নির্মাণ করতে পারবে। এই দুটো মেয়ের সাথে একটা টেবিলে বসতে পারা, সেদিন বিকেলে ওদের একজনের সাথে মিলিত হওয়ার কথা জানা থাকা, ওদের চেহারার মসৃণতা অনুভব করা, আজ রাতে যখন ও বিছানায় যাবে তখন একা থাকবে না জানা থাকা–যৌন আনন্দ ইঙ্গিত করতেই আগামীকাল পত্রিকাটা বের হবে না বলে নিজেকে বিশ্বাস করতে দিল ও,ওর চেতনা চাঙা হয়ে উঠল।

এরপর কানে আসা কাহিনী আর গুজবের টুকরাটাকরা শুনতে লাগল ও, কারণ ওর বিশাল সুখঃ দুঃসংবাদের ভার নেই সেগুলোর। এ অনেকটা প্রাচীন কোনও মহাকাব্যের ভীতিকর লাইন শোনার মতো। রান্না ঘরের কাজের ছেলেদের একজন যাহিদেকে বলেছে যে বন্দীদের এক বিরাট অংশকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোলপোস্ট তুষারে আধা দেবে যাওয়ায় কেবল আধা দেখা যায় বলে বেশির ভাগকেই সারা দিন বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে এই আশায় যে হয় তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে বা এমনকি মারাও যেতে পারে। ওদের কয়েকজনকে লকার রুমে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে, বাকিদের জন্যে নজীর সৃষ্টি করতে ওদের গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে।

দিনভর যি দেমারকল আর তার বন্ধুদের ছড়িয়ে দেওয়া ত্রাসের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাও, সম্ভবত অতিরঞ্জিত, আছে; ওরা ‘লোকসঙ্গীত ও সাহিত্য’-কে জনপ্রিয় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলতে বেশ কয়েকজন কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীর প্রতিষ্ঠিত মেসোপোটেমিয়া অ্যাসোসিয়েশনে হানা দিয়েছে, তবে সৌভাগ্যবশত সেই সময় ওদের কেউই ওখানে ছিল না, ফলে অফিসে চা বানানোর দায়িত্বে থাকা বুড়ো লোকটাকে তুলে নিয়ে গেছে–লোকটা রাজনীতির ব্যাপারে যারপরনাই নিস্পৃহ–বেধড়ক মারধর করেছে তাকে।

তারপর অন্য তিনজন লোক–ওদের দুজন নাপিত, অন্যজন বেকার–ছয়মাস আগের এক ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিল এরা, এই ঘটনায় অজ্ঞাত পরিচয় কিছু লোক আতাতুর্ক ওঅর্ক প্ল্যান্ট-এর বাইরে স্থাপিত আতাতুর্কের মূর্তির উপর নালার রঙিন পানি ঢেলে দিয়েছিল; এই লোকগুলোর সম্পর্কে তদন্ত শুরু হলেও ওদের কখনওই কারাগারে পাঠানো য়ায়নি। বরং রাত ভর পিটুনির পর শহরের আরও অন্য কয়েকটা আতাতুর্ক বিরোধী ঘটনার দায় স্বীকার করে নিয়েছিল ওরা (ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লাইসির বাগানে স্থাপিত আতাতুর্কের মূর্তির নাক হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে দেওয়া, গ্যাঙ অভ ফিফটিন কাফের দেয়ালে টানানো আতাতুর্কের পোস্টারে কুৎসিত মন্তব্য লেখা এবং সরকারী অফিসের বাইরের আতাতুর্কের মূর্তিকে ধ্বংস করতে এক কসাইকে কাজে লাগানোর ষড়যন্ত্র)।

অভ্যুত্থানের ঠিক পরপর হালিত পাশা অ্যাভিনিউর দেয়ালে শ্লোগান লেখার সময় দুজন কুর্দিশ ছেলেকে ধরে একজনকে গুলি করেছে ওরা; আরেকটা ছেলেকে গ্রেপ্তার করার পর সে বেহুঁশ না হওয়া পর্যন্ত মেরেছে তাকে। এক বেকার তরুণকে মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়ার কথাও আছে, যাতে দেয়ালের গ্রাফিতিগুলো মুছে ফেলতে পারে সে–ছেলেটা পালানোর চেষ্টা করলে তার পায়ে গুলি করেছে ওরা। অসংখ্য ইনফরমারদের কল্যাণে যারা সৈন্য আর অভিনেতাদের নিয়ে আজেবাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল, শহরের টি-হাউসগুলোতে ওদের নিয়ে ভিত্তিহীন গুজব ছড়াচ্ছিল তাদের পাকড়াও করা হয়েছে–কিন্তু এধরনের টালমাটাল সময়ে যেমন হয়ে থাকে–এখনও অসংখ্য গুজব আর অতিরঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছে, হাতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত কুর্দিশ তরুণ থেকে শুরু করে অভ্যুত্থানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিযাব পরা মেয়েদের আত্মৎসর্গ থেকে ইনোনু পুলিস স্টেশনে ওদের আটকে দেওয়া ডিনামাইট ভর্তি ট্রাক পর্যন্ত।

বিস্ফোরকবাহী ট্রাকের কথা বলার সময় কা কান খাড়া করলেও–আগেও আত্মঘাতী বোমার আলোচনা অন্য কারও মুখে শুনেছে ও–সেরাতে কিছুই করল না ও, বরং আইপেকের পাশে শান্তিতে বসে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করে গেল।

অনেক পরে সরদার বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালে তুরগাত বে আর তার মেয়েরা যার যার ঘরে যাবার আগে ওকে বিদায় জানাতে উঠে দাঁড়াল, আইপেককে ওর ঘরে যাবার কথা বলার কথা ভাবল কা। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করলে ওর সুখের উপর ছায়া ঘনিয়ে আসতে পারে ভেবে ভয় পেল, তো কী চায় মুখে না এনেই কামরা ছেড়ে বের হয়ে এল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌত্রিশ

কাদিফেও এটা মেনে নেবে না

মধ্যস্ততাকারী

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল কা। তুষারপাত কমে গেছে। অবশেষে রাস্তার বাতির ম্লান আলো তুষার ঢাকা উঠানে ভৌতিক একটা আবহ সৃষ্টি করেছে, এই দৃশ্যের নৈঃশব্দ্য শান্তি বয়ে আনল ওর মনে। কিন্তু ওর মনের শান্তির তুষারের সৌন্দর্য যতটা না তারচেয়ে বেশি ভালোবাসার সাথে সম্পর্কিত। এত খুশি লাগছে ওর যে এটাও স্বীকার করতে পারবে যে ওর সুখ অংশত ইস্তাম্বুল ও ফ্রাংকফুর্ট থেকে ওর এখানে আসার বিষয়টা জানা থাকার উঁচু বোধ থেকে পাওয়া।

দরজায় টোকা পড়ল। আইপেককে দেখে অবাক হয়ে গেল কা।

'তোমার কথা না ভেবে থাকতে পারছিলাম না, ঘুম আসছিল না আমার,' ভেতরে পা রাখতে রাখতে বলল আইপেক।

সাথে সাথে কা বুঝে গেল এমনকি তুষারপাত বে একই ছাদের নিচে ঘুমালেও একেবারে সকাল অবধি প্রেম করবে ওরা। অপেক্ষার যন্ত্রণা ভোগ না করেই ওকে দুহাতে আলিঙ্গন করাটাই সূক্ষ্মতম বিস্ময়। ওদের দীর্ঘ রাতের মিলন কা-কে সুখের কিংবা অন্তত যাকে ও সুখ বলে ভেবেছে, তার সীমার বাইরে একটা পর্যায় নিয়ে গেল। সময়ের ঊর্ধ্বে চলে গেছে ও, আবেগের প্রতি অবিচল, ওর একমাত্র ক্ষোভ যে এই বেহেশতের খোঁজ পেতে সারা জীবন লেগে গেছে। আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে ঢের বেশি মানসিক শান্তি বোধ করছে। মগজের পেছনে জমা করে রাখা যৌন ফ্যান্টাসির কথা ভুলে গেল ও। ম্যাগাজিনের পর্নোগ্রাফিক ইমেজগুলোও ভুলে গেল। ও আর আইপেক প্রেম করার সময় অভ্যন্তরে সঙ্গীত শুনতে পেল ও। যে গান এর আগে আর কখনও শোনেনি ও। কল্পনাও করেনি। এবং এই গানের ছন্দ অনুসরণ করেই সামনে যাবার পথের দিশা পেল ও।

কিছুক্ষণ পর পর ঘুমে ঢলে পড়ছে ও, গ্রীষ্মে ছুটির স্বপ্ন দেখছে, স্বর্গীয় আলোয় স্নান করে স্বাধীনভাবে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, অমর হয়ে গেছে, ওর বিমান আকাশ থেকে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে, কিন্তু আপেল খাচ্ছে ও, এমন একটা আপেল যেটা কোনওদিনই শেষ করেত পারবে না, চিরদিন অক্ষয় রয়ে যাবে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইপেকের উষ্ণ আপেল আভায় জেগে উঠছে ও। তুষারের আলো আর রাস্তার বাতির ম্লান হলদে আভায় ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছে, চেষ্টা করছে ওগুলোর ভেতরে তাকানোর। ওকে জেগে থেকে নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মনে হচ্ছে অগভীর পানিতে জলকেলী করা একজোড়া তিমি; আর তখনই ও বুঝতে পারছে পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা।

এমনি এক মুহূর্তে, জেগে উঠে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে আছে আবিষ্কার করে আইপেক বলল, 'বাবার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আমি, তোমার সাথে জার্মানিতে যাব।'

এর পর অনেকক্ষণ আর ঘুমোতে পারল না কা। বরং চোখের সামনে ওর পুরো জীবনটাকে সুখের কোনও চলচ্চিত্রের মতো ভেসে যেতে দেখল।

শহরের কোথাও বিস্ফোরণের শব্দ হলো। বিছানা, ঘর আর গোটা হোটেল কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট জোরাল বিস্ফোরণ। দূরে মেশিনগানের গুলির শব্দ পেল ওরা। কার্সকে ঢেকে রাখা তুষারে চাপা পড়ে গেছে আওয়াজটা। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

এরপর আবার যখন জেগে উঠল, বন্দুক যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দুবার উষ্ণ বিছানা থেকে উঠে সিগারেট খেল কা, জানালা দিয়ে ভেসে আসা ঠাণ্ডা হওয়া ওর ঘামে ভেজা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিল। ওর মাথায় কোনও কবিতা এল না। আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সুখী লাগল নিজেকে।

পরদিন সকালে দরজায় টোকার শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখল আইপেক নেই ওর পাশে। কটা বাজে বা ও আর আইপেক কী নিয়ে কথা বলেছে, বা কখন বন্দুকের আওয়াজ থেমেছে তার কোনও ধারণাই করতে পারল না ও।

রিসিপশনিস্ট সেভিত। সুনেয় যেইমের নিমন্ত্রণ নিয়ে ডেস্কে এক অফিসারের আগমনের সংবাদ দিতে এসেছে। এখুনি হাজির হতে হবে কা-কে। ওকে নিয়ে যাবে বলে নিচে অপেক্ষা করছে অফিসার। তারপরও সময় নিয়ে দাড়ি কামাল কা।

কার্সের ফাঁকা রাস্তাঘাট আগের দিন সকালের চেয়ে আরও সুন্দর, মোহনীয় ঠেকল। আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর উজানে কোথাও ভাঙা জানালাঅলা একটা বাড়ি দেখতে পেল ও। বুলেটের ঘায়ে ঝাঁঝরা একটা দেয়াল।

দর্জির দোকানে সুনেয় জানাল আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। 'বেচারা সব ঘরবাড়ি গুলিয়ে ফেলেছে, এখানে আসার বদলে পাহাড়ের আরও উপরের একটা বাড়িতে আক্রমণ করেছে,' ব্যাখ্যা করল সে। 'নিজেকে এত অসংখ্য টুকরোয় পরিণত করেছে যে ইসলাম নাকি পিকেকে-র জন্যে প্রাণ দিয়েছে এখনও জানতে পারিনি।'

একজন বিখ্যাত অভিনেতা ওকে ছেলেমানুষী গুরুত্বের সাথে নিয়ে সিরিয়াসভাবে প্রশ্ন করছে দেখে বিস্মিত হলো কা। মাত্র শেভ করেছে বলে পরিষ্কার, শুদ্ধ মনের শক্তিতে ভরপুর মনে হচ্ছে ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুকে পাকড়াও করেছি আমরা,' বলল সুনেয়। সরাসরি কা-র চোখের দিকে তাকাল সে।

খবরটা শুনে খুশি আড়াল করার প্রবল প্রয়াস পেল কা।

সুনেয়কে বোকা বানানো গেল না। 'মহা শয়তান সে,' বলল সে। 'ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ডের সেই আসল হোতা। এমনি লোকের কাছে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বলে বেড়ালেও সেই হতচ্ছাড়া নির্বোধ তরুণদের আত্মহত্যার দিকে *ঠেলে* দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। ন্যাশনাল সিকিউরিটির এতটুকু সন্দেহ নেই সে গোটা কার্স শহরটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট বিস্ফোরক নিয়েই এখানে এসেছে সে। কীভাবে যেন অভ্যুত্থানের রাতে ওর পেছনে লাগিয়ে দেওয়া আমাদের লোকদের ফাঁকি দিয়েছিল। ব্যাটা যে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিল তার কোনও ধারণাই ছিল না কারও। অবশ্য তুমি তো গতকাল সন্ধ্যায় হোটেল এশিয়ার হাস্যকর সভা সম্পর্কে প্রায় সবই জানো।'

যেন মঞ্চে রয়েছে ওরা, এক সাথে কোনও দৃশ্যে অভিনয় করছে। সুনেয়র উদ্দেশে দরাজ নাটকীয়ভাবে মাথা দোলাল কা।

'আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়ানো এইসব জঘন্য জানোয়ার, প্রতিক্রিয়াশীল আর সন্ত্রাসীদের সাজা দেওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য নয়,' বলল সুনেয়। 'আসলে একটা বিশেষ নাটকে অভিনয় করার ইচ্ছা রয়েছে আমার, সেজন্যেই এখানে এসেছি। টমাস কিড নামে এক ইংরেজ লেখক ছিলেন, লোকে বলে শেকসপীয়র তার কাছে থেকে *হ্যামলেট* চুরি করেছেন। আমি অন্য একটা অনাচারও বের করেছি। কিডের লেখা *দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজিডি* নামে বিস্মৃত একটা নাটক। রক্ত-বিবাদের গল্প এটা, আত্মহত্যার ভেতর দিয়ে শেষ হওয়া ট্র্যাজিডি। *হ্যামলেটের* মতো এই নাটকের ভেতরেও আরেকটা নাটক রয়েছে। পনের বছর ধরে আমি আর ফান্দা এই নাটকে অভিনয় করার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।'

একটা লম্বা জাঁকাল সিগারেট হোল্ডার নাচাতে নাচাতে ফান্দা এসার এলে বেশ ঘটা করে মাথা দুলিয়ে তাকে স্বাগত জানাল কা। ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবেই খুশি করল তাকে। কা-র কাছ থেকে কোনও রকম উৎসাহ না পেয়ে দম্পতিটি এবার *দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজিডি* নিয়ে আলাপে মগ্ন হলো।

'আমরা চাই লোকে আমাদের নাটক উপভোগ করুক, এর ভেতর দিয়ে ঋদ্ধ হয়ে উঠুক, শেষের দিকে আমি প্লটটাকে সরল করেছি,' বলর সুনেয়। 'আজ ন্যাশনাল থিয়েটারে দর্শকদের সামনে সরাসরি অভিনয়ের পরিকল্পনা আছে আমাদের। অবশ্যই একই সময়ে তা টেলিভিশনেও প্রচারিত হবে, যাতে গোটা শহর দেখতে পায়।'

'আমিও খুশি মনেই দেখব সেটা,' বলল কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা চাই কাদিফেও এতে অভিনয় করুক। ফান্দা ওর দুষ্ট হৃদয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় থাকবে। হিযাব পরে মঞ্চে হাজির হবে ফাদিফ। কিন্তু তারপর রক্ত বিষাদ উস্কে দেওয়া রেওয়াজ উপেক্ষা করে সবার দেখার জন্যে মাথা উন্মুক্ত করবেও বেশ দরাজ নাটকীয় একটা ভঙ্গি করে মাথায় কাল্পনিক হিযাব পরার অভিনয় করল সুনেয় বেইম, পরক্ষণেই একটানে খুলে ফেলল ওটা।

'তাতে তো আরও ঝামেলা বাধবে,' বলল কা।

'ভেব না, কোনও সমস্যা নেই। মনে রেখ, এখন সেনাবাহিনী দায়িত্বে রয়েছে।'

'যাক গে, কাদিফে কোওনদিন এটা মেনে নেবে না,' বলল কা।

'কাদিফে ব্লুর প্রেমে পড়েছে,' বলল সুনেয়। 'কাদিফে হিযাব খুললেই সাথে সাথে ব্লুকে ছেড়ে দেব আমি। ওরা এক সাথে বিদেশে কোথাও পালিয়ে গিয়ে চিরকাল সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।'

চমৎকার কোনও তুর্কি মেলোড্রামার মহৎ কোনও খালার মতো ফান্দা এসারের চেহারা থেকে সহানুভূতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা দূরে কোথাও সুখের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে দেখে হাসছে সে। মুহূর্তের জন্যে আইপেকের সাথে নিজের প্রেমের কথা কল্পনা করল কা, ঠোঁটে একই রকম হাসি ফুটিয়ে তুলল ও।

'টিভিতে সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানে কাদিফে হিযাব খুলতে রাজি হবে, এমনটা অন্তত এখনও মনে হচ্ছে না,' বলল কা।

'আমাদের ধারণা, একমাত্র তুমিই হয়তো বলে কয়ে একাজে রাজি করাতে পারবে ওকে,' বলল সুনেয়। 'আমাদের সাথে দরকষাকষি করা আর মহা শয়তানের সাথে দরকষাকষি করা একই কথা। সে জানে তুমি হিযাব পরা মেয়েদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। তাছাড়া, ওর বোনের প্রেমে পড়েছ তুমি।'

'কেবল কাদিফে নয়, ব্লুকেও রাজি করাতে হবে। কিন্তু আগে কাদিফের সাথে কথা বলতে হবে,' বলল কা। এখনও ওর শেষ রূঢ় মন্তব্যের আঘাত সহ্য করছে।

'তোমার যেভাবে ইচ্ছা কাজটা করতে পারো,' বলল সুনেয়। 'যতটা কর্তৃত্ব প্রয়োজন বলে প্রমাণিত হবে তাই দেব তোমাকে, তোমার সেই আর্মি ট্রাকটাও পাবে। আমার পক্ষে আলোচনা করার ক্ষমতা দেওয়া হলো তোমাকে।'

খানিক নীরবতা। কা-র অনীহা ধরে ফেলল সুনেয়।

'আমি এতে জড়াতে চাই না,' বলল কা।

'কেন?'

'বেশ, হয়তো ভয় পেয়েছি বলে। আমি ভয় পেয়েছি। এই মুহূর্তে আমি দারুণ সুখী। নিজেকে ইসলামিস্টদের টার্গেট বানাতে চাই না। যখন ওর উন্মুক্ত মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখবে, ছাত্ররা ধরে নেবে আমিই সেই নাস্তিক যে এর ব্যবস্থা করেছে। এমনকি আমি জার্মানিতে পালিয়ে যেতে পারলেও আমাকে খুঁজে বের করবে। কোনও একদিন গভীর রাতে কোনও রাস্তা ধরে হাঁটার সময় কেউ গুলি করে ফেলে দেবে।'

'আগে আমাকে গুলি করবে ওরা,' গর্বের সাথে বলল সুনেয়। 'তবে ভয়ের কথা স্বীকার করার সাহসের তারিফ করি আমি। বিশ্বাস করো, আমি হচ্ছি সব কাপুরুষের শেষ ঘটানোর কাপুরুষ। এই দেশে একমাত্র কাপুরুষরাই বেঁচে থাকবে। তবে দুনিয়াতে এমন কোনও কাপুরুষ নেই যে কিনা কোনও একদিন নিজের ভেতর বিরাট সাহসের পরিচয় রাখার স্বপ্ন না দেখে। তুমি একমত নও?'

'যেমন বললাম, আমি এখন অনেক সুখী। বীরের অভিনয়ের কোনও ইচ্ছা নেই আমার। বীরের স্বপ্ন অসুখীদের সান্ত্বনা। হাজার হোক, আমাদের মতো লোকে নিজেদের বীরের মতো দাবী করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মানে দাঁড়ায় আমরা একে অন্যকে–বা নিজেকে খুন করতে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ,' জোর দিল সুনেয়। 'কিন্তু তোমার মনের ভেতরে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কি মনে করিয়ে দিচ্ছে না যে, তোমার সুখ খুব দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়?'

'আমাদের মেহমানকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছ কেন?' জানতে চাইল ফান্দা এসার।

'না, সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়,' ভদ্রভাবে বলল কা। 'কিন্তু ভবিষ্যতের কোনও এক সময় ফের অসুখী হয়ে যাব জানি বলেই বীরের মতো এমন কিছু করার ইচ্ছা নেই যার কারণে খুন হতে হবে।'

'যেমন বললে, তুমি নিজেকে না জড়ালে, তোমাকে খুন করতে তোমার জার্মানিতে ফেরা অবধি অপেক্ষা করবে ওরা, ঠিক ওখানেই খুন করবে তোমাকে। আজকের পত্রিকা দেখেছ?'

'তাতে কি আজই আমার মারা যাবার কথা লিখেছে?' হেসে জানতে চাইল কা।

বর্ডার সিটি গেযেট বের করে সামনের পাতা খুলল সুনেয়, আগের সন্ধ্যায় কা-র পড়া লেখাটার দিকে ইঙ্গিত করল।

'"কার্সে এক খোদাহীন মানুষ!"' গমগমে কণ্ঠে পড়ল ফান্দা এসার।

'ওটা গতকালের প্রথম সংস্করণের লেখা,' সহজ কণ্ঠে বলল কা। 'পরে সন্ধ্যায় লেখাটার ভুল শুধরে আবার নতুণ সংস্করণ ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরদার বে।'

'শেষ পর্যন্ত সেটা পারেনি। সকালে এই সংস্করণটাই বিলি করা হয়েছে। কোনও দিন কোনও সাংবাদিকের মুখের কথা বিশ্বাস করো না। তবে আমরা তোমাকে রক্ষা করব। মিলিটারির বিরুদ্ধে এইসব মৌলবাদী কিছুই করতে পারবে না। তো স্বাভাবিকভাবেই একজন পশ্চিমা এজেন্টের দিকে গুলি ছুঁড়েই ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে চাইবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমিই সরদার বে-কে এটা লিখতে বলেছিলে নাকি?' জানতে চাইল কা।

ভূরু নাচিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল সুনেয়, সম্মানিত লোকের আঘাত পাওয়ার ভান করল। কিন্তু তারপরেও ওকে দ্রুত রাজনীতিকে পরিণত হতে যাচ্ছে বলে শনাক্ত করতে পারল।

'আমাকে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা দিতে রাজি হলে আমি তোমার মধ্যস্ততাকারী হব,' বলল কা।

জ্যাকোবিন কায়দায় কা-কে জড়িয়ে ধরে কথা দিল সুনেয়। ওকে অভিনন্দন জানাল সে, নিশ্চয়তা দিয়ে বলল তার দুজন লোক কখনওই কা-র পাশ থেকে নড়বে না।

'প্রয়োজনে ওরা তোমার হাত থেকেই বাঁচাবে তোমাকে!' জোর গলায় বলল সে।

কা-র মিশনের বিস্তারিত পরিকল্পনা করার জন্যে বসল ওরা। নাশতার সুরভিত দুই কাপ চা রইল ওদের সাহায্য করার জন্যে। সারাক্ষণ হাসছে ফান্দা এসার, যেন অত্যন্ত প্রতিভাবান কোনও অভিনেতা সবে যোগ দিয়েছে ওদের দলে। কিছুক্ষণ *দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজিডি*'র শক্তি নিয়ে কথা বলল সে। কিন্তু কা-র মন তখন অন্য কোথাও। দর্জির দোকানের উঁচু জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া বিস্ময়কর শাদা আলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও।

দোকান থেকে বেরিয়ে দুজন মারকুটে সশস্ত্র প্রহরীর মুখোমুখি হতেই ওর স্বপ্ন টুটে গেল, এরাই ওকে পাহারা দেবে। মনে মনে ওদের অন্তত একজনকে সামান্য পোশাকের রুচি সম্পন্ন অফিসার বা শাদা পোশাকের পুলিস হবে বলে আশা করেছিল। অনেক দিন আগে এক বিখ্যাত লেখক টেলিভিশনে বলেছিলেন যে, তুর্কিরা নির্বোধ এবং তিনি ইসলামে বিশ্বাস করেন না, তাঁর জীবনের শেষ ভাগে সরকারের তরফ থেকে পাওয়া দুজন দেহরক্ষীসহ তাকে একবার দেখেছিল কা। অসাধারণ ছিল ওদের আচরণ, স্টাইলিশ পোশাক থাকত ওদের পরনে। কা-র ভাবনায় বিরোধী পক্ষের লেখকদের সাথে মানানসই কিছুটা অতিরঞ্জিত আনুগত্যে দেখাত ওরা। ওরা কেবল তার ব্যাগই বইত না, বরং তাঁকে দরজা খুলে দিত, সিঁড়ি ঘরে হাত দিয়ে ঘিরে রাখত যাতে কোনও শত্রু বা ভক্ত কাছে ঘেঁসতে না পারে।

কিন্তু আর্মি ট্রাকে কা-র পাশে বাস সৈনিকরা একেবারে ভিন্ন ধরনের, ওদের হাবভাবে প্রহরী নয় বরং জেলারসুলভ মনে হচ্ছে।

হোটেল থেকে যখন বের হয়ে এল কা, সকালের গোড়ার দিকে যেমন সুখী লাগছিল ঠিক তেমনি সুখী মনে হলো নিজেকে। আইপেককে দেখার জন্যে মনটা অস্থির-লাগলেও নিজের মিশনের কথা বলতে হবে ভেবে ভয় হচ্ছে। ব্যাপারটাকে ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে নিতে পারে ভেবে ভয় হচ্ছে। গোটা পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা যত ছোটই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত ওদের ভালোবাসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে ভালো হবে, ভাবল ও, আগেই একা কাদিফের সাথে দেখা করা গেলে। কিন্তু লবিতে আইপেকের সামনেই পড়ে গেল ও।

'তোমাকে যেমন মনে আছে তার চেয়েও ঢের সুন্দর লাগছে,' সবিস্ময়ে আইপেকের দিকে তাকিয়ে বলল কা। 'সুনেয় যেইম একটা মিটিংয়ে তলব করেছিল আমাকে। চাইছে আমি যেন তার মধ্যস্ততাকারী হই।'

'কী জন্যে?'

'ব্লুকে পাকড়াও করেছে ওরা। গতকাল সন্ধ্যায় ঘটেছে ব্যাপারটা,' বলল কা। 'তোমার চেহারা বদলে যাচ্ছে কেন? আমাদের কোনও বিপদ নেই। হ্যাঁ, কাদিফে দুঃখ পাবে। তবে আমার চোখে এটা একটা স্বস্তির ব্যাপার, বিশ্বাস করো।' ঝটপট সুনেয় কী বলেছে, গতরাতের গুলির আওয়াজ, বন্দুক যুদ্ধ, ইত্যাদি সব খুলে বলল কা। 'আজ সকালে আমাকে ঘুম থেকে না তুলেই চলে গেছ তুমি। চিন্তা করো না। আমি সব সামাল দিচ্ছি, কারও ফুলের টোকাটিও লাগবে না। আমরা ফ্রাংকফুর্টে যাচ্ছি, সুখী হতে যাচ্ছি। বাবার সাথে কথা বলেছ?' ওকে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানাল ও। সেজন্যই ব্লুর সাথে কথা বলতে পাঠাবে ওকে সুনেয় যেইম, তবে তার আগে কাদিফের সাথে কথা বলতে হবে। আইপেকের চোখে চরম উৎকণ্ঠার দৃষ্টি দেখতে পেল ও, ওর জন্যে আইপেকের উদ্বেগের চিহ্ন। এটা খুশি করে তুলল ওকে।

'কয়েক মিনিট পরেই কাদিফেকে উপরে পাঠাচ্ছি,' বলে চলে গেল আইপেক।

ঘরে ঢুকে কা দেখল কে যেন বিছানা করে গেছে। যে ঘরটায় জীবনের সবচেয়ে সুখের রাত কাটিয়েছিল ও, সেটা বদলে গেছে। বাইরের তুষারের ঝলক বিছানাটাকে এক নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, ম্লান পর্দা–এমনকি ঘরের ভেতরের নীরবতাকে ভিন্ন রকম ঠেকল। তবে নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেওয়ার জন্যে এখনও ওদের ভালোবাসার সুবাস রয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল ও, কাদিফে আর ব্লুর সহযোগিতা আদায় করতে না পারলে সামনে কী ঝামেলা অপেক্ষা করে আছে সে ভাবনায় মগ্ন।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল কাদিফে। 'ব্লুর বন্দীত্ব সম্পর্কে যা জানেন বলুন,' বলল ও। 'ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে ওরা?'

'ওকে মারধর করলে আমাকে আর দেখতে দিত না,' বলল কা। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে নিয়ে যাবে ওরা। হোটেলের সভার পরপরই পাকড়াও করেছে ওকে। এটুকুই জানি।'

জানালা দিয়ে নিচের তুষার ঢাকা অ্যাভিনিউর দিকে তাকাল কাদিফে। 'তো এখন আপনি সুখী মানুষ আর আমি দুঃখী। স্টোরেজ রুমে আমাদের সাক্ষাতের পর অবস্থা কেমন পাল্টে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতকাল ২১৭ নম্বর রূমে ওদের সাক্ষাতের কথা ভাবল কা। ওর দিকে বন্দুক ধরে রেখেছিল কাদিফে, ব্লুর সাথে দেখা করতে যাবার আগে পোশাক খুলতে বাধ্য করেছিল ওকে। দূরবর্তী মিষ্টি স্মৃতি ওদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে।

'এটাই পুরো ব্যাপার নয়, কাদিফে,' বলল কা। 'সুনেয়র লোকজন মোটামুটি নিশ্চিত যে ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ডের পেছনে ব্লুর হাত আছে। আরও বড় কথা, মনে হচ্ছে যে ইয়মির টেলিভিশনের উপস্থাপকের সাথে ওর যোগাযোগ উল্লেখ করা ডোশিয়ে কার্সে এসে গেছে।'

'ওর লোকজন কারা?'

'কার্স এমআইটি-র মুষ্টিমেয় কিছু লোক আর ওর সাথে সম্পর্কিত দুচারজন সৈনিক। তবে সুনেয় পুরোপুরি ওদের পকেটে ভেব না যেন। ওর শিল্পীসুলভ আকাঙ্ক্ষাও আছে। আমাকে এই প্রস্তাবটা দিতে বলেছে সে। সন্ধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারে একটা নাটকের অভিনয় করতে যাচ্ছে সে। তার ইচ্ছা তুমি সেটায় অভিনয় করবে। মুখ ভেঙচাবে না–শোনো। সরাসরি টিভি সম্প্রচারও হবে সেটা, আবার গোটা কার্স শহর দেখবে। তুমি অভিনয় করতে রাজি হলে আর ব্লু মাদ্রাসার ছাত্রদের নাটকটা দেখতে আসতে রাজি করাতে পারলে, ওরা শান্তভাবে বসে থাকে যদি, ভদ্রভাবে সময় মতো হাততালি দিলে, ব্লুকে ছেড়ে দেবে সুনেয়। তারপর গোটা ব্যাপারটাই ভুলে যাওয়া যাবে। ফুলের টোকা ছাড়াই এসব থেকে রক্ষা পাব আমরা। ওরা আমাকে মধ্যস্তকারী হতে বলেছে।'

'কী নাটক?'

টমাস কিড ও *দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজিডি* সম্পর্কে যা জানে সব বলল কা। নাটকটাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য সুনেয়র কিছু অদল বদল সম্পর্কেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিল। 'ঠিক একইভাবে আনাতোলিয়ায় দীর্ঘ সফরের সময় ওরা কর্নেলি, শেকসপীয়র ও ব্রেখটকে বেলি ড্যান্স আর অশ্লীল গান যোগ করে আরও প্রাসঙ্গিক করে নিয়েছিল।'

'বোধ হয় আমাকেই টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারের সময় ধর্ষিত হয়ে রক্ত-বিবাদ শুরু করতে হবে।'

'না। তুমি হলে হিযাব পরা সত্যিকারের স্প্যানিশ লেডি, কিন্তু শেষে রক্ত-বিবাদে তিতিবিরক্ত হয়ে প্রবল রাগে বিদ্রোহী নায়িকা হতে মাথার কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে।'

'তুরস্কে বিদ্রোহী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে স্কার্ফ খুলতে হয় না বরং আরও ভালো করে চাপাতে হয়।'

'এটা স্রেফ একটা নাটক, কাদিফে। যেহেতু নাটক, সুতরাং এখানে তোমার মাথার পর্দা খোলাটা কোনও সমস্যা হওয়ার কথা না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝতে পারছি, আমার কাছে কী চাইছে ওরা। কিন্তু নাটক হলেও, নাটকের ভেতর নাটক হলেও, মাথা উন্মুক্ত করব না আমি।'

'দেখ, কাদিফে, দুই দিনের মধ্যে তুষার গলে যাবে, পথঘাট খুলে যাবে। জেলে আটক লোকজনকে এমন সব লোকের হাতে তুলে দেওয়া হবে যাদের মনে দয়ামায়ার বালাই নেই। তা যদি ঘটে, ব্লুকে আর কোনওদিন দেখবে না তুমি। ব্যাপারটা ঠিক মতো ভেবে দেখেছ?'

'ঠিক মতো ভাবলে রাজি হয়ে যাবার ভয় হচ্ছে।'

'স্কার্ফের নিচে পরচুলা পরতে পারো। তাহলে আর তোমার আসল চুল দেখতে পাবে না কেউ।'

'পরচুলা পরতে চাইলে চেনাজানা আরও অনেকের মতো বেশ আগেই তা পারতাম, তাহলে ইউনিভার্সিটিতেও ফিরে যেতে পারতাম।'

'এটা ইউনিভার্সিটি থেকে দূরে থেকে সম্মান বাঁচানোর প্রশ্ন নয়। ব্লুকে বাঁচাতেই কাজটা করতে হবে তোমাকে।'

'বেশ, দেখা যাক আমার হিযাব খুলে নিজেকে বাঁচাতে চাইবে কিনা ব্লু।'

'অবশ্যই চাইবে,' বলল কা। 'মাথা খুলে ওর সম্মানে আঘাত দেবে না তুমি। হাজার হোক, তোমাদের সম্পর্কের কথা কারও জানা নেই।'

কাদিফের চোখে ক্রোধের ছাপ দেখে কা বুঝে গেল ওর দুর্বল জায়গা বের করে ফেলেছে ও। কিন্তু পরক্ষণেই ওর উদ্দেশে রহস্যময় একটা হাসি দিল সে। ফলে শঙ্কিত বোধ করল কা। এই ভয়ের সাথে ঈর্ষাও মিশে আছে। কাদিফে এবার আইপেক সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবে ভেবে ভয় হলো ওর।

'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, কাদিফে,' বলল ও। নিজের কণ্ঠে ভয়ের অদ্ভুত সুর শুনতে পাচ্ছে। 'আমি জানি তুমি সাহসের সাথে এর মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও স্পর্শকাতর। বহু বছর রাজনৈতিক আশ্রয়ে কাটানো একজন হিসাবে কথাটা বলছি আমি। আমার কথা শোন, জীবন নীতির কোনও ব্যাপার নয়, এটা সুখের ব্যাপার।'

'কিন্তু নীতি ছাড়া, বিশ্বাস ছাড়া কিছুতেই সুখী হওয়া সম্ভব নয়,' বলল কাদিফে।

'ঠিক। কিন্তু আমাদের এই দেশের মতো নিষ্ঠুর দেশে যেখানে মানুষের জীবন একেবারেই সস্তা, সেখানে বিশ্বাসের জন্যে জীবনটাকে ধ্বংস করে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। বিশ্বাস, পরম আদর্শ–কেবল ধনী দেশের লোকেরাই এমন বিলাসিতা উপভোগ করতে পারে।'

'আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। গরীব দেশে মানুষ বিশ্বাস থেকে আসা সান্ত্বনাই লাভ করতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ওদের বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো সত্যি না, বলতে গিয়েও জিভ সামলে রাখল কা। তার বদলে বলল, ' কিন্তু তুমি গরীবদের কেউ নও, কাদিফে। তুমি ইস্তাম্বুলের মেয়ে।'

'সেকারণেই আমি যা বিশ্বাস করি তাই করি। ভণ্ডামি করি না। আমি মাথা উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা আধাখেঁচড়া কিছু হবে না। সত্যি সত্যি করব।'

'ঠিকাছে, তাহলে, এ ব্যাপারে কী বলবে তুমি? ধরা যাক, ওরা সরাসরি দর্শকদের উপস্থিতিতে অভিনয়ের ব্যাপারটা বাদ দিল। ওরা যদি স্রেফ টেলিভিশনে দেখায় আর কার্সের লোকেরা কেবল এই অভিনয়ই দেখে। তো তোমার ক্ষেপে ওঠার অংশে পৌঁছানোর পর কেবল তোমার হাত স্কার্ফ খুলছে দেখিয়ে তোমার মতোই দেখতে আরেক মহিলার দিকে কাট করে নিয়ে কেবল পেছন থেকে তার চুল দোল খেতে দেখালে কেমন হয়?'

'এটা তো পরচুলা পরা থেকেও বেশি অসম্মানজনক,' বলল কাদিফে। 'আর যখন অভ্যুত্থানের অবসান ঘটবে, সবাই ভাববে আমি আসলেই মাথা উন্মুক্ত করেছি।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা, আল্লাহর আইনকে সম্মান করা, নাকি লোকে তোমার সম্পর্কে কী বলতে পারে সেটা ভাবা? গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমরা কাজটা এভাবে করলে তোমাকে হিযাব খুলতে হবে না। কিন্তু লোকে কী ভাববে ভেবে বেশি চিন্তিত হয়ে থাকলে, এটা কোনও সমস্যা নয়। কারণ এইসব ফালতু ব্যাপার শেষ হয়ে যাবার পর আমরা সবাইকে শেষ মুহূর্তের অদলবদলের ব্যাপারটা খুলে বলব। ব্লুকে বাঁচাতে এসব করতে তৈরি ছিলে তুমি জানাজানি হলে মাদ্রাসার ছেলেরা এখনকার চেয়ে আরও বেশি অবাক মানবে।'

'আপনার মাথায় একথাটা কি এসেছে,' বলল কাদিফে, হঠাৎ করে একদম বদলে গেছে ওর কণ্ঠস্বর। 'আপনি আপনার পুরো শক্তি দিয়ে এমন কিছু করাতে রাজি করানোর চেষ্টা করতে গিয়ে এমন সব কথা বলছেন যেগুলো নিজেই বিশ্বাস করেন না?'

'সেটা হতে পারে। তবে এখনকার ব্যাপার তা নয়।'

'কিন্তু যদি হয়, আর শেষ পর্যন্ত আপনি এই মানুষটাকে রাজি করাতে পারেন, তবে কি তাকে বোকা বানানোর জন্যে, মানে বলতে চাইছি, তাকে একপায়ে খাড়া করে রাখার জন্যে খানিকটা অনুতাপ হবে না?'

'এটা তোমাকে একপায়ে খাড়া করে রাখার কোনও ব্যাপার না, কাদিফে। বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যে এটাই তোমার একমাত্র সুযোগ। সুনেয়র লোকেরা নিষ্ঠুর। ব্লুকে ফাঁসি দিতে চাইলে দ্বিধা করবে না–তুমি নিশ্চয়ই তাকে এমন কিছু করতে দিতে তৈরি নও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধরা যাক সবার সামনে মাথা উন্মুক্ত করলাম। সেটা হবে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। ওরা ব্লুকে ছেড়ে দেবে, তার প্রমাণ কী? কেন তুর্কি সরকারের তরফ থেকে আসা কোনও ওয়াদা বিশ্বাস করতে যাব আমি?'

'ঠিক বলেছ। ওদের সাথে এনিয়ে আলাপ করব আমি।'

'কার স্যাথে কখন কথা বলতে যাচ্ছেন আপনি?'

'প্রথমে ব্লুর সাথে দেখা করে তারপর সুনেয়র সাথে কথা বলব।'

দুজনই নীরব রইল ওরা। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কাদিফে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যেতে রাজি আছে। কিন্তু তারপরেও নিশ্চিত হতে চায় কা। তাই ঘড়ির দিকে তাকানোর ভান করল।

'ব্লুকে কে আটক করেছে, আর্মি না এমআইটি?'

'জানি না। তাতে কিছু আসে যায় না।'

'আর্মি হলে হয়তো ওর উপর অত্যাচার চালানো হয়নি,' বলল কাদিফে। একটু থামল ও। 'আমি চাই এগুলো ওকে দিন আপনি।' মাদার অভ পার্লের আস্তরণ দেওয়া একটা সেকেলে লাইটার আর এক প্যাকেট লাল মার্লবরো ওর হাতে দিল কাদিফে। 'লাইটারটা বাবার। এটা দিয়ে সিগারেট ধরাতে পছন্দ করবে ব্লু।'

'সিগারেট নিলেও লাইটারটা নিল না কা। 'ওকে লাইটার দিলে আগে তোমার সাথে কথা বলতে এখানে আসার কথা জেনে যাবে ব্লু।'

'জানবে না কেন?'

'কারণ তাহলে সে জেনে যাবে, কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছি আমি, তখন তোমার সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাইবে সে। তোমার সাথে আগে কথা বলা কিংবা তুমি সত্যিই হিযাব খুলতে রাজি হয়েছে, বলা চলে ওকে বাঁচানোর স্বার্থে, এসব ওকে জানানোর ইচ্ছে নেই আমার।'

'তা কি ও কোনওদিনই রাজি হবে না জানেন বলে?'

'না। সে বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী লোক; ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচবে জানলে হিযাব খোলার মতো কোনও কাজ করতে রাজি হবেই। কিন্তু সরাসরি তার কাছে যাবার বদলে আগে তোমার কাছে আসার ব্যাপারটা কোনওদিনই মেনে নেবে না।'

'কিন্তু এটা তো স্রেফ রাজনীতির কোনও ব্যাপার না; ব্যক্তিগতও। আমার আর ওর ভেতরের বিষয়। ব্যাপারটা ব্লুর বোঝার কথা।'

'তা হয়তো হতে পারে, কাদিফে, কিন্তু আমার মতো তুমিও জানো, সে সবার আগে জানতে চায়। তুর্কি ও রাজনৈতিক ইসলাপন্থী সে। আমি ওকে গিয়ে বলতে পারি না, "শোন, তোমাকে বাঁচাতে ঘোমটা খুলতে রাজি হয়েছে কাদিফে।" এটা যে ওরই সিদ্ধান্ত, তাকে বিশ্বাস করতেই হবে। ওকে বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব আমি–তুমি পরচুলা পরবে নাকি অন্য কোনও মেয়ের চুলের সাথে মন্তাজের ব্যবস্থা করাই ভালো হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে এতে করে তোমার সম্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা পাবে আবার সমস্যারও সমাধান মিলবে। বিশ্বাস করো, কোনওদিনই অমন ঘোলাটে জায়গায় পা বাড়াবে না সে যেখানে মর্যাদা সম্পর্কে তোমার আপোসহীন ধারণা ও তার অধিকতর বাস্তব ভিত্তিক উপলব্ধির সাথে খাপ খাবে না। হিযাব খুলতে হলে কোনও রকম চালাকি খাটিয়ে তোমাকে দিয়ে প্রকাশ্যে কাজটা করাতে চাইবে না সে।'

'আপনি ব্লুকে ঈর্ষা করছেন,' বলল কাদিফে। 'এমনকি আপনি তাকে মানুষ হিসাবেই বিবেচনা করতে চান না। আপনি আর পাঁচজন রিপাবলিকান সেক্যুলারিস্টের মতোই, পাশ্চাত্যকৃত নয় এমন কাউকে দেখলেই তাকে আদিম অচ্ছুত ছোটলোক হিসাবে বাতিল করে দেন; মনে মনে বলেন ঠিকমতো পিটুনি দিলেই ব্যাটা মানুষ হয়ে যাবে। ব্লুর চামড়া বাঁচাতে আমাকে আর্মির সামনে মাথা নোয়াতে দেখে আমোদ পাবেন আপনি? এমন কিছু থেকে আমোদ পাওয়াটা গর্হিত কাজ; কিন্তু আপনি এমনকি সেটা আড়াল করারও চেষ্টা করছেন না।' ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখজোড়া। 'যাহোক, এটাকে ব্লুরই সিদ্ধান্ত হতে হলে, আপনি আলোকিত ইংরেজ হয়ে থাকলে সুনেয়র ওখান থেকে সোজা ওর কাছে গেলেন না কেন? কারণটা আমি বলছি। আপনি আমাকেই মাথা নোয়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে চেয়েছেন, যাতে নিজেকে ব্লুর চেয়ে উন্নত মনে হয় আপনার। আপনাকে যে মানুষটা ভীত করে তোলে।'

'একটা ব্যাপারে ঠিক বলেছ তুমি, আমাকে ভীত করে তোলে সে। কিন্তু তোমার বাকি সব কথা অন্যায়, কাদিফে। ধরা যাক, আমি আগে ব্লুর কাছে গিয়ে তোমার হিযাব খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে এলাম। সেটাকে তুমি হুকুম হিসাবে দেখতে। অস্বীকার করতে।'

'মধ্যস্থতাকারী নন, আপানি স্বৈরাচারের দালালী করছেন।'

'আমার একমাত্র লক্ষ্য এই শহর থেকে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে যাওয়া। অভ্যুত্থানকে আমার চেয়ে গুরুত্বের সাথে নিতে পারবে না তুমি। এরই মাধ্যে কার্সের বাসিন্দাদের সামনে নিজেকে সাহসী, চতুর, নীতিবান মেয়ে হিসাবে প্রমাণ করতে যথেষ্ট করেছ তুমি। আমরা এ থেকে বের হয়ে আসার পর আমি আর তোমার বোন ফ্রাংকফুর্টে চলে যাব। ওখানে সুখের দেখা পাবার আশা করছি আমরা। তোমাকেও একই কাজ করার পরামর্শ দেব আমি–সুখের দেখা পেতে যেকোনও কিছু করো। তুমি আর ব্লু এখান থেকে চলে যেতে পারলে যে কোনও ইউরোপিয় শহরে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে আজীবন সুখে দিন কাটাতে পারবে। তোমার বাবাও যে তোমাদের সাথে যেতে চাইবে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আগে, আমার উপর তোমাকে বিশ্বাস রাখতেই হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখ সম্পর্কে এত কথা কাদিফের গাল বেয়ে বিশাল অশ্রুধারা বইয়ে দিল। খুবই শীতল ভঙ্গিতে হেসে চট করে হাতের পিঠে চোখের পানি মুছল ও, ওর হাসিটাকে ভীতিকর ঠেকল কা-র। 'আমার বোনও সত্যিই কার্স ছেড়ে যাবে, নিশ্চিত আপনি?'

'আমি তাই মনে করি,' বলল কা। তবে ওর কণ্ঠস্বরে তেমন নিশ্চয়তা ফুটল না।

'ব্লুকে লাইটার দিতে বা আমার কাছে আগে আসার কথাটা ওকে বলার জন্যে জোর করব না,' বলল কাদিফে। এখন উদ্ধত কিন্তু ধৈর্যশীল রাজকুমারীর ঢঙে কথা বলছে সে। 'কিন্তু কারও সামনে হিযাব খোলার আগে আমাকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে যে ওকে ওরা ছেড়ে দেবে। সুনেয় বা তার কোনও স্যাঙ্গাতের চেয়ে বড় কারও নিশ্চয়তা চাইব আমি। আমরা সবাই জানি তুর্কি সরকারের কথার কতখানি দাম।'

'তুমি খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে, কাদিফে। তোমার মতো করে কার্সের আর কেউই সুখী হওয়ার দাবী রাখে না,' বলল কা। 'নেসিপ ছাড়া!' যোগ করতে প্রলুব্ধ হলো ও, কিন্তু কথাটা মনে আসতে না আসতেই আবার বিস্মৃত হলো ও। 'তুমি লাইটারটা দিলে ওটা ব্লুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। তবে আমাকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করো।'

ওর হাতে লাইটারটা তুলে দিতে সামনে ঝুঁকে এল কাদিফে। এবং ওদের কারওই প্রত্যাশায় ছিল না এমন এক উষ্ণতার সাথে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। চকিত এক মুহূর্তের জন্যে কাদিফের শরীর স্পর্শ করার রোমাঞ্চটুকু উপভোগ করল কা। ওর বোনের চেয়ে অনেক সরু, হালকা। তবে ওকে চুমু খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখল ও। এক মুহূর্ত বাদে দরজায় বিরাট টোকা পড়ায় সিদ্ধান্তটাকে ভালো মনে না করে পারল না ও।

একটা আর্মি ট্রাক ওর জন্যে অপেক্ষা করছে বলে খবর দিতে এসেছে আইপেক। দরজায় দাঁড়িয়ে কোমল অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওদের চোখের দিকে তাকাল ও, যেন কা আর কাদিফের সিদ্ধান্ত বোঝার চেষ্টা করছে। ওকে চুমু না খেয়েই ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল কা। করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপরাধী বিজয়ের সাথে দু'বোনকে নীরবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে থাকতে দেখল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁয়ত্রিশ

আমি কারও এজেন্ট নই

হাজতে ব্লুর সাথে কা

করিডরে কাদিফে আর আইপেকের আলিঙ্গনের দৃশ্য দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়ে রইল কা-র মনে। আতাতুর্ক ও হালিত পাশা অ্যাভিনিউর মোড়ে আর্মি ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসে শহরের একমাত্র ট্রাফিক লাইটের বদলের অপেক্ষার সময় রাস্তার যথেষ্ট উপরে থাকায় একটা প্রাচীন আর্মেনিয় বাড়ির রঙহীন দোতালার জানালা দেখতে পাচ্ছিল ও। টাটকা হাওয়া ঢোকার সুযোগ করে দিতে কেউ হয়তো খুলে রেখেছে ওটা। হালকা হাওয়ায় শাটার দোল খাচ্ছে, পর্দা অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, ফলে ভেতরে দেখতে পেল কা এবং সাথে সাথে বুঝে গেল একটা গোপন রাজনৈতিক সভা প্রত্যক্ষ করছে ও–আসলে ভেতরে ঘটনা সম্পর্কে ওর সচেতনতা এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল যেন কোনও এক্স-রে পরখ করছে একজন ডাক্তার। তাই এক ফ্যাকাশে চেহারার ভীত মহিলা ছুটে এসে পর্দা টেনে দিলেও ওই উজ্জ্বল কামরায় কী ঘটছে সেটা অসাধারণ নির্ভুলতার সাথে আন্দাজ করে ফেলল। কার্সের দুজন পোড়খাওয়া কুর্দিশ জঙ্গী এক শিক্ষানবীশ চাঅলার সাথে কথা বলছে, গতরাতের রেইডে প্রাণ হারিয়েছে এর বড় ভাই। চুলোর পাশে ঘর্মাক্ত কলেবরে উবু হয়ে বসে আছে এখন। গাযো ব্র্যান্ডের ব্যান্ডেজে শরীর জাড়িয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে জঙ্গীরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ফাক-বে অ্যাভিনিউর পুলিস হেডকোয়ার্টারে ঢুকে বোমাটা ফাটিয়ে দেওয়া কত সহজ কাজ হবে।

কা অবশ্য নিজের গন্তব্য আঁচ করতে পারেনি। ওকে পুলিস স্টেশন বা প্রজাতন্ত্রের গোড়ার দিকে নির্মিত এমআইটি-র হেডকোয়ার্টার বিশাল চৌকো দালানে নিয়ে যাওয়ার বদলে আর্মি ট্রাকটা ফাকে-বে অ্যাভিনিউ ধরে সোজা আগে বেড়ে অতাতুর্ক অ্যাভিনিউ বরাবর এগিয়ে গিয়ে অবেশেষ শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত মিলিটারি কম্পাউন্ডে ঢুকল। ১৯৬০-এর দশকে জায়গাটাকে পার্কে পরিণত করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সত্তর দশকের সেনা অভ্যুত্থানের পরপরই জায়গাটা ঘিরে একটা দেয়াল তুলে দেয় ওরা। অচিরেই এটা ব্যারাক, নতুন কমান্ড হেডকোয়ার্টার, ট্রেইনিং গ্রাউন্ড নিয়ে গ্যারিসনে রূপান্তরিত হয়। একঘেয়েমিতে ভোগা বাচ্চারা ছেঁটে ফেলা পপলার গাছের মাঝে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাপন্থী পত্রিকা *ফ্রি নেশন* মোতাবেক নতুন অধিবাসীদের কল্যাণে কার্স সফরে এসে পুশকিন যে বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন সেটা এবং কবির সফরের পঞ্চাশ বছর পর কস্যাক ঘোড়সওয়ারদের জন্যে সিজারের নির্মিত আস্তাবল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ব্লুকে ওরা যে ঘরে আটকে রেখেছে এই আস্তাবলের ঠিক পাশেই রয়েছে সেটা। একটা অলিভার গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো প্রীতিকর পাথুরে দালানের সামনে ওকে নামিয়ে দিল ওরা। কা লক্ষ করল তুষারের ভারে নেতিয়ে পড়েছে গাছটার ডালপালা। ভেতরে দুজন ভদ্রলোককে দেখে নিমেষে ওদের এমআইটি-র অপারেটিভ ধরে নিল ও। গাযো টেপের একটা রোল আর একটা টেপরেকর্ডার তুলে নিল ওরা। ১৯৯০-এর দশকের জিনিস হলেও ওটাকে দারুণরকম আদিম মনে হলো। টেপরেকর্ডাটা টেপ দিয়ে ওর বুকে সেঁটে দিয়ে **অন/অফ** বাটন চালানোর কায়দা শিখিয়ে দিল ওরা। নিচের তলার বন্দীর প্রসঙ্গ উঠলে ধরা পড়ে সে ওর সাথে সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ায় ওরা দুঃখ পেয়েছে মনে হলো। আবার একই সময়ে এটাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল বন্দীর কাছ থেকে কা জবানবন্দী আদায় করতে পারবে বলে আশা করছে ওরা—বিশেষ করে তার খুন-খারাবি বা অন্যদের হাতে করানো হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। ওর এখানে আসার আসল কারণ ওদের জানা থাকতে পারে, একথা কা-র মাথায় এল না।

সিজারের আমলে রাশান অশ্বারোহী বাহিনী এই পাথুরে দালানটাকে হেডকোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করার সময় একটা শীতল সিঁড়িঘর বেয়ে বিশাল জানালাবিহীন কামরায় যাওয়া যেত; উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের সাজা দেওয়া হতো এখানে। তুর্কি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কিছুদিনের জন্যে সেলটা ডিপোর কাজ দিয়েছে। তারপর শীতল যুদ্ধের আতঙ্কের সময় আদর্শ ফলআউট শেল্টারে পরিণত করা হয় এটাকে। কা যেমন ভেবেছিল সে তুলনায় এখনও ঢের বেশি পরিষ্কার ও আরামদায়ক এটা।

আর্সেনিক ফার্নেসে বেশ ভালোই উষ্ণ হয়ে আছে কামরাটা (বেশ কয়েক বছর আগে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াসে এলাকার প্রধান ডিস্ট্রিবিউটার মুহতার দান করেছিল এটা); কিন্তু বিছানায় শুয়ে বই পড়ায় মগ্ন ব্লু পরিষ্কার আর্মি ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে জড়ানো অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে। কা-কে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে, পায়ে জুতো গলাল; ওটার লেস খুলে ফেলা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক একটা ভাব করলেও হাসতে পারছে। কা-র সাথে হাত মিলিয়ে পরক্ষণেই কাজের কথা পাড়তে ইচ্ছুক এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কারও মতো দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ফরমিকা টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ওরা টেবিলের উল্টোদিকে আসন গ্রহণ করার পর সামনের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের বাটে ঠাসা একটা অ্যাশট্রে দেখতে পেল কা; মার্লবরোর প্যাকেটটা বের করে ব্লুর দিকে ঠেলে দিল। কাজটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার সময় এখানকার আরামপ্রদ পরিবেশ নিয়ে মন্তব্য করল। ব্লু জানাল ওর উপর কোনও অত্যাচার চালানো হয়নি। তারপর একটা দেশলাই জ্বেলে নিজের সিগারেট ধরানোর আগে কা-র সিগারেট ধরিয়ে দিল।

'তো, বলো দেখি, আজ কার হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছ?'

'আমি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছি,' বলল কা। 'আজকাল মধ্যস্ততাকারীর কাজ করছি।'

'সেটা তো আরও খারাপ। গোয়েন্দারা ছোটখাট তথ্য চালাচালি করে যার তেমন একটা দাম থাকে না; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টাকার জন্যে কাজটা করে তারা। অন্যদিকে মধ্যস্ততাকারীরা–বেশ, চালু লোক ওরা "নিরপেক্ষ" থাকার ভান করে অন্যদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার পেয়ে গেছে মনে করে। এখানে তোমার খেলাটা কী? এসব থেকে কী পাবার আশা করছ?'

'অক্ষত শরীরে এই ভয়ঙ্কর শহর থেকে বের হয়ে যাবার।'

'আজকের যা পরিস্থিতি, এই শহরে মাত্র একজন লোকই আছে যার পক্ষে আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে পশ্চিম থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে বাঁচাতে পারে। সুনেয়।'

তার মানে *বর্ডার সিটি গেযেট* পত্রিকার প্রথম পাতা দেখেছে ব্লু। ব্লুর গোঁফের নিচে দেখা দেওয়া হাসি দেখে গা গুলিয়ে উঠল কা-র। কীভাবে জীবনের অর্ধেকটা সময় দয়ামায়াহীন তুর্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ানো আর এখন দুটো আলাদা খুনের দায়ে তদন্তের মুখোমুখি হওয়া এই লোকটি এমন শান্ত আর প্রফুল্ল থাকতে পারছে? কাদিফে এই লোকের প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছে কেন এখন সেটা আগের চেয়ে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছে কা। আজকের মতো সুদর্শন আর কখনও মনে হয়নি ব্লুকে।

'এখানে কীসের মধ্যস্ততা করতে এসেছ?'

'তোমার মুক্তির চেষ্টা করতে এসেছি,' বলল কা। খুবই শান্ত কণ্ঠে সুনেয়র প্রস্তাব তুলে ধরল ও। কাদিফের পরচুলা পরার সম্ভাবনার কথা বলল না, সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে এমন নানা কৌশল সম্পর্কেও আলোচনা করল না। পরে দরকাষাকষির জন্যে লাগতে পারে ভেবে তুলে রাখল। বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং প্রথম সুযোগেই ব্লুকে ঝোলানোর জন্যে কিছু নিষ্ঠুর পক্ষের দিক থেকে সুনেয়র উপর চাপ সৃষ্টির কথা খুলে বলার সময় এক ধরনের আনন্দ বোধ করল ও। কিন্তু অচিরেই আনন্দের অনুভূতি থেকে অপরাধ বোধ সৃষ্টি হওয়ায় সুনেয়কে সব পাগলামি শেষ করার জন্যে আরেক পাগল বলে নাকচ করে ব্লুকে আশ্বস্ত করতে তুষার গলে যাওয়ামাত্র সবকিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে বলে আশ্বস্ত করল। পরে নিজেকে জিজ্ঞেস করবে ও, এসব কথা এমআইটি অপারেটিভদের খুশি করার জন্যে বলেছিল কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এসবের একমাত্র অর্থ হচ্ছে, বলা চলে সুনেয়র পেটে আরেকটা গুঁতো মারাই আমার মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সুযোগ,' বলল ব্লু।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।'

'বেশ, ওকে বলে দিও ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আমি। আর এতদূর আসার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

কা ভেবেছিল ব্লু উঠে ওর সাথে করমর্দন করবে, তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে ওকে। কিন্তু তার বদলে নীরবতা বজায় রইল।

চেয়ারের পেছনের পায়ার উপর ভর দিয়ে খুশি মনে সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে ব্লু। 'কিন্তু তোমার মধ্যস্ততায় কোনও কাজ না হলে, অক্ষত শরীরে এই ভয়ানক শহর ছেড়ে বের হতে না পারলে, সেটা আমার কারণে হবে না; বরং তোমার পাতলা মুখের নাস্তিকের বাগাড়ম্বরই তার কারণ হবে। এই দেশে লোকে সেনাবাহিনীর মদদ আছে জানা থাকলেই কেবল নাস্তিকতা নিয়ে বড়াই করে।'

'নাস্তিক হয়ে গর্ব বোধ করার মতো লোক আমি নই।'

'শুনে প্রীত হলাম।'

দুজনই নীরব হয়ে গেল। সিগারেট টানছে। কা-র মনে হলো এখন বিদায় নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই ওর। কিন্তু উল্টে জিজ্ঞেস করল, 'মৃত্যুকে ভয় পাও না?'

'এটা হুমকি হয়ে থাকলে জবাবটা না, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। উদ্বিগ্ন বন্ধু হিসাবে জিজ্ঞেস করে থাকলে জবাবটা হ্যাঁ, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই। কিন্তু আমি এখন যাই করি না কেন, তারপরেও এই স্বৈরাচারীর দল আমাকে ঝোলাতে চাইবে। সেটা বদলানোর মতো কিছু করার নেই আমার।'

কা-র উদ্দেশে দারুণ মিষ্টি করে হাসল ব্লু। কা বুঝে নিল, দেখ, তোমার চেয়ে ঢের বেশি খারাপ অবস্থায় থাকলেও তোমার চেয়ে ভালোভাবে নিচ্ছি এটাকে।

গ্লানি বোধ কা-কে মেনে নিতে বাধ্য করল যে আইপেকের প্রেমে পড়ার পর থেকেই সুখের যে মিষ্টি যন্ত্রণাময় আশা বয়ে বেড়াচ্ছিল ও, সেটা থেকেই ওর এই আতঙ্কের জন্ম। ব্লু কি এধরনের আশা রহিত? নয় পর্যন্ত গুনে এখান থেকে চলে যাব, আপন মনে বলল ও। এক, দুই...পাঁচ পর্যন্ত গোনার পর ওর মনে হলো ব্লুকে রাজি করাতে না পারলে কোনওদিনই আইপেককে নিয়ে জার্মানিতে যেতে পারবে না ও।

সহসা অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলতে শুরু করল ও। যা মনে আসছে তাই বলছে। ছোটবেলায় দেখা এক আমেরিকান ফিল্মের এক হতভাগা মধ্যস্ততাকরীর কথা দিয়ে শুরু করার পর ব্লুকে মনে করিয়ে দিল—সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে—হোটেল এশিয়ার বিবৃতিটা জার্মানিতে ছাপানোর ব্যাপারে নিশ্চিত ও; তারপর মন্তব্য করল যারা একগুঁয়ে কোনও বুদ্ধিবৃত্তিক আবেগে তাড়িত হয়ে সারা জীবন খারাপ সিদ্ধান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয় সেজন্যে অনেক সময় তারা অনুশোচনায় ভোগে। উদারহরণ হিসাবে অহঙ্কারে ঘা লাগায় বাস্কেটবল খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করল। কোর্টে কাটানো সময়গুলো আর ফিরে পাবে না ও। বলল বসফরাসের কিনারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঢেউ দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও। এর পর ইস্তাবুল ওর কত পছন্দ আর বসন্তের সন্ধ্যায় বসফরাসের ছোট বেহেক শহরটা কত সুন্দর হতে পারে ব্লুকে একথা না বলে পারল না। ব্লুর ঠাণ্ডা চোখের শীতল দৃষ্টি যাতে ওকে চুপ করিয়ে দিতে না পারে সারাক্ষণ সেই চেষ্টাই করতে হলো ওকে।

'আমরা আগের সব নজীর ভেঙে ওদের সমস্ত কথা শুনলেও ওরা কোওনদিনই কথা রাখবে না,' বলল ব্লু। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজ-কলমের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওরা আমাকে আমার গোটা জীবন কাহিনী, প্রত্যেকটা অপরাধের কথা লিখতে বলেছে। সেটা করলে আর ওরা যদি ধরে নেয় যে আমি আন্তরিক, তখন আমাকে অনুশোচনার আইনের অধীনে মুক্তি দিতে পারবে। আমি সব সময়ই এইসব মিথ্যার ফাঁদে যারা পা দিয়েছে তাদের করুণা করেছি, শেষ পর্যন্ত কেবল নিজেদের সব কথা ফাঁস করে জীবনের শেষ দিনগুলো বিচারের পেছনে কাটাতে হয়েছে তাদের। কিন্তু এমনিতেই যেখানে মরতে চলেছি, এটা নিশ্চিত করতে চাই যাতে আমার শিষ্যরা আমার সম্পর্কে কিছু সত্যি কথা জানতে পারে।' টেবিলের উপর বেশ কয়েকটা কাগজে ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর একটা তুলে নিল সে। ঠিক জার্মান পত্রিকা আর হান্স হানসেনের জন্যে বক্তব্য রাখার সময় যেমন করেছিল তেমনি হাস্যকর গম্ভীর অভিব্যক্তি নিয়ে পড়তে শুরু করল:

AMARBOI.COM

'আমার মৃত্যুদণ্ড

'আমার মৃত্যদণ্ড সম্পর্কে এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে আমার কোনও অনুশোচনা নেই। অতীতের যেকোনও সময়ের মতো বর্তমানেও রাজনৈতিক কারণে কর্মকাণ্ড ছেড়ে দিয়েছি আমি। আজ সাতাশে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার। আমার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত কেরানি, ইস্তাম্বুল আঞ্চলিক ট্রেজারি অফিসে কাজ করতেন। আমি তার দ্বিতীয় সন্তান। আমার ছেলেবেলা এবং তরুণ বয়সের গোড়ার দিকে বাবা এক বিশেষ সেরাহি লজের সাথে গোপন যোগাযোগ বজায় রাখতেন। আমি তার বিনয়ী, নীরব জগতে বেড়ে উঠেছি। তরুণ বয়সে খোদাহীন বামপন্থীতে রূপান্তরিত হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অন্যান্য মৌলবাদীদের সাথে একজোট হয়ে আমেরিকান এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার থেকে নেমে আসা নাবিকদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েছি। প্রায় একই সময়ে বিয়ে করি আমি, আমরা আলাদা হয়ে যাই, তারপর সংকট থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বহু বছর কেউই আমাকে খেয়াল করেনি। ইলেক্ট্রনিক এঞ্জিনিয়ার ছিলাম আমি। পশ্চিমের প্রতি ঘৃণার কারণে ইরানের বিপ্লবের প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে আমার। আবার ইসলামে ফিরে আসি। আয়াতোল্লাহ খোমেনি যখন বললেন, "আজকের দিনের সমচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামাজ পড়া বা রোজা রাখা নয়, বরং ইসলামি বিশ্বাসের হেফাযত করা," তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। ফ্রান্স ফানো'র সহিংসতা সংক্রান্ত রচনা থেকে, নিপীড়নের বিরুদ্ধ সৈয়দ কুতবের হজ্জ ও একই লোকের হিজরত এবং আল শরিয়তির কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করি।

'সেনা অভ্যুত্থানের পর জার্মানিতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ফের তুরস্কে ফিরে আসি। গ্রযনিতে রাশানদের বিরুদ্ধে চেচেনদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে আহত হয়েছি। আঘাতের ফলে বাম পা-টা খোঁড়া হয়ে গেছে আমার। সার্বিয় অবরোধের সময় বসনিয়ায় থাকতে মারযুকা নামে এক বসনিয় মেয়েকে বিয়ে করি। ওকে সাথে করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাই। আমার রাজনৈতিক দায়িত্ব বোধ ও হজ্জ সম্পর্কে আমার ধারণায় যেহেতু যেকোনও শহরে পনের দিনের বেশি থাকতে পারব না বোঝাত, ফলে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

'আমাকে যারা চেচনিয়া ও বসনিয়ায় পাঠিয়েছিল, সেই ইসলামিস্ট গ্রুপের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে তুরস্কের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করি আমি। অনেক সময় ইসলামের শত্রুদের হত্যা করা জরুরি বিশ্বাস করলেও কোনওদিন কাউকে খুন করিনি। কাউকে খুন করার নির্দেশও দিইনি। কার্সের সাবেক মেয়রের হত্যাকারী ছিল এক বিভ্রান্ত কুর্দিশ ড্রাইভার। মেয়র ঘোড়ায় টানা সমস্ত গাড়ি নিষিদ্ধ করার হুমকি দিচ্ছিলেন বলে ক্ষেপে ছিল সে। আত্মঘাতী মেয়েদের জন্যে কার্সে এসেছিলাম আমি। আত্মহত্যা মহাপাপ। আমার জবানবন্দী হিসাবে কবিতাগুলো রেখে যাচ্ছি; এগুলো প্রকাশিত হোক, সেটাই চাইব আমি। মারযুকার কাছে আছে ওগুলো। আর কিছুই বলার নেই আমার।'

নীরবতা নেমে এল।

'তোমাকে মরতে হবে না,' বলল কা। 'সেজন্যেই এসেছি আমি।'

'তাহলে অন্য একটা কথা বলি তোমাকে,' বলল ব্লু। কা-র পূর্ণ মনোযোগ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। ওর বুকের সাথে বাঁধা টেপরেকর্ডারটা যে নীরবে ঘুরে চলেছে, অনুগত গিন্নীর মতো নির্ভয়ে কাজ করে চলেছে, সেটা কি জানে সে?

'মিউনিখে থাকতে একটা সিনেমায় বহুবার গিয়েছিলাম আমি। মাঝরাতের পর কম টাকায় ডাবল ফিল্ম দেখাত ওরা,' বলল ব্লু। 'তুমি তো আলজেরিয়ায় ফরাসী অত্যাচারের উপর *দ্য ব্যাটল ফর আলজিয়ার্স*-এর নির্মাতা ইতালিয়ানকে চেনো— একদিন তার নতুন ছবি *বার্ন!* দেখাল ওরা। ক্যারিবিয়ানের এক দ্বীপে ছিল ওটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেট, আখের চাষ করা হয় ওখানে। ছবিটা ছিল ঔপনিবেশবাদীদের নানা কৌশল ও সাজানো বিপ্লব নিয়ে। প্রথমে এক কালো নেতাকে হাত করে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করার কাজে ব্যবহার করে ওরা। তারপর জাহাজে করে হাজির হয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। প্রথম বার ব্যর্থ হয়ে ফের আন্দোলন শুরু করে কালোরা, এবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে; গোটা দ্বীপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ওদের পরাস্ত করে ইংরেজরা। দুটো বিদ্রোহের নেতাকেই আটক করা হয়। এবং অচিরেই তার মৃত্যুদণ্ডের ভোর ঘনিয়ে আসে। তারপর আর কে আসবে, তাকে যে প্রথমে আবিষ্কার করেছিল, প্রথম বিদ্রোহে রাজি করিয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে তাকে দমন করেছিল সে ছাড়া। কেউ কিছু টের পাবার আগেই মার্লন ব্রান্ডো কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীকে আটকে রাখা তাঁবুতে ঢুকে পড়ে, দড়ি কেটে ছেড়ে দেয় তাকে।'

'কেন?'

প্রশ্নটা শুনে নিজেকে সামলে রাখল ব্লু। 'তোমার কী ধারণা? অবশ্যই যাতে তার ফাঁসি না হয়। মার্লো খুব ভালো করেই জানত তাকে ফাঁসি দেওয়া হলে সেটা তাকে কিংবদন্তীতে পরিণত করবে, বছরের পর বছর কালোরা তার নাম যুদ্ধের শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু মার্লোন কেন তার দড়ি কেটেছে স্পষ্ট জানা থাকায় কালো নেতা মুক্তির সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে পালাতে অস্বীকার করে।'

'ওকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল?' জানতে চাইল কা।

'হ্যাঁ, কিন্তু ছবিতে ফাঁসির দৃশ্য দেখায়নি,' বলল ব্লু। 'তার বদলে মার্লোন ব্র্যান্ডোর পরিণতি দেখিয়েছে। তোমার মতো যে এজেন্টটি অভিযুক্তকে মুক্তির প্রলোভন দেখিয়েছিল, দ্বীপ ছেড়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে স্থানীয়দের একজন ছুরিকাঘাতে হত্যা করে তাকে।'

'আমি এজেন্ট নই,' বলল কা। বিরক্তি গোপন করতে পারল না।

'*এজেন্ট* কথাটায় এত বিগড়ে যেয়ো না, হাজার হোক, নিজেকে ইসলামের এজেন্ট হিসাবেই দেখি আমি।'

'আমি কারও এজেন্ট নই,' জোরের সাথে বলল কা, এখনও বিরক্ত।

'তার মানে বলতে চাও, কেউই এই সিগারেটে কোনও ধরনের বিস্ময়কর ড্রাগ মিশিয়ে দেওয়ার ঝামেলা করতে যায়নি যাতে ঝিমুনি ধরিয়ে আমার ইচ্ছাশক্তিটুকু নষ্ট করে দেওয়া যায়? আহ, দুনিয়াকে আমেরিকার দেওয়া সেরা উপহার এই লাল মার্লবরো সিগারেট। এই ধোঁয়া গিলে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।'

'বুদ্ধি খাটালে আরও চল্লিশ বছর ওই মার্লবরো টানতে পারবে।'

'*এজেন্ট* বলে ঠিক এটাই বোঝাতে চেয়েছি আমি,' বলল ব্লু। 'একজন এজেন্টের মুল কাজ হচ্ছে কথা বলে কাউকে মত পাল্টাতে প্ররোচিত করা।'

'আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছি রক্তলোলুপ এই ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ খোয়ানোটা হবে স্রেফ নির্বুদ্ধিতা। বিপ্লবী আদর্শে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেয়ো না যেন। তেমন কিছু হবার নয়। এখানকার নিরীহ ভেড়ার পাল–তাদের জোরাল ধর্মীয় বিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু শেষমেষ রাষ্ট্রের আইনই মেনে নেয় তারা–আর আমাদের ধর্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে ভেবে যেসব শেখ বিদ্রোহ করছে, ইরানে ট্রেইনিং নেওয়া সব জঙ্গী, এমনকি দীর্ঘমেয়াদী সুনাম ছিল যার সেই শেখ নুরসি পর্যন্ত–এমনকি নিজেদের কবরও সামলে রাখতে পারবে না ওরা। সারা দেশের যেসব ধর্মীয় নেতা একদিন তাদের নামই ধর্মের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে, তাদের বেলায় বলা যায়, সৈনিকরা তাদের লাশ প্লেনে করে সোজা সাগরে ফেলে দেবে। অবশ্য এসবই তোমার জানা আছে। বসনিয়ার হিযবুল্লাহ গোরস্থানগুলো, অনেকেই যেখানে তীর্থযাত্রায় যায়–মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে একটা রাতই যথেষ্ট। ওই গোরস্থানগুলো এখন কোথায়?'

'জনগণের হৃদয়ে।'

'ফাঁকা বুলি। মাত্র বিশ পার্সেন্ট লোক ইসলামিস্টদের ভোট দিয়েছে। সেটা কিন্তু আবার মডারেট ইসলামিস্ট পার্টি।'

'এতই যদি মডারেট হবে, তাহলে ভয় পেয়ে মিলিটারি পাঠাল কেন? দয়া করে ব্যাখ্যা দাও। তোমার নিরপেক্ষ মধ্যস্ততার জন্য যথেষ্ট হবে।'

'আমি *ঠিকই* নিরপেক্ষ মধ্যস্ততাকারী,' গলা চড়িয়ে বলল কা।

'না, তা নও। তুমি পশ্চিমা এজেন্ট। তুমি নিষ্ঠুর ইউরোপিয়দের দাস ও সত্যিকারের দাসের মতো জানই না যে তুমি *দাস*। তুমি স্রেফ নিসান্তাসের এক সাধারণ ইউরোপিয়। কেবল নিজের ঐতিহ্যকেই খাট করে দেখে বেড়ে ওঠনি, সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উপরে তোমার অবস্থান বলেও ভাব তুমি। তোমাদের মতো লোকদের কাছে ভালো নৈতিক জীবন যাপনের পথ আল্লাহ বা ধর্মের ভেতর বা সাধারণ মানুষের জীবনে অংশগ্রহণের ভেতর নয়–উহুঁ, স্রেফ পশ্চিমকে অনুকরণ করার একটা ব্যাপার। হয়তো মাঝে সাঝে ইসলামিস্ট আর কুর্দদের উপর নেমে আসা নিপীড়নের বিরুদ্ধে দু-একটা ভর্ৎসনামূলক কথা বলে থাকতে পারো, কিন্তু সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিলে মনের গভীরে কোনওই বিকার হয় না তোমার।'

'তোমার জন্যে এমনটা করলে কেমন হয়: হিযাবের নিচে পরচুলা পরতে পারে কাদিফে। এবাবে মাথা উন্মুক্ত করার সময় কেউই ওর আসল চুল দেখবে না।'

'আমাকে তুমি মদ খাওয়াতে পারবে না!' বলে উঠল ব্লু। গলা চড়াল সেও। 'আমি ইউরোপিয় হতে অস্বীকার যাচ্ছি! আমি ওদের কায়দা নকল করব না। আমি নিজের ইতিহাস নিয়ে বাঁচতে চাই, কেবল নিজের মতো হতে চাই। আমি মনে করি, মেকি ইউরোপিয় না হয়েও, ওদের দাস না হয়েও সুখী হওয়া সম্ভব। মানুষকে অসম্মান করার সময় ইউরোফিলিসরা সব সময়ই একটা কথা বলে: "সত্যিকারের পশ্চিমা হতে হলে মানুষকে অবশ্যই সবার আগে *ব্যক্তিতে* পরিণত হতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আরও বলে যে তুরস্কে কোনও ব্যক্তি নেই! বেশ, এভাবেই নিজের মৃত্যুদণ্ডকে দেখি আমি। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি হিসাবে দাঁড়াতে যাচ্ছি আমি, কারণ আমি একজন *ব্যক্তি* যে ওদের নকল করতে অস্বীকার গেছে।'

'সুনেয় এই নাটকে এত গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে তোমার জন্যে এটাও করতে পারি। ন্যাশনাল থিয়েটার ফাঁকা থাকবে। ক্যামেরায় সরাসরি দেখা যাবে কাদিফে ওর হিযাব ধরে টানছে। তারপর সম্পাদনার কারিগরি দেখাতে পারি আমরা; আমরা যে চুল দেখাব সেটা অন্য কারও চুল হবে।'

'কেবল আমাকে বাঁচাতে তুমি এতসব বিকৃতির ঝামেলা করবে ভেবে সন্দেহ লাগছে।'

'এই মুহূর্তে দারুণ সুখী আমি,' বলল কা, এবং স্রেফ কথাটা বলতেই নিজেকে অপরাধী মনে হলো, যেন মিথ্যা বলছে ও। 'জীবনে এত সুখী আর কখনও ছিলাম না। আমি সেই সুখ ধরে রাখতে চাই।'

'কোন জিনিসটা তোমাকে সুখী করে তুলেছে?'

এই প্রশ্নের জবাব দিল না কা, পরে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে বলেই মনে হবে ওর; কারণ আবার কবিতা লিখছি আমি। কিন্তু এটাও বলল না: কারণ আমি আল্লাহয় বিশ্বাস করি। তার বদলে হড়বড় করে বলে উঠল, 'কারণ আমি প্রেমে পড়েছি!' তারপরই ফের যোগ করল, 'আমার ভালোবাসাকে সাথে করে ফ্রাংকফুর্টে নিয়ে যাচ্ছি।' মুহূর্তের জন্যে বলতে পেরে সম্পূর্ণ এক আগন্তুকের কাছে এমন খোলাখুলি নিজের প্রেমের কথা বলতে পেরে নিজের কাছে খুশি লাগল ওর।

'তা তোমার এই প্রেমের পাত্রীটি কে?'

'কাদিফের বোন আইপেক।'

ব্লুর চোহারায় বিভ্রান্তি দেখতে পেল কা। নিজের প্রফুল্ল প্রকাশে অনুশোচনা হলো ওর। চুপ করে গেল ও।

আরেকটা মার্লবরো ধরাল ব্লু। 'কেউ যখন এত সুখী হয়ে ওঠে যে সে তার সুখ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে যাচ্ছে এমন কারও সাথে ভাগ করে নিতে চায় তখন সেটাকে আল্লাহর তরফ থেকে আসা উপহার বলতে হয়। ধরা যাক, তোমার প্রস্তাবে রাজি হলাম আমি, তোমার সুখ বাঁচাতে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। কাদিফেও কোনও কায়দা করে মান বাঁচিয়ে নাটকে অভিনয়ের একটা ব্যবস্থা করে ওর বোনের সুখের আশাকে নিশ্চিত করল। কিন্তু এই লোকগুলো কথামতো আমাকে ছেড়ে দেবে তার নিশ্চয়তা কী?'

'জানতাম তুমি এই প্রশ্ন করবে,' বলে উঠল কা। এক মুহূর্ত থামল ও। ঠোঁটের কাছে আঙুল এনে ইশারায় ব্লুকে চুপ থাকতে বলে ওকে খেয়াল করতে বলল। জ্যাকেটের বোতাম খুলে বুকে জড়ানো টেপরেকর্ডারটা অফ করার বেশ জাঁকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ভঙ্গি করল। 'আমি তোমার গ্যারান্টর হব, ওরা তোমাকে আগেই ছেড়ে দিতে পারবে,' বলল ও। 'মঞ্চে উঠে তোমার মুক্তির খবর না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবে ও, যাতে তুমি আবার গা ঢাকা দিতে পারো। কিন্তু কাদিফেকে রাজি করাতে পরিকল্পনায় তোমার সায় আছে বলে ওকে একটা চিঠি লিখতে হবে। আমাকেই ওটা ওর হাতে তুলে দিতে হবে।' কথা বলার সময়ই এসব বানাচ্ছে ও। 'কেমন করে এই মুক্তির ব্যাপারটা ঘটবে, তোমাকে কোথায় ছেড়ে দিলে ভালো হবে সেটা বললে,' ফিসফিস করে বলল ও, 'তোমার ইচ্ছামতোই যাতে কাজটা করে ওরা সেটা দেখব আমি। তারপর রাস্তাঘাট ফের না খোলা পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে পারবে তুমি। এ ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমার নিশ্চয়তা পাচ্ছ তুমি।'

কা-র হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিল ব্লু। 'লিখে দাও। মঞ্চে উঠে সম্মান না হারিয়ে হিযাব খুলতে কাদিফেকে মত দেওয়ার জন্যে এবং আমি যাতে অক্ষত শরীরে কার্স ছেড়ে চলে যেতে পারি তার নিশ্চয়তা দিতে তুমি, কা, মধ্যস্থতকারী ও নিশ্চয়তাদানকারীর দায়িত্ব নিচ্ছ। তুমি কথা না রাখলে, এটা ফাঁদ বলে প্রমাণিত হলে, গ্যারান্টর কী ধরনের শাস্তি আশা করতে পারে?'

'ওরা তোমার যা করবে আমার বেলায়ও তাই করতে হবে!' বলল কা।

'ঠিকাছে, লিখে ফেল।'

এবার ব্লুকে একটা কাগজ এগিয়ে দিল কা। 'আমি চাই তুমি এখানে আমার পরিকল্পনায় তোমার সায় আছে, কাদিফেকে পরিকল্পনার কথা জানানোর অনুমতি দিয়েছ এবং ওর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা থাকার কথা লিখে দেবে। কাদিফে রাজি হলে তাকেও লিখিত বিবৃতি দিতে হবে। ওকে এটা বুঝেই সই করতে হবে যে তুমি জুৎসই একটা কায়দায় মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত হিযাব খুলবে না ও। সব লিখে ফেল। তবে তোমার মুক্তির সময় আর স্থানের বেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না। তোমার বিশ্বস্ত কাউকে বেছে নিলেই ভালো হবে। নিহত নেসিপের রক্তের ভাই ফাযিলের কথাই বলব আমি।'

'এই ছেলেটাই কাদিফেকে প্রেমপত্র পাঠাত?'

'ওটা নেসিপ, মারা গেছে ও। একেবারেই অন্যরকম ছেলে ছিল সে, আল্লাহর তরফ থেকে উপহার,' বলল কা। 'তবে ফাযিলও ভালো ছেলে।'

'তুমি বললে আমি বিশ্বাস করি,' বলল ব্লু। তারপর সামনে রাখা কাগজের দিকে ফিরে লিখতে শুরু করে দিল।

আগে শেষ হলো ব্লুর। নিজস্ব গ্যারান্টি লেখা শেষ করে ব্লুর চেহারায় অসন্তোষ মেশানো মৃদু হাসি ফুটে উঠতে দেখল কা। তবে পরোয়া করল না। ঘটনা চালু করে দিয়েছে ও। সব বাধা দূর করেছে। আইপেক আর ও এবার এই শহর ছেড়ে চলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারবে। নিজের খুশি সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নীরবে কাগজ বিনিময় করল ওরা। না পড়েই কা-র লেখা কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল বু। কা-ও তাকে অনুসরণ করল। তারপর ও কী করছে বু যাতে সেটা বুঝতে পারে সেজন্যে টেপ রেকর্ডারটা ফের চালু করল।

নীরবতা নেমে এল। টেপ রেকর্ডার অফ করার আগে বলা কথাটা পুনরাবৃত্তি করল ও। 'তুমি একথা জানতে চাইবে, জানতাম', বলল ও। 'কিন্তু দুই পক্ষ কোনও ধরনের সমঝোতায় পৌঁছুতে না পারলে কোনও রকম চুক্তি করা সম্ভব না। সরকারের কথা রাখার ব্যাপারে তাদের উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে তোমাকে।'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল ওরা। হাসল। পরে বহুবার এই মুহূর্তের কথা ভাববে ও। এবং প্রতিবারই দারুণ বিষাদ অনুভব করবে। সুখ ওকে বুর চোখের ক্রোধ দেখতে দেয়নি। পেছন দিকে তাকিয়ে প্রায়শই ওর মনে হবে সেই ক্রোধ টের পেলে কখনওই হয়তো প্রশ্নটা করত না ও।

'কাদিফে এই পরিকল্পনায় সায় দেবে?'

'দেবে,' ফিসফিস করে বলল বু, এখনও ক্রোধে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার চোখজোড়া।

আবার সংক্ষিপ্ত নীরবতা নেমে এল।

'দেখা যাচ্ছে তুমি আমার সাথে একটা চুক্তি করতে চাইছ যেটা আমাকে জীবনের সাথে বেঁধে দেবে, তো তোমার সুখের কথা আরেকটু খুলে বলতে পারো।'

'আমার জীবনে এভাবে আর কাউকে ভালোবাসিনি,' বলল কা। কথাগুলো সরল, আনাড়ী ঠেকল। কিন্তু আবার ও বলল, 'আমার কাছে সুখের একটাই সুযোগ আছে, সেটা আইপেক।'

'তা সুখকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত কর তুমি?'

'সুখ মানে বেঁচে থাকার জন্যে আরেকটা জগতের সন্ধান পাওয়া যেখানে তুমি সব দারিদ্র্য আর স্বেচ্ছাচারের কথা ভুলে যেতে পারো। সুখ মানে কাউকে আলিঙ্গন করে জেনে নেওয়া যে গোটা দুনিয়াকে আলিঙ্গন করে আছো।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বু।

ঠিক এই মুহূর্তে যে কবিতাটিকে কা পরে 'দাবা' নাম দেবে সেটা ধেয়ে এল ওর মগজে। চট করে একবার বুর দিকে তাকাল ও, তারপর ওকে তেমনি দাঁড় করিয়ে রেখেই পকেট থেকে নোট বই বের করে লিখতে শুরু করল। সুখ আর ক্ষমতা, প্রজ্ঞা আর লোভ নিয়ে রচিত কবিতার পঙক্তিগুলো লেখার সময় ওর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখতে লাগল বু; কী হচ্ছে জানতে উদগ্রীব। ওর দিকে বুর দৃষ্টি লেপ্টে থাকা টের পাচ্ছিল কা। এই ইমেজটাও ওর কবিতায় জায়গা করে নিল। যেন লেখার হাতটা অন্য কারও। কা জানত বুর পক্ষে এটা দেখা সম্ভব হবে না, কিন্তু তাতে ওর চাওয়া বন্ধ হলো না। বু বুঝতে পারছিল কা-র হাতটা বিরট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও ক্ষমতার হাতে বন্দী হয়ে আছে। এটা হতে পারে না। খাটের কিনারে বসে পড়ল ব্লু। সারা দুনিয়ার নিন্দিত লোকের কায়দায় মুখ ভার করে সিগারেট খেতে লাগল।

ঝোঁকের বশে, পরে যেটা বুঝতে (এবং ব্যর্থ হতে) অনেক সময় খরচ করেছে ও, কা আবিষ্কার করল আরও একবার নিজেকে ব্লুর কাছে খুলে ধরেছে ও।

'এখানে আসার আগে অনেক বছর কোনও কবিতা লিখিনি,' বলল ও। 'কিন্তু কার্সে আসার পর থেকেই কবিতার চলার সমস্ত পথ আবার খুলে গেছে। আমি এখানে আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা বোধ করছি তাকেই এর কৃতিত্ব দিই।'

'তোমার মোহ ভেঙে দিতে চাই না, তবে আল্লাহর প্রতি তোমার ভালোবাসা এসেছে পশ্চিমা রোমান্টিক উপন্যাস থেকে,' বলল ব্লু। 'এমন একটা জায়গায় তুমি ইউরোপিয়র মতো করে খোদার সাথে বুঝলে হাসির খোরাকে পরিণত হতে বাধ্য। তারপর আর বিশ্বাস করার কথাই বিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি এই দেশের নও। এমনকি এখন আর তুর্কিও নেই তুমি। আগে অন্য কেউ হওয়ার চেষ্টা করো, তারপর আল্লাহয় বিশ্বাস করার চেষ্টা করো।'

ব্লুর ঘৃণা অনুভব করতে পারছিল কা। টেবিলের উপরের কিছু কাগজ জড়ো করে নিল ও, তারপর দেরি না করে সুনেয় আর কাদিফের কাছে যাবার কথা বলে সেলের দরজায় আঘাত করল। দরজা খোলার পর ব্লুর দিকে ফিরে কাদিফের জন্যে ওর বিশেষ কোনও বার্তা আছে কিনা জানতে চাইল।

ব্লু হাসল। 'সাবধান, বলল সে। কেউ যেন তোমাকে খুন করে না বসে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছত্রিশ

তুমি নিশ্চয় মরতে যাচ্ছ না, ঠিক?

জীবন ও নাটক এবং শিল্প ও রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক

এমআইটি অপারেটিভরা ওর বুকের সাথে সেঁটে রাখা টেপ কেটে টেপরেকর্ডারটা আস্তে আস্তে আলগা করার সময় ওদের নৈপুন্যের ভর্ৎসনা ভরা হাবভাব আর বুকে নিয়ে মশকরা করার ভান করে ওদের সাথে ভাব করার প্রয়াস পেল কা। এ থেকে হয়তো নিচের তলায় ব্লুর আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে ওর চিন্তিত না হওয়ার একটা ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

ট্রাকের ড্রাইভারকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে হোটেলে ফেরত পাঠিয়ে দিল ও। মিলিটারি গার্ডের প্রহরায় গ্যারিসনের এক মাথা থেকে পায়ে হেঁটে আরেক মাথায় চলে এল। তুষারঢাকা বিরাট আকারের উঠোনে অফিসার'স কোয়ার্টারটা দাঁড়িয়ে আছে, এখানে পপলার গাছের মাঝে পরস্পরের উদ্দেশে তুষারের গোল্লা ছোঁড়াছুড়ি করছে কয়েকজন ছেলে। লম্বা সাদা উলের কোট পরা এক মেয়েকে ওখানে অপেক্ষা করতে দেখে এখান থেকে আরও খানিকটা দূরে প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় পরা নিজের কোটের কথা মনে পড়ে গেল ওর। বন্ধুদের দুজন স্নোম্যান বানাচ্ছিল; পরিবেশ স্ফটিকের মতো পরিষ্কার। প্রবল ঝড়ের অবসান ঘটেছে। এখন একটু একটু করে গরম লাগতে শুরু করেছে।

হোটেলে ফিরে সরাসরি আইপেকের কাছে চলে এল ও। স্মক পরে রান্না ঘরে ছিল সে। এক কালে তুরস্কের লাইসিতে পড়া সব মেয়েই পরত এসব। সেটার উপর একটা অ্যাপ্রন চাপিয়েছে সে। সুখী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকানোর সময় মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু রুমে অন্য লোকজন থাকায় নিজেকে সামলে নিয়ে সকালের ঘটনাবলী জানাল ওকে। বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছে সবকিছু, বলল ও, শুধু ওদের নয়, বরং কাদিফের জন্যেও। বলল, পত্রিকাটা আসলে কোনও রকম সংশোধন ছাড়াই বিলি করা হলেও এখন আর গুলি খাওয়ার ভয়ে ভীত নয় ও। আরও অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই দরজায় পাহারায় থাকা দুই সৈনিকের তরফ থেকে অনুরোধ নিয়ে রান্নাঘরে হাজির হলো যাহিদে। ওদের ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানাতে বলল সে আইপেককে। চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে বলল। ওদের হাতের অবশিষ্ট সময়টুকু কাজে লাগিয়ে উপর তলায় আলাপের ব্যবস্থা করে ফেলল আইপেক।

রুমে এসে কোট খুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে আইপেকের অপেক্ষায় রইল কা। অনেক কিছু আলোচনার বাকি থাকায় বুঝতে পারছিল অচিরেই এসে যাবে ও। এখন আর অনীহার ভান করবে না। কিন্তু খানিক বাদেই প্রবল নৈরাশ্যের শিকারে পরিণত হলো ও। প্রথমে ভাবল বাবার সামনে পড়ে যাওয়ায় দেরি হচ্ছে আইপেকের; তারপর মনে মনে এই ঝামেলার কারণে ওর সাথে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পুরোনো যন্ত্রণার প্রত্যাবর্তন ঘটল। বিষের মতো পেট থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একে লোকে প্রেমের যাতনা বলে থাকলেও সুখের প্রতিশ্রুতির কোনওই চিহ্ন নেই। বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে, আইপেকের প্রতি ওর ভালোবাসা যতই গভীর হচ্ছে তত দ্রুততার সাথে ওর উপর গভীর এই যন্ত্রণা নেমে আসছে। কিন্তু অন্যরা যাকে ভালোবাসা বলে তার সাথে এই আক্রমণ, প্রবঞ্চনা, এই ভীতিকর কল্পনার আদৌ কোনও সম্পর্ক কি আছে? এই অভিজ্ঞতাকে ওই কেবল যন্ত্রণা ও পরাজয় হিসাবে তুলে ধরছে বলে মনে হচ্ছে। এমনকি আর সবার মতো ভালোবাসার জন্যে বড়াই করার কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারছে না। কেবল নিজের অনুভূতিগুলোকে অস্বাভাবিক ভাবতে পারছে। এমনকি ব্যক্তিগত নানা তত্ত্বের টানাপোড়েনের ভেতরও সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করে তুলছে ওকে (আইপেক আসছে না, আইপেক আসলে আসতে চায় না, ওরা তিনজনই– কাদিফে, তুরগাত এবং ও আইপেক–গোপন সভায় বসেছে, কা-কে শত্রু ধরে নিয়ে আলোচনা করছে, ওকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে); ওর একটা অংশ জানে এইসব কল্পনা আসলে শারীরিক, তো উদাহরণ হিসাবে, চোখের সামনে আইপেককে অন্যের প্রেমিকা ভেবে যখন ওর পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, ওর মগজের আরেক অংশ ওকে নিশ্চয়তা দিতে শুরু করে যে এসব কল্পনা আসলে ওর রোগেরই লক্ষণমাত্র। অনেক সময় যন্ত্রণা দূর করতে আর ওর ভাবনায় হানা দেওয়া অশুভ দৃশ্যগুলোকে মুছে ফেলতে (সবচেয়ে খারাপটা হলো এমনকি কা-র সাথে দেখা করতে অস্বীকার যাচ্ছে আইপেক, ফ্রাংকফুর্টে যাওয়া তো আরও পরের কথা); জোর করে কেবল প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে যুক্তির কাছ ফিরে আসে ও: ওর মগজের যে অংশটা যুক্তিকে বিসর্জন দেয়নি। অবশ্যই আমাকে ভালোবাসে ও, নিজেকে বোঝায় কা, না বাসলে কেন ওকে এতটা পুলকিত মনে হবে? এমনি চিন্তাযুক্ত ভাবনায় ওর অশুভ উদ্বেগ হাওয়ায় উবে যায়। কিন্তু অচিরেই ফের আরেক নতুন উদ্বেগ অনিবার্যভাবে তেড়ে আসে ওর অন্তরের মূল্যবান সুখকে ছিনভিন্ন করে দিতে।

করিডরে পায়ের আওয়াজ পেল ও। আইপেক হতে পারে না, আপনমনে বলল। অন্য কেউ হবে। আইপেক আসছে না জানাতে আসছে। তো দরজা খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইপেককে দেখে রাগ আর খুশিতে সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোহারা। দীর্ঘ বার মিনিট ধরে অপেক্ষা করে আছে ও। আইপেক সামান্য সাজগোজ করে ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে দেখে খানিকটা সান্ত্বনা পেল ও।

'বাবার সাথে কথা বলছিলাম, জার্মানিতে চলে যাওয়ার কথা বলেছি ওকে,' বলল সে। কা তখনও ওর মাথার ভেতরে ফুটে থাকা বাজে দৃশ্যগুলোর হাতে এমনভাবে আটকে ছিল যে ওর প্রথম সাড়া হয়ে দাঁড়াল হতাশা; আইপেকের দিকে পুরো মনোযোগ দিতে পারল না। ওর দেওয়া খবরে কোনও রকম খুশি দেখাতে না পারায় ওর মনে সন্দেহ জেগে উঠল–কিংবা আরও ভালো করে বলা যেতে পারে, এক ধরনের মোহমুক্তি যা নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জাগাল। ও এখনও জানে কা ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে; এরই মধ্যে ওর সাথে মাকে ছাড়া কোথাও যেতে রাজি নয় মা ন্যাওটা এমন কোনও ছেলের মতো সেঁটে গেছে। এও জানে কেবল ফ্রাংকফুর্টে ওর সাথে সুখের ঘর ভাগাভাগি করার জন্যেই ওকে জার্মানি নিয়ে যেতে চাইছে না ও, বরং ওর আরও বড় আশা হচ্ছে, ওরা কার্সের অসংখ্য লোকের চোখের সামনে থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর ওর উপর সম্পূর্ণ অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে।

'ডার্লিং, কোনও কিছু নিয়ে ভাবছ নাকি?'

পরবর্তী বছরগুলোয় ভালোবাসার যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হওয়ার সময়গুলোতে হাজার বার কা-র মনে পড়ে যাবে আইপেক কত কোমল আর মিষ্টি করে প্রশ্নটা করেছিল ওকে। তবে এখন মাথার ভেতর ছুটে চলা ভয়ঙ্কর ভাবনাগুলোর কথা বলে জবাব দিল ও। এক এক করে ভীতিপ্রদ পরিত্যক্ত হওয়ার ভাবনা, ওর সামনে খেলে যাওয়া সবচেয়ে আতঙ্কময় সব দৃশ্যের শোনাল ওকে।

AMARBOI.COM

'ভালোবাসার কষ্ট তোমাকে এভাবে যন্ত্রণা দিলে এর আগে তোমার জীবনের অন্য কোনও নারী থাকার কথা না ভেবে পারি না, তোমাকে যে ভীষণ কষ্ট দিয়ে গেছে।'

'জীবনে কষ্টের সাথে পরিচয় আমার ছিল, কিন্তু তোমার কষ্ট দেওয়ার সম্ভাবনা এরই মধ্যে ভীত করে তুলেছে আমাকে।'

'আমি তোমাকে মোটেই কষ্ট দেব না,' বলল আইপেক। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সাথে জার্মানিতে যাচ্ছি আমি। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

কা-কে জড়িয়ে দরল ও। সমস্ত শক্তি দিয়ে আলিঙ্গন করল ওকে। তারপর এমন সহজভাবে মিলিত হলো যে, বিশ্বাস্ করে উঠতে পারল না কা। এখন আর ওর সাথে কঠোর হওয়ার কোনও তাগিদ বোধ করছে না ও। তার বদলে শক্তিশালী অথচ সোহাগের আলিঙ্গনে আমোদ পাচ্ছে, ওর ফর্শা নাজুক ত্বকের স্পর্শে গৌরব বোধ করছে। তবে দুজনই বুঝতে পারছে ওদের এই মিলন গতরাতের মতো গভীর বা প্রবল নয় মোটেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা-র মন পড়ে আছে ধ্যানের পর্যায়ে। জীবনে একবারের জন্যে হলেও বিশ্বাস করছে যে ওর পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব; বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে একবার রেহাই পেয়ে গেলে অক্ষত দেহে প্রেমাস্পদকে নিয়ে কার্স ছেড়ে যেতে পারলে সেই সুখ হয়তো চিরকালের হবে। কিছু সময় ধরে কথাটা ভাবছিল ও, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে হাসছিল; এমন একটা সময়ে দারুণভাবে অবাক হয়ে বুঝতে পারল আরেকটা কবিতা হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। দ্রুত লিখে ফেলল ও। ঠিক যেভাবে ওর মাথায় এল। ওর দিকে ভালোবাসা ভরা সমীহ নিয়ে চেয়ে রইল আইপেক। পরে জমর্শানিতে পাঠচক্রে 'প্রেম' নামের এই কবিতাটা আবৃত্তি করবে ও। কবিতাটি যারা শুনেছে তারা ওকে বলেছে যে আপাত শান্তি আর বিচ্ছিন্নতা বা নিরাপত্তা ও কোনও নারীর সাথে বিশেষ সম্পর্কের ভেতরের পরিচিত টানাপোড়েনের সাথে সম্পর্কিত হলেও (যদিও কেবল একজন শ্রোতাই পরে জানতে চাওয়ার কথা ভেবেছে যে মেয়েটা কে ছিল), কবিতাটা আসলে কা-র সত্তার আরও অনেক গভীর দুর্বোধ্য কন্দর থেকে উঠে এসেছে। কা-র লেখা পরের টীকার ব্যাপারে বলা যেতে পারে, এগুলো বিশেষ করে আইপেকের স্মৃতিচারণই ছিল মূলত, ওকে কতটা ওর মনে পড়েছে। ও কেমন পোশাক পরে বা চলাফেরা করে তার সম্পর্কে মন্তব্য। (তার কারণ হতে পারে আমি টীকাগুলো এত বেশিবার পড়েছি যে আমাদের প্রথম পরিচয়ের সময়ই আমার উপর শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল আইপেক।)

ঝটপট পোশাক পরে চলে গেল আইপেক। বোনকে বিদায় জানাতে হবে ওকে। কিন্তু এক মুহূর্ত বাদেই ওর দরজায় এসে হাজির হলো কাদিফে। যেকোনও সময়ের চেয়ে ওর চোখজোড়া ঢের বেশি বিস্ফারিত; সেখানে স্পষ্ট উদ্বেগ লক্ষ করে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে কা বলল, ভয়ের কোনও কারণ নেই, বিশেষ করে ব্লুর উপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। তারপর ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লুকে রাজি করাতে কতটা বাধার মুখে পড়েছে ব্যাখ্যা করে সে কত সাহসী মানুষ সেটা বলল।

তারপর অনেক আগেই তৈরি করে রাখা একটা মিথ্যা কথা বিরাট হয়ে দেখা দিল ওর সামনে। কাদিফে পরিকল্পনায় সায় দেবে, ব্লুকে এটা বোঝানোই ছিল সবচেয় কঠিন অংশ, বলল ও। বলল, কাদিফে ব্যাপারটাকে অপমান হিসাবে নিতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন ছিল ব্লু। আগে ওর সাথে কথা না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না সে। এখানে ভুরু নাচাল কাদিফে। ফলে একটু পিছিয়ে গিয়ে কথাগুলো ব্লু পুরোপুরি আন্তরিকভাবে বলার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে মিথ্যাটাকে আরেকটু সত্যের প্রলেপ দিল কা। তারপর কেবল মিথ্যাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই নয়, বরং কাদিফেকে ইজ্জত বাঁচাতে সাহায্য করার জন্যে যোগ করল যে ব্লুর অনীহা (অন্য কথায়, একজন মেয়ের অনভূতির প্রতি তার দেখানো সম্মান) একটা ইতিবাচক দিক–বিশেষ করে ওর জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বোধ এই শহরের বিষাক্ত রাজনৈতিক বিবাদে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা হতভাগ্য এই মানুষগুলোর জন্যে মিথ্যাচার ফেনিয়ে তুলতে পারায় উৎফুল্ল বোধ করল কা। যে শহর ওর জীবনের অনেক বেশি বয়সে ওর নাগাল পেয়েছে যখন সুখই হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু ওর একটা অংশ জানে কাদিফে ওর তুলনায় ঢের বেশি সাহসী, বিসর্জন দেওয়ার বেলায় অনেক বেশি অটল এবং ওর সামনে কী দুঃখ অপেক্ষা করে আছে টের পেয়েছে বলেই ওকে এসব মিথ্যা বানাতে হচ্ছে। ওর মনটা দমে গেল। সেজন্যেই কথা সংক্ষিপ্ত করার আগে আরও একটা ডাঁহা মিথ্যা বলল ও: ঠিক চলে আসার মুহূর্তে ব্লু ফিসফিস করে কাদিফেকে ওর শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে বলেছে।

এবার পরিকল্পনা খুলে বলতে শুরু করল কা। শেষ করার পর কাদিফের মত জানতে চাইল।

'আমি মাথা উন্মুক্ত করব, তবে কীভাবে সেই সিদ্ধান্ত নেব আমি।'

কা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে ও পরচুলো পরলে বা এমন কিছু করলে ব্লু কিছু মনে করবে না। কিন্তু ওকে রাগিয়ে দিচ্ছে বুঝতে পেরে চুপ করে গেল ও। পরিকল্পনা এবার এই চেহারা পেল: আগে ব্লুকে ছেড়ে দিতে হবে ওদের। নিরাপদ মনে করে এমন কোথাও আত্মগোপানে চলে যাবে ব্লু। কেবল তখনই কাদিফে ওর নিজের পছন্দ মতো হিযাব খুলবে। কাদিফে যেমন বুঝেছে সেভাবে এখুনি একটা কাগজে লিখে সই করে দিতে পারবে নাকি? ব্লুর লেখা কাগজটাকে মডেল হিসাবে কাজে লাগাতে পারবে ভেবে ওকে দিল কা। কিন্তু ব্লুর হাতের লেখা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাদিফের চোখ মুখে প্রবল আবেগের প্রকাশ দেখে ওর প্রতি অপ্রত্যাশিত দরদ বোধ করল কা। পড়ার সময় কা যাতে দেখতে না পায় তার যথাসাধ্য চেষ্টা করল কাদিফে। এক পর্যায়ে এমনকি কাগজটা শুঁকল পর্যন্ত।

কিছুটা দ্বিধা লক্ষ করে ওকে সুনেয় ওর তার দলকে রাজি করাতে বিবৃতিটা কাজে লাগানোর কথা বলল যাতে ব্লুকে ওরা ছেড়ে দেয়। সেনাবহিনী ওর উপর ক্ষেপে থাকতে পারে, তাছাড়া হিযাব প্রশ্নে উঁচু মহলে কোনও বন্ধুর সৃষ্টি করতে পারেনি ও। কিন্তু কার্সের প্রত্যেকে ওর সাহস ও সততাকে সম্মান করে। কাদিফেকে নতুন একটা কাগজ দিল কা, তারপর কাজে ডুবে যেতে দেখল ওকে। এখানে আসার প্রথম সন্ধ্যায় বুচার স্ট্রিটে হাঁটার সময় রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করেছিল যার সাথে সেই কাদিফের কথা ভাবতে লাগল কা। এখন ওর সামনে বসে থাকা কাদিফেকে একটু যেন বুড়োটে লাগছে।

ওর বিবৃতি পকেটে রাখতে রাখতে কা বলল, সুনেয়কে রাজি করানো যাবে ধরে নিয়ে ওদের পরের কাজ হবে মুক্তির পর ব্লুর জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে রাখা। ব্লুর জন্যে গাঢাকা দেওয়ার একটা জায়গা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে কাদিফে?

গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে সায় দিল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভেব না,' বলল কা। 'শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই সুখী হবো।'

'ঠিক কাজ সব সময় সুখ সমাপ্তি এনে দেয় না,' বলল কাদিফে।

'যে কাজ আমাদের সুখী করে সেটাই ঠিক কাজ,' বলল কা। মনে মনে ভাবল অচিরেই একদিন ফ্রাংকফুর্টে বেড়াতে গিয়ে বড় বোনের সাথে গড়ে তোলা ওদের সুখের জীবন দেখে আসবে কাদিফে। আইপেক ওর সাথে *কবহফে* যেতে বলবে কাদিফেকে, ওকে নীল রেইনকোট কিনে দেবে। তিনজন মিলে সিনেমা দেখতে যাবে, তারপর কায়জারস্ট্রাসের কোনও রেস্তরাঁয় বসে সসেজ আর বিয়র খাবে।

কোট গায়ে চাপাল ওরা, কা-র পিছু পিছু নিচে উঠোনে অপেক্ষারত আর্মি ট্রাকের কাছে চলে এল কাদিফে। পেছনের সিটে গিয়ে বসল দুই দেহরক্ষী। একা একা রাস্তা ধরে হাঁটার সময় আক্রান্ত হওয়ার কথা ভেবে কাজটা ঠিক করছে কিনা ভাবল কা। আর্মি ট্রাকের সামনের সিট থেকে কার্সের পথঘাট মোটেও ভীতিকর মনে হয়নি। দড়ির ব্যাগ আঁকড়ে ধরে বাজারমুখী মহিলাদের লক্ষ করল ও। বাচ্চারা বরফের বল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। স্পষ্টতই বরফে পা পিছলে পড়ে যবার হাত থেকে বাঁচতে নারী পুরুষ পরস্পরকে আঁকড়ে রেখেছে। ফ্রাংকফুর্টে আইপেকের সাথে কোনও সিনেমায় পরস্পরের হাত ধরা অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করল ও।

অভ্যুত্থানের আরেক হোতা কর্নেল ওসমান নুরি গোলাকের সাথে ছিল সুনেয়। ওদের বলা কা-র বক্তব্য ওর সুখস্বপ্নের রঙিন আশাবাদে অতিরঞ্জিত ছিল। ও বলল, সব কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাটকে অভিনয় করবে কাদিফে, ঠিক সময় মতো মাথা উন্মুক্ত করবে ও। মুক্তির এই শর্ত মেনে নিতে রীতিমতো ব্যকুল হয়ে আছে বু। এই দুজন লোকের ভেতর পরিষ্কার সমঝোতা থাকার বিষয়টি টের পেল ও। কেবল ছোটবেলায়ই একই ধরনের বই পড়ে সময় কাটানো দুজন মানুষের ভেতরই এই রকম মিল দেখা যায়। সতর্ক তবে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে কা ব্যাখ্যা করে বলল, মধ্যস্ততার কাজটা জটিল ছিল। 'প্রথমে কাদিফের মন ভোলাতে হয়েছে আমাকে, তারপর বুকে তোষামোদ করতে হয়েছে,' বলল ও। সুনেয়র হাতে ওদের বিবৃতি তুলে দিল। সুনেয় ওগুলো পড়ার সময় কা বুঝতে পারল অভিনেতা পান করছিল, যদিও এখনও দুপুরই হয়নি। মুহূর্তের জন্যে সুনেয়র মুখের কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল ও।

'ব্যাটা চাইছে হিযাব খোলার জন্যে কাদিফে মঞ্চে ওঠার আগেই যেন তাকে ছেড়ে দিই,' বলল সুনেয়। 'ব্যাটার কিন্তু চোখকান খোলা। মোটেই বোকা নয়।'

'কাদিফেরও একই দাবী,' বলল কা। 'অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু এরচেয়ে ভালো আদায় করতে পারিনি।'

'আমরা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি। ওদের কোনও একজনকে কেন বিশ্বাস করতে যাব আমরা?' জানতে চাইল কর্নেল ওসমান নুরি গোলাক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ওরাও তোমাদের মতোই সরকারকে তেমন একটা বিশ্বাস করে না,’ বলল কা। ‘কিছু ব্যাপারে পারস্পরের নিশ্চয়তা না পেলে বেশি দূরে এগোতে পারব না আমরা।’

‘অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ওকে ফাঁসি দেওয়া যেতে পারে, কর্তৃপক্ষ যখন জানবে একটা মাতাল অভিনেতা আর এক বেহাল কর্নেল মিলিটারি ক্যুর নামে কী কাণ্ড ঘটিয়েছে, আমাদের শেষ করে ফেলার জন্যে ঘটনাকে কাজে লাগাতে পারবে ওরা। এসব ব্লু মাথায় আসেনি?’ জানতে চাইল কর্নেল।

‘মরতে ভয় না পাওয়ার অভিনয়ে দারুণ পাকা সে। ওর মাথার ভেতরে আসলে কী চিন্তা চলছে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ওকে ফাঁসি দেওয়ার মানে হবে তাকে সাধু, আদর্শে পরিণত করা।’

‘একবার মান রাখতে গিয়ে তুরগাত বে-র বিচ্ছিরি বিচার আর ভয়ঙ্কর ভোগান্তি স্বীকার করে নেওয়ার কথা যদি মনে রাখ–আর কাদিফে এই লোকটারই মেয়ে–তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে, কথা রাখার বেলায় তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি আমরা–ব্লুকে যতখানি বিশ্বাস করা যায়, তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি। তবু, এখন ব্লু নিশ্চিতভাবেই ওকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলে দিলে, এমন হতে পারে, আজ সন্ধ্যায় মঞ্চে পা রাখার ব্যাপারে এখনও নিজের মনের ভাবই বুঝে উঠতে পারেনি সে। বেশ ভালো মেজাজী মেয়ে, হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস আছে।’

‘তোমার কী পরামর্শ?’

‘আমি জানি কেবল রাজনীতির খাতিরে এই অভ্যুত্থান ঘটাওনি তুমি, বরং সৌন্দর্য আর শিল্পের স্বার্থে,’ বলল কা। ‘স্রেফ তার পেশার কথা ভাবলে দেখা যাবে সুনেয় বে-র প্রতিটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ছিল শিল্পের স্বার্থে। এখন তুমি একে একেবারে সাধারণ ব্যাপার হিসাবে দেখতে চাইলে ব্লুকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে চাইতে না; আর নিজেকে ভালোরকম বিপদেও ফেলতে না। কিন্তু একই সময়ে তুমি জানো কার্সের সবাই দেখবে এমন কোনও নাটকে কাদিফের মাথা উন্মুক্ত করার ব্যাপারটা হবে তোমার জন্যে এক শৈল্পিক বিজয়; গভীর রাজনৈতিক প্রভাবও থাকবে তার।’

‘ও সত্যিই হিযাব খুললে আমরা ব্লুকে ছেড়ে দেব,’ বলল ওসমান নুরি গোলাক। ‘তবে শহরের সবাই যাতে নাটকটা দেখতে পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের।’

পুরোনো আর্মি কমরেডকে জড়িয়ে ধরল চুমু খেল সুনেয়। কর্নেল কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর কা-র হাত ধরে বাড়ির আরও ভেতের নিয়ে এল ওকে। ‘সবকিছু স্ত্রীকে বলতে হবে!’ একটা আসবাব বিহীন ঘরে ঢুকল ওরা। কোণে একটা ইলেক্ট্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিটার জ্বলা সত্ত্বেও এখনও ঠাণ্ডা হয়ে আছে। চিত্রনাট্য পড়ার সময় নাটকীয়ভাবে পোজ দিচ্ছিল ফান্দা এসার। খোলা দরজা পথে সুনেয় আর কা-কে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেও কোনও দ্বিধা ছাড়াই পড়া চালিয়ে গেল। ওর চোখের চারপাশে সুরমার গাঢ় বৃত্ত, পুরু রোজ লাগানো ঠোঁট, লো-কাট পোশাকের গলা দিয়ে উপচে বেরিয়ে আসা স্তনজোড়া আর অভিবঞ্চিত হাবভাব দেখে আসলে যে সে কী বলছে বোঝা কা-র পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

'ব্রেখটের গুড *উইমেন অভ যেকহুয়ানে* অনুপ্রাণিত হয়ে সামান্য রদবদলসহ টমাস কিডের *দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজিডির* বিদ্রোহী ধর্ষিতার বক্তৃতা,' গর্বের সাথে বলল সুনেয়। 'অবশ্য বেশির ভাগ পরিবর্তন আমার নিজের কল্পনারই ফসল। আজ রাতে ফান্দা এই বক্তৃতা ঝাড়ার সময়ও কাদিফে মাথা থেকে হিযাব খোলার সাহস করে উঠতে পারবে না। তবে চোখ থেকে জল মোছার জন্যে হিযাবের কোণা কাজে লাগাবে।'

'কাদিফে হানুম তৈরি থাকলে এখুনি রিহার্সাল শুরু করে দিই।'

মেয়েটার কণ্ঠে ফুটে ওঠা আকাঙ্ক্ষা কা-র কাছে কেবল থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসাই স্পষ্ট করে তুলল না, বরং সুনেয় কোনওদিন আতাতুর্কের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পাবে না বলে প্রায়শই যারা দাবী করে থাকে তাদের কথাও মনে করিয়ে দিল—ফান্দা মেয়েটা আসলে লেসবিয়ান। যত না বিপ্লবের নায়ক তারচেয়ে থিয়েটারে গর্বিত প্রযোজক মনে হচ্ছে সুনেয়কে, স্ত্রীর কাছে সে সবে ব্যাখ্যা করছিল যে কাদিফে এখনও 'ভূমিকা বেছে নেওয়ার' সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি মনস্থির করে উঠতে পারেনি, ঠিক তখনই এক অর্ডার্লি এসে সারদার বে-কে নিয়ে আসার কথা জানাল।

বর্ডার সিটি গেযেটের মালিকের সাথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন একটা ঝোঁকের কাছে পরাস্ত হতে শুরু করল কা যার সাথে সেই অতীতে তুরস্কে থাকার পর আর পরিচয় ছিল না। মুহূর্তের জন্যে সরদার বে-র মুখের উপর জোরসে একটা ঘুসি বসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হলো। কিন্তু ওরা যেখানে লোকটাকে সযত্নে সাজানো খাবারে দাওয়াত দিয়েছে, কা-র কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে বিপ্লবী নেতাদের টেবিলে এই ধরনের ক্রোধের আসলে কোনও স্থান নেই। এরা এমন সহজ আত্মবিশ্বাসের সাথে বসেছে যেটা কেবল যারা অন্যদের ভাগ্য নির্ধারণে অভ্যস্ত তাদেরই ভেতরই দেখা যায়।

খাবার আর পানীয় সাবাড় করার সময় নির্দয় নিশ্চয়তার সাথে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে ওরা। সুনেয়র অনুরোধে ফান্দা এসারকে একটু আগে রাজনীতি আর শিল্প সম্পর্কে যা বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করল কা। ওর কথা মেয়েটাকে বেশ উত্তেজিত করে তুলেছে দেখে কাগজ মালিক বলল ভবিষ্যতে কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগাতে এসব লিখে রাখতে চায় সে। কিন্তু তাকে রূঢ়ভাবে চুপ করিয়ে দিল সুনেয়। আগে তাকে আজকের কাগজে কা-র সম্পর্কে লেখা মিথ্যাচারের সংশোধন করতে হবে। তো সরদার বে-র এটা স্বীকার করতে বেশি সময় লাগল না যে একেবারে সামনের পাতায় একটা নতুন এবং খুবই ইতিবাচক নিবন্ধ ছাপবে সে; তাতে করে, আশা প্রকাশ করল সে, কার্সের বিস্মৃতি প্রবণ পাঠকরা কা সম্পর্কে আদৌ খারাপ কিছু ভাবতে প্ররোচিত হওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাবে।

'এবং লেখাটায় আমাদের আজকের সন্ধ্যায় মঞ্চায়িত হতে চলা নাটকের উল্লেখ থাকতেই হবে,' বলল ফান্দা এসার।

ওদের চাহিদামতো লেখা প্রকাশ করতে রাজি হলো সরদার। শিরোনামের পয়েন্টের সাইজসহ প্রত্যেকটা জিনিস বলে দিতে পারে ওরা। কিন্তু ক্লাসিক্যাল বা আধুনিক থিয়েটারের তেমন একটা বিদ্যাবুদ্ধি না থাকায়, বলল সে, সুনেয় তার নিজের ভাষায় সন্ধ্যার নাটকের একটা বিবরণ দিলে ভালো হয়–তার মানে আগামীকালের শিরোনামটার একশোভাগ নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্যে সুনেয় নিজেই লেখাটা লিখলেই হয়। সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে সে বলল, জীবন ভর ঘটনা ঘটার আগেই তার উপর লিখে এসেছে সে। এটাকেই তার বিশেষত্ব বলা যেতে পারে। কিন্তু এখনও চার ঘণ্টার মতো কাজ বাকি আছে। সামরিক আইনের বিধান মোতাবেক বিশেষ সময়সূচি ধরে কাজ করছে ওরা। সুতরাং সকাল চারটার আগে সংখ্যাটা ছাপানোর জন্যে তোলা যাবে না।

'নাটক সম্পর্কে তোমাকে একটা বয়ান দিতে খুব বেশি সময় লাগবে না,' বলল সুনেয়। টেবিলে বসেছে বেশিক্ষণ হয়নি, কিন্তু এরই ভেতর এক গ্লাস রাকি শেষ করে ফেলেছে সে, খেয়াল করল কা। আরও এক গ্লাস গলায় ঢালার পর সুনেয়র চোখে ব্যথা আর আবেগের ঝলক খেলে যেতে দেখল কা।

'লিখে নাও, সাংবাদিক সাহেব,' সরদার বে-র দিকে চোক রাঙিয়ে তাকিয়ে বলে উঠল সুনেয়। যেন হুমকি দিচ্ছে। 'শিরোনামটা হবে এমন: **"মঞ্চে মৃত্যু,"**' থেমে একটু ভাবল সে। 'এবং তারপর ঠিক তার নিচে আরেকটা শিরোনাম, একটু ছোট হরফে: **"গতকালের অভিনয়ের সময় বর্ণাঢ্য অভিনেতা সুনেয় যেইমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে"**।'

খুবই আন্তরিকতার সাথে কথা বলছিল সে। সমীহ না করে পারল না কা। না হেসে, সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলও। বলে যেতে লাগল সুনেয়। কেবল সরদার বে-কে সুনেয়র কথা বুঝতে সাহায্য করার জন্যেই কথা বলছে।

খানিক পর পর কী বলেছে ভাববার জন্যে থামছে সুনেয়, আরেক দফা রাকি গলায় ঢেলে মাথা সাফ করে নিচ্ছে। ফলে লেখাটা শেষ করতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। চার বছর পরে কার্স সফরের সময় সরদার বে-র কাছে পরে লেখাটা সংগ্রহ করার কথা আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চে মৃত্যু

গতকালের অভিনয়ের সময় বর্ণাঢ্য অভিনেতা সুনেয় যেইমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

গতকাল ন্যাশনাল থিয়েটারে এক ঐতিহাসিক নাটকে অভিনয়ের সময় হিযাব কন্যা কদিফে প্রথমে মুহূর্তের আলোকনের ঝোঁকে মাথা উন্মুক্ত করেন এবং তারপর ভিলেইনের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতা সুনেয় যেইমের দিকে অস্ত্র তাক করে গুলি ছুঁড়ে দর্শকদের হতবাক করে দেন। সরাসরি সম্প্রচারিত তার অভিনয় প্রত্যক্ষকারী কার্সের সকল বাসিন্দাকে সন্ত্রাসে শিউরে তুলেছে।

মঙ্গল রাতে সুনেয় যেইম থিয়েটার কোম্পানি কর্সের জনগণকে তাদের একেবারে চোখের সামনে সত্যিকারের বিপ্লবের পথ খুলে দেওয়া এক প্রকৃত বিপ্লবী নাটকের মাধ্যমে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। গতরাতে দ্বিতীয় মহা অনুষ্ঠানের সময় সুনেয় যেইম কুশীলবরা আবার আমাদের চমকিত করেছেন। এবারের উপলক্ষ্যের বাহন ছিল ভুলক্রমে অবহেলিত ষষ্ঠদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার টমাস কিডের একটা নাটক, যিনি তারপরেও শেকসপিয়রের নাটকে প্রভাব রেখে গেছেন বলে কথিত। গত বিশ বছর ধরে আনাতোলিয়ার বিস্মৃত মঞ্চ শহরে ঘুরে বেড়ানো সুনেয় যেইম এইসব শহরে শূন্য মঞ্চে পা রেখেছেন, এখানকার টি-হাউসগুলোতে পৌঁছে দিয়েছেন সংস্কৃতি। শেষ দৃশ্যে তিনি থিয়েটারের প্রতি তার ভালোবাসাকে এক ক্লাইমেক্সের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। ফরাসী জ্যাকোবিন ও ইংরেজ জ্যাকোবিয়ান, উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী এক দুঃসাহসী আধুনিক নাটকে মুহূর্তের জন্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হিযাব কন্যাদের বেপরোয়া নেত্রী কাদিফে রূঢ়ভাবে সবাইকে দেখানোর জন্যে মাথা থেকে হিযাব খুলে ফেলেন; কর্সের জনগণ যখন সবিস্ময়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল ঠিক তখন একটা বন্দুক বের করে সেটার জিনিসগুলো খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয়কারী বর্ণাঢ্য অভিনেতা যার নাম কিডের মতোই দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে সেই সুনেয় যেইমের উপর খালি করেন। এই বাস্তব নাটক দর্শকদের দুদিন আগে ঘটে যাওয়া অনুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, যেখানে মঞ্চের উপর দিয়ে ভেসে বেড়ানো বুলেটগুলো সত্যিকারের বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই গুলিগুলোও সত্যিকারের, এই ধারণার ভেতরই কার্সের লোকজন সুনেয় যেইমকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে। বিখ্যাত তুর্কি অভিনেতা সুনেয় যেইমের মৃত্যু জীবনের চেয়ে দর্শকদের কাছে ঢের বেশি ভয়বহ। নাটকটা ধর্ম ও রেওয়াজ থেকে এক নারীর মুক্তি অর্জন নিয়ে লেখা জানা থাকলেও কার্সের মানুষরা এমনকি গুলিগুলো তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিলে ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসার সময়ও সুনেয় যেইমের সত্যিকারের মরণ মেনে নিতে পারছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা কোনও দিনই শিল্পের জন্যে তার প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা ভুলতে পারবে না।

সুনেয় শেষ বারের মতো সংশোধন করার পর সমবেত অতিথিদের সামনে চূড়ান্ত খসড়া পড়ে শোনাল সরদার বে। 'তোমার অনুমোদন পেলে কালকের সংখ্যায় হুবহু ছাপাবো এটা,' বলল সে। 'কিন্তু ঘটনার আগে আমার সারা জীবনের খবর লেখার ভেতর একমাত্র এটার বেলায়ই দোয়া করব যাতে সত্যি না হয়! তুমি নিশ্চয়ই মরতে যাচ্ছ না, ঠিক?'

'আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা হলো শিল্পের বাস্তবতাকে একেবারে চরম সীমায় ঠেলে দেওয়া,' বলল সুনেয়। 'সে যাক, আগামীকাল তুষার গলে গিয়ে রাস্তাঘাট খুলে গেলে আমার মৃত্যুর আর এতটুকু গুরুত্ব থাকবে না।'

মুহূর্তের জন্যে ফান্দার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল সুনেয়র। পরস্পরকে ওরা কত গভীরভাবে বুঝতে পারে উপলব্ধি করে ঈর্ষার একটা খোঁচা অনুভব করল কা। আইপেক আর ও কি কোনওদিন এদের মতো করে আত্মাকে ভাগ করে নিতে পারবে? কিংবা এমন গভীর সুখ উপভোগ করতে পারবে?

'জনাব সাংবাদিক, তোমার বিদায়ের সময় হয়েছে, ডিয়ার স্যার, আমাদের কাজ শেষ; তো দয়া করে বিদায় নিতে প্রস্তুত হও,' বলল সুনেয়। 'এই সংখ্যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় আমার আর্দালি যাতে তোমার কাছে আমার ফটোগ্রাফের একটা প্লেট পৌঁছে দিয়ে আসে সেটা দেখব আমি।' সরদার বে বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে পরিহাস তরল কণ্ঠস্বর বাদ দিল সুনেয়, কা একে রাকির প্রভাব ধরে নিয়েছিল। 'ব্লু আর কাদিফের শর্ত মেনে নিচ্ছি আমি,' বলল সে। তারপর ফান্দা এসারের দিকে তাকাল। কেবল ব্লুকে ছেড়ে দিলেই কাদিফে মঞ্চে হিযাব খুলতে রাজি আছে বলে তার কাছে ব্যাখ্যা করার সময় ভুরু নাচাল ফান্দা।

'কাদিফে হানুম খুবই সাহসী মেয়ে। রিহার্সাল শুরু করার পর একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল ফান্দা এসার।

'তোমরা এক সাথে ওর কাছে যেতে পারো,' বলল সুনেয়। 'তবে আগে কাদিফেকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যে ব্লু-কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ ওকে গোপন আস্তানা পর্যন্ত অনুসরণ করেনি। এতে সময় লাগবে।'

এভাবে কাদিফের সাথে এখুনি মহড়া শুরু করার ফান্দা এসারের ইচ্ছাটাকে উপেক্ষা করে কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্লুর মুক্তির ব্যবস্থা করা যায় সে আলোচনা করতে কা-র দিকে ফিরল সুনেয়। এই সভা সম্পর্কে ওর নোট পড়ে আমার যা ধারণা হয়েছে সেটা হলো, সুনেয়র মুখের কথাই তখনও বিশ্বাস করছিল কা। অন্য কথায় কা ভাবেনি যে ব্লুর মুক্তির পর তার গোপন আস্তানা পর্যন্ত অনুসরণ করানোর ব্যবস্থা নেবে সে। তারপর মঞ্চে কাদিফে হিযাব খোলার পর ফের তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দী করবে। হতে পারে গোপন এই পরিকল্পনা ধীরে ধীরে বের হয়ে এসেছে সিক্রেট পুলিসই এর আসল হোতা, এখনও সর্বত্র মাইক্রোফোন রোপন করে চলেছে ওরা, সবার থেকে এক কদম আগে থাকার আশায় তাদের ডাবল এজেন্টদের দেওয়া তথ্য উদ্ধার করার জন্যে যুঝে যাচ্ছে।

সম্ভবত কর্নেল ওসমান নুরি গোলাককেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছিল তারা। সিক্রেট পুলিস জানত ওরা সংখ্যায় একেবারে কম–যতক্ষণ সুনেয় যেইম, অসন্তুষ্ট কর্নেল ও তার সমমনা অফিসারদের হাতে আর্মির নিয়ন্ত্রণ আছে, ততক্ষণ এমআইটি-র পক্ষে অভ্যুত্থানের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেওয়ার কোনওই সম্ভাবনা ছিল না–কিন্তু তা সত্ত্বেও সুনেয়র 'শিল্পিত' পাগলামিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে তাদের সর্বত্র রোপন করা লোকজন যথাসাধ্য করছে। রাকি টেবিলে ওর লেখা নিবন্ধটা টাইপ হওয়ার আগে ওয়াকি-টকিতে এমআইটি-তে তার বন্ধুদের পড়ে শুনিয়েছে সরদার বে, ফলে দারুণ শংকার সৃষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু সুনেয়র মানসিক সুস্থতা বা স্থিতিশীলতা নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা দেয়নি। ব্লুকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে সুনেয়র আসল পরিকল্পনা বিষয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে এমআইটি কতখানি জানত সেটা সাধারণভাবে অজ্ঞাতই ছিল।

আজ আমি বলব যে আমাদের কাহিনীর শেষের সাথে এইসব বয়ানের খুব কমই সম্পর্ক রয়েছে; তো ব্লুর মুক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিয়ে বেশি কথা খরচ করতে যাব না। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সুনেয় ও কা এ কাজের দায়িত্ব ফাযিল ও সিভাসে জন্মগ্রহণকারী সুনেয়ের অর্ডার্লির হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সিক্রেট পুলিসের কাছ থেকে ফাযিলের ঠিকানা পাওয়ামাত্রই একটা আর্মি ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই দশ মিনিট পরে ওরা তাকে নিয়ে আসে। এবার তার চেহারায় ভয়ের ছাপ ছিল। ওকে দেখে কা-র আর নেসিপের কথা মনে পড়েনি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সে আর অর্ডার্লি শহরের কোণের আর্মি গ্যারিসনের পথে রওয়ানা হয়ে যাবে; হয়ত অনুসরণকারী ডিটেক্টিভদের ঝেড়ে পেছন দরজা দিয়ে দর্জির দোকান থেকে বের হয়ে গেছে ওরা। এমআইটি-র লোকজন তখন সুনেয় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাকে যেকোনও বাজে কাজ থেকে দূরে ঠেলে রাখার ব্যাপারে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তারা ঘটনাপ্রবাহের দ্রুততায় এতটাই অপ্রস্তুত ছিল যে তখনও প্রত্যেকটা বেরুনোর পথে পাহারা বসাতে পারেনি।

ফলে পরিকল্পনা মোতাবেক ঘটনা এগিয়ে চলল। বেঈমানি না করার ব্যাপারে সুনেয়র নিশ্চয়তা নিয়ে কোনও রকম বিরোধ দেখা দিল না। সেল থেকে বের করে আর্মি ট্রাকে তুলে দেওয়া হলো ব্লুকে, তারপর সোজা কার্স নদীর উপরের আয়রন ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল সিভাসে জন্মগ্রহণকারী ড্রাইভার। এপারে ট্রাকটা দাঁড় করানো অবস্থায় বিশ্বস্ততার সাথে তাকে দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে সোজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মুদি দোকানে ঢুকে পড়ে বু। এটার জানালা রসুনের সসের বিশেষ দরের পোস্টার সাঁটা। এরপর পেছন দরজা দিয়ে পিছলে বের হয়ে আসে সে; এখানে একটা এক্কা গাড়ি অপেক্ষায় ছিল। তারপুলিনের নিচে আশ্রয় নিয়ে আযায গ্যাসের ক্যানিস্টারের ভেতর আরাম করে বসার পর নিমেষে একটা সেফ হাউসে নিয়ে যাওয়া হয় ওকে। কেবল আসল ঘটনার পরেই এসব জানতে পারবে কা। একমাত্র যে মানুষটি এক্কা গাড়িটা বুকে কোথায় নিয়ে গেছে জানত, সে হলো ফাযিল।

পুরো ব্যাপারটা শেষ হতে দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে। আনুমানিক সাড়ে তিনটার সময়, অলিভার ও চেস্টনাট গাছগুলো যখন ছায়া হারিয়ে কার্সের ফাঁকা রাস্তার উপর নেমে আসতে থাকা আঁধারের প্রথম ছায়ার মাঝে ভূতের মতো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, বুর নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাওয়ার খবর কাদিফেকে জানাতে এল ফাযিল। উঠোন থেকে রান্নাঘরে দিকে চলে যাওয়া দরজায় এমনভাবে কাদিফের দিকে চেয়ে রইল যেন মহাশূন্য থেকে এইমাত্র নেমে এসেছে। কিন্তু ঠিক আগে যেমন নেসিপকে খেয়াল করেনি, ঠিক সেভাবে এবারও ফাযিলকে খেয়াল করল না ও। তার বদলে খুশি মনে দ্রুত উপর তলার দিকে ছুটল। নিজের ঘর থেকে সবে বের হয়ে আসছিল আইপেক, প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এখানে ছিল সে। নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের একটা ঘণ্টা ছিল সেটা। আমার বন্ধুর মনটা আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে আগামীর সুখের সম্ভাবনায় চাঙা হয়ে উঠছিল–পরের অধ্যায়ের শুরুর লাইনগুলোতে যেমন ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাব আমি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁইত্রিশ

আজ সন্ধ্যায় কাদিফের চুলই আমাদের একমাত্র চিত্রনাট্য

সব নাটকের অবসান ঘটানোর নাটকের প্রস্তুতি

আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, কা সব সময়ই শেষে দেখা দিতে পারে এমন যন্ত্রণার ভয়ে সুখ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে; তো আমরা আগে থেকেই জানি যে সুখে থাকার সময় নয় বরং এই সুখের সময়টি ওকে ছেড়ে অচিরেই চলে যাবার নিশ্চয়তা থেকেই ওর প্রবলতম আবেগের সৃষ্টি হয়। সুনেয়র রাকি টেবিল ছেড়ে দুই সেনা দেহরক্ষীসহ স্নো প্যালেস হোটেলে ফিরে আসার পরও কা-র বিশ্বাস ছিল যে সব কিছু পরিকল্পনা মতোই এগোচ্ছে। আইপেককে আবার দেখার সম্ভাবনা ওর মনটাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলল, যদিও হারানোর ভয় দ্রুত পরাস্ত করছিল ওকে।

বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটার দিকে লেখা কবিতার প্রতি ইঙ্গিত করার সময় আমার বন্ধু স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে ওর মন এই দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ে দোল খেয়ে চলছিল। সুতরাং ও কী বলেছে সেটা জানানো দায়িত্ব মনে করছি আমি। এই কবিতাটি, কা যেটির নাম রেখেছে 'কুকুর', কয়লা-রঙ নেড়ি কুকুরটার সাথে এযাত্রা দর্জির দোকান থেকে ফেরার পথে আবার চকিত দেখা হওয়ার ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত বলে মনে হয়। চার মিনিট পরেই নিজের ঘরে এসে কবিতা লিখতে শুরু করে ও; এবং ঠিক ওই মুহূর্তে সুখের জন্যে ওর আকাঙ্ক্ষাটুকু বিরাট হতে পারে বলে হারানোর ভীতিটুকু বিষের মতো ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ভালোবাসা আর বেদনা সমান হয়ে গেছে। কবিতায় ছোট বেলায় কুকুরের প্রতি দারুণ ভয়ের কথা উল্লেখ করেছে কা, ওর ছয় বছর বয়সে মক্কা পার্কে ওর উদ্দেশে চিৎকার জুড়ে দেওয়া রাস্তার কুকুর আর এক নিষ্ঠুর পড়শীর কথা এসেছে, সব সময় পথিকদের উপর কুকুর লেলিয়ে দিয়ে আমোদ পেত লোকটা। পরবর্তী জীবনে কুকুর-ভীতিকে ছোটবেলার অসংখ্য সুখময় মুহূর্ত কাটানোর শাস্তি হিসাবে দেখেছে কা। তবে এর ভেতর একটা প্যারাডক্সের অস্তিত্বও খুঁজে পেয়েছে ও। বেহেশত আর দোযখ আসলে একই জায়গায়। যে রাস্তায় ও সকার খেলেছে, মালবেরি কুড়িয়েছে, চুয়িং গামের সাথে পাওয়া যেসব প্লেয়ার ট্রেডিং কার্ড সংগ্রহ করেছে ঠিক একই রাস্তায় ছিল কুকুরও। এর কারণ কুকুরগুলো ওর ছেলেবেলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব ছেলেমানুষী আনন্দের দৃশ্যগুলোকে এমন জীবন্ত নরকে পরিণত করত যে আনন্দগুলোকে দারুণভাবে অনুভব করত ও।

ওর হোটেলে ফেরার খবর পাওয়ার সাত কি আট মিনিট পরে ওর রুমে এল আইপেক। ওর ফিরে আসার আসল সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না আইপেকের পক্ষে; কা যে ওকে খবর পাঠায়নি সেটা মাথায় রাখলে এই দেরিটুকুকে খুবই শোভন বলা যেতে পারে। প্রথম বারের মতো ওর ধীরতার ভেতর কোনও খারাপ উদ্দেশ্য না পেয়ে মিলিত হতে পারল ওরা; মেয়েটা ওকে ছেড়ে যাবার চিন্তা তো এলইনা। আরও বড় কথা, আইপেকের চোখেমুখেও সুখের আভা ঠিকরে বেরুচ্ছিল। সব কিছু পরিকল্পনা মোতাবেক এগোচ্ছে বলে ওকে নিশ্চিত করল কা। একই কথা বলল আইপেকও। ব্লুর কথা জানতে চাইল ও। কা জানাল সে ছাড়া পেল বলে। এই খবর শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আইপেকের চেহারা। ঠিক আর পাঁচটা কথা বলার সময় যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওদের ভবিষ্যৎ এখনও ঠিক পথে এগোচ্ছে নিশ্চিত হওয়াটাই যথেষ্ট ছিল না, ওদের সুখের উপর যাতে কোনও রকম ছায়া ফেলতে না পারে সেজন্যে চারপাশের সব রহস্যেরও অবসান দরকার ছিল।

অবিরাম আলিঙ্গন ও অধৈর্য চুম্বন সত্ত্বেও দৈহিক মিলনের জন্যে বিছানায় যাওয়ার সময় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ওরা। কা আইপেককে বলল ওরা ইস্তাম্বুলে পৌঁছানোর পর দিনে দিনেই ওর জন্যে জার্মান ভিসা বের করে ফেলা যাবে; কনস্যুলেটে বন্ধু আছে ওর। উপযুক্ত লাগেজের জন্যে ঝটপট বিয়ে সেরে ফেলতে হবে ওদের, তবে চাইলে পরে যে কোনও সময়ই লাগসই অনুষ্ঠান-উৎসবের ব্যবস্থা করা যাবে। কর্সে সব ঝামেলা চুকে যাবার পর কাদিফে ও তুরগাত বে-র ওদের সাথে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। এমনকি কয়েকটা হোটেলের নামও উল্লেখ করল কা যেখানে থাকতে পারবে ওরা। এবার ওদের চোখের পাতা স্বপ্নে এমন ভারি হয়ে উঠল যে নিজেরাই লজ্জা বোধ করল। এবার সুর পাল্টে বাবার নানা উদ্বেগ, বিশেষত আত্মঘাতী বোমাবাজদের নিয়ে ভীতির কথা বলল আইপেক। কোনও অবস্থাতেই যেন সে রাস্তায় না যায় সেজন্যে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে ও। তারপর তুষার গললে প্রথম বাসে চেপেই চলে যাবে বলে পরস্পরকে কথা দিয়ে জানালার পাশে অনেকক্ষণ হাতে হাত রেখে তুষারে ঢাকা পাহাড়ী রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

আইপেক বলল এরই মধ্যে গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে ও। ওকে কোনও কিছু নিতে মানা করল কা, তবে সেই ছোটবেলা থেকে বেশ কিছু জিনিস আগলে রেখেছে আইপেক, সেগুলো ওর কাছে এতটাই গুরুত্বপুর্ণ যে ওগুলো ছাড়া জীবন কাটানোর কথা ভাবতেও পারে না। এবারও কা-র কবিতার অনুপ্রেরণার কুকুরটাকে এক ছুটে চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখল ওরা। আইপেক যেসব জিনিস ফেলে যেতে পারবে না বলে জোর করছিল তার একটা হিসাব নিল কা: ছোটবেলায় ইস্তাম্বুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে ওর মায়ের দেওয়া হাতঘড়ি, সেদিনই কাদিফেকে দেওয়া ঘড়িটা হারিয়ে ফেলায় এখন এটা যারপরনাই মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে; ওর পরলোকগত মামা জার্মানি থেকে একটা বরফ-নীল আংগোরা সোয়েটার এনে দিয়েছিল, খুবই ভালো মানের একটা পোশাক, কিন্তু বড্ড টাইট হওয়ায় কার্সে কোনওদিনই পরতে পারেনি; ওর ট্রুসোর একটা টেবিল ক্লথ, রূপালি ফিলগ্রি দিয়ে এম্ব্রয়ডারি করে দিয়েছিল ওর মা, প্রথম দিনেই ওটায় মোরব্বার দাগ ফেলে দিয়েছিল মুহতার—এতেই বোঝা যায় কেন ওটা দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা হয়নি; সতেরটা মিনিয়েচার পারফিউম ও অ্যালকোহলের বোতল, অনেক বছর আগে বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই জমাতে শুরু করা তাবিজ ধারণ করছে ওগুলো এবং এখন ওগুলোকে সৌভাগ্যের বাহন হিসাবে দেখে ও; বাবা-মার কোলে ছোটবেলায় তোলা ছবি (কথাটা বলার মুহূর্তেই কা দেখতে চাইল সেসব); ইস্তাম্বুলে মুহতারের কিনে দেওয়া অসম্ভব সুন্দর মখমলের কালো সান্ধ্য পাশাক, ওটার পেছন দিকটা গভীর করে কাটা বলে কেবল ঘরেই পরতে পারে; মারাত্মক নিচু ছাঁটের গলা ঢাকার জন্যে কেনা সাটিনের এম্ব্রয়ডারি করা শাল; কোনও একদিন মুহতার মত পাল্টাবে, এই আশায় কেনা; কার্সের কাদায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোনও দিন পায়ে না দেওয়া একজোড়া সুইড শু; জেডে নেকলেসটা গলায় থাকাটার দেখাতে পারল ও।

এখন যদি বলি যে ঠিক চার বছর পরে কার্সের মেয়রের দেওয়া এক ডিনারে আইপেককে ঠিক ওই বিরাট জেডে পাথরের নেকলেসটাই কালো সিল্কের কর্ডে ঝোলানো অবস্থায় পরে থাকতে দেখেছিলাম, আমার ঠিক উল্টোদিকে বসেছিল সে, তাহলে আমার পাঠকরা নিশ্চয়ই আমি প্রসঙ্গ ছেড়ে অনেক দূরে সরে এসেছি বলে অভিযোগ করবেন না। বরং উল্টো, আমরা এখন আসল বিষয়ের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি, কারণ এর আগে পর্যন্ত যার জন্যে এমন দারুণভাবে প্রস্তুত ছিলাম তার কিছুই দেখতে পাইনি আমি; সুতরাং এই বইতে আমার বলা গল্পের সব পাঠকের বেলায়ও এটা সত্যি। আইপেক কারও কল্পনার চেয়েও ঢের বেশি সুন্দরী। এই ডিনারে, যেখানে পলকের জন্যে প্রথম বারের মতো ওর দেখা পেয়েছিলাম, আমাকে স্বীকার করতেই হবে নিজেকে হতচকিত, বিস্ময়াভিভূত ও গভীরভাবে ঈর্ষান্বিত ঠেকেছে। এই আবেগটুকু আমাকে দখল করে নেওয়ার সময় আমার বন্ধুর কবিতা সংগ্রহ, যে রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করে আসছিলাম আমি, একেবারেই ভিন্ন ধারার এক গল্পে পরিণত হলো। এই বিস্ময়কর মুহূর্তেই এখন আপনার হাতে ধরা এই বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি। তবে তখন এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। তখন অসাধারণ সুন্দরী মেয়েরা যেসব অনুভূতি জাগাতে কোওনদিনই ব্যর্থ হয় না সেইসব অনুভূতিতে আক্রান্ত ছিলাম। এই অপ্সরার দিকে তাকিয়ে নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি। যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছি। এই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় এই টেবিলে কার্সের অন্যান্য লোকজনের স্বচ্ছ চালচলন সম্পর্কে আবার সচেতন হয়ে উঠি আমি–শহরে আসা উপন্যাসিকের সাথে আলাপ করার বা আগামী দিনের গুঞ্জন কলামে ছাপানোর জন্যে টুকটাক তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য হিসাবে বোকার মতো যে ষড়যন্ত্রকে ধরে নিয়েছিলাম,–আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে ওদের সমস্ত আলাপ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আইপেকের সৌন্দর্যের উপর একটা পর্দা টেনে দেওয়া, কেবল আমার কাছ থেকেই ওকে আড়াল করা নয়, বরং নিজেদের কাছ থেকেও। মারাত্মক একটা ঈর্ষা আমাকে খোঁচাতে শুরু করেছিল, সেটা প্রেমে পরিণত হতে পারে ভেবে ভয়ও হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে প্রিয় বন্ধু কা-র মতো আমিও এমন সুন্দরী এক নারীর সোহাগ উপভোগ করতে পারব ভেবে কল্পনায় ডুবে গেছি। শেষ পর্যন্ত কা-র জীবনটা যে শূন্যতায় পরিণত হয়েছে মুহূর্তের জন্যে নিজেকে সেই বিষাদ বিস্মৃত হতে দিয়ে সমীহের সাথে ভাবতে লাগলাম, কেবল ওর মতো গভীর আত্মা আছে এমন কোনও পুরুষের পক্ষেই এমন এক নারীর হৃদয় জয় করা সম্ভব! আমার নিজের কি আইপেককে ভুলিয়ে ভালিয়ে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাওয়ার কোনও আশা ছিল? ওখানেই ওকে প্রস্তাব করতে পারতাম আমি কিংবা সবকিছু ফাঁস না হওয়া পর্যন্ত ওকে আমার গোপন সঙ্গিনী করে রাখতে পারতাম, কিন্তু ওর পাশে নিজেকে দাঁড় করানোর জন্যে কোন পথটা বেছে নিতাম আমি! ওর কপালটা ছিল প্রশস্ত, কর্তৃত্বপরায়ণ, ভেজা চোখ, প্রায় ফিল্মস্টার মেলিন্দার মতোই একজোড়া ঠোঁট। ওই ঠোঁটজোড়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বাধ মানাতে পারছিলাম না। আমার সম্পর্কে কী ভাবছিল সে? বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আমি কি কখনও কা-র সঙ্গে ওর কথোপকথনে জায়গা পেয়েছি? এমনকি রাকিতে চুমুক না দিয়েও আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। বুকটা ধড়াশ ধড়াশ করছে। তারপর কাদিফেকে দেখতে পেলাম, মাত্র কয়েক আসন দূরে বসেছে ও, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে। আমাকে গল্পে ফিরে যেতেই হচ্ছে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় জেডে পাথরের নেকলেসটা তুলে আইপেকের গলায় পরিয়ে দিল কা। ওকে চুমু খেয়ে নেহাত অবহেলার সাথে দ্রুত মন্ত্রে পরিণত হতে চলা কথাগুলো উচ্চারণ করল। জার্মানিতে ওরা সুখী হবে। ঠিক তখনই ফাযিলকে দৌড়ে উঠোনে ঢুকতে দেখল আইপেক। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে নিচে চলে গেল ও। এখানে রান্নাঘরের দরজায় কাদিফেকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। নিশ্চয়ই এখানেই ব্লুর মুক্তির সুখবর শুনেছিল ও। মেয়ে দুটি ওদের রুমে গিয়ে বন্দী হলো। ওরা কী বলেছে বা করেছে তার কোনও ধারণাই আমার নেই। কা তখনও ওর রুমে ছিল। ওর মনটা নতুন কবিতা ও ভালোবাসার উপর নতুন বিশ্বাসে এতটাই ভরপুর ছিল যে ওর মনের যে অংশটা–কখনও নিরাসক্তভাবে আবার কখনও সযত্নে স্নো প্যালেস হোটেলের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর রাখত সেটিও বিশ্রামে ছিল। ওদের যেতে দিল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে যেমন জানতে পেরেছি, মোটমুটি এই সময়ে আবহাওয়া ব্যুরো তুষার গলার প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। সারাদিন সূর্য দেখা গেছে এবং এখন গাছপালা ও ছাদের চাল থেকে ঝুলন্ত আইসিকলগুলো প্রথমে টুপটাপ তারপর সবেগে ঝরতে শুরু করল। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়া আবহাওয়ার ঘোষণার ঢের আগেই গুজব রটে গিয়েছিল: আজ রাতেই নির্ঘাত পথঘাট খুলে যাবে, থিয়েটার অভ্যুত্থানের অবসান ঘটবে। সন্ধ্যার ঘটনাপ্রবাহ যাদের ভালো করে মনে ছিল তারা আমাকে জানাবে: কেবল আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুসরণ করেই কার্স বর্ডার টেলিভিশন ন্যাশনাল থিয়েটারে সেদিন সন্ধ্যায় সুনেয় যেইম প্লেয়ারস-এর নতুন নাটকের অভিনয়ের ঘোষণা দিয়েছিল। তরুণ জনপ্রিয় ঘোষক হাকান ওযগে কার্সের বাসিন্দাদের জানিয়েছিল যে দুদিন আগের রক্তাক্ত ঘটনাবলী উদ্বেগের কোনও কারণ হবে না, কোনওভাবেই হাজির না থাকার কোনও কারণ হতে পারবে না; নিরাপত্তা বাহিনী মঞ্চ ঘিরে রাখবে; অনুষ্ঠানটা যেহেতু সাধারণ মানুষের জন্যে উন্মুক্ত, সুতরাং কার্সের বাসিন্দাদের উচিত হবে পরিবারপরিজন নিয়েই চলে আসা। এইসব ঘোষণার ফল ছিল সাধারণ মানুষের ভীতিকে আরও উস্কে দিয়ে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশ আগে রাস্তাঘাট ফাঁকা করে দেওয়া। সবাই ন্যাশনাল থিয়েটারে আরেক দফা সহিংসতা ও উন্মত্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল–বুনো দৃষ্টির অধিকারী তেমন একটা স্বচ্ছল পরিবারের সদস্য নয় যারা, যারা কেবল উপস্থিত থাকার দাবী করতেই যেকোনও জায়গায় গিয়ে হাজির হতে তৈরি থাকে (এই ফেলে না দেওয়ার মতো এই দলে আছে লক্ষ্যহীন বেকার যুবকের দল, বিনোদনের জন্য মুখিয়ে থাকা সহিংসতা প্রবণ বিরক্ত বামপন্থী, বয়স্ক নকল দাঁতঅলারা), তাতে কেউ প্রাণ খোয়াল কিনা তাতে কিছুই আসে যায় না এদের; এবং টেলিভিশনের সুনেয় যেইমকে দেখে তার রিপাবলিকান দৃষ্টিভঙ্গির ভক্ত হয়ে ওঠা গোঁড়া কামালাবাদীরা–এরা ছাড়া কার্সের বেশির ভাগ লোকই বাড়িতে থেকে টিভিতে নাটকের অভিনয় দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এদিকে সুনেয় আর কর্নেল ওসমান নুরি গোলাক ন্যাশনাল থিয়েটার খালি থাকতে পারার ভয় নিয়ে ফের মিলিত হয়েছিল। মাদ্রাসার সব ছাত্রকে তুলে আনতে আর্মি ট্রাক পাঠিয়ে দিল ওরা; সবাইকে জানিয়ে দিল যে প্রতিটি লাইসির ছাত্র, আবাসিক শিক্ষক ও প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে অবশ্যই কোট-টাই পরে অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে।

সভার পর বেশ কয়েকজন লোক সুনেয়কে দর্জির দোকানের পেছনে একটা ছোট নোংরা মাদুরে লুটিয়ে পড়তে দেখল। চারপাশে কাপড়ের টুকরো, কাগজের মোড়ক আর খালি বাক্সের ছড়াছড়ি। এটা মোটেই মাতালের ভান ছিল না। অনেক বছর ধরেই সুনেয় বিশ্বাস করে এসেছে যে নরম বিছানা ওর শরীর নাজুক করে দেবে, তাই যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আগে কর্কশ তক্তপোষে ঘুমানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যাস করেছে। তবে শোয়ার আগে স্ত্রীর সাথে চিত্রনাট্য নিয়ে একদফা ঝগড়া হয়ে গেছে তার—এখনও চূড়ান্ত হতে বাকি আছে সেটা—তাই একটা আর্মি ট্রাকে করে স্নো প্যালেস হোটেলে কাদিফের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে, ওখানে মহড়া দিতে পারবে ওরা।

ফান্দা এসার এমনভাবে হোটেল স্নো প্যালেসে পা রাখল যেন জগতের সব দরজাই তার জন্যে খোলা। সোজা বোনের ঘরে ঢুকে পড়ল সে। এবং আমি এখানে জানাতে বাধ্য যে উষ্ণ মিষ্টি সুরে মেয়েলী আন্তরিকতার সাথে মঞ্চের বাইরে যেমন অনায়াসে অনেক বেশি পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে সেটা কোনও নাটকেই হয়তো তাকে দিতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আইপেকের স্ফটিকসম রূপের দিকে নজর গিয়েছিল তার, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কাদিফের অভিনয়ের চরিত্রটা নিয়েই ভাবিত ছিল সে।

আমার ধারণা, এই চরিত্র সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণাটুকু এসেছে এর উপর তার স্বামীর গুরুত্ব প্রদান থেকে, কারণ গত বিশ বছর নষ্টা ও ধর্ষিতা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে—দর্শকদের মাঝে শিকার হিসাবে যৌন সুড়সুড়ি জাগিয়ে তোলা ছাড়া কখনওই অন্য কোনও লক্ষ্য ছিল না তার—গোটা আনাতোলিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর সময়টুকুতে বিয়ে, তালাক, পর্দায় মুখ ঢাকা আর ফেলে দেওয়া—সবই স্রেফ মামুলি একটা সমাপ্তির উপায় ছিল মাত্র—এবং নায়িকাকে এমন অসহায়ত্বের একটা পর্যায়ে নামিয়ে আনা যে কোনও পুরুষের পক্ষেই তাকে ঠেকানো সম্ভব নয়—যদিও প্রজাতন্ত্রের আলোকন তুলে ধরা নাটকগুলোতে নিজের ভূমিকাগুলো বোঝে কিনা সে, বোঝা অসম্ভব হলেও এটা মানতেই হবে যে এইসব স্টেরিওটাইপের স্রষ্টা পুরুষ নাট্যকাররা একজন নায়িকা যৌন সুরসুরি বা সামাজিক দায়িত্বের চেয়ে গভীর বা পরিশীলিত কোনও ধারণা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করেননি। ফান্দা এসার এই ভূমিকাগুলোকে মঞ্চের বাইরে নিজের জীবনে অসাধারণভাবে কাজে লাগিয়েছে। একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত এই পুরুষ নাট্যকাররা যেটা হয়তো আশাও করেননি।

সুতরাং বোনের ঘরে ঢোকার পরেও কাদিফে যে দৃশ্যে হিযাব খুলে ওর সুন্দর চুল উন্মুক্ত করবে সেই দৃশ্যের মহড়ার কথা বলতে পারল না ফান্দা এসার। কাদিফে অনীহ ভাব দেখালেও সেটা বেশিক্ষণের জন্যে নয়; ও চুলের গোছা খুলতেই ওর চুল এত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর ঝলমলে যে চোখ সরাতে পারছে না বলে জোরে চেঁচিয়ে উঠল ফান্দা এসার। কাদিফেকে আয়নার সামনে বসিয়ে একটা ইমিটেশন হাতির দাঁতের চিরুণী নিয়ে আলগোছে ওর চুল আঁচড়ানোর ফাঁকে ব্যাখ্যা করল যে কথা নয়, থিয়েটারের মুল জিনিস হচ্ছে ইমেজ। 'তোমার চুলকেই কথা বলতে দাও, লোকজনকে পাগল করে ছেড়ে দাও,' বলল সে।

ততক্ষণে কাদিফের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সে, তাই ওকে শান্ত করতে ওর চুলে চুমু খেল। তার চুমু যে কাদিফের দমিয়ে রাখা সুপ্ত অশুভকে জাগিয়ে তুলছে সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে তার। আইপেককেও এই খেলায় টেনে আনার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ব্যাগ থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে আগেই যাহিদের সাজিয়ে রাখা গ্লাসে কনিয়াক ঢালল সে। কাদিফে আপত্তি জানালে, 'আরে আজ রাতে তো তুমি মাথার ঘোমটাই ফেলে দিতে যাচ্ছ!' বলে অনুকরণ করল। কান্নায় ভেঙে পড়ল কাদিফে। ওদিকে ফান্দা ওর গালে, ঘাড়ে আর হাতে অবিরাম ছোটছোট চুমু খেতে লাগল। তারপর মেয়েদের জাগিয়ে তুলতে সুনেয়র অজ্ঞাত মাস্টারপিস 'নিষ্পাপ এয়ারহোস্টেসের প্রতিবাদ' আবৃত্তি করল। কিন্তু সেটা মেয়েদের মনোযোগ নষ্ট করা দূরে থাক, আরও বেশি করে উদ্বিগ্ন করে তুলল ওদের। কাদিফে চিত্রনাট্যটা দেখতে চাওয়ার কথা বললে ফান্দা ঘোষণা দিল, 'আজ সন্ধ্যায় কাদিফের চুলই আমাদের একমাত্র চিত্রনাট্য,'–কার্সের পুরুষরা অবাক বিস্ময়ে ওর অসাধারণ সুন্দর চুল, বরং বলা চলে কেশরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। দর্শকদের ভেতর মহিলারা ভালোবাসতে, ঈর্ষায় ভুগতে প্ররোচিত হবে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে চাইবে।

কথাটা বলার সময় ক্রমাগত কনিয়াকে গ্লাস ভরে দিচ্ছিল ফান্দা এসার। সে বলল, আইপেকের চেহারার দিকে তাকিয়ে সুখ দেখতে পায় সে, আবার কাদিফের মুখের দিকে তাকালে দেখে সাহস আর হিংস্রতা। কিন্তু কোন বোনটি বেশি সুন্দর বুঝে উঠতে পারে না।

তুরগাত বে পিঙ্গল চেহারা নিয়ে সাবেগে কামরায় হাজির না হওয়া পর্যন্ত আমুদে বয়ান চালিয়ে গেল ফান্দা এসার। টেলিভিশনে ঘোষণা দিয়েছে ওরা, হিযাব কন্যাদের নেতা কাদিফে আজকের সন্ধ্যার অভিনয়ের সময় হিযাব খুলবে,' বলল সে। 'কথাটা কি সত্যি, বলো?'

'চলো টেলিভিশন দেখি গিয়ে,' বলল আইপেক।

'দয়া করে আমার পরিচয় দিতে দিন, স্যার,' বলল ফান্দা এসার। 'আমি বর্ণাঢ্য অভিনেতা এবং সদ্য মনোনীত রাষ্ট্রনায়ক সুনেয় যেইমের জীবন সঙ্গিনী; আমার নাম ফান্দা এসার। এমন অসম্ভব সুন্দর আর বুঝদার দুটি মেয়ের জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। কাদিফের সাহসী সিদ্ধান্তের কল্যাণে বলতে পারি যে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

'আমার মেয়ে এই কাজ করলে এই শহরের ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা ওকে কোনও দিন ক্ষমা করবে না!' বলল তুরগাত বে।

টেলিভিশন দেখার জন্যে ডাইনিং রুমে চলে এসেছে ওরা। তুরগাত বে-র হাত ধরে ফান্দা এসার এমন কিছু বলল যার মানে শহরের সর্বোচ্চ শাসক তার স্বামীর নামে শপথ করে সে বলতে পারে সব কিছু প্ল্যান মোতাবেকই শেষ হবে। ডাইনিং রুমে আওয়াজ শুনে ওদের সাথে যোগ দিতে এল কা; প্রফুল্ল কাদিফে ওকে জানাল যে ব্লুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কা-র প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই ঘোষণা দিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে ওকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে ও, ফান্দা হানুম ও সে নাটকের মহড়া দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবাই মিলে টেলিভিশন দেখার ফাঁকে আলাপের সময় তুরগাত বে-কে মুগ্ধ করার প্রয়াস পেল ফান্দা এসার। মেয়ের আবির্ভাবের পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে।

পরে অনেকবার এই দশ মিনিটের বিরতির সময়টুকুকে ওর জীবনের অন্যতম সুখের মুহূর্ত ভেবেছে কা। এখন আর মনে আজীবন সুখের গন্তব্য নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না, স্বপ্নালু চোখে এমন একটি আমুদে পরিবারের অংশ হওয়ার কথা কল্পনা করছিল। এখনও চারটা বাজেনি, কিন্তু এরই মধ্যে উঁচু ছাদের ডাইনিং রুমের পুরোনো ওঅল পেপার ছেলেবেলার স্মৃতির ছোপ নিয়েছে। আইপেকের চোখের দিকে তাকিয়ে না হেসে পারল না কা।

ফাযিলকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঠেলে নিয়ে এল ওকে। ছেলেটা মুড নষ্ট করার আগেই তথ্যের জন্যে চাপাচাপি শুরু করল ও। কিন্তু ফাযিল বাধা দিল। দরজার কাছেই অটল দাঁড়িয়ে রইল সে। যেন টিভি পর্দার ইমেজের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু আসলে তার ক্রুদ্ধ চোখ ওটার চারপাশের চলমান জটলার উপর স্থির। কা ছেলেটাকে রান্নাঘরে আনার চেষ্টা করছে দেখে ওদের দিকে এগিয়ে গেল আইপেক।

'বু আরও একবার আপনার সাথে কথা বলতে চান,' বলল ফাযিল, তার কণ্ঠের সুর থেকে এটা পরিষ্কার যে পার্টিটা বরবাদ করে দিতে পেরে খুশি হয়েছে সে। 'কি ব্যাপারে যেন মত পাল্টেছেন তিনি।'

'কোন ব্যাপারে?'

'নিজেই বলবেন তিনি। দশ মিনিটের মধ্যে ঘোড়া-গাড়ি আপনাকে তুলে নেবে,' রান্নাঘর ছেড়ে উঠোনে ফেরত যাবার সময় বলল সে।

কা-র বুকের ভেতরটায় ধুকপুক শুরু হয়ে গেল। আজই ফের হোটেলের বাইরে পা রাখার অনীহাই কেবল নয়, বরং ওর কাপুরুষতার ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ও করছে।

'আর যাই করো, দয়া করে যেয়ো না!' কা-র ভাবনাকেই ভাষা দিয়ে জোরে বলে উঠল আইপেক। 'হাজার হোক, এখন ঘোড়া-গাড়ি ওদের চেনা হয়ে গেছে। কোনও ফায়দা হবে না।'

'না, আমি যাচ্ছি,' বলল কা।

কেন অনীহা সত্ত্বেও যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও? এটা একটা পুরোনো অভ্যাস। স্কুলে থাকতে যখনই কোনও টিচার কোনও প্রশ্ন করতেন সেটার উত্তর দিতে পারবে না জানা থাকলেও সব সময় হাত ওঠাত ও। কোনও দোকানে গিয়ে একেবারে নিখুঁত স্যোয়েটারটা খুঁজে পাবার পরেও কোনও মানে নেই জেনেও একই দামের পক্ষে তেমন মানানসই নয় এমন একটা কিছু কেন যেন কিনে নিয়ে আসত। হয়তো কোনও ধরনের উৎকণ্ঠা ওকে এমন কিছু করতে বাধ্য করত। কিংবা হয়তো এটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের জন্যে ভীতি। কাদিফে যাতে খেয়াল না করে তাই সাবধানে ঘরে চলে এল ওরা। কা খুব করে চাইছিল যেন আইপেক এমন কোনও বুদ্ধি বের করে যাতে শান্তিতে আরও কিছু সময় থাকতে পারে ও, কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আইপেক কেবল সেই একই অক্ষম শব্দগুলোকেই ভাষা দিতে পারল, 'যেয়ো না, ডার্লিং, হোটেল থেকে আজ এক পা-ও বাইরে যেয়ো না, আমাদের সুখকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়ো না।'

স্বপ্নালু চোখে শুনে গেল কা। কোরবানীর ভেড়ার মতো অচিরেই উঠোনে এসে হাজির হলো এক্কা গাড়িটা। কত দ্রুত ওর ভাগ্য বদলে গেছে দেখে হতবাক হয়ে গেল ও, মনটা ভেঙে গেল। আইপেককে চুমু খাওয়ার জন্যে না থেমে, তবে ওকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিতে ভুলল না, নিচে নেমে এল ও। লবিতে ছিল ওর দুই দেহরক্ষী। খবর কাগজ পড়ছে, তবে ওদের ফাঁকি দিয়ে রান্না ঘরে চলে আসতে পারল ও, তারপর পেছন দরজা গলে বেরিয়ে এসে এক্কা গাড়িতে উঠে বসল। আরও একবার তারপুলিনের নিচে আশ্রয় নিল।

এই মুহূর্তে পড়ার প্রলোভনটা বড় বেশি–আমরা, শত হোক, দ্রুত প্রত্যাবর্তন অসম্ভব এমন একটা অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন কা যে মিশনে নেমেছে সেটা ওর জীবনটাকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে–এটা আমি ব্লুর আমন্ত্রণ রক্ষায় কা-র সিদ্ধান্তকে এই কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসাবে ধরে নেওয়ার ব্যাপারে পাঠকদের সতর্ক করে দেওয়া দায়িত্ব মনে করছি। নিশ্চিতভাবে আমি নিজে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছি না। এখনও কা-র সুযোগ পুরোপুরি ফুরিয়ে যায়নি। এখনও কার্স সফরকে সফল করে তোলার সময় আছে ওর; আর নিজের ভাগ্যকে শুধরে নেওয়ার এবং 'সুখ'–বা এই শব্দ দিয়ে ও যাই বুঝিয়ে থাকুক না কেন–খুঁজে পাওয়ার আরও সুযোগও পেতে পারে। কিন্তু এই গল্পের বিভিন্ন ঘটনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর পর এবং ওর সবগুলো সেতু পুড়ে গেলে, তেমন একটা মুহূর্তে কা পেছন ফিরে তাকাবে, সুতীব্র অনুশোচনা ও অদম্য কৌতূহলের সাথে ভাববে কেবল আইপেক ওকে ঘরে আটকে রাখতে পারলেই সবকিছু কেমন ভিন্ন হতে পারত। ওকে ব্লুর সাথে দেখা করতে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হয়তো কিছু বলে থাকবে ও, কিন্তু পরবর্তী চার চারটি বছর হাজার বার মাথা হাতড়েও আসলে ঠিক কী বলেছিল মনে করতে পারেনি ও।

আমরা তারপুলিনের নিচে গা ঢাকা দিয়ে থাকার ইমেজের কাছে ফিরে আসার সময় ওকে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণকারী একজন বিবেচনা করেই ঠিকই করেছি। এখানে এসে অনুতপ্ত ও, নিজের এবং বাকি দুনিয়ার উপর ক্ষুব্ধ। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে ও, অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয় করছে। জানে এই সাক্ষাৎ থেকে ভালো কিছু বের হয়ে আসার নয়। রাস্তার নানা আওয়াজ আর গাড়িটা পার হয়ে যাবার সময় লোকজনের কথাবার্তার দিকে নজর দিল ও। ঠিক এই বাহনে করে প্রথমবার যাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় যা করেছিল; কিন্তু গাড়িটা এবার কার্সের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে তা নিয়ে এতটুকু কৌতূহল বোধ করছে না।

এক্কা গাড়িটা থামার পর ওকে খোঁচা মারল ড্রাইভার, তারপুলিনের নিচ থেকে বের হয়ে এল কা; কোথায় আছে বুঝে ওঠার আগেই সামনে কার্সের আরও বহু দালানকোঠার মতো একটা জরজীর্ণ দালান দেখতে পেল, একপাশে হেলে পড়েছে ওটা, রঙের আস্তরণ খসে পড়ছে। ভেতরে ঢুকে একটা সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে দুই তলা উপরের ল্যান্ডিংয়ে উঠে এল। (আরও সুখী কোনও মুহূর্তে একটা দরজার সামনে সার বেঁধে রাখা জুতো আর পাল্লার ফাঁক দিয়ে একটা বাচ্চার চোখ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখার কথা মনে করতে পারত ও)। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা খুলে গেল। নিজেকে হান্দের মুখোমুখি আবিষ্কার করল ও।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি,' হাসিমুখে বলল হান্দে। 'নিজেকে আমার আসল পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অস্বীকার করছি।'

'সুখী হওয়ার জন্যে এটা তোমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।'

'এখানে থেকে যাইচ্ছে করতে পারাটাই আমাকে সুখী করে তুলছে,' বলল হান্দে। 'এখন স্বপ্নে অন্য কেউ এলে আমার ভয় লাগে না।'

'এখানে থাকাটা বিপজ্জনক নয়?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেবল বিপদের সময়ই কেউ জীবনের প্রতি মনোযোগি হয়ে উঠতে পারে,' বলল হান্দে। 'এখন যা বুঝতে পারছি সেটা হলো বিশ্বাস করি না এমন কিছুর প্রতি আমি কোনওদিনই মনোযোগ দিতে পারব না, যেমন হিযাব খোলার মতো কোনও ব্যাপার। ঠিক এই মুহূর্তে ব্লুর সাাথে একটা আদর্শের পক্ষে কাজ করতে পেরে আমি সুখী। এখানে আপনি কবিতা লিখতে পারবেন?'

ওদের প্রথম দেখার পর মাত্র দুদিন কাটলেও ডিনারের টেবিলে ওদের কথোপকথনের স্মৃতি এখন দূরবর্তী হয়ে গেছে বলে মুহূর্তের জন্যে স্মৃতিভ্রষ্টের মতো ওর দিকে চেয়ে রইল কা। ব্লুর সাথে ঘনিষ্ঠতার দিকে কতখানি নজর টানতে চাইছে হান্দে? কা-কে পাশের ঘরের দরজা খুলে দিল মেয়েটা, এখানে শাদা-কালো টেলিভিশন দেখা অবস্থায় ব্লুকে আবিষ্কার করল ও।

'জানতাম তুমি আসবে,' বলল ব্লু। খুশি দেখাচ্ছে তাকে।

'কেন এসেছি তার কোনও ধারণাই নেই আমার,' বলল কা।

'তোমার ভেতরের উথালপাথাল দশার জন্যেই এসেছ,' বলল ব্লু। বেশ ওয়াকিবহাল বলে মনে হচ্ছে তাকে।

ঘৃণার সাথে পরস্পরকে মাপল ওরা। এটা বুঝতে কারওই ভুল হলো না যে কোনও একটা ব্যাপারে নিদারুণ খুশি হয়ে আছে ব্লু, অন্যদিকে কা দুঃখে ভারাক্রান্ত। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দনজা আটকে দিল হান্দে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি চাই তুমি কাদিফেকে আজকের সন্ধ্যায় মঞ্চে ওদের বিপর্যয়ের পরিকল্পনায় কোনও ভূমিকা রাখতে নিষেধ করবে', বলল ব্লু।

'এই খবরটা ফাযিলের মারফত পাঠাতে পারতে না?' জিজ্ঞেস করল কা। ব্লুর চেহারার অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারল ফাযিলের পরিচয় সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। তাই আবার বলল, 'মাদ্রাসার ছেলেটা, আমাকে যে এখানে পাঠিয়েছে।'

'হা!' বলল ব্লু। 'ওকে কাদিফে পাত্তাই দিত না। একমাত্র তোমার কথাকেই গুরুত্ব দেবে ও। আর তোমার মুখে শুনলেই কেবল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি কতটা সিরিয়াস বুঝতে পারবে ও। টেলিভিশনে ওদের দেখানো জঘন্য জিনিসগুলো দেখার পর কারণটা বুঝবে ও।'

'আমি হোটেল থেকে বের হয়ে আসার সময়ই মহড়া শুরু করে দিয়েছিল কাদিফে,' খুশির সাথে বলল কা।

'তাহলে ওকে বলতে পারো এই অভিনয়ের বেলায় এরচেয়ে আর বেশি বিরোধিতা করতে পারি না আমি। কাদিফে স্বেচ্ছায় ওর নেকাব খোলার সিদ্ধান্ত নেয়নি। *আমাকে* মুক্ত করাতেই কাজটা করেছে ও। এমন এক সরকারের সাথে দরাদরি করছে ও যারা রাজনৈতিক বন্দীদের জিম্মি হিসাবে আটক করে, তো ওয়াদা রক্ষার কোনও দায় আসলে ওর নেই।'

'এসবই বলতে পারব,' বলল কা। 'কিন্তু ও কী করবে তার পূর্বাভাস দিতে পারব না।'

'অন্য কথায়, কাদিফে নিজের মতো করে এটা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে তুমি দায়ী নও, একথাই বলার চেষ্টা করছ, তাই তো?' কিছু বলল না কা। 'তাহলে এটা স্পষ্ট করে বলতে দাও আমাকে—সন্ধ্যায় কাদিফে মঞ্চে উঠে হিসাব খুললে তুমিও তার জন্যে দায়ী থাকবে। এই ব্যাপারটার প্রতিটি পর্যায়ে জড়িত ছিলে তুমি।'

কার্সে আসার পর এই প্রথমবার নীতিনিষ্ঠতার শান্তি বোধ করল ও। অবশেষে ভিলেইন সত্যিকারের ভিলেইনের মতো কথা বলছে, ভিলেইনরা যেসব ভয়ঙ্কর কথা বলে থাকে তাই বলছে; ওর মাথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে 'নিজেকে জিম্মি ভেবে ঠিকই করেছ তুমি!' ব্লুকে শান্ত করার আশায় বলল ও। লোকটাকে আরও খেপিয়ে না তুলেই কীভাবে এখান থেকে সটকে পড়া যাবে সেটাই ভাবছে।

'ওকে এই চিঠিটা দেবে,' বলল ব্লু। কা-র হাতে একটা খাম দিল সে। 'কাদিফে আমার মুখের কথা অবিশ্বাস করতে পারে। আর কোনও একদিন ফ্রাংকফুর্টে পৌঁছানোর পর তুমিও এত লোকের ঝুঁকি নিয়ে সই করা বিবৃতিটা হান্স হানসেনকে দিয়ে ছাপানোর ব্যববস্থা করতে পারবে।'

'অবশ্যই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লুর চোখেমুখে এমন কিছু ছিল যাতে হতাশার ভাব বোঝা যায়। ফাঁসির জন্যে সেলে অপেক্ষা করার সময় এর চেয়ে অনেক বেশি সুস্থির ছিল সে। এখন নিজেকে বাঁচাতে পেরে এরই মধ্যে সক্রোধে আগামীর কথা ভাবতে শুরু করেছে, জীবনে আরও আক্রোশ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই পারবে না জেনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ও যা দেখেছে ব্লুও যে সেটা বুঝতে পেরেছে, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল কা।

'তুমি কোথায় থাকছ, এখানে নাকি তোমার প্রিয় ইউরোপে, তাতে কিছু যায় আসে না, সব সময়ই ওদের অনুকরণ করে যাবে তুমি, সব সময়ই নতজানু হয়ে থাকবে।'

'সুখী হতে পারাটাকেই গুরুত্ব দিই আমি।'

'এবার তুমি যেতে পারো,' চিৎকার করে বলল ব্লু। 'মনে রেখো যারা কেবল সুখের খোঁজ করে কোনওদিনই তার দেখা পায় না তারা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আটত্রিশ

তোমাকে দুঃখ দিতে এখানে ডাকিনি

আরোপিত সাক্ষাৎ

ওর কাছ থেকে সরে আসতে পেরে খুশি হলো কা, আবার একই সময়ে ওর জানা হয়ে গেল যে এখন ওদের ভেতর–সেটা যত ঘৃণিতই হোক না কেন–একটা বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। এটা কোনও মামুলি বাঁধন নয়–এখানে ভীতি আর ঘৃণার চেয়েও ভিন্ন কিছু আছে–কারণ দরজা আটকানোর সময় কিছুটা বিষাদের সাথেই বুঝতে পেরেছে এই লোকের কথা খুব মনে পড়বে ওর। হান্দে হাজির হলো। গভীর ভাবনা আর শুভেচ্ছায় ভরা। ওকে ছলনাহীন ও এমনকি খুবই সাধারণ বলে বাতিল করে দিতে চাইলেও অচিরেই নিজেকে ওকে আরও অনেক উঁচুতে স্থান দিচেছ বলে আবিষ্কার করল কা। বিস্ফারিত চোখে কাদিফের কাছে শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে বলল ওকে হান্দে। ওকে যেন বলে টেলিভিশনে মাথা উন্মুক্ত করার ব্যাপারে যেমন সিদ্ধান্তই নিক না কেন ও, কিছু এসে যাবে না। (*মঞ্চে* শব্দটা উচ্চারণ করেনি সে, বলেছে *টেলিভিশন*); ও যাই করুক না কেন হান্দের হৃদয় সব সময়ই ওর সাথে থাকবে। একথা বলে শাদা পোশাকের পুলিসের চোখে না পড়ে দালান থেকে বেরুনোর পথ বাতলে দিল কা-কে।

সত্রাসে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পালিয়ে এল কা; দোতলার ল্যান্ডিংয়ে একটা কবিতার আগমন টের পেল ও। তো সামনে দুপাশেই সারি বেঁধে রাখা জুতোর মাঝখানে প্রথম ধাপেই বসে নোট বই বের করে লিখতে শুরু করল।

কার্সে আসার পর এটা কা-র লেখা আঠার নম্বর কবিতা। প্রেম আর ঘৃণার ভেতরকার সম্পর্কই এর বিষয়। কিন্তু পরে লেখা টীকায় সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করেনি ও; কারও পক্ষেই এটা আঁচ করা সম্ভব নয়। ওর টীকা অনুযায়ী অ্যাডভান্সড সিসলি মিডল স্কুলে পড়ার সময় একটা ছেলে ছিল যার পরিবার ছিল এক সমৃদ্ধ কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক। বালকান ইক্যুয়েস্ট্রিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা ছেলেটি একেবারে বখে গিয়েছিল। কিন্তু ওর স্বাধীন হাবভাবের প্রতি আসক্ত ছিল কা। আরেকটা ছেলেও ছিল–তার মা শ্বেতাঙ্গ রাশান মহিলা ছিল কা-র মায়ের লাইসির সহপাঠী–বাবা, বোন বা ভাই ছাড়াই বেড়ে উঠেছিল সে; ছাত্র থাকতেই ড্রাগ নিতে শুরু করেছিল ছেলেটা। শাদা চেহারার ছেলেটি কারও দিকে তাকাচ্ছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে মনে হলেও পরে দেখা গেছে চারপাশের লোকজন সম্পর্কে যা কিছু জানার তার সবই তার নখদর্পণে। শেষে তুযলে কা-র সামরিক প্রশিক্ষণের সময় প্রতিবেশী রেজিমেন্টের সুদর্শন, স্বল্পভাষী বরং নিঃসঙ্গ জ্ঞানী একটা ছেলে ছিল যে ক্লান্তিহীনভাবে ছোট ছোট নিষ্ঠুরতা দিয়ে জ্বালাত ওকে (ওর টুপির মতো সব জিনিস লুকিয়ে রাখা)। এদের প্রত্যেকের সাথে যুগপৎ প্রকাশ্য বিতৃষ্ণা ও গোপন সমীহ মেশানো সম্পর্কিত ছিল কা-র। কবিতার শিরোনাম–'ঈর্ষা'–এই দুই স্ববিরোধী আবেগকে সম্পর্কিত করা অনুভূতির দিকে ইঙ্গিত করার পাশাপাশি কা-কে নিজের মনের স্ববিরোধিতার অবসান ঘটানোর দায়িত্বের সাথে বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু খোদ কবিতাটা আরও গভীর সমস্যা তুলে ধরেছে। কিছু সময় পরে এই লোকগুলোর আত্মা আর কণ্ঠ কা-র নিজস্ব দেহে জায়গা করে নিয়েছে।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসার পরেও কোথায় আছে বুঝতে পারল না কা, তবে একটা সংকীর্ণ গলি ধরে এগোনোর পর দেখা গেল হালিত পাশা অ্যাভিনিউতে চলে এসেছে। কেন না জেনেই আবার পা চালানোর আগে পেছন ফিরে আরও একবার বুর বিল্ডিংটার দিকে একবার তাকাল ও।

হোটেলে ফেরার পথে দেহরক্ষীদের দেখা পেল না কা। ওদের ছাড়া নিরাপত্তাহীনতা বোধ করল। সিটি হল পাশ কাটানোর সময় একটা নম্বরবিহীন গাড়ি এসে থমকে দাঁড়াল ওর পাশে। দরজা খুলে যেতেই থামল কা।

'কা বে, দয়া করে ভয় পাবেন না, আমরা পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছি। দয়া করে গাড়িতে উঠুন, আমরা আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি।'

পুলিস পাহারা ছাড়া হোটেলে ফেরা নাকি শহরের একেবারে মাঝখানে একটা পুলিসের গাড়িতে উঠে বসা–কা যখন এ দুইয়ের ভেতর কোনটা বেশি বিপজ্জনক বোঝার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই আরেকটা গাড়ির দরজা খুলে গেল। সহসা বিশালদেহী দানবীয় এক লোক উদয় হলো ওর সামনে–চেনা চেনা লাগল তাকে; কে হতে পারে? ইস্তাম্বুলের কেউ, দূর সম্পর্কের মামা, মাহমুত মামা–লোকটা আগের আলাপের ভদ্র সুর থেকে সরে এসে রূঢ়ভাবে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিল ওকে। ভেতরে অপার্থিব অন্ধকার। গাড়িটা চলতে শুরু করতেই কা-র মাথায় দুটো ঘুসি ঝেড়ে দিল সে। নাকি ওকে গাড়ির ভেতরে ঢোকানোর সয়ই ঘুসি মারছিল? ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল কা। সামনের লোকদের একজন–মাহমুত মামা নয়–বিশ্রি ভাষায় গাল বকে চলেছে। ছোট বেলায় নিগার দ্য প্রিন্সেস স্ট্রিটে এক লোক ছিল, তার বাগানে বল পড়লেই এভাবে মুখখিস্তি করত সে।

নিজেকে ছোটটি ভেবে শান্ত থাকল কা। গাড়িটাও এখন বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে (এখন মনে পড়েছে কার্সের নাম্বারহীন গাড়িগুলো ছোট রেনল্ট, এটার মতো ১৯৫৬ মডেলের বিরাট ঝলমলে শেভ্রলে নয়)। ওরা ওকে কার্সের অন্ধকার রাস্তায় দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সফরে নিয়ে চলল, যেন অবাধ্য কোনও ছেলেকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িটা একটা উঠোনে এসে থামার আগে অনেক সময় পার হয়ে গেছে বলে মনে হলো। 'মুখ সামনে,' বলল ওরা। হাত ধরে দুটো সিঁড়ি ওঠাল ওকে ওরা। কা নিশ্চিত যে, এই লোকগুলো–ড্রাইভারকে ধরলে মোটা তিনজন–ইসলামিস্ট নয় (ইসলামিস্টারা কোথায় এমন গাড়ির দেখা পেয়েছে?) আবার এমআইটি-ও হতে পারে না, কারণ এদের কেউ কেউ সুনেয়র সাথে একই ক্ষুরে মাথা কামানো। একটা দরজা খুলল, বন্ধ হলো। নিজেকে অনেক উঁচু ছাদের আরেকটা পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে আবিষ্কার করল কা। ওদের পাশের জানালাগুলো আতাতুর্ক অ্যাভিনিউতে খুলেছে। চারপাশে নজর বোলাতেই এক কোণে একটা টেলিভিশন দেখল, মহা শোরগোল চলছে ওটায়, একটা টেবিলের উপর নোংরা থালাবাসন আর খবর কাগজ পড়ে আছে। একটা ম্যাগনেটোও দেখতে পেল ও, পরে জানতে পেরেছিল ইলেক্ট্রিক শক দেওয়ার কাজে লাগানো হতো ওটা। এটার পাশেই একটা সাধারণ ওয়াকি-টকি, কয়েকটা বন্দুক, একটা ফুলদানি আর একটা আয়না রাখা, ওটায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। বুঝতে পারল স্পেশাল অপারেশেন টিমের হাতে পড়েছে ও। ধরে নিল এবার আর রক্ষা নেই। কিন্তু যি দেমারকলের সাথে চোখাচোখি হতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করল লোকটা নিঃসন্দেহে খুনী, তবে চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে।

ভালো পুলিসের ভূমিকা পালন করছে যি দেমারকল। কা-কে জানাল এভাবে ওকে নিয়ে আসায় ওরা খুবই দুঃখিত। ফলে কা ধরে নিল মাহমুত মামা সম্ভবত বদ পুলিসের ভূমিকা নিয়েছে। তো যি দেমারকল ও তার প্রশ্নের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'সুনেয় কী পরিকল্পনা এঁটেছে?'

কিডসের *স্প্যানিশ ট্র্যাজিডি* সম্পর্কে জানা তথ্যসহ মিষ্টি করে সব উগড়ে দিল কা।

'ব্লু উন্মাদটাকে ওরা ছেড়ে দিল কেন?'

কা ব্যাখ্যা দিল: টেলিভিশনের পর্দায় কাদিফের হিযাব খোলার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ব্লুকে ছেড়েছে ওরা। মুহূর্তের অনুপ্রেরণায় পরিচিত দাবার ভাষা ব্যবহার করল ও। হতে পারে বিস্ময়বোধক চিহ্নের জন্যে এটা উচ্চাভিলাষী 'বিসর্জন'। তবে বাস্তবতা রয়ে গেল যে রাজনৈতিক ইসলামিস্টরা একে নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়ার পদক্ষেপ হিসাবে দেখবে।

'মেয়েটার এখনও কথা রাখার সম্ভাবনা কতখানি?'

কাদিফের মঞ্চে ওঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা জানাল কা, কিন্তু হিযাব খোলার কাজটা করবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় কেউই।

'ব্লুর নতুন আস্তানাটা কোথায়?' জানতে চাইল যি দেমারকল।

কা বলল, ওর কোনও ধারণা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে তুলে আনার সময় কা-র সাথে কোনও রক্ষী ছিল না কেন জানতে চাইল ওরা। কোত্থেকে আসছিল ও?

'সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়েছিলাম,' বলল কা। ও এই একই জবাবে অটল থাকায় যা আশা করেছিল ও ঠিক তাই করল যি দেমারকল: রুম ছেড়ে চলে গেল সে। চোখে অশুভ দৃষ্টি নিয়ে মাহমুত মামাকে সামনে বসিয়ে রেখে গেল। গাড়ির সামনের আসনের লোকটার মতো এরও নানা বিচিত্র খিস্তিখেউরের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে, প্রত্যেকটা ভাবনাকে অলঙ্কৃত করার কাজে সেটাকে ব্যবহার করছে। লোকটা কী বলছে কিছু আসে যায় না, হতে পারে হুমকি দিচ্ছে বা জাতীয় স্বার্থের কথা জাহির করছে বা এমনকি নিদারুণ অমৌলিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছে। সেইসব বাচ্চাদের মতো যারা কেচাপে না ডুবিয়ে সাপার খেতে পারে না।

'ইরানের টাকা খাওয়া রক্তাক্ত হাতের এক ইসলামি সন্ত্রাসীর ঠিকানা গোপন করে তোমার কী লাভ বলে ধারণা?' জানতে চাইল মাহমুত মামা। 'এরা ক্ষমতায় এলে কী করবে জানা নেই তোমার? তোমার মতো ছদ্ম-ইউরোপিয় উদারপন্থীদের নিয়ে ওদের পরিকল্পনার কথা জানো না?' জানে, চট করে বলে দিল কা, কিন্তু তাতে মাহমুত মামাকে ইরানি মোল্লাহরা তাদের সাবেক গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট মিত্রদের কী করেছে তার বিস্তারিত প্রাঞ্জল বর্ণনা থেকে বিরত রাখা গেল না; ওদের পেছনে ডিনামইট ঢুকিয়ে একেবারে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে; যত বেশ্যা আর সমকামী ছিল সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছে; সব অধর্মীয় বই পুড়িয়ে ছাই করেছে। কা-র মতো বুদ্ধিজীবীদের নাগাল পেলেই ঝটপট মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে; ওদের হাস্যকর কবিতার বইয়ের বেলায়...এবার আরেক দফা বহুল চর্চিত খিস্তির পালা শুরু করার পর, এখন বেশ একঘেয়েমীতে পেয়ে বসেছে মনে হওয়ায় ব্লু কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে আর ওকে তুলে আনার আগে কা কোথায় ছিল ফের জানতে চাইল। কা ফের সেই একই জবাব দিলে মাহমুত মামাকে বেশ ক্লান্ত দেখাল, হাতকাড়ার উপর একটা চড় কষাল সে। 'এবার কি করি দেখ,' বলেই ওর মাথায় বেশ কয়েকটা লক্ষ্যহীন পরীক্ষামূলক চড় মারল সে, কয়েকটা দুর্বল ঘুসিও দিল।

এই ঘটনার উপর কা-র টীকা পর্যালোচনা করে আঘাতগুলোকে ওর কাছে অসহনীয় মনে না হওয়ার পাঁচটা কারণ চিহ্নিত করেছি আমি। আশা করি এখানে সেই তালিকাটা দিলে আমার পাঠকরা আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

১. সুখকে ভালো-মন্দের সমান মাপে সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে কা, তাই নিমেষে আঘাতগুলোকে আইপেককে ফ্রাংকফুর্ট নিয়ে যাবার বিরাট ঝুঁকির জন্যে প্রাপ্য ভোগান্তি হিসাবে মেনে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. শাসক অভিজাত সম্প্রদায়ের অংশ কা, এটা ওকে কিছু মাত্রায় নিরাপত্তা দিয়েছে বলে ধারণা ছিল ওর; এই স্পেশাল অপারেশন টিমেরও নিশ্চিতভাবে ওর মতো লোকদের বেলায় ভিন্ন মানদণ্ড রয়েছে আর কার্সের অপরাধী দুর্ভাগাদের জন্যে রয়েছে অন্য একটি, তাই নিজের উপর ওদের অসংখ্য হতাশার চিহ্ন রাখতে চায় না বলে ওকে মারার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করবে ওরা, নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে এবং নিশ্চিতভাবেই ওর উপর মারাত্মক কোনও নির্যাতন চালাবে না।

৩. ও সঠিকভাবেই ভেবেছিল যে পিটুনি ওর প্রতি আইপেকের ভালোবাসাকেই বাড়িয়ে তুলবে কেবল।

৪. দুদিন আগে ওর পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার সময় মুহতারের চোহারার অভিব্যক্তি ছিল তার প্রত্যক্ষ করা দেশের দুর্দশরা জন্যে অপরাধবোধে ভোগা একজন মানুষের, যে কারণে আঘাত আসাটা ন্যায়সঙ্গত ভেবেছে সে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রান্ত কা বোকার মতো আশা করেছিল যে ভালোমতো একটা পিটুনি ওকেও ওর অপরাধবোধ থেকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে।

৫. পিটুনির কষ্ট যাই হোক না কেন, সেটা নির্যাতনকারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মগোপনাকরী একজনের লোকের অবস্থান ফাঁস করে দিতে অস্বীকৃতি জানানো সত্যিকারের রাজনৈতিক বন্দীর অহঙ্কারের সমান হতে পারে না কিছুতেই।

AMARBOI.COM

বিশ বছর আগে শেষের এই খুশিটা ওর কাছে আরও অনেক বেশি বড় মনে হতো, কিন্তু এখন খানিকটা পানসে ঠেকল; খানিকটা বিব্রত বোধ না করে পারল না ও। নাক থেকে দরদর করে বেরুতে থাকা রক্তের লোণা স্বাদ আবার ছেলেবেলার স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ওকে। শেষ কবে নাক থেকে রক্ত ঝরেছিল ওর? ওকে আধা-আলোকিত রুমের এক কোণে যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে ছেড়ে দিয়ে মাহমুত মামা আর অন্যরা টেলিভিশনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরই কেবল সামরিক বাহিনীতে থাকার সময় এক মারপিটে নাকে আঘাত পাওয়ার কথা মনে পড়ল ওর। যি দেমারকল ও তার বন্ধুরা *মারিয়ামা*র রাতের পর্ব দেখার দিকে মনোযোগ দিলে দুহাতে রক্তাক্ত নাক আর মাথা ধরে শিশুর মতো এক কোণে বসে থাকতে পেরে সন্তুষ্ট বোধ করল কা। তল্লাশি করে ব্লুর লেখাগুলোর খোঁজ পেয়ে যেতে পারে ওরা, ভাবল ও। আটককারীদের সাথে *মারিয়ামা* দেখতে গিয়ে নতুন এক অপরাধবোধে ভেসে গেল ও। মনে মনে ভাবল, তুরগাত বে ও তার মেয়েরা হোটেল বিল্ডিংয়ে এখন ঠিক এই একই অনুষ্ঠান দেখছে।

এক দফা বিজ্ঞাপন বিরতির সময় উঠে দাঁড়াল যি দেমারকল, টেবিলের উপর থেকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পত্রিকাটা চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল কা-কে। কা চুপ করে থাকায় নিজেই প্রশ্নের জবাব দিল সে। তারপর বেল্ট দিয়ে ভয় দেখানো কোনও বাবার মতো নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'*মারিয়ামা* আমার কেন ভালো লাগে শুনতে চাও?' ফের সোপ অপেরা শুরু হলে জানতে চাইল সে। 'কারণ মেয়েটা চেনে সে কী চায়। কিন্তু তোমার মতো বুদ্ধিজীবীদের তিলমাত্র ধারণাও থাকে না। এটাই আমাকে রীতিমতো ক্ষেপিয়ে তোলে। তোমরা গণতন্ত্র চাওয়ার কথা বলো, তারপর জোট বাধো ইসলামি মৌলবাবাদীদের সাথে। মানবাধিকারের কথা বলো, কিন্তু তারপর সন্ত্রাসী, হত্যাকারীদের সাথে রফা করো। তোমরা বলো ইউরোপই সমাধান, কিন্তু তারপর ইসলামিস্টদের তোষামোদ করে বেড়াতে থাকো যারা কিনা ইউরোপের সবকিছুরই বিরোধী। তোমরা নারীবাদের কথা বলো, কিন্তু তারপর এই লোকগুলোর সাহায্যে মেয়েদের মাথা ঢেকে দেওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও। তোমরা নিজেদের বিবেকই মানো না, স্রেফ একই রকম পরিস্থিতিতে ইউরোপিয়রা কী করতে পারে সেটা আন্দাজ করে সেই মোতাবেক কাজ করো। কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঠিকমতো ইউরোপিয় হওয়াও সম্ভব নয়! এখানে একজন ইউরোপিয় কী করত জানো? স্রেফ ধরে নেওয়া যাক, তোমার হান্স হানসেন লোকটা নির্বোধ বিবৃতিটা ছাপল; ধরা যাক, সেটাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কার্সে একটা প্রতিনিধি দল পাঠাল ইউরোপ। ওই প্রতিনিধি দলটা সবার আগে রাজনৈতিক ইসলামিস্টদের হাতে দেশটাকে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় আর্মিকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু সমকামীগুলো আবার ইউরোপে ফিরে যাওয়ামাত্রই কার্সে কোনও গণতন্ত্র নেই বলে চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। তোমার মতো লোকদের বেলায়, তোমরা আর্মিকে নিন্দা করতে বাধ্য, যদিও তোমাদের টুকুরো টুকরো হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে ইসলামিস্টদের দূরে ঠেলে রাখতে তাদের উপরই নির্ভর করতে হয় তোমাদের। অবশ্য এসব আগে থেকেই জানা আছে তোমার। সেকারণেই তোমাকে নির্যাতন করব না আমি।'

একে কা 'ভালো পুলিস' ফের দায়িত্বে এসেছে বোঝায় বলে ধরে নিল। মানে, মুক্তি আসন্ন, ভাবল ও। তাহলে তুরগাত বে ও তার মেয়েদের সাথে *মারিয়ামার* শেষ টুকু দেখার আশা করল ও।

'তোমাকে আবার হোটেলে তোমার প্রেমিকার কাছে যাবার জন্যে ছেড়ে দেওয়ার আগে কয়েকটা ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করতে চাই। তুমি যার সাথে রফা করে বেড়াচ্ছ সেই ইসলামি সন্ত্রাসী সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানাতে চাই–এইমাত্র যে খুনীটার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি,' বলল যি দেমারকল। 'কিন্তু আগে এটা মাথায় গেঁথে নাও: এই অফিসে কখনওই পা রাখনি তুমি। ঘণ্টাখানেকের ভেতর এখান থেকে বের হয়ে যাব আমরা। মাদ্রাসার একেবারে উপরের তলায় আমাদের নতুন অপারেশন হেডকোয়ার্টার। ওখানে তোমার অপেক্ষা করব আমরা। তো ব্লু কোথায় গাঢাকা দিয়েছে সেটা সহসা মনে পড়ে গেলে, বা বিকেলে হাঁটার সময় কোথায় গিয়েছিলে মনে করতে পারলে, আমাদের কোথায় পাওয়া যাবে জানা থাকল তোমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি আগেই জানো এই সুদর্শন মাঝরাতের মতো নীল চোখের বীরকে পয়গম্বর মুহাম্মদকে ভেঙচানো নির্বোধ টিভি উপস্থাপকের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের দায়ে খোঁজা হচ্ছে; ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের হত্যাকাণ্ডের পেছনেও তার হাত ছিল। আমরা সবাই জানি এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলে তুমি। এই ঘটনার বাকি অংশও তোমার জানা। সুস্থ অবস্থায় সুনেয়র কাছ থেকে সবকিছু শুনেছ। তবে আরও কিছু তথ্য আছে যেগুলো এমআইটি-র পরিশ্রমী এজেন্টরা আরও বিস্তারিতভাবে নথিবদ্ধ করতে পেরেছে। হয়তো সেসব বলে কেউ তোমার মন ভেঙে দিতে চায়নি, তবে আমরা মনে করি এখন তা তোমার জন্যে সুখবরই হবে।'

আমরা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে অনেকটা আবেগপ্রবণ প্রজেকশনিস্টের মতো বারবার একই ছবি দেখানোর সময় প্রতিবার ভিন্ন কোনও সমাপ্তি দেখার ব্যর্থ আশায় ওর জীবনের অবশিষ্ট চার বছরে ফিরে যাবে কা।

'তুমি যার সাথে ফ্রাংকফুর্টে আজীবন সুখে থাকার কল্পনা করছ সেই আইপেক হানুম—এককালে ব্লুর রক্ষিতা ছিলেন,' কোমল কণ্ঠে বলল যি দেমারকল। 'আমার সামনে রাখা এই ফাইলের তথ্য মোতাবেক ওদের সম্পর্ক চার বছরের পুরোনো। আইপেক হানুম তখনও মুহতার বে-র স্ত্রী ছিলেন—তুমি জানো স্বেচ্ছায় নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন আর মেয়রের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না তিনি। মনে হচ্ছে এই স্বল্পবুদ্ধি প্রবীণ বামপন্থী—আমার কথায় কিছু মনে করো না—কবি ব্লুকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, অবশ্যই শহরের ইসলামপন্থী যুবকদের সংগঠিত করার কাজে ব্লু তাকে সাহায্য করবে বলে আশা করেছিলেন; তবে তোমার কাছে এটাকে লজ্জাকর মনে হচ্ছে না যে লোকটা সরঞ্জামের দোকানে বসে যন্ত্রপাতি বিক্রির চেষ্টা চালানোর সময় এই ফায়ারব্র্যান্ড তার স্ত্রীর সাথে কী এক আবেগের সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল সেটা কেউ তাকে বলে দেয়নি?'

আগে থেকে সাজানো বক্তৃতা ঝাড়ছে ব্যাটা, ভাবল কা।

'প্রথম যে এই অসঙ্গত সম্পর্কের কথা জানতে পারে—অবশ্যই সার্ভেইল্যান্স স্টাফদের বাদ দিয়ে—কাদিফে হানুম। ততদিনে আইপেক হানুমের বৈবাহিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে, তো ওর বোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্যে যখন বাড়ি ফিরে এল, এটাকে অজুহাত হিসাবে কাজে লাগাল সে। ব্লু তখনও 'ইসলামি যুবকদের সংগঠিত' করতে সুযোগ পেলেই কার্সে আসা-যাওয়া করছিল। স্বভাবতই বরাবর বিরাট ভক্ত মুহতারের বাড়িতেই উঠত সে। তো কাদিফের ক্লাস থাকলেই বুনো চোখ প্রেমিক-প্রেমিকা নতুন বাড়িতে ওদের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করত। তুরগাত বে কার্সে ফেরার আগে পর্যন্ত চলেছে এমন। তখন সে আর তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই মেয়ে স্নো প্যালেস হোটেলে এসে ওঠে। ঠিক এই সময় হিযাব কন্যাদের নেতা বড় বোনের খেলাটা নিজ হাতে তুলে নেয়। আমাদের নীল-চোখ ক্যাসানোভা এরপরও কিছুদিন দুজনকেই খেলাতে সক্ষম হয়। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।'

নিজের সমস্ত শক্তি এক করে যি দেমারকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কা, অসাধারণ তুষার ঢাকা আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর বাতিগুলোর দিকে অশ্রুসজল চোখে চেয়ে আছে ও। ওর বসার জায়গা থেকে ওগুলো দেখা যায়, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত খেয়াল করেনি।

'এসব কথা তোমাকে বলছি তার কারণ তোমাকে বোঝাতে চাই যে ওটমিলের হার্ট তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবে না আর খুনী দানবটার খোঁজ গোপন রাখারও কোনও কারণ নেই তোমার,' বলল যি দেমারকল, সব স্পেশাল অপারেটিভের মতোই যত কথা বলছে ততই খিস্তি-খেউড়ের বান চলছে তার মুখে। 'এখানে তোমার মনে দুঃখ দিতে তুলে আনিনি তোমাকে। তুমি এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় আমার ধারণা তুমি হয়তো এইমাত্র আমি যা বলেছি সেগুলো সারভেইল্যান্স টিমের হাতে ঠিকমতো দলিল করা আছে কিনা ভেবে সন্দেহ করতে পারো, যারা গত চল্লিশ বছর ধরে খুবই সাফল্যের সাথে শহরে লেগে আছে, আমি হয়তো স্রেফ অনেক বাজে কথা বানিয়ে বলেছি। আইপেক হানুম হয়তো কোনও কারণে তোমার ফ্রাংকফুর্টে ফেরার স্বপ্ন যাতে ভেঙে চুরমার না হতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্যে কোনওভাবে তোমাকে বোঝাতে পারবে যে এসবই ডাঁহা মিথ্যা। তোমার মনটা ওটমিলে ভরে আছে, হয়তো এখন আমি যা বলছি সেসব মেনে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, কিন্তু এসবের সত্যতা নিয়ে তোমার মনের যেকোনও সন্দেহ দূর করার সুযোগ দাও। তোমার অনুমতি পেলে কয়েকটা ফোনালাপের উদ্ধৃতি পড়ে শোনাব। তখন দয়া করে দীর্ঘ সারভেইল্যান্স অপারেশন চালাতে কি বিরাট খরচ হয়েছে আর টাইপ করতে গিয়ে বেচারা সেক্রেটারিদের কি দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল সেটা একটু মনে রেখ।

"'আমার প্রিয়, আমার জান, তোমাকে ছাড়া কাটানো দিনগুলোয় মরে যাওয়ার দশা হয় আমার!" চার বছর আগে এক উত্তপ্ত দিনে আইপেক হানুম কি বলেছিলেন এটা তার একটা উদাহরণ–ঠিক করে বলতে গেলে, অগাস্ট ষোল–এটা সম্ভবত ওদের প্রথম বিচ্ছেদের কথা বুঝিয়েছে। দুই মাস পরে ইসলাম ও নারীদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত এক কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে কার্সে এসে শহরের সব মুদি দোকান ও টি-হাউস থেকে তাকে ফোন করেছে ব্লু–সব মিলিয়ে আটবার–ওরা একে অন্যকে কতখানি ভালোবাসে, একথা বাদে আর কোনও আলাপ করেনি। এর দুমাস পরে, আইপেক হানুম তখনও তার সাথে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, তিনি বলেছেন, আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "প্রত্যেকের জীবনে সত্যিকারের ভালোবাসা মাত্র একবারই আসে, তুমিই আমার সেই ভালোবাসা।" আরেকবার ইস্তাম্বুলে ব্লুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী মারযুকার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বুকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তিনি, বাবা একই ছাদের নিচে থাকলে তিনি তার সাথে মিলিত হবেন না। এখানেই আসল কথা। কেবল গত দুদিনেই তিনবার তাকে ফোন করেছেন তিনি। আজও হয়তো আরও করে থাকতে পারেন। এখনও আমাদের হাতে আগের আলাপের ট্রান্সক্রিপ্ট এসে পৌঁছেনি। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। আইপেকে হানুমের সাথে দেখা হলে নিজেই জেনে নিতে পারবে।

'তোমাকে দুঃখ দেওয়ায় আমি দুঃখিত। বুঝতে পারছি অনেক বলে ফেলেছি। দয়া করে কান্না থামাও। বন্ধুদের বলছি তোমার হাতকড়া খুলে দিতে, যাতে তুমি মুখ ধুয়ে নিতে পারো। তারপর চাইলে আমার সহকর্মীরা তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনচল্লিশ

একসাথে কান্নার আনন্দ

হোটেলে কা ও আইপেকের সাক্ষাৎ

পানাহারা নিতে অস্বীকার করল কা। নাক মুখের রক্ত মুছে সারা মুখে পানির ঝাপ্টা মেরে ওকে আটকে রাখা ভিলেইনদের দিকে ফিরে অনাহূত হলেও শেষ পর্যন্ত খাবারের সময় পর্যন্ত রয়ে যাওয়া কোনও অতিথির মতো গোবেচারা কায়দায় ওদের শুভ সন্ধ্যা জানাল ও। সাধারণ কোনও মাতালের মতো এলোমেলো পায়ে স্বল্পালোকিত আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ ধরে আগে বাড়ল, তারপর তেমন কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই হালিত পাশা অ্যাভিনিউতে বাঁক নিল। শহরে আসার প্রথম দিকের হাঁটাহাঁটির সময় যে টি-হাউস থেকে পেপিনো ডি ক্যাপ্রি'র 'রোবার্তা' গানটা শুনেছিল সেটার কাছে আসার পরই হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল ও। এখানেই তিনদিন আগে বাসে করে এরযারুম থেকে কার্সে আসার সময় ওর সফর সঙ্গী সেই সুদর্শন হ্যাংলা পাতলা গ্রামবাসীর সাথে দেখা হয়ে গেল। কা ঘুমে ঢলে পড়লে নিজের কাঁধে ওর মাথা রাখতে দিয়েছিল লোকটা, কোনও আপত্তি করেনি, উদারতা দেখিয়েছে। মনে হচ্ছে কার্সের বাকি সমস্ত লোকজন এখন ঘরের ভেতর বসে *মারিয়ামা* দেখছে; কিন্তু হালিত পাশা ধরে আরও আগে বাড়তেই উকিল মুযাফ্ফর বে-র সাথেও দেখা হয়ে গেল ওর, আর তারপর কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউতে বাস কোম্পানির ম্যানেজার ও তার ভয়ঙ্কর বন্ধুর দেখা মিলল; ওদের দুজনের সাথেই হুজুর শেখ সাদেত্তিনের আলীশান বাড়িতে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ওদের তাকানোর ভঙ্গি থেকে কা বুঝতে পারল এখনও ওর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে নামছে। এইসব রাস্তা ধরে যত বার যাওয়া আসা করেছে ও, বরফ জমাট বাঁধা দোকানের জানালা, জনাকীর্ণ টি-হাউস, কার্সের সুখের দিনের ছবি প্রদর্শন করা ফটোগ্রাফির দোকান, মিটমিট করতে থাকা রাস্তার বাতি, মুদি দোকানের জানালায় রাখা বিরাট পনিরের টুকরোর পাশ দিয়ে এগিয়েছে–কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউ আর কারাদাগ অ্যাভিনিউর মোড়ে ওদের দেখতে না পেলেও–জানে, ওর শাদা পোশাকের ছায়ারা আছে ওখানে।

হোটেলে ঢোকার আগে দেহরক্ষীদের সবকিছু ঠিক আছে নিশ্চিত করার জন্যে একটু থামল ও, তারপর কারও চোখে না পড়ে নিজের ঘরে যাওয়ার জন্যে যা কিছু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার দরকার করল। ঘরে ঢুকে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল ও। তারপর নিজেকে একটু শান্ত করে অপেক্ষা করবে বলে সামলে নিল। দরজায় টোকা পড়ার আগে এক বা দুই মিনিট পার হলেও ওর মনে হলো এত দীর্ঘ সময় আর পার করেনি ও। বিছানায় শুয়ে শিশুর মতো অপেক্ষা করছে, রাস্তার নানা শব্দ শুনছে।

আইপেক। রিসিপশনের ছেলেটা কা বে-র অস্বাভাবিক একটা কিছু হওয়ার কথা বলেছে ওকে, তাই সোজা উপরে উঠে এসেছে। কা-র মুখ দেখে ঢোক গিলল ও। চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ।

'ব্লুর সাথে তোমার সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছি আমি,' অবশেষে ফিসফিস করে বলল কা।

'নিজেই বলেছে ও?'

বাতিটা নিভিয়ে দিল কা। 'যি দেমারকল আর তার বন্ধুরা বলেছে,' এবারও বেশ কোমল সুরে বলল ও। 'চার বছর ধরে তোমাদের ফোনালাপ ট্যাপ করে আসছে ওরা।' আবার নীরবে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ল ও। 'আমি মরে যেতে চাই,' বলল।

আইপেক ওর চুলে বিলি কাটার জন্যে হাত বাড়াতেই আরও জোরে কেঁদে উঠল ও। ওরা ক্ষতির মুখোমুখি হলেও দুজনেই স্বস্তি বোধ করল–লোকে যেমন সুখী হওয়ার আর কোনও আশা নেই বুঝতে পেরে স্বস্তি পায়। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আইপেক। জড়িয়ে ধরল ওকে। কিছুটা সময় এক সাথে কাঁদল ওরা। ফলে পরস্পরের আরও কাছে পৌঁছাল।

অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে নিজের কাহিনী ওকে জানাল আইপেক। সবই মুহতারের দোষ, বলল ও। ওর স্বামী কেবল ব্লুকে বাড়িতে ডেকে এনেই ক্ষান্ত হয়নি, ইসলামিস্ট গুরুর কাছে নিজের স্ত্রী যে কী অদ্ভুত জিনিস সেটা দেখিয়ে অবাকও করতে চেয়েছে। তখন আইপেকের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করছিল মুহতার। ওদের সন্তানহীনতার জন্যে দুষছিল ওকে। কা তো খুব ভালো করেই জানে, কথা বলায় ব্লু ওস্তাদ, এক সন্তানহীনা অসুখী নারীর মাথা খারাপ করার কৌশল ভালোই জানা ছিল তার। পরাস্ত হওয়ার সাথে সাথেই বিপর্যয় ঠেকাতে উন্মাদ হয়ে ওঠে ও। ওর প্রথম চিন্তা ছিল মুহতারকে অন্ধকারে রাখা। তখনও ওকে নিয়ে ভাবিত ছিল ও, চায়নি ও দুঃখ পাক। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারটা আরও গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করলে কীভাবে নিজেকে উদ্ধার করা যাবে, সেটাই ওর মূল ভাবনায় পরিণত হয়েছিল।

গোড়ার দিকে মুহতারের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বই বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছিল ব্লুকে। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে নির্বোধের মতো কথা বলে নিজের মুর্খতা প্রকাশ করে দিত মুহতার, সেজন্যে লজ্জা হতো আইপেকের। এমনকি ব্লু আর ও একে অন্যকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে পাবার পরেও বেচারা মুহতার কিন্তু ব্লুর তারিফ করে গেছে, আগের চেয়ে বেশি করে কার্সে আসার জন্যে দাওয়াত করছিল তাকে, লোকটাকে আরও বেশি আন্তরিকতা ও সহিষ্ণুতার সাথে আপ্যায়ন না করায় ধমকিধামকি দিচ্ছিল আইপেককে। এমনকি কাদিফের সাথে থাকবে বলে ও নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার পরেও কিছুই টের পায়নি মুহতার। যি দেমারকল আর তার লোকেরা ফাঁস না করলে এখনও অন্ধকারেই থাকত সে।

অন্যদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি কাদিফে শহরে আসার প্রথম দিনের শেষ দিকেই বুঝে নিয়েছিল সব। ব্লুর কাছাকাছি যাওয়াই ছিল হিযাব পরা মেয়েদের সাথে যোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছোটবেলা থেকেই কাদিফের প্রতি ঈর্ষার সাথে বড় হয়েছে বলে ব্লুর প্রতি কাদিফের আগ্রহ টের পেতে কষ্ট হয়নি ওর। অস্থির ব্লু কাদিফের অনুভূতির প্রতি সাড়া দিচ্ছে বুঝতে পেরেই কেবল শান্ত হয়েছিল ও। সুযোগও দেখেছিল। কাদিফে ওর সাথে জড়িয়ে পড়লে আর বাবাও কার্সে চলে এলে অবিশ্বাসী প্রেমিককে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ও।

এই বর্ণনা ব্লুর সাথে ওর সম্পর্কটাকে স্রেফ অতীতে চাপা পড়ে যাওয়া একটা ভুলে পর্যবসিত করল। কা হয়তো ওকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হতো, যদি ছেলেমানুষী ঝোঁকের বশে আইপেক হড়বড় করে, 'সত্যি কথা হলো, ব্লু কিন্তু আসলে কাদিফেকে ভালোবাসে না, আমাকে ভালোবাসে!' বলে না বসত।

এটা শুনতে চায়নি কা, তাই 'নোংরা লোকটা' সম্পর্কে এখন ওর ধারণা জানতে চাইল কা; এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে অস্বীকার গিয়ে আইপেক ফের বলল, এসব এখন পুরোপুরি অতীত। কা-র সাথে ফ্রাংকফুর্টে যাওয়াই এখন ওর একমাত্র ইচ্ছা। ঠিক এই সময় যি দেমারকলের শেষ দাবীর কথা তুলল কা। গত কয়েক দিনও ব্লুর সাথে ফোনে আলাপ করেছে ও। তেমন কোনও যোগাযোগই হয়নি বলে জোর করল আইপেক। তাছাড়া, শিকারীরা ওর দিশা পেয়ে যেতে পারে এমন কোনও ফোন ধরবে না ব্লু। এ ব্যাপারে অনেক চালু সে।

'আমরা কোনওদিনই সুখী হতে পারব না,' বলল কা।

'না, আমরা ফ্রাংকফুর্টে যাচ্ছি; আমরা সুখীও হবো!' ওকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল আইপেক। ওর ভাষ্য মোতাবেক মুহূর্তের জন্যে ওকে বিশ্বাস করেছিল কা, তারপর ওর চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়াতে শুরু করেছে।

ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল আইপেক, আবার এক সাথে কেঁদেছে।

পরে যেমন লিখবে কা, সম্ভবত ওরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করে এক সাথে কাঁন্নার সময়ই প্রথম বারের মতো আইপেক একটা কিছু জানতে পেরেছে: সিদ্ধান্ত হীনতার মাঝে বাস করা, পরাজয় আর বেদনার মতো এত আনন্দ তুলে ধরা নতুন জীবনের মাঝে দোল খাওয়া। ওরা যত সহজে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল, তাতে ওকে আরও বেশি করে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু আলিঙ্গনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিক্ত সন্তোষের ভেতরও ওর একটা অংশ ওর পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করতে শুরু করে দিয়েছিল, রাস্তার বিভিন্ন আওয়াজ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিল ও।

প্রায় ছ'টা বাজে। *বর্ডার সিটি গেযেটের* আগামীকালের সংখ্যা বিলির জন্যে তৈরি হয়ে গেছে; সারকামসমুখী পথ পরিষ্কার করার জন্যে স্নোপ্লাউগুলো পাগলের মতো কাজ করে চলেছে, ফান্দা এসার ওর কমনীয়তা কাজে লাগিয়ে প্রাণবন্ত কাদিফেকে আর্মি ট্রাকে তুলে দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে এসেছে, এখানে সুনেয়র সাথে নাটকের মহড়া দিচ্ছে দুই মহিলা।

কাদিফের জন্যে আনা ব্লুর বার্তার কথা আইপেককে বলতে ঘুরে ফিরে আধা ঘণ্টা লেগে গেল কা-র। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কান্নার এই পুরো সময়টায় দৈহিক মিলনের কাছাকাছি এলেও সিদ্ধান্তহীনতা ও ঈর্ষা বাদ সাধল। তার বদলে আইপেক শেষবার কবে ব্লুর সাথে দেখা করেছে জানতে চাইল কা, বারবার রোজ তার সাথে কথা বলার অভিযোগ করল; শেষমেষ বাধ্যবাধকতা ওকে দখল করে নিলে ওর বিরুদ্ধে রোজ দেখা করার, এখনও তার সাথে প্রেম করার অভিযোগ আনতে লাগল।

পরে কা স্মৃতিচারণ করবে যে প্রথম দিকে আইপেক ওর প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেও, ওর মেনে নিতে অস্বীকৃতিতে ক্ষুব্ধ হলেও, পরে আবেগের অন্তপ্রবাহ আসলে কথার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী বুঝতে পেরে আরও বেশি ভালোবাসার সাথে ওর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল এবং অচিরেই নিজেই আবিষ্কার করেছে যে দরদ মেশানো উত্তর ছিল শান্তিদায়ী; এমনকি ওর একটা অংশ কা-র জিজ্ঞাসা ও অভিযোগের ফলে ওর মাঝে দেখা দেওয়া বেদনাগুলোকে আলিঙ্গন করেছে। ওর শেষ চার বছর সময়কালে, যে সময়টাকে নিজেকে অনুতাপ ও বিষাদের কাছে সমর্পণ করেছিল ও, নিজের কাছে কা স্বীকার করবে: মৌখিক গালাগালির আশ্রয় গ্রহণকারীরা আসলে জানতে চায় প্রেমিকরা আসলে ওদের কতখানি ভালোবাসে—ওর সারা জীবনই ব্যাপারটা এমনই ছিল। এমনকি ভাঙা কণ্ঠে এখনও ব্লুকেই চায় বলে আইপেককে দোষারোপ করলেও, ওকে অনেক ভালোবাসার কথা বললেও, ওর উদ্দেশ্য ছিল আইপেক কীভাবে ওর প্রশ্নের জবাব দেয় সেটা নয়, বরং তারচেয়ে বেশি ওর জন্যে কতখানি ধৈর্যের পরিচয় রাখছে সেটা দেখা।

'স্রেফ ওর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই আমাকে সাজা দিতে চাইছ,' বলল আইপেক।

'কেবল তাকে ভুলে যাবার জন্যেই আমাকে চাইছ তুমি!' বলল কা। আইপেকের চেহারার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের সাথে দেখতে পেল সত্যি কথাই বলেছে ও। তবে এইবার স্থিরতা হারাল না ও। কান্না ওর শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গা ঢাকা দেওয়ার জায়গা থেকে কাদিফের জন্যে বার্তা পাঠিয়েছে ব্লু,' বলল ও। 'সে এখন বলছে কাদিফে যেন ওর কাজ নিয়ে এগিয়ে যায় সেটাই চায় সে। ওকে অবশ্যই মঞ্চে উঠে হিযাব খুলতে অস্বীকার যেতে হবে। বেশ একগুঁয়ে সে।'

'এর কিছুই কাদিফেকে বলার দরকার নেই,' বলল আইপেক।

'কেন না?'

'কারণ তাহলেই সারাক্ষণ সুনেয়র প্রতিরক্ষা পাব আমরা। কাদিফের পক্ষেও এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ব্লু আর আমার বোনের মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাই আমি।'

কা বলল, 'তার মানে ওদের ভেতর ভাঙন ধরাতে চাও।' আইপেকের চোখের দিকে তাকিয়ে কা বুঝতে পারল ওর ঈর্ষাকে আর পরিহাসের সাথে দেখছে না ও, এখন ওরই মূল্যায়নের শিকার হয়েছে, কিন্তু নিজেকে থামাতে পারল না ও।

'অনেক দিন আগেই ব্লুর সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

তবু আইপেকের প্রতিবাদ বিশ্বাস করতে না পেরে নিজেকে সামলে রাখল কা এবং মনের কথা প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এক মুহূর্ত পেরুনোর আগেই আবিষ্কার করল স্থির দৃষ্টিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে মনের কথা স্পষ্ট বলে যাচ্ছে ওকে। ক্রোধ আর ঈর্ষা এখন দখল করে নিয়েছে ওকে। বুঝতে পেরে ওর কষ্টই বেড়ে উঠল আরও। চোখে অশ্রু নিয়ে আইপেক এরপর কী বলবে শোনার অপেক্ষায় রইল।

'বেশ গভীর প্রেমেই পড়েছিলাম ওর,' বলল আইপেক। 'তবে সেটা এখন মোটামুটি অতীত, আমার ধারণা, ওসব চুকেবুকে গেছে। আমি তোমার সাথে ফ্রাংকফুর্টে যেতে চাই।'

'ওকে ঠিক কতটা ভালোবাসতে?'

'অনেক,' বলল আইপেক, তারপর জেদি নীরবতায় ডুবে গেল।

'কতখানি, সেটাই জানতে চাই,' নিজের ঠাণ্ডা ভাব হারালেও কা বুঝতে পারল আইপেক টলে উঠছে। সত্যি কথা বলতে চাইছে সে। অবশ্য ভাগাভাগি করে যন্ত্রণাও প্রশমিত করতে চাইছে। কা-কে ওর প্রাপ্য সাজা দিতে চাইছে। কিন্তু একই সময়ে ওকে কষ্ট পেতে দেখে দুঃখও পাচ্ছে।

'এর আগে কাউকে যতখানি ভালোবেসেছি তারচেয়ে ঢের বেশি ভালোবেসেছি ওকে,' অবশেষে বলল আইপেক, চোখে জল জমেছে ওর।

'তার কারণ হয়তো সে ছাড়া আর যে পুরুষটির সাথে তুমি ছিলে সে তোমার স্বামী মুহতার।'

কথাগুলো বলার সময়ই অনুতাপ বোধ করল ও। কেবল ঘৃণাময় বলেই নয়, বরং জবাবে আইপেক উত্তরে আরও বেদনাময় কিছু বলার কথাটা জানা ছিল বলে।

'কথাটা সত্যি,' বলল আইপেক। 'বেশিরভাগ তুর্কি মেয়ের মতো অনেক পুরুষের সাথে জানা শোনার সুযোগ হয়নি আমার। তুমি হয়তো ইউরোপে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন মেয়ের সাথে মেলামেশা করেছ। আমি ওদের কারও কথাই জানতে চাইব না। তবে ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে শিখিয়েছে যে, নতুন প্রেমিক পুরোনো প্রেমিকের কথা ভুলিয়ে দেয়।'

'আমি তুর্কি,' বলল কা।

'বেশির ভাগ সময়ই তুর্কি হওয়াটা বদমায়েশির অজুহাত বা ভান।'

'সেজন্যেই ফ্রাংকফুর্টে ফিরে যাচ্ছি,' অস্থিরভাবে বলল কা।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে; ওখানে আমরা সুখী হবো।'

'ফ্রাংকফুর্টে যেতে চাইছ, কারণ ওখানে তাকে ভোলার আশা করছ।'

'আমরা একসঙ্গে ফ্রাংকফুর্টে গেলে তাতে বেশি সময় লাগবে না। আমি নিশ্চিত, তোমাকে ভালোবাসার আগে তোমার মতো ছিলাম না; কারও প্রেমে পড়ার জন্যে দুদিনের বেশি সময় লাগে আমার। তুমি ধৈর্য ধরলে, তুর্কি ঈর্ষায় আমার মন ভেঙে না দিলে, তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসব আমি।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আমাকে তুমি ভালোবাস না,' বলল কা। 'এখনও ব্লুকেই ভালোবাস তুমি। লোকটার মাঝে এমন কি আছে যা ওকে এমন আলাদা করেছে?'

'তুমি প্রশ্নটা করায় খুশি হলাম। আমার বিশ্বাস সত্যিই উত্তরটাই জানতে চাইবে; কিন্তু তুমি কীভাবে আমার জবাবটাকে নেবে সেটা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছি।'

'ভয় পেয়ো না,' কোনও রকম আত্মবিশ্বাস ছাড়াই বলল কা। 'তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আমি।'

'সবার আগে একটা কথা বলতে দাও। এখন যে কথাটা বলব সেটা শোনার পর যে মানুষটি তার মনে আমার জন্যে ভালোবাসা খুঁজে পাবে কেবল তার সাথেই বাকি জীবন বাস করতে পারব আমি।' মুহূর্তের জন্যে থামল আইপেক, কা-র দিক থেকে তুষার ঢাকা রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'অনেক সহানুভূতিপূর্ণ ও; ব্লু অনেক বেশি চিন্তাশীল, উদার।' দরদে উষ্ণ শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠস্বর। 'কেউ কষ্ট পাক, চায় না ও। স্রেফ একজেড়া কুকুরছানা ওদের মাকে হারিয়ে ফেলেছে বলে একবার সারারাত কেঁদেছিল ও। বিশ্বাস করো, আর কারও মতো নয় ও।'

'ও কি খুনী নয়?' নিরাশার সাথে জানতে চাইল কা।

'আমি ওকে যতটা চিনি তার দশভাগের এক ভাগ চেনে এমন যে কেউ বলবে কত নির্বোধ চিন্তা এটা। ও কাউকে খুন করতে পারে না। শিশুর মতো ও। খেলতে, দিবাস্বপ্নে হারিয়ে যেতে ভালোবাসে ও, লোকজনকে অনুকরণ করতে পছন্দ করে। *শাহনামা* আর *মাসনাবীর* গল্প বলতে পছন্দ করে—ওই মুখোশের আড়ালে খুবই মাজাদার মানুষ ও। জোরাল ইচ্ছা শক্তি ও চরম মানসিকতার মানুষ। এত শক্তিশালী ও মজার—ওহ, দুঃখিত, ডার্লিং, কেঁদো না, অনেক কেঁদেছ তুমি।'

মুহূর্তের জন্যে কান্না থামাল কা, ওদের পক্ষে এক সাথে ফ্রাংকফুর্টে যাওয়া আর সম্ভব বলে বিশ্বাস করে না বলার মতো দীর্ঘ সময়। তারপর দীর্ঘ অপার্থিব নীরবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেমে এল। কেবল কা-র ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বিছানায় শুয়ে পড়েছে ও, জানালার দিকে পেছন ফিরে আছে, শিশুর মতো কুকড়ে আছে ওর শরীর। খানিক বাদে ওর পাশে শুয়ে গলা জড়িয়ে ধরল আইপেক।

আমাকে একা থাকতে দাও, বলতে চাইল কা, কিন্তু উল্টে ফিসফিস করে বলল, 'আরও শক্ত করে ধরে রাখ আমাকে।'

ওর চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। গালের অশ্রুর ছোঁয়া ভালো লাগল ওর। ওকে জড়িয়ে থাকা আইপেকের হাতের স্পর্শ ভালো লাগল। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

যখন জেগে উঠল ওরা, সাতটা বাজে। ঠিক সেই মুহূর্তে সুখ এখনও নাগালের মধ্যেই আছে বলে ধারণা হলো ওদের, কিন্তু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে না পেরে বিদায় নেওয়ার অজুহাত খুঁজতে লাগল দুজনই।

কথা বলতে গেল কা, কিন্তু আইপেক বলে উঠল, 'ভুলে যাও, ডার্লিং, স্রেফ ভুলে যাও।'

মুহূর্তের জন্যে কা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, কী বলতে চায় ও। কোনওই কি আশা নেই, নাকি ও জানে, অতীত পেছনে ফেলে যেতে পারবে ওরা?

মনে হলো, আইপেক চলে যাচ্ছে। খুব ভালো করেই ওর জানা আছে একা ফ্রাংকফুর্টে ফিরতে হলে এমনকি বিষণ্ণ পুরোনো নৈমিত্তিক রুটিনেও আর সান্ত্বনা মিলবে না।

'এখনই চলে যেয়ো না। আরেকটু সময় বসি।'

অদ্ভুত অস্বস্তিকর এক নীরবতার পর আবার আলিঙ্গন করল ওরা।

'হায় আল্লাহ!' চিৎকার করে উঠল কা। 'খোদা, আমাদের কী হবে?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল আইপেক। 'আমার কথা বিশ্বাস করো। আমার উপর আস্থা রাখো। চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। ফ্রাংকফুর্টে যাওয়ার জন্যে গোছগাছ করছিলাম আমি।'

কামরা থেকে স্রেফ বের হতে পেরেই স্বস্তি বোধ করল কা। নিচে নামার সময় আইপেকের হাত ধরে থাকল। তুরগাত বে-র অফিসে আসার পর হাত ছেড়ে দিল ও। কিন্তু তারপরও লক্ষ করল লবির লোকজন জোড়া হিসাবেই দেখছে ওদের। খুশি হলো ও। ঘরে ঢোকার পর একটা ড্রয়ার খুলে কার্সে এতদিন পরতে না পারা তুষার-নীল পোশাকটা বের করল আইপেক। ভাঁজ খুলে ঝেড়ে মথবল ফেলে বুকের উপর জামাটা ধরে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

'গায়ে দাও,' বলল কা।

পুরু উলের স্যোয়েটার খুলে বরফ-নীল পোশাকটা পরল আইপেক। খুবই টাইট, ব্লাউজের ওপর পরায় আরও একবার ওর সৌন্দর্যে মোহিত হলো কা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাকি জীবন আমাকে ভালোবাসবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল কা।

'হ্যাঁ।'

'এবার মুহতার তোমাকে কেবল ঘরে যে পোশাকটা পরতে দিত সেটা পরো।'

ওয়ারড্রোব খুলে হ্যাংগার থেকে কালো মখমলের পোশাকটা বের করল আইপেক, খুবই যত্নের সাথে আলগা করে পরতে তৈরি হলো।

'তুমি আমার দিকে ওভাবে তাকালে খুব ভালো লাগে,' আয়নায় চোখাচোখি হতেই বলল ও।

ওর দীর্ঘ অপরূপ পেছন দিকে, ঠিক চুলের রেখা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে তাকাল কা, আরও নিচে ওর মেরুদণ্ডের ছায়ার দিকে, ওর দিকে ফিরে পোজ দেওয়ায় কাঁধে তৈরি হওয়া গর্তের দিকে। সীমাহীন আনন্দ, সেই সাথে ঈর্ষাও–পুলক বোধ করল ও–আর দারুণ বদ।

'উফ, এই পোশাকে কী আছে?' ঘরে ঢুকেই বলে উঠল তুরগাত বে। 'এবার বলো, নাচটা হচ্ছে কোথায়?' কিন্তু ওর চেহারায় রসিকতার ছাপ নেই। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ধরে নিল কা, ফলে ওর ভালো লাগল।

'কাদিফে থিয়েটারের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার পর থেকে টেলিভিশনের ঘোষণা ক্রমে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে,' বলল তুরগাত বে। 'নাটকে হাজির হলে বিরাট ভুল করবে ও।'

'বাবা, প্রিয় বাবা, বলতে পারো কাদিফের হিযাব খোলার বিরোধিতা করা দরকার কেন আমাদের?'

সিটিং রুমে এসে অবিরাম চলতে থাকা টেলিভিশন সেটের সামনে দাঁড়াল ওরা। অচিরেই এক ঘোষক আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা দিল আজকের সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সাথে জাতির উপর নেমে আসা সামাজিক ও রাজনৈতিক ট্র্যাজিডির অবসান ঘটবে; কার্সের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে তাদের আধুনিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, মেয়েদের পুরুষদের সাথে সমান অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করা ধর্মীয় কুসংস্কারে থেকে মুক্তি পাবে। আরও একবার জীবন ও শিল্প এক অনন্য সাধারণ ঐতিহাসিক সম্মোহনী কাহিনীর ভেতর দিয়ে মিলিত হবে। কিন্তু এবার কার্সের জনগণকে নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পেতে হবে না। কারণ সেন্ট্রাল পুলিস স্টেশন ও মার্শাল ল' কমান্ড সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রবেশ উন্মুক্ত। এরপর অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস চিফ কাসিম বে দেখা দিল পর্দায়। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার অংশটুকু আগেই টেপ করা ছিল। বিপ্লবের রাতে নিদারুণভাবে অগোছাল ছিল তার মাথার চুল, এখন নিপাট আঁচড়ানো, শার্ট ইস্ত্রী করা, নট্ বাঁধা টাই যথাস্থানেই আছে। সন্ধ্যার বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে মনে কোনও দ্বিধা পুষে না রাখতে কার্সের জনগণকে নিশ্চিত করে ঘোষণা দিল, মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যক ছাত্র এরই মধ্যে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও উপযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় প্রশংসা করার প্রতিশ্রুতি দিতে সেন্ট্রাল পুলিস স্টেশনে এসেছিল, ঠিক ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে যেমন হয়ে থাকে। এছাড়াও, ভয় দেখিয়ে বলল, এইবার কোনও রকম উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাশত করা হবে না। কেউ চেঁচামেচি বা ফিসফিসানি বা বাজে মন্তব্য করে রেহাই পাবে না। জনগণের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার–যারা, হাজার হোক, হাজার বছর ধরে সমৃদ্ধ হয়ে চলা সভ্যতার উত্তরাধিকারী। সেকারণেই তারা জানে থিয়েটারে কেমন আচরণ করতে হয়–একথা বলে উধাও হয়ে গেল সে।

পর্দায় ফিরে সেদিনের সন্ধ্যার অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ঘোষক। মূল অভিনেতা সুনেয় যেইম কীভাবে বছরের পর বছর এই চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে অপেক্ষা করে আছে জানাল সেটা; তারপর জ্যাকোবিন নাটকের দোমড়ানো পোস্টারের একটা মন্তাজ দেখানো হলো, অনেক বছর আগে এটায় নেপোলিয়ন বোনাপার্ত ও লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সুনেয়; কুশীলবদের বেশ কয়েকটা শাদা-কালো ছবি (তখনকার দিনে ফান্দা এসার কত পাতলা ছিল!); এছাড়া বেশ কিছু থিয়েট্রিক্যাল স্মৃতিচিহ্ন, সুনেয় যেগুলোকে ভবঘুরে কোনও নাট্য দলের স্যুটকেসে করে বয়ে বেড়ানোর উপযুক্ত জিনিস মনে করেছে (পুরোনো টিকেট ও অনুষ্ঠানসূচি, আতাতুর্কের ভূমিকায় অভিনয় শুরু করার সময়ের কাগজের ক্লিপিং, আনাতোলিয়ার বিভিন্ন কফি হাউসে মঞ্চায়িত নানান ট্র্যাজিক দৃশ্য)। এসব প্রচারণা মূলক মন্তাজ বিরক্তিকর হলেও প্রতি মুহূর্তে সুনেয় যেইমকে পর্দায় দেখতে পারাটা ছিল আশ্বস্তকর; একটা দৃশ্যে, স্পষ্টতই অতি সাম্প্রতিক, আফ্রিকা বা মধ্য প্রাচ্য অথবা সোভিয়েত ব্লকের স্বৈরাচারীদের প্রতিটি ইঙ্গি তুলে ধরতে খেপে উঠেছে বলে মনে হলো তাকে। মোটামুটি সারা দিন এই ফুটেজ দেখে কার্সের লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে আসলেই ওদের শহরে শান্তি বয়ে এনেছে সুনেয়; এখন সে ওদেরই একজন, সত্যিকারের নাগরিক; গোপনে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা পোষণ করতে শুরু করেছিল। আঠার বছর আগে অটোমান ও রাশান সেনাবাহিনী তুর্কি ও আর্মেনিয়দের পরস্পরকে হত্যা করার জন্যে এই শহর ছেড়ে চলে গেলে কোনওভাবে তুর্কিরা এক নতুন জাতির জন্ম ঘোষণা করতে একটা পতাকার নকশা করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন সেই একই পতাকা দেখে–এখন দাগ পড়ে গেছে, পোকায় কেটেছে, কিন্তু বেপরোয়াভাবে পর্দায় দেখানো হচ্ছে, তুরগাত বে ধরে নিল মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

'লোকটা রীতিমতো পাগল। প্রলয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। আমাদেরও সাথে করে নিয়ে যেতে চায়। কাদিফে কিছুতেই স্টেজে যেতে পারবে না।'

'ঠিক্ বলেছ, যাওয়া ঠিক হবে না ওর,' বলল আইপেক। 'তবে ওকে তুমিই বাদ সাধছ বলতে গেলে–বেশ, কাদিফে কেমন তা তো জানোই, বাবা–এক দৌড়ে চলে যাবে ওখানে, স্রেফ অগ্রাহ্য করার জন্যে হিযাব খুলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে কী করা যায়?'

'কা-কেই বলো না কেন, থিয়েটারে গিয়ে ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্ষান্ত করতে?' বলল আইপেক। ওর দিকে তাকিয়ে প্রত্যাশার ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল।

টিভির দিকে নয়, বরং অনেকক্ষণ ধরেই ওর দিকে তাকিয়ে ছিল কা, কী কারণে ওদের মুল পরিকল্পনার এমন হাঠৎ পরিবর্তন, বুঝে উঠতে পারল না। বিভ্রান্তি বেশ নার্ভাস করে তুলল ওকে।

'হিসাব খুলতে চাইলে কাজটা বাড়িতে করাই সবচেয়ে ভালো হবে, হাজার হোক ব্যাপারটা চুকে গেছে,' কা-কে বলল তুরগাত বে। সুনেয় যেইম সান্ধ্য অনুষ্ঠানের সময় আরও কোনও অবর্ণনীয় ঝামেলার ফন্দি করে রেখেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ফান্দার আশ্বাসে ভরসা করে মেয়েকে পাগলগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বোকা বোকা লাগছে এখন।'

'এসব থেকে কা-ই ওকে বিরত রাখতে পারবে, বাবা।'

'হ্যাঁ,' কা-কে বলল তুরগাত বে। 'এখন শুধু তুমিই ওর সাথে কথা বলতে পারবে, সুনেয় তোমাকে বিশ্বাস করে। তোমার নাকে কী হয়েছে, বাছা?'

'তুষারে পড়ে গিয়েছিলাম,' অপরাধী সুরে বলল কা।

'কপালেও বাড়ি লেগেছে দেখতে পাচ্ছি?'

'সারাদিন শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছে ও।'

'সুনেয় খেয়াল করছে না এমন একটা সময়ে কাদিফেকে একপাশে ডেকে নিয়ে এসো,' বলল তুরগাত বে। 'এটা আমাদের বুদ্ধি, জানতে দিয়ো না ওকে, আবার সুনেয়ও যেন এটা তোমার বুদ্ধি বলে বুঝতে না পারে। এনিয়ে ওর সাথে আলাপ করারই কোনও দরকার নেই—বিশ্বাসযোগ্য কোনও অজুহাত দেখাতে পারলে সবচেয়ে ভালো। যেমন "আমার একদমই ভালো লাগছে না," কিংবা বলতে পারে "কাল বাড়িতে হিযাব খুলব আমি।" হ্যাঁ, এই কথই বলতে হবে ওকে। দয়া করে কাদিফেকে বলো ওকে আমরা অনেক ভালোবাসি। সোনা আমার!' তুরগাত বে-র চোখজোড়া জলে ভরে উঠল।

'বাবা, কা-র সাথে একা একটু কথা বলি?' বলল আইপেক। কা-কে ডাইনিং টেবিলের কাছে এনে বসাল ও। থালাবাসন সাজালেও এখনও খাবার পরিবেশন করেনি যাহিদে।

'কাদিফেকে বলবে দনোমনো অবস্থায় আছে ব্লু। বলবে ঝামেলায় আছে সে কিংবা ওকে এমন কিছু করতে দিতে চায় না সে।'

'আগে বলো মত পাল্টেছ কেন,' বলল কা।

'ওহ, মাই ডার্লিং, এখানে ঈর্ষার কিছু নেই। দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করো। সোজা কথা, বাবাই ঠিক আছে, সেটা বুঝতে পেরেছি আমি, ব্যস। কাদিফেকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না,' বলল কা, সাবধানে শব্দ বাছাই করল ও। 'তোমার মত পাল্টানোর মতো একটা কিছু ঘটেছে।'

'কথাটা ঠিক না। কাদিফেকে আদৌ হিযাব খুলতে হলে পরে বাড়িতেই করতে পারবে সেটা।'

'আজ সন্ধ্যায় কাদিফে হিযাব না খুললে,' সতর্কভাবে বলল কা, 'বাবার সামনে কোনওদিনই তা করবে না ও। কথাটা খুব ভালো করেই জানো তুমি, আমিও জানি। আমার কাছে কী লুকাচ্ছো?'

'ডার্লিং, তেমন কিছু নো। তোমাকে আমি অসম্ভব ভালোবাসি। তুমি চাইলে তোমার সাথে ফ্রাংকফুর্টে যাব আমি। ওখানে কিছুদিন কাটানোর পর যখন দেখবে তোমার সাথে আমার বন্ধন কত শক্ত, তোমাকে আমি কত ভালোবাসি, এই কটা দিনের কথা বেমালুম ভুলে যাবে। তখন আমাকে ভালোবাসবে, বিশ্বাসও করবে।'

কা-র হাতে উষ্ণ, ভেজা হাত রাখল ও। সাইডবোর্ডের উপরের আয়নায় আইপেকের অসাধারণ সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। কালো মখমল পোশাকের সেরাপির নিচে ওর পেছনের সৌন্দর্য দেখে বাকরহিত হয়ে গেল ও। ওই বিশাল চোখজোড়ার কত কাছাকাছি অবস্থান করছে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

'আমি নিশ্চিত, মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

'কেন?'

'কারণ আমি সুখী। সেটা কীভাবে বা কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু কার্সে আসার পর এপর্যন্ত আঠারোটা কবিতা লিখেছি আমি। আর একটা হলেই একটা বই হয়ে যাবে আমার। বলতে বলব নিজে থেকেই লেখা হয়ে যাবে সেটা। আমার সাথে ফ্রাংকফুর্টে ফিরে যাবার কথা বলেছ, আমি বিশ্বাস করেছি। আমাদের সামনে আরও বিরাট সুখ বিছিয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। এত সুখ দারুণ বিপজ্জনক। সেজন্যেই আমি জানি, মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

'কেমন?'

'যেমন আমি কাদিফের সাথে কথা বলতে গেলেই ব্লুর সাথে দেখা করতে যাবে তুমি।'

'ওহ, কী অসম্ভব কথা,' বলল আইপেক। 'সে কোথায় আছে তাই তো জানি না।'

'সে কোথায় আছে বলিনি দেখেই আমাকে এভাবে মেরেছে ওরা।'

'আর কাউকে না বললেই ভালো করবে, সত্যি বলছি!' বলে উঠল আইপেক। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ওর। 'শিগগিরই বুঝবে তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

'তা কী হচ্ছে? আমি তো ভেবেছিলাম কাদিফের সাথে কথা বলতে যাচ্ছ তুমি,' বলল তুরগাত বে। 'শোয়া ঘণ্টার মধ্যেই নাটকটা শুরু হয়ে যাবে। এইমাত্র টিভিতে ঘোষণা দিয়েছে ওরা, রাস্তাঘাট খুলে গেল বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি যেতে চাই না। এই হোটেলের বাইরে যেতে চাই না,' অপ্রস্তুত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল কা।

'দয়া করে বোঝার চেষ্টা করো, কাদিফে বিপদে পড়লে আমরা আর শহর ছাড়তে পারব না,' বলল আইপেক, 'তাহলে আমরা সুখীও হতে পারব না। অন্তত ওখানে যেতে তো পারো; তাতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাব আমরা।'

'দেড়ঘণ্টা আগে ফাযিল ব্লুর কাছ থেকে খবরটা পৌঁছে দিলে,' বলল কা, 'আমাকে হোটেল থেকে বেরুতেই নিষেধ করেছিলে তুমি।'

'ঠিকাছে, আমাকে শুধু বলো, তুমি থিয়েটারে থাকার সময় আমি হোটেলের বাইরে যাব না, তার জন্যে কী প্রমাণ লাগবে তোমার–জলদি, আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।' বলল আইপেক।

হাসল কা। 'উপরে আমার ঘরে এসো। তোমাকে তালা মেরে যাব, বাইরে থাকার আধা ঘণ্টা আমার কাছেই থাকবে চাবিটা।'

'বেশ,' খুশি মনে বলল আইপেক। উঠে দাঁড়াল ও। 'বাবা আমার, আধঘণ্টার জন্যে ঘরে যাচ্ছি। চিন্তা করো না, কারণ কাদিফের সাথে কথা বলতে এখনই থিয়েটারে যাচ্ছে কা। দয়া করে উপরে এসো না, ওখানে একটা ব্যাপার দেখতে হবে, তাড়া আছে আমাদের।'

'আমি অকৃতজ্ঞ নই,' কা-কে বলল তুরগাত বে, কিন্তু এখনও সে অস্বস্তিতে আছে বলে মনে হলো।

কা-র হাত ধরল আইপেক, তারপর লবি ধরে নিয়ে চলল ওকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

'সেভিত আমাদের দেখেছে,' বলল কা। 'সে কী ভাবছে বলে তোমার ধারণা?'

'কে তোয়াক্কা করে?' খুশি মনে বলল আইপেক। কা-র রুমে গতরাতের মিলনের আবছা গন্ধ এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। 'এখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। সাবধান। সুনেয়র সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ো না যেন।'

'তা কাদিফেকে স্টেজে উঠতে নিষেধ করার সময় কী বলব ওকে, তুমি আর তোমার বাবা সেটা চাও না, নাকি ব্লু ওকে একাজ করতে দিতে চায় না?'

'কারণ ব্লু চায় না কাজটা করুক ও।'

'কেন?' জানতে চাইল কা।

'কারণ ব্লুর প্রেমে পড়েছে কাদিফে। আমার বোনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ওখানে যাচ্ছ তুমি। ব্লুর প্রতি ঈর্ষার কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে।'

'যেন সেটা সম্ভব।'

'আমরা জার্মানীতে যাওয়ার পর সুখী হতে যাচ্ছি,' ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল আইপেক। 'আমাকে কোন সিনেমায় নিয়ে যাবে বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফিল্ম মিউজিয়ামে একটা সিনেমা আছে, ওখানে শনিবার রাতে ডাব না করা আমেরিকান ছবি দেখায়,' বলল কা। 'ওখানেই যাব আমরা। যাবার পথে স্টেশনের আশপাশের রেস্তরাঁগুলোর একটায় ঢুকে *দোনার* আর আচার খাব। বাড়ি ফিরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আরাম করব। তারপর মিলিত হবো। আমার রাজনৈতিক আশ্রয়ের ভাতা আর এই নতুন কবিতার বই আবৃত্তি করে কামানো টাকায় জীবন কাটাতে পারব আমরা–ভালোবাসা ছাড়া আমাদের দুজনকে তেমন বেশি কিছু করার দরকার হবে না।'

ওর বইয়ের নাম জানতে চাইল আইপেক। বলল কা।

'খুবই সুন্দর,' বলল ও। 'কিন্তু এবার তোমাকে যেতে হচ্ছে, ডার্লিং। নইলে বাবা এমন চিন্তিত হয়ে পড়বে যে নিজেই যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে।'

'এখন আর আমার ভয় করছে না,' বলল কা। মিথ্যা কথা। 'তবে যাই ঘটুক, কোনও ঝামেলা হয়ে গেলে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া প্রথম ট্রেইনে তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

'এই রুম থেকে বের হতে পারলে, তাই হবে,' হেসে বলল আইপেক।

'জানালায় দাঁড়িয়ে আমি মোড় ঘুরে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমাকে আর কোনওদিন দেখতে না পাবার ভয় হচ্ছে খুব,' বলল কা।

দরজা আটকে তালা লাগাল ও, চাবিটা রেখে দিল কোটের পকেটে। জানালায় দাঁড়ানো আইপেকের দিকে আবেগভরে একবার তাকানোর ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে রাস্তায় নেমে দুই দেহরক্ষী থেকে খানিকটা এগিয়ে থাকার প্রয়াস পেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল ওকে। স্নো প্যালেস হোটেলের ২০৩ নম্বর রুমের জানালায় এখনও কালো মখমলের সান্ধ্য গাউন পরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওর মধু মাখা কাঁধজোড়া এখন শীতে কুকড়ে আছে। বেডসাইড নাইট লাইটের কমলা আলোয় নেয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় সুখের প্রতিমূর্তি যেন ও। এই ইমেজটাই কা ওর শেষ চার বছরের গোটা সময় বুকে আগলে রাখবে।

ওকে আর কোনওদিন দেখেনি ও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চল্লিশ

ডাবল এজেন্ট হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন

পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ

ন্যাশনাল থিয়েটারে যাওয়ার জন্যে কা-র বেছে নেওয়া রাস্তাটা বলতে গেলে খা-খা করছে–এখানে ওখানে এক আধটা রেস্তরাঁ ব্যবসার জন্যে খোলা রয়েছে দেখতে পাচ্ছে ও, তবে শহরের বাকি সব দোকান মালিক শাটার নামিয়ে রেখেছে। সারাদিন দীর্ঘ সময় চা-সিগারেট খেয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষ দলের লোকজন এখন টি-হাউস ছেড়ে বের হয়ে আসছে। কিন্তু বেরিয়ে যাবার মুহূর্তেও টেলিভিশনের ওপর চোখ সেঁটে রয়েছে ওদের। ন্যাশনাল থিয়েটারের দিকে এগোনোর সময় তিনটা আর্মি ভেহিকল্ দেখতে পেল কা। সবকটাই বাতি জ্বেলে রেখেছে। এবার গলি পথে চোখ চালিয়ে অলিভার গাছের নিচে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটা ট্যাংক দেখতে পেল ও। সেদিন সন্ধ্যায় তুষারের গলন বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাড়িঘরের ছাদের কোণে জমাট বাঁধা আইসিকলস থেকে এখন নিচের পেভমেন্টে পানি ঝরছে। গোটা আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ জুড়ে বিছানো সরাসরি সম্প্রচারের কেবলের নিচ দিয়ে হেঁটে থিয়েটারে ঢুকল ও, পকেট থেকে চাবি বের করে হাতের তালুতে রেখে চেপে ধরল।

আইল বরাবর লাইন বেঁধে দাঁড়ানো সৈনিক ও পুলিসের কথা বাদ দিলে থিয়েটার জনশূন্য। কুশীলবদের মহড়ার প্রতিধ্বনি শুনছে ওরা। সুনেয়র ভরাট, দরাজ কণ্ঠস্বর ও নিখুঁত উচ্চারণ, কাদিফের দুর্বল ও কাম্পিত জবাব এবং ফান্দা এসারের ঝগড়াটে কণ্ঠস্বরে দেওয়া নির্দেশনা শুনতে লাগল ও ('আরও আবেগের সাথে বলো, কাদিফে, প্রিয়া আমার!')। মঞ্চ জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সে, মঞ্চ সজ্জার কোনও উপকরণ, কোনও গাছ বা জাঁকাল টেবিল এপাশ-ওপাশ সরাচ্ছে।

কাদিফে আর ফান্দা এসার একটা দৃশ্যের মহড়া দেওয়ার সময় কা-র সিগারেটের পিঙ্গল ধোঁয়া লক্ষ করল সুনেয়। ওর পাশে চলে এল সে। 'জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত এটা,' বলল সে। মুখ থেকে ভুরভুর করে রাকির গন্ধ আসছে, কিন্তু দেখে মাতাল ঠেকল না। 'আমরা যতই মহড়া দিই না কেন, সবকিছু নির্ভর করছে মঞ্চে ওঠার পর আমাদের মনের অবস্থা কেমন হয় তার উপর। তবে এটা পরিষ্কার যে ইম্প্রোভাইজেশনের অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে কাদিফের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওর বাবার কাছ থেকে একটা বার্তা আর ওর হেফাযতের জন্যে তাবিজ এনেছি,' বলল কা। 'ওর সাথে একান্তে একটু কথা বলা যাবে?'

'আমরা জানি বডিগার্ডদের ফাঁকি দিয়েছ তুমি। শুনেছি তুষার গলতে শুরু করেছে। শিগগিরই ট্রেইন চলাচল শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলোর যে কোনওটা ঘটার আগেই আমরা নাটকের অভিনয় সেরে ফেলতে চাই।' বলল সুনেয়। 'ব্লু ঠিকমতো গা ঢাকা দিতে পেরেছে?' হাসিমুখে আবার যোগ করল সে।

'জানি না।'

উঠে কাদিফেকে ডাকল সুনেয়, তারপর মহড়ায় ফিরে গেল। স্পট লাইট জ্বলে উঠল। মঞ্চের তিনটা অবয়বের দিকে তাকাল ও। পরস্পরের জন্যে ওদের গভীর মমত্ববোধ টের পাচ্ছে কা। এখনও মাথায় স্কার্ফ জড়ানো কাদিফের দিকে তাকিয়ে, মঞ্চের আন্তরিক জগাতের সাথে ওর বোঝাপোড়া দেখে সতর্ক হয়ে উঠল ও। ওকে মাথা উন্মুক্ত করতে হলে, ভাবল কা, কী লজ্জার কথা যে তারপরও সারা শরীর ঢেকে রাখা মহিলার পছন্দের কুৎসিত রেইনকোট পরে থাকবে সে; ওর বোনের মতো স্কার্ট পরে দীর্ঘ পাজোড়া উন্মুক্ত রাখলে নিজেকে ওর কত কাছাকাছি ভাবতে পারত ও। কিন্তু ওর সাথে কথা বলতে কাদিফে মঞ্চ থেকে নেমে এলে মুহূর্তের জন্যে যেন ব্লুর আইপেককে ছেড়ে কাদিফের প্রেমে পড়ার কারণ বুঝতে পারল ও।

'কাদিফে, ব্লুর সাথে দেখা হয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। গা ঢাকা দেওয়ার একটা জায়গা বের করে নিয়েছে ও। কিন্তু এখন ও চাইছে না আজ মঞ্চে উঠে হিযাব খোল তুমি। একটা চিঠি পাঠিয়েছে সে।'

সুনেয় যাতে না দেখে, পরীক্ষার হলে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে নকল দিয়ে সাহায্য করার কায়দায় চিঠিটা কাদিফের হাতে তুলে দিল ও। কিন্তু সেটা লুকোনোর কোনও চেষ্টাই করল না কাদিফে। প্রকাশ্যে চিঠিটা পড়ল ও। হাসল। ফলে ওর ক্রুদ্ধ চোখে জলের ধারা দেখতে কিছু সময় লেগে গেল কা-র।

'তোমার বাবারও একই ধারণা, কাদিফে। হিযাব খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়তো ঠিকই করেছ, কিন্তু মাদ্রাসার ক্ষুব্ধ ছেলেদের সামনে আজই সেটা করা পাগলামি হবে। এখানে থাকার দরকার নেই তোমার। তোমার শরীর ভালো নেই বলতে পারো ওকে।'

'আমার কোনও অজুহাতের দরকার হবে না। সুনেয় তো বলেই দিয়েছে, চাইলে বাড়ি ফিরে যেতে পারি আমি।'

স্কুলের নাটকে অভিনয়ের শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় ব্যর্থ কোনও স্কুল-ছাত্রীর সাথে কাজ করছে না ও, পরিষ্কার হয়ে গেল কা-র কাছে। ওর চেহারায় ফুটে ওঠা ক্রোধ আর হৃদয় ভাঙার ছাপ অনেক বেশি গভীর।

'তাহলে এখানেই থেকে যাবে ভাবছ, কাদিফে?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকছি। নাটকটা করছি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার বাবা এতে কত দুঃখ পাবে জানো?'

'ওর পাঠানো তাবিজটা দাও আমকে।'

'ওরা যাতে তোমাকে আমার সাথে একান্তে কথা বলতে দেয় সেজন্যেই তাবিজের কথা বলেছি।'

'ডাবল এজেন্ট হওয়াটা নিশ্চয়ই কঠিন।'

কাদিফের হৃদয় ভেঙে গেছে, বুঝতে পারছে কা। খানিকটা বেদনার সাথেই বুঝতে পারল মেয়েটার মন এখন অনেক দূরে সরে গেছে। কাঁধে হাত রেখে ওকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করল, কিন্তু তেমন কিছুই করল না।

'ব্লুর সাথে ওর পুরোনো সম্পর্কের কথা আমাকে বলেছে আইপেক,' বলল কা।

সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধীরে ধীরে ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝোলাল কাদিফে।

'আমাকে দেওয়া সিগারেট আর লাইটারটা ওকে দিয়েছি আমি,' আনাড়ীর মতো বলল কা। মুহূর্তের জন্যে কেউ কথা বলল না। 'ব্লুর সাথে গভীর প্রেমের কারণেই কি এটা করছ? ওর কোন জিনিসটা ওকে এত বেশি ভালোবাসতে ঠেলে দিয়েছে তোমাকে, কাদিফে? দয়া করে বলো।'

নিজেকে গর্তে ঠেলে দিচ্ছে টের পেয়ে চুপ করে গেল ও।

মঞ্চ থেকে চিৎকার করে ফান্দা এসার জানাল, কাদিফের পরের দৃশ্যে এসে গেছে ওরা।

অশ্রুসজল চোখে কা-র দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল কাদিফে। শেষ মুহূর্তে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। ওর উপস্থিতি অনুভব করে, ওর সৌরভ নিয়ে, নাটকটা দেখতে রয়ে গেল কা; কিন্তু ওর মন তখন ভিন্ন কোথাও। কিছুই বুঝতে পারল না। নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা কিছু খুইয়েছে ও। ঈর্ষা আর বিষাদ ওর যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার প্রত্যেকটা প্রয়াস ভেস্তে দিচ্ছে। কোন জিনিসটা ওকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে কোনওভাবে আন্দাজ করতে পারলেও কষ্টটা এত ধ্বংসাত্মক, এত সহিংস কেন তার কোনও তল খুঁজে পচ্ছে না।

আইপেকের সাথে ফ্রাংকফুর্টে কাটানোর আশা করেছিল যে বছরগুলো সেগুলোর কথা ভেবে—ওকে সাথে করে নিয়ে যেতে সফল হবে ধরে নিয়ে—এখন এই প্রলয়ঙ্করী, আত্মাধ্বংসী বেদনা ওদের সুখকে কুরে কুরে খেয়ে নেবে বুঝতে পারল ও। ভাবতে ভাবতে একটা সিগারেট ধরাল। একগুঁয়ের মতো সবকিছু গোছাতে অস্বীকার যাচ্ছে ওর মন। দুদিন আগে যেখানে নেসিপের সাথে দেখা করেছিল সেই টয়লেটে চলে এল ও। সেই একই স্টলে ঢুকল। দেয়ালের উঁচুতে বসানো জানালা খুলে অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা কবিতা আসছে টের পেলেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। দম আটকে কবিতটা লিখে ফেলতে নোট বই বের করল ও। আশা করছে, ওকে সান্ত্বনা দিতে, আশা দিতে পাঠানো হয়েছে কবিতাটা। কিন্তু লেখা হয়ে যাবার পরেও সারা শরীরে প্রবল যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল, ফলে খুবই কাহিল অবস্থায় ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বের হয়ে এল ও।

তুষার ঢাকা পেভমেন্টে পৌঁছানোর পর ভাবল ঠাণ্ডা হাওয়া ওর মন ভালো করে তুলবে। ওর দুই আর্মি বডিগার্ড এখনও আছে। পুরোপুরি অগোছাল হয়ে আছে ওর মন। এই পর্যায়ে আমার গল্পের উপভোগ বাড়াতে, আরও সহজবোধ্য করে তুলতে আমাকে অবশ্যই এই অধ্যায় সংক্ষিপ্ত করে নতুন অধ্যায় শুরু করতে হবে। তার মানে এই নয় যে বলার মতো আর কিছুই করেনি কা, বরং তার আগে আগে আমাকে অবশ্যই সামান্য আয়াসে কা-র লেখা কবিতা 'যেখানে জগতের শেষ'- কে স্থান দিতে হবে, যেটা হবে ওর *তুষার* শিরোনামের কবিতার বইয়ের শেষ কবিতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একচল্লিশ

সবারই নিজস্ব তুষার কণা রয়েছে

নিখোঁজ সবুজ নোটবুক

'যেখানে জগতের শেষ,' কার্সে কা-র লেখা উনিশতম কবিতা। শেষ কবিতাও বটে। আমরা যেমন আগে থেকেই জানি, সব সময় সঙ্গে রাখা সবুজ নোট বইতে আঠারটা কবিতা টুকে রেখেছিল ও, ঠিক যেভাবে প্রথম 'শুনেছে' সেভাবেই কবিতাগুলো লিখে রেখেছে ও, যদিও এখানে ওখানে কিছু শব্দ খোঁয়া গেছে। কেবল বিপ্লবের রাতে মঞ্চে আবৃত্তি করা কবিতাটাই লিখেনি ও। ফ্রাংকফুর্ট থেকে পাঠানো দুটো চিঠি এটার প্রতি ইঙ্গিত করে লিখলেও সেগুলো কোনওদিন আইপেকের হাতে পৌঁছেনি। দুবারই কবিতাটাকে ও 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই' বলে আখ্যায়িত করেছে; ওটাকে কোনওভাবেই মন থেকে বের করে আনতে না পারায় ওটার খোঁজ না মেলা পর্যন্ত কোনওদিনই ওর পক্ষে বইটা শেষ করা সম্ভব হবে না বলেছিল ও। আইপেক বর্ডার সিটি টেলিভিশনে ওর পক্ষে একটু খোঁজ খবর করতে পারলে ও কৃতজ্ঞ থাকবে। ফ্রাংকফুর্টে হোটেলে প্রথমবারের মতো ওর চিঠি পড়ার সময় কথাগুলোর ভেতর কিছু উদ্বেগ লক্ষ করেছি আমি। কা যেন বলছে আইপেক কবিতার অজুহাতে ওকে প্রেমপত্র লেখার প্রয়াস পাচ্ছে ভাববে ভেবে উদ্বিগ্ন ছিল ও।

উনত্রিশ নম্বর অধ্যায়ে এক সন্ধ্যায় খানিকটা মাতাল তবে খুশি মনে ফ্রাংকফুর্টের হোটেল রুমে ফেরার সময় তখনও মেলিন্দা-টেপগুলো হাতে নিয়ে আন্দাজে তুলে নেওয়া একটা নোটবইতে কা-র আঁকা তুষার কণার ছবির দেখা পেয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছি আমি। কা-র সত্যিকারের ইচ্ছা আমার পক্ষে জানা সম্ভব না হলেও এটুকু বলতে পারি সবগুলো নোট বই পড়ার পেছনে বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি তুষার কণার উপর ওর উনিশটি কবিতাকে স্থাপন করার কারণ বুঝতে শুরু করেছিলাম।

কার্স ছাড়ার পর স্পষ্টতই তুষারের উপর লেখা বেশ কয়েকটা বই পড়েছে কা, ওরই আবিষ্কার ছিল এটা: ছয়কোণাঅলা তুষারকণা স্ফটিকায়িত হওয়ার পর আদি রূপ হারিয়ে পুরোপুরি উধাও হয়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়তে আট থেকে দশ মিনিট সময় লাগে। আরও ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে তুষার কণার আকৃতি তাপমাত্রা, বাতাসের শক্তি ও দিক, মেঘের উচ্চতা ও অন্যান্য রহস্যময় শক্তির উপর নির্ভর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে জানতে পেরে কা স্থির করেছিল যে তুষারকণাগুলো আসলে মানুষের মতোই। কার্সের লাইব্রেরিতে বসে ওর 'আমি, কা' কবিতাটি একটি তুষার কণা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই লেখা; পরে ওর নতুন কবিতা গ্রন্থ *তুষার*-এর জন্যে উনিশটি কবিতার প্রত্যেকটাকে সাজানোর প্রয়োজন হলে 'আমি, কা' কবিতাটাকে একই তুষারকণার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়েছিল ও।

'বেহেশত,' 'দাবা,' এবং 'চকলেটের বাক্সে'র বেলায়ও একই যুক্তি প্রয়োগ করে ও বুঝতে পেরেছিল যে এই তিনটি কবিতার প্রতিটির কাল্পনিক তুষার কণার উপর স্বাভাবিক এবং অনন্য স্থান রয়েছে। অচিরেই ও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, ওর নতুন সংকলনের প্রতিটি কবিতা—এবং সত্যি বলতে ওকে ওর মতো করে তোলা প্রতিটি জিনিসই—স্ফটিকায়িত অক্ষের একই সেটে নির্দেশ করা যায়। সংক্ষেপে, একটা তুষার কণাই জীবীত প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক গতি এঁকে দেয়। যে তিনটি অক্ষের উপর নিজের কবিতাগুলোকে স্থান দিয়েছে ও—স্মৃতি, কল্পনা ও যুক্তি—ওর মতে তা বেকনের জ্ঞান বৃক্ষের শ্রেণী বিভাজনে অনুপ্রাণিত; তবে ও প্রবলভাবে ছয়কোণা বিশিষ্ট তুষার কণার উনিশটি কবিতার অর্থকে প্রকাশ করার জন্যে নিজের প্রয়াস নিয়ে নিবিড়ভাবে লিখেছে।

কার্সে লেখা কবিতাগুলো সম্পর্কে ওর চিন্তাভাবনা তুলে ধরা তিনটা নোট বই প্রধানত সেই জ্যামিতির তাৎপর্য আবিষ্কার করারই প্রয়াস ছিল। তবে এতক্ষণে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে নিজের জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের প্রয়াস পাচ্ছিল ও। আমাদের একইভাবে এই উদ্দেশ্যকে দেখা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, 'গুলি খেয়ে প্রাণ হারানো' কবিতাটিকে কোথায় স্থান দিতে হবে সেটা নিয়ে ওর ভাবনা পড়তে গেলে কবিতাটিকে অনুপ্রাণিত করে তোলা ভীতির প্রতি ওর অগ্রাধিকার দেখে থমকে যেতে হবে। ভীতি অনুপ্রাণিত কোনও কবিতা কল্পনা নামাঙ্কিত স্তরে স্মৃতি আখ্যায়িত অক্ষের উপরে এবং 'যেখানে জগতের শেষ' কবিতার যথেষ্ট কাছে কেন থাকে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে ও। এইসব বর্ণণার ভেতর কবিতাগুলোয় যে বাইরের কোনও রহস্যময় শক্তির প্রভাবেই ওর কাব্যিক উপাদানগুলো আকৃতি পেয়েছে সেই বিশ্বাসেরই অস্তিত্ব রয়েছে। নোট বইতে এইসব ভাবনা তোলার সময় কা নিশ্চিত ছিল যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব তুষার কণা রয়েছে, দূর থেকে ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্বকে হুবহু একই রকম লাগতে পারে। কিন্তু কারও বাইরের রহস্যময় অনন্যতা বুঝতে হলে কেবল সেই পুরুষ বা নারীর নিজস্ব তুষার কণাকেই এঁকে নিতে হবে।

নতুন কবিতা গ্রন্থ ও নিজস্ব তুষার কণা সম্পর্কিত কা-র গবেষণা বিশাল ('চকোলেটের বাক্স' কবিতাটি কেন কল্পনা আখ্যায়িত অক্ষে স্থান পেয়েছে? কীভাবে 'মানবতা ও নক্ষত্র' নামের কবিতাটি কা-র নিজস্ব তুষার কণা গড়ে তুলেছে?); কিন্তু আমরা এই টীকা নিয়ে উপন্যাসের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাথা ঘামাব না। তরুণ কবি হিসাবে প্রবীন কবিদের সম্পর্কে অনেক অপ্রীতিকর কথা বলবার ছিল কা-র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের যারা খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে সেইসব কবি যারা মনে করেন তাদের সৃষ্ট সমস্ত অর্থহীনতা একদিন গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সূত্রপাত করবে এবং যারা নিজেদের মূর্তি গড়ে তোলেন, কিন্তু এ কথা খেয়াল করেন না যে কেউই ওদের দেখতে আগ্রহী নয়।

দুর্বোধ্য পঙক্তির কবিদের সমালোচনার পেছনে অনেক বছর কাটানো, আধুনিকতার মিথের কাছে বন্দী কা-র নিজের নিবিড় আত্ম বিবরণের পক্ষে দুএকটার বেশি যুক্তি নেই। যত্নের সাথে পড়লে এটা বের হয়ে আসে যে নিজেকে কার্সে ওর কাছে ধরা দেওয়া কোনও কবিতার আসল রচয়িতা বলে বিশ্বাস করেনি কা; নিজেকে ওর আধুনিকতাবাদী পূর্বসুরি বেতেস নোয়েরেসের তুলে ধরা মাধ্যম-লিপিকার-বলে বিশ্বাস করেছে। অবশ্য বেশ কয়েক জায়গায় ও যেমন লিখেছে, কবিতাগুলো লিখে ফেলার পর নিষ্ক্রিয়তা ছুঁড়ে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও এবং সেগুলো বোঝার মাধ্যমে-সেগুলোর গুপ্ত সাম্যতা উন্মোচন করে-এই উদ্দেশ্য অর্জনের আশা করেছিল। তবে এখানে আরও বাস্তব একটা তাগিদও ছিল: ওর কার্স-কবিতাগুলোর মানে না বুঝে শূন্য স্থান পূরণের, অর্ধ সমাপ্ত পঙক্তিগুলো শেষ করার-বা হারানো কবিতা- 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই,'-উদ্ধার করার কোনও আশা ছিল না ওর। সেকারণে বইটা শেষ করারও আশা ছিল না কোনও। কারণ ফ্রাংকফুর্টে ফেরার পর কা-র কাছে আর কোনও কবিতা ধরা দেয়নি।

ওর নোট এবং চিঠিগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে ফ্রাংকফুর্টে ফেরার চতুর্থ বছরের শেষ নাগাদ কবিতাগুলোর গোপন তাৎপর্য আবিষ্কার করে বইটাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে পেরেছিল কা। এ কারণেই ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কাগজ, নোট বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ফ্রাংকফুর্টে আমার হোটেল রুমে ফিরে সকাল পর্যন্ত ওখানেই বসে ছিলাম, রাকি পান করতে করতে বাকি জিনিসগুলো দেখছিলাম। নিজেকে বারবার বলছিলাম, ওর জিনিসপত্রের ভেতরেই কবিতাগুলো থাকতে বাধ্য। সারারাত জেগে ওর নোট বই, পুরোনো পাজামা, মেলিন্দা টেপ, টাই, বইপত্র, লাইটার (বুঝতে পারছিলাম, ব্লুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ওকে দেওয়া লাইটারটা এগুলোর একটা), শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের সাগরে ভেসে গিয়েছিলাম আমি (একটা ভীতিকর স্বপ্নে আমার কাছে এসে কা বলেছিল, 'তুমি বুড়িয়ে গেছ।')

যখন ঘুম থেকে জেগে উঠি তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে, দিনের বাকি সময়টা সাথে তারকুত ওলসান না থাকলেও ফ্রাংকফুর্টের তুষার ঢাকা রাস্তায় ইতস্তত হেঁটে পার করে দিয়েছিলাম আমি, যতদূর সম্ভব কা সম্পর্কে তথ্য যোগাড়ের চেষ্টা করেছি। কার্সে যাবার আগের আট বছর দুই মহিলার সাথে ওর সম্পর্ক ছিল ওর, খুশি মনেই আমার সাথে কথা বলেছে ওরা। ওদের বললাম বন্ধুর জীবনী লিখছি আমি। ওর কবি পরিচয় প্রথম প্রেমিকা নালানের জানা ছিল না; তো ওর নতুন কবিতা সংকলনের কোনও খবর ওর অজ্ঞাত থাকাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহিতা সে, স্বামীর সাথে দুটো দোনার শপ আর একটা ট্রাভেল এজেন্সি চালায়। কা-কে খোলাখুলি তর্কপ্রিয় ঝামেলাবাজ লোক, সব সময় অপমান বোধ করে বলেই আবার খানিক কেঁদে উঠল সে। (ওকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে যেটা সেটা হলো আদর্শের কাছে যৌবন উৎসর্গ করা)।

ওর দ্বিতীয় প্রেমিকা হিলদেগার্দ এখনও একাকী; সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিলাম যে কা-র শেষের কবিতা বা ওর একটা কবিতার বই *তুষার* শেষ করা সম্পর্কে কিছুই জানার কথা নয় তার। কবি হিসাবে তুরস্কে কা-র খ্যাতি সম্পর্কে হয়তো বাড়িয়ে বলেছিলাম আমি; ধরা পড়ে যাওয়ায় আমার বিব্রত ভাব নিয়ে খেলল সে; বলা চলে তোষামুদে ভঙ্গিতে বলল কা-র সাথে সম্পর্কের পর থেকে তুরস্কে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে যাওয়া বাদ দিয়েছে ও। কা ছিল, বলল সে, দায়িত্ববান, বুদ্ধিমান, নিঃসঙ্গ শিশু, ওর জীবনটা মাতৃস্নেহের জন্যে অস্থির তৃষ্ণায় কেটে গেছে–সেটা যে কোনওদিনই পাবে না ও, পেলেও উল্টোদিকে হাঁটা ধরবে, ফলে ওকে ভালোবাসা সহজ হলেও ওর সাথে থাকা ছিল অসম্ভব। কা কখনও ওর কাছে আমার কথা কিছু বলেনি। (ওকে কেন এই প্রশ্নটা করতে গেছি বা আবার এখানে কেন তার উল্লেখ করলাম কোনও ধারণাই নেই আমার।) শোয়া ঘণ্টা স্থায়ী এক সাক্ষাৎকার শেষে আগে খেয়াল করিনি এমন একটা জিনিস আমাকে দেখাল হিলদেগার্দ। ওর চমৎকার কজির ডান হাতের তর্জনীটা নেই। হাসিমুখে ও যোগ করল, একবার রাগের মুহূর্তে ওর এই খুঁত নিয়ে পরিহাস করেছিল কা।

বড় বড় হরফে লিখে বইটা শেষ করেছিল কা। যথারীতি টাইপ বা অনুলিপি করা থেকে বিরত থেকেছে। ঠিক ওর অন্যান্য বইয়ের মতোই পাণ্ডুলিপি হতে কাসেল, ব্রনশওয়েগ, হ্যানোভার, অসনাবার্ক, ব্রেমেস ও হামবুর্গে পাঠ সফরে গেছে। বিভিন্ন সিটি কাউন্সিলের আমন্ত্রণে তারকুত ওলসানের সাহয়তায় ঠিক ওই শহরগুলোতেই আমার নিজের সাহিত্য সন্ধ্যার ঝটিকা সফরে বের হয়েছিলাম আমি। কা-র মতোই জার্মানির দক্ষ ও নিখুঁত ট্রেইনের ভক্ত হওয়ায় একটা কবিতায় প্রটেস্ট্যান্ট আরামের যে বর্ণনা দিয়েছে কা সেই আরাম উপাভোগ করে এক শহর থেকে আরেক শহরে গেছি। যেমনটা নিশ্চয়ই করে থাকবে ও; জানালার পাশে আরামে বসে ঘেসো প্রান্তর, পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ানো মিষ্টি ছোট ছোট গির্জা আর উজ্জ্বল রেইনকোট ও ব্যাকপ্যাকসহ ছেলেমেয়েতে ভর্তি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। সাত সপ্তাহ আগে কা যা যা করেছে ঠিক তাই করতে চাই বলার সময় ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে নিরাসক্তভাবে শুনে গেছে আমাকে সম্বর্ধনা দিতে পাঠানো দুই তুর্কি। ফলে প্রত্যেকটা শহরে কা-র মতোই সস্তা হোটেলে নাম লিখিয়েছি আমি, তারপর মেজবানের সাথে একটা তুর্কি রেস্তরাঁয় চলে গেছি যেখানে পুদিনা পাতার *বোরেক* আর *দোনার* খেয়ে রাজনীতি নিয়ে অলোচনা করেছি, সংস্কৃতিতে তুর্কিদের আগ্রহ নেই বলে ছিছি করেছি; খাওয়া শেষে পুরোনো ফাঁকা শহরে ঘূরে বেরিয়েছি, ভান করেছি যেন আমিই কা, আইপেকের বেদনাদায়ক স্মৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পালাতে সেই একই শহরের পথে হাঁটছি। সন্ধ্যায় রাজনীতি, সাহিত্য ও তুর্কি সবকিছুর প্রতি নিরাসক্ত পনের বিশ জনের একটা জমায়েতের সামনে আধা আন্তরিকতার সাথে আমার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস থেকে এক বা দুই পাতা পড়ে শুনিয়েছি। তারপর কবিতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছি, সম্প্রতি ফ্রাংকফুর্টের রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা মহান কবি কা-র বন্ধু আমি। ওর শেষ কবিতা সম্পর্কে কারও কিছু মনে আছে কিনা, 'মাত্র ক'দিন আগে এখানে আবৃত্তি করেছিল ওটা?'

এইসব সাহিত্য সন্ধ্যার বেশিরভাগই কা-র কবিতা আবৃত্তি এড়িয়ে গেছে। এটা স্পষ্ট যে যারা অংশ নিয়েছিল তারাও স্রেফ রাজনৈতিক বা কাকতালীয়ভাবেই এসে পড়েছিল; শিরোনাম শুনে আমাকে কখনওই না খোলা চারকোল রঙের কোট, মলিন চেহারা, অগোছাল চুল ও ভীত হাবভাবের দিকে যেমন নজর পড়েছিল তার সাথে তুলনা করে ওর কবিতা সম্পর্কে বলতে পেরেছিল। কিন্তু কা-র কবিতা বা জীবনে অনাগ্রহীরা নিমেষে ওর মৃত্যু নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কানে এসেছে আমার: ইসলামিস্ট, তুর্কি জাতীয়তাবাদী, আর্মেনিয়, জার্মান স্কিনহেড, কুর্দ ও তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের হাতে খুন হয়েছে ও। কিন্তু দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কয়েকজন স্পর্শকাতর মানুষ ছিল যারা কা-র দিকে সতর্ক নজর দিয়েছে। সাহিত্যে প্রবলভাবে অনুরাগী এই লোকগুলো আমাকে নিশ্চিত করেছে যে, কা সত্যিই একটা নতুন সংকলনের কাজ শেষ করেছিল, ওটা থেকে বেশ কয়েকটা কবিতা আবৃত্তিও করেছে—'স্বপ্ন সড়ক,' 'কুকুর,' 'চকলেটের বাক্স,' আর 'প্রেম'—তবে নির্দিষ্ট কবিতা সম্পর্কে কাজে লাগানোর মতো কিছু মনে করতে পারল না ওরা, কবিতাগুলো খুবই দুর্বোধ্য, এটুকু ছাড়া। বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে কবিতাগুলো কার্সে লেখার কথা বলেছিল ও, অনেক সময় বিশেষ করে যারা ফেলে আসা শহর ও গ্রামের কথা ভেবে চলে তাদের জন্যে ওগুলোকে এলজি বুঝিয়েছে বলে বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছে। এক অনুষ্ঠানের শেষে তিরিশের কোঠার বয়সী এক কৃষ্ণচুল মহিলা আগে বেড়ে এক সন্তান নিয়ে বিধবার জীবন যাপনের কথা জানিয়ে একটা কবিতা পাঠ শেষে কা-র কাছে ঠিক এভাবে 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই' কবিতা নিয়ে আলোচনা করার কথা বলল, তার ধারণা এই দীর্ঘ কবিতা থেকে মাত্র একটা পঙক্তিই পড়েছিল কা, কারণ কাউকে আঘাত দিতে চায়নি ও। অনেক চেষ্টা করলেও এই যত্নবান কবিতাপ্রেমী কবিতার কোনও শব্দই মনে করতে পারল না। কেবল বলতে পারল ওটাকে 'ভীতিকর ল্যান্ডস্কেপ' হিসাবে বর্ণনা করার কথা মনে করতে পারে সে। তবে কা-র হামবুর্গ উপস্থাপনার সময় একেবারে সামনের সারিতে বসার সুযোগে অন্তত এটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছে যে একটা সবুজ নোট বই থেকে আবৃত্তি করছিল কা।

সেদিন সন্ধ্যায় যে ট্রেইনে হামবুর্গ থেকে ফ্রাংকফুর্টে এসেছিল কা আমিও সেই একই ট্রেইনে চাপলাম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একই রুট ধরলাম—কায়জাস্ট্রাসে বরাবর হেঁটে সেক্স শপগুলোর ভেতরে ঘুরে বেড়াতে এখানে ওখানে থামছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(জার্মানিতে আসার পর মাত্র সপ্তাহখানেক পার হলেও ইতিমধ্যে একটা নতুন মেলিন্দা ভিডিও এসে পড়েছিল)। আমার বন্ধুর গুলি খাওয়ার জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম আমি, এইবার অবচেতন মনে আগেই যেটা মেনে নিয়েছিলাম সেটাই স্বীকার গেলাম: কা জমিনে লুটিয়ে পড়ার সময় আততায়ী নিশ্চয়ই সবুজ বইটা নিয়ে সটকে পড়েছে। এখন কেবল গোটা জার্মানি জুড়ে সপ্তাহব্যাপি ব্যর্থ অনুসন্ধান ও কা-র নোট পড়ার পেছনে কাটানো অসংখ্য সন্ধ্যার পর একটা সান্ত্বনামূলক আশাই ধরে রাখতে পারি: কার্সের এক টেলিভিশন স্টেশনের আর্কাইভস থেকে হয়তো একটা কবিতা উদ্ধার করতে পারব।

ইস্তাম্বুলে ফেরার পর দেখা গেল কার্সের আবহাওয়া সংবাদ থেকে কীরকম আবহাওয়া আমাকে স্বগাত জানাতে পারে বুঝতে সরকারী চ্যানেলের দিনের শেষের সংবাদ টিউন করছি। কা-র মতোই দেড়দিনের বাস যাত্রা শেষে মুখ সন্ধ্যায় কার্সে পৌঁছালাম, ব্যাগ হাতে গোবেচারার মতো স্নো প্যালেস হোটেলে একটা রুম ভাড়া করলাম (ওখানে বাবা আর তার দুই রহস্যময়ী মেয়ের কোনও চিহ্নই ছিল না)। তারপর শহরে ঘুরতে বের হলাম, চার বছর আগে যেসব তুষার ঢাকা পেভমেন্ট ধরে হাঁটার কথা কলেছিল কা, সেই একই পথ ধরে আগে বাড়লাম। আমার হাঁটার দিকের সাথে ওর দিক মেলে কিনা বলতে না পারলেও ও যেটাকে গ্রিন প্যাশ্চার কাফে বলেছিল সেটা এখন জরাজীর্ণ একটা বিয়ের হল ছাড়া আর কিছু নয় এটুকু বোঝার মতো যথেষ্ট দূরে গিয়েছিলাম। যাই হোক, আমি চাইব না আমার পাঠকরা আমি তার মরণোত্তর ছায়ায় পরিণত হয়েছি বলে ভাবুন। কা যেমন অনেকবারই আমাকে বলার চেষ্টা করেছিল যে আমি আসলে সেভাবে কবিতা বুঝি না; যে বিশাল বিষাদ থেকে তার সূচনা তাও না; এবং আমাদের মাঝখানে একটা প্রাচীর ছিল, সেই দেয়াল এখন কেবল আমাকে ওর নোট বইয়ে বর্ণিত বিষাদময় শহর থেকেই বিচ্ছিন্ন করে রাখেনি বরং নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা এই দারিদ্র্য ভরা জায়গা থেকেও আলাদা করেছে। অবশ্যই আমাদের ভেতর তারপরও একজন একটা মিল লক্ষ করেছে; সেই মানুষটিই এখন আমাদের এক সাথে করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই প্রসঙ্গে কথা না বলাই ভালো।

যখনই সেদিনের সন্ধ্যায় আমার সম্মানে মেয়রের দেওয়া ডিনারে আইপেককে প্রথম দেখার বিস্ময়ের কথা মনে পড়ে, তখন শুধু এটুকুই ভাবতে পারি যে আমার বিভ্রান্তিটুকু আসলে অতিরিক্ত রাকি পানের ফল, বলতে পারি, পানীয়টুকু আমাকে দিশাহারা করে ফেলেছিল, আমাকে এটা বিশ্বাসে প্ররোচিত করেছিল যে আমার একটা আশা আছে, ঈর্ষার আর কোনও ভিত্তি নেই। মৃত বন্ধুর জন্যে অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। পরে স্নো প্যালেস হোটেলে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কা-র বর্ণনা করা তুষারের মতো কাব্যিক নয়, এমন তুষারপাতের দিকে তাকিয়ে–শহরের কর্দমাক্ত পেভমেন্টের স্পর্শে আসার সাথে সাথে গলে যাচ্ছিল ভেজা তুষারগুলো–বন্ধুর নোট বই এত দীর্ঘ সময় ধরে এত মনোযোগের সাথে পড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরও কীভাবে আইপেকের সৌন্দর্যের মাত্রা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি বোঝার প্রয়াস পেলাম। কারণ না জেনেই নোট বইটা বের করলাম আমি–বলতে পারেন, ঠিক কা-র মতোই, এবং সত্যিই, এই অভিব্যক্তিটা ক্রমেই বেশি হারে ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি–সেই ভাবনাগুলো লিখতে শুরু করলাম যেগুলোকে আপনি আপনার হাতের এই বইটার জীবাণু বলতে পারেন। মনে আছে কা-র কাহিনী আর আইপেকের প্রতি ওর ভালোবাসার কথা বলার চেষ্টা করছিলাম আমি, নিজেই হয়তো যেভাবে বলত ও। মনের এক ধোঁয়াটে কোণে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা একটা সত্যি খেলে গেল। কোনও বইয়ের সমস্যায় নিজেকে হারিয়ে ফেলাটা ভালোবাসার কথা ভাবনা ভুলে থাকার বেশ ভালো কায়দা।

জনপ্রিয় ধারণার বিপরীতে একজন পুরুষ চাইলে ভালোবাসাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে। কিন্তু তা করতে গিয়ে তাকে অবশ্যই আগে নিজেকে কেবল তাকে মুগ্ধ করে রাখা নারীর থেকেই মুক্ত করলে চলবে না বরং তার পথে প্রলোভন ছেড়ে দেওয়া গল্পের প্রেতাত্মা তৃতীয় ব্যক্তিটি থেকেও মুক্তি পেতে হবে। অবশ্য পরদিন বিকেলে আইপেকের সাথে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে দেখা করার সময় স্থির হয়ে গিয়েছিল আমার। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল কা সম্পর্কে আলোচনা।

কিংবা হয়তো নিজেকে ওর কাছে তুলে ধরার সুযোগ হিসাবে কা প্রসঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল আমার। দোকানে খদ্দের বলতে ছিলাম কেবল আমরা। কোণে সেই একই শাদা-কালো টিভিটা ছিল। বসফরাস ব্রিজের কাছে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করতে দেখা যাচ্ছিল। শুরুতেই আইপেক স্বীকার করে নিল, কা সম্পর্কে আলাপ করতে বেশ কষ্ট হবে ওর। ধৈর্য ধরে শুনবে এমন কারও কাছেই নিজের বেদনা ও মোহমুক্তির কথা বলতে পারবে ও। ফলে আমি কা-র কবিতার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী বলেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে এতদূর থেকে কার্সে এসেছি শুনে স্বস্তি পেল সে। আমাকে যদি বিশ্বাস করাতে পারে যে ওর সাথে অন্যায় আচরণ করেনি, তাহলে নিজের বিষাদ থেকে কিছু সময়ের জন্যে মুক্ত ভাবতে পারবে নিজেকে। তবে এই বলে সতর্ক করে দিল যে ওর কাহিনী মেনে নিতে বা বুঝতে ব্যর্থ হলে তার পক্ষে সেটা বিরাট বেদনার কারণ হবে। 'বিপ্লবের সকালে' কা-কে যে পোশাক গায়ে নাশতা পরিবেশন করেছিল সেই একই লম্বা বাদামী স্কার্টটা ছিল ওর পরনে। কোমরে জড়ানো ছিল সেই একই প্রশস্ত অলঙ্কৃত বেল্টটা (কা-র নোট পড়েছে এমন যেকারও কাছে অনায়াসে শনাক্তযোগ্য)। ওর চোখে ক্রোধের ঝলক দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু অভিব্যক্তি ছিল বিষাদময়; মেলিন্দার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল ও, প্রত্যেকটা কথা মন দিয়ে শুনে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেয়াল্লিশ

আমি স্যুটকেস গোছাতে যাচ্ছি

আইপেকের দৃষ্টিকোণ থেকে

পেছনে দুজন দেহরক্ষী সৈনিকসহ ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্দেশে যাবার পথে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে শেষবারের মতো এক নজর ওর দিকে তাকানোর সময়ও আশাবাদী ছিল আইপেক, তখনও বিশ্বাস করেছিল ওকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারবে। কোনও পুরুষকে ভালোবাসতে শেখার কথা জানাটা ওর কাছে সব সময়ই তাকে অনায়াসে ভালোবাসার চেয়ে, প্রেমে পড়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কারণেই এখন এক নতুন জীবনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে বলে মনে হচ্ছিল ওর, অনেক দিন স্থায়ী হতে বাধ্য এক সুখ।

ফলে কা-র অদৃশ্য হওয়ার পরবর্তী বিশ মিনিট ঈর্ষান্বিত প্রেমিকের হাতে একটা ঘরে বন্দী থাকতে এতটুকু অস্বস্তি বোধ করেনি ও। সুবিধাজনকভাবেই স্যুটকেসের দিকেই মনোযোগ ছিল ওর: এখন সারা জীবন নিজের কাছে রাখতে চাওয়া জিনিসগুওলোর দিকে নজর দিতে পারলে, ভাবল ও, ওর পক্ষে বাবা ও বোনের সাথে ছাড়াছাড়ি সহজ হবে, এই অনিবার্য বন্দিত্বের সময় সাথে করে কী কী নিতে পারবে সেটা স্থির করতে পারলে ওদের পক্ষে অক্ষত অবস্থায় সবচেয়ে সহজ সুযোগে কার্স ছেড়ে যাবার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকবে।

কা-র কোনও চিহ্ন ছাড়াই আধা ঘণ্টা পার হয়ে যাবার পর একটা সিগারেট ধরাল আইপেক। ততক্ষণে ওর মনে ভাবনা খেলে গেছে সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক চলছে ভেবে বোকামি করে ফেলেছে কিনা। ঘরের ভেতর বন্দিত্ব ওর বিরক্তিকেই আরও প্রবল করে তুলল। নিজের উপর যেমন তেমনি কা-র উপরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রিসিপশনিস্ট সেভিতকে উঠোনের উপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখে জানালা খুলে চিৎকার করে ডাকার কথা ভাবল ও, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই আওতার বাইরে চলে গেল তরুণ। এখনও অনিশ্চিত ও, তবে এখনও যেকোনও মুহূর্তে কা-র ফিরে আসার আশা করছে।

কা-র বিদায়ের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর জোর করে জানালাটা খুলতে পারল আইপেক। নিচের রাস্তা ধরে চলে যাওয়া এক তরুণকে ডাকল ও–হতবাক এক মাদ্রাসার ছাত্র, কীভাবে যেন ন্যাশনাল থিয়েটারের নিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে—হোটেল রিসিপশনে গিয়ে রুম নম্বর ২০৩-এ ওর আটকে থাকার কথা জানাতে বলল তাকে। নিদারুণ বিস্মিত মনে হলো ছেলেটাকে। তবে ভেতরে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত বাদে কামরার ফোনটা বেজে উঠল।

'কা-র রুমে কী করছ তুমি অ্যাঁ?' বলল তুরগাত বে। 'তালা আটকে গিয়ে থাকলে ফোন করোনি কেন?'

এক মিনিট বাদে নকল চাবি দিয়ে তালা খুলল ওর বাবা। তুরগাত বে-কে কা-র সাথে ন্যাশনাল থিয়েটারে যেতে চাওয়ার কথা বলল আইপেক, কিন্তু ওকে বিপদ থেকে বাঁচাতে ঘরে আটকে রেখে গেছে সে। শহরের সব ফোন লাইন কাটা থাকায় ও ধরে নিয়েছিল হোটেলের ফোনগুলোও নিশ্চয়ই কাজ করছে না।

'কিন্তু ফোন *আবার* চালু হয়েছে তো, শুধু এখানে নয়, বরং সারা শহরে,' বলল তুরগাত বে।

'কা গেছে অনেকক্ষণ হলো, আমার এখন ভাবনা হচ্ছে,' বলল আইপেক। 'চলো থিয়েটারে কী হয়েছে খোঁজ নিয়ে আসি।'

আতঙ্ক সত্ত্বেও তৈরি হতে গিয়ে সময় ক্ষেপণ করল তুরগাত বে। তারপর বলল, টাই না পরলে সুনেয় নির্ঘাত ক্ষেপে যাবে। খুব ধীরে হাঁটার উপর জোর দিল সে, অংশত তার শক্তি নেই, তবে আইপেককে দেওয়ার মতো অনেক উপদেশও ছিল তার মনে। যাতে মনোযোগ দিয়ে শোনে ও, সেটাই চাইছিল।

'যাই করো না কেন, সুনেয়র সাথে মঞ্চে যেয়ো না,' বলল আইপেক। 'ভুলে যেয়ো না যে সে একজন জ্যাকোবিন বীর, কেবল বিশেষ ক্ষমতা হাতে পেয়েছে।'

ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রবেশ পথে কৌতূহলী দর্শকদের জটলা, বাসে ঠাসাঠাসি করে বসা মাদ্রাসার ছাত্র আর এই ধরনের ভীড়ের জন্যে মুখিয়ে থাকা হকার ও পুলিস দেখে তরুণ বয়সে রাজনৈতিক মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার কথা মনে পড়ে গেল তুরগাত বে-র। চারপাশে তাকানোর সময় শক্ত করে আইপেকের হাত চেপে ধরে রাখল, আশাবাদী তবে শঙ্কিতও। কথা বলার সুযোগের অপেক্ষা করছে যা ওকে এই ঘটনার পক্ষে সমর্থন করবে। যখন দেখল জনতার বেশির ভাগই অচেনা, আইপেককে প্রবেশ পথে দাঁড়ানো এক তরুণের দিকে ঠেলে দিল সে। কিন্তু তারপরই দারুণভাবে লজ্জা বোধ করল।

হলটা এখনও ভরে ওঠেনি, তবে বিশাল থিয়েটারে এক ধরনের ঘরোয়া আবহ বিরাজ করছে। আইপেককে এদৃশ্য সেই ধরনের স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিল যেখানে জীবনে আপনার যাদের সাথে কোনও না কোনও দিন দেখা হয়েছে তাদের সবাইকে একটা জটলায় জড়ো হতে দেখেন। কিন্তু কা বা কাদিফের কোনও পাত্তা নেই। এটা ভাবিত করে তুলল ওকে। একজন সার্জেন্ট আইলে ঢুকিয়ে দিল ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি মূল নারী চরিত্র কাদিফে ইলদিযের বাবা,' অভিযোগ করল তুরগাত বে। 'এখুনি ওর সাথে দেখা করতে হবে আমাকে।'

তুরগাত বে-র কথা শুনে মেয়েকে স্কুলের কোনও দারুণ আপত্তিকর নাটকে অভিনয় থেকে বিরত রাখার শেষ চেষ্টা করতে আসা বাবার মতো মনে হলো। সন্ত্রস্ত সার্জেন্ট সেই বাবাকে সাহায্য করতে নিজের কাজ ফেলে এগিয়ে যাওয়া কোনও শিক্ষকের মতো করল–মন থেকে যার উদ্বেগ যুক্তিপূর্ণ বলে জানে সে। আতাতুর্ক ও সুনেয়র ছবিতে সাজানো একটা ঘরে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একাকী দরজায় এসে হাজির হলো কাদিফে। ওকে দেখেই বুঝে গেল আইপেক ওরা যাই বলুক না কেন ওর বোন আজকের সন্ধ্যায় মঞ্চে যাবেই।

কা-র কথা জানতে চাইল আইপেক। কাদিফে বলল ওদের ভেতর সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছে, কিন্তু আবার হোটেলে ফিরে গেছে কা। এখানে আসার পথে কা-র সাথে দেখা হলো না কেন, ভাবল আইপেক। তবে অচিরেই প্রসঙ্গটা বাদ রাখল ও। চোখে জল নিয়ে এখন মেয়েকে মঞ্চে না যাবার আনুরোধ করছে তুরগাত বে।

'ওরা এতবার বিজ্ঞাপন প্রচার করার পর এমন একটা মুহূর্তে মঞ্চে না যাওয়াটা আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক হবে, প্রিয় বাবা আমার,' বলল কাদিফে।

'তুমি মাথা উন্মুক্ত করলে, কাদিফে, মাদ্রাসার ছেলেদের কতখানি ক্ষেপিয়ে তুলবে কোনও ধারণা আছে তোমার–অন্যদের কথা না হয় নাই বললাম?'

'সত্যি বলতে, বাবা, এত বছর আমাকে হিযাব খুলতে নিষেধ করাটাই কি হাসির ব্যাপার নয়?'

'এখানে হাসির কিছু নেই, কাদিফে,' বলল তুরগাত বে। 'ওদের বলে দাও তোমার শরীর ভালো নেই।'

'আমি অসুস্থ নই।'

খানিক কেঁদে উঠল তুরগাত বে। আইপেকের মনে হলো বাবা কান্নার ভান করছে, কোনও সমস্যার আবেগের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেলে সব সময়ই যেমন করে। বুড়ো মানুষটার যন্ত্রণায় সদা তৈরি ও লোক দেখানো এমন কিছু আছে যাতে আইপেকের ধারণা জন্মেছে যে আসলে কেঁদে সে যার পক্ষে ওকালতি করে আসলে ঠিক তার উল্টো কিছুর জন্যেই তার সব দুঃখ। অতীতে ও আর ওর বোন বাবার এই গুনটাকে খুবই পছন্দ করত, কিন্তু এখন চট জলদি সমাধান করার প্রয়োজন এমন একটা সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে ওর আচরণকে বিব্রতকরভাবে তুচ্ছ ঠেকল।

'কা.কয়টা সময় গেছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল আইপেক।

'অনেক আগেই তো ওর হোটেলে পৌঁছে যাবার কথা,' সমান উদ্বেগের সাথে বলল কাদিফে।

পরস্পরের চোখে আতঙ্ক দেখতে পেল ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

চার বছর পরে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে ওর সাথে যখন দেখা হয় আমার, আইপেক বলেছে যে ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা কা-কে নিয়ে নয়, উদ্বিগ্ন ছিল ব্লুকে নিয়ে। নীরবে চোখের ভাষায় পরস্পরকে এটা জানানোর সময় বাবার দিকে তেমন একটা নজর ছিল না ওদের। এতক্ষণে আইপেকের খোলাখুলি ভাব আমার কাছাকাছি বোধ করার লক্ষণ না ভেবে পারছিলাম না। আমি ভাবছিলাম ওর দৃষ্টিকোণ থেকে না হলে আরও কারও দৃষ্টিকোণ থেকে এই গল্পের শেষটা দেখতে পারব না।

খানিক্ষণ দুই বোনের কেউই কথা বলল না।

'তোমাকে ও বলেনি যে ব্লু চায় না তুমি মঞ্চে যাও?' জানতে চাইল আইপেক।

বাবা ওদের কথা শুনে ফেলবে, এমনি ভাব করে বোনের দিকে সতর্ক চোখে তাকাল কাদিফে। দুজনই বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল চোখে থেকে এখনও অশ্রু ঝরে চললেও নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে সে।

'আমরা দুই বোন কথা বলার জন্যে তোমাকে একটু একা রেখে গেলে কিছু মনে করবে না তো, আদরের বাবা আমাদের?'

'তোমরা দুজন এক সাথে মাথা মেলালে আমার চেয়ে সব সময়ই বেশি জানো তোমরা,' বলল তুরগাত বে। পেছনে দরজাটা না আটকে বের হয়ে গেল সে।

'ব্যাপারটা ঠিক মতো ভেবে দেখেছ, কাদিফে?' জিজ্ঞেস করল আইপেক।

'ভালো করেই ভেবেছি।'

'তাতে আমি নিশ্চিত,' বলল আইপেক। 'তবে এটা কি বুঝতে পেরেছ যে ওকে হয়তো আর কোনওদিনই দেখতে পাবে না?'

'হয়তো,' সতর্কভাবে বলল কাদিফে। 'তবে ওর উপরও দারুণ ক্ষেপে আছি আমি।'

ব্লুর সাথে কাফিফের সম্পর্ক ছিল নানা উত্থানপতন, আর ঝগড়ার পর শান্তির প্রস্তাবে ঈর্ষাময় উন্মাদনার সৃষ্টিকারী। কিছুটা হতাশার সাথে ওদের দুজনের দীর্ঘ গোপন ইতিহাস ভাবল আইপেক। কত বছর হলো? নিশ্চিত হতে পারল না ও, বিশেষ করে কতদিন ধরে ওদের দুজনের সাথেই দেখা করে আসছে ব্লু সেটা মনে করতে চায় না বলে। দরদের সাথে কা-র কথা ভাবল ও। ওর কল্যাণেই ব্লুকে ভুলে যেতে পারবে ও।

'ব্লুর ব্যাপারে কা দারুণ ঈর্ষাকাতর,' বলল কাদিফে। 'তোমার প্রেমে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে সে।'

'এত অল্প সময়ে ওর মাথা উল্টে যাবে বলে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি,' বলল আইপেক। 'তবে এখন বিশ্বাস করেছি।'

'ওর সাথে জার্মানি চলে যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঘরে ফিরে তাই করব। স্যুটকেস গোছাতে যাচ্ছি আমি,' বলল আইপেক। 'কা আর আমি জার্মানিতে সুখী হতে পারব মনে করো?'

'হ্যাঁ, পারবে,' বলল কাদিফে। 'তবে তোমার পরিকল্পনার কথা কা-কে বলতে যেয়ো না। এরই মধ্যে অনেক বেশি জেনে গেছে ও। বেশ ভালো আঁচ করতে পারে ও।'

নিজের ছোট বোনকে দুনিয়ার কোনও পাকা মহিলার মতো এত খোলামেলাভাবে কথা বলতে দেখলে ঘৃণা বোধ করে আইপেক। তাই ও বলল, 'এমনভাবে কথা বলছ যেন নাটক শেষে বাড়ি ফেলার কোনও ইচ্ছাই নেই তোমার?'

'অবশ্যই ঘরে ফিরে আসব আমি,' বলল কাদিফে, 'কিন্তু আমি তো ভেবেছি এখুনি চলে যাচ্ছ তুমি।'

'কা কোথায় যেতে পারে ধারণা আছে কোনও?'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আইপেকের মনে হলো একই ভয় করছে ওরা।

'চলো যাই,' বলল কাদিফে। 'মেকাপ নেওয়ার সময় হয়ে গেছে আমার।'

'তোমাকে হিসাব খুলতে দেখার চেয়ে যেটা আমাকে বেশি খুশি করবে সেটা হলো ওই পিঙ্গল রেইনকোটটা আর না দেখা,' বলল আইপেক।

রেইনকোটটা একেবারে মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। উপেক্ষার সাথে ছোট ছোট দুই কদম আগে বাড়ল কাদিফে, ফলে ওটার হেম হাওয়ায় উড়াল দিল। দরজা থেকে এতক্ষণ খেয়াল করছিল তুরগাত বে, এখন অবশেষে তাকে হাসতে দেখে দুই বোন পরস্পরকে আলিঙ্গন করল, চুমু খেল।

নিশ্চয়ই কাদিফের মঞ্চে যাওয়ার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে সে, কারণ এবার আর কন্নাকাটি বা উপদেশ খয়রাতের দিকে গেল না। তার দায়িত্ব সারা হয়েছে। ছোট মেয়ের দু'গালে দুটো চুমু খেয়ে আলিঙ্গন করল সে। তারপর আইপেককে নিয়ে জনাকীর্ণ অডিটোরিয়োমের ভেতর দিয়ে আগে বাড়ল।

দালানের প্রবেশ পথ দিয়ে বের হয়ে হোটেলের দিকে আগে বাড়ার সময় কা-র দেখা মেলে কিনা সেজন্যে চোখ কান খোলা রাখল আইপেক; কোনও চিহ্ন না দেখে ওর খোঁজ দিতে পারার মতো কারও দেখা মেলে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখল ও। কিন্তু শহরের পেভমেন্টে ওকে সাহায্য করতে পারে এমন কারওই দেখা মিলল না। আমাকে পরে যেমন বলবে সে, 'ঠিক কা যেমন নৈরাশ্যবাদের কোনও কারণ খুঁজে পায়নি, আমিও পরের পঁয়তাল্লিশটি মিনিট আশাবাদের সাথে বোকার মতো রফায় পৌঁছে পার করেছি।'

বাড়ি ফেরার পর সোজা টেলিভিশনের দিকে এগিয়ে গেল তুরগাত বে। সরাসরি সম্প্রচার সম্পর্কে অন্তহীন ঘোষণায় সম্মোহিত হয়ে স্যুটকেস গুছিয়ে নিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইপেক। কা কোথায় থাকতে পারে, চিন্তাটা মাথায় এলেই তার জায়গায় জার্মানিতে ওদের অপেক্ষায় থাকা সুখের কথা ভাবতে ভাবতে বিভিন্ন কাপড় আর সাথে নিতে চায় এমন সব টুকটাক জিনিস নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর আরেকটা স্যুটকেস গোছাতে শুরু করল ও সেইসব জিনিস দিয়ে যেগুলো আগেই 'জার্মানিতে হয়তো এরচেয়ে অনেক উন্নত মানের জিনিস মিলবে' এই তত্ত্বের কারণে বাদ দিয়েছিল। স্টকিং ও অন্তর্বাস হাতড়ানোর সময় হতাশার সাথে ওখানে এগুলোর মতো নাও মিলতে পারে ভাবতে গিয়ে কেন যেন মনে হলো বাইরে একবার চোখ ফেরায়। উঠোনে সেই ট্রাকটা ঢুকছে যেটা শহরময় কা-কে ফেরি করে ফিরছিল।

নিচে এসে বাবাকে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। আগে কখনও দেখেনি, পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো বাঁকা-নাক একজন অফিসার বলছিল, 'তুরগাত ইলদিয,' তারপর ওর হাতে একটা মুখ বন্ধ খাম তুলে দিল।

ছাই বর্ণ চেহারা আর কাঁপা কাঁপা হতে খামটা খুলল তুরগাত বে, একটা দরজার চাবি পেল। সাথের চিঠিটা মেয়ের উদ্দেশে লেখা দেখে আইপেকের হাতে তুলে দিল।

আত্মরক্ষার খাতিরে, তবে কা সম্পর্কে আমি যাই লিখি না কেন সেটা যাতে প্রাপ্য তথ্যকে তুলে ধরে তাই চার বছর পরে আমাদের দেখা হলে চিঠিটা আমাকে দেখতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আইপেক।

AMARBOI.COM

বৃহস্পতিবার, রাত ৮:০০ টা

তুরগাত বে,

আইপেককে আমার রুম থেকে বের করে আনার জন্যে আপনাকে এই চাবিটা কাজে লাগাতে অনুরোধ করছি, তারপর এই চিঠিটা তার হাতে তুলে দেবেন, আমাদের সবার পক্ষে এটাই মঙ্গলজনক হবে, স্যার। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিনীত

কা

প্রিয়া আমার, কাদিফের মত পাল্টাতে পারলাম না। আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যে সৈনিকরা আমাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এসেছে। এরযারুমের রাস্তা আবার খুলেছে। আমাকে প্রথম ট্রেইনে চেপে চলে যেতে চাপ দিচ্ছে ওরা। সাড়ে ন'টায় ছেড়ে যাচ্ছে ওটা। আমাদের দুজনের ব্যাগ গুছিয়ে নিতে হবে তোমাকে, তারপর ঝটপট চলে আসতে হবে। সোয়া নটায় আর্মি ট্রাক তুলে নেবে তোমাকে। কোনওভাবেই রাস্তায় নামতে যাবে না। আমার কাছে চলে এসো। তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমরা অনেক বেশি সুখী হবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁকা-নাক লোকটা নয়টার পর আবার আসার কথা বলে চলে গেল।

'তুমি যাচ্ছ?' জানতে চাইল তুরগাত বে।

'এখনও ওর কী হয়েছে ভেবে আমি উদ্বিগ্ন,' বলল আইপেক।

'সৈন্যরা ওকে পাহারা দিচ্ছে, ওর কিছুই হবে না। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ কিনা?'

'ওর সাথে সুখী হতে পারব বলেই আমার ধারণা,' বলল আইপেক। 'এমনকি কাদিফেও তাই বলেছে।'

ওর হাতে ভবিষ্যতের সুখের নিশ্চয়তা বহনকারী একটা দলিল রয়েছে। ওটা আবার পড়ার সময় কাঁদতে শুরু করল ও। তবে কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না।

'হয়তো বাবা আর বোনকে ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলে,' চার বছর পরে আমাকে বলবে ও। সেই সময় আমার বিশ্বাস আইপেকের প্রতিটি অনুভবের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ আগ্রহ ওর গল্প শোনার প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর ও বলব, 'এবং হয়তো মনের ভেতর চলতে থাকা অন্যান্য ব্যাপারেও চিন্তিত ছিলাম বলে।'

কান্না থামাতে পেরে আইপেক ও ওর বাবা ওর ঘরে এসে কোন কোন জিনিস সাথে নেবে শেষভারের মতো পরখ করে দেখল। এখান থেকে কা-র ঘরে এসে ওর সব জিনিসপত্র চেরি রঙা ভ্যালাইজে ভরে নিল। বাপ-বেটি দুজনই এখন আশাবাদী হয়ে উঠেছিল; মনে মনে দোয়া পড়তে পড়তে পরস্পরকে অচিরেই কাদিফের কোর্স শেষ হলে তুরগাত বে-কে নিয়ে ফ্রাংকফুর্টে কা ও আইপেকের কাছে চলে যাবার পারার কথা বলছিল।

ব্যাগ প্যাক শেষে নিচে নেমে এল ওরা। তারপর কাদিফেকে দেখার জন্যে টেলিভিশনের সামনে জবুথবু হয়ে বসল।

'আশা করি নাটকটা খুব বড় হবে না, তাহলে সব চুকেবুকে গেছে জেনেই ট্রেইনে ওঠার জন্যে যেতে পারবে তুমি!' বলল তুরগাত বে।

কথা থামিয়ে পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল ওরা, ঠিক *মারিয়ামা* দেখার সময় যেমন করে। কিন্তু কী দেখছে সেদিকে মনোযোগ দিতে পারছিল না আইপেক। অনেক বছর পরে কেবল মাথায় স্কার্ফ ও লম্বা উজ্জ্বল পোশাক পরা কাদিফের মঞ্চে আসার প্রথম বিশ মিনিটের কথা মনে করতে পেরেছিল ও। এবং ওর সংলাপ: 'তুমি যা বলো, প্রিয় বাবা আমার।' ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে কী ভাবনা চলছিল জানতে আমার নিখাদ আগ্রহ বুঝতে পেরে আবার যোগ করেছে, 'অবশ্যই অন্য কোথাও ছিল আমার মনটা।' বারবার সেটা ঠিক কোথায় হতে পারে জানতে চেয়েছি আমি, ও কেবল এটুকুই বলতে পারছিল যে কা-র সাথে যাওয়া নিয়েই ভাবিত ছিল ওর মন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে ওর মন ভয়ে কুকড়ে যাবে, কিন্তু ভয়টা কীসের নিজের কাছেই সেটা কোওনদিনই স্বীকার যেতে পারবে না, আমাকে বুঝিয়ে বলা তো আরও দূরের কথা। ওর মনের জানালা সজোরে খুলে যাওয়ায় টেলিভিশন সেটটা বাদে আর সবকিছুই বহু দূরের ঠেকছিল। নিজেকে পর্যটকের মতো লাগছিল ওর, দীর্ঘ যাত্রা শেষে ফিরে নিজের ঘরখানা রহস্যময়ভাবে বদলে গেছে বলে আবিষ্কার করেছে–প্রত্যেকটা ঘর ওর স্মৃতির চেয়ে ঢের ছোট হয়ে গেছে, সবকিছু–কুশন, টেবিল, এমনকি পর্দার কুঁচিগুলো পর্যন্ত–হতবাক করে দিচ্ছি ওকে। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক দেশে এসে পড়ার সুযোগের মুখোমুখি হয়ে এখন নিজের বাড়িটাকেই আগন্তুকের দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিল, এমনটাই মনে হওয়ার কথা আমাকে বলেছে ও। নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে আমাকে বলা ওর এই সযত্ন বর্ণনা ছিল ওর দৃষ্টিতে সেদিন সন্ধ্যায় কা-র সাথে ফ্রাংকফুর্টে চলে যাবার পরিকল্পনার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ।

ঘণ্টা বেজে উঠলে দৌড়ে হোটেলের দরজায় চলে এল আইপেক। ওকে স্টেশনে নিয়ে যাবার আর্মি ট্রাকটা আগেভাগে এসে পড়েছে। ভয় গোপন করে দরজায় দাঁড়ানো অফিসারকে বলল, শিগগিরই তৈরি হয়ে যাবে ও। দৌড়ে সোজা বাবার কাছে এসে তার পাশে বসে সর্ব শক্তিতে জাড়িয়ে ধরল তাকে।

'ট্রাক এসে গেছে?' জানতে চাইল তুরগাত বে। 'তোমার ব্যাগ গোছানো হয়ে থাকলে আমাদের হাতে এখনও খানিকটা সময় আছে।'

পরের কয়েকটা মিনিট পর্দায় ভেসে ওঠা সুনেয়র দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে পার করে দিল আইপেক। শেষে স্থির থাকতে না পেরে ছুটে নিজের ঘরে চলে এল। স্লিপার আর ভুলে জানালার উপর ফেলে রাখা আয়নাঅলা সুইং ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বিছানার কিনারে খানিকটা সময় বসে রইল, কাঁদল।

ওর স্মৃতি অনুসারে নিচে নেমে আসতে আসতে কা-র সাথে কার্স থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ওর মনে আর কোনও দ্বিধা ছিল না। প্রলম্বিত দ্বিধা থেকে মুক্তি পেয়ে আবার স্বস্তি ফিরে পেয়েছিল ও, বাড়িতে থাকার শেষ কয়েকটা মিনিট বাবার সাথে টেলিভিশন দেখবে বলে স্থির করল।

রিসিপশনিস্ট সেভিত এসে যখন বলল দরজায় কে যেন এসেছে, আইপেকের মন অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল না। তুরগাত বে রেফ্রিজারেটর থেকে একটা কোক এনে দিতে বলল তাকে। দুটো গ্লাসসহ কোক নিয়ে এল ও, যাতে ভাগাভাগি করে খেতে পারে।

আইপেক বলেছে রান্নাঘরের দরজায় অপেক্ষায় থাকা ফাযিলের চেহারা কোনওদিন্ ভুলতে পারবে না ও। ওর অভিব্যক্তি থেকে এটা পরিষ্কার ছিল যে মারাত্মক একটা কিছু ঘটে গেছে। ফলে প্রথমবারের মতো আইপেকের ধারণা জন্মায় যে ফাযিল ওদের পরিবারেরই একজন সদস্য, ওর আপন কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্লু আর হান্দেকে মেরে ফেলেছে ওরা!' বলল ফাযিল। রুদ্ধশ্বাসে যাহিদের বাড়িয়ে দেওয়া গ্লাসের অর্ধেকটা পানি খেয়ে নিল সে। 'একমাত্র ব্লুই ওকে বিরত রাখতে পারত।'

ফাযিলের কান্না দেখল নিশ্চল আইপেক। যেন ভেতর থেকে উঠে আসা গভীর কণ্ঠে জানাল, হান্দের সাথে আত্মগোপনে গিয়েছিল ব্লু, তারপর একদল সৈনিক সেখানে হামলা চালিয়ে ওদের হত্যা করেছে। কেউ যে ওদের জানিয়ে দিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নইলে কখনওই এত বেশি সৈনিক পাঠাত না ওরা। না, ফাযিলের পিছু নেওয়ার কোনও সুযোগই ছিল না কারও। ওখানে যখন পৌঁছেছে ও, ততক্ষণে সব চুকেবুকে গেছে। আশপাশের অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে ব্লুর লাশের উপর আর্মির সার্চলাইটের আলো পড়তে দেখেছে ফাযিল।

'এখানে থাকতে পারব?' জিজ্ঞেস করল ফাযিল। 'আর কোথাও যেতে চাই না।'

আরেক গ্লাস কোক ঢেলে নিল আইপেক, যাতে সেও ভাগ নিতে পারে। মনটা বিক্ষিপ্ত থাকায় বটল ওপেনার খুঁজে পেল না ও। ভিন্ন ড্রয়ারে খুঁজতে লাগল অবিরাম; ওখানে রাখেনি জানা সত্ত্বেও কাবার্ডেও খুঁজল। হঠাৎ ব্লুর সাথে প্রথম দেখার দিন গায়ে দেওয়া ফুলের নকশাঅলা ব্লাউজটার কথা মনে পড়ে গেল, তারপর ওটা স্যুটকেসে ভরার কথা ভাবল। ফাযিলকে ভেতরে এনে রান্নাঘরের পাশে রাখা চেয়ারে বসতে দিল, বুধবার রাতে বেশ মাতাল হয়ে কবিতা এখানে লিখতে বসেছিল কা। তারপর সহসা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া কোনও অক্ষমের মতো ছেলেটিকে কাদিফকে দেখতে দেখতে কোকে চুমুক দিতে বসিয়ে স্বস্তি নিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে এসে বাবার হাতে দ্বিতীয় গ্লাস তুলে দিল।

উপরে নিজের ঘরে এসে অন্ধকারে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ও। কা-র চেরি-রঙ ভ্যালাইজটা নিতে ওর ঘরে থামল, তারপর বের হয়ে এল রাস্তায়। ঠাণ্ডার ভেতর আর্মি ট্রাকের পাশে দাঁড়ানো অফিসারের কাছে গিয়ে বলল শহর না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

'এখনও ট্রেইন ধরার সময় আছে আমাদের,' ওকে সাহায্য করার প্রয়াসে বলল অফিসার।

'মত পাল্টেছি আমি। যাচ্ছি না, তবে আপনাকে ধন্যবাদ। দয়া করে এই ব্যাগটা কা বে-কে পৌঁছে দেবেন।'

আবার ভেতরে চলে এল ও। বাবার পাশে বসে আর্মি ট্রাকের ক্রমশঃ অপসৃয়মান এঞ্জিনের শব্দ শুনতে লাগল।

'ওদের বিদায় করে দিয়েছি,' বাবাকে জানাল আইপেক। 'আমি যাচ্ছি না।'

ওকে জড়িয়ে ধরল তুরগাত বে। কিছুক্ষণ টেলিভিশনে নাটকটা দেখল ওরা। তবে কিছুই মাথায় নিল না। প্রথম অঙ্ক যখন শেষের পথে, আইপেক বলল, 'চলো, কাদিফের ওখানে যাই। ওকে আমাদের কিছু বলবার আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেতাল্লিশ

অহম রক্ষাই মেয়েদের আত্মহত্যার মূল কারণ

শেষ দৃশ্য

একেবারে দিনের শেষের দিকে এসেই মূলত টমাস কিডের *দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজিডি* অনুপ্রাণিত নাটকটার নাম বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুনেয় যেইম। তবে চূড়ান্ত রূপে অন্য অনেক প্রভাব তুলে ধরেছে ওটা: আসলে শেষের আধা ঘণ্টার অন্ত হীন বাণিজ্যিক বিরতির সময়ই কেবল টেলিভিশন ঘোষকরা নাটকটাকে *দ্য ট্র্যাজিডি ইন কার্স* নামে আখ্যায়িত করতে শুরু করেছিল। আগেই যারা থিয়েটারে হাজির ছিল তাদের বেলায় এই পরিবর্তন এসেছিল অনেক দেরিতে। অনেককেই মিলিটারি বাসে করে নিয়ে আসা হয়েছিল; অন্যরা নাটকের বিজ্ঞাপন দেখে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের বিশ্বাস দেখাতে এসেছে; বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যার দর্শক নিজের চোখে দেখার সুযোগ পাচ্ছে, যতক্ষণ ততক্ষণ পরিণতি কতখানি বিপর্যয়কর হতে পারে তার খুব একটা তোয়াক্কা করেনি। (এরই মধ্যে গুজব রটে গিয়েছিল যে 'সারাসরি সম্প্রচারটা' আসলে আমেরিকা থেকে আমদানি করা একটা টেপমাত্র): শহরের কর্মকর্তারা আছে, যাদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (এইবার পরিবার না আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা)। এইসব লোকের কেউই নতুন শিরোনাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। তারপরেও মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বিষয়বস্তু বুঝতে পারছিল, তারা শহরে বাকি সবার মতো ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল।

প্রথম ও শেষ অভিনয়ের চার বছর পরে কার্স বর্ডার টেলিভিশনের আর্কাইভসে *দ্য ট্র্যাজিডি ইন কার্সের* একটা ভিডিও টেপের খোঁজ পাই আমি। প্রথমার্ধ সারাংশ করা বলতে গেলে অসম্ভব। কোনও 'পশ্চাদপদ, দারিদ্র্যময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শহরে' তা রক্ত-বিবাদ বাধিয়ে দিতে পারত, কিন্তু যখন এর বাসিন্দারা পরস্পরকে খুন করতে লেগে গিয়েছিল, তখন ওরা কোন জিনিসটায় একমত হতে পারছে না বুঝে উঠতে পারিনি আমি, আবার ঘাতক বা তাদের শিকাররাও এত রক্তপাতের পেছনে কোনও সূত্র তুলে ধরতে পারেনি। কেবল সুনেয় রক্ত-বিবাদ ও যারা নিজেদের এতে জাড়াতে দেয় তাদের পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে ঝড় তুলেছে। এ প্রসঙ্গে স্ত্রী ও এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্প বয়সী মেয়ের সাথে তর্ক করেছে সে, যে তাকে ভালো করে বুঝতে পারে বলে মনে হয়েছে (এটা কাদিফে)। শাসক শ্রেণীর আলোকিত সদস্য হলেও সুনেয়'র চরিত্রটা একেবারে হতদরিদ্র গ্রামবাসীদের সাথে নাচ-গান আর ঠাট্টা-মশকরা করতে ভালোবাসে; এবং সত্যিই ওদের জীবনের অর্থ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ ও শেক্সপিয়র, ভিক্তর উগো ও ব্রেখটের নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে ওদের সাথে মজাও করে, সেটা স্রেফ প্রতিশ্রুত 'নাটকের ভেতর নাট্ক' তুলে ধরতে হলেও। শহরের ট্রাফিক, খাবার টেবিলের আচরণ, তুর্কি ও মুসলিমরা ভুলবে না এমন কিছু বিশেষ গুনাবলী, ফরাসী বিপ্লবের মাহাত্ম্য, রান্নার সংস্কৃতি, কনডম ও রাকি এবং সুন্দরী বেশ্যারা কীভাবে বেলি ড্যান্স করে সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটা সংক্ষিপ্ত স্বগতোতোক্তিও রেখেছে সে। এইসব আলোচানা, তার পরবর্তী বিভিন্ন ভেজাল ব্র্যান্ড নিয়ে তার বয়ানের চেয়ে খুব বেশি একটা সেগুলোর বাধা দেওয়া রক্তাক্ত দৃশ্যের উপর আলো ফেলতে পারেনি না, একটার পর একটার আগমন ঘটার সময় সেগুলো আদৌ কোনও যুক্তি মেনে চলছে এমনটা ভাবা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরও কেবল সুনেয়র অভিনয়ের আবেগের কারণেও হলেও ইমপ্রোভাইজেশনের বুনো ধারাবাহিকতা ছিল দেখার মতো। কোনও অ্যাকশন ঝুলে পড়তে শুরু করলেই, কার্সের লোকজন আগ্রহ হারাচ্ছে মনে হলেই বরাবরই তাদের নিজের প্রভাবে ফিরিয়ে আনার একটা না একটা কায়দা বের করে ফেলেছে সুনেয়: হিংস্রভাবে উড়ে এসে তার অভিনীত চরিত্রগুলোর সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ভূমিকা থেকে অসাধারণ ভঙ্গি ধার করে যারা মানুষকে খাট করে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারপর ট্র্যাজিক পরিত্যাগের ভাব ধরে মঞ্চে পায়চারি করতে করতে বন্ধুত্ব নিয়ে মনটাগের বাণী কপচে তরুণ বয়সের স্মৃতিচারণ করতে করতে আতাতুর্কের আদর্শ নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করবে। ঘামে ভিজে ছিল ওর চেহারা। আমার কার্স সফরের সময় সাহিত্য ও ইতিহাস-প্রেমী শিক্ষক নুরি হানুমের সাথে দেখা করা সম্ভব হয়েছিল, অভ্যুত্থানের রাতে সুনেয়র অভিনয় দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিল সে। আমাকে সে বলেছে, দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় সামনের সারিতে বসা প্রত্যেকেই রাকির গন্ধ পেয়েছে; তারপরেও জোর দিয়ে বলেছে সে, সুনেয় মাতাল ছিল না। *উৎসাহী* শব্দটা উল্লেখ করেছে সে। কিন্তু তার সারির অন্যরা এই তথাকথিত উৎসাহকে আরও বেশি নিশ্চিত করেছে। মরিয়া একটা দল ছিল এটা: অনেক মধ্যবয়সী লোকই নিয়ম যতখানি অনুমতি দেয় সেটাকে কাজে লাগিয়ে এই মহান লোকটির কাছাকাছি যেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। কেউ বিধবা, অন্যদের সম্ভবত আতাতুর্কের তরুণ ভক্ত হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে–এসব ইমেজ আগেই কয়েকশো বার দেখেছে ওরা। বলা চলে, অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে উদগ্রীব কয়েকজনও ছিল, কিংবা অন্তত পক্ষে ক্ষমতার প্রতি তেমন আগ্রহী নয়। তবে ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই চারদিকে বিচ্ছুরিত সুনেয়র চোখের জ্বলজ্বল করা আলোর কথা বলেছে; বলেছে, কয়েক সেকেন্ডের বেশি ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছিল খুবই বিপজ্জনক।

একদিন এক মাদ্রাসার ছাত্রের কাছ থেকে একই ধরনের জবানবন্দী পাব আমি, মিলিটারি ট্রাকে ঠাসাঠাসি করে তুলে ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে। ওর নাম মেসুত (নাস্তিক ও আস্তিকদের একই গোরস্থানে কবর দেওয়ার বিরোধীদের একজন সে)। সুনেয় ওদের সবাইকে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল সেটা নিশ্চিত করেছে সে। আমরা কেবল অনুমান করে নিতে পারি যে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, কারণ চার বছর এরযারুমের একটা ক্ষুদে ইসলামি গ্রুপের সাথে জড়িত থাকার পর সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল সে, কার্সে ফিরে এসেছিল একটা টি-হাউসে কাজ করবে বলে। আমাকে সে বলেছে মাদ্রাসার অন্য ছেলেদের পক্ষে সুনেয়র প্রতি তাদের দুর্বলতার কথা খোলাখুলি বলাটা খুবই কঠিন ছিল। সম্ভবত সুনেয়র চরম ক্ষমতার সাথে এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে। যার প্রতি ওদের নিজেদেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল। এমন হতে পারে, সে ওদের উপর অসংখ্য বিধিনিষেধ আরোপ করায় তারা বরং খুশিই হয়েছিল, দাঙ্গা বাধানোর মতো কোনও রকম বোকামি করা তাতে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। 'যখনই আর্মির আগমন ঘটে, বেশিরভাগ লোক তলে তলে খুশি হয়,' আমাকে বলেছে সে। তারপর সহপাঠীদের বেশিরভাগেরই সুনেয়র সাহসে মুগ্ধ থাকার কথা স্বীকার গেছে। সে ছিল শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক, মঞ্চে এসে জনতার সামনে নিজের মন উন্মুক্ত করতে একটুও ভয় পায়নি।

সন্ধ্যার অভিনয়ের উপর কার্স বর্ডার সিটি টেলিভিশনের আর্কাইভ ভিডিও টেপ দেখার সময় হলের নীরবতায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম; যেন দর্শকরা ওদের পরিচয় তুলে ধরা সংগ্রাম থেকে সরে গেছে–বাবা আর সন্তানের ধস্তাধস্তি, অপরাধী ও শক্তিমানদের সংঘাত–এক সমবেত ত্রাসের ভেতর ডুবে যাওয়ার জন্যে। কোনও নিপীড়িত ও আক্রমাণাত্মকভাবে জাতীয়তাবাদী দেশের যেকোনও নাগরিক খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে *আমরা* শব্দটা যে জাদুকরী ঐক্য ফুটিয়ে তুলতে পারে তার শক্তি থেকে আমিও মুক্ত নই। সুনেয়র চোখে এটা যেন হলে বাইরের কেউই ছিল না, একই করুণ কাহিনী দিয়ে ওতপোতভাবে সম্পর্কিত ছিল সবাই।

কিন্তু কাদিফে এই ঘোর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে; এটা হয়তো কার্সের লোকজনের মঞ্চে ওর উপস্থিতি মেনে নিতে না পারার কারণ যোগায়। সরাসরি সম্প্রচার রেকর্ড করার দায়িত্বে থাকা ক্যামেরাম্যান এই দোটানা সম্পর্কে সজাগ ছিল বলেই মনে হয়। আনন্দমুখর দৃশ্যগুলোয় সুনেয়র মুখের উপর যুম করেছে সে, তখন কাদিফেকে দেখায়নি; দর্শকরা কেবল তখনই ওর চেহারার ঝলক দেখতে পেয়েছে যখন মহান ও ভালো মানুষের অভিনয় করেছে ও, অনেকটা বুলেভার্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমেডির মেইডদের মতো। তারপরেও সবাই সেই লাঞ্চের সময় থেকে টিভিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন শুনেছিল, তারা এখন সত্যিই ওর মাথা উন্মুক্ত করা দেখার জন্যে খুবই কৌতূহলী ছিল। যথারীতি স্ববিরোধী গুজবের অস্তিত্ব ছিল–কেউ কেউ বলেছে স্কার্ফ খোলার জন্যে স্রেফ আর্মির হুকুম তামিল করছিল কাদিফে, অন্যদিকে অন্যরা বলেছে এমনিতেই মঞ্চে না ওঠার পরিকল্পনা করছিল সে–কিন্তু আধা দিনের নিবিড় প্রচারণার পর হিযাব সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা ছিল তারাও কাদিফে সম্পর্কে সব জেনে ফেলেছিল। সেকারণেই প্রথমদিকের দৃশ্যগুলোতে ওর নিচু লয়ের উপস্থিতি এমন হতাশার সৃষ্টি করেছিল–এবং হিযাবের ভাগ্য অস্পষ্ট থেকে যাওয়ায় ওর দীর্ঘ লাল পোশাক বলতে গেলে কোনওরকম সান্ত্বনাই ছিল না।

নাটক শুরুর বিশ মিনিট বাদে কাদিফে ও সুনেয়র সংলাপ বিনিময় থেকে কী হতে যাচ্ছে অবশেষে দর্শকরা তার একটা আভাস পেয়েছিল। মঞ্চে একা ছিল ওরা। সুনেয় ও মনস্থির করতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করছিল ওকে। সেই সাথে 'স্রেফ রাগের কারণে কারও আত্মহত্যার' ব্যাপারটা ক্ষমা করতে না পারার কথাও বলছিল সে।

কাদিফের জবাবটা ছিল এমন: 'যে শহরের লোকজন স্রেফ একে শান্তির জায়গায় পরিণত করার নামে জানোয়ারের মতো একে অন্যকে খুন করে চলেছে, সেখানে আমাকে হত্যা থেকে বিরত রাখার সাধ্য আছে কার?' তারপর ফান্দা এসারকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে চট করে প্রস্থান করেছে–সেটা নাটকেরই অংশ নাকি দ্রুত নির্মাণ করা পলায়ন, ঠিক পরিষ্কার হয়নি।

আমার সাথে আলাপে রাজি হয়েছিল এমন সবার সাথে কথা বলার সময় ওদের জবানবন্দী থেকে মঞ্চের বাইরের কার্যকলাপের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ সময় রেখা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, এভাবেই কাদিফের এই সংলাপটা উচ্চারণ করার সময়ই ব্লুর তাকে শেষ বারের মতো দেখার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পেরেছিলাম। কারণ যারা ব্লুর উপর হামলা প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের কথা এবং আমার কার্স সফরের সময়ও দায়িত্ব পালনকারী পুলিসের এমন অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী ব্লু ও হান্দে বেল বাজার সময় টেলিভিশন দেখছিল। সরকারী প্রতিবেদন মোতাবেক বাইরে সৈনিক ও পুলিসদের জমায়েত এক নজর দেখেই অস্ত্র বাগাতে ছুটে গিয়েছিল ব্লু, গুলি করতে দ্বিধা করেনি; যদিও রাতারাতি তাকে কিংবদন্তীতে পরিণত কারী প্রতিবেশী ও তরুণ ইসলামিস্টরা বলেছে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ার পর চিৎকার করে সে বলে উঠেছিল: 'গুলি করো না!' হয়তো হান্দেকে বাঁচানোর আশা করছিল সে, কিন্তু লাভ হয়নি। যি দেমারকলের স্পেশাল অপারেশন্স টিম আগেই পেরিমিটারের চারপাশে অবস্থান নিয়েছিল। এক মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর কেবল ব্লু ও হান্দে নয়, বরং সেইফ হাউসের প্রত্যেকটা দেয়াল গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ আওয়াজ হচ্ছিল তখন। তবে আশপাশের মহল্লার কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউই তেমন একটা পাত্তা দেয়নি। ব্যাপারটা এমন নয় যে কার্সের বাসিন্দারা এমনিতেই এধরনের নিশি হানার সাথে অভ্যস্ত, আসলে ন্যাশনাল থিয়েটারের সরাসরি সম্প্রচার থেকে সরানোর জো ছিল না ওদের। শহরের সমস্ত সাইডওঅক ছিল ফাঁকা। সব শাটার নামানো। টেলিভিশনঅলা দুচারটা টি-হাউস বাদ দিলে কোনও দোকানপাটই খোলা ছিল না।

সুনেয় বেশ ভালোভাবেই জানত যে শহরের প্রত্যেকটা চোখ ওর উপর স্থির হয়ে আছে। এটা কেবল তাকে নিরাপত্তার বোধই দেয়ানি, বরং অসাধারণভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে। নিজের উপস্থিতি সুনেয়র মৌন সম্মতির উপর নির্ভরশীল জানা থাকায় কাদিফে অন্যক্ষেত্রে যতটা করত তার চেয়ে বেশি করে তার অনুমতি নিল। নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের কোনও আশা করে থাকলে সুনেয়র দেওয়া সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার দরকার ছিল ওর। (আইপেকের বিপরীতে ঘটনার ওর নিজস্ব ভাষ্য দিতে অস্বীকার করায় ও কী ভাবছিল জানতে পারিনি।) পরের চল্লিশ মিনিট সময়ে সৈনিকরা যখন বুঝে গিয়েছিল যে কাদিফে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে—একটা ওর মাথা উন্মুক্ত করা সংক্রান্ত, অন্যটি আত্মহত্যা সম্পর্কিত—ওর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ক্রমে বেড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ওর মর্যাদা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নাটকটাও এমন সিরিয়াস এক ড্রামায় রূপ নিতে শুরু করছিল যা সুনেয় ও ফান্দার আধা শিক্ষামূলক, আধা বিচিত্রানুষ্ঠানিক হিংস্রতা যা বোঝাতে চেয়েছিল তাকে ছাড়িয়ে যায়। হিযাব কন্যা কাদিফেকে পুরোপুরি ভুলতে না পারলেও তখনও ওর জন্যে দুঃখ বোধ করছে এমন অনেকে আমাকে বলেছে যে ওর নতুন ব্যক্তিত্ব কার্সের জনগণের মন কেড়ে নিয়েছিল। নাটকের মাঝামাঝি সময়ে কাদিফে মঞ্চে এলেই, ও কথা বললেই অটুট নীরবতায় ডুবে যাচ্ছিল দর্শকরা; বাচ্চকাচ্চা ভর্তি ঘরে বসে যারা দেখছিল তারা উন্মত্তের মতো একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছিল, 'কী বলল সে? কী বলল?'

ন্যাশনাল থিয়েটারের নীরবতায় ডুবে যাবার এমন একটা মুহূর্তেই চারদিনের ভেতর প্রথম কার্স ছেড়ে চলে যাওয়া ট্রেইনের আওয়াজ শোনা যায়। আর্মির জোর করে তুলে দেওয়া কম্পার্টমেন্টেই ছিল কা। আমার প্রিয় বন্ধু আর্মি ট্রাকটাকে আইপেক নয়, শুধু ওর ভ্যালাইজসহ ফিরে আসতে দেখে পাহারাদারদের কাছে পাগলের মতো আইপেকের সাথে দেখা করার বা অন্তত কথা বলার অনুমতি চেয়েছিল। ওরা প্রত্যাখ্যান করলে আর্মি ট্রাকটাকে ফের হোটেলে পাঠানোর অনুরোধ করেছে। ট্রান্সপোর্টটা দ্বিতীয়বারের মতো খালি ফিরে এলে অফিসারের কাছে ট্রেইনটাকে আরও পাঁচ মিনিট আটকে রাখার আকুতি করেছে। বাঁশি বেজে ওঠার পরেও আইপেকের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। এমনকি ট্রেইনটা চলতে শুরু করার পরেও কা-র ভেজা চোখজোড়া প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে খুঁজে ফিরছিল ওকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশনের প্রবেশ পথে কাযাম কারাবাকিরের মূর্তির দিকে, খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ছিল ও। ব্যাগ হাতে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসা এক দীর্ঘ নারীর অবয়ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

ট্রেইনের গতি বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আরও একবার হুইসল বাজাল ওটা। হুইসলের আওয়াজ শুনে স্নো প্যালেস হোটেল থেকে বের হয়ে আবারও ন্যাশনাল থিয়েটারের পথ ধরল তুরগাত বে ও আইপেক।

'ট্রেইনটা রওয়ানা হয়ে গেছে,' বলল তুরগাত বে।

'হ্যাঁ,' বলল আইপেক। 'এখন থেকে যেকোনও সময় রাস্তাঘাট খুলে যাবে। গভর্নর আর মিলিটারি চিফ অভ স্টাফ শিগগিরই শহরে ফিরবেন।' হাস্যকর অভ্যুত্থানে অবসানের পর সব কিছু কীভাবে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে সেসব নিয়ে খানিক্ষণ আলাপ করল ওরা। পরে অবশ্য আইপেক স্বীকার যাবে যে এই আলোচনায় আসলে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না ওর। কথা বলছিল যাতে ওর বাবা আবার নীরবতা থেকে ও কা-র কথা ভাবছে ধরে না নিতে পারে। ওর মনে কি আসলেই কা-র ভাবনা চলছিল? ব্লুর মৃত্যু নিয়ে আসলে কতটা ভাবছিল ও? এমনকি চার বছর পরেও নিজেই নিশ্চিত ছিল না ও। আমার প্রশ্ন আর সন্দেহকে বিরক্তিকর আবিষ্কার করে সেগুলোকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছে সে। এটা অবশ্য বলেছে যে সুখী হওয়ার সুযোগ হারানোর দুঃখের চেয়ে কা-র উপর ওর রাগ ছিল আরও অনেক জোরাল। সেরাতের পর, ওকে আর ফিরে পাওয়ার আর কোনও আশা নেই, জানা হয়ে গিয়েছিল ওর। কা-র ট্রেইনটার স্টেশন থেকে বের হয়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনার পর, সম্ভবত বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল তা, একটা অনুভূতিই হয়েছিল ওর, হৃদয় ভঙ্গ। সে যাই হোক, কাদিফের সাথে দুঃখটুকু ভাগাভাগি করে নেওয়া ছাড়া আর কিছু চাওয়ার ছিল না ওর।

'এত নিরিবিলি, মনে হচ্ছে যেন শহর ছেড়ে পালিয়েছে সবাই,' বলল তুরগাত বে।

'এটা একটা ভূতুড়ে শহর,' বলার খাতিরে বলল আইপেক।

তিনটা আর্মি ট্রাকের একটা কনভয় ওদের সামনে দিয়ে যাবার জন্যে বাঁক ঘুরে এগিয়ে এল। তুরগাত বে একে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রমাণ ধরে নিল। রাতের আঁধারে ট্রাকগুলোকে চলে যেতে দেখল ওরা। কেবল ওগুলোর বাতি দেখা যাচ্ছে। আমার পরবর্তী অনুসন্ধান অনুযায়ী, অবশ্য সেই সময়ে ওদের অজানা ছিল তা, মাঝের ট্রাকটা ব্লু ও হান্দের লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

খানিক আগে শেষ যিপটার আলো *বর্ডার সিটি গেযেটের* অফিসে পড়েছিল, অল্পক্ষণের ভেতরেই জানালায় টানানো আগামীকালের সংখ্যাটা দেখে ফেলে তুরগাত বে। শিরোনাম পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। **'মঞ্চে মৃত্যু: গতকালের অভিনয়ের সময় বর্ণাঢ্য অভিনেতা সুনেয় যেইমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুবার পড়ল ওরা, তারপর যত দ্রুত সম্ভব ন্যাশনাল থিয়েটারের দিকে পা বাড়াল। প্রবেশ পথের বাইরে সেই একই পুলিসের গাড়িগুলো দাঁড়ানো। রাস্তার ভাটিতে, বেশ দূরে ছায়ায় ঘাপটি মেরে আছে সেই ট্যাংকটাই।

প্রবেশ পথে ওদের তল্লাশি করার সময় তুরগাত বে নিজেকে প্রধান অভিনেত্রীর বাবা বলে পচিয় দিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষের সারিতে দুটো খালি সিট পেয়ে বসে পড়ল ওরা।

এই অঙ্কেও ফান্দা এসারের একটা মডেলিং বেলি ড্যান্স প্যারোডিসহ বেশ কয়েকটা পুরোনো কৌতুক ছিল, অনেক বছর ধরে এগুলোর উপর নির্ভর করে আসছিল সুনেয়। কিন্তু কাদিফে ও সুনেয়র একাকী মঞ্চে দীর্ঘ উপস্থিতির সম্মিলিত প্রভাবের ফলে পরিবেশ বেশ ভারি হয়ে গিয়েছিল। হলের নীরবতা ছিল অটুট।

'আমি কি আবার জিজ্ঞেস করতে পারি কেন আত্মঘাতী হতে চাইছ?' জানতে চাইল সুনেয়।

'এটা জবাব দেওয়ার মতো কোনও প্রশ্ন নয়,' বলল কাদিফে।

'কী বলতে চাইছ?'

'কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে জানা থাকলে, তার পেছনের যুক্তি তুলে ধরতে পারলে, নিজের হাতে নিজের প্রাণ নেওয়ার প্রয়োজন হতো না,' বলল কাদিফে।

'না, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়,' বলল সুনেয়। 'কেউ প্রেমের জন্যে আত্মহত্যা করে, অন্যরা স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বা দারিদ্র্য ছুরির মতো হাড়ে গিয়ে বেঁধার কারণে আত্মহত্যা করে।'

'জীবনকে দেখার ভারি সহজ একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে তোমার,' বলল কাদিফে। 'প্রেমের কারণে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে যে মেয়েটি, সেও জানে যে আরেকটু অপেক্ষা করলেই তার প্রেম উধাও হয়ে যাবে। দারিদ্র্যও আসলে আত্মহত্যার মূল কারণ নয়। আর স্বামীর হাত থেকে বাঁচতেও কোনও নারীর আত্মহত্যার প্রয়োজন পড়ে না, স্রেফ কিছু টাকা চুরি করে পালিয়ে গেলেই হয়।'

'তাহলে বলো আসল কারণটা কী?'

'অহম রক্ষাই মেয়েদের অত্মহত্যা করার মূল কারণ। অন্তত বেশির ভাগ মেয়েই একারণে আত্মঘাতী হয়।'

'বলতে চাইছ ওরা ভালোবাসার হাতে অপমানিত হয়েছে?'

'কিছুই বোঝো না তুমি!' বলল কাদিফে। 'অহম হারিয়েছে বলে আত্মহত্যা করে না কোনও মেয়ে। আত্মহত্যা করে অহম *প্রদর্শনের* জন্যে।'

'সে কারণেই কি তোমার বন্ধুরা আত্মহত্যা করেছে?'

'ওদের হয়ে কিছু বলতে পারব না আমি। সবারই নিজস্ব কারণ রয়েছে। কিন্তু যতবারই আমার মাথায় আত্মহত্যার ভাবনা এসেছে ওরাও যে আমার মতোই ভেবেছে সেটা না ভেবে পারিনি আমি। আত্মহত্যার ক্ষণটি হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা বুঝতে পেরেছে যে নারী হওয়াটা কত নিঃসঙ্গতার একটা ব্যাপার, আসলে নারী হওয়ার মানে কী।'

'বন্ধুদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতেই এসব যুক্তি কাজে লাগিয়েছিলে?'

'নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত ওদের নিজস্ব ছিল।'

'কিন্তু কার্সের সবাই জানে এখানে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। সবাই পরের আঘাতের হাত থেকে বাঁচতে চায়। সবচেয়ে কাছের বসতিতে আশ্রয় নিতে চায়। স্বীকার করো, কাদিফে, তুমি গোপনে ওই মেয়েদের সাথে দেখা করে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছ ওদের।'

'কিন্তু তা কেমন করে হয়?' বলল কাদিফে। 'আত্মহত্যা করে ওরা পেয়েছে কেবল আগের চেয়ে বড় হেডলাইন। অনেককেই তাদের পরিবার অস্বীকার করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো এমনকি জানাযার ব্যবস্থা করতেও রাজি হয়নি তারা।'

'তবে কি বলতে চাইছ, কেবল নিজেকে নিঃসঙ্গ প্রমাণ করতেই আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছ তুমি, তোমরা একাট্টা দেখাতে? সহসা বেশ চুপ মেরে গেছ তুমি, কাদিফে। কিন্তু কারণ ব্যাখ্যা না করে আত্মহত্যা করলে কি তোমার বার্তার ভুল ব্যাখ্যার ঝুঁকি দেখা দেবে না?'

'আমি কোনও বার্তা দেওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করছি না,' বলল কাদিফে।

'কিন্তু তারপরেও অনেক লোক তোমাকে দেখছে। ওরা সবাই কৌতূহলী। একটা কাজ তো অন্তত করতে পারো: মনে যা আসে, বলতে পারো।'

'একটা কিছু পাওয়ার আশায় মেয়েরা আত্মহত্যা করে,' বলল কাদিফে। 'পুরুষরা আত্মহত্যা করে কারণ তারা কিছু পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলেছে।'

'ঠিক কথা,' বলল সুনেয়। পকেট থেকে কিরিকালে বন্দুকটা বের করে আনল সে। হলের প্রত্যেকে ওটার ঝলসে ওঠা দেখতে পেল। 'আমি সম্পূর্ণ পরাস্ত, নিশ্চিত হলে কি এটা দিয়ে আমাকে গুলি করতে পারবে?'

'জেলের ভাত খেতে চাই না আমি।'

'যেখানে আত্মহত্যার কথা ভাবছ, সেখানে ওসব চিন্তা করতে যাওয়া কেন?' বলল সুনেয়। 'হাজার হোক, তুমি আত্মহত্যা করলে নরকে যাবে, তো অন্য কোনও পাপের কারণে পেতে পারো এমন কোনও শাস্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনওই দরকার নেই–ইহকালে বা পরকালে।'

'কিন্তু মেয়েরা ঠিক একারণেই আত্মহত্যা করে,' বলল কাদিফে। 'শাস্তি থেকে বাঁচতে।'

'আমার পরাজয়ের মুহূর্তে পৌঁছানোর পর আমি চাই ঠিক এমন একটা মেয়ের হাতেই আমার মৃত্যু হোক!' বলে উঠল সুনেয়। এবার দর্শকদের দিকে ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটকীয়ভাবে দুহাত মেলে দিল সে। প্রভাব সৃষ্টির জন্যে থামল। তারপর আতাতুর্কের প্রেমঘটিত অসঙ্গত কিছু গল্প বলতে শুরু করেও আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে দেখে রাশ টানল।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হলে কাদিফের খোঁজে ব্যাকস্টেজের দিকে ছুটে গেল তুরগাত বে ও আইপেক । ওর ড্রেসিং রুম–এক কালে সেইন্ট পিটস বার্গ ও মস্কো থেকে আগত অ্যাক্রোব্যাট, মলিয়ের অভিনয় করা আর্মেনিয় ও রাশিয়ান সফরকারী নর্তক ও সঙ্গীতকাররা ব্যবহার করত–বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিল।

'আমি তো ভেবেছি তুমি চলে যাচ্ছ,' আইপেককে বলল কাদিফে।

'তোমাকে নিয়ে আমি দারুণ গর্বিত, সোনা আমার, তুমি অসাধারণ!' কাদিফেকে আলিঙ্গন করে বলল তুরগাত বে। 'কিন্তু সে তোমার হাতে বন্দুকটা তুলে দিয়ে "গুলি করো" বললে আমি বোধ হয় লাফ দিয়ে উঠে বাদ সাধতাম, চিৎকার করে বলে উঠতাম, "কাদিফে, আর যাই করো, গুলি করো না!"'

'কেন ওকাজ করতে যেতে তুমি?'

'কারণ বন্দুকটায় গুলি ভরা থাকতে পারত,' বলল তুরগাত বে। *বর্ডার সিটি গেযেটের* আগামীকালের সংখ্যার খবরটা বলল সে। 'জানি সরদার বে-র ধারণা আগেভাগে লিখেই ঘটনা ঘটাতে পারবে সে, কিন্তু তার বেশির ভাগ খবরই শেষ পর্যন্ত মিথ্যা আশঙ্কায় পরিণত হয়। আমি অবশ্য এই খবরটা আদৌ সত্যি হবে বলে মনে করি না,' বলল সে। 'তবে এটা জানি, সুনেয় নিজেই তাকে একাজে রাজি না করিয়ে থাকলে সরদার বে এমন একটা গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করতে পারবে না। সেটা আমার কাছে বড়ই অলুক্ষণে বলে মনে হচ্ছে। এটা স্রেফ নিজের ঢোল নিজে পেটানোর ব্যাপারও হতে পারে। কিন্তু কে জানে, মঞ্চে নিজেকে হত্যা করানোর পরিকল্পনা এঁটেও থাকতে পারে সে। সোনা মেয়ে, বন্দুকটায় গুলি নেই নিশ্চিত না হলে গুলি করো না! আর ওই লোক বলছে বলেই হিযাব খুলতে যেয়ো না। আইপেক যাচ্ছে না। আরও বেশ কিছুদিন এই শহরে থাকতে যাচ্ছি আমরা। তাই দয়া করে খামোকা ওই ইসলামিস্টদের খেপিয়ে দিয়ো না।'

'আইপেক না যাবার সিদ্ধান্ত নিল কেন?'

'কারণ বাবা, তোমাকে আর পরিবারকে ও অনেক বেশি ভালোবাসে,' কাদিফের হাত ধরে বলল তুরগাত বে।

'প্রিয় বাবা আমার, আমরা আবার একটু একা কথা বললে কিছু মনে করবে না তো?' বলল আইপেক, নিমেষে বোনের চোখমুখ শঙ্কায় ঠাণ্ডা হয়ে যেতে দেখল। ধূলিমলিন উঁচু ছাদের কামরার আরেক প্রান্তে চলে গেল তুরগাত বে। সুনেয় আর ফান্দা এসারের সাথে যোগ দিল। কাদিফেকে জোরে আলিঙ্গন করে ওকে কোলে বসাল আইপেক। বোন আরও ভীত হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে ওর হাত ধরে পর্দা দিয়ে বাকি অংশ থেকে আলাদা এক কোণে নিয়ে এল ওকে। ঠিক তখনই ফান্দা এসার গ্লাস আর এক বোতল কনিয়্যাকসহ একটা ট্রে হাতে উদয় হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি অসাধারণ, কাদিফে,' বলল সে। 'দুজন বেশ জমিয়ে ফেলেছ।'

প্রতিটি সেকেন্ড পার হওয়ার সাথে সাথে বেড়ে উঠছিল কাদিফের উৎকণ্ঠা, ওর চোখের দিকে এমনভাবে তাকচ্ছিল আইপেক যেন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চায়, খুবই খারাপ খবর আছে আমার কাছে। অবশেষে কথা বলল ও। 'হান্দে আর ব্লু একটা রেইডে মারা গেছে।'

একেবারে গুটিয়ে গেল কাদিফে। 'ওরা একই বাড়িতে ছিল? কে বলেছে তোমাকে?' জানতে চাইল ও। কিন্তু আইপেকের চেহারায় অটল ভাব দেখে চুপ করে গেল।

'মাদ্রাসার ফাযিল নামের ছেলেটা বলেছে। ওকে বিশ্বাস করেছি, কারণ ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে ও।' কাদিফেকে হজম করার সুযোগ দিতে এক মুহূর্ত থামল ও। কিন্তু আরও মলিন হয়ে গেল কাদিফের চেহারা। আবার খেই ধরল আইপেক। 'ও কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল জানত কা, শেষবার এখানে তোমার সাথে কথা বলতে আসার পর আর হোটেলে ফিরে যায়নি ও। মনে হয় স্পেশাল অপারেশন্স টিমের কাছে ওর খবর ফাঁস করে দিয়েছে ও। সে জন্যেই ওর সাথে জার্মানিতে ফিরে যাইনি।'

'কেমন করে নিশ্চিত হচ্ছো?' জানতে চাইল কাদিফে। 'কাজটা হয়তো ওর নয়। অন্য কেউ বলে থাকতে পারে।'

'সেটা সম্ভব। আমিও সেটা ভেবেছি। কিন্তু মনে মনে লোকটা যে কা তাতে আমি এতটাই নিশ্চিত যে কিছু আসে যায় না। আমি জানি, কাজটা ওর নয়, এটা কোনওদিনই আমার যৌক্তিক সত্তাকে বোঝাতে পারব না। সেজন্যেই জার্মানিতে যাইনি। কারণ আমি জানি, ওকে কোনওদিনই ভালোবাসতে পারব না।'

কাদিফের মুখে ভাষা সরছে না। খবরটা হজম করার চেষ্টা করছে। কেবল কাদিফের শক্তি কমে আসছে দেখেই আইপেক বুঝতে পারল, ওর বোন ব্লুর মৃত্যু মেনে নিতে শুরু করেছে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কাদিফে। ওকে জড়িয়ে ধরল আইপেক। এক সাথে কাঁদল কিছুক্ষণ। যদিও আইপেক জানত ভিন্ন ভিন্ন কারণে কাঁদছে ওরা। আগেও দু'একবার দুজনের কেউই ব্লুকে ছাড়তে না পেরে তার দৃষ্টি কাড়ার জন্যে নিষ্ঠুরভাবে লড়াই করার সময় এভাবে কেঁদেছিল ওরা। এখন আইপেক বুঝতে পারছিল সেই ভীষণ প্রতিহিংসা চিরকালের মতো শেষ হয়েছে, কার্স ছেড়ে যাচ্ছে না ও। সহসা নিজেকে অনেক বয়স্ক বলে মনে হলো ওর। সমঝোতা আর শান্তিতে বুড়িয়ে যাওয়া এবং জগতের কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার আশা না করার মতো বুদ্ধি থাকা–এটাই এখন ওর একমাত্র চাহিদা।

বুঝতে পারছে ওর বোনের বেদনা ওর বেদনার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও বিধ্বংসী। মুহূর্তের জন্যে কাদিফের অবস্থানে নেই বলে–এটাই কি মিষ্টি প্রতিশোধ?–শোকর করল ও; অপরাধবোধে ভরে উঠল ওর মন। পটভূমিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত টেপ করা মিডলে বাজছে—ন্যাশনাল থিয়েটারের ব্যবস্থাপনা বরাবর ইন্টার্মিশনের সময় সোডা ও শুকনো চিক-পীর বিক্রি বাড়াতে এটা বাজায়। ঠিক ওই মুহূর্তে গানটা ইস্তাম্বুলে থাকার সময়ের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিল ওকে: 'বেবি কাম ক্লোজার, ক্লোজার টু মি।' তখনকার দিনে ওরা দুজনই ইংরেজি কথা বলা শিখতে চাইলেও পারেনি। আইপেকের মনে হলো গানটা শুনে আরও বেশি কাঁদছে ওর বোন। পর্দার ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে কামরার অন্য প্রান্তে বাবা ও সুনেয়কে প্রাণবন্ত আলাপে ব্যস্ত দেখল ও। ফান্দা এসার ওদের গ্লাসে আরও কনিয়্যাকে ঢেলে দিচ্ছে।

'কাদিফে হানুম, আমি কর্নেল ওসমান নুরি গোলাক।' মধ্য বয়স্ক এক সৈনিক এক টানে পর্দা সরিয়ে ফেলল। নির্ঘাত কোনও ফিল্ম থেকে আয়ত্ত করা ভঙ্গিতে এমনভাবে যেন মাথা নোয়াল আরেকটু হলেই মাটি ছুঁয়ে ফেলবে। 'যথার্থ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, মিস, কীভাবে আপনার দুঃখ দূর করতে পারি? আপনি মঞ্চে যেতে না চাইলে আপনার জন্যে কয়েকটা ভালো খবর আছে। রাস্তা আবার খুলেছে, যেকোনও মুহূর্তে সেনাবাহিনী শহরে এসে পড়বে।'

পরে কোর্ট মার্শালের সময় ওসমান নুরি গোলাক এই কথাগুলোকে সে যে তার সব কাজ শহরটাকে অভ্যুত্থান সংঘটনকারী হিংস্র অফিসারদের হাত থেকে বাঁচাতেই করেছে সেটা প্রমাণের কাজে লাগাবে।

'আমি খুবই ভালো আছি, স্যার, তবে আপনার উদ্বেগের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল কাদিফে।

আইপেক লক্ষ করল এরই মধ্যে ফান্দা এসারের বেশ কয়েকটা মেকি আচরণ আয়ত্ত করে নিয়েছে কাদিফে। আবার একই সময়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্যে বোনের চেষ্টার তারিফ করল ও। জোর করে উঠে দাঁড়াল কাদিফে। এক গ্লাস পানি খেয়ে থিয়েটারের দীর্ঘ ব্যাকস্টেজ রুমের এমাথা থেকে ওমাথায় ভূতের মতো পায়চারি করতে লাগল।

বাবা কাদিফের স্যাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই চলে যেতে চাইছিল আইপেক, কিন্তু ঠিক তৃতীয় অঙ্ক শুরুর মুহূর্তে আস্তে করে ওদের সাথে যোগ দিল তুরগাত বে। 'ভয় পেয়ো না,' বন্ধুদের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে বলল সুনেয়। 'এরা আধুনিক মানুষ।'

এক ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে লেখা ফান্দা এসারের লোক সঙ্গীত দিয়ে শুরু হলো তৃতীয় অঙ্কের অভিনয়। দর্শকদের কাছে এর আগে অভিনীত নাটকের বিভিন্ন অংশ বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক বা বলা চলে দুর্বোধ্য ঠেকায় সেগুলোকে চেপে গিয়ে আকর্ষণ বাড়ানোর প্রয়াস। ফান্দার স্বাভাবিক রেওয়াজ এটা। এই পুরুষ দর্শকদের গলাগালি করে কান্না জুড়ে দিচ্ছে, পরক্ষণেই আবার মুখে যা আসছে তাই বলে ওদের তারিফ করছে। আরও দুটো গান আর কেবল বাচ্চাদের কাছেই মজাদার মনে হওয়া খানিক বিজ্ঞাপন বিরতির পর (সে বলার চেষ্টা করল যে প্রোপেন গ্যাস নয় বরং হাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে ক্যানিস্টার ভরে আইগায); মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল, এবং–দুদিন আগের ফিনালের অশুভ বদলার লক্ষণ হিসাবে–দুজন সশস্ত্র সৈনিক হাজির হলো মঞ্চে। মঞ্চের মাঝখানে ওরা একটা ফাঁসিকাঠ বানানোর সময় রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল দর্শকরা। আত্মবিশ্বাসের সাথে কাদিফেকে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা ফাঁসির দড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াল সুনেয়।

'এর আগে কখনও এত দ্রুত ঘটনা ঘটার অভিজ্ঞতা হয়নি আমার,' বলল সে।

'তার মানে কী বলতে চাও, পরিকল্পনা সফল করতে ব্যর্থ হয়েছ, নাকি স্রেফ তুমি বুড়িয়ে যাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে নিজস্ব একটা কায়দায় বিদায় নেওয়ার পথ খুঁজছ?' জানতে চাইল কাদিফে।

আইপেক বুঝতে পারল শক্তির অজানা ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছে কাদিফে।

'তুমি খুবই বুদ্ধিমতী, কাদিফে,' বলল সুনেয়।

'তাতে কি তোমার ভয় হচ্ছে?' জানতে চাইল কাদিফে। টানটান, ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ওর।

'হ্যাঁ,' কামার্ত আলস্যের সাথে বলল সুনেয়।

'আমার বুদ্ধির কারণে ভয় পাচ্ছ না তুমি, ভয় পাচ্ছ কারণ আমি নিজের মতো,' বলল কাদিফে। 'কারণ আমাদের এই শহরে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের বুদ্ধিকে ভয় পায় না, ভয় পায় তাদের স্বাধীনতাকে।'

'বরং উল্টো,' বলল সুনেয়, 'আমি এই বিপ্লবের আয়োজন করেছি শুধু যাতে তোমরা মেয়েরা ইউরোপের মেয়েদের মতো স্বাধীন হতে পারো। সেজন্যেই তোমাকে হিযাব খুলতে বলছি।'

'এবার আমি মাথা উন্মুক্ত করতে যাচ্ছি,' বলল কাদিফে। 'তারপর তোমার ভীতি বা ইউরোপিয় হওয়ার ইচ্ছা কোনওটাই যে আমাকে একাজে উৎসাহিত করেনি সেটা প্রমাণ করতে গলায় দড়ি দেব।'

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, কাদিফে, যখন তুমি ভিন্ন সত্তা হিসাবে আত্মহত্যা করবে, ইউরোপিয়রা তোমার তারিফ করবে? মনে করো না যে হোটেল এশিয়ায় তোমাদের তথাকথিত প্রাণবন্ত মিটিংয়ে যোগ দিয়ে এরই মধ্যে অনেকে চোখ তোমার দিকে ঘোরাওনি। এমনও গুজব আছে যে তুমিই আত্মঘাতী মেয়েদের সংগঠিত করেছ, ঠিক যেভাবে হিযাব কন্যাদের সংগঠিত করেছিলে।'

'আত্মঘাতী একটা মেয়েই হিযাব বিক্ষোভে জড়িত ছিল, সেটা তেসলিমে।'

'আর এখন দ্বিতীয়জন হতে চাইছ?

'না। কারণ আত্মহত্যার আগে মাথা উন্মুক্ত করতে যাচ্ছি আমি।'

'ভালো করে ভেবে দেখেছো তো?'

'হ্যাঁ,' কাদিফে বলল। 'দেখেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে নিশ্চয়ই এটাও ভেবেছ যে আত্মহত্যাকারীরা দোযখে যাবে। আমিও যেহেতু দোযখেই যাচ্ছি, পরিষ্কার বিবেকে আমাকে খুন করতে পারো তুমি।'

'না,' বলল কাদিফে। 'কারণ নিজের প্রাণ সংহার করার পর আমি দোযখে যাব বলে বিশ্বাস করি না। তোমাকে মারব আমাদের দেশটাকে একটা কীট, জাতি, ধর্ম ও নারীর শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে!'

'তুমি অনেক সাহসী মেয়ে, কাদিফে, খোলাখুলি কথা বলো। কিন্তু আমাদের ধর্মে আত্মহত্যা হারাম।'

'হ্যাঁ, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক, মহান কোরানের সুরা নিসায় বলা হয়েছে যে আমরা যেন অবশ্যই নিজের প্রাণ নিজে না নিই। কিন্তু তাতে করে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব তাঁকে আত্মঘাতী মেয়েদের মাফ করে দোযখের যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে রহমত খুঁজে বের করতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।'

'অন্য কথায়, নিজের মতলব হাসিল করার জন্যে কোরানের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছ তুমি।'

'আসলে ঠিক তার উল্টোটাই সত্যি,' বলল কাদিফে। 'ঘটনাটা এমন যে কার্সের কিছু মেয়ে আত্মহত্যা করেছে কারণ তাদের ইচ্ছামতো পর্দা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। জগত যেমন নিশ্চিতভাবেই আল্লাহরই সৃষ্টি, তো তিনি ওদের কষ্ট দেখেছেন। যতক্ষণ হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম অনুভব করতে পারছি, কার্সে আমার কোনও স্থান নেই। তাই ওরা যা করেছে আমিও তাই করতে যাচ্ছি, এভাবে আমার জীবন শেষ করব।'

'তাতে তুষার আর বরফ ভেঙে কার্সের অসহায় নারীদের আত্মঘাতী প্রবণতা থেকে উদ্ধার করবে এমন ওয়াজ করার জন্যে এখানে আসা মওলানা আর হুজুরদের ক্ষিপ্ত করে তুলবে–তুমি জানো, কাদিফে, জানো না? আমরা এই প্রসঙ্গে থাকতে থাকতেই বলছি, কোরান–'

'আমি নাস্তিক বা সত্যি বলতে যারা ভয় থেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা বলে তাদের সাথে ধর্ম নিয়ে কথা বলতে তৈরি নই।'

'অবশ্যই সে অধিকার তোমার আছে। মনে রেখ, তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে নাক গলাতে এই প্রসঙ্গ তুলিনি। আমি কেবল ভেবেছি দোযখের ভয় হয়তো পরিষ্কার বিবেক আমাকে গুলি করা থেকে বিরত রাখতে পারবে তোমাকে।'

'চিন্তার কিছু নেই তোমার। পরিষ্কার বিবেকেই খুন করতে যাচ্ছি তোমাকে।'

'খুবই ভালো,' বলল সুনেয়, নিজের জবাবের দ্রুততায় খানিকটা হতচকিত মনে হলো তাকে। 'এবার আমার পঁচিশ বছরের দীর্ঘ পেশাদার থিয়েটার জীবনে শেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলতে দাও। যখন কোনও সংলাপ এর চেয়ে দীর্ঘ হয়, আমাদের দর্শকরা আর খেই রাখতে পারে না, ক্লান্ত বোধ করে তারা। তো তোমার অনুমতি নিয়ে আমরা এখানেই আমাদের কথোকথন শেষ করে কাজে হাত দেব।'

'বেশ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষের অঙ্কে সুনেয়র দেখানো কিরিকালে বন্দুক বের করে কাদিফে ও দর্শকদের দেখাল সে। 'এবার হিযাব খুলবে তুমি। তারপর আমার বন্দুক তোমার হাতে তুলে দেব, তুমি আমাকে গুলি করবে। যেহেতু টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারের সময় প্রথমবারের মতো এমন কিছু ঘটতে চলেছে, তাই আমাদের দর্শকদের বোঝানোর জন্যে খুলে বলার সুযোগ দাও–'

'কাজে হাত দেওয়া যাক,' বলল কাদিফে। 'মেয়েরা কেন আত্মহত্যা করেছে সেটা নিয়ে পুরুষদের বকবক শুনতে শুনতে কান পচে গেছে।'

'ঠিক বলেছ,' হাতের অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল সুনেয়। 'তারপরেও দুএকটা কথা বলতে চাই আমি। স্রেফ দর্শক যাতে অযথা ভয় না পায়–হাজার হোক কেউ কেউ হয়তো কাগজে বেরুনো গুজবটা বিশ্বাস করে থাকতে পারে–দয়া করে বন্দুকটার ম্যাগাজিন ক্লিপটা দেখ।'

ক্লিপ খুলে কাদিফেকে দেখাল সে, তারপর আবার ভরার আগে দর্শকদের দেখিয়ে নিল। 'দেখেছ, ওটা খালি?' দক্ষ জাদুকরের মতো নিশ্চয়তা দিয়ে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'বরং পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাক!' বলল সুনেয়। আবার ক্লিপটা বের করল সে। তারপর দর্শকদের সামনে কোনও মুরগিটাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করতে উদ্যত জাদুকরের মতোই দর্শকদের দেখাল ওটা। 'এবার, শেষমেষ, আমার নিজের পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বলার সুযোগ দাও। এক মুহূর্ত আগে, তুমি কথা দিয়েছিলে পরিষ্কার বিবেক নিয়ে আমাকে মারতে পারবে। তুমি হয়তো এই অভ্যুত্থান ঘটানো ও দর্শকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার কারণে আমাকে ঘৃণা করো। তবে আমি তোমাকে জানাতে চাই যে পিতৃভূমির স্বার্থেই কাজটা করেছি আমি।'

'বেশ,' বলল কাদিফে। 'এবার হিযাব খুলতে যাচ্ছি আমি। আমি চাই সবাই যেন দেখে।'

বেদনায় ঝলসে উঠল ওর চেহারা, তারপর স্পষ্ট ভঙ্গিতে হাত তুলে মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলল।

ঘরে টুঁ শব্দটি নেই। মুহূর্তের জন্যে বোকার মতো কাদিফের দিকে তাকিয়ে রইল সুনেয়। যেন একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা কাজ করে বসেছে ও। এবার দুজনই দর্শকদের দিকে ফিরে সংলাপ বিস্মৃত অভিনয়ের ছাত্রদের মতো মুখ হাঁ করে চেয়ে রইল।

কার্সের প্রতিটি মানুষ কাদিফের দীর্ঘ সুন্দর বাদামী চুলের দিকে বিস্ময় ভরা চোখে চেয়ে রইল, অবশেষে সমস্ত সাহস এক করে মৃদু আলোয় ফোকাস করতে পেরেছিল ক্যামেরাম্যান। ওর মুখের উপর যুম করার সাহস করে উঠল যখন, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কাদিফে গভীরভাবে বিব্রত, প্রকাশ্য কোনও জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরনের পোশাক খুলে পড়ে যাওয়া মহিলার মতো। ওর প্রতিটি নড়াচড়া ভীষণ বেদনা ফুটিয়ে তুলছিল।

'বন্দুকটা আমাকে দাও!' অধৈর্য সুরে বলল ও।

'এই ধরো,' বলল সুনেয়। ওটার ব্যারেল ধরে ছিল সে। ওটা কাদিফের হাতে দিয়ে মৃদু হাসল সুনেয়। 'এখানে ট্রিগারটা টানতে হবে।'

কার্সের সবাই ভাবল সংলাপ চলতেই থাকবে। হয়তো সুনেয়রও তাই ধারণা ছিল। কারণ চিৎকার করে বলে সে উঠল, 'তোমার চুল কী সুন্দর, কাদিফে। এমনকি পর পুরুষ যাতে দেখতে না পায় সেজন্যে আমিও পাহারা দিয়ে রাখতে—'

ট্রিগার টান দিল কাদিফে।

হলে অস্ত্রের গর্জন শোনা গেল। কার্সের সবাই সহসা প্রবলভাবে কেঁপে উঠতে দেখল সুনেয়কে, যেন সত্যিই গুলিবিদ্ধ হয়েছে—তারপর মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল সে।

'কী বোকামি এসব!' বলল সুনেয়। 'আধুনিক নাটক সম্পর্কে কিছুই জানে না, কোনওদিনই আধুনিক হতে পারবে না ওরা!'

দর্শকরা আশা করেছিল এবার দীর্ঘ অন্তিম সংলাপ আওড়াতে শুরু করবে সুনেয়, কিন্তু তার বদলে সামনে ছুটে গেল কাদিফে, ফের গুলি করল, আবার; এক নাগাড়ে চার বার। প্রতিটি গুলির সাথে সুনেয়র শরীরটা কেঁপে উঠে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। তারপর ফের লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। আগের চেয়ে ভারি ঠেকল।

তখনও অনেকে ছিল যারা ভেবেছে সুনেয় অভিনয় করছে; সে উঠে মৃত্যু নিয়ে দীর্ঘ উপদেশমূলক ওয়াজ শুরু করবে ভেবে তৈরি হয়েছিল তারা। কিন্তু রক্তাক্ত চেহারার বিরল বাস্তব দৃশ্য দেখে আশা হারিয়ে ফেলল। নুরি হানুম, থিয়েট্রিক্যাল এফেক্টের প্রতি যার দুর্বলতা খোদ চিত্রনাট্যের প্রতি সমীহকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়াল; সুনেয়র প্রশংসা করতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় ওর রক্তাক্ত মুখ দেখতে পেল সে। সভয়ে আবার নিজের আসনে বসে পড়ল।

'মনে হয় ওকে মেরে ফেলেছি!' বলল কাদিফে, দর্শকদের দিকে ফিরেছে ও।

'বেড়ে দেখিয়েছ,' হলের পেছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠল মাদ্রাসার এক ছাত্র।

মঞ্চের হত্যাকাণ্ড নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল নিরাপত্তা বাহিনী যে, নীরবতা ভেঙে বিক্ষোভকারীকে শনাক্ত করতে পারেনি তারা। আর শেষের দুটি দিন টেলিভিশনে ভয়াবহ সুনেয়কে দেখে কাটানো নুরি হানুম—বিনামূল্যে প্রবেশের আগে থেকেই যত টাকাই লাগুক ওকে কাছে থেকে দেখার জন্যে সামনের সারিতে বসতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে—কান্নায় ভেঙে পড়লে হল ও কার্সের বাকি সবাই এই মাত্র যা দেখেছে তার বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হলো।

কাপুরুষের মতো পা ফেলে পরস্পরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল দুজন সৈনিক, পর্দা ফেলে দিল ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুয়াল্লিশ

আজকাল আর কেউ কা-কে পছন্দ করে না

চার বছর পর, কার্সে

পর্দা টেনে দেওয়ার সাথে সাথে যি দেমারকল ও তার বন্ধুরা কাদিফেকে 'ওর নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে' আটক করে স্টেজ ডোর দিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। তারপর ঠেলে লিটল কাযাম বে অ্যাভিনিউতে দাঁড়িয়ে থাকা আর্মি জীপে তুলে দেয়। এরপর ওকে সোজা সেন্ট্রাল গ্যারিসনে এনে পুরোনো সেই ফলআউট শেল্টারে ঢোকায় যেখানে ব্লুকে তার অন্তিম দিনে রাখা হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে কার্সের সবগুলো রাস্তা আবার চালু হলে বেশ কয়েকটা মিলিটারি ইউনিট শহরের "খুদে" অভ্যুত্থান দমন করতে গড়াতে গড়াতে হাজির হলো। কোনওরকম বাধার মুখেই পড়তে হলো না ওদের। গভর্নর, মিলিটারি চিফ অভ স্টাফ এবং আরও কিছু কর্মকর্তাকে কর্তব্যে অবহেলার কারণে বরখাস্ত করা হলো; অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারী ক্ষুদে দলটাকে বেশ কিছু সৈনিক ও এমআইটি-র এজেন্টসহ আটক করা হলো, এরা প্রতিবাদ করে বলল: জাতি ও রাষ্ট্রকে রক্ষার স্বার্থেই সবকিছু করেছে তারা। তুরগাত বে ও আইপেক যখন কাদিফের সাথে দেখা করতে পারল তখন তিন দিন পার হয়ে গেছে।

মঞ্চেই সুনেয়র মৃত্যু বরণ সম্পর্কে তুরগাত বে-র মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কাদিফের ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটবে না বলেও আশাবাদী ছিল সে। মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার একটা উপায় খুঁজে বের করার যারপরনাই চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়ার পর হাল ছেড়ে বড় মেয়ের হাত ধরে ফাঁকা রাস্তা ধরে ঘরে ফিরে এসেছে। সোজা নিজের ঘরে চলে গেছে আইপেক। স্যুটকেস খালি করে সব কিছু ফের ড্রয়ারে তুলে রাখার সময় খাটের কিনারে বসে কাঁদছিল ওর বাবা।

মঞ্চে উন্মোচিত ঘটনা প্রত্যক্ষকারী কার্সের বেশির ভাগ বাসিন্দাই পরদিন সকালে *বর্ডার সিটি গেযেট* পড়ে জানতে পারে যে, সত্যিই নাটকীয় মরণ যন্ত্রণা ভোগ করার সময়ই মারা গেছে সুনেয়। পর্দা পড়ে যাবার পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দর্শকরা শান্তভাবে লাইন ধরে বের হয়ে যায়; অন্যদিকে টেলিভিশন স্টেশন বিগত তিনদিনের ঘটনাপ্রবাহের কথা আর কখনওই উল্লেখ করেনি। কিন্তু কার্স মিলিটারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন ও পুলিস আর রাস্তা-ঘাটে 'সন্ত্রাসীদের' পিছু ধাওয়াকারী স্পেশাল অপারেশন্স টিম দেখে বেশ ভালোভাবেই অভ্যস্ত থাকায় ওই দিনগুলো বিশেষ কিছু হিসাবে বিবেচিত হওয়া বন্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এর পরদিন সকালে জেনারেল স্টাফ অফিস পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করায় প্রধানমন্ত্রীর ইন্সপেক্টরেটও তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে কার্সের সবাই মঞ্চের অভ্যুত্থানটাকে রাজনৈতিক কিছু ভাবার বদলে স্রেফ অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করার জ্ঞানটুকু উপলব্ধি করতে পারে। ওদের ঘোরটা স্থায়ী হয়েছিল এই ধরনের প্রশ্নকে ঘিরে: সুনেয় একটু আগেই গোটা শহরকে ক্লিপটা খালি দেখিয়ে থাকলে কাদিফে কীভাবে সেই বন্দুক দিয়ে তাকে গুলি করল?

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার পর আংকারা থেকে পাঠানো তদন্তকারী কর্নেলের কথা আগেও যেমন কয়েকবার উল্লেখ করেছি, আমার পাঠকরা ইতিমধ্যে এই লোকটি এবং মঞ্চ-অভ্যুত্থানের উপর তার বিস্তারিত প্রতিবেদনের প্রতি আমার ঋণটুকু বুঝে নিয়েছেন। বন্দুক দৃশ্য সম্পর্কে তার নিজস্ব বিশ্লেষণ নিশ্চিত করেছে যে হাত সাফাইয়ের চেয়ে এটা বরং সত্যিকারের ম্যাজিক। সে রাতে কী ঘটেছিল কাদিফে সে ব্যাপারে বাবা, বোন বা উকিলের সাথে তো নয়ই এমনকি প্রসেকিউটারের সাথেও কথা বলতে অস্বীকার যাওয়ায় তদন্তকারী কর্নেল চার বছর পরে আমি যেমন করব ঠিক সেরকম গোয়েন্দাগিরির আশ্রয় নিয়েছিল; যত বেশি সম্ভব লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে (যদিও তাদের জবানবন্দী নিয়েছে বলাটাই বেশি জুৎসই হবে); শেষ পর্যন্ত কোনও গুজব বা তত্ত্ব তার হাতছাড়া না হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে সে।

অবশ্যই এমন গুজবও ছিল যেখানে বোঝানো হয়েছে যে জেনে শুনে ইচ্ছা করে সুনেয় যেইমকে তার অনুমতি ছাড়াই হত্যা করেছে কাদিফে, তাদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তদন্তকারী কর্নেল প্রমাণ করেছে যে, এত দ্রুত বন্দুক হাত বদল করা বা খালি ক্লিপের জায়গায় গুলি ভর্তি ক্লিপ ঢোকানো ছিল অসম্ভব। তো প্রত্যেকটা গুলির সাথে সাথে সুনেয়র চেহারায় ফুটে ওঠা বিস্ময় সত্ত্বেও বাস্তবতা এই রয়ে গেল যে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত তল্লাশি, গ্রেপ্তারের সময় কাদিফের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের তালিকা, এমনকি এই অভিনয়ের ভিডিও রেকর্ডিং, সবই নিশ্চিত করেছে যে সেই একমাত্র অস্ত্র ও ক্লিপের অধিকারী ছিল। জনপ্রিয় আরেকটা স্থানীয় তত্ত্ব থেকে জানা গেছে যে সুনেয় যেইম ভিন্ন কোণ থেকে গুলি বর্ষণকারী ভিন্ন এক গানম্যানের হাতে মারা গেছে, কিন্তু আংকারা থেকে আসা ব্যালিস্টিক রিপোর্ট ও অটোপসি থেকে যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে অভিনেতার গায়ের বুলেট কাদিফের হাতের কিরিকালে বন্দুক থেকেই আসা, তখন সেই তত্ত্বটাকে নাকচ করে দেওয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদিফের শেষ কথা ('আমি বোধ হয় ওকে মেরে ফেলেছি!') ওকে অনেকটা আরবান লেজেন্ড জাতীয় কিছুতে পরিণত করেছে। তদন্তকারী কর্নেল এটা যে পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল না, তার প্রমাণ হিসাবে নিয়েছে এটাকে। সম্ভবত বিচার শুরু করবেন যিনি, সেই প্রসেকিউটারের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কর্নেলের রিপোর্ট পূর্বপরিকল্পনা, ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি ও অন্যান্য আইন ও দার্শনিক ধারণা সম্পর্কে কোনও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়নি। তবু এই অভিযোগ এনে শেষ করেছে যে, আসল নাটের গুরু–কাদিফেকে যে সংলাপ মুখস্ত করার কাজে সাহায্য করেছে; নৈপুণ্যের সাথে ওর অভিনীত বিভিন্ন অভিব্যক্তির শিক্ষাদাতা–নিহত স্বয়ং ছাড়া আর কেউ নয়। ক্লিপটা যে খালি দর্শকদের দুবার সেটা দেখিয়ে সুনেয় যেইম কাদিফেকে তো বটেই, সত্যি বলতে গোটা কার্স শহরকে ধোঁকা দিয়েছে। এখানে হয়তো আমার খোদ কর্নেলের উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত; প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার অল্প পরেই অবসর নিয়েছিল সে। আমি আংকারায় তার বাড়ি গিয়ে তার সাথে দেখা করে বইয়ের শেল্ফে সাজানো আগাথা ক্রিস্টির বইগুলোর দিকে ইঙ্গিত করার পর সে বলেছিল, বইগুলোর নামই তার বেশি পছন্দ। আমরা অভিনেতার বন্দুকের প্রসঙ্গে আসার পর সে শুধু বলল, 'ক্লিপটা ভর্তি ছিল!' থিয়েটারের কারও পক্ষে দর্শকদের একটা ভর্তি ক্লিপকে খালি বলে বিশ্বাস করানোর জন্যে ম্যাজিক জানার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। সত্যি বলতে প্রজাতন্ত্রবাদ ও পাশ্চাত্যকরণের নামে (সুনেয়সহ চূড়ান্ত মৃতের সংখ্যা ছিল নয়) সুনেয় ও তার স্যাঙ্গাতদের শহরের উপর চালানো তিনদিনের নিষ্ঠুর সহিংসতার পর কার্সের লোকজন এতটাই সন্ত্রস্ত ছিল যে একটা খালি গ্লাসের দিকে তাকিয়েও ওটাকে ভরা দেখতে প্রস্তুত ছিল ওরা।

আমরা যুক্তির পথ অনুসরণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কাদিফেই সুনেয়র একমাত্র সহচর ছিল না, সুনেয় এমনকি নিজের মৃত্যুর বিজ্ঞাপন প্রচার পর্যন্ত করেছে। কার্সের বাসিন্দারা মঞ্চে ওকে মৃত্যু বরণ করতে দেখতে তেমন আগ্রহী হয়েও নাটক উপভোগের জন্যে তৈরি থেকে থাকলে, এটা স্রেফ নাটক বলে নিজেদের বুঝ দিলে, তাদেরও সহচর বলতে হবে। আরেকটা গুজব–ব্লুর মৃত্যুর বদলা নিতেই সুনেয়কে খুন করেছে কাদিফে–এই কারণ দেখিয়ে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা হলো যে খালি বলে কারও হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার পর তাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে গুলি করার দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। কাদিফের ইসলামিস্ট ভক্ত ও সেক্যুলারিস্ট অভিযোগকারীদের ভেতর এমনও ছিল যারা মনে করেছে, কাদিফে যেভাবে সুনেয়কে খুন করে পরে নিজে আত্মহত্যায় অস্বীকার গেছে সেটাই নিখুঁতভাবে ঘটনা ঘটার প্রমাণ। কিন্তু তদন্তকারী কর্নেল, কল্পনাবিলাসীদের বেলায় তেমন ধৈর্যশীল নয়, সে বলেছে যে এটা শিল্পের সাথে বাস্তবতাকে গুলিয়ে ফেলার ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্সে নিয়োজিত মিলিটারি প্রসেকিউটর কর্নেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টটাকে দারুণ গুরুত্ব দিয়েছে; যেমন দিয়েছেন জাজরাও, তারা রায় দিয়েছেন যে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করেনি কাদিফে, তার বদলে ওকে অবহেলায় হত্যা ও দূরদৃষ্টির অভাবের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছর এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন তারা। জেলে বিশ মাস কাটানোর পর টার্কিশ পেনাল কোডের ৩১৩ ও ৪০৩ ধারার অধীনে মুক্তি দেওয়া হবে ওকে। কর্নেল ওসমান নুরি গোলাককে অজ্ঞাত হামলাকারীদের হাতে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি দল গঠনের দায়ে অভিযুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু ছয় মাস পরে সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাকে ছেড়ে দেয়। যদিও মুক্তির শর্তের অধীনে তাকে স্রেফ সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে কারও সাথে অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না সে, কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় পুরোনো সেনা-বন্ধুদের সাথে দেখা করতে অফিসার'স ক্লাবে যাওয়ার কথা অজ্ঞাত থাকেনি, সেখানে বেশ অনেক খানি গলায় ঢালার পর সে বলেছে যাই ঘটে থাকুক না কেন, অন্তত পক্ষে নিজের ভেতর প্রতিটি আতাতুর্ক প্রেমিক সৈনিকের স্বপ্ন অনুযায়ী জীবন যাপন আবিষ্কার করেছে, বন্ধুদের সাহসের অভাবে ধর্মান্ধদের কাছে মাথা নোয়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করেছে সে।

অভ্যূত্থানে জড়িত থাকা আরেক দল সৈনিক নিজেদের সদিচ্ছাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক ও চেইন-ইন-কমান্ডের অসহায় অংশ হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু মিলিটারি কোর্ট তাতে টলেনি, তাদেরও ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, হত্যা ও বিনা অনুমতিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগ পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। ওদের একজন, এক তরুণ তবে উঁচু মনের নিচু পদের অফিসার, মুক্তিলাভের পর ইসলামের আশ্রয় নিয়েছিল সে, ইসলামি পত্রিকা *কোভেন্যান্টে* নিজের কাহিনী প্রকাশ করেছে (*আমিও যদি জ্যাকোবিন হতাম*), কিন্তু সেনাবাহিনীকে অপমান করার দায়ে স্মৃতিচারণ সেন্সর করা হয়েছে। ততদিনে এটা সবার জানা হয়ে গেছে যে গোলকীপার কুরাল অভ্যূত্থান শুরু হওয়ার স্যাথে সাথে এমআইটি-র পক্ষে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। আদালত জানতে পেরেছে যে সুনেয়র গ্রুপের অন্য অভিনেতারা সাধারণ শিল্পী ছিল।

স্বামী যে রাতে মারা যায় সে রাতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ফান্দা এসার; সামনে যে আসছিল তার বিরুদ্ধেই ভয়ানক অভিযোগ তুলে সবাইকে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছিল। তারপর যখন দেখা গেল মানসিক ব্রেকডাউনের শিকার সে, তাকে আংকারার মিলিটারি হসপিটালের সাইকায়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে চার মাস পর্যবেক্ষণে ছিল সে। মুক্তি পাওয়ার অনেক বছর পরে বাচ্চাদের এক জনপ্রিয় কার্টুনে ডাইনীর কণ্ঠ হিসাবে সারা দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠবে সে। আমাকে বলেছে তার স্বামীকে (এখন যার মৃত্যুকে 'কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে) আতাতুর্কের ভূমিকায় অভিনয় থেকে বিরত রাখা কেলেঙ্কারীর কারণে শোকার্ত ছিল সে; তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মহান ব্যক্তির সদ্য নির্মিত মূর্তিগুলোর কয়টি তার স্বামীর সৃষ্ট লক্ষ্যণীয় ভঙ্গি দেখাচ্ছে। তদন্তকারী কর্নেলের রিপোর্টে কা-কেও অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার জন্যে দায়ী করার কারণে আদালত ওকে সাক্ষী হিসাবে তলব করেছিল। দুটো শুননীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হবার পর তার বিরুদ্ধে মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ এনে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়।

প্রতি শনিবার কাদিফের সাথে দেখা করতে যায় তুরগাত বে ও আইপেক, কার্সেই সাজা ভোগ করছিল সে। বসন্ত আর গ্রীষ্মে, আবহাওয়া ভালো থাকে বলে দয়ালু ওয়ার্ডেন জেলের প্রশস্ত কোর্টইয়ার্ডে একটা মালবেরি গাছের নিচে শাদা টেবিল ক্লথ বিছানোর অনুমতি দেয় ওদের, ওখানে বসে যাহিদের জলপাই তেল ভরা মরিচ খেয়ে অন্যান্য কারাসঙ্গীদের ভাতের বড়া বিলিয়ে শক্ত সেদ্ধ ডিমের খোসা ভেঙে ও তুরগাত বে-র মেরামত করা ফিলিপস ক্যাসেট প্লেয়ারে চোপিনের প্রিলিউড শুনতে শুনতে সময় কাটায়। কারাবাসের ব্যাপারটিকে মেয়ে যেন লজ্জার বলে ভাবতে না পারে সেজন্যে তুরগাত বে জেলখানাকে বোর্ডিং হাউস স্কুলের মতো দেখার উপর দেয় যেখানে ভদ্রলোকদের কোনও না কোনও সময় আসতেই হয়। মাঝে মাঝে সাংবাদিক সরদার বে-র মতো বন্ধুদেরও সাথে আনে সে।

একদিন ফাযিল যোগ দিল ওদের সাথে। কাদিফে বলল ওকে আবার দেখতে চায় ও। ওর মুক্তিলাভের দুই মাস পরে ওর চার বছরের ছোট এই তরুণ ওর স্বামী হয়ে যায়। প্রথম ছয়টি মাস স্নো প্যালেস হোটেলের একটা রুমে ছিল সে, এখানে রিসিপশনিস্টের কাজ করত ফাযিল, কিন্তু আমি কার্সে যেতে যেতে আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গিয়েছিল ওরা। রোজ ভোর ছয়টায় ছয়মাসের ছেলে ওমেরকানকে নিয়ে স্নো প্যালেস হোটেলে চলে আসে কাদিফে। যাহিদে ও আইপেক বাচ্চাটাকে খাওয়ায়। তারপর তুরগাত বে নাতীর সাথে খেলে আর কাদিফে তখন হোটেল ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফাযিল ঠিক করেছে শ্বশুরের উপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়, তাই আরও দুই জায়গায় কাজ করে সে। প্রথমটা প্যালেস অভ লাইট ফটো স্টুডিওতে, অন্যটা কার্স বর্ডার টেলিফোনে। হাসি মুখে আমাকে সে বলেছে, ওর পদের নাম প্রডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হলেও আসলে গালভরা নামঅলা কাজের ছোকরা আর কিছুই নয় সে।

যেমন জানিয়েছি, আমি যেদিন কার্সে পৌঁছি, সেদিন আমার সম্মানে এক ডিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন মেয়র। পরদিন হুলূসি আয়েতিকান অ্যাভিনিউতে ওদের নতুন বাসায় ফাযিলের সাথে আমার দেখা হয়। আমি যখন নদীর কালো জলে ডুবে যাওয়ার আগে মৃদু শব্দে দুর্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চলা বিরাটাকার তুষার কণার দিকে চেয়ে ছিলাম, ফাযিল নিরীহ কণ্ঠে আমার কার্সে আসার কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চাইল। মেয়রের ডিনারে আইপেক আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারে ভেবে ভীত হয়ে উঠলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে কার্সে লেখা কা-র কবিতায় আমার কৌতূহল এবং কবিতাগুলো নিয়ে বই লেখার পরিকল্পনা সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নানা কথা বলতে শুরু করলাম।

'কবিতাগুলো যদি নিখোঁজই হবে, কেমন করে আপনি বই লিখবেন?' বন্ধু সুলভ সদিচ্ছাভরা কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'সেটা তোমার মতো আমার কাছেও একটা রহস্য,' বললাম। 'তবে টেলিভিশন আর্কাইভসে একটা কবিতা অবশ্যই আছে।'

'সেটা আজ সন্ধ্যায় খুঁজে বের করতে পারব আমরা। কিন্তু আপনি সারা সকাল কার্সের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার মানে আপনি হয়তো আমাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কথাও ভাবছেন।'

'আমি কেবল কবিতায় কা-র উল্লেখ করা জায়গাগুলোতে যাচ্ছি,' অস্বস্তির সাথে বললাম।

'কিন্তু আপনার চোহারা দেখে বলে দিতে পারি, যারা আপনার উপন্যাস পড়ে আপনি তাদের বলতে চান আমরা ওদের চেয়ে কত গরীব, কত আলাদা। আমাকে অমন একটা উপন্যাসে দেখান, সেটা চাই না আমি।'

'কেন নয়?'

'কারণ আপনি তো আমাকে চেনেনই না! আমাকে চিনলে, আমি যা ঠিক সেভাবে তুলে ধরলেও আপনার পশ্চিমা পাঠকরা গরীব বলে আমাকে এমন করুণা করতে শুরু করবে যে আমার জীবনটাকে বোঝার কোনও সুযোগই হবে না তাদের। যেমন আপনি যদি বলেন একটা ইসলামি সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস লিখছি আমি, স্রেফ হাসবে ওরা। লোকে করুণা বা সহানুভূতি থেকে হাসবে এমন কোনও চরিত্র হিসাবে চিত্রিত হতে চাই না।'

'বেশ।'

'জানি আপনাকে হতাশ করেছি,' বলল ফাযিল। 'দয়া করে মনে কিছু নেবেন না। আপনি ভালো মানুষ, বুঝতে পারি। তবে আপনার বন্ধুও ভালো মানুষ ছিলেন; হয়তো আমাদের ভালোও বাসতে চেয়েছিলেন তিনি; কিন্তু শেষ মেষ একটা বিরাট খারাপ কাজ করে গেছেন।'

ব্লুর সাথে কা-র কথিত বেঈমানীর প্রতি খারাপ উদ্দেশ্য অরোপ করাটা শুনতে খারাপ লাগল আমার, একথা না ভেবে পারলাম না যে কেবল ব্লুর মৃত্যুর কারণেই কাদিফেকে বিয়ে করতে পেরেছে সে। কিন্তু জিভ সামলে রাখলাম।

'অভিযোগটা সত্য, এত নিশ্চিত হচ্ছো কীভাবে?' অবেশেষে জানতে চাইলাম।

'কার্সের সবাই জানে,' বলল সে। উষ্ণ কণ্ঠে এমনকি আবেগের সাথে কথা বলছিল সে, কা বা আমাকে দোষারোপ না করার দিকে খেয়াল রাখছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর চোখে নেসিপকে দেখতে পেলাম আমি। আমাকে সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসটা দেখাতে চাওয়ায় খুশি হলাম, কিন্তু সে ব্যাখ্যা করে বলল ওটা পড়ার সময় আমার সাথে থাকতে চায় সে। তো টেবিলে বসে পড়লাম আমরা, এই টেবিলে সে আর কাদিফে টেলিভিশন দেখতে দেখতে সন্ধ্যার খাবার খায়। তারপর নেসিপের নামে ফাযিলের লেখা চার বছর আগে নেসিপের কল্পনার সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসের প্রথম পাতা পড়লাম।

'কী মনে হয়, ভালো?' ক্ষমা চাওয়ার সুরে জিজ্ঞেস করল ফাযিল, তবে ওই একবারই। 'ভালো না লাগলে বাদ দিন।'

'না, ভালো হয়েছে,' বললাম আমি, কৌতূহলের সাথে পড়ে চললাম।

পরে আমরা কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটার সময় উপন্যাসটা কতখানি ভালো লেগেছে সত্যি করেই বললাম ওকে।

'হয়তো স্রেফ আমাকে খুশি করার জন্যেই এসব বলছেন,' উজ্জ্বল চেহারায় বলল ফাযিল। 'তারপরেও আমার এক বিরাট উপকার করেছেন আপনি। আমি তার বদলা দিতে চাই। তো আপনি কা সম্পর্কে লেখার সিদ্ধান্ত নিলে আমার নাম উল্লেখ করলে কোনও সমস্যা নেই। তবে আমাকে অবশ্যই আপনার পাঠকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে দিতে হবে।'

'ওদের কী বলতে চাও?'

'জানি না। আপনি কার্সে থাকতে থাকতে কী বলতে চাই ভেবে বের করতে পারলে জানাব।'

মুখ সন্ধ্যায় আবার কার্স বর্ডার টেলিভিশনে দেখা করব বলে আলাদা হয়ে গেলাম আমরা। ফাযিলকে রাস্তা ধরে প্রায় দৌড়ে প্যালেস অভ লাইট ফাটো স্টুডিওর দিকে ছুটে যেতে দেখলাম। ওর মাঝে নেসিপের কতখানি দেখতে পেয়েছি? কা-র কাছে যেভাবে বলেছিল এখনও সেভাবেই নিজের ভেতর নেসিপকে অনুভব করতে পারে ও? একজন মানুষ তার ভেতরে আরেকজনের কণ্ঠস্বর কতখানি ধরে রাখতে পারে?

সেদিন সকালে কার্সের রাস্তাঘাটে ঘোরার সময় কা যাদের সাথে কথা বলেছিল ঠিক সেই লোকগুলোর সাথে কথা বলেছি আমি, একই টি-হাউসে বসেছি, তখন বহুবার এমন মুহূর্ত এসেছে যখন মনে হয়েছে যেন *আমিই* কা। আমার ঘুরে বেড়ানোর প্রথম দিকে লাকি ব্রাদার্স টি-হাউসে বসে থাকার সময়, যেখানে 'মানবতা ও নক্ষত্র' কবিতাটি লিখেছিল কা, আমিও মহাবিশ্বে নিজের অবস্থানের স্বপ্ন দেখেছি, ঠিক আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু যেমন দেখেছিল। স্নো প্যালেস হোটেলে ফেরার পর চাবি নিতে যাচ্ছি যখন, রিসিপশনিস্ট সেভিত বলল 'ঠিক কা-র মতোই' তাড়াহুড়ো করছি আমি। একটা সাইড স্ট্রিট ধরে হাঁটার সময় এক মুদি দোকানি বের হয়ে এসে জানতে চাইল, 'আপনি কি ইস্তাম্বুল থেকে আসা লেখক?' আমাকে ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে জানতে চাইল চার বছর আগে ওর মেয়ে তেসলিমের মৃত্যু নিয়ে লেখা খবর কাগজের সমস্ত রিপোর্ট যে মিথ্যা সেটা লিখতে পারব কিনা। আমার সাথে সেভাবেই কথা বলছিল সে যেভাবে নিশ্চয়ই কা-র সাথে বলেছিল। একটা কোক খেতে দিল আমাকে। ঠিক ওকে যেমন দিয়েছিল। এর কতটা কাকতাল; কতটা স্রেফ আমার কল্পনা? এক পর্যায়ে বায়তাতহেনে স্ট্রিটে আছি বুঝতে পেরে থেমে শেখ সাদেত্তিনের আলীশান বাড়ির জানালার দিকে তাকানোর জন্যে থামলাম আমি। তারপর ওই বাড়িতে যাওয়ার সময় কা-র কেমন অনুভূতি হয়েছিল বোঝার জন্যেই কেবল মুহতার ও তার কবিতায় বর্ণনা করা খাড়া সিড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

কা-র ফ্রাংকফুর্ট কাগজপত্রে মুহতারের কবিতাটা পেয়েছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম ওগুলো ফাহিরের কাছে পাঠায়নি ও। তবে আমাদের পরিচয় হবার নিশ্চয়ই পাঁচ মিনিট পরে মুহতার 'সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিল' দাবী করে মুহতারের কবিতায় কা কত মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় ইস্তাম্বুলের নামকরা পত্রিকায় একটা চিঠিতে ওগুলোর আকাশছোঁয়া প্রশংসা করে চিঠি লিখে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল সেকথা জানাল। নিজের জীবন পার হয়ে যাওয়ার ধরনে খুশি ছিল মুহতার। প্রসপারিটি পার্টি বন্ধ করে দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে নির্বাচন হলে নতুন ইসলামি দলের পক্ষে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল সে। এমন একটা সময় আসার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল যখন মেয়র হতে পারবে সে। মুহতারের উষ্ণ আন্তরিকতাময় আচরণের কারণেই পুলিস হেডকোয়ার্টার (যদিও আমাদের বেসমেন্ট দেখতে দেয়নি ওরা) ও সোস্যাল সার্ভিস হাসপাতালে যেতে পেরেছিলাম আমরা যেখানে নেসিপের প্রাণহীন কপালে চুমু খেতে পেরেছিল কা। মুহতার যখন আমাকে ন্যাশনাল থিয়েটারের অবশিষ্টাংশ ও সরঞ্জামের গুদামে পরিণত করা রুমগুলো দেখাতে নিয়ে যায়, সে স্বীকার গেছে যে শতবর্ষের পুরোনো এই দালানের ধ্বংসের জন্যে সেও আংশিকভাবে দায়ী। তারপরই সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে যোগ করেছে, 'অন্তত এটা একটা আর্মেনিয় বিল্ডিং, তুর্কি নয়।' ফিরে আসার ইচ্ছা জাগলেই কা যেসব জায়গার কথা মনে করেছে তার সবগুলো জায়গায় যাবার অনুমতি দিল সে। আমরা তুষার আর ফলের বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় আমার ভাবনা জুড়ে ছিল কা। কাযাম কারাবাকির অ্যাভিনিউ বরাবর হাঁটার সময় এক এক করে হার্ডওয়্যার স্টোরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল মুহতার। তারপর হালিত পাশা আর্কেডে নিয়ে গেল আমাকে। এখানে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী উকিল মুযাফ্‌ফর বে-র সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। প্রজাতন্ত্রের গোড়ার দিকে শহরের গৌরবময় দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করলেন সাবেক মেয়র, ঠিক কা-র সাথে যেমন করেছিলেন। আমরা আর্কেডের অন্ধকার প্রায় করিডর ধরে এগোনোর সময় অ্যাসোসিয়েশন অভ এনিমেল এন্থুজিয়াস্ট-এর সামনে দাঁড়ানো এক পয়সাঅলা ডেইরির মালিক জোরে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে উঠল, 'ওরহান বে!' আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল সে। কা কীভাবে ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরকে হত্যা করার সময় অ্যাসোসিয়েশনে এসেছিল, কেমন করে এক কোণে বসে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়ে অসাধারণ স্মৃতিশক্তিকে অলোড়িত করল।

ঠিক যখন নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে আইপেকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তখনই যে মুহূর্তে ও আইপেকের প্রেমে পড়েছে বলে বুঝতে পেরেছিল কা তার বর্ণনা শোনা কঠিন ছিল। মনে হয় আমার স্নায়ুকে শান্ত করার জন্যে, ভালোবাসার স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় দূর করতে একটা রাকি গলায় ঢালতে গ্রিন প্যাশ্চার কাফেয় পা রেখেছিলাম। কিন্তু নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে আইপেকের সামনে বসামাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম সতর্কতা আমাকে আরও নাজুক করে দিয়েছে। খালি পেটে রাকি খেয়েছিলাম আমি। ফলে স্নায়ূ শান্ত করার বদলে উল্টে আমার মাথা ঘোরাতে শুরু করেছে সেটা। বিশাল একজোড়া চোখ ওর, ঠিক আমার পছন্দসই লম্বাটে চেহারা। আমি যখন ওর সৌন্দর্যের মানে খুঁজে বের করার প্রয়াস পাচ্ছি—যদিও আগের রাতে ওকে দেখার পর থেকেই অব্যাহতভাবে এ নিয়ে ভেবে চলছিলাম, তারপরও তল খুঁজে পাচ্ছিলাম না—কা-র সাথে কাটানো ওর প্রতিটি মুহূর্ত আর ওদের ভালোবাসার কথা জানি ভেবে নিজের বিভ্রান্তি ও হতাশাকে আরও জ্বালিয়ে তুললাম। যেন এইমাত্র নিজের আরও একটা দুর্বলতা আবিষ্কার করেছি। এটা বেদনাদায়ক স্মারক যে কা যেখানে সত্যিকারের কবি হিসাবে স্বাভাবিকভাবে ওর কাছে ধরা দেওয়া জীবন কাটিয়েছে, আমি সেখানে ইতর একটা সত্তা, সাধারণ হৃদয়ের একজন উপন্যাসিক যে কেরানির মতো রোজ একই সময়ে লিখতে বসে। সম্ভবত এই কারণেই এবার আইপেককে ফ্রাংকফুর্টে কা-র দৈনন্দিন জীবনের এমন একটা বর্ণিল বিবরণ দিলাম; কীভাবে রোজ সকালে জেগে উঠত ও, ঠিক একই সময়ে, একই পথ ধরে একই লাইব্রেরিতে চলে যেত, একই ডেস্কে কাজ করত।

'সত্যিই ওর সাথে ফ্রাংকফুর্টে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি,' কথাটা প্রমাণ করার জন্যে প্যাক করা স্যুটকেসসহ বেশ কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করল আইপেক। 'কিন্তু এখন কা-কে কেন এত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল মনে করা কঠিন। এটুকু বলে আপনার বন্ধুত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আপনাকে বই লেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই।'

'এরই মধ্যে অনেক সাহায্য করেছেন আপনি। এখানে কাটানো সময় সম্পর্কে দারুণভাবে লিখেছে কা। সেসবই আপনার কল্যাণে,' ওকে উস্কে দেওয়ার আশায় বললাম আমি। 'ওর তিনদিনের সফরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে বেশ কয়েকটা নোট খাতা শেষ করেছে ও। শুধু ও শহর ছেড়ে যাওয়ার আগের কয়েকটা ঘণ্টাই ফাঁকা রয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিশ্বাস্য খোলা মনে কিছুই গোপন না করে সেই শূন্যস্থানটুকু পূরণ করতে অগ্রসর হলো সে, যদিও এভাবে প্রকাশ্যে খোলামেলা কথা বলা বেশ কঠিন বলেই মনে হয়েছে। নিজের চোখে দেখা ও অবশিষ্ট অংশ সম্পর্কে আন্দাজ করে নেওয়া কার্সে কা-র শেষ কয়েক ঘণ্টার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়ার সময় ওকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

'হাতে নিরেট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ফ্রাংকফুর্টে না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?' অনেকটা উস্কে দেওয়ার কায়দা হিসাবে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অনেক সময় আপনি অন্তর থেকে একটা কিছু আঁচ করেন, বুঝে নেন সেটা সত্যি।'

'আপনিই প্রথম অন্তরের কথা বললেন,' বললাম আমি, তারপর যেন এটাকে চাপা দেওয়ার জন্যেই ফ্রাংকফুর্ট থেকে ওকে লেখা কিন্তু পোস্ট না করা কা-র চিঠি থেকে যা যা জানতে পেরেছি সবই বললাম। বললাম, কা ওকে কখনওই ভুলে যেতে পারেনি। একেবারেই দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল ও, জার্মানিতে ফেরার পর একটা বছর রোজ রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়েছে ওকে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফ্রাংকফুর্টের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস করে ফেলেছিল ও। পনের মিনিট পর পর রাস্তায় কোনও মেয়েকে দেখেই তাকে আইপেক বলে ভুল না করে থাকতে পারেনি। জীবনের শেষ পর্যন্ত ওদের এক সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর কথা ভেবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিয়েছে কা-ওর মাথার ভেতর এই ছবি স্লো মোশনে বারবার চলেছে-কখনও পনের মিনিটও ওকে না ভেবে থাকতে পারলে খুশিতে ভরে উঠত ও; আর কখনও কোনও নারীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেনি। ওকে হারানোর পর নিজেকে আর বাস্তব সত্তা হিসাবে দেখেনি ও, ভেবেছে কোনও প্রেতাত্মা। যখন নিঃশব্দে কান্নায় সহানুভূতিতে ওর চেহারা বদলে যেতে দেখলাম, যেন নিঃশব্দে বলছে, অনেক হয়েছে আর না!, ওর ভুরু জোড়া যখন কোনও বিভ্রান্তিকর অবস্থা বোঝার চেষ্টায় বেঁকে গেল, আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করলাম আসলে বন্ধু নয় বরং নিজের জন্যেই ওকালতি করছি আমি।

'আপনার বন্ধু আমাকে অনেক ভালোবেসে থাকতে পারে,' বলল সে। 'কিন্তু আমাকে দেখতে কার্সে ফেরার মতো যথেষ্ট নয়।'

'এখানে ওর নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল।'

'তাতে ওর বিরত হওয়ার কথা নয়। হুকুম মতো আদালতে হাজির হতে পারত ও, তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যেত। দয়া করে ব্যাপাটাকে উল্টোদিকে নিয়ে যাবেন না-ফিরে না এসে ঠিক করেছে ও-তবে বাস্তবতা রয়েই যাচ্ছে যে আমাকে দেখতে গোপনে অনেকবার কার্সে আসতে পেরেছিল বু, যদিও বছরের পর বছর ওকে এমনকি দেখামাত্র হত্যা করার নির্দেশ ছিল।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুর নাম উল্লেখ করার সময় ওর হেযেল চোখজোড়া জ্বলে উঠতে আর বলতে পারি, চেহারা নিখাদ বিষাদে ভরে ওঠা দেখে আমার একেবারে অন্তরে লাগল।

'কিন্তু আপনার বন্ধুটি আদালতকে ভয় পাচ্ছিল না,' যেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে বলল সে। 'ওর আসল অপরাধের ব্যাপারটা ভালো করেই জানা ছিল ওর। এই অপরাধের কারণেই স্টেশনে যাইনি আমি।'

'ওর অপরাধের সপক্ষে তিলমাত্র প্রমাণও দিতে পারেননি আপনি,' বললাম আমি।

'কেবল আপনার মুখের দিকে তাকালেই চলে আমার; আপনি তার পক্ষে অপরাধ বয়ে চলেছেন।' নিজের চতুর জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে লাইটার-সিগারেট ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল ও, আমাকে বুঝিয়ে দিল সাক্ষাৎকারের অবসান ঘটেছে। সত্যিই চালাক। জোর করে একটা আয়না ধরেছি আমি ওর দেখা দৃশ্য দেখার জন্যে, কা-র প্রতি নয়, আমি আসলে বুর প্রতি ঈর্ষান্বিত। একবার নিজের কাছেও এটা স্বীকার করেছিলাম। জানতাম হেরে গেছি। পরে আমি সিদ্ধান্ত নেব ওকে বড় করে দেখেছিলাম–একটা সহজ সতর্কবাণী দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে আসলে, আমি যেন অপরাধবোধের কাছে নিজের বুদ্ধি খুইয়ে না বসি। কোট গায়ে দিতে উঠে দাঁড়াল ও। সবকিছু মিলিয়ে কী লম্বা!

আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। 'আজরাতে আবার দেখা হবে আমাদের, তাই না?' বললাম। এটা বলার কোনও কারণ ছিল না আমার।

'অবশ্যই। বাবা আপনাকে আশা করছে,' বলল সে। তারপর মিষ্টি ভঙ্গিতে চলে গেল।

অন্তরে ও কা-কে অপরাধী ভাবছে দেখে দুঃখ বোধ করতে চাইলাম, কিন্তু জানতাম নিজেকে চোখ ঠারছি। আমি যখন 'আমার প্রিয় মরহুম বন্ধুকে' আহ্বান জানাচ্ছিলাম, তখন আসলে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিষণ্নভাবে ওর কথা বলা, তারপর আস্তে আস্তে ওর দুর্বলতা, ওর বিকারগুলোকে ফাঁস করা এবং তারপর ওর 'অপরাধ' ও সবশেষে এক সাথে আমাদের প্রথম যাত্রায় একই জাহাজে চড়ার পর ওর মহৎ স্মৃতিকে মুছে দেওয়া। কার্সে আমার অবস্থানের সময় যেসব স্বপ্ন আমি দেখেছি–আইপেককে সাথে করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাওয়া–এখন অনেক দূরের মনে হয়। এই গ্লানিকর সত্যির মুখোমুখি হয়ে এখন আমি শুধু আমার বন্ধুর নিরপরাধের কথা প্রমাণ করতে চাই। তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে, মৃত লোকদের বেলায়, কা নয় বুই আমার উস্কে দিয়েছিল?

রাত নামার পর কার্সের তুষার ঢাকা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমার মোজাটাকেই আরও কালো করে তুলল। কার্স বর্ডার টেলিভিশন কারাদাগ অ্যাভিনিউর গ্যাস স্টেশনের ঠিক উল্টোদিকে একটা নতুন বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। একটা তিনতলা কংক্রীটের দালান ওটা, উদ্বোধনের সময় কার্সের বাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সঙ্গে তাল মেলানো চিহ্ন বয়ে এনেছিল, কিন্তু দুই বছর পরে এটার করিডরগুলো শহরের অন্য যেকোনও দালানের মতোই কাদাময়, অন্ধকার আর নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

তিন তলার স্টুডিওতে আমার অপেক্ষায় ছিল ফাযিল। স্টেশনের ওর সাথে কাজ করে এমন আরও আটজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর আন্তরিক হেসে বলল, 'আমার সহকর্মীরা জানতে চাইছে আপনি সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে কোনও বক্তব্য রাখতে চান কিনা।' প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাতে হয়ত আমার গবেষণা কাজে উপকার হবে। আমার পাঁচ মিনিটের সাক্ষাৎকারের সময়টায় ওদের তরুণ উপস্থাপক হাকান ওযগে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল (যদিও সম্ভবত ফাযিলের নির্দেশেই হয়ে থাকবে), 'শুনলাম আপনি কার্সের পটভূমিতে একটা উপন্যাস লিখছেন?' প্রশ্নটা আমাকে হতচকিত করে দিলেও দায়সারাভাবে বিড়বিড় করে একটা জবাব দিলাম। কা-র কোনও উল্লেখ ছিল না সেখানে।

এরপর ভিডিও ক্যাসেট সারি বেঁধে রাখা শেল্ফগুলো পরখ করতে পরিচালকের অফিসে গেলাম আমরা। আইন মোতাবেক তারিখ উল্লেখ করার বিধান থাকায় ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের প্রথম দুটি টেপ খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না। টেপগুলো পাশের একটা গুমটি ঘরে এনে আমাদের হাতে ধরা চায়ের কাপসহ একটা পুরোনো টিভি সেটের সামনে বসলাম। প্রথমেই *দ্য ট্র্যাজিডি ইন কার্সে* কাদিফের অভিনয় দেখলাম আমি। বলতেই হয় সুনেয় যেইম আর ফান্দা এসারের 'ক্রিটিক্যাল সিগারেট' দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সেই সময়ের জনপ্রিয় নানা বিজ্ঞাপনের প্যারোডির কথা না হয় নাই বললাম। যে দৃশ্যটিতে সুনেয়কে হত্যা করার আগে হিজাব খুলে ওর অসাধারণ সুন্দর চুল উন্মুক্ত করেছে কাদিফে, সেখানে এসে থেমে রিউইন্ড করে আবার চালালাম, আসলে ঠিক কী ঘটেছিল দেখার প্রয়াস পেলাম। সুনেয়র মৃত্যুটা একেবারেই অভিনয় মনে হয়েছে। আমার ধারণা, কেবল প্রথম সারির দর্শকদের পক্ষেই ক্লিপটা খালি ছিল কিনা বোঝার সুযোগ ছিল।

তারপর *মাই ফাদারল্যান্ড অর মাই হেডস্কার্ফ*-এর টেপটা চালু করতেই বুঝে গেলাম যে নাটকের বহু উপাদান–ভূমিকা, গোলকীপার ভুরালের স্বীকারোক্তি, ফান্দা এসারের বেলি ড্যান্স–আসলে ওই দলের অভিনীত সব নাটকে ঢুকিয়ে দেওয়া সাইড-শো মাত্র। টেপের বয়সের কথা বাদ দিলেও হলের চেঁচামেচি, চিৎকার আর স্লোগানের আওয়াজ কারও কথা বুঝে ওঠাটা বলতে গেলে অসম্ভব করে তুলল। তবে ঠিক ওখানেই কা-র কাছে এসে ধরা দেওয়া এবং পরে 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই' নামের কবিতার আবৃত্তি শোনার প্রয়াসে বেশ কয়েকবার টেপটা রিউইন্ড করলাম আমি। অলৌকিককভাবে বেশিরভাগই লিখে নিতে পারলাম। কা কবিতা আবৃত্তি করার সময় কী করণে নেসিপ ওভাবে লাফ দিয়ে উঠতে পারে, কী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চেয়ে থাকতে পারে, এটা যখন ফাযিল জানতে চাইল, আমার পক্ষে কবিতাটা যতটা শোনা সম্ভব হয়েছিল সেটা টুকে রাখা কাগজটা ওর হাতে তুলে দিলাম।

দর্শকদের উদ্দেশে সৈনিকদের গুলি বর্ষণের অংশে আসার পর দুবার দেখলাম সেটা।

'এখন কার্সে আছেন আপনি,' বলল ফাযিল। 'কিন্তু আপনাকে আরও একটা জায়গা দেখাতে চাই আমি।' খানিকটা বিব্রতভাব, কিছুটা রহস্যময় ভাব নিয়ে সে মাদ্রাসার কথা ভাববার কথা জানাল। খোদ স্কুলটা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমিও সম্ভবত আমার বইতে নেসিপের প্রসঙ্গ আনব বলেই ডরমিটরিটা দেখা আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছে সে।

আমরা তুষারের ভেতর দিয়ে আহত মুহতার দ্য কনকোয়েরার অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে যাবার সময় কপালে শাদা গোল দাগঅলা একটা চারকোল ব্ল্যাক কুকুর দেখতে পেলাম। কা হয়তো এই কুকুরটাকে নিয়েই কবিতা লিখেছে মনে হতেই একটা সেদ্ধ ডিম আর কিছু রুটি কিনব বলে মুদি দোকানে ঢুকলাম। দ্রুত ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ওটাকে দিতেই আনন্দে কোকড়া লেজ নাচাতে লাগল ওটা।

কুকুরটাকে আমাদের পিছু পিছু আসতে দেখে ফাযিল বলল, 'এটা স্টেশনের কুকুর। ওখানে আপনাকে সবকথা বলিনি, হয়তো ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না। পুরোনো ডরমিটরিটা এখন বন্ধ। অভ্যুত্থানের পর বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। ওটাকে সন্ত্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গীদের আস্তানা খেতাব দিয়েছে। তারপর থেকে কেউ থাকে না ওখানে। সেকারণেই স্টেশন থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা ধার করে এনেছি।' কালো কুকুরটার উদ্বিগ্ন চোখের উপর আলো ফেলল সে। এখনও লেজ নাড়ছে ওটা। এক প্রাচীন আর্মেনিয় দালান ডরমিটরিটা ছিল রাশান কনস্যুলেট, কুকুর নিয়ে একাই ওখানে থাকত কনসাল। ওটার বাগানে যাবার দরজাটা বন্ধ ছিল। হাত ধরে আমাকে দেয়াল টপকাতে সাহায্য করল ফাযিল। 'এভাবেই সন্ধ্যায় সটকে পড়তাম আমরা,' বলল সে। লাফ দিয়ে একটা বিরাট উঁচু জানালায় উঠল সে, অভ্যস্ত অনায়াস ভঙ্গিতে কাচহীন ফ্রেমের ভেতর দিয়ে পিছলে ভেতরে ঢুকে ঘুরে আমার দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল। 'ভয় পাবেন না,' বলল সে। 'পাখি ছাড়া কিছুই নেই এখানে।' ভেতরে নিকষ কালো অন্ধকার। অনেক জানালাই তক্তা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে, অন্যগুলোর গ্লসিং ময়লা আর তুষারে চাপা পড়ে যাওয়ায় সেটা ভেদ করে বিন্দুমাত্র আলোও আসতে পারছে না। তবে কোনও ঝামেলা ছাড়াই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ফাযিল। নির্ভয়ে উপরে উঠতে শুরু করল সে, তবে বারবার ঘুরে সিনেমার আশারের মতো পথ দেখাতে লাগল আমাকে। সব কিছুতেই আবর্জনা আর এটা সেটার গন্ধ। হামলার রাতে বন্ধ থাকা দরজা গলে ভেতরে ঢুকলাম আমরা, বুলেটের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত দেয়ালের পাশ ঘেঁষে আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়লাম। গরম পানির পাইপের জোড়া আর উঁচু ছাদের কোণে বানানো বাসা থেকে ভয় পেয়ে মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে কবুতরগুলো।

একেবারে উপরের তলায় মরচে ধরা খালি বাঙ্ক বিছানার মাঝে হেঁটে বেড়ালাম আমরা। 'এটা আমার ছিল, এটা নেসিপের,' বলল ফাযিল। 'কোনও কোনও রাতে ফিসফিস করে কথা বলার সময় যাতে কারও ঘুম না ভাঙে সেটা নিশ্চিত করতে একই খাটে ঘুমাতাম আমরা, তারার দিকে তাকিয়ে আলাপ করতাম।'

উপরের জানালাগুলোর একটার ফোকর দিয়ে স্ট্রিটল্যাম্পের আলোর আভায় তুষার কণাগুলোকে ভাসতে দেখলাম। অখণ্ড মনোযোগ, গভীরতম শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'বিছানায় শুয়ে ওগুলো দেখত নেসিপ,' বলল ফাযিল। দুটো দালানের মাঝখানে একটা সংকীর্ণ ফোকরের দিকে ইশারা করল ও। বাম দিকে—বাগানের ঠিক ওপাশে—কৃষি ব্যাংকের বদ্ধ প্রাচীর; ডান দিকে রয়েছে আরেকটা বদ্ধ দেয়াল, একটা বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের পেছন দিক। দুটো দালানের মাঝখানের দুই মিটার ফাঁকটুকু রাস্তা হওয়ার পক্ষে খুবই সরু, সেজন্যে ওটাকে গলি বলাই সবচেয়ে ভালো হবে। দোতলার একটা ফ্লুরোসেন্ট লাইট নিচের কর্দমাক্ত বাগানে পিঙ্গল আলো ফেলছে। লোকে যাতে গলিটাকে রাস্তা বলে ভুল করে না বসে, সেজন্যে দেয়ালের মাঝামাঝি কোথাও একটা **প্রবেশ নিষেধ** সাইনবোর্ড সেঁটে দেওয়া হয়েছে। গলির শেষ মাথায়—নেসিপের 'যেখানে জগতের শেষ' ধারণার অনুপ্রেরণা ছিল বলে জানাল ফাযিল—একটা অন্ধকার পাতাহীন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তাকিয়ে থাকার সময়ই সহসা মনে হলো যেন ওটায় আগুন লেগেছে।

'সাত বছর হলো প্যালেস অভ লাইট ফটো স্টুডিওর সাইন বোর্ডের লাল বাতিটা নষ্ট হয়ে গেছে,' ফিসফিস করে বলল ফাযিল। 'সারাক্ষণই জ্বলে আর নেভে ওটা, নেসিপের বিছানা থেকে ওটার মিটমিটে আলো দেখতাম আমরা। ওই অলিভার গাছটাকে দেখে মনে হতো বুঝি আগুন ধরে গেছে। একে "ওই দুনিয়া" বলত ও; সারা রাত নির্ঘুম কাটানোর পর অনেক সময় সকালে বলত, "সারা রাত ওই দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছিলাম!" কবি কা-কে এটার কথাই বলেছিল ও। আপনার বন্ধু সেটা কবিতায় ঢুকিয়েছেন। টেপ দেখার সময়ই এটা বুঝতে পারি আমি, তাই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনার বন্ধু কবিতার নাম "যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই" রেখে নেসিপকে অসম্মান করেছেন।'

'তোমার বন্ধুই কা-র কাছে "যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই" বলে এই ল্যান্ডস্কেপের বর্ণনা দিয়েছিল,' বললাম। 'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'নেসিপ নাস্তিক হয়ে মারা গেছে, বিশ্বাস করি না,' সাবধানে বলল ফাযিল। 'তবে, এটা ঠিক, ব্যাপারে সন্দিহান ছিল ও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন আর নিজের ভেতর নেসিপের কণ্ঠস্বর শুনতে পাও না?' জিজ্ঞেস করলাম। 'এসবই তোমাকে ক্রমশঃ গল্পের সেই লোকটার মতো নাস্তিকে পরিণত করার ভয় হয় না?'

চার বছর আগে কা-কে জানানো ওর সন্দেহের কথা আমি জানি দেখে ঠিক খুশি হতে পারল না ফাযিল। 'এখন আমি বিবাহিত, আমার বাচ্চা আছে,' বলল সে। 'এখন আর এইসব ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই।' নিশ্চয়ই আমাকে পশ্চিম থেকে উড়ে আসা এমন কেউ ভাবছিল যে তাকে নাস্তিকতার দিকে প্রলুব্ধ করতে চাইছে, কারণ এর পরপরই পিছু হটল সে। 'এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' বলল নরম কণ্ঠে। 'ডিনারে শ্বশুর বাড়িতে থাকার কথা আমাদের। ওদের অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না, কী বলেন?'

কিন্তু আমরা নিচে নামার আগে আমাকে রাশান কনস্যুলেটের মূল অফিস ছিল যে ঘরটা সেই বিশাল কামরায় নিয়ে গেল সে। টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'রাস্তা খুলে যাবার পর যি দেমারকল ও তার স্পেশাল অপারেশন্স টিম আরও কিছু ইসলামিস্ট ও কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীকে হত্যা করতে কয়েকদিন এখানে ছিল।'

এতক্ষণ পর্যন্ত গল্পের এই অংশটুকুর কথা মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম আমি, কিন্তু এবার বদলা নেওয়ার মতো ফিরে এল সেটা। আসলে কার্সে কা-র শেষ ঘণ্টাগুলো নিয়ে মোটেই ভাবতে চাইনি।

বাগানের গেইটে আমাদের অপেক্ষায় ছিল চারকোল ব্ল্যাক কুকুরটা। আমাদের পেছন পেছন হোটেলে ফিরে এল ওটা।

'আপনাকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছে,' বলল ফাযিল। 'ব্যাপারটা কী?'

'খেতে যাওয়ার আগে আমার ঘরে আসবে একটু? একটা জিনিস দিতে চাই তোমাকে।'

সেভিতের কাছ থেকে চাবি নেওয়ার সময় তুরগাত বে-র অফিসের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ওপাশের উজ্জ্বল কামরাটা চোখে পড়ল; টেবিলে সাজানো খাবার দেখলাম। ডিনারের অতিথির কথা কানে এল। আইপেকের উপস্থিতি টের পেলাম। চার বছর আগে কাদিফেকে লেখা নেসিপের প্রেমপত্রগুলোর কা-র করা ফটোকপি ছিল আমার স্যুটকেসে। রুমে এসে ফাযিলকে দিলাম ওগুলো। কেবল বেশ পরেই আমার মনে হবে আমি যেমন বন্ধু কা-র প্রেতাত্মার ঘোরে ছিলাম, ঠিক তেমনি ফাযিলও ওর বন্ধুর প্রেতাত্মার ঘোরে থাকবে বলে মনে মনে আশা করছিলাম।

চিঠিগুলো পড়বে বলে খাটের কিনারে বসল ফাযিল। কা-র একটা নোট বই বের করতে স্যুটকেসের কাছে ফিরে এলাম আমি। ফ্রাংকফুর্টে প্রথম দেখা তুষার কণার পৃষ্ঠাটা খুলে এমন একটা কিছু দেখলাম যেটা আমার মনের একটা অংশ নিশ্চয়ই অনেক আগেই খেয়াল করে থাকবে। 'যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটিকে স্মৃতি অক্ষের একেবারে উপরে স্থান দিয়েছে কা। এ থেকে আমার মনে হয়েছে অভ্যুত্থানের অবসানের পর যি দেমারকল ও তার বন্ধুদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত ডরমিটরিতে এসেছিল ও; নেসিপের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে। সুতরাং কার্স ছাড়ার ঠিক পূর্বক্ষণে নেসিপের ল্যান্ডস্কেপের মূল উৎস আবিষ্কার করেছে ও। স্মৃতি অক্ষের আর সব কবিতাই ওর ছেলেবেলা বা কার্সে ওর নিজের স্মৃতির কথা বলেছে। তো এখন আমিও কার্সের সবাই যেটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে সেই গল্পের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। আইপেক ওর ঘরে তালা বন্ধ অবস্থায় থাকতে কাদিফেকে নাটকে অভিনয় থেকে বিরত থাকতে রাজি করাতে না পেরে যি দেমারকলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ও। ব্লু কোথায় আছে কা-র কাছ থকে সেই খবর জানতে নতুন হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করছিল যি দেমারকল।

আমি নিশ্চিত, ওই মুহূর্তে ফাযিলের মতোই আচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল আমাকে। ডিনারের অতিথির কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসছিল। রাস্তার দিক থেকে শোনা যাচ্ছিল বিষণ্ন কার্স নগরীর দীর্ঘশ্বাস। স্মৃতি হারিয়ে আমি আর ফাযিল আমাদের আরও জটিল, আবেগপ্রবণ ও সত্যিকারের আদিসত্তার উপস্থিতির কাছে মাথা নুইয়েছিলাম।

জানালা দিয়ে পড়ন্ত তুষারের দিকে তাকিয়ে ফাযিলকে বললাম সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের জলদি নিচে যাওয়া দরকার। ও যেন কোনও দোষ করে ফেলেছে এমন একটা চেহারা করে লাফ উঠে ফাযিলই আগে বিদায় নিল। বিছানায় শুয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে ডরমিটরিতে যাবার সময় ওর মনের ভাবনাগুলো কল্পনা করার প্রয়াস পেলাম; কত কষ্ট করে যি দেমারকলের চোখের দিকে তাকাতে যুদ্ধ করতে হয়েছে ওকে, রাস্তার নাম ঠিক মতো বলতে না পারায় পথ দেখানোর জন্যে নিশ্চয়ই বুকে পাকড়াও করতে যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের গাড়িতে উঠতে বাধ্য করা হয়েছিল ওকে। আমার বন্ধু দূর থেকে দালানটা দেখিয়ে দিচ্ছে কল্পনা করে বেশ খারাপ লাগল। নাকি আরও খারাপ কিছু হয়েছিল? এমনকি হতে পারে যে লেখক কেরানি গোপনে মহান কবির পতনে খুশি হয়েছে? চিন্তাটা নিজের উপর এমন প্রবল ঘৃণার অনুভূতি জাগিয়ে তুলল যে জোর করে ভিন্ন কিছু ভাবতে শুরু করলাম আমি।

তুরগাত বে ও তার অতিথির সাথে যোগ দিতে নিচে নামার পর আইপেকের সৌন্দর্যে নতুন করে বিমোহিত হয়ে গেলাম। ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের বই-প্রেমী সংস্কৃতিমনা ডিরেক্টর রেকাই বে আমাকে চাঙা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করল, সরদার বে ও তুরগাত বে-ও কম গেল না। তবে এই দীর্ঘ সন্ধ্যার ব্যাপারটা ঝটপট পার হয়ে যেতে দিন আমাকে। পুরো সময়টায় সবাই আমার সাথে সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমোদের সাথে আচরণ করেছে; আমিও গলা ভেজানোর যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। যখনই টেবিলের উল্টোদিকে বসা আইপেকের দিকে তাকিয়েছি, মনে হয়েছে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে একটা কিছু বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। টেলিভিশনের নিজের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হতে দেখলাম, নিজের নার্ভাস হাতজোড়া দেখাটা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। গোটা কার্সে বয়ে বেড়ানো রেডিওটার দিকে তাকালাম, আমার মেজবান ও তার অতিথিদের শহরের ইতিহাস, এখানে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ ও বিপ্লবের রাত সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রেকর্ড করতে বয়ে বেড়াচ্ছিলাম ওটা। কিন্তু এর সবই করেছি এমন কারও মতো দায়িত্বপূর্ণ আলস্যের সাথে, যে আর তার কাজে বিশ্বাস করে না। যাহিদের ডালের স্যুপে চুমুক দেওয়ার সময় নিজেকে ১৯৪০-এর দশকের কোনও প্রাদেশিক সিনেমার চরিত্র হিসাবে কল্পনা করলাম। স্থির করলাম যে জেলখানাই কাদিফের উপযুক্ত ছিল। এখন অনেক বেশি পরিপক্ক সে, অনেক নিশ্চিত। কা-র কথা বলেনি কেউ—এমনকি ওর মৃত্যু পর্যন্ত না—ব্যাপারটা আমার মন ভেঙে দিল। এক সময় আইপেক ও কাদিফে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল, ছোট্ট ওমেরকান ঘুমাচ্ছিল ওখানে। ওদের পেছন পেছন যেতে ইচ্ছে করল আমার, কিন্তু ততক্ষণে আপনার লেখক 'অনেকখানি গলায় ঢেলে ফেলেছে, একজন শিল্পী সব সময়ই যেমন করবে।' আসলে এতটা মাতাল ছিলাম যে উঠে দাঁড়ানোরও জো ছিল না।

কিন্তু তারপরেও সেই সন্ধ্যার খুবই স্পষ্ট স্মৃতি রয়ে গেছে আমার। বেশ গভীর রাতে আইপেককে কা-র ঘরটা দেখতে চাইবার কথা বলেছিলাম। রুম নম্বর ২০৩। টেবিলের সবাই কথা থামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল তখন।

'বেশ,' বলল আইপেক্। 'চলুন যাই।'

রিসিপশন থেকে চাবিটা নিল সে। ওকে অনুসরণ করে উপরে উঠে এলাম। তারপর ঘরে। জানালা, পর্দা, তুষার। ঘুমের গন্ধ। সাবানের সৌরভ। ধুলির ক্ষীণ আভাস। ঠাণ্ডা। আইপেক চেয়ে রইল আমার দিকে; এখনও আমাকে সন্দেহাবসর দিতে রাজি হলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। খাটের কিনারে বসে পড়লাম আমি। এই একই নারীর সাথে দৈহিক মিলনে আমার বন্ধুটি যেখানে ওর জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টুকু পার করেছিল। এখানে যদি মারা যাই আমি? আইপেকের কাছে প্রেম নিবেদন বরে বসি যদি? স্রেফ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতেই এখানে রয়ে গেলে? আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, ঠিকাছে, টেবিলে অপেক্ষায় রয়েছে। বিড়বিড় করে একটা কিছু বললাম, ক্ষীণ হাসল আইপেক। আগেই স্থির করা লজ্জাকর কথাগুলো উচ্চারণ করার পর ওর মিষ্টি হাসির কথা মনে আছে আমার।

'প্রেমেপ্রেমছাড়াআরকিছুই..তোমাকেসুখীকরেতোলেনা...তোমারলেখাবইগুলোব াদেখাশহরগুলোকোনওটাইনয়...আমিখুবইএকা...যদিবলিদুনিয়ারশেষদিনপর্যন্তএই শহরেথেকেতোমাকেভালোবেসেযেতেচাইতবেকিতুমিতাবিশ্বাসকরবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ওরহান বে,’ বলল আইপেক। ‘মুহতারকে ভালোবাসার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাজ হয়নি। মনপ্রাণ দিয়ে ব্লুকে ভালোবেসেছি, তাতেও কাজ হয়নি। কা-কে ভালোবাসতে পারতাম হয়তো, কিন্তু সেটাও কোনও কাজে আসেনি। মনে হয় না আর কখনও ভালোবাসব আমি। আসলে সেই মনই নেই আমার। এখন শুধু আমার পিচ্চি ভাগ্নেটাকে পুষতে চাই। কিন্তু তারপরেও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। যদিও আপনাকে সিরিয়াসভাবে নিতে পারছি না।’

আমার উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো ‘আপনার বন্ধু’ কথাটা বলেনি সে। কা-র নাম উচ্চারণ করেছে। এই জন্যে ওকে বেশ করে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা কি আগামীদিন দুপুরে নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে আবার দেখা করতে পারি, কা সম্পর্কে আরেকটু আলাপ করার জন্যে?

ব্যস্ত থাকবে বলতে গিয়ে দুঃখ পেল ও। তাসত্ত্বেও ভালো মেজবান হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায় সে আর পরিবারের অন্যরা পরদিন সন্ধ্যায় স্টেশনে আমাকে বিদায় জানাতে আসবার কথা বলল।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বীকার গেলাম ডিনার টেবিলে ফিরে যাওয়ার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই আমার। (কেঁদে ফেলব ভেবেও ভয় পাচ্ছিলাম), তারপর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারালাম।

AMARBOI.COM

পরদিন সকালে কারও চোখে না পড়েই হোটেল থেকে বের হয়ে আসতে পারলাম আমি। শহরময় হেঁটে দিনটা পার করে দিলাম। প্রথমে মুহতারের সাথে, তারপর সরদার বে ও ফাযিলের সাথে। যেমন আশা করেছিলাম, সান্ধ্য খবরে আমার আবির্ভাব কার্সের লোকজনকে আমার সাথে কথাবার্তা বলার বেলায় বেশ সহজ করে তুলেছিল। ফলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় করতে পেরেছি যা আমার গল্পের শেষটাকে স্পষ্ট করেছে। কার্সের প্রথম ইসলামিস্ট পত্রিকা *ল্যান্সের* (প্রচার সংখ্যা পঁচাত্তর) মালিকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মুহতার; পত্রিকার ম্যানেজিং পার্টনার অবসরপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্টের সাথেও পরিচয় হয়েছে। যদিও আমাদের মিটিংয়ে অনেক দেরি করে হাজির হয়েছিল সে। এরা দুজন আমাকে বলেছে, অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ কার্সের ইসলামিস্ট আন্দোলনকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে; এমনকি মাদ্রাসার জনপ্রিয় দাবীও এখন ম্লান হতে চলেছে। ওদের কথা শেষ হওয়ার পরেই কেবল আমার মনে হয়েছে একবার নেসিপকে প্রাচীন কেতায় দুবার চুমু খাওয়ার পর এই প্রবীন ফার্মাসিস্টকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ফাযিল ও নেসিপ।

হোটেল এশিয়ার মালিক এখন *ল্যান্সের* জন্যে লিখছে। আমরা সাম্প্রতিক ঘটাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা শুরু করলে স্মৃতিচারণ করে চার বছর আগে কার্সের ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের ঘাতক কার্সের কেউ নয় জানতে পেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারপরনাই শোকর করার কথা বলল সে। বিস্তারিত বয়ান কোনওভাবে ভুলে গেছি। পরে জানা গেছে আততায়ী, বলেছে সে, তোকাতের এক টি-হাউসের মালিক। একই অস্ত্র ব্যবহার করে একই সময়ে তার আরেকটা খুন করার ব্যাপারটা পরে প্রমাণিত হয়; আংকারা থেকে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট আসার পর তোকাতের লোকটার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করা হয়, স্বীকারোক্তিতে ব্লুই তাকে কার্সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বলে স্বীকার করে। বিচারের সময় আদালতে দাখিল করা এক সংক্ষিপ্ত বিবরণে তাকে নার্ভাস ব্রেকাডাউনের শিকার দাবী করা হয়, ফলে বিচারপতি তাকে বাথিরকয় মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। তিন বছর পরে মুক্তি পেয়ে ইস্তাম্বুলে থিতু হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। এখন ওখানে সেরি তোকাত টি-হাউস চালানোর পাশাপাশি *কভেন্যান্ট* পত্রিকায় হিযাব কন্যাদের নিয়ে কলাম লিখছে।

চার বছর আগেই কাদিফে হিসাব খোলার পর কার্সে হিযাব কন্যাদের আদর্শ দারুণভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। এখন আবার প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ দেখা গেলেও আদালতের মামলায় জড়িত এতবেশি মেয়েকে বহিষ্কার আর অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে বদলি করে দেওয়া হয়েছে যে কার্সের আন্দোলনের ইস্তাম্বুলের মতো গতি অর্জন করা ঢের বাকি আছে; হান্দের পরিবার আমার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

জোরাল মন্দ্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী ফায়ারম্যান, অভ্যুত্থানের পরদিন সকালে যাকে তুর্কি লোকসঙ্গীত গাইবার জন্যে জোর করে টেলিভিশন স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখন তার এত ভক্ত জুটেছে যে নিজের কার্স বর্ডার টেলিভিশনের নিজস্ব সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান *সংস অভ দ্য টার্কিশ বর্ডারল্যান্ডে*র তারকা বনে গেছে সে। মঙ্গলবারে টেপ করে শুক্রবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান প্রচার করে ওরা। কার্স জেনারেল হাসপাতালের গানপ্রেমী জেনিটর (হুজুর শেখ সাদেত্তিনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু ও সবচেয়ে নিবেদিত মুরীদ) ছন্দোময় *সায*-এ তাকে সঙ্গ দেয়।

অভ্যুত্থানের রাতে মঞ্চে আবির্ভূত অল্প বয়সী ছেলে 'গ্লাসেস'-এর সাথেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সরদার বে। আবার মঞ্চে ওঠার ব্যাপারে বাবার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার উপর, এমনকি স্কুলের নাটকের বেলায়ও। এখন সে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে। এখনও পত্রিকা বিলির কাজ করে সে। খবরের জন্যে ইস্তাম্বুলে পত্রিকার উপর নির্ভরশীল কার্সের সমাজতন্ত্রীদের হালনাগাদ খবর আমাকে পৌঁছে দিয়েছে সে। সরকারের বিরোধিতা করার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ইসলামিস্ট ও কুর্দিশ জাতীয়তাবাদীদের এই গোঁড়া ভক্তরা মাঝে মাঝে এমন বেখাপ্পা বিবৃতি ঝেড়ে বসে কেউই যা পড়ার কষ্ট করতে যায় না। আজকাল তাদের কাজকর্ম স্রেফ এক সাথে বসে এককালে তারা কে কেমন বীর ছিল, তরুণ বয়সে কে কীভাবে কোরবানী দিয়েছে তার বাগাড়ম্বরমাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্সে ঘুরে বেড়ানোর সময় যাদের সাথে দেখা হয়েছে তারা সবাই এমনি কোনও বীরের অপেক্ষায় আছে বলে মনে হয়েছে আমার, এক মহান পুরুষ যিনি তাদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বিভ্রান্তি ও হত্যাকাণ্ড থেকে উদ্ধার করবেন। সম্ভবত আমি খানিকটা নামডাকঅলা ঔপন্যাসিক হওয়ায় যেন গোটা শহর আশা করেছিল যে আমি হয়তো ওদের প্রত্যাশিত সেই মহান পুরুষটি হবো। হায়, আমার বাজে ইস্তাম্বুলী স্বভাব, অন্যমনস্কতা ও সংগঠনের অভাব, আত্ম-সম্মান, কাজের প্রতি আমার দুর্বলতা ও তাড়াহুড়ো ওদের হতাশ করেছে; আরও বড় কথা, ওরা সেটা আমাকে জানিয়েওছে।

দর্জি মারুফও ছিল; ইউনিটি টি-হাউসে নিজের জীবন কাহিনী বলার পর সে বলেছে ওর সাথে বাড়িতে যাওয়া উচিত আমার, তাহলে ভাতিজাদের সাথে পরিচিত ও ওদের সাথে মদ খাওয়া যাবে। বিষ্যুদ্বার সন্ধ্যায় কনফারেন্স অভ আতাতুর্ক ইয়ূথ-এ যোগ দিতে আরও দুদিন থেকে যাওয়া উচিত আমার। বন্ধুত্বের খাতিরে আমাকে দেওয়া প্রত্যেকটা সিগারেট আর গ্লাসে চুমুক দিতে হবে আমাকে (বলতে গেলে তাই করেছি)।

ফাযিলের বাবার এক আর্মি বন্ধু ছিল, আমাকে সে বলেছে, গত চার বছরে বেশিরভাগ কুর্দিশ জঙ্গী হয় নিহত হয়েছে বা জেলে পোরা হয়েছে তাদের; এখন আর কেউ গেরিলা দলে যোগ দিচ্ছে না। হোটেল এশিয়ায় যেসব তরুণ কুর্দি যোগ দিয়েছিল তারা সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে; যদিও রোববারের সন্ধ্যার ককফাইটে যাহিদের জুয়াড়ি নাতিকে দেখেছি, আমাকে উষ্ণ স্বাগত জানিয়ে আমার স্যাথে রাকি ভাগাভাগি করেছে সে; চায়ের গ্লাস থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছি তা।

ততক্ষণে রাত গভীর হতে চলেছিল; তো জগতে বন্ধুহীন কিন্তু বিপুল বিষাদময় কোনও পর্যটকের মতো তুষারের উপর দিয়ে ধীর পায়ে হোটেলের পথ ধরলাম আমি। বিদায় নেওয়ার আগে তখনও বেশ কিছুটা সময় ছিল হাতে। কিন্তু কারও চোখে ধরা না পড়ে বিদায় নেওয়ার আশা করছিলাম বলে গোছগাছ করতে সোজা নিজের কামরায় চলে এলাম।

কিচেন ডোর দিয়ে বেরুনোর সময় ডিটেক্টিভ সাফফেতের সাথে দেখা হয়ে গেল। এখন অবসরে গেছে, কিন্তু যাহিদের স্যুপ খেতে রোজ রাতে হাজির হয় সে। টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখার সুবাদে নিমেষে আমাকে চিনে ফেলল সে, বলল আমাকে বলার মতো অনেক কথা আছে তার। ইউনিটি টি-হাউসে বসে সরকারীভাবে অবসর গ্রহণ করলেও এখনও নৈমিত্তিক ভিত্তিতে সরকারের কাজ করার কথা বলল সে। আসলে কার্সে ডিটেক্টিভদের অবসর বলে কিছু নেই। শহরের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এখানে আমি কী খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছি জানতে খুবই আগ্রহী বলে তাকে পাঠানো হয়েছে (এর সাথে কি 'আর্মেনিয়, কুর্দিশ বিদ্রোহী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয় সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহের সম্পর্ক আছে?)। দরাজ হেসে সে যোগ করল, আমার আসল উদ্দেশ্য জানালে ওকে সামান্য টাকা কামানোয় সাহায্যই করা হবে।

সাবধানে শব্দ বেছে কা সম্পর্কে বললাম ওকে, চার বছর আগে কার্স সফরের সময় আমার বন্ধুকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করার কথা মনে করিয়ে দিলাম। ওর কথা কতখানি মনে আছে? জানতে চাইলাম।

'মানুষের জন্যে ভাবে এমন একজন মানুষ ছিলেন তিনি, কুকুরও ভালোবাসতেন–ভালো মানুষ,' বলল সে। 'কিন্তু তার মনটা তখনও জার্মানিতে ছিল; খুবই অন্তর্মুখী ছিলেন। আজকাল কার্সের কেউ আর তাকে পছন্দ করে না।'

অনেক ক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা। কিছু হয়তো জানতে পারে ভেবে ভয়ে ভয়ে অবশেষে ব্লু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তাকে। জানতে পেলাম এক বছর আগে, ঠিক আমি যেমন কা সম্পর্কে জানতে চাইছি, বেশ কয়েকজন ইসলামিস্ট ইস্তাম্বুল থেকে রাষ্ট্রের শত্রু ব্লু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিল এখানে। তার কবর খুঁজে বের না করেই চলে গিয়েছিল তারা। সম্ভবত উড়োজাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল লাশটা, যাতে কবরস্থান তীর্থস্থানে পরিণত হতে না পারে।

আমাদের সাথে যোগ দিতে টেবিলে এসে একই রকম গল্প শোনার কথা জানাল ফাযিল; ও-ও শুনেছে একই ইসলামিস্ট তরুণরা ব্লু'র নিজস্ব তীর্থযাত্রার সময় বেছে নেওয়া একই রাস্তা অনুসরণ করেছিল। জার্মানিতে পালিয়ে যায় ওরা, বার্লিনে একটা দ্রুত বিকাশমান রেডিক্যাল ইসলামিস্ট দলের সন্ধান পায়। মাদ্রাসায় ফাযিলের সহপাঠীদের মতানুসারে একটা বিবৃতি লিখেছে তারা–জার্মান ভিত্তিক জার্নাল হজ্জ-এর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল–ওই লেখায় ব্লুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের শপথ করেছিল তারা। আমাদের ধরণা, এই গ্রুপটাই কা-কে হত্যা করেছে। সম্ভবত ওর একমাত্র অস্তিত্ববান বইটি এখন বার্লিনে ব্লুর হাজীদের হাতে রয়েছে–অন্তত জানালা দিয়ে বাইরে তুষারের দিকে তাকিয়ে সেই রকমই অনুমান করলাম আমি।

এই সময় আরেকজন পুলিস আমাদের টেবিলে যোগ দিয়ে বলল তার সম্পর্কে চালু সমস্ত গুজবই মিথ্যা। 'আমার চোখজোড়া ধূসর নয়!' বলল সে। বলল, ধূসর চোখ থাকার মানে কী জানে না। মরহুমা তেসলিমেকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসত সে, মেয়েটা আত্মহত্যা না করলে নিশ্চিতভাবেই বিয়ে করত ওরা। চার বছর আগে সাফফেতই পাবলিক লাইব্রেরিতে ফাযিলের আইডেন্টিটি কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছিল, কা-র নোট বই থেকে কথাটা মনে ছিল আমার। আমার মনে হলো ফাযিল ও সাফফেত, দুজনই অনেক আগেই সেই ঘটনা ভুলে গেছে।

ফাযিল আর আমি ফের তুষার ঢাকা রাস্তায় নামার পর আমাদের সাথে এল দুই পুলিস–বন্ধুত্বের চেতনায় নাকি পেশাদারী কৌতূহল থেকে, বলতে পারব না–আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটার সময় নিজেদের জীবন নিয়ে নির্দ্বিধায় কথা বলে গেল ওরা, সাধারণভাবে জীবনের শূন্যতা, ভালোবাসা ও বুড়িয়ে যাওয়ার বেদনা। ওদের কারওই মাথায় টুপি ছিল না; দুজনের পাতলা হয়ে আসা শাদা চুলে তুষার পড়ার পর গলছিল না। এই শহরটা এখন চার বছর আগের তুলনায় আরও বেশি গরীব ও শূন্য কিনা জানতে চাইলে ফাযিল বলল সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সবাই আগের চেয়ে অনেক বেশি টেলিভিশন দেখছে, টি-হাউসে বসে দিন কাটানোর চেয়ে বেকাররা এখন সারা দুনিয়া থেকে স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো বিনে পয়সায় ছবি দেখতে ঘরে থাকতেই পছন্দ করে। শহরের সবাই স্ট্যু প্যানের ঢাকনির মাপের শাদা ডিশ কেনার জন্যে কিপটেমি করে টাকায় জমিয়েছে; প্রত্যেকটা জানালার কিনারে সেঁটে দেওয়া হয়েছে ওগুলো। এটাই, বলল সে, শহরের একমাত্র নতুন উন্নতি।

নিউ লাইফ প্যাস্ট্রি শপে থামলাম আমরা। এখানে স্বাদু বাদামভরা ক্রিসেন্ট রোল কিনলাম সবাই, ইন্সটিটিউট অভ এডুকেশনের ডিরেক্টরের প্রাণ গিয়েছিল যার জন্যে। এটাই আমাদের সন্ধ্যার খাবার। আমরা স্টেশনের দিকে যাচ্ছি বুঝে ফেলার পর বিদায় নিল দুই পুলিস। ফাযিল আর আমি বন্ধ দোকান, খালি টি-হাউস, পরিত্যক্ত আর্মেনিয় ম্যানশন ও ঝলমলে দোকানের জানালা পাশ কাটিয়ে এগোনোর সময় খানিক পর পর রাস্তার উপরের চেস্টনাট ও পপলার গাছের অদ্ভুত নিয়নের আলোয় আলোকিত তুষারের ভারে ন্যুজ ডালপালার দিকে তাকাচ্ছিলাম। পুলিস আমাদের পিছু না নেওয়ায় সাইড স্ট্রিট ধরে এগোচ্ছিলাম আমরা। কমে আসার আভাস দিলেও এখন আবার পুরু হয়ে তুষার ঝরছে। রাস্তাঘাটের জনশূন্যতা হতে পারে, কিংবা হয়তো কার্স ছেড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে অপরাধী বোধ করতে লাগলাম আমি, যেন বা এই শূন্য শহরে ফাযিলকে একাকীত্বের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। দুটো অলিভার গাছের নগ্ন ডাল থেকে ঝুলন্ত আইসিকল মিশে গিয়ে তুলি পর্দা বানিয়েছে, দেখতে পাচ্ছিলাম; তুলাসের নীড়ে একটা চড়ুই পাখীকে ডানা ঝাপ্টাতে দেখলাম। বিশালাকার তুষার কণার ঘূর্ণীর ভেতর উড়াল দিল ওটা, আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। টাটকা তুষারের চাদর নৈঃশব্দ্যে ভরা রাস্তাঘাটকে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে যে আমাদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া কেবল নিঃশ্বাসের আওয়াজই শুনতে পাচ্ছিলাম। যতই হাঁটছি ততই কষ্ট সাপেক্ষ ও সশব্দ হয়ে উঠছিল আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস। দোকান আর বাড়িঘর স্বপ্নের মতো নীরব হয়ে রইল।

রাস্তার মাঝখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে চূড়ান্ত গন্তব্যে নেমে আসা একটা তুষার কণার দিকে তাকালাম। ঠিক সেই একই মুহূর্তে ডিভাইন লাইট টি-হাউসের প্রবেশ পথের উপরে ইশারা করল ফাযিল। ওখানে দেয়ালের বেশ উপরে চার বছর আগের অস্পষ্ট হরফে লেখা পোস্টার দেখা যাচ্ছে:

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি
আর
আত্মহত্যা মহাপাপ

'এই টি-হাউসটা পুলিসের খুবই প্রিয় জায়গা, তাই কেউ ওই পোস্টারে হাত দেওয়ার সাহস পায়নি,' বলল ফাযিল।

'নিজেকে কি তোমার আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। কেবল নেসিপই আল্লাহর সেরা সৃষ্টি ছিল। আল্লাহ ওর জীবন নেওয়ার পর থেকে নাস্তিকতা নিয়ে মাথা ঘামানো আর আল্লাহকে আরও বেশি ভালোবাসার ইচ্ছা বাদ দিয়েছি। আল্লাহ এখন মাফ করলেই হয়।'

তুষার কণাগুলো এখন এত ধীরে ঝরছে মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় ঝুলে আছে। ট্রেইন স্টেশন ভবনে পৌঁছানোর আগে আর কথা বললাম না আমরা। *দ্য ব্ল্যাক বুকে* উল্লেখ করা রিপাবলিকান কাঠামো এখন আর নেই। এখন টিপিক্যাল কংক্রীটের দানবীয় কাঠামো বানিয়েছে ওরা। মুহতার আর চারকোল ব্ল্যাক কুকুরটাকে অপেক্ষা করতে দেখলাম।

ট্রেইনের ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে সরদার বে কা-র খবরঅলা *বর্ডার সিটি গেযেটের* কয়েকটা পুরোনো সংখ্যা নিয়ে হাজির হলো। আমাকে ওগুলো দিয়ে বই লেখার সময় কার্স বা এর সমস্যা, শহর বা এর বাসিন্দাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু না লেখার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে বলল সে। সরদার বে-কে আমাদের জন্যে উপহার আনতে দেখে প্রায় অপরাধী চেহারায় একটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ দিল মুহতার, ওটার ভেতরে এক বোতল কোলন, কার্সের বিখ্যাত পনিরের একটা চাক আর নিজের পয়সায় এরযারুমে ছাপানো তার প্রথম কবিতা সংকলনের স্বাক্ষর করা একটা কপি ছিল।

নিজের জন্যে টিকেট আর কবিতায় আমার বন্ধুর উল্লেখ করা কুকুরটার জন্যে স্যান্ডউইচ কিনলাম। আমার দিকে কোঁকড়া লেজ দুলিয়ে এগিয়ে এল ওটা। ওটাকে স্যান্ডউইচ খাওয়ানোর সময়ই খেয়াল করলাম ব্যস্ত সমস্ত হয়ে স্টেশনে ঢুকছে তুরগাত বে ও কাদিফে। যাহিদের কাছ থেকে সবে আমার বিদায় নেওয়ার কথা জানতে পেয়েছিল ওরা। টিকেট এজেন্ট, যাত্রা, তুষার ইত্যাদি নিয়ে কিছু খোশালাপ করলাম আমরা। লাজুক চেহারায় পকেট থেকে কারাবাসের সময় ফরাসী ভাষা থেকে নিজের অনূদিত তুর্গেনিভের উপন্যাস *ফার্স্ট লাভের* একটা কপি বের করল তুরগাত বে। কাদিফের কোলে বসেছিল ওমেরকান, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ওর মায়ের মাথা বিলাসি ইস্তাম্বুলের স্কার্ফে ঢাকা। জমে ওঠা তুষার কিনারা থেকে ঝরে পড়ছে। বেশিক্ষণ তার স্ত্রীর অসাধারণ সুন্দর চোখের দিকে তাকানোর সাহস করতে না পেরে ফাযিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম কার্স নিয়ে বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলে আমার পাঠকদের কি বলতে পারে সেটা ও ভেবেছে কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছু না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।

আমার চোহারা ম্লান হয়ে যেতে দেখে একটু নরম হলো সে। 'একটা কথা অবশ্য ভেবেছিলাম, কিন্তু সেটা আপনার পছন্দ নাও হতে পারে,' বলল সে। 'কার্সের পটভূমিতে কোনও বই লিখলে আর সেখানে আমার কথা আনলে আপনার পাঠকদের আমার সম্পর্কে আপনার কোনও কথাই বিশ্বাস করতে নিষেধ করব। এত দূর থেকে আমাদের বোঝা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'কিন্তু উপন্যাসে কি পড়ছে সেটা কেউই সেভাবে বিশ্বাস করে না,' বললাম।

'আরে, করে,' বলে উঠল সে। 'কেবল নিজেদের জ্ঞানী, উন্নত ও মানবীয় ভাববার জন্যে হলেও আমাদের মজার আর হাস্যকর ভাবতে হবে ওদের, নিজেদের বোঝাতে হবে যে আমাদের কায়দা-কানুনের প্রতি তাদের সহানুভূতি আছে, এমনকি ভালোওবাসে। তবে এইমাত্র যা বললাম সেটা যদি লিখেন, আপনার পাঠকরা অন্তত তাদের মনে সন্দেহের জন্যে খানিকটা জায়গা তুলে রাখবে।'

ওর কথাই উপন্যাসে তুলে ধরার কথা দিলাম।

বারবার আমাকে স্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে তাকাতে দেখে কাছে এল কাদিফে। 'শুনেছি আপনার নাকি রুয়া নামে খুবই চমৎকার একটা মেয়ে আছে,' বলল সে। 'আমার বোন আসছে না। তবে আপনাকে আর আপনার মেয়ের জন্যে শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে বলেছে। আপনার জন্যে আমার সংক্ষিপ্ত নাট্য জীবনের এই স্মৃতি চিহ্নটুকু নিয়ে এসেছি।' আমাকে ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চে সুনেয় যেইমের সাথে তোলা নিজের একটা ছবি দিল ও।

স্টেশন মাস্টার হুইসল বাজাল। আমি একাই বোধ হয় ট্রেইনে উঠেছিলাম। একে একে ওদের সাথে কোলাকুলি করলাম। শেষ মুহূর্তে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ দিল আমাকে ফাযিল, ওটার ভেতর ওর করা ভিডিও টেপের কপি আর একটা কলম, এক কালে নেসিপের ছিল ওটা।

ততক্ষণে ট্রেইনটা চলতে শুরু করেছে; হাত ভর্তি উপহার থাকায় বেশ কসরত করে কারে উঠতে হলো আমাকে। ওরা সবাই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। জানালা দিয়ে ঝুঁকে হাত নাড়তে লাগলাম আমিও। যেন একেবারে শেষ মুহূর্ত চারকোল রঙ কুকুরটাকে দেখতে পেলাম, গোলাপি জিভ বের হয়ে আছে ওটার। আমার পাশে পাশে খুশি মনে ছুটে চলল ওটা প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত। পুরু হয়ে ঝরে চলা তুষারের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা।

বসলাম আমি, জানালা দিয়ে তুষারের ভেতর দিয়ে উপকণ্ঠের মহল্লাগুলোর একেবারে শেষ প্রান্তের বাড়িঘরগুলোর দিকে চোখ ফেরালাম। জীর্ণ কামরাগুলো মানুষে ভর্তি, টেলিভিশন দেখছে সবাই। এবং তুষার ঢাকা শেষ ছাদটা, ভাঙা চিমনি দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার রেখাকে অবশেষে আমার চোখের জলের ভেতর দিয়ে একটা ছোপের মতো মনে হতে লাগল।

এপ্রিল ১৯৯৯-ডিসেম্বর ২০০১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা-র লেখা কবিতাগুলোর
পর্যায়ক্রম

	শিরোনাম	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১	তুষার	১০	১০১
২	গুপ্ত সামঞ্জস্যতা	১১	১১৫
৩	নক্ষত্র ও তাদের বন্ধুরা	১৪	১৩২
৪	চকোলেটের বাক্স	১৪	১৪৩
৫	যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই	১৬	১৬২
৬	বিপ্লবের রাত	১৯	১৮৫
৭	স্বপ্ন সড়ক	২১	১৯৯
৮	আত্মহত্যা ও ক্ষমতা	২২	২১৭
৯	দারিদ্র্য ও কষ্ট	২৪	২৩২
১০	আমি, কা	২৪	২৩৫
১১	আমি সুখী হতে যাচ্ছি	২৭	২৬৫
১২	মানবতা ও নক্ষত্র	৩২	৩০৯
১৩	বেহেশত	৩২	৩১৫
১৪	গুলি খেয়ে প্রাণ হারানো	৩৩	৩২৭
১৫	দাবা	৩৫	৩৫৬
১৬	প্রেম	৩৬	৩৬১
১৭	কুকুর	৩৭	৩৭১
১৮	ঈর্ষা	৩৮	৩৮৪
১৯	যেখানে জগতের শেষ	৪০	৪০৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~